বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

শ্রীমণীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিষয়-সূচী

শান্তিপর্ব্ব (উত্তরার্দ্ধ) অধ্যায় ২৯৯—৩৬৬; পৃষ্ঠা—১—১০৬

অনুশাসনপর্ব্ব অধ্যায়—১৬৮; পৃষ্ঠা—১০৭—৩৭২

আশ্বমেধিকপর্ব্ব :—অধ্যায়—৯২ ; পৃষ্ঠা—৩৭৩—৪৭৬

বিষয়-সূচী—আশ্রমবাসিকপর্ব্ব

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব :—অধ্যায়—৩৯ ; পৃষ্ঠা ৪৭৭—৫১৪

মৌসলপর্ব্ব :—অধ্যায়—৮ ; পৃষ্ঠা ৫১৫—৫২৬

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব :—অধ্যায়—৩ ; পৃষ্ঠা ৫২৭—৫৩১

স্বর্গারোহণপর্ব্ব :—অধ্যায়—৬ ; পৃষ্ঠা ৫৩৩—৫৪৩

—শেষ—

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মহাভারত অতি বৃহৎ গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ইতিহাস বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু কোন স্থলে ইহা পুরাণ এবং পঞ্চমবেদ শব্দেও উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাভারতে পুরাণের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান আছে এবং স্থানে স্থানে বেদের আখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেব-চরিত, ঋষি-চরিত ও রাজ-চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং নানা প্রকার উপাখ্যানাদিও লিখিত আছে। অতি বিস্তৃত মহাভারত-গ্রন্থে অনেক প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উক্ত হইয়াছে এবং নানাবিধ লৌকিকাচার ও বিষয়-ব্যবহারও বর্ণিত আছে। যাহাতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ কোন প্রকৃত পুরাবৃত্ত-গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু মহাভারত পাঠ করিলে সে ক্ষোভ অনেক অংশে দূর হইতে পারে। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশের পুরাবৃত্ত লিখিত হইয়া থাকে, মহাভারত তদ্রূপ প্রথানুক্রমে রচিত নহে; কিন্তু কোন বিচক্ষণ লোকে মনোযোগপূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচারব্যবহার, নীতি, ধর্ম্ম ও বিষয়-ব্যবহারের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিলে মহাভারত যেমন পুরাবৃত্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, সেইরূপ কোন কোন অংশে ইহাকে নীতিশাস্ত্র বলিলেও বলা যায়। ইহার অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে অনেক প্রকার নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে এবং কেবল নীতি উপদেশের উদ্দেশেই অনেক উপাখ্যানাদি বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের রচনাকর্ত্তা এবং ভারতবর্ষীয় অপরাপর পূর্ব্বতন ঋষিগণ উল্লিখিত অসামান্য গ্রন্থের অধ্যয়ন ও শ্রবণের যে সমস্ত অসাধারণ অলৌকিক ফলশ্রুতি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আস্থাশূন্য হইলেও ইহার শ্রবণ ও অধ্যয়ন দ্বারা নীতিজ্ঞান ও বিষয়-ব্যবহারজ্ঞানাদি অনেক প্রকার উপকারলাভ করিয়া সুখী হওয়া যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নীতি-সকল সঙ্কলন করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রশংসনীয় নীতিশাস্ত্র-রচনা দ্বারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের অনেক কবিও ইহার অনেক মনোহর আখ্যান অবলম্বনপূর্ব্বক অনুপম আশ্চর্য্য কাব্য-নাটকাদি রচনা করিয়া কাব্যরস-রসিক জনগণের চিত্ত-বিনোদন সাধন করিয়াছেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণও উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে সর্ব্বদা শ্লোক-সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান করেন। ফলতঃ ভারতান্তর্গত অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে ভারতবর্ষীয় লোকে অনেক প্রকার নীতিজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতি বিস্তীর্ণ ভারত-গ্রন্থে প্রায় মনুষ্যের সকল প্রকার অবস্থাই বর্ণিত আছে; সুতরাং ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লোকে সাবধানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গ্রন্থ এ দেশের সবিশেষ গৌরব-স্বরূপ। কোন ভিন্ন-দেশীয় পণ্ডিত নিরপেক্ষ হইয়া ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই গ্রন্থকর্ত্তার আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, অসামান্য রচনানৈপুণ্য, প্রগাঢ় ভাবমাধুরী ও উদার উদ্দেশ্যের যশঃকীর্ত্তন করেন, সন্দেহ নাই।

অসামান্য যত্নসম্পন্ন ভারতগ্রন্থ যে কোন্ সময় ও ভারতবর্ষের কি প্রকার অবস্থায় রচিত হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য হইয়া অবধারিত করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাস বেদ-সঙ্কলনের অনেক পরে যে মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা ইহার রচনা, তাৎপর্য্য ও উপাখ্যানাদি দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদের ভাষার সহিত ইহার ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহাকে বেদাপেক্ষা আধুনিক বোধ হয় এবং ইহার মধ্যে বেদের আখ্যানাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, লোকযাত্রা-বিধান, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও শিল্প-শাস্ত্রাদিসংক্রান্ত যে সকল কথা বর্ণিত আছে, কোন আদিম-কালবর্ত্তী অসভ্যাবস্থ লোকের চিন্তা-পথে তৎসমুদয় উদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব যে সময় ভারতবর্ষে

বিলক্ষণরূপে সভ্যতার প্রচার বা জ্ঞানের বিস্তার হইয়াছিল, মহাভারত যে তৎকালের রচিত গ্রন্থ, সে বিষয়ে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

অশেষজ্ঞানাধার ও নীতিগর্ভ মহাভারত-গ্রন্থ এ দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের বোধসুলভ করিবার উদ্দেশে কাশীরাম দাস তাহার অষ্টাদশ পর্ব্ব বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও স্থানে স্থানে দেশীয় ভাষায় উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদিত গ্রন্থ পাঠ অথবা বেদীস্থিত পৌরাণিকদিগের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহাভারত যে কি পদার্থ, ইহা যথার্থরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই। কাশীরাম দাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-সম্পাদন-মানসে এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জন উদ্দেশে ব্যাসপ্রোক্ত মূল গ্রন্থের বহির্ভূত অনেক কথা রচনা করিয়া আপনার কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং মূলের লিখিত অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রমলাঘব করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইদানীন্তন পুরাণবক্তা পণ্ডিত মহাশয়েরাও শ্রোতাদিগের শ্রবণ সুখ-সম্পাদনাভিলাষে এবং আপনাদিগের হাস্য করুণাদিরসসাধনী শক্তি প্রকাশ করিবার মানসে কাশীরাম দাসের অনুকরণ করিয়া মূল-গ্রন্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক প্রকার নূতন কথার ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতাদিগের শ্রবণের অনুপযুক্ত আশঙ্কা করিয়া মূলগ্রন্থের অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এ দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের মহাভারতের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উল্লিখিত উভয় পথে যখন উক্ত প্রকার বিষম প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন গুরুতর পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া স্বয়ং মহাভারত পাঠ বা কোন যোগ্য পণ্ডিতের মুখে প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ না করিলে মহাভারত যে কি, ইহা জানিবার আর উপায় নাই। কিন্তু এক্ষণে এ দেশে দিন দিন সংস্কৃত ভাষায় যে প্রকার অনুশীলন এবং অনাদর হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বরং সংস্কৃত গ্রন্থসকল ক্রমে এ দেশীয় লোকের নিকট হইতে তিরোহিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বোধ হয়। অতএব যাহাতে এ দেশীয় লোকে অতীব আদরণীয় ভারত গ্রন্থের সমস্ত মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত হইয়া সুখী হইতে পারেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ মহাভারতের অবগুম্ভব মর্য্যাদা চিরদিন বর্ত্তমান থাকে, তাহার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশে আমি এই দুঃসাধ্য ও চির-সঙ্কল্পিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।

এক্ষণে আমাদিগের দেশের মধ্যে নানা স্থানে নানা বিদ্যোৎসাহী ও স্বদেশহিতানুরাগী মহানুভবগণ ইংরেজী ভাষার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছেন। কেহ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুবাদ করিতেছেন, কেহ সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতেছেন, কেহ পুরাবৃত্তাদি গ্রন্থের অনুবাদ-প্রসঙ্গেও আমোদিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়াও আমার মনে হইল যে, যেমন অনুবাদ দ্বারা ভিন্নদেশের গ্রন্থান্তর্গত অমূল্য জ্ঞানরত্নসকল সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের গৌরব-বৃদ্ধি করা উচিত, সেইরূপ স্বদেশীয় মহানুভব পুরুষদিগের মানসোদিত আশ্চর্য্য তত্ত্ব-সকল স্থায়ী হইবার উপায়বিধান করাও একান্ত কর্ত্তব্য। স্বদেশের জ্ঞানোন্নতিসংসাধন ও জ্ঞানগৌরব রক্ষা করাই তাহার প্রকৃত হিতসাধন করা। সুদূরপ্রস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাও সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে এবং পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমেই নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে। এই বিবেচনায় আমি স্বীয় যৎসামান্য পরিমিত শক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করতঃ স্বদেশের হিতসাধন করিতে সাহসী হইয়াছি।

মহাভারত যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, মাদৃশ অল্পবুদ্ধিজন কর্ত্তৃক ইহা সম্যক্‌রূপে অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদসময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে; এমন কি, তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত ঐ সকল মহানুভবদিগের নিকটে চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব,

এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবী-মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।

কলিকাতা,
১৭৮১ শকাব্দা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

বসুমতীর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় পঞ্চমবেদস্বরূপ এই অতিবিস্তীর্ণ মহাভারত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া এক অতুল কীর্ত্তি-স্থাপনপূর্ব্বক ধরাতলে চিরস্মরণীয়—প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর অনেক স্থানে এই গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতপাঠেচ্ছু ভগবদ্ভক্ত কৃতবিদ্য মহোদয়গণ তাহাতেও পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারেন নাই, ভারতে এই মহাভারতের অভাব এখনও সম্যক্ দূর হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের গ্রন্থগুলি মূল্যাধিক্য নিবন্ধন সাধারণ লোকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া অপূর্ণমনোরথ রহিয়াছেন। অধিকন্তু প্রায়শঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের গ্রন্থগুলি সম্যক্ ভ্রম-প্রমাদপরিশূন্য হয় নাই; এমন কি, সংশোধকের অনবধানতাদোষে স্থানে স্থানে কোন কোন অংশ একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সকল অভাব-বিমোচনার্থেই আমাদিগের এই দৃঢ় অধ্যবসায়, ঐকান্তিক উদ্যম ও প্রাণপণ যত্ন।

অধ্যবসায়সহকারে যত্ন করিলে, স্বার্থপরিশূন্য হইয়া সাধারণের উপচিকীর্ষু হইলে, সেই উদ্যমশীল পুরুষের প্রতি জগৎপিতা জগদীশ্বরের যে অসীম করুণাকটাক্ষ নিপতিত হয় এবং সেই পরমপিতার প্রসাদে সেই উদ্‌যোগী পুরুষ যে অভীষ্টসিদ্ধিলাভে হৃদয়ে পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

আমরা মহাজনোপদিষ্ট এই নীতিমার্গের অনুগামী হইয়া যখন যে কোন বিরাট কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি, তাহাতেই সফলকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছি। আশা করি, এই ভারতপ্রকাশরূপ বিরাটকার্য্যেও সেই জগৎপিতার কৃপায় ও কৃতবিদ্য গ্রাহকমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদে পূর্ণকাম ও সফলপ্রযত্ন হইব। তবে যে প্রথম খণ্ড প্রকাশে কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব হইল, ইহার কারণ বিবেচকমণ্ডলীর হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নহে। মুদ্রাঙ্কনের বিশুদ্ধিসম্পাদন ও সৌন্দর্য্যবিধানে আমরা যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছি, তাহাতে এরূপ বিলম্ব অমার্জ্জনীয় নহে। গ্রন্থখানি দৃষ্টিগোচর করিলেই তাহা সাধারণের প্রত্যক্ষ ও বোধগম্য হইবে। অবশিষ্ট খণ্ডগুলিও আমরা যথাসাধ্য সত্বর বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে যত্নবান রহিলাম।

এক্ষণে সহৃদয় গ্রাহকবর্গ সাদরে গ্রহণ, পাঠ ও আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, ইহাই প্রার্থনা, অলমতিবিস্তরেণ।

বসুমতী কার্য্যালয়
১১৬।৪ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সন ১৩১১ সাল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ

বসুমতীর তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশকের আত্মনিবেদন

এইবার লইয়া তিনবার প্রাতঃস্মরণীয় সিংহ মহাশয়ের অনূদিত মহাভারত প্রকাশ করিয়া 'বসুমতী'র পৃষ্ঠপোষক শুভানুধ্যায়ী গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দকে উপহার দিলাইলাম।

১৩০৯ সালে মহাভারত উপহার দিবার সঙ্কল্প করিয়া সিংহ মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তখন সফল-মনোরথ হইতে পারি নাই। তথাপি আমরা মহাভারত বিতরণ করিবার প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রকাশিত ১৫৲ টাকা মূল্যের সমগ্র মহাভারত পাঁচ টাকা লইয়া বিতরণ করি। ১৩১১ সালে আমরা এই অমূল্য রত্ন সমগ্র মহাভারত সুমুদ্রিত চিত্রসহ দশ সহস্র খণ্ড প্রচার করি। গ্রাহকগণের অনুকম্পায় গ্রন্থ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়; সেই সময় আমাদের মহাভারতের বিক্রয়াধিক্য ও আদর দেখিয়া 'হিতবাদী'র পরিচালকগণ মহাভারতের একটি সুলভ সংস্করণ প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত হরিদাস মান্না মহাভারতের দুইটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রচার করিয়া যথাক্রমে ২০৲ ও ২৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন, এই সকল সংস্করণই স্মল-পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হয়; কিন্তু এত সংস্করণ সত্ত্বেও মহাভারতের পাঠকগণের আশা পূর্ণ এবং গ্রাহকের তৃপ্তিসাধন হয় নাই।

প্রাতঃস্মরণীয় সিংহ মহাশয় প্রথমবারে যেরূপ অক্ষরে মহাভারত প্রকাশ করিয়াছিলেন বহু গ্রাহক ও পাঠক সেইরূপ বড় অক্ষরে মহাভারত প্রকাশজন্য আমাদিগকে অনুরোধ করেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বহু গ্রাহকের অনুরোধ আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও এই বিরাট্‌কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অসমসাহসে বুক বাঁধি, ভরসা নারায়ণের পাদপদ্ম, আশা গ্রাহক মহোদয়গণের সহানুভূতি। নতুবা যে মহাভারত-প্রচারকল্পে তাৎকালিক কলিকাতার প্রধান ধনী জমিদার ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে মহাভারত প্রচারিত হইয়াছিল মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি যে মহাভারত প্রচারজন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সমাধা করিয়াছিলেন, আমাদের কি সাধ্য ছিল সে মহাভারত বিতরণ করি। কিন্তু কাহারও ঐকান্তিক চেষ্টা নিষ্ফল হয় না। প্রাণের বাসনা-সিদ্ধিকল্পে আমরা পশ্চাৎপদ না হইয়া মহাভারত বড় অক্ষরে প্রচার আরম্ভ করিলাম; অক্ষর নূতন করিয়া প্রস্তুত করাতে মহাভারত-প্রচারে বিলম্ব হইয়া পড়ে। তার পর 'বসুমতী'-কার্য্যালয়ের স্থানপরিবর্ত্তন-ব্যাপার, এই বিরাট ও বহুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বহুদিনে সুসম্পন্ন করিতে আমাদের যে কত অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা সবিশেষ নিবেদন করিয়া সহৃদয় গ্রাহকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না পদে পদে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিতে চিরসহায় গ্রাহকগণ বিরক্ত হইলেও তাঁহাদের সহানুভূতি লাভে আমরা বঞ্চিত হই নাই।

যে 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতে নিত্য নিত্য নূতন নূতন সৎসাহিত্য প্রচারিত হইয়া বঙ্গদেশের আনন্দ উৎপাদন করিত; এক বৎসর তথায় কার্য্য প্রায় বন্ধ ছিল। যে মহাভারত আমরা এক বৎসরে সমাপ্ত করিব স্থির করিয়াছিলাম, তাহা সমাপ্ত করিতে তিন বৎসর লাগিয়াছে। ইহাতে গ্রাহকগণের কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই সত্য; কিন্তু আমরা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি; মহাভারত মুদ্রিত করিবার জন্য বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে না পারিয়া বিবিধ দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া আমরা গ্রন্থসমাপ্তি-চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলাম,—কিন্তু আমাদের একমাত্র সহায় ও ভরসা বিপদ্‌ভঞ্জন শ্রীভগবান।—যাঁহার করুণায় অক্ষম সক্ষম হয়, যাঁহার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হয়, আমরা সৎকার্য্যে অর্থ নিয়োগ করিয়া মহাভারত-প্রচারে যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, তাঁহার করুণায় নিশ্চয়ই তাহা হইতে মুক্ত হইব। পৃষ্ঠপোষক চিরসহায় গ্রাহকগণ! আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা ভারত-প্রচার-ব্রতের ঋণ পরিশোধের শক্তি লাভ করি।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহিন্দোল-পূর্ণিমা।
৩১শে শ্রাবণ ১৩২০

বিনয়াবনত
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্যগৌরবের বিরাট হিমালয়—আর্য্যজ্ঞানের কুবের ভাণ্ডার—ভারতবর্ষের বিভূতি-প্রভাদীপ্ত একমাত্র ইতিহাস—আর্য্য-অবদান-গরিমায় উচ্ছ্বসিত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ-অনূদিত মহাভারত, বিস্মৃতির সাগরে হিন্দুকীর্ত্তির অসংখ্য তরঙ্গায়িত কালস্রোতে আবর্ত্তিত হইয়া, যুগযুগান্তর অতিক্রম করিয়া—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর পরিত্রাণের জন্য বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে আবার প্রকাশিত হইল।

বিশ্বের জ্ঞানগুরু ভগবান বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারত কালজয়ী। তাই—আর্য্যজাতির অযোগ্য বংশধর হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম এখনও কালজয় করিয়া ধরাতলে আর্য্যজাতির উত্তরাধিকার রক্ষা করিতেছে। হিন্দুর সব গিয়াছে, কিন্তু মহাভারত আছে। যদি মহাভারতও থাকে, হিন্দুও থাকিবে। হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম হিন্দুপূজ্য মহাভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর্য্য-হিন্দুর রাজনীতি—ধর্ম্মনীতি—সমাজনীতি—সাম্রাজ্য-শাসন — যাগযজ্ঞ — বর্ণাশ্রম —সংসার-ধর্ম্ম—জীবন-সাধনা—ইতিহাস—নীতিকথা—যে কিছু যাহা কিছু সমস্তই মহাভারতে সুনিয়ন্ত্রিত।

যাঁহাদের ধারণা, মহিমময় আর্য্যঋষি নারী ও শূদ্রগণকে বেদ-বেদান্ত অনুশীলনের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া অনুদারতার পরিচয় প্রকট করিয়াছেন; তাঁহারা দেখিবেন, করুনাময় বেদব্যাস সমাজের কোন স্তরকে বিস্মৃত হন নাই—সকলের মুক্তির পথ সুপ্রশস্ত—সুগম করিয়া দিয়াছেন। বেদের সংহিতা-ব্রাহ্মণ—বেদান্তের আরণ্যক-উপনিষদের নিষ্যাস তিনি মহাভারতের সুললিত গল্পলহরীতে—বীরস্ব-ভাস্বর কাহিনী-প্রবাহের উচ্ছ্বাসে—উল্লাসে—রূপকের আধারে সুসজ্জিত করিয়া, সকল সম্প্রদায়কে অমৃতের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এ জন্যই মহাভারতের পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত।

আর্য্য-সাহিত্যের এই বিরাট অবদান—আর্য্য-গৌরব-স্মৃতির এই বিপুল অবিধ্বংসী ইতিহাস—অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভ—অসীম জ্ঞান-সমুদ্র—পুণ্যশ্লোক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় সর্ব্বস্ব ব্যয়ে অনুবাদিত—বিতরিত করিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিনামূল্যে মহাভারত বিতরণ করিয়া মহাভারতের উক্তি অনুসারে পৃথিবীদানতুল্য পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে মহাভারতের তিনটি সংস্করণ নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করিয়া সুধীজনসমাজের জ্ঞানতৃষা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী—মহাপ্রাণ, সুহৃদ্বর বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় নিজব্যয়ে মহাভারতের যে মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অল্প মূল্যে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত মহাভারতের খণ্ডিত অংশগুলি সম্পূর্ণ করিয়া বহু দিন পূর্ব্বে তাহা স্বল্প-মূল্যে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত ও নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পর দীর্ঘকাল আর কোন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই।

আমার সাহিত্য-গুরু—সমালোচক-চূড়ামণি—'কল্কিপুরাণ'—'সাহিত্য' ও 'বসুমতী'র স্বনামধন্য সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অন্তিমশয্যায় অষ্টাদশ পুরাণ বিশেষতঃ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত সম্পাদনে আত্মনিবেদন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া, আমাকে তাঁহার সম্পাদিত সংস্করণ উৎকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ জন্য শেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কালের নির্ম্মম আহ্বানে তিনি এ সম্পাদন-কামনা পূর্ণ করিবার অবকাশ পান নাই। ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য। সমাজপতি মহাশয়ের একান্ত বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে সংস্করণের পর সংস্করণে যে ভ্রম-প্রমাদ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিয়া সুসম্পাদিত রাজসংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়া-ছিলাম। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিয়া এত দিন তাহার শেষ সাধ পূর্ণ করিবার অবসর করিতে পারি নাই—কোন সুপণ্ডিত সাহিত্যিকের উপরও নির্ভর করিবার ভরসা পাই নাই।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে বিদায় গ্রহণের

সময় আসন্ন বুঝিয়া, এক বৎসর নয় মাস পূর্ব্বে—য়ুরোপ মহাপ্রলয়ে কাগজের দুর্ম্মূল্যতা উপেক্ষা করিয়া, নিষ্ঠাবান সুপ্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় মহাভারতের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলাম। কাগজ সে সময় দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল—এখন চতুর্গুণ মূল্যেও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় এই বিরাট্ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুধীজনসমাজে প্রচারের সৌভাগ্য লাভ করিয়া প্রয়াস সার্থক—নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। এই ভারত-ভাস্কর সাহিত্য-গৌরব মহাগ্রন্থের এরূপ রাজাধিরাজ সংস্করণ পূর্ব্বে বুঝি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। প্রতি পৃষ্ঠায় দুরূহ—অপ্রচলিত শব্দের অর্থ—পাদটীকা প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু পাঠক অনায়াসে অর্থ উপলব্ধি করিয়া মহাভারত অনুশীলনে শান্তি ও মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবেন।

কিন্তু মহাভারতের এই চতুর্থ সংস্করণ সুসম্পাদিত বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারিলাম না। প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টের অনুরূপ প্রতি খণ্ডে পরিশিষ্টে আরও পাদটীকা—শব্দার্থ—পরিবর্ত্তন—সংশোধন সংযোগের ও বিস্তারিত ভূমিকা দিবার বিশেষ বাসনা ছিল; কিন্তু রোগে শোকে মন অবসন্ন হইয়াছে, সে জন্য তাহা লিখিতে না পারিয়া অক্ষমতার ত্রুটী স্বীকারে বাধ্য হইতেছি। আশা করি, বসুমতীর চিরসুহৃদ্ সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রানুরাগী সম্প্রদায় আমার সৎ-সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার-সাধনার কথা স্মরণ করিয়া এ ত্রুটী উপেক্ষা করিতে পারিবেন। তবে ভরসা, শত শত ভুলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না—ভাষার কুহেলিকা ব্যাসকূট প্রবাদের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে—অসার ভূমিকাও মেকী টাকার মত অচল নহে।

আশা করি, মহাভারতের পরবর্ত্তী সংস্করণে কোন মনীষী সুপণ্ডিত এই মহাগ্রন্থ পরম নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া সমাজপতি মহাশয়ের ও আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন ও সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবেন। সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে ইহাই আমার শেষ প্রয়াস।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
মহালয়া, ১৩৪৯।

বিনীত
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকা

মহাভারত সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে :

"যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।"

অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতির আলোচনা এই গ্রন্থে যাহা আছে তাহা অন্যত্র থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা নাই—তাহা অন্যত্র নাই। সংক্ষেপে, যাহা নাই মহাভারতে তাহা নাই জগতে।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষকে চিনিতে হইলে মহাভারত জানিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"রামায়ণ-মহাভারত শুধু মহাকাব্য নয়, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাসও নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"

ভারতবর্ষে যুগে যুগে নানা বিপর্য্যয় গিয়াছে, ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথে তার জাতীয় জীবন দারুণতম তমসায় বারে বারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দেশ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নিরক্ষরতার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বারে বারে নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহারই মধ্যে যে আলোর দীপশিখা অনির্ব্বাণভাবে চিরদিন জ্বলিয়াছে, তাহা মহাভারত। ভারতবর্ষের শক্তি, বিশ্বাস, দর্শন, কাব্য, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষাকে দীনের কুটীর হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছে মহাভারত। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিপর্য্যয়ে ভারতের জাতীয় জীবনকে তাহা বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের মৃত্যু নাই। তার অমরত্বের উৎস মহাভারত। সেই অমৃতমন্ত্র অনাগত ভারতবর্ষের উদ্দেশে নিরবধি কালের জন্য উদ্গীত হইয়াছে মহাভারতে। অমর ভারত তার আত্মার অমরতা লাভ করিয়াছে এই মহাভারতে।

মানব সভ্যতায় মহাভারতের অবদান বিস্ময়কর। চলমান মানবসমাজ ও সভ্যতা—তাহাদের বিবর্ত্তনের পথে নানা বাধা ও বিপত্তি যুগে যুগে দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অব্যাহত গতি কখনো ব্যাহত হয় নাই।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"—

তখনই তার সংস্কার করিবার জন্য অবতারগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। এই মহাসত্যের সাক্ষী আমাদের ইতিহাস।

হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, তবুও চির নূতন। শুধু নূতন নয়, ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশ এমন আর কোথাও নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : "বাস্তবিক এই রামায়ণ মহাভারত প্রাচীন আর্য্যগণের জীবন চরিত ও জ্ঞানরাশির বিশ্বকোষ। ইহাতে সভ্যতার যে আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার জন্য সমগ্র মানব জাতিকে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।"

পঞ্চম খণ্ড বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা-কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত সম্পূর্ণ বাহির হইল। অনবধানজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সহৃদয় পাঠকগণ আশা করি ক্ষমা করিবেন।

বসুমতী প্রকাশন বিভাগ
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
২৪-৯-৬৫

সুধীর বেরা

মহাভারত

শান্তিপর্ব্ব

(উত্তরার্দ্ধ)

একোনত্রিংশতত্তম অধ্যায়

সংসারের অনাসক্তি মোক্ষের মূল

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। অনন্তর মিথিলাধিপতি জনক পুনরায় সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! ইহলোকে কোন্ পদার্থ শ্রেয়ঃসাধন? সদ্গতি কি? কি কার্য্যের বিনাশ নাই ও কোন্ যানে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

পরাশর কহিলেন, 'রাজন্। সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়োলাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সৎপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার বিনাশ নাই এবং অভয় প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের একান্ত আসক্ত হইতে পারিলেই পরম স্থানলাভ হয়; তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি সৎপাত্রে সহস্র সহস্র গাভী ও শত শত অশ্ব প্রদান করে, তাহার সমুদয় জীব হইতে অভয়লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা প্রভূত বিষয়মধ্যে অবস্থান করিয়াও কদাপি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, কিন্তু অবোধ মূঢ় ব্যক্তিরা অতি অল্পমাত্র বিষয়েই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে। অধর্ম্ম পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় কখনই জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না; কিন্তু উহা কাষ্ঠসংশ্লিষ্ট জতুর[1] ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিকে অনায়াসে আশ্রয় করিয়া থাকে। অধর্ম্ম কদাপি কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না, যথাকালে অবশ্যই তাঁহাকে সেই অধর্ম্মজন্য ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু আত্মদর্শী সাধুদিগের কখনই কর্ম্মজন্য ফলভোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমুদয়ের গতি অবগত হইতে অসমর্থ এবং সুখের সময় নিতান্ত হৃষ্ট ও দুঃখের সময় একান্ত কাতর হয়, তাহার নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বীতরাগ[2] ও জিতক্রোধ হয়েন, বিষয়মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। নদীমধ্যে সেতু নিবদ্ধ হইলে যেমন ঐ সেতু ভগ্ন না হইয়া স্রোতের বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তদ্রূপ লোক বিষয়ে আসক্ত না হইয়া বেদানুশাসনে নিবদ্ধ হইলে তাহাকে

১। লাক্ষার—দাহ্যপদার্থ। ২। আসক্তিহীন।

কখনই অবসন্ন হইতে হয় না, প্রত্যুত উপকার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। সূর্য্যকান্ত-মণি যেমন সূর্য্যের তেজ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ চিত্তের একাগ্রতা যোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেমন তিলমধ্যে বারংবার সুগন্ধি পুষ্প নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ সুগন্ধের আতিশয্য হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যদিগের বারংবার সাধুসংসর্গ নিবন্ধন ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সম্পত্তি, পদ, যান, স্ত্রী ও বিবিধ সৎক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বাসনা লেশমাত্রও থাকে না। আর যাহারা বিবিধ বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া আপনাদিগের হিতচিন্তায় নিতান্ত অসমর্থ হয়, তাহারা আমিষলোলুপ মৎস্যের ন্যায় বিষয়ে একান্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে।

পরস্পরের উপকারতৎপর হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্য-সমুদয় কদলী-বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার। ইহারা নৌকার ন্যায় সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কালনিশ্চয় নাই। মৃত্যু কালপ্রতীক্ষা করে না; সকলকেই কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব সর্ব্বদাই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অন্ধ ব্যক্তি যেমন অভ্যাসবশতঃ অলক্ষিত পথে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যোগযুক্ত-চিত্তে অনায়াসে অগোচর জ্ঞানপথে গমন করিতে পারেন। জন্মগ্রহণ করিলে জীবকে মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে হয়। জন্মমৃত্যুর অধিকৃত যাহারা মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই সুখলাভ করেন। যাহারা অগ্নি-হোত্রাদি বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহা-দিগকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; আর যাঁহারা একেবারে সর্ব্বত্যাগী হয়েন, তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অন্যের হিতানুষ্ঠান করা যায়; কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিলে আপনারই মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। মৃণাল যেমন উৎপাটিত হইলে কর্দ্দমের সহিত তাহার সংস্রব থাকে না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক এককালে রহিত হইয়া যায়। মন আত্মাকে যোগোন্মুখ করে। আত্মা যোগোন্মুখ হইলেই যোগী মনকে আত্মায় লীন করেন। এইরূপে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারিলেই উপাধি-বিহীন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হয়। যাহারা যোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ও দেহপোষণ স্বকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হয়। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে অধোগতি, তির্য্যগ্‌যোনি ও স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা তপস্যা দ্বারা পরিপক্ক দেহে অবস্থিত হইলে অনায়াসে পক্ক মৃন্ময়পাত্রস্থ দ্রবদ্রব্যের ন্যায় বহুকালস্থায়ী অদৃষ্ট দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে।

ত্যাগধর্ম্ম—বাসনাত্যাগে সংসারনিবৃত্তি

যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই পরলোকে ভোগসুখে বঞ্চিত হইতে হয়, আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়সুখে অভিভূত না হয়েন, তিনিই পরলোকে পরম সুখ অনুভব করিতে পারেন। জন্মান্ধ যেমন পথদর্শনে অক্ষম, তদ্রূপ শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিরা অজ্ঞাননীহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমার্থদর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া থাকে। বণিকেরা যেমন সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া আপনাদিগের মূলধনানুরূপ অর্থ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণিগণ এই সংসার মধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মের সেইরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তদ্রূপ মৃত্যু এই আহোরাত্র-পরিব্যাপ্ত লোকে জরারূপে পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রাণিগণকে গ্রাস করিতেছে। মানবগণ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যেরই ফলভোগ করিয়া থাকে, ইহলোকে কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম ব্যতীত অণুমাত্র প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য কি শয়ান, কি গমনে প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়াসক্ত যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, তাহার অনুষ্ঠিত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম-সমুদয় সততই তাহাকে ফল প্রদান করিতেছে। যে ব্যক্তি সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পার হইতে ইচ্ছা না করে, তাহাকে যেমন মহার্ণবে নিপতিত হইতে হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানবলে এই সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম বাসনা না করেন, তাঁহাকে আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। ধীবর যেমন স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে রজ্জু দ্বারা জলে

অবসন্ন[১] অর্ণবপোত[২] উদ্ধার করে তদ্রূপ মন সত্ত্বগুণে অভিনিবেশ দ্বারা সংসারে নিমগ্ন দেহাভিমানী জীবকে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যেমন নদীসমুদয় সাগরে মিলিত হয়, তদ্রূপ যোগসময়ে মন মূল-প্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মানবগণ অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন ও বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়াই সলিলস্থিত বালুকাময় গৃহের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। যে ব্যক্তি শরীরকে গৃহ ও শৌচকে তীর্থ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করেন, সেই ব্যক্তিই উভয়লোকে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

অগ্নিহোত্রাদি বিস্তর কার্য্য ক্লেশকর। ঐ সমস্ত দ্বারা কেবল শারীরিক সুখ উৎপন্ন হয়; কিন্তু একমাত্র সর্ব্বত্যাগই আত্মার সুখলাভের কারণ, সন্দেহ নাই। মনুষ্য যত দিন পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে পারে, তত দিন মিত্রবর্গ, জ্ঞাতি, পুত্র, কলত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনগণ তাহার অনুগত থাকে; অতএব যোগমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিবার-পালনের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

পিতা-মাতা হইতে পরলোকের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। প্রাণিগণ স্বীয় কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। কেবল দানই মনুষ্যের স্বর্গপ্রাপ্তির পাথেয়, সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ সুবর্ণরেখার ন্যায় দেখিতে সুন্দর: কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্যসমুদয় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্তরাত্মা উপস্থিত কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত হইয়া উহার অনুরূপ ফলভোগের নিমিত্ত বুদ্ধিকে বিবিধ কার্য্যে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি সহায়বান্ ও উদ্‌যোগী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্য্যই কখন নিষ্ফল হয় না। কিরণজাল যেমন সূর্য্য হইতে কদাপি অন্তর্হিত হয় না, তদ্রূপ শ্রী কখনই একাগ্রচিত্ত উদ্‌যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আস্তিক্য, উদ্‌যোগ, গর্ব্বপরিত্যাগ, উপায় ও বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। সমুদয় প্রাণীই গর্ভবাসকালে আপনাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু যেমন কাষ্ঠচূর্ণকে অন্যত্র নীত করে, তদ্রূপ অনিবার্য্য মৃত্যু জীবননাশক কালকে সহায় করিয়া প্রাণিগণকে লোকান্তরে লইয়া যায়। মানবগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য দ্বারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রপৌত্র প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।'

হে ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য রাজর্ষি জনক মহাত্মা পরাশরের নিকট এইরূপ যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।"

ত্রিশততম অধ্যায়

সৎকর্ম্ম নির্ণয়—হংসরূপী ব্রহ্মার উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সত্য, দম, ক্ষমা প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন; এক্ষণে ঐ সমুদয় বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পূর্ব্বকালে সাধ্যগণের সহিত হংসের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা অনাদিনিধন[১] ভগবান প্রজাপতি[২] সুবর্ণময় হংসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্যগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সাধ্যগণ সেই হংসকে অবলোকনপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বিহগরাজ! আমরা সাধ্যদেব; তোমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তুমি মোক্ষধর্ম্মকুশল, পণ্ডিত, ধীরপ্রকৃতি ও বচন রচনাচতুর; অতএব ইহলোকে কোন্ কার্য্যে তোমার মন অনুরক্ত হইয়াছে এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমুদয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন কর; আমরা তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

তখন সেই হংসরূপী ভগবান্ প্রজাপতি সাধ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবগণ! আমি শুনিয়াছি, তপস্যা, দমগুণাবলম্বন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ ও চিত্তজয় করাই সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। হৃদয়-গ্রন্থি[৩] সমুদয় মোচনপূর্ব্বক প্রিয় বিষয়ে হর্ষ ও অপ্রিয় বিষয়ে বিবাদ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্যপ্রয়োগ ও নীচ ব্যক্তির নিকট

১। নিমগ্ন। ২। নৌকা-জাহাজ প্রভৃতি সমুদ্রযান।

১। আদি-অন্তহীন। ২। ব্রহ্মা। ৩। মনের সংশয়।

প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। যে বাক্যে অন্যের মনোব্যথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বদন হইতে বাক্‌শল্য বিনির্গত হইলেও তন্নিবন্ধন দিবানিশি অনুতাপ করিতে হয়; অতএব কুবাক্য পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ইতর ব্যক্তি পণ্ডিতের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করাই পণ্ডিতের উচিত। কারণ, অন্যে রোষিত[১] করিবার চেষ্টা করিলে যিনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তৎকৃত পুণ্যের অধিকারী হয়েন।

হে সাধুগণ। কেহ আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ বা আমাকে নিপীড়িত করিলে আমি কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি। সাধু ব্যক্তিরা ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদের ফল সত্য, সত্যের ফল দমগুণ এবং দমগুণের ফল মোক্ষ। যিনি বাক্য মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা[২], উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, আমি তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকি। ক্রোধনস্বভাব অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কেহ আক্রোশ করিলে যিনি তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে পারেন, তিনি আক্রোশকর্ত্তার সমুদয় পুণ্য-সংগ্রহে সমর্থ হয়েন; আর আক্রোশকর্ত্তাকে আপনার কুকার্য্য নিবন্ধন প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা স্তুতিবাদ করিলে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং প্রহার করিলে প্রতিপ্রহার বা প্রহারকর্ত্তার অনিষ্ট বাসনা না করেন, তিনিই দেবতাদিগের সালোক্যলাভে সমর্থ হয়েন। পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান্ ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়; তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে।

আমার সমুদয় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে; তথাপি আমি সর্ব্বদা সাধুগণের সেবা করিয়া থাকি। আমার কার্য্যবাসনা বা রোষের লেশমাত্রও নাই। ধন হস্তগত হইলেও আমি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই না এবং ধনলাভার্থে কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না। আমাকে কেহ অভিসম্পাত করিলে আমি তাহাকে শাপপ্রদানে প্রবৃত্ত হই না। দমগুণই পুণ্যের দ্বারস্বরূপ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে।

কোন জন্তুই মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ধীর ব্যক্তিরা মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব ধৈর্য্যগুণপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সমুদয় লোকে যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের[১] স্তম্ভের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অর্চ্চনা এবং যাঁহার প্রতি সকলেই প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে, তিনি সংযমপ্রভাবে অনায়াসে দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। স্পর্দ্ধাবান ব্যক্তিরা মানবগণের দোষ দর্শন করিবামাত্র উহা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যেমন ব্যগ্র হয়, গুণ দর্শন করিলে তাহা কীর্ত্তন করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় না। যিনি বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ, তপস্যা ও দানজনিত ফললাভে সমর্থ হয়েন। মূঢ় ব্যক্তিরা আক্রোশ বা অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অনুরূপ বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে নিন্দা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা অপমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইতে পারেন; কিন্তু অবমন্তাকে[২] অবমাননানিবন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়।

ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে মৃত্যু ঐ সমুদয় কর্ম্মের ফল হরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমুদয় পরিশ্রমই নিষ্ফল হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহার উপস্থ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটি সুরক্ষিত থাকে, তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়নিরত, পরধনে নিস্পৃহ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, সরলতা, অনৃশংতা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বৎস যেমন গাভীর চারি স্তন হইতে দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ সত্য, দম,

১। ক্রোধিত। ২। প্রতিকারের ইচ্ছা।

১। সংসাররূপ গৃহের। ২। অপমানকারীকে।

ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণেই অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সত্যের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। আমি দেবলোক ও মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, অর্ণবপোত যেমন সমুদ্রপারের একমাত্র উপায়, তদ্রূপ সত্যই স্বর্গগমনের একমাত্র সোপানস্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যেরূপ লোকের সহবাস, যেরূপ লোকের উপাসনা ও যেরূপ হইবার বাসনা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেবগণ সর্ব্বদাই সাধুদিগের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সাধুগণ লৌকিক বিষয় দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি সমুদয় বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু; বায়ু বা চন্দ্র কখনই তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে ব্যক্তি হৃদয়স্থ জীব রাগ-দ্বেষশূন্য হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন। আর যে ব্যক্তি শিশ্নোদরপরায়ণ, তস্কর ও অপ্রিয়বাদী, সে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতারা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। নীচ বুদ্ধি, সর্ব্বভোজী, দুষ্কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই দেবগণকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। বাচালের ন্যায় অনর্থক বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ। আবার সেই ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।'

সাধ্যগণ কহিলেন, 'বিহগরাজ! লোকসমুদয় কোন্ পদার্থে সমাবৃত ও কি কারণে অপ্রকাশিত থাকে, কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে আর কি নিমিত্তই বা স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয় না, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।'

হংস কহিলেন, 'সাধ্যগণ! মনুষ্যেরা অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন, মাৎসর্য্যনিবন্ধন অপ্রকাশিত, লোভ-বশতঃ মিত্রত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গদোষেই স্বর্গগমনে অসমর্থ হইয়া থাকে।'

সাধ্যগণ কহিলেন, 'হে হংস! ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, কোন্ ব্যক্তি মৌনাবলম্বী হইয়া বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং কোন্ ব্যক্তি কাহারও সহিত কলহ করেন না, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।'

হংস কহিলেন, 'সাধ্যগণ! ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সতত পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহারও সহিত বিরোধ করেন না।'

সাধ্যগণ কহিলেন, 'বিহগরাজ! ব্রাহ্মণগণের দেবত্বসাধক কি, সাধুত্বসাধক কি, অসাধুত্বসাধক কি এবং মনুষ্যত্বসাধকই বা কি, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।'

তখন হংসরূপী ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে সাধ্যগণ! বেদপাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব, ব্রত উহাদের সাধুত্ব, অপবাদ উহাদের অসাধুত্ব এবং মৃত্যু উহাদের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে।'

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট হংস ও সাধ্যগণের এই উৎকৃষ্ট কথোপকথন কীর্ত্তন করিলাম। বস্তুতঃ দেহই কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান এবং জীবই সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

একাধিকত্রিশততম অধ্যায়

সাংখ্য ও যোগবিষয়ক বিচার-মীমাংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই; অতএব আপনি সাংখ্যমত ও যোগ এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সাংখ্যমতাবলম্বীরা সাংখ্যের এবং যোগীরা যোগেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনা-দিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন; কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে অধিকারী

হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঐ মুক্তিলাভকে সাংখ্যমতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করে। হে ধর্ম্মরাজ! এই উভয়বিধ যুক্তি, উভয় পক্ষসমর্থক হিতবাক্য ও শিষ্টব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করা ভবাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও সাংখ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ। এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধুসম্মত। শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ-লাভ হইয়া থাকে। এই উভয় মতেই পবিত্রতা অবলম্বন, জীবগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও বিবিধ ব্রতধারণ করা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান নহে।"

যোগবলের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যখন উভয় মতেই ব্রত, শৌচ ও দয়া তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং উভয় মতেরই ফল সমান হইল, তখন ঐ উভয় মতের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথ সমান হইল না কেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মানবগণ যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য-সমুদয় যেমন জাল বিদারণ-পূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবেশ করে এবং বলবান্ মৃগগণ যেমন বাগুরা[১] ছিন্ন করিয়া নিরাপদ্ পথে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ যোগবলান্বিত যোগিগণ লোভজনিত বন্ধন-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক যোগবলে অনায়াসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু যে যোগিগণের যোগবল না জন্মে, তাহাদিগকে বাগুরাপতিত দুর্ব্বল মৃগের ন্যায় জাল-নিবদ্ধ বলহীন মৎস্যের ন্যায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণবল বিহঙ্গমের ন্যায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। যোগবলই মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়। যোগবলবিহীন যোগীরা বৃহত্তর কাষ্ঠসমাক্রান্ত অল্পমাত্র অগ্নির ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যে সকল যোগী যোগবলসম্পন্ন, তাঁহারা অনায়াসে সমীরণসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, কল্পান্ত-কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদয় জগৎ দগ্ধ করিতে পারেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যেমন স্রোতঃপ্রভাবে দূরে অপনীত হয়, তদ্রূপ যোগবলবিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগীরা বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু স্রোত যেমন মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয়-সমুদয় যোগসম্পন্ন যোগীদিগকে কোন-ক্রমেই বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। যোগবলান্বিত মহাত্মারা কাহারও বশীভূত না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি দেবতা ও মহাভূতগণের অধরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ভীমপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পারেন। যোগবলান্বিত যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্যমাত্র লাভ করিয়া নিরস্ত হয়েন, আর কেহ কেহ সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া থাকেন। সংসারপাশ-চ্ছেদনে সমর্থ, যোগবলপরিপূর্ণ যোগীরা অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

যোগীর সমাধি-অবস্থা—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যোগ-বলের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আত্মসমাধি ও যোগধারণা বিষয়ক সূক্ষ্ম নিদর্শন সমুদয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিরা যেমন অপ্রমত্ত ও সমাহিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, তদ্রূপ যোগিগণ অনন্যমনে যোগসাধন করিয়াই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। লোকে যেমন স্নেহপূর্ণ পাত্র মস্তকে সংস্থাপিত করিয়া অনন্যমনে সোপানে আরোহণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি সাবধান হইয়া আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, নির্ম্মল ও নিশ্চল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগসম্বন্ধীয় উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। কর্ণধারগণ যেরূপ সতর্ক-চিত্তে অবলম্বে অর্ণবগত পোত লইয়া পর-পার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগবিৎ মহাত্মারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত ঐক্য করিয়া দুর্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। সারথি যেমন রথে লক্ষণাক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সত্বর রথীকে অভীষ্টদেশে লইয়া যায়, তদ্রূপ যোগিগণের মন ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের সাহায্যে তাঁহাদের দেহস্থিত আত্মাকে পরম স্থানে নীত করে। সুশিক্ষিত রথীর হস্তনির্ম্মুক্ত শর যেমন লক্ষ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যোগবলসমন্বিত যোগীর আত্মা

১। পাশ—বন্ধনরজ্জু।

অচিরাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজনপূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন করিতে পারেন, তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানীদিগের লভ্য সনাতন মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়েন। যে যোগী অহিংসাদি ব্রতপরায়ণ হইয়া নাভি, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই সমুদয় স্থানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে সম্যক্‌রূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি রাশি রাশি পুণ্যপাপ দগ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

যোগিগণের আহারাদি আচরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যোগশীল মহাত্মারা কীদৃশ আহার করিলে ও কি কি জয় করিতে পারিলে যোগবল লাভ করিতে পারেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যোগিগণের মধ্যে যাঁহারা তৈলঘৃতাদি-ভক্ষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিলকল্ক ও তণ্ডুল-কণা আহার করেন, যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দিবাভাগের মধ্যে একবারমাত্র রূক্ষ[১] যবান্ন ভোজন করেন, যাঁহারা দুগ্ধমিশ্রিত জল পান করিয়া ক্রমে ক্রম এক দিন, এক পক্ষ, এক মাস, এক ঋতু ও এক সংবৎসর যাপন করিতে পারেন এবং যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ এক মাস উপবাসী থাকিতে পারেন, তাঁহারাই যোগবল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বিষয়রাগবিহীন যোগশীল মহাত্মারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ভয়, শোক, শ্বাস, শব্দাদি বিষয়, তৃষ্ণা, অপ্রীতি, স্পর্শসুখ, নিদ্রা ও তন্দ্রা পরাজয়পূর্ব্বক বুদ্ধিপ্রভাবে ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা পরমাত্মাকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এই যোগমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন ব্যক্তিই অনায়াসে এই পথে গমন করিতে পারেন না। যেমন দুই এক জন যুবা পুরুষ বিবিধ সর্প, কণ্টক, দগ্ধবৃক্ষ, গর্ত্ত ও তস্করে সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যপথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন, তদ্রূপ দুই এক জন যোগশীল ব্রাহ্মণ অব্যাঘাতে[২] যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

যোগপথে অনেক বিঘ্ন আছে, এই নিমিত্ত সমুদয় যোগী উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না। বরং সুশাণিত ক্ষুরধার অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করা যায়, কিন্তু যোগধারণা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কর্ণধারবিহীন অর্ণবপোত যেমন আরোহী পুরুষদিগকে অর্ণবমধ্যে বিপদ্‌গ্রস্ত করে, তদ্রূপ অসাধু ব্যক্তির আচরিত যোগধারণা তাহাকে বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা বিধি-পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই জন্মমরণ ও সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন। আমি তোমার নিকট বিবিধ যোগশাস্ত্রনিষ্পন্ন যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই যোগধর্ম্মে দ্বিজাতি-গণেরই অধিকার আছে। ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াই যোগের পরম ফল। যোগিগণ যোগবলে রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম ষড়ানন, ব্রহ্মার কপিলাদি ছয় পুত্র, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, মূলপ্রকৃতি, বরুণের পত্নী সিদ্ধিদেবী, সমুদয় তেজ, সুমহৎ ধৈর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণমণ্ডিত নির্ম্মল আকাশ, বিশ্বদেবগণ, পিতৃলোক এবং যাবতীয় শৈল, সাগর, নদী, পবন, দিক্, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, স্ত্রী ও পুরুষে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ঐ সমুদয় হইতে বহির্গত হইতে পারেন। ঈশ্বরবিষয়ক কথার আন্দোলন করিলে অবশ্যই শুভ-ফলাফল হয়। যোগিগণ ঈশ্বরোপাসনাপ্রভাবেই সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণস্বরূপ হইয়া অনায়াসে সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।"

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

সাঙ্খ্যমতের সার সঙ্কলন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার নিকট সাধুসম্মত যোগমার্গ বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে সাঙ্খ্যমতানুযায়ী বিধি-সমুদয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! কপিলাদি মহর্ষিগণ এই সূক্ষ্ম সাঙ্খ্যমত যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সাঙ্খ্যমত অভ্রান্ত ও বহুবিধ গুণযুক্ত। ইহাতে দোষের লেশমাত্র নাই। যাঁহারা জ্ঞানবলে মানুষ, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, তির্য্যগ্‌যোনি,

১। রূক্ষ—নির্জ্জল। ২। বিনাবাধায়।

গরুড়, বায়ু, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, অসুর, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগী ও প্রজাপতিগণের এবং ব্রহ্মার বিষয় সমুদয় সদোষ বলিয়া বিবেচনা করেন, যাঁহারা জীবিতকাল, সুখের যথার্থ তত্ত্ব, বিষয়াভিলাষী, তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত ও নরকনিপাতিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ এবং স্বর্গ, বৈদিক কার্য্য, জ্ঞানযোগ, যোগ ও সাঙ্খ্যগণের গুণদোষ-সমুদয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন; যাঁহারা আনন্দ, প্রীতি, উদ্বেগ, খ্যাতি, পুণ্যশীলতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, সরলতা, দানশীলতা ও ঐশ্বর্য্য এই দশ গুণযুক্ত সত্ত্বগুণ,—আত্মতত্ত্ব-বোধ, নির্দ্দয়তা, সুখদুঃখসেবা, ভেদ, পুরুষত্ব, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ও দ্বেষ এই নবগুণযুক্ত রজোগুণ,—মোহ, মহামোহ, তম, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, নিন্দা, প্রমাদ ও আলস্য এই অষ্ট গুণযুক্ত তমোগুণ,—অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দযুক্ত বুদ্ধি; পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত মন এবং বায়ু প্রভৃতি চারি ভূতযুক্ত আকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হয়েন; যাঁহারা মতান্তরোক্ত সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ এই চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত বুদ্ধি,—অপ্রতিপত্তি[১], বিপ্রতিপত্তি[২] ও বিপরীতপ্রতিপত্তি[৩] এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত তমোগুণ,—প্রবৃত্তি ও দুঃখ এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত রজোগুণ এবং প্রকাশরূপ একমাত্র গুণযুক্ত সত্ত্বগুণের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াও প্রলয় ও আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনে সমর্থ হয়েন; তাঁহারাই মঙ্গলকর মোক্ষপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। রূপ দৃষ্টিকে, গন্ধ ঘ্রাণকে, শব্দ কর্ণকে, রস জিহ্বাকে, স্পর্শ ত্বক্‌কে, বায়ু আকাশকে, মোহ তমোগুণকে, লোভ অর্থকে, বিষ্ণু গমনকে, ইন্দ্র বলকে, অনল জঠরকে, পৃথিবী সলিলকে, সলিল তেজকে, তেজ বুদ্ধিকে, বুদ্ধি বায়ুকে, বায়ু আকাশকে আকাশ মহত্তত্ত্বকে, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিকে, বুদ্ধি তমোগুণকে, তমোগুণ রজোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ আত্মাকে, আত্মা দেবদেব নারায়ণকে এবং নারায়ণ মোক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

মোক্ষ কাহারও আশ্রিত নহে। এই বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া মোক্ষার্থীদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এই বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হয়েন এবং যিনি সত্ত্বগুণের কার্য্য, ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শগুণে পরিবৃত মানবদেহ, দেহসমাশ্রিত স্বভাব ও চেতনা, ঔদাসীন্যস্বরূপ পাপবিহীন পরমাত্মা, পুণ্যপাপের ফল-ভোগী জীবাত্মা, আত্মসমাশ্রিত ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সমুদয়, মোক্ষের দুর্লভত্ব,—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং অধঃস্থিত ও ঊর্দ্ধগত এই সপ্তবিধ বায়ুর গতি,—প্রজাপতি ও ঋষিদিগের চরিত্র, পুণ্যের বিবিধ পথ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, সুরর্ষি ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মর্ষিদিগের কালক্রমে ঐশ্বর্য্যনাশ—প্রাণিগণের বিনাশ, পাপাত্মা-দিগের অশুভ গতি, বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন পতিত ব্যক্তিদিগের দুর্গতি, বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ,—শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, শোণিত, শুক্র, মজ্জা ও স্নায়ু-পরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় গর্ভে বাস—শিরাশতসমাকীর্ণ অপবিত্র নবদ্বারপুরে অবস্থিত আত্মার বিবিধ যোগ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাদিগের নিন্দিত মোক্ষবিরোধী ব্যবহার,—রাহু কর্ত্তৃক চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রাস, তারা ও নক্ষত্রগণের পরস্পর হিংসা, বাল্যনিবন্ধন মোহ[১], দেহের ক্ষয়, রাগ ও মোহাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষণিক সত্ত্বগুণ আশ্রয়, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনের মোক্ষবুদ্ধি অবলম্বন, অলব্ধ পদার্থে অনুরাগ, লব্ধ বস্তুতে ঔদাসীন্য, বিষয়ের বন্ধহেতুতা, মৃত পুরুষদিগের দেহ, প্রাণীদিগের গৃহে অবস্থান ও দুঃখ, ব্রহ্মহত্যাকারী, পতিত, পামর, গুরুদারাপহারী, দুরাত্মা, সুরাপান-নিরত ব্রাহ্মণগণের নরকগমন, মাতৃসেবাবিহীন, দেবার্চ্চনপরাঙ্মুখ, অশুভকর্ম্মনিরত ও তির্য্যগ্‌যোনি-গত প্রাণিগণের নানাবিধ দুর্গতি, বেদ-সমুদয়ের তত্ত্ব, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবসের ক্ষয়, চন্দ্র, সমুদ্র, ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি, সংযোগ, যুগ, পর্ব্বত, নদী ও বর্ণসমুদয়ের ক্ষয়, মনুষ্যগণের জরা, মৃত্যু, জন্ম, দুঃখ ও দেহদোষ দুর্গন্ধি এবং স্বীয় আত্মা ও দেহের দোষ-সমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়েন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্যের দেহে কোন্ কোন্ দোষ বিদ্যমান আছে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! কপিলমতানুযায়ী সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় প্রাণীর শরীরেই কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পাঁচ

১। অনিশ্চয়জ্ঞান। ২। বিরুদ্ধ জ্ঞান। ৩। বিপরীত জ্ঞান—উল্টা বোধ।

১। বাল্যকালের অস্থির জ্ঞান।

দোষ বিদ্যমান আছে। ক্ষমাশীল হইলে ক্রোধকে সঙ্কল্পত্যাগী হইলে কামকে, সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে নিদ্রাকে, অপ্রমত্ত হইলে ভয়কে ও অল্পাহারনিরত হইলে শ্বাসকে জয় করিতে পারা যায়। বিজ্ঞতম সাংখ্যাচার্য্যগণ গুণসমুদয় দ্বারা গুণ, দোষসমুদয় দ্বারা দোষ ও কারণ সমুদয় দ্বারা কারণ-সমুদয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানযোগপ্রভাবে এই সংসারকে সলিলফেনের[১] ন্যায় বিনশ্বর, বিষ্ণুর মায়ায় সমাচ্ছন্ন চিত্রিত[২] ভিত্তির[৩] ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, তৃণের ন্যায় অসার, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবরের[৪] ন্যায় ভয়ঙ্কর, সুখবিহীন, অবশীভূত, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া অপত্যস্নেহাদি পরিত্যাগ এবং তপোরূপ দণ্ড ও জ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ-সমুৎপন্ন গুণ-দোষ সমুদয় উচ্ছেদপূর্ব্বক সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

সংসারসমুদ্র নিরন্তর দুঃখরূপ জল, চিন্তা ও শোক-রূপ মহাহ্রদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ জলজন্তু, মহাভয়রূপ মহাসর্প, তমোগুণরূপ কূর্ম্ম, রজোগুণরূপ মৎস্য, স্নেহরূপ পঙ্ক, জরারূপ দুর্গমস্থান, কর্ম্মরূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ মহাতরঙ্গ, বিবিধ রস ও প্রীতিরূপ মহারত্ন, দুঃখ ও জ্বররূপ বায়ু, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহাবর্ত্ত, তীক্ষ্ণ[৫] ব্যাধিরূপ মহাগজ, অস্থিরূপ সোপান, শ্লেষ্মারূপ ফেন, শোণিতরূপ বিদ্রুম[৬], দানরূপ মুক্তার আকর, হাস্য ও চীৎকাররূপ নির্ঘোষ, নানা জ্ঞানরূপ দুস্তরতা, অশ্রুরূপ ক্ষার, সঙ্গত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, জন্ম ও মরণরূপ তরঙ্গ, পুত্র ও বান্ধবরূপ পত্তন, অহিংসা ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণত্যাগরূপ মহাপ্রবাহ, বেদান্ত জ্ঞানরূপ দ্বীপ ও মোক্ষরূপ দুর্লভ বিষয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে মহাত্মারা এই সংসারসমুদ্রের তত্ত্ব অবগত হইয়া স্থূলদেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাকে হৃদয়াকাশস্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য মৃণালতন্তু দ্বারা জলাকর্ষণের ন্যায়, কিরণজাল দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ ঐশ্বর্য্যসমুদয় আকর্ষণপূর্ব্বক সেই সুকৃতিদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে সূক্ষ্ম, শীতল, সুগন্ধ, সুখস্পর্শ বায়ু তাঁহাদিগকে বহন করে। তদনন্তর সপ্তমারুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাত তাঁহাদিগকে পবিত্র লোকসমুদয় প্রদর্শনপূর্ব্বক হৃদয়াকাশে নীত করিয়া থাকে। তৎপরে তাঁহারা হৃদয়াকাশ হইতে রজোগুণ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ হইতে ভগবান্ নারায়ণ ও নারায়ণ হইতে পরমাত্মাকে লাভ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! সত্য আর্জ্জব-সম্পন্ন, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, বিষয়রাগশূন্য মহাত্মাদিগেরই এইরূপ পরমগতিলাভ হয়, সন্দেহ নাই।"

মুক্তির পরবর্ত্তী অবস্থা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের মোক্ষপদলাভ হইলে আর জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত স্মরণ হয় কি না? কোন বেদে কহে, মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে; আর কোন বেদে কহে, মোক্ষলাভ হইলে জ্ঞানের লেশমাত্র থাকে না। এক মোক্ষবিষয়ে এইরূপ দ্বিবিধ মত প্রকটিত হওয়াতে বেদবিরোধরূপ মহাদোষ উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, যদি জীব জীবন্মুক্ত হইলেও বিশেষজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য মোক্ষকামনার প্রয়োজন কি? সুখসাধ্য স্বর্গাদিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানই ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর যদি জ্ঞানমাত্রও বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তির ন্যায় পুনরায় ত বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে? এক্ষণে আপনি এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ; এ প্রশ্নে মহাত্মা পণ্ডিতগণেরও মহামোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলাদি মহর্ষিগণই এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা মানবগণের দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক স্বপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পদার্থ-সমুদয় সন্দর্শন করিতেছেন। জীবাত্মা না থাকিলে ইন্দ্রিয় সমুদয় কাষ্ঠের ন্যায় চেষ্টাশূন্য ও অর্ণবসমুত্থিত ফেনার ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। মানবগণ নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়-সমুদয় কার্য্যক্ষম হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় স্থিরভাবে স্ব স্ব স্থানে লীন হইয়া থাকে। ঐ সময় একমাত্র জীবাত্মা আকাশসঞ্চারী সমীরণের ন্যায় মনুষ্যগণের সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে এবং সূক্ষ্মগতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্থান-সমুদয়ে গমনপূর্ব্বক জাগ্রদবস্থায়

১। জলের ফ্যানার ন্যায়। ২—৩। রঙের দ্বারা আঁকা ভিত্তের মত। ৪। গর্ত্তের। ৫। কঠিন। ৬। রক্তপ্রবাল।

ন্যায় সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও দর্শনস্পর্শনাদি সমুদয় কার্য্যসম্পাদন করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তম, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, স্নেহ, জল ও পৃথিবীর গুণ-সমুদয় জীবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছে। পরমাত্মা ঐ সকল গুণ দ্বারা জীবাত্মাকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা ঐ সমুদয় গুণ ও শুভাশুভ কার্য্যসমূহে পরিবৃত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়নিচয় শিষ্যের[১] ন্যায়[২] উহার নিকট অবস্থান করিতেছে। জীবাত্মা যখন সমুদয় কার্য্যকারণ অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার পুণ্য বা পাপের লেশমাত্র থাকে না এবং আর তাহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দেহনিপাত পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যের ফলভোগ করায়। কিন্তু সেই ফলভোগ দ্বারা জীবন্মুক্তের সুখদুঃখের আবির্ভাব হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে অতি অল্পকালমধ্যে অনায়াসেই দেহবিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

বিজ্ঞতম সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞানবলেই পরমগতি লাভ করেন। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাঙ্খ্যমতকে অক্ষর, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার, নিত্য এবং আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরম ঋষিরা শাস্ত্রমধ্যে সাঙ্খ্যমতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাঙ্খ্যমতাবলম্বী ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা যে পরমাত্মার প্রতিনিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাঙ্খ্যশাস্ত্রই সেই নিরাকার পরব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ।

এই পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে জঙ্গম পদার্থই শ্রেষ্ঠ। বেদ, যোগশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পরমাত্মিক[৩] জ্ঞানের দৃষ্ট হইয়া থাকে, সমুদয়ই সাঙ্খ্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাঙ্খ্যশাস্ত্রে শান্তি, বল, সূক্ষ্ম তপস্যা ও সুখের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাঙ্খ্য-মতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য-সমুদয় সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের অধোগতি হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা দেবলোক পরিভ্রমণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। উঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকেই প্রবিষ্ট হয়েন। যাঁহারা সাঙ্খ্যমত অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে যত্নবান্ হয়েন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক্ উৎকর্ষসাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তির্য্যগ্‌যোনিগমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবাসজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। যিনি মহার্ণবতুল্য অতিবিশাল এই পুরাতন সাঙ্খ্যমত সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই নারায়ণস্বরূপ।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্য-মত কীর্ত্তন করিলাম। সাঙ্খ্যতত্ত্ব ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ। ঐ মহাত্মা সৃষ্টিসময়ে এই বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করেন এবং প্রলয়সময়ে সমুদয়ের সংহারপূর্ব্বক স্বশরীরে বিলীন করিয়া পরমসুখে নিদ্রিত হয়েন।"

ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

ক্ষর ও অক্ষর ব্যাখ্যা—করাল-বশিষ্ঠ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অক্ষর-পদার্থ লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং ক্ষর-পদার্থ লাভ করিলেই পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিতে হয়। এক্ষণে সেই অক্ষর ও ক্ষর পদার্থ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা যোগিগণ আপনাকে জ্ঞাননিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উত্তরায়ণ আগত হইতে আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। ভগবান্ ভাস্কর উত্তরদিকে যাত্রা করিলেই আপনার পরমগতি লাভ হইবে। আপনি কুরুকুলের প্রদীপস্বরূপ। আপনার পরলোকপ্রাপ্তির পর আমরা আর কাহার নিকট হিতজনক নীতিবাক্য শ্রবণ করিব? আপনার মুখে এই সমুদয় অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত

১—২। শাস্তভাবে। ৩। পরমাত্মবিষয়ক।

হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এই উপলক্ষে আমি জনকবংশসম্ভূত রাজর্ষি করাল ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা মহারাজ করাল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তপোধনাগ্রগণ্য, আসনোপবিষ্ট, ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবাক্যে কহিলেন, 'ভগবন্! আমি পণ্ডিতগণের মোক্ষলাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পরমব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর পদার্থের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।'

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'মহারাজ! সমুদয় জগৎকে ক্ষর পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এক যুগ, চারি যুগে এক কল্প দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার দিবাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবীর ক্ষয় হইয়া যায়। পরে ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত হইলে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ নারায়ণ জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ভগবান্ নারায়ণের হস্ত পদ, চক্ষু ও মস্তক সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বস্থান আচ্ছাদনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা সেই নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদে ঐ মহাত্মা মহান, বিরিঞ্চি ও অজ নামে এবং সাংখ্যশাস্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক, অক্ষর, প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ত্রৈলোক্য উঁহা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। উঁহার রূপ নানাপ্রকার বলিয়া উনি বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত। উনি বিকারযুক্ত হইয়া আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তৎপরে ঐ মহত্তত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমঃপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত এবং ঐ সূক্ষ্মভূত সমুদয় হইতে ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই দশটিকেই ভৌতিক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অনন্তর মনের সহিত কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও মেঢ্র এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমুদয় দেহেই অবস্থান করিতেছে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ এই তত্ত্ব-সমুদয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তাঁহাদিগকে কখনই শোকের বশীভূত হইতে হয় না। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই দেব, দানব, নর, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, দেবর্ষি, নিশাচর দংশ, কীট, মশক, পূতি কৃমি, মূষিক, কুকুর, চণ্ডাল, চৈনেয়, পুক্কস, হস্তী, অশ্ব, খর, শার্দ্দূল, বৃক্ষ ও গো, প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ জীবগণের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশই প্রাণিগণের আবাসস্থান। ঐ তিন প্রদেশে প্রাণিগণের যে সমুদয় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিকার। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বিনির্ম্মিত পদার্থসমুদয় প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে; এই নিমিত্তই উহাদিকে ক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই জগৎ মোহাত্মক, ইহা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়; সুতরাং উহাকে অবশ্যই নশ্বর বলিতে হইবে।

হে মহারাজ! তুমি ক্ষর পদার্থের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে অক্ষর পদার্থের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। চতুর্ব্বিংশতত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর-পদার্থ। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত নহেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সমুদয় তত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান্ মহাত্মা চেতনরূপে সর্ব্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাত্মা নির্গুণ হইয়া যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, তখনই তিনি শরীরিরূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচরে বর্ত্তমান ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হয়েন। প্রকৃতির সহিত একীভাব নিবন্ধনই ঐ মহাপুরুষের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। উনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকাদি দেহে অভিন্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদি গুণের অনুরূপ কার্য্য করেন। তমোগুণ দ্বারা তামসিক, রজোগুণ দ্বারা রাজসিক ও সত্ত্বগুণ দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃতিসৃষ্ট যাবতীয় প্রাণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। উহাদের মধ্যে তমোগুণাবলম্বীরা নরকে, রজোগুণাবলম্বীরা মনুষ্যলোকে এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন

ব্যক্তিরা পরমসুখে দেবলোকে অবস্থান করে। যাহারা কেবল পাপানুষ্ঠান করে, তাহারা তির্য্যগ্‌যোনি, যাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্য্যে রত হয়, তাহারা মনুষ্যলোকে এবং যাহারা নিরন্তর পুণ্যসঞ্চয় করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! পণ্ডিতেরা মায়াসমুদ্ভূত বস্তুকেই ক্ষর এবং চতুর্বিবংশতিতত্ত্বাতীত মায়াতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই সেই অক্ষর-পদার্থ লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।'

—

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়

জীবাত্মার গুণগত দেহধারণ—বিবিধ অবস্থা

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে রাজর্ষে! এইরূপে জীবাত্মা প্রকৃতিসঙ্গবশতঃ মুগ্ধ ও অজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিতেছেন। তাঁহার তমোগুণপ্রভাবে তির্য্যগ্‌যোনি, রজোগুণপ্রভাবে মনুষ্যযোনি ও সত্ত্বগুণপ্রভাবে দেবযোনি লাভ হইয়া থাকে। তিনি কখন পুণ্যবশতঃ মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গে আরোহণ, কখন পুণ্যক্ষয়নিবন্ধন দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অবতরণ, কখন বা পাপবশতঃ মনুষ্যলোক হইতে নরকে গমন করেন। কোশকার কীট যেমন মুখলালসম্ভূত[১] তন্তু[২] দ্বারা আপনাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ গুণাতীত জীব সর্ব্বদা গুণোদ্ভূত কার্য্য দ্বারা আপনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে এবং সুখদুঃখহীন হইয়াও বিবিধ যোনিতে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

মস্তকরোগ, নেত্ররোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ[৩], জলোদর[৪], তৃষারোগ, গলগণ্ড, বিসূচিকা[৫], শ্বিত্র[৬], কুষ্ঠ, অগ্নিদাহজনিক ক্ষত ও অপস্মার[৭] প্রভৃতি যে সমুদয় রোগ প্রাণিগণের দেহে উৎপন্ন হয়, জীব আপনাকে সেই সমুদয় রোগে আক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে এবং কখন অধোদেশে, কখন অনাবৃতস্থানে, কখন ইষ্টকময় গৃহে, কখন কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তরে, কখন ভস্মাচ্ছাদিত প্রস্তরে, কখন ভূমিতলে, কখন পঙ্কে, কখন ফলকে[১] ও কখন বিচিত্র শয্যায় শয়ন; কখন শুক্লবস্ত্র, কখন কৌপীন, কখন ক্ষৌমবস্ত্র, কখন কৃষ্ণাজিন, কখন ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কখন সিংহচর্ম্ম, কখন ভূর্জ্জত্বক্[২], কখন কণ্টকময়[৩] বস্ত্র, কখন পট্টবস্ত্র ও কখন চীর পরিধান; কখন রত্নধারণ করিয়া, কখন বা দিগম্বর হইয়া পরিভ্রমণ; কখন এক রাত্রির অন্তে, কখন দিবারাত্রির মধ্যে এককালে, কখন দিবসের চতুর্থ, অষ্টম বা ষষ্ঠভাগে, কখন ছয় দিন, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ, দ্বাদশাহ বা এক মাসের অন্তে ভোজন; কখন সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত ফল, মূল, বায়ু, জল, তিলকল্ক, দধি, গোময়, গোমূত্র, শাকপুষ্প, শৈবাল, ভক্তমণ্ড[৪] বা শীর্ণপত্র ভক্ষণ; কখন বিধি-বিহিত চান্দ্রায়ণব্রত, কখন চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, কখন পাষণ্ডপথ অবলম্বন; কখন পর্ব্বতের ছায়াযুক্ত নির্জ্জন প্রদেশে, কখন প্রস্রবণে, কখন গুহায়, কখন জলশূন্য নদীতটে, কখন নির্জ্জন বনে, কখন পবিত্র দেবস্থানে ও কখন সরোবরে অবস্থান; কখন বিবিধ জপ্য মন্ত্র জপ, কখন ব্রতানুষ্ঠান, কখন নিয়মানুষ্ঠান, কখন তপোনুষ্ঠান ও কখন যজ্ঞানুষ্ঠান; কখন বাণিজ্য, কখন ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম, কখন ক্ষাত্রধর্ম্ম, কখন বৈশ্যধর্ম্ম ও কখন শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয়; কখন বা দীন, দরিদ্র ও অন্ধদিগকে দান; কখন সত্ত্বগুণ, কখন রজোগুণ, কখন বা তমোগুণ অবলম্বন; কখন ধর্ম্ম, কখন অর্থ, কখন কামের আশ্রয় গ্রহণ; কখন স্বধাকার, কখন বষট্‌কার, কখন স্বাহাকার, কখন বা নমস্কার সম্পাদন; কখন যজন, কখন যাজন, কখন অধ্যয়ন, কখন অধ্যাপনা, কখন দান ও কখন প্রতিগ্রহ এবং কখন জন্মগ্রহণ; কখন মৃত্যুলাভ, কখন বিবাদ ও কখন সংগ্রামকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অভিযান করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এই সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যকলাপকে কর্ম্মপথ বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি হইতেই সমুদয় জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়-কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। দিবাকর অস্তগমনকালে স্বীয় কিরণজাল সংহার করিয়া উদয়কালে যেমন পুনরায় উহা প্রসারণ করেন, তদ্রূপ জগদীশ্বর প্রলয়কালে গুণ সমুদয় সংহার করিয়া একাকী

১। মুখের লালা হইতে জাত। ২। সূত্র। ৩। গণ্ডগ্রন্থি—গলায় গেরো পড়ার মত রোগ। ৪। উদরী। ৫। ওলাউঠা—কলেরা। ৬। শ্বেতকুষ্ঠ—শ্বেতী। ৭। মৃগী।

১। বড় পীড়ের মত কাঠের পাটায়—পায়াহীন তক্তপোষে। ২। ভূর্জ্জপত্র। ৩। শিমূলতুলাজাত। ৪। ভাতের মণ্ড।

অবস্থানপূর্ব্বক সৃষ্টিকালে পুনরায় অতি মনোরম বিবিধ গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বারংবার এইরূপ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কারিণী ত্রিগুণা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। প্রকৃতিপ্রভাবেই এই জগৎ মুগ্ধ ও সর্ব্বদা সুখ-দুঃখে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের কল্পনার উদয়

মনুষ্যগণ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভাবেই "এই সমুদয় দুঃখ আমার নিমিত্ত হইয়াছে, ঐ সমুদয় আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইতেছে, আমি এই সমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তত্রত্য সুখভোগ করিব, ইহলোকের এই শুভাশুভ ফলসমুদয় আমাকেই ভোগ করিতে হইবে, যাহাতে সুখোদয় হয়, আমার তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আমি সকল জন্মেই সুখী হইব, আমাকে স্বকার্য্যপ্রভাবেই ইহলোকে অপরিসীম দুঃখভোগ করিতে হইবে, মনুষ্যত্ব মহাদুঃখের কারণ, মনুষ্যত্বনিবন্ধন নরকগামী হইতে হয়, আমি নরক হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইব এবং পুনরায় দেবত্ব হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে নরক লাভ করিব" বলিয়া বিবেচনা করে।

যাহারা দেহকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করে, সেই সকল মমতাপরিপূর্ণ মূঢ়কে বারংবার দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ এবং নিরন্তর সেই সেই যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। এইরূপে জীবগণ অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুলাভ করিতেছে। যে যেরূপ পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ দেহধারণপূর্ব্বক তৎসমুদয়ের ফলভোগ করিতে হয়। এই ত্রিলোকমধ্যে প্রকৃতিই শুভাশুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহার ফলভোগ করিতেছে।

তির্য্যক্‌লোক, মনুষ্যলোক ও দেবলোক এই তিন লোকই প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতির যেমন কোন চিহ্ন নাই, কেবল মহদাদি কার্য্য দ্বারা উহার অনুমান করা যায়, তদ্রূপ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাই, কেবল দেহের চৈতন্য দ্বারা উহার সত্তা স্বীকার করা গিয়া থাকে। পুরুষ নির্ব্বিকার ও প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক হইয়াও শরীর ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসমুদয়কে আত্মকৃত বলিয়া জ্ঞান করে। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমুদয় সত্ত্বাদি গুণসহযোগে বিবিধ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ছিদ্রবিহীন হইয়াও আপনাদিগকে ছিদ্রবান্, দেহশূন্য হইয়াও দেহবান্, কালের বশীভূত না হইয়াও কালের বশীভূত, বুদ্ধিমান্ না হইয়াও বুদ্ধিমান্, তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়াও জন্মযুক্ত, তপোবিহীন হইয়াও তপস্বী, গতিবিহীন হইয়াও গমনযুক্ত, নির্ভীক হইয়াও ভীত এবং অক্ষর হইয়াও ক্ষর বলিয়া বোধ করে।'

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়

অজ্ঞানতায় বার বার সংসারে গতাগতি

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে রাজন্! মনুষ্য স্বীয় অজ্ঞান ও অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের সংসর্গনিবন্ধন বারংবার কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণপ্রভাবে তাহার কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগযোনি লাভ হয়। যেমন যোড়শকলাপরিপূর্ণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু যোড়শী অমাকলার[১] ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূলদেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কিন্তু লিঙ্গশরীরের[২] ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আর যেমন প্রলয়কালে যোড়শীকলার ক্ষয় হইলে চন্দ্রের সম্পূর্ণবিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। স্থূলদেহের প্রতি মমতা থাকিতে জীবাত্মার কখনই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত নির্ম্মল পরমাত্মার অপরিজ্ঞান বশতই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেহের সংসর্গনিবন্ধন অপবিত্রতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড়দেহের সংসর্গনিবন্ধন জড়ত্ব এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গনিবন্ধন ত্রিগুণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।'

১। অমা নাম্নী মহাকলার। ২। সূক্ষ্মদেহের—জীবাত্মার সূক্ষ্মশরীরের।

ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়

জীব-জীবাত্মার উৎপত্তিগত স্থূলসূক্ষ্মকারণ

জনক কহিলেন, 'ভগবন্! প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ কীর্ত্তিত হইল, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধও তদ্রূপ। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীজাতিরা গর্ভধারণ করিতে পারে না এবং স্ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষেরাও কখন পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সহযোগনিবন্ধন সন্তানসন্ততি সমুৎপন্ন হয়। বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পিতা হইতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা এবং মাতা হইতে ত্বক্, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই সনাতন প্রমাণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারাও স্ত্রীপুরুষের ন্যায় পরস্পর গুণসাপেক্ষ হইয়া নিয়ত পরস্পর বদ্ধ রহিল, তাহা হইলে মোক্ষ কিরূপে বিদ্যমান থাকিবে? হে ভগবন্! আপনি প্রত্যক্ষদর্শী, অতএব যদি মোক্ষের অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। আমি মোক্ষাভিলাষী; যিনি নির্ব্বিকার, নিরাকার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অজর, নিত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য।'

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐরূপই বটে, কিন্তু উহার যথার্থ তাৎপর্য্য-গ্রহণে সমর্থ হও নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ; কিন্তু উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই। যাহারা গ্রন্থ অভ্যাস করিতে তৎপর হয়, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদিগের সে অভ্যাস করা পণ্ডশ্রম মাত্র। উহারা কেবল শাস্ত্রের ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং প্রশ্ন করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে, তাহাদিগেরই পরিশ্রম সার্থক। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি বিদ্বান্দিগের সভামধ্যে গ্রন্থের অর্থ কীর্ত্তন না করে, সে কখনই গ্রন্থের ফলিতার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানহীন ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহাকে সভামধ্যে স্বমতকীর্ত্তনসময়ে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে সাঙ্খ্য ও যোগমতে যেরূপ যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীরা যোগবলে যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যাঁহারা সাঙ্খ্য ও যোগমতকে একরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মনুষ্যদেহে ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয় সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ত্বগাদি হইতে ত্বগাদির, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের এবং দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরমপুরুষের বীজ, ইন্দ্রিয়, দ্রব্য বা দেহ নাই; সুতরাং গুণ থাকিবার সম্ভাবনা কি? আকাশাদি বিষয়সমুদয় যেমন ত্বগাদি গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ঐ সমুদয়ে বিলীন হয়, তদ্রূপ ত্বগাদি গুণসমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার উহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন কখন কখন কেবল শুক্র হইতেই ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুযুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কেবল প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

জীবাত্মা ও জগৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া আছে। পরমাত্মা জীবাত্মা ও জগৎ হইতে পৃথক্। যেমন ঋতুসমুদয় মূর্ত্তিবিহীন হইয়াও ফলপুষ্প দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি আকৃতিশূন্য হইয়াও আত্মসম্ভূত মহদাদি গুণ দ্বারা অনুমানগোচর হইয়া থাকে; সেইরূপ কেবল দেহস্থ চৈতন্য দ্বারাই হর্ষবিষাদাদি বিকারশূন্য, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, নির্ম্মল পরমাত্মার অনুমান করা যায়। আদ্যন্তশূন্য, সমদর্শী, নিরাময় আত্মা কেবল দেহাদির অভিমানবশতই সগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ পদার্থের সহিত গুণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু নির্গুণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ গুণদর্শী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা কামাদি-প্রাকৃতিক গুণসমুদয়কে জয় করিতে পারিলেই দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হয়। সাঙ্খ্য ও যোগবিদ্ মহাত্মারা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বদ্রষ্টা, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাতীত পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। জন্ম-মরণভীরু জ্ঞানিগণ সেই অব্যক্ত পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত

হইতে পারিলেই তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। জ্ঞানবান পণ্ডিত-দিগের জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকে না; অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে। ফলতঃ একরূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষর ও নানারূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পঞ্চবিংশ জীবতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীত ষড়্‌বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার বোধ জন্মে। ঐরূপ বোধ জন্মিলেই তিনি পরমাত্মার একরূপে দর্শনকেই শাস্ত্র ও নানারূপে দর্শনকে অশাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এই আমি তোমার নিকট সমুদয় তত্ত্ব ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্ট পদার্থ এবং এই সমুদয় হইতে পৃথক্ ষড়্‌বিংশ পদার্থকেই পরমাত্মা বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।'

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়

যৌগিক উপায়ে জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যসাধন

জনক কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি অক্ষরের একত্ব ও ক্ষরের নানাত্ব কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু এই উভয় পক্ষের তত্ত্বাবধারণ-বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা আত্মাকে নানারূপে এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা উহাকে একরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি বশতঃ ঐ উভয় পক্ষেরই তত্ত্বাবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর আপনি অক্ষর ও ক্ষরের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি চঞ্চলবুদ্ধিপ্রভাবে তাহাও বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে নানাত্ব, একত্ব, জ্ঞানবান্, অজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বিষয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, ক্ষর, অক্ষর এবং সাংখ্য ও যোগ এই সমুদয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি কীর্ত্তন করুন।'

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'রাজন্! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর প্রদান, বিশেষতঃ যোগকার্য্য বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীদিগের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম এই দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রাণায়াম দুই প্রকার,—সগর্ভ[1] ও নির্গর্ভ[2]। বীজজপঘটিত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপবিহীন প্রাণায়ামকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ ও ভোজন-সময় ব্যতীত আর সকল সময়েই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা চিত্তের একাগ্রতাপ্রভাবে শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমুদয়কে নিবৃত্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর স্তম্ভন দ্বারা জীবাত্মাকে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মাতে নীত করিবেন। এইরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যসম্পাদন করিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়।

পণ্ডিতগণ জীবন্মুক্ত যোগীদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহাদিগের মন সতত প্রাণায়ামে একান্ত আসক্ত, তাঁহারাই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়েন এবং সেই যোগরূপ ব্রতানুষ্ঠান তাঁহাদিগেরই উপযুক্ত। বিষয়-বাসনাবিমুক্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা মন ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সুস্থির করিয়া পাষাণের ন্যায় অবিচলিত-চিত্তে সন্ধ্যাসময়ে ও রাত্রি-শেষে আত্মাতে মনঃসমাধান করা যোগী ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ যখন পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প হইয়া উঠেন, তখন তাঁহাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং মনোমধ্যে সঙ্কল্পের লেশ-মাত্রও থাকে না, সেই সময়ই তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সময়ই তাঁহারা নির্ব্বাত-প্রদেশস্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হয়েন। তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে আর কি ঊর্দ্ধতন, কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে হয় না। যিনি পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার স্বরূপ-কথনে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী। মাদৃশ ব্যক্তিরা কেবল এই পর্য্যন্ত অবগত আছেন যে, পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে বিধূম পাবকের ন্যায়, রশ্মিযুক্ত দিবাকরের ন্যায় এবং বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাববোধক[3] শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন

১। সগুণ। ২। নির্গুণ। ৩। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ।

ধৈর্য্যশীল মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যে অনাদি অমৃতময় পরব্রহ্মকে অবলোকন করেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ও মহৎ হইতে মহত্তর। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে অবোলোকন করিতে সমর্থ নহে। কেবল সূক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত মন দ্বারাই তাঁহাকে অনুমান করা যায়। তিনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্। বেদপারগ মহাত্মারা সেই নির্ম্মল নিরুপাধি ব্রহ্মকে সংসারচ্ছেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যোগীরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। এই আমি তোমার নিকট যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর সাংখ্যজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বনির্ণয়

প্রকৃতিবাদী সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দস্পর্শাদি পঞ্চসূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যবাদীরা এই আটটিকেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত ও মন এই যোড়শটি ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেমন ক্রমশঃ সাগরে উৎপন্ন ও সাগরেই বিলীন হয়, তদ্রূপ গুণসমুদয় ক্রমে ক্রমে গুণ হইতে উৎপন্ন ও গুণেতেই বিলীন হইয়া যায়। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর প্রলয়-কালেই একমাত্র থাকেন, সৃষ্টিসময়ে তাঁহাকে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানা রূপ ও প্রলয়কালে এক রূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহু রূপ ও প্রলয়কালে এক রূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এই নিমিত্ত অধিষ্ঠাতা পুরুষও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়েন। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন। পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে ক্ষেত্র, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত আত্মাকে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতিকে অব্যক্ত, ক্ষেত্র, তত্ত্ব ও ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে শাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপিত আছে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এই আমি তোমার নিকট সমুদয় সাংখ্যমত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা এই সাংখ্যমত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই সম্যক্ দর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন বিষয় দর্শন করে, অভ্রান্ত ব্যক্তিরা তদ্রূপ অলৌকিক ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপত্ব ও নিরুপাধি সুখলাভ নিবন্ধন দেহত্যাগী মুক্ত পুরুষদিগকে ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা ভেদবুদ্ধি বশতঃ ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, তাহারাই ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই সমুদয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যোগবলে সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা কখনই দেহের বশবর্ত্তী হয়েন না। ফলতঃ জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য ও আত্মা উহা হইতে পৃথক্। যাঁহারা সেই আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংসারভয়ে ভীত হইতে হয় না।'

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়

বিদ্যা-অবিদ্যা বিবরণ

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাংখ্যমত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা সৃষ্টিপ্রলয়বিধায়িনী প্রকৃতিকে

অবিদ্যা এবং ঐ সৃষ্টিপ্রলয় হইতে অতীতা প্রকৃতিকে বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিদ্যা চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব হইতে অতীত। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী মহর্ষি-গণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অপেক্ষা-কৃত শ্রেষ্ঠকেও বিদ্যাশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাহা বিশেষরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়, স্থূলভূত ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থূলভূত, মন ও স্থূলভূতের মধ্যে মন, সূক্ষ্মপঞ্চভূত ও মনের মধ্যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, অহঙ্কার ও সূক্ষ্মপঞ্চতত্ত্বের মধ্যে অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতা চতুর্ব্বিংশতি ক্ষর ও অক্ষর—প্রকৃতি ও পুরুষের পরিচয়তত্ত্বাতীত।

এই আমি তোমার নিকট বিদ্যা ও অবিদ্যার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা ঐ উভয়কে জন্মমৃত্যুবিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদন-নিবন্ধন প্রকৃতিকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহদাদিগুণের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বারংবার বিকৃত হইয়া ঐ সমুদয় গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া উঁহাকে ক্ষেত্র নামেও কীর্ত্তন করা যায়। যখন মহদাদি গুণসমুদয় প্রকৃতিমধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদয় গুণের সহিত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত পুরুষও উহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণসমুদয় বিলীন হইলে একমাত্র প্রকৃতি অবস্থান করেন। যখন জীব প্রকৃতিমধ্যে লীন হয়েন, তখন প্রকৃতি মহদাদিগুণসংযুক্ত হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্ত্বাদিগুণের অনবস্থান নিমিত্ত নির্গুণতালাভ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষয় হইলে স্বভাবতঃ নির্গুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জীবাত্মা পরমাত্মার পরস্পর মিলন ও বিচ্ছেদ

যখন দেহাভিমানী জীবাত্মা প্রকৃতিকে গুণবিশিষ্ট ও আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হয়েন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং যখন প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয়েন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রাকৃত গুণ-সমুদয়ের নিন্দা করেন এবং পরব্রহ্মকে বিস্মৃত না হয়েন, তখন তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, 'মৎস্য যেমন অজ্ঞানবশতঃ জালে নিপতিত হয়, তদ্রূপ আমি মোহবশতঃ এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি।। মৎস্য যেমন জীবনলাভের নিমিত্ত এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমন করে, তদ্রূপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন সলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি; অতএব আমাকে ধিক্। পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে।। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এত কাল অতিক্রম করিলাম; অতএব আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্‌যোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইলাম; আর কখন আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না। আমি নির্ব্বিকার হইয়াও এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ

নাই; আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। আমি স্বয়ং পরমাত্মা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া উহাতে আসক্ত হইয়াছি। আমি রূপহীন ও মূর্ত্তিহীন হইয়াও মমতাবশতঃ রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি। আমি নির্ম্মম হইয়াও মমতা সহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক কি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম। প্রকৃতি অহঙ্কার দ্বারা আমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বয়ং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া আমাকে নানা দেহে নিয়োগ করিতেছে। এক্ষণে আমি অহঙ্কার ও মমতা-পরিশূন্য হইয়া প্রতিবুদ্ধ[১] হইয়াছি, আর আমার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি উহাকে এবং অহঙ্কার-কৃত মমতাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন[২] পরমাত্মাকে আশ্রয় করিব। পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয়ঃ। অতএব আমি উহার সহিত মিলিত হইব। প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিধেয় নহে।

জীবাত্মা এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষরত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিগুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বাদিভূত নিগুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই আমি সাধ্যানুসারে তোমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের তত্ত্বনির্দ্দেশ করিলাম, এক্ষণে যেরূপে সন্দেহবিহীন নির্ম্মল সূক্ষ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্ব নিরূপণসময়ে যে সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রের কথা কহিয়াছি, সে উভয়ই একরূপ। তন্মধ্যে সাঙ্খ্যশাস্ত্রে শিষ্যদিগের অনায়াসে জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু যোগশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যোগশাস্ত্র অতি-বিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু বেদে উহার সমধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা ষড়্-বিংশকে পরমতত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণেই বেদশাস্ত্রে সাঙ্খ্যের সম্যক্ সমাদর নাই। এই আমি তোমার সাঙ্খ্যমতাবলম্বীদিগের পরমতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হয়েন। এই নিমিত্ত যোগমতাবলম্বীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই স্বীকার করিয়া থাকেন।'

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়

অবুদ্ধ-বুদ্ধ বিবরণ—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যসাধন

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'মহারাজ! অতঃপর বুদ্ধ ও অবুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মাকে বুদ্ধ এবং জীবাত্মাকে অবুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই উভয়ের মধ্যে জীবাত্মা সত্ত্বাদি-গুণপ্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া ঐ সকল রূপকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া পরমাত্মাকে অবগত হইতে অসমর্থ হয়েন। উনি নির্ব্বিকার হইয়াও নিরন্তর প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বিকৃত হইয়া থাকেন। উনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য-সমুদয় অবগত হইতে পারেন বলিয়া কেহ কেহ ইঁহাকে বুদ্ধিমান্ নামে নির্দ্দেশ করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেও প্রকৃতিকে জড় বলিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদের মতেও প্রকৃতি জীবাত্মাকেই আপনার সহিত অভিন্নভাবে অবগত হইতে পারেন, সঙ্গবিহীন পরমাত্মাকে কিছুতেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন না। এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গনিবন্ধন বেদে জীবাত্মাকে সঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইনি অবিকারী ও অতি সূক্ষ্ম হইলেও ঐ সঙ্গদোষনিবন্ধন কেহ কেহ উহাকে মূঢ় বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। উনি পরমাত্মাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে সমর্থ নহেন; কিন্তু অপ্রমেয় সনাতন পরমাত্মা উঁহাকে ও প্রকৃতিকে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই সেই স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্যকারণগত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারেন।

যখন জীবাত্মার "আমি স্থূল, আমি গৌর ও আমি ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আর তিনি পরমাত্মা, প্রকৃতি বা আপনাকে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন না। আর যখন জীবাত্মা প্রকৃতিকে জড় এবং আপনাকে তাহা

১। জাগরিত—মোহমুক্ত। ২। দ্বিধাভাবশূন্য।

হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, তখনই তিনি বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, অত্যুৎকৃষ্ট, মোক্ষোপযোগী বিদ্যাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন এবং সৃষ্টিপ্রলয়কারিণী প্রকৃতিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি ব্রহ্মসন্দর্শননিবন্ধন উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন। পণ্ডিতেরা আত্মাকেই পরম তত্ত্ব, অজর, অমর ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উনি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকিলেও উঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না; কারণ, উনি স্বেচ্ছানুসারে ঐ আশ্রিত তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যখন জীব আপনাকে জরামরণশূন্য পরমাত্মা বলিয়া বোধ করে, তখনই সে জ্ঞানবলপ্রভাবে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত জীব সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ না হয়, তত দিন তাহার নানাত্ব থাকে; কিন্তু তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই উঁহার একত্বলাভ হয়। পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারিলে জীবের আর পাপ-পুণ্যের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে।

এই আমি শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে তোমার নিকট জড়রূপা প্রকৃতি, জীবাত্মা, ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। শাস্ত্রানুসারে এইরূপেই জীবের নানাত্ব ও একত্ব নিরূপণ করা হইয়া থাকে। উদুম্বর-স্থিত মশক ও উদুম্বরে এবং সলিলস্থিত মৎস্য ও সলিলে যেরূপ বিভিন্নতা, পরমাত্মার ও জীবাত্মার সেইরূপ বিভিন্নতা অনুমিত হইয়া থাকে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যের নামই মোক্ষ। অজ্ঞান-প্রকৃতি হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পরমাত্মার সহিত ঐক্য হইলেই জীবের মুক্তি হয়; অন্যরূপে উহার মুক্তিলাভের উপায় নাই। এই জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও যখন যেরূপ দেহের সহিত মিলিত হয়েন, তখন তাহারই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐ জীবাত্মা বিশুদ্ধধর্ম্মা ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে বিশুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, বুদ্ধিমানের সহিত মিলিত হইলে বুদ্ধিমান্, সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইলে সন্ন্যাসী, অনুরাগবিহীনের সহিত মিলিত হইলে বিরাগী, মুমুক্ষুর সহিত মিলিত হইলে মুমুক্ষু, পবিত্রকর্ম্মার সহিত মিলিত হইলে পবিত্রকর্ম্মা, নির্ম্মলের সহিত মিলিত হইলে নির্ম্মল, সঙ্গবিহীনের সহিত মিলিত হইলে নিঃসঙ্গ এবং স্বাধীন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে স্বাধীন হইয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি মৎসরশূন্য হইয়া তোমার নিকট সনাতন ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যাহাদের বেদজ্ঞান নাই, অথচ ব্রহ্মলাভের শ্রদ্ধা আছে, তুমি সেই সমুদয় ব্যক্তিকেই এই ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিবে। মিথ্যাপরায়ণ, শঠ, শাস্ত্রতাৎপর্য্যগ্রহে অক্ষম, কুটিলমতি, পরহিংসাপরায়ণ, পণ্ডিতদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত পামরদিগকে কদাচ এই উপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে। শ্রদ্ধান্বিত, গুণবান্ ক্ষমাশীল, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, বিশুদ্ধস্বভাব, বিধিবিহিত কর্ম্মনিষ্ঠ, বিবাদবিহীন, বহুশ্রুত, শমদমাদি গুণান্বিত, শাস্ত্রতাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। উহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলে উপদেষ্টা যার পর নাই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে। অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে কিছুমাত্র মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মহীন[১] ব্যক্তি যদি রত্নপরিপূর্ণ সমুদয় পৃথিবীও প্রদান করে, তথাপি তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে এই বিশুদ্ধ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। হে করাল! আজ তুমি আমার নিকট অনাদি, অনন্ত, শোকরহিত, পরমব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিলে; অতএব আর তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। সেই মঙ্গলময় পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলে জন্মমরণের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকে না। এক্ষণে তুমি তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া মোহ পরিত্যাগ কর। আমি সনাতন হিরণ্যগর্ভকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট এই তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। আজ তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে যেমন আমি তোমার নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম, তদ্রূপ পূর্ব্বকালে আমি কমল-যোনিকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই তত্ত্ব আমার নিকট বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন'।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষি নারদের মুখে পরব্রহ্মের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম,

১। ৫

তাহা তোমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জীবাত্মা সেই অজর অমর পরব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভের নিকট ও দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট এই উৎকৃষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিলে, অতঃপর আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না; আর যে ব্যক্তি উহা অবগত হইতে পারে না, তাহাকে সতত ভীত হইতে হয়। জীব অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন হইয়াই মোহবশতঃ বারংবার দেবলোক, মর্ত্ত্যলোক ও নরকে গমনাগমন এবং সহস্র সহস্র যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিবিধ ক্লেশ ভোগ করে। যদি সে সাধুসঙ্গাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ সেই অজ্ঞানসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে আর জন্মমরণজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞানসাগর অতি ভীষণ, অব্যক্ত ও অগাধ। প্রাণিগণ উহাতে অনবরত নিমগ্ন হইতেছে। তুমি সেই অজ্ঞানসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; সুতরাং এক্ষণে তোমার রজ ও তমোগুণের লেশমাত্র নাই।"

দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানপথ প্রস্তুতের উপায়

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! একদা জনকবংশীয় মহাত্মা বসুমান্ নির্জ্জন কাননে মৃগয়া করিতে করিতে ভৃগুবংশীয় একজন মহর্ষিকে অবলোকন করিলেন। মহর্ষিকে অবলোকন করিবামাত্র বসুমানের মনে ভক্তিরসের উদ্রেক হইল। তখন তিনি সত্বর মহর্ষি সমীপে গমন ও চরণবন্দনপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! কি কর্ম্ম দ্বারা কামনার বশবর্ত্তী পুরুষের ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

মহারাজ বসুমান্ এইরূপে পরম সমাদর সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'মহারাজ! যদি তুমি উভয়লোকে আপনার মনের অনুকূল বিষয়সমুদয় প্রাপ্ত হইতে বাসনা কর, তাহা হইলে কদাচ অন্যের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। ধর্ম্মই সাধুদিগের পরম হিতকর ও আশ্রয়স্বরূপ। ধর্ম্ম হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষয়কামনায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। মধুগ্রাহী যেমন মধু আহরণে কৃতসংকল্প হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করে, কিন্তু অচিরাৎ যে ঐ স্থান হইতে তাহাকে নিপতিত হইতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ তুমি বিষয়তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া বিষয়ভোগে অনবরত প্রবৃত্ত হইতেছ; কিন্তু ঐ বিষয়ভোগনিবন্ধন তোমাকে যে যার পর নাই কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। জ্ঞানফলার্থী ব্যক্তি যেমন সতত জ্ঞানের আলোচনা করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নিরন্তর ধর্ম্মের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অসদ্ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। আর সাধু ব্যক্তি ধর্ম্মকামনায় বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাঁহার পক্ষে উহা অতিশয় সহজ হয়। যে ব্যক্তি বনে বাস করিয়া গ্রাম্য সুখভোগে নিরত হয়, তাহাকে গ্রাম্য বলিয়াই পরিগণিত করা যায়। আর যিনি গ্রামে থাকিয়াও গ্রাম্যসুখে বিরত হয়েন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে গ্রাম্য না বলিয়া বনচারীর মধ্যেই পরিগণিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মের গুণদোষ বিচার করিয়া সমাহিতচিত্তে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রতপরায়ণ, শুচি ও অসূয়াশূন্য হইয়া দেশ-কাল বিবেচনা করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে প্রভূত ধন দান কর। সৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সৎপাত্রে দান করাই কর্ত্তব্য। দান করিয়া অনুতাপ বা আপনার মুখে উহা কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। অনৃশংস, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরল, ত্রিবেদবেত্তা, ষটকর্ম্মশালী ও পিতার সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। দেশ,

কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। পাপ শরীরস্থ মলের ন্যায় অল্প প্রয়াস দ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে। লোকে যেমন বিরেচন[1] দ্বারা শরীর মলশূন্য করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিলে সেই ঘৃত তাহার ঔষধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি দানাদি দ্বারা দোষশূন্য হইয়া যাগাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ ধর্ম্ম তাহার পরকালে সুখভোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কর্ম্মেই ধাবমান্ হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনকে অশুভ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শুভকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। লোকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিন্দা করা বিধেয় নহে। তুমি যে ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি নিতান্ত ধৈর্য্যবিহীন, বুদ্ধিমান, অপ্রশান্ত ও অপ্রাজ্ঞ; এক্ষণে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, প্রশান্ত ও প্রাজ্ঞ হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মজনিত তেজঃপ্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধৈর্য্য সেই তেজের মূল কারণ। মহাত্মা মহাভিষ অধীরতা নিবন্ধনই স্বর্গ হইতে নিপাতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহানুভব যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়াও কেবল ধৈর্য্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ করিয়াছেন। অতঃপর তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত জ্ঞানবান্ তপস্বিগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সেবা কর, তাহা হইলেই তোমার বিপুল বুদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।'

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ বসুমান্ তাঁহার বাক্যানুসারে বিষয়বাসনায় বিরত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন করিলেন।"

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

যোগপ্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব—যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিমুক্ত, সর্ব্বসংশয়বিরহিত, জন্মমৃত্যুশূন্য, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, অবিনাশী, বিশুদ্ধস্বভাব ও আয়াসবর্জ্জিত, আপনি তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য-জনকসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা জনকবংশীয় দেবরাততনয় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, 'তপোধন! ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার? সগুণ ও নির্গুণ কি এবং জন্ম, মৃত্যু ও কালসংখ্যাই বা কি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। আপনি জ্ঞানের আকর। আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অনুকূল হইয়া আমার সংশয় ছেদন করিয়া দিন।'

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'মহারাজ! যোগশাস্ত্র ও সাঙ্খ্যশাস্ত্রের বিষয় তোমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তর প্রদান করাই সনাতন ধর্ম্ম। এই বিবেচনা করিয়া আমি তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রকৃতি আট ও বিকার ষোড়শ প্রকার। অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা মূল প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই আটটিকে প্রকৃতি; আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, মেঢ্র ও মল এই ষোলটিকে বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র বিশেষ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টি সবিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ ও সবিশেষ-সমুদয় পঞ্চ মহাভূতেই অবস্থান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা তোমার ও অন্যান্য তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত।

অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মহতের সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাকে আহঙ্কারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মন হইতে মহাভূতসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার নাম মানস চতুর্থ সৃষ্টি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পঞ্চম সৃষ্টি; ভূতজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে ভৌতিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পাঁচটি ষষ্ঠ সৃষ্টি; ইহাকে বহুচিন্তাত্মক সৃষ্টি বলিয়া

নির্দ্দেশ করা যায়। তৎপরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়; পণ্ডিতগণ ইহাকে সপ্তম সৃষ্টি ও ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৃক্ষ ও অরণ্যক পশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির নাম অষ্টম সৃষ্টি এবং গ্রাম্য পশুপক্ষ্যাদি ও মনুষ্যের সৃষ্টির নাম নবম সৃষ্টি। এই উভয় সৃষ্টিকেই আর্জ্জব সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে মহারাজ! এই আমি শাস্ত্রদৃষ্টান্তানুসারে নয় প্রকার সৃষ্টি ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর সাধুজন-কীর্ত্তিত কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।'

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

সৃষ্টিপ্রসঙ্গ—কালসংখ্যা নিরূপণ

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'দশ সহস্র কল্পে ভগবান্ নারায়ণের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়। তিনি রাত্রি অবসানে জাগরিত হইয়া প্রথমতঃ জীবগণের জীবনোপায় ধান্যাদির সৃষ্টি করিয়া পরে হিরণ্য[১] ডিম্বমধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ঐ ব্রহ্মা সমুদয় ভূতের মূর্ত্তিস্বরূপ। তিনি এক বৎসরকাল অণ্ডমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক পরিশেষে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদয় পৃথিবী, স্বর্গ ও দ্যাবাভূমির[২] মধ্যবর্ত্তী আকাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সার্দ্ধসপ্তসহস্র[৩] কল্পে উঁহার একদিন এবং ঐ পরিমাণে উঁহার এক রাত্রি হয়। ঐ মহাত্মা সর্ব্বপ্রথমে অহঙ্কার ও তৎপরে মন, বুদ্ধি ও চিত্তের সৃষ্টি করেন। অহঙ্কারাদি হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পাঁচ মহাভূতের এবং ঐ পাঁচ মহাভূত হইতে ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের উৎপত্তি হয়। ঐ ইন্দ্রিয়-সমুদয় এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পঞ্চ সহস্র কল্পে অহঙ্কারের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উঁহার একরাত্রি হয়। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটির নাম বিশেষ। ইহারা পঞ্চমহাভূতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদিগের প্রভাবেই প্রাণিসমুদয় পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরকে স্পৃহা এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম ও বধ করিয়া থাকে। এই সমুদয় কার্য্যনিবন্ধনই মনুষ্যগণকে দেহত্যাগের পর তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইহলোকেই পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিন সহস্র কল্পে পঞ্চমহাভূত সমুদয়ের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উঁহাদিগের এক রাত্রি হইয়া থাকে।

সমুদয় ইন্দ্রিয়মধ্যে মন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। মনের সাহায্য ভিন্ন চক্ষু কখনই রূপসন্দর্শনে সমর্থ হয় না। মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তুও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। লোকে কহিয়া থাকে, ইন্দ্রিয়েই দর্শনাদি জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মনই সমুদয় জ্ঞানের মূলকারণ। মন বিষয়বোধে উপরত হইলে ইন্দ্রিয়গণও উপরত হইয়া থাকে। মন সমুদয় ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরস্বরূপ। উহা সর্ব্বভূতেই প্রবেশ করিয়া থাকে।'

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

সংহার বিবরণ

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক সৃষ্টি ও কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি সংহারবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি বারংবার জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টির সময় অতীত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগতের সংহারার্থ মহারুদ্রকে প্রেরণ করেন; সেই রুদ্রদেব সূর্য্যরূপী হইয়া আপনাকে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার প্রাণীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার তেজের উন্মেষ হইবামাত্র প্রথমতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের সদৃশ হইয়া উঠে। তখন অমিতপরাক্রম রুদ্রদেব অনতিবিলম্বে সলিলসঞ্চার দ্বারা পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলেন। তৎপরে কালাগ্নিপ্রভাবে ঐ সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। সলিল শুষ্ক হইলে ঐ কালাগ্নি ভয়ানকরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন অষ্টমূর্ত্তিধারী বলবান্ বায়ু জীবের উষ্মাস্বরূপ সেই প্রজ্বলিত

১ সুবর্ণবর্ণ। ২। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের। ৩। সাড়ে সাতহাজার।

পাবককে গ্রাস করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। পরে আকাশ ভীষণ বায়ুকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তদনন্তর মন আকাশকে, অহঙ্কার মনকে, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং জগদীশ্বর ঐ অনুপম মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করেন। জগদীশ্বর অণিমাদি-গুণসম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়। উঁহার চতুর্দ্দিকেই হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ, বিরাজিত রহিয়াছে। উনি সমুদয় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি সর্ব্বান্তর্যামী অন্তরাত্মা। মহত্তত্ত্বের নাশের পর সমুদয় পদার্থ উঁহাতেই বিলীন হয়। উঁহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। উনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের স্রষ্টা। উঁহাতে দোষের লেশমাত্রও নাই।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সংহারের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।'

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাববিবরণ

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পায়ু ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, মলত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উপস্থেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, আনন্দ উহার অধিভূত এবং প্রজাপতি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। করদ্বয় অধ্যাত্ম, কার্য্য উহার অধিভূত এবং ইন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, কর্ত্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং বহ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং দিক্‌সমুদয় উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রসনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং সলিল উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং পৃথিবী উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ত্বগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত এবং বুদ্ধি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক ইন্দ্রিয়, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় সমগ্র কীর্ত্তন করিলাম। প্রকৃতি নানা প্রপঞ্চ বিস্তার করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে বারংবার গুণ-সমুদয়ের সৃষ্টি করিতেছে। মনুষ্যেরা যেমন একটিমাত্র প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের এক এক গুণ হইতে নানাপ্রকার গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সত্ত্ব, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত্ব[১], সুখ, বিশুদ্ধতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকৃপণতা, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, আনৃণ্য[২], মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ঋজুতা, আচার, অভ্রান্ততা, ইষ্টানিষ্টবিয়োগে[৩] নিরপেক্ষতা[৪], লোকরক্ষা, অলুব্ধতা, পরোপজীবনার্থ[৫] অর্থোপার্জ্জন ও সর্ব্বভূতে দয়া এই কয়েকটি গুণ হইতে উদ্ভূত হয়। রূপ, ঐশ্বর্য্য বিগ্রহ, বৈরাগ্যভাব, অকরুণতা, সুখদুঃখভোগ, পরনিন্দায় অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা, পরিতাপ, চৌর্য্যবৃত্তি, নির্লজ্জতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও অতিবাদ, এই কয়েকটি গুণ রজোগুণ হইতে সম্ভূত হয়। মোহ, অপ্রকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনবধানতা, বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যে অভিরুচি, পানভোজনে অপরিতৃপ্তি, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, দিবানিদ্রা ও পরনিন্দায় অনুরাগ, অজ্ঞাত নৃত্যগীতবাদ্যে অভিরুচি ও ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ, এই কয়েকটি গুণ তমোগুণসম্ভূত।'

পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

সত্ত্বাদি গুণগত গতি

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নিরন্তর ত্রিলোকে অবস্থান করিতেছে। এই তিন গুণের কখনই ধ্বংস হয় না। অব্যক্তরূপ পরমাত্মা এই সমুদয় গুণের

১। প্রকাশস্বভাব। ২। অবাধ্য-বাধকতা। ৩—৪। মিত্রের বিয়োগে দুঃখবোধ ও শত্রুর বিয়োগে সুখানুভবে উদাসীনতা। ৫। অপরের জীবনরক্ষার জন্য।

বিকার দ্বারা অসংখ্যরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন; অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক পুরুষদিগের উৎকৃষ্ট স্থান, রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যম স্থান এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিদিগের অধম স্থান লাভ হয়। যাহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেবলোক, যাহারা পাপ ও পুণ্য এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা মনুষ্যলোক এবং যাহারা কেবল অধর্ম্মসঞ্চয় করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের[১] বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ অথবা তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণ সংযুক্ত হইলেই গুণের দ্বন্দ্ব[২] বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দেবলোক, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মনুষ্যলোক এবং রজ ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগের তির্য্যগ্‌যোনি লাভ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তম তিন গুণের একত্র সংযোগকেই সন্নিপাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাহারা এই তিন গুণেই আসক্ত হইয়া কালহরণ করে, তাহাদিগকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পুণ্যপাপবিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জন্মমৃত্যু-নাশন, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন অক্ষয় স্থান লাভ করিতে পারেন।

পূর্ব্বে তুমি পরমাত্মার বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি শরীর-মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাকে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতঃই অচেতন; উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়াই প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকে।'

জনক কহিলেন, 'ভগবন্! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অবিনশ্বর, মূর্ত্তিবিহীন, অচল, অপ্রচ্যুত[৩], স্বভাব ও বুদ্ধির অগম্য। অতএব এই উভয়ের মধ্যে কিরূপে প্রকৃতিকে অচেতন এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষকে সচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি বিশেষরূপে মোক্ষধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট সবিস্তর মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছি, এক্ষণে আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, একত্ব ও প্রকৃতির সহিত পৃথগ্‌ভাব এবং শরীর-সমাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ, মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান, সাঙ্খ্যশাস্ত্র, যোগ ও মৃত্যুসূচক লক্ষণ-সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ সমুদয় হস্তগত আমলকের ন্যায় আপনার আয়ত্ত আছে।'

ষোড়শাধিকত্রিশততম অধ্যায়

প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বনিরূপণ

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'রাজর্ষে! কেহই নির্গুণকে সগুণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি নির্গুণ ও সগুণ পদার্থের বিষয় তোমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ জবাপুষ্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহাকে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি গুণাত্মক; সুতরাং গুণকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতাদোষেই গুণসমুদয় আশ্রয় করিয়া থাকে। পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানী। তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। নিত্যত্ব ও অক্ষরত্ব-প্রযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ বারংবার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন, তখন তিনি আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া মুক্তিলাভে অসমর্থ হয়েন। পুরুষ যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে সর্গধর্ম্মাবলম্বী, যখন যোগানুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতিধর্ম্মাবলম্বী এবং যখন স্থাবর পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে বীজধর্ম্মা-বলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি গুণসমুদয়ের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক্; এই নিমিত্ত অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতিকে অনিত্য ও নানা প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের মতে পুরুষ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়া কেবল জ্ঞানাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকেন।

১। বিকারের। ২। বিরোধ। ৩। ক্ষুধাদি ধর্ম্মরহিত।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট পুরুষের অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রকৃতি-পুরুষের পৃথগ্‌ভাব কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন ঈষিকা ও শরমুঞ্জ, উড়ুম্বর ও মশক, মৎস্য ও জল, চুল্লী ও অগ্নি এবং পদ্মপত্র ও সলিল একত্র অবস্থিত হইলেও পরস্পর নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ অনিত্য প্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ উভয়ে একত্র অবস্থান করিলেও পৃথক্ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যাহারা সম্যক্‌রূপে প্রকৃতি-পুরুষের পৃথগ্‌ভাব পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, সেই অধম ব্যক্তিদিগকে বারংবার ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। এই আমি তোমার নিকট সমুদয় সাঙ্খ্যতত্ত্ব সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। সাঙ্খ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তত্ত্ব বিষয়ে কুশল, তাঁহার সাঙ্খ্যমত দ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।'

—

সপ্তদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

যোগসাধনায় সিদ্ধিদশার অবস্থা

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সাঙ্খ্যানুসারে যোগজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্যজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যোগবলের সদৃশ বল আর কিছুই নাই। এই উভয় মতেই সমুদয় অনুষ্ঠানের[১] বিধি আছে এবং এই উভয় মতেই মুক্তিসাধক। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই এই উভয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করে। আমরা এই উভয় মতকেই একরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বী উভয়েরই সিদ্ধিদশাতে এক বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব সাঙ্খ্য এবং যোগশাস্ত্রকে যাঁহারা তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত।

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-সমুদয় বশীভূত করিয়া যোগসিদ্ধ হইতে পারিলে অণিমাদি অষ্টগুণ লাভ করিয়া সমুদয় লোকে পরিভ্রমণ করা যায়। বেদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ যমনিয়মাদি অষ্টগুণ সূক্ষ্ম; আর অণিমাদি অষ্টগুণ উহা অপেক্ষা স্থূল। যোগ দুই প্রকার,—সগুণ নির্গুণ। প্রাণায়ামযুক্ত যোগকে সগুণ এবং চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত যোগকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণায়াম আবার দুই প্রকার;—সবীজ ও নির্ব্বীজ। মূলাধারাদি চক্রস্থিত দেবতাসকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য[১] হয়, অতএব তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। রজনী উপস্থিত হইলে প্রথম প্রহরে দ্বাদশ এবং নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়া শেষযামে[২] দ্বাদশ এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বায়ুধারণার বিষয় যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বায়ুধারণা দ্বারা দুর্দ্দান্ত মনকে নিগৃহীত করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযোগ করা দমগুণান্বিত শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগপরায়ণ মহাত্মারা শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পাঁচ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক কেবল পরব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল, নিত্য, অনন্ত, অক্ষত, স্থির, জরামৃত্যুবিহীন ও অভেদ্য।

অতঃপর নিত্যসমাধিযুক্ত যোগীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ যোগী সতত প্রসন্নচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্ত সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, নির্ব্বাত প্রদেশস্থিত তৈলপূর্ণ প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করেন। পাষাণ যেমন মেঘনিপতিত জলবিন্দু দ্বারা আহত হইয়াও বিকম্পিত হয় না, সেইরূপ ঐ যোগী কিছুতেই যোগ হইতে বিচলিত হইবার নহেন। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিনির্ঘোষ ও বিবিধ গীতবাদ্য দ্বারা তাঁহার যোগভঙ্গ করা নিতান্ত দুষ্কর। যেমন স্থিরস্বভাব ব্যক্তি তৈলপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে আরোহণ করিবার কালে কৃপাণপাণি[৩] পুরুষ কর্ত্তৃক তর্জ্জিত[৪] ও ভীত হইয়াও বিন্দুমাত্র তৈল[৫] নিক্ষেপ করে না[৬], তদ্রূপ ঐ যোগী ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের স্থৈর্য্যনিবন্ধন কোনক্রমেই যোগ হইতে

১। পরস্পর অনুষ্ঠানের—একের অন্যের সংযোগ করায়।

১। বায়ুবৃদ্ধি। ২। শেষ প্রহরে। ৩। অস্ত্রপাণি—হস্তে অস্ত্রযুক্ত। ৪। আক্রোশিত—'মারিব ধরিব' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ভয়প্রদর্শিত। ৫—৬। তৈল ফেলিয়া দেয় না।

বিচলিত হয়েন না। যোগে উত্তমরূপে নৈপুণ্য জন্মিলে গাঢ়তর অন্ধকারমধ্যে অবস্থিত জ্বলনতুল্য[১] অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্য একমাত্র যোগ দ্বারাই এই বিনশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট যোগীদিগের যোগের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, পণ্ডিতেরা ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।'

অষ্টাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

জীবাত্মার তনুত্যাগ লক্ষণ দ্বারা গতিনির্ণয়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'হে রাজর্ষে! এক্ষণে মনুষ্যগণের মরণকালে জীবাত্মা শরীরের যে যে স্থান দ্বারা বহির্গত হইলে যে যে গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা চরণ দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইলে বিষ্ণুলোক, জঙ্ঘা দ্বারা নির্গত হইলে অষ্টবসুর লোক, জানু দ্বারা নির্গত হইতে সাধ্যগণের লোক, পায়ু দ্বারা নির্গত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যলোক, উরু দ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতিলোক, পার্শ্ব দ্বারা নির্গত হইলে মরুল্লোক, নাসাপথ দ্বারা নির্গত হইলে চন্দ্রলোক, বাহু দ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক, বক্ষঃস্থল দ্বারা নির্গত হইলে রুদ্রলোক, গ্রীবা দ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক, মুখ দ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বদেবগণের লোক, শ্রোত্র দ্বারা নির্গত হইলে দিগ্‌দেবতাগণের লোক, ঘ্রাণ দ্বারা নির্গত হইলে বায়ুলোক, নেত্র দ্বারা নির্গত হইলে সূর্য্যলোক, ভ্রূ দ্বারা নির্গত হইলে অশ্বিনীকুমারের লোক, ললাট দ্বারা নির্গত হইলে পিতৃলোক এবং ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে।

আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ

এই আমি তোমার নিকট মৃত ব্যক্তিদিগের যে যে স্থান হইতে জীবাত্মা বহির্গত হইলে যে যে গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আসন্নমৃত্যুর চিহ্ন-সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা অরুন্ধতী, ধ্রুব তারা এবং অন্যের নেত্রতারামধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব[১] দেখিতে না পায়, এবং যাহারা পূর্ণচন্দ্র ও দীপের প্রভা দক্ষিণাংশে খণ্ডিত দর্শন করে, তাহারা একবৎসরমাত্র জীবিত থাকে। যাহারা লাবণ্যশালী হইয়া লাবণ্যবিহীন, জ্ঞানবান্ হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানবান্ ও শ্যামবর্ণ হইয়া ধূসরবর্ণ হয় এবং যাহারা দেবগণকে অবজ্ঞা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করে, তাহাদিগের পরমায়ু ছয় মাসের অধিক থাকে না। যাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে ঊর্ণনাভ-চক্রের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং দেবালয়স্থ সুরভি[২] বস্তুসমুদয়ের সৌরভ যাহাদিগের শবগন্ধের ন্যায় বোধ হয়, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদিগের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। যাহাদিগের নাসাকর্ণ অবনত, দন্ত বিবর্ণ, জ্ঞান বিলুপ্ত, সমুদয় অঙ্গ উষ্ম[৩]রহিত, অকস্মাৎ বামচক্ষু হইতে জলধারা ক্ষরিত ও মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হয়, তাহাদিগকে সদ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা এইরূপ মৃত্যুলক্ষণসমুদয় পরিজ্ঞাত হইয়া দিবানিশি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগপূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। যদি তাঁহাদের মৃত্যু ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা গন্ধাদি বিষয়-সমুদয় পরিত্যাগ ও সাঙ্খ্যতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক যোগবলে পরমাত্মাকে নির্ম্মল ও মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া পরিশেষে প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুর্লভ অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন।'

একোনবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্যের বেদজ্ঞানবিবরণ

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! তুমি যে পরব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। আমি প্রণতভাবে ঋষিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক দিবাকর হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি ভগবান্ ভাস্করকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত

১। উজ্জ্বল অগ্নিসদৃশ।

১। নিজের ছায়া। ২। সুগন্ধযুক্ত। ৩। তাপ।

ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। একদা তিনি আমার পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া আমাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমাকে প্রসন্ন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, কিন্তু আমি তোমার অবিচলিত ভক্তি দর্শনে তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; উহা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব।"

ভগবান্ প্রভাকর প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, "ভগবন্! যজুর্ব্বেদ আমার অভ্যস্ত নাই; উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।" তখন সূর্য্যদেব কহিলেন, "আমি অচিরাৎ তোমাকে যজুর্ব্বেদ প্রদান করিব। তুমি অবিলম্বে আস্যদেশ বিবৃত কর; দেবী সরস্বতী তোমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিবেন।" দিবাকর এই কথা কহিলে আমি তাঁহার নির্দেশানুসারে মুখব্যাদান করিলাম। মুখব্যাদান করিবামাত্র সরস্বতী আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বাগ্দেবী শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আমি অন্তর্দাহে নিতান্ত দগ্ধ হইয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে সূর্য্যের প্রতি আমার অতিশয় অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্যদেব আমাকে একান্ত সন্তপ্ত দেখিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! তুমি মুহূর্ত্তকাল দাহজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাক; অবিলম্বেই তোমার কলেবর শীতল হইবে।" ভগবান্ সূর্য্য এই কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার শরীর সুশীতল হইল। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! পরশাখা[১] ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তোমার আয়ত্ত হইবে। উহা আয়ত্ত হইলে তোমার বুদ্ধি মুক্তি-মার্গে প্রবেশ করিবে এবং তুমি সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগীদিগের অভিলষিত পদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে।" দিবাকর এই বলিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন।

অনন্তর আমি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বাগ্দেবী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণে বিভূষিত হইয়া, ওঙ্কারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে ও সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে রহস্য[১] ও সংগ্রহশাস্ত্রের সহিত[২] সমগ্র বেদ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তখন আমি শিষ্যপরিবৃত মাতুল বৈশম্পায়নের অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত এক শত শিষ্যকে ঐ বেদ অধ্যয়ন করাইলাম এবং অবিলম্বেই সেই শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া করজালমণ্ডিত[৩] মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তোমার পিতার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। তথায় মহর্ষি দেবলের সমক্ষে মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত বেদপাঠের দক্ষিণা লইয়া আমার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি তাঁহাকে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব বলিয়া স্বীকার করিলাম। সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, তোমার পিতা অন্যান্য মহর্ষিগণ আমার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

এইরূপে আমি সূর্য্যদেব হইতে পঞ্চদশ যজুঃ-সংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন আমি মহর্ষি রোমহর্ষের নিকট পুরাণপাঠ করিয়াছি। অনন্তর আমি ভগবান্ ভাস্করের প্রভাবে সরস্বতীর অনুকম্পায় ঐ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিষ্যগণকে সংগ্রহের সহিত সমস্ত বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করাইলাম। তাহারাও হৃষ্টমনে অধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। অগ্রে সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট এই পঞ্চদশ শাখা অনুশীলন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় চিন্তা করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য।

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক

একদা বেদবেদান্তবেত্তা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণসমূহের হিতকর মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আমার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্! বিশ্ব, অবিশ্ব, অশ্বা, অশ্ব, মিত্র, বরুণ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, অজ্ঞ, জ্ঞ, তপাঃ, অতপাঃ, সূর্য্যাদ, সূর্য্য, বিদ্যা, অবিদ্যা, বেদ্য, অবেদ্য, অচল, চল এবং অক্ষয় ও ক্ষয় এই কয়েকটি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আর তর্ক দ্বারা কি প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে?"

১। নিজ বেদ ব্যতীত অন্যান্য বেদের শাখা সমূহ।

১—২। আধ্যাত্মিক ও স্তুতিবিষয়সহ। ৩। কিরণসমূহে প্রদীপ্ত।

গন্ধর্ব্বরাজ এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে কহিলাম, "গন্ধর্ব্বরাজ! আমি এই কয়েকটি প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছি, তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর।" আমি এই কথা কহিলে গন্ধর্ব্বরাজ আমার বাক্যে স্বীকার করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন আমি দেবী সরস্বতীকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র দধি হইতে ঘৃত যেমন উত্থিত হয়, সেইরূপ যে যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে ঐ সমুদয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যায়, তৎসমুদয় আমার স্মৃতিপথে উত্থিত হইল। তখন আমি সমগ্র উপনিষদ্ ও আন্বীক্ষিকী[১] শাস্ত্র[২] পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ঐ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা জ্ঞানীগণের মোক্ষোপযোগী, উহাকে চতুর্থী বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অনন্তর আমি বিশ্বাবসুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই জন্মভয়যুক্ত ত্রিগুণসম্পন্ন বিশ্বকে প্রকৃতি এবং অবিশ্বকে নির্গুণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ অশ্বা প্রকৃতি ও অশ্ব পুরুষ, বরুণ প্রকৃতি ও মিত্র পুরুষ, জ্ঞান প্রকৃতি ও জ্ঞেয় পুরুষ, অজ্ঞ প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষ, তপাঃ প্রকৃতি ও অতপাঃ পুরুষ, অবিদ্যা প্রকৃতি ও বিদ্যা পুরুষ, অবেদ্য প্রকৃতি ও বেদ্য পুরুষ, সূর্য্যাদ প্রকৃতি ও সূর্য্য পুরুষ এবং চল প্রকৃতি ও অচল পুরুষ নামে কীর্ত্তিত হয়েন। মতভেদে প্রকৃতিকে বেদ্য ও পুরুষকে অবেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ ইঁহারা উভয়েই অজ, নিত্য; অক্ষয় ও জন্ম-মৃত্যুবিহীন হইয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। উঁহাদের জন্ম নাই বলিয়া উঁহারা অজ ও ক্ষয় না থাকাতে অক্ষয় নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্বাদি গুণের আশ্রয়ত্ব ও জগৎকর্তৃত্বনিবন্ধন প্রকৃতিকে অক্ষয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই আমি তোমার নিকট বেদমতানুসারে বিশ্বাবিশ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তর্ক দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব যেরূপে সপ্রমাণ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

গুরুর উপাসনা দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া নিত্যক্রিয়াসাধনান্তে বেদের আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা সাঙ্গ-বেদাধ্যয়নে একান্ত আসক্ত থাকে, অথচ আকাশাদি মহাভূত সমুদয়ের সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তা বেদ-প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে অবগত হইতে না পারে, তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন কেবল বিড়ম্বনামাত্র। ঘৃতার্থী হইয়া গর্দ্দভীর দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহা হইতে ঘৃতোপযোগী নবনীত উৎপন্ন হয় না; প্রত্যুত বিষ্ঠাতুল্য দুর্গন্ধ পদার্থই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদবিদ্যা অভ্যাস করিয়া প্রকৃতি ও পরব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জ্ঞানোপার্জ্জন একান্ত নিষ্ফল। যত্নপূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর পুনরায় সংসারমধ্যে জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয় না। কর্ম্মকাণ্ড-বেদোক্ত নশ্বর ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষয় ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্নসহকারে অহরহঃ জীবাত্মাকে বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিকে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মূঢ় ব্যক্তিরা শাশ্বত পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে; কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

তখন বিশ্বাবসু পুনরায় কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি জীবাত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু জীবাত্মা বস্তুতঃ অবিনশ্বর কিনা, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি যদিও ধীমান্ জৈগীষব্য, অসিতদেবল, পরাশর, বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিষেণ গর্গ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্রাচার্য্য, পিতা কশ্যপ, রুদ্র, বিশ্বরূপ দেবতা, পিতৃলোক ও দৈতেয়-গণের নিকট এই বিষয় অবগত হইয়াছি, তথাপি আপনার প্রমুখাৎ ঐ সমুদয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আপনি বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ ও শ্রুতিনিপুণ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই; দেবলোক, পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোকগত মহর্ষি-গণ এবং ভগবান্ ভাস্কর সতত আপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন; আপনি সাংখ্যতত্ত্ব, যোগশাস্ত্র ও এই চরাচর বিশ্বের বিষয় সম্যক্‌রূপ অবগত

১। ন্যায়। ২।

আছেন; এই নিমিত্তই আপনার নিকট এই অত্যুতকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে।"

তখন আমি কহিলাম, "হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি শ্রুতিধর; অতএব যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সাধ্যানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা জড়রূপা প্রকৃতিকে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন না। সাঙ্খ্য ও যোগবিৎ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার জ্ঞান আছে বলিয়াই উঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবাত্মা দেহের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিলে কখনই পরমাত্মাকে অবলোকন করিতে পারেন না; কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন হইলেই অনায়াসে তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন। পরমাত্মা কি জীব, কি দেহ, উভয়কেই সতত সন্দর্শন করিতেছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কখনই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বযুক্ত দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। সলিলমধ্যস্থ মৎস্যকে কেহ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে সে যেমন তাহাতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেরণা নিবন্ধন বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন। জীব যখন দেহের সহিত একত্র বাস ও অভেদবুদ্ধি নিবন্ধন স্নেহপরবশ হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ হয়, তখন সে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে; আর যখন সে আপনার সহিত পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করে, তখন সে সংসারসাগর হইতে উত্থিত হয়। যখন জীব আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে, তখন সে পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই সতন্ত্র; কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা উঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। যখন জীব আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, ভিন্ন ও অভিন্ন, জগতের কারণ ও জীবরূপে দর্শন না করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা এইরূপে পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া উঁহাকে অবিনশ্বর নির্দ্দেশ করা যায়। হে গন্ধর্ব্বরাজ! এই আমি শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।"

বিশ্বাবসুকর্ত্তৃক যাজ্ঞবল্ক্য মতের প্রচার

আমি এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য কীর্ত্তন করিলে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু আমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্ববেদপ্রধান ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন; অতএব আপনার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।" দিব্যরূপধারী গন্ধর্ব্বরাজ এই বলিয়া পরম প্রীতি-সহকারে আমাকে অভিনন্দন ও প্রদক্ষিণ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন এবং অচিরাৎ ভূলোক, দ্যুলোক ও নাগলোকে সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট সেই মদুপদিষ্ট উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সাঙ্খ্যমতাবলম্বী, যোগধর্ম্মনিরত ও অন্যান্য মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের এই বিজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ অতিশয় শ্রেয়স্কর। জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ; জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য জন্মমৃত্যুর দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি[১] নীচ শূদ্রাদি হইতেও[২] জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ কদাচ জন্মমৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন না। সকল বর্ণ ই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে। অতএব সকল[৩] বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া[৪] গণ্য করা যায় এবং সকল[৫] বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে[৬]। ফলতঃ সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আস্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য ও পদতল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতা নিবন্ধন বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান সকল কালেই সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেখ, অতি পূর্ব্বকালেও অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মহাত্মারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং মোক্ষ যে নিত্যসিদ্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ

১—২। জ্ঞানসম্পন্ন অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও। ৩—৪। সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণের সহিত অভিন্ন বলিয়া। ৫—৬। সকল বর্ণেরই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় অধিকার আছে।

নাই। হে মহারাজ! তুমি আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমুদয়ের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম, এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সবিশেষ অনুধাবন করিয়া প্রীতিলাভ ও ইহার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গললাভ হইবে'।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে মিথিলাধিপতি দেবরাজতনয়কে উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় আসীন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এক এক কোটি গোধন, এক এক কোটি সুবর্ণ ও এক এক অঞ্জলি রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় পুত্রকে বিদেহরাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক অজ্ঞানমূলক ধর্ম্মাধর্ম্মের[১] নিন্দা[২] করিয়া[৩] যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা ও জন্মমৃত্যু সমুদয়ই বৃথা বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সাঙ্খ্য ও যোগজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই বিশ্বকার্য্য প্রকৃতি ও পুরুষের কৃত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পরাৎপর পরমব্রহ্মকে ইষ্টানিষ্টবিনির্ম্মুক্ত, নিত্য ও শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব তুমিও পবিত্রভাব অবলম্বন কর। দাতা দেয়, দান ও প্রতিগ্রহীতা সকলকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইবে। আপনার আত্মাই অদ্বিতীয় পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; ইহাই সতত চিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত নহে তাহাদিগের তীর্থপর্য্যটন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না। সেই অব্যক্ত পরমব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা মহত্তত্ত্বের উপাসনা করেন, তাঁহারা অহঙ্কারের স্থান প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট পরমব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা মায়াতীত অতি উৎকৃষ্ট স্থানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহাত্মা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এই জ্ঞান লাভ করেন, তৎপরে আমি জনকের নিকট ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞান যজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট, জ্ঞানপ্রভাবে অনায়াসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু যজ্ঞবলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, দুঃখ ও জন্মমৃত্যু নিরাকৃত করা পুরুষকারসাধ্য নহে। যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম দ্বারা স্বর্গলাভ হইলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি পবিত্রমনে পরমপাবন সুনির্ম্মল শান্তিজনক পরমব্রহ্মের উপাসনা কর; তাহা হইলেই তুমি সেই পরমাত্মার স্বরূপ হইতে পারিবে। হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজার নিকট শাশ্বত অব্যয়তত্ত্ব কীর্ত্তনপূর্ব্বক যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিলেই অনায়াসে শোকশূন্য অমৃতময় মোক্ষলাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।"

বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

মৃত্যু-জরাজয়প্রসঙ্গে দেহের অনিত্যতাকথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, ধন, দীর্ঘ-আয়ু, বিপুল তপস্যা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, অধ্যয়ন ও রসায়নপ্রয়োগ এই সমুদয়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা জরামৃত্যু অতিক্রম করা যায়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে পঞ্চশিখ-জনক-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহরাজ জনক ধর্ম্মার্থ-সংশয়বিহীন বেদবিদ্ মহর্ষি পঞ্চশিখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! তপস্যা, বুদ্ধি, পুণ্যকর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সমুদয়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মনুষ্য জরামৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।' মহারাজ জনক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্ববেত্তা মহর্ষি পঞ্চশিখ তাঁহাকে কহিলেন, 'মহারাজ! কেবল জীবন্মুক্ত যোগীরাই জন্মমরণ অতিক্রম করিতে পারেন, অন্য আর কাহারই মাস ও দিবারাত্রির ন্যায় জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই।

মৃত্যুস্বভাব মানবগণ চিরকাল অনিত্য সংসারপথ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা জরামৃত্যুরূপ জলজন্তুতে পরিব্যাপ্ত প্লববিহীন কালসাগরে প্রবাহিত ও নিমগ্ন হইতেছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহাদিগের

১—৩। ধর্ম্মাধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া।

সাহায্য করিতেছে না। ইহলোকে কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে যেমন অপরাপর পথিকদিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইহলোকে স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। কেহই কাহারও সহিত চিরকাল বাস করিতে সমর্থ হয় না। মেঘজাল যেমন বায়ুসঞ্চালিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কালপ্রেরিত হইয়া বারংবার শোকসূচক শব্দ করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি মহৎ, কি নীচ সকলকেই গ্রাস করিতেছে, এই নিমিত্তই নিত্যস্বরূপ জীবাত্মা অনিত্য ভূতগণের উৎপত্তিতে আনন্দ ও বিনাশে শোক অনুভব করেন না। তুমি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছ? কাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে? তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ ও কোথায় গমন করিবে? এই সকল চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কেহই কাহার প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গ বা নরকভোগ করে না; অতএব শাস্ত্রানুসারে দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম'।"

—

একবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

গৃহস্থের মোক্ষধর্ম্ম—ধর্ম্মধ্বজ-সুলভাসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন্ ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর কিরূপে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মোক্ষ কাহাকে বলে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এই উপলক্ষে আমি সুলভা-জনক-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে মিথিলানগরে ধর্ম্মধ্বজ নামে জনকবংশসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ এক সিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া সুনিয়মে এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁহার সাধুতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার ন্যায় সাধু হইতে বাঞ্ছা করিতেন।

ঐ সময় সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক একাকিনী সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি একদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ত্রিদণ্ডধারী[১] মহাত্মাদিগের মুখে জনকবংশোদ্ভব রাজা ধর্ম্মধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তিনি যথার্থ মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং আত্মসন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ ও অতি মনোহর রূপ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে নিমেষমধ্যে বিবিধ জনপরিপূর্ণ রমণীয় বিদেহনগরে গমন করিয়া ভিক্ষাগ্রহণের ছলে মিথিলাধিপতির সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। রাজা ধর্ম্মধ্বজ তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে ইনি কে, কাহার কন্যা ও কোথা হইতে আগমন করিলেন, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয় দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিলেন।

যোগসংযতদেহ ধর্ম্মধ্বজের সুলভাসম্ভাষণ

তখন সেই সন্ন্যাসিনী সুলভা রাজা যথার্থ মোক্ষধর্ম্মবেত্তা কি না, এই সংশয় অপনোদন করিবার মানসে বেদার্থজ্ঞ পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত নরপতিকেই উহা জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিতে ও নেত্র দ্বারা তাঁহার নেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক যোগবলে তাঁহাকে বশীভূত ও রুদ্ধ করিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়েরই বাহ্যশরীর কার্য্যক্রম[২] হইয়া রহিল।

অনন্তর বিদেহরাজ সুলভার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া লিঙ্গদেহ[৩] আশ্রয়পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলেন, "দেবি! তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আগমন করিলে এবং কোথায় বা গমন করিবে? কেহই জিজ্ঞাসা না করিয়া

১। বাক্‌দণ্ড—বাক্যসংযম, মনোদণ্ড—মনঃসংযম, কায়দণ্ড—শরীরসংযম। ২। শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। ৩। যোগবলে স্থূলদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সূক্ষ্মশরীর আশ্রয় করিয়া।

অন্যের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এক্ষণে মৎসন্নিধানে আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এখন রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। অতঃপর তোমার নিকট স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে ধর্ম্মধ্বজের যোগকথা

পরাশর-গোত্রসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু। সেই মহাত্মা হইতেই আমি মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার তুল্য বক্তা আর কেহই নাই। তিনি মোক্ষের হেতুস্বরূপ। আমি তাঁহার প্রসাদেই সাংখ্যজ্ঞান, যোগ ও নিষ্কাম যাগযজ্ঞাদি এই ত্রিবিধ মোক্ষধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়বিহীন হইয়াছি। পূর্ব্বে সেই সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বর্ষাকালে চারিমাস আমার আলয়ে বাস করিয়া আমাকে ঐ ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্যে অবস্থান করিতে নিষেধ করেন নাই। আমি তাঁহার উপদেশানুসারে বিষয়রাগবিহীন হইয়া সেই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া কালহরণ করিতেছি।

বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞানপ্রভাবেই মনুষ্য যোগাভ্যাসনিরত হইয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিতে পারেন। আমি সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোহ হইতে বিমুক্ত, নিঃসঙ্গ ও সুখদুঃখাদিবিহীন হইয়াছি। সলিলসিক্ত ক্ষেত্র যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, ভর্জিত[১] বীজ যেমন সলিলসিক্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগবান্ পঞ্চশিখের অনুগ্রহে আমার বিষয়জ্ঞানরূপ বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও অঙ্কুরিত হইতেছে না। আমি স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও শত্রুর প্রতি ক্রোধ করি না। যে ব্যক্তি আমার দক্ষিণহস্তে চন্দন লেপন ও যে ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার বামহস্ত ছেদন করে, আমি তাহাদের উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। যখন আমি লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান, মুক্তসঙ্গ ও পুরুষার্থে অনুরক্ত হইয়া রাজ্যে অবস্থান করিয়াও সুখে কাল হরণ করিতেছি, তখন আমাকে অন্যান্য ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

মোক্ষবিৎ পণ্ডিতেরা মোক্ষকে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সমধিক জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে এবং কেহ কেহ সমধিক কর্ম্মযুক্ত জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলিয়া নিরূপণ করেন; কিন্তু মহাত্মা পঞ্চশিখ ঐ উভয় মত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীদিগেরও যখন যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান, দম্ভ ও স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তখন তাঁহাদিগের সহিত গৃহস্থদিগের প্রভেদ কি? ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই মোক্ষলাভ হয়, আর ছত্রাদি ধারণ করিলেই মোক্ষলাভ হয় না, ইহার বিনিগমনা[১] কি? ইহলোকে সকলেই স্বার্থসাধনের উপযোগী দ্রব্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে। যে ব্যক্তি গৃহধর্ম্মের দোষ দর্শনপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, তাহাকেও একের পরিত্যাগ ও অন্যের গ্রহণনিবন্ধন সঙ্গত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যখন ভিক্ষুকেরাও রাজাদিগের ন্যায় নিগ্রহ অনুগ্রহরূপ আধিপত্য প্রকাশ করেন, তখন ভিক্ষুকদিগেরই যে মোক্ষলাভ হইবে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব আমার মতে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার রাজ্যাধিপত্য বিদ্যমান থাকিলেও সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহস্থ পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে পারে।

কটু-কষায় ফলমূল ভক্ষণ, মস্তকমুণ্ডন এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ কেবল সন্ন্যাসধর্ম্মের চিহ্নমাত্র। কেবল ঐ সমুদয় চিহ্ন থাকিলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে না। যদি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্ন-সমুদয় বিদ্যমান থাকিলেও মোক্ষলাভ জ্ঞানসাপেক্ষ হইল, তাহা হইলে ঐ সমুদয় চিহ্ন ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? অথবা দুঃখশৈথিল্যের নিমিত্ত যদি ত্রিদণ্ড ধারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে দুঃখনিবারণের নিমিত্ত ছত্রাদি গ্রহণও দোষাবহ হইতে পারে না।

১। ভাজা—নীরস।

১। সন্ধি—যুক্তিযুক্ত মীমাংসা।

নিঃস্ব হইলেই মোক্ষলাভ হয় এবং ধন থাকিলে মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মনুষ্য নির্দ্ধন হউক বা ধনবান্ হউক, তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। আমি এই নিমিত্তই বন্ধনের আয়তন-স্বরূপ ধর্ম্মার্থকামসঙ্কুল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষধর্ম্মরূপ প্রস্তরে শাণিত ত্যাগরূপ অসি দ্বারা ঐশ্বর্য্য-পাশ ও স্নেহরূপ বন্ধন ছেদন করিয়াছি।

স্থূলদর্শী ধর্ম্মধ্বজের গার্হস্থ্য যোগযুক্তি

হে দেবি! পূর্ব্বে আমি তোমাকে সন্ন্যাসিনী জ্ঞান করিয়া পরম সমাদর করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তোমার বয়ঃক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে তোমার যোগ-বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি মুক্ত কি না, ইহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তুমি যে আমার দেহ রুদ্ধ করিয়াছ, ইহা তোমার ত্রিদণ্ডধারণের নিতান্ত অননুরূপ হইয়াছে। বিষয়ভোগনিরত যোগীর ত্রিদণ্ড ধারণ করা নিতান্ত নিষ্ফল। তুমি দণ্ডধারিণী হইয়াও যোগধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ না। এক্ষণে আমি স্পষ্টই তোমাকে যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া অবগত হইতেছি। তুমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে তোমার ব্যভিচারদোষ সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি কাহার সাহায্যে আমার রাজ্য ও পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং কাহার সাহায্যেই বা আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে? দেখ, প্রথমতঃ, তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী; কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সহযোগ হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, তুমি ভিক্ষুকী, আমি গৃহস্থ; সুতরাং আমরা পরস্পর মিলিত হইলে আশ্রমসঙ্কর করা হইবে। তৃতীয়তঃ, তুমি আমার সগোত্রা কি না, তাহা আমি অবগত নহি এবং তুমিও আমার গোত্রাদির বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত নহ; যদি তুমি আমার সগোত্রা হও, তাহা হইলে গোত্রসঙ্কর-দোষ উপস্থিত হইবে। চতুর্থতঃ, যদি তোমার স্বামী জীবিত থাকিয়া দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্য্যা ও অগম্যা; আমি তোমাকে গ্রহণ করিলে ধর্ম্মসঙ্কর করা হইবে। এক্ষণে তুমি কি কোন্ কার্য্যসাধনের অনুরোধে বা অজ্ঞানতা প্রভাবে অথবা বিপরীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছ?

তুমি স্বদোষনিবন্ধন এইরূপ স্বাতন্ত্র্য[১] অবলম্বন করাতে তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা হইল। এক্ষণে তোমার বিলক্ষণ দুরভিসন্ধি[২] লক্ষিত হইতেছে। তুমি জয়লাভার্থী হইয়া কেবল আমাকে নয়, আমার সভাস্থ মহাত্মাদিগকেও পরাজয় করিতে বাসনা করিয়াছ। তুমি আমার সভাস্থ পূজ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, আত্মপক্ষের উন্নতি ও মৎপক্ষীয়-অপকার্য্য[৩] সাধনই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার উন্নতি-দর্শনে ঈর্ষান্বিত ও যোগৈশ্বর্য্যদর্পে দর্পিত হইয়া প্রীতিলাভ-বাসনায় আমার বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধির ঐক্য করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত নহি; সুতরাং তোমার কিছুমাত্র প্রীতি-লাভের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীপুরুষ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া মিলিত হইলে উহাদের মিলন অমৃততুল্য হয়; কিন্তু উহাদের মধ্যে এক জন বিরক্ত ও এক জন অনুরক্ত হইলে ঐ মিলন বিষতুল্য হইয়া উঠে। যাহা হউক, এক্ষণে আর তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে সাধু বলিয়া স্থির কর এবং আপনার সন্ন্যাসধর্ম্ম-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও।

আমি জীবন্মুক্ত কি না, তুমি তাহা জানিতে পারিলে। এক্ষণে যদি তুমি স্বকার্য্য বা অন্য কোন মহীপতির কার্য্যসাধনার্থ প্রচ্ছন্নভাবে সমাগত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকট ব্যক্ত কর। রাজা, ব্রাহ্মণ বা গুণবতী স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি উহাদের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। নরপতিদিগের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান এবং স্ত্রীজাতি-দিগের রূপ ও যৌবন অতি উৎকৃষ্ট বল। ঐরূপ বলসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট সরল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অতএব তুমি কপটতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যবহার, হৃদ্গত ভাব, স্বভাব ও আগমন-প্রয়োজন যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।'

১। স্বাধীনতা। ২। [illegible]। ৩। [illegible]।

সুলভার সূক্ষ্ম যোগযুক্তি

মিথিলাধিপতি জনক এইরূপ অসুখকর অযুক্ত বাক্যবিন্যাস দ্বারা চারুদর্শনা সুলভাকে তিরস্কার করিলে তিনি তখন কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। প্রত্যুত অতি সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৌক্ষ্ম্য, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদসমুদয়কেই বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়সূচক, তাহার নাম সৌক্ষ্ম্য, যাহার দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাঙ্খ্য; যদ্দারা পৌর্ব্বাপৌর্য্যক্রম[১] নিরূপিত হয়, তাহার নাম ক্রম; পূর্ব্বপক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয় এবং ঔৎসুক্য ও দ্বেষ-নিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। জনসমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদয় সার্থক, প্রসিদ্ধপদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন[২], সংক্ষিপ্ত, মধুর ও অসন্দিগ্ধ হওয়া আবশ্যক; শ্রুতি-কটু, অশ্লীলপদযুক্ত, অমূলক, ত্রিবর্গ-বিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসঙ্গতপদসম্পন্ন, ব্যাকরণাদিদোষযুক্ত, ক্রমবিবর্জ্জিত, অন্যপদসাপেক্ষ, লক্ষণাযুক্ত, অনর্থক বা যুক্তিশূন্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

হে মহারাজ! আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দৈন্য, দর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমান বশতঃ আপনাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না। আপনাকে উত্তর প্রদান করা উচিত বিবেচনা করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হয়। বক্তা শ্রোতাকে লক্ষ্য না করিয়া গর্বিতভাবে আপনার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখনই শ্রোতার প্রীতি জন্মে না। আর যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রোতার অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে অবশ্যই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐরূপ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিরুদ্ধে বাক্যবিন্যাস করেন, তাঁহাকেই যথার্থ সদ্বক্তা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে "তুমি কে, কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে বা এখানে সমাগত হইয়াছ" বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

যেমন জতু[১] ও কাষ্ঠ এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ[২] কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করে না; উহারাও আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। চক্ষু আপনাকে দেখিতে পায় না এবং শ্রোত্রাও আপনাকে শ্রবণ করিতে পারে না। উহাদের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ন্যায় পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বাহ্য গুণসমুদয়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটি দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণাদি ক্রিয়ারও এইরূপ তিন তিনটি হেতু বিদ্যমান আছে।

পদার্থজ্ঞানবিষয়ে মনকেও একটি প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। উহা সতত সদসদ্‌বিচার করিয়া থাকে। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-তন্মাত্র ও মন এই একাদশটিকে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ; উহা বিষয়জ্ঞানসময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয়। সত্ত্ব ত্রয়োদশ গুণ; উহার কার্য্য দ্বারা মনুষ্যগণের বিশুদ্ধভাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার চতুর্দ্দশ গুণ; উহা দ্বারাই মনুষ্যের আত্ম-পরবিবেচনা হইয়া থাকে। বাসনা পঞ্চদশ গুণ; ঐ বাসনামধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অবিদ্যা ষোড়শ গুণ। মায়া সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ। সুখাসুখ, জরামৃত্যু, লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয়াত্মক দ্বন্দ্বযোগ উনবিংশ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কাল বিংশ গুণ। এই কালপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চমহাভূত এবং

১। ক্রমসন্ধান—অগ্রপশ্চাৎক্রমে কোন্‌টি অগ্রে, কোন্‌টি পরে, তাহার ক্রমনির্ণয়। ২। হৃদয়গ্রাহী গুণযুক্ত।

১। লাক্ষা—দারুবস্ত। ২। নিশ্চয়জ্ঞানার্থ—প্রত্যয়ের জন্য।

সম্ভাব, অসম্ভাব, শুক্রবল ও বিধি এই দশটিকেও গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সমুদয় গুণ ত্রিংশৎপ্রকার হইল। এই সমস্ত গুণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহারই নাম শরীর। কেহ কেহ প্রকৃতিকে, কেহ কেহ পরমাত্মাকে, কেহ কেহ ঈশ্বর ও পরমাত্মা উভয়কে, আর কেহ কেহ ঈশ্বর ও মায়াশক্তি এবং জীব ও অবিদ্যা এই চারিটিকে ঐ সমস্ত গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি ঐ সমস্ত গুণের সাহায্যে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! সমুদয় প্রাণীই শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। শুক্রশোণিতের সহযোগকে কলল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কলল হইতে বুদ্‌বুদ জন্মে। বুদ্‌বুদ্ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোমসমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভমধ্যে শুক্র-শোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহার চিহ্নানুসারে উহাকে স্ত্রী বা পুরুষনামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। ঐ সময় উহার পাণিতল, নখ ও অঙ্গুলিদল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে কৌমারাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেই রূপ তিরোহিত হইয়া যায়। পরে কৌমারাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। প্রাণীর যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয় না। যেমন প্রদীপশিখার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় বলিয়া কেহ উহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের কৌমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুমান করা যায় না। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ যখন মনুষ্যের দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ যে কাহার এবং কোন্ স্থান হইতে বা উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? ফলতঃ আপনার দেহের সহিত প্রাণিগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যেমন অয়স্কান্ত-মণি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দস্পর্শাদি গুণ-সমুদয় হইতে প্রাণিগণ সঞ্জাত হইয়া থাকে। আপনি আপনাকে যেরূপ জ্ঞান করেন, অন্যকে সেইরূপ জ্ঞান করা আপনার কর্ত্তব্য। যদি আপনি আপনাকে ও অন্যকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে "তুমি কে ও কাহার ভার্য্যা" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যখন আপনি স্বার্থপরার্থজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকেন, তখন আমাকে "তুমি কাহার ও কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ?" এইরূপ প্রশ্ন করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

যে মহীপাল শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সন্ধি ও বিগ্রহে যাঁহার সম্যক্ আসক্তি রহিয়াছে, তাঁহাকে কিরূপে মোক্ষপদাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি ত্রিবর্গের তত্ত্ব সবিশেষ অবগত না হইয়া উহাতে আসক্ত থাকে, তাহাকে কখনই মোক্ষপথের পথিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব আপনি মোক্ষের অনুপযুক্ত হইয়াও আপনাকে মুক্ত বলিয়া যে অভিমান করেন, তদ্বিষয়ে আপনাকে নিবারণ করা আপনার সুহৃদ্গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কুপথ্যশীলের ঔষধের ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভে যত্ন নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি স্ত্রী প্রভৃতি সংসর্গের বিষয়-সমুদয় আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, সেই ব্যক্তিকেই যথার্থ মুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

এক্ষণে আমি শয়ন, উপভোগ, ভোজন ও আচ্ছাদন বিষয়ক কতকগুলি সূক্ষ্ম সঙ্গস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবী শাসন করেন, তাঁহাকে প্রতিনিয়ত একমাত্র পুরমধ্যে অবস্থান করিতে হয়। রাত্রিযোগে আবার তিনি সেই পুরমধ্যস্থ একমাত্র নির্দ্দিষ্ট গৃহের একাংশে খট্টার উপর শয়ন করেন। তৎকালে সেই খট্টারও সমুদয় অংশে তাঁহার অধিকার থাকে না। অতএব যখন নরপতির একমাত্র শয্যার অর্দ্ধাংশই আবশ্যক হইল, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করা তাঁহার নিতান্ত নিষ্ফল। ভোজন, উপভোগ ও আচ্ছাদনবিষয়েও রাজার এইরূপ অতি অল্পমাত্র দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

আর দেখুন, রাজাকে সতত পরাধীন থাকিতে হয়। যখন রাজাকে অল্পমাত্র বিষয়ে আসক্ত হইতে এবং সন্ধি, বিগ্রহ, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্রীড়া,

বিহার, অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা ও গুণদোষ বিচার করিয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? যে সময় রাজা অন্যকে কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন, তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়াও কার্য্যার্থিগণের অনুরোধে সুখে শয়ন করিতে পারেন না। কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে হয়। রাজপুরুষগণ রাজাকে স্নান, স্পর্শ, ভোজন, পান, অগ্নিতে আহুতিপ্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বাক্যপ্রয়োগ ও শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ঐ সমুদয় কার্য্যের অধীন করিয়া থাকে। অর্থিগণ সর্ব্বদা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ধন প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যের অধীন হইয়াও তাহাদিগকে দান করিতে পারেন না। দান করিলে কোষক্ষয় এবং দান না করিলে অন্যের সহিত শত্রুতা হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত রাজাকে অনেক সময় ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিরক্তভাবে অবস্থান করিতে হয়। কি ধনবান্, কি জ্ঞানী, কি বলশালী, কি নির্ভয়, কি নিত্য উপাসনানিরত সকলের নিকটই রাজাকে ভীত হইতে হয়। উহারা অনায়াসেই রাজার অনিষ্ট করিতে পারে।

আর দেখুন, মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব গৃহে আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক নিগ্রহ ও অনুগ্রহবিধান করিতেছে, অতএব সকল ব্যক্তিই রাজার তুল্য। রাজাদিগের ন্যায় সকলেরই পুত্র, কলত্র, আত্মা, কোষ, মিত্র ও অর্থসংগ্রহ আছে। দেশ উচ্ছিন্ন, পুর দগ্ধ ও প্রধান হস্তী মৃত হইলে নরপতি ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য লোকের ন্যায় অনুতাপ করেন এবং সর্ব্বদা ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয়জনিত মানসিক দুঃখ ও শিরোরোগাদিতে সমাক্রান্ত হয়েন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে দিনসংখ্যা নিরূপণপূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে শত্রুসঙ্কুল রাজ্য পালন করিতে হয়। অতএব দুঃখসঙ্কুল, তৃণাগ্নি ও ফেনবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর, অসার রাজ্যভার গ্রহণ করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। উহা গ্রহণ করিলে কখনই শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তুমি তোমার পুর, রাজ্য, বল, কোষ ও অমাত্যগণ বিদ্যমান আছে বলিয়া যে গর্ব্ব কর, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেরই ঐ সমুদয় বিদ্যমান আছে। মিত্র, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গই ত্রিদণ্ডের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে কেহই কাহারও অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী নহে। যখন যে অঙ্গ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই সময় সেই অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মিত্রাদি সাত অঙ্গ এবং প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজ শক্তি এই দশবর্গই একত্র মিলিত হইয়া রাজ্য ভোগ করে। যে রাজা উৎসাহশালী ও ক্ষাত্রধর্ম্মে[১] অনুরক্ত হয়েন, তিনিই প্রজাগণের নিকট দশাংশমাত্র কর গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যান্য ভূপতিগণ কখনই উহাতে সন্তোষ লাভ করেন না। কোন রাজ্যই ভূপতিশূন্য নাই এবং কেহই অদ্বিতীয় রাজা নহেন, অতএব "আমার রাজ্য" ও "আমি রাজা" বলিয়া গর্ব্ব করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। রাজা অহঙ্কৃত[২] হইলে রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। বিশৃঙ্খল রাজ্যে ধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই এবং ধর্ম্ম না থাকিলে কখনই মোক্ষলাভ হয় না। রাজা নিয়ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে তাঁহার পৃথিবীদানসহকৃত অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সমধিক ফললাভ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা কোন রাজার পক্ষেই সহজ নহে। রাজাদিগের এইরূপ সহস্র সহস্র কষ্টের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।

যাহা হউক, আপনি আমাকে আপনার দেহ সংস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া নিতান্ত বালকতা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় দেহের সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং অন্য শরীর সংস্পর্শ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? আপনি পঞ্চশিখের প্রমুখাৎ উপায়, উপনিষদ্, উপাসঙ্গ[৩] ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদয় মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব আমাকে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া বৃথা তিরস্কার করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি আপনি কামাদি রিপুবর্গ পরাজয়পূর্ব্বক সঙ্গরহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ছত্রাদির সহিত আপনার সম্পর্ক রহিয়াছে কেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি কখনই বেদশাস্ত্র শ্রবণ করেন নাই; আর যদিও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আপনার কোন ফলোদয় হয় নাই; অথবা আপনি বেদ মনে করিয়া উহার তুল্য অন্য কোন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া

১। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ২। অহঙ্কারী। ৩। [illegible]

থাকিবেন। ফলতঃ আপনার তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। আপনি কেবল লৌকিক জ্ঞানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় স্পর্শ ও অবরোধ দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছেন।

আমি সত্ত্বগুণবলে আপনার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। যদি আপনি জীবন্মুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার প্রবেশনিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে? বনমধ্যে শূন্যগৃহে অবস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মানুসারে আপনার এই বোধশূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছি; ইহাতে আমার দোষ কি? আমি হস্ত, পদ, উরু বা অন্য কোন অবয়ব দ্বারা আপনাকে স্পর্শ করি নাই। আপনি মহদ্বংশসম্ভূত, লজ্জাশীল ও দীর্ঘদর্শী; অতএব আমি যে গোপনে আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা সভামধ্যে কীর্ত্তন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এই সমুদয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুলোক যেমন আপনার পূজ্য, তদ্রূপ আপনিও তাঁহাদিগের মাননীয়। এইরূপে আপনারা পরস্পর পরস্পরের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে বাচ্যাবাচ্য বিবেচনা করিয়া সভামধ্যে স্ত্রীপুরুষসংযোগবিষয় ব্যক্ত করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছি। যদি ইহাতেও আপনার স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে পঞ্চশিখের প্রসাদে যে আপনার জ্ঞান-বিষয় সংসর্গবিহীন হইয়াছে, তাহা কি বিশ্বাসযোগ্য হইবে?

এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট অথচ মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া মুমুক্ষু নাম ধারণপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন। মুক্তের সহিত যুক্ত এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইলে কি কখন বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে? যাহারা আত্মাকে দেহ হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান এবং বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মসমুদয় ভিন্ন ভিন্নরূপে সন্দর্শন করে, তাহাদিগেরই বর্ণসঙ্করজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমার দেহই আপনার দেহ হইতে পৃথক্; কিন্তু আত্মা কখনই আপনার আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। ইহা যখন আমি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, তখন আমার বুদ্ধি যে আপনাতে অবস্থান করিতেছে না, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড, কুণ্ড ও কুণ্ডস্থিত দুগ্ধ এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধস্থিত মক্ষিকা যেমন একত্র থাকিয়াও কদাপি পরস্পর মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মসমুদয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে মিলিত হইয়াও উহা পৃথক্‌রূপে অবস্থান করে।

হে মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা বা শূদ্রা নহি। আমি আপনার সজাতি ও বিশুদ্ধবংশসম্ভূত। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যজ্ঞস্থলে দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও চক্রদ্বার প্রভৃতি পর্ব্বতসমুদয়কে সমভি-ব্যাহারে লইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। আপনি রাজর্ষিপ্রধান প্রধানের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার নাম সুলভা; গুরুজনেরা আমার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। আমি তাঁহাদের উপদেশানুসারে মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া একাকিনী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি। আমি কপট সন্ন্যাসিনী বা পরস্বাপহারিণী নহি। ধর্ম্মসঙ্কর করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছি; কখনই প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখী হই না এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াও বাক্যপ্রয়োগ করি না। এক্ষণে আমি সবিশেষ বিচার না করিয়া আপনার নিকট আগমন করি নাই। আপনি মোক্ষধর্ম্মে সুনিপুণ, ইহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে অপক্ষপাতচিত্তে কহিতেছি যে, যে ব্যক্তি বিতণ্ডাপরায়ণ হয়, সে কখনই মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না; আর যে ব্যক্তি বিতণ্ডা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মে নিমগ্ন হয়, তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুক যেমন তথায় যামিনীযাপন করে, তদ্রূপ আজ আমি আপনার শরীরমধ্যে রজনী অতিবাহিত করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। আমি আপনার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক এই যামিনীযাপন করিয়া কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।'

হে ধর্ম্মরাজ! মনস্বিনী এসুলভা এইরূপ সার্থক ও [illegible] ও হেতুগর্ভ বাক্যপ্রয়োগ করিলে, মহারাজ জনক

তাহার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

দ্বাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

শুকের প্রতি ব্যাসের জ্ঞান উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পূর্ব্বে বেদব্যাস-তনয় শুকদেব কিরূপে বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন? কার্য্যকারণ, বুদ্ধি ও ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব কি এবং ভগবান নারায়ণের লীলাই বা কিরূপ? তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে; আপনি আমার নিকট ঐ সমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সামান্য লোকের ন্যায় অকুতোভয়ে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সমুদয় বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করাইয়া কহিয়াছিলেন, 'বৎস! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুতীক্ষ্ণ[১] হিমাতপ[২], বায়ু ও ক্ষুৎপিপাসা পরাজয়পূর্ব্বক ধর্ম্মের আলোচনা, বিধিপূর্ব্বক সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, দম, তপস্যা, অহিংসা ও অনৃশংসতাদি সদ্‌গুণ-সমুদয় প্রতিপালন এবং সত্য ও ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া দেবতা ও অতিথিদিগের প্রসাদলব্ধ ভক্ষ্য দ্বারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ কর। দেহ ফেনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর; জীবাত্মা তথায় বৃক্ষস্থিত পক্ষীর ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রিয়সহবাস কখনই চিরস্থায়ী হইবার নহে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ না? কামাদি রিপুসমুদয় সর্ব্বদা অপ্রমত্ত, জাগরিত ও উদ্বেগশীল হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে। তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত উহা বুঝিতে পারিতেছ না। দিনসমুদয় বিগত ও প্রতিদিন পরমায়ু পরিক্ষীণ হইতেছে, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত দেবতা বা গুরুর শরণাপন্ন হইতেছ না?

নাস্তিকেরাই ইহলোকে মাংসশোণিতবর্দ্ধনে মনঃসংযোগপূর্ব্বক পারলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে। যাহারা নিতান্ত মূঢ় ও ধর্ম্মদ্বেষ্টা, তাহাদের সহবাস করিলেও যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব তুমি ধর্ম্মপথারূঢ়, নিত্যসন্তুষ্ট, বেদজ্ঞ, বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাসনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবলে আপনার কুপথগামী চিত্তকে শাসন কর। যাহারা কেবল বর্ত্তমানদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পরদিনের চিন্তা পরিত্যাগ করে, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, সেই হতভাগ্য নাস্তিকেরাই এই ভারতবর্ষকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। অতঃপর ধর্ম্মসোপান অবলম্বন-পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি জ্ঞানবিহীন হইয়া ধর্ম্ম-সোপান অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ কর। কোষকার কীটের ন্যায় আপনি আপনাকে বদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছ: অচিরাৎ কুলান্তক নিয়ম-হীন নাস্তিকদিগকে বেণুর ন্যায় উদ্ধত ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তুমি যোগময় পোত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ কামক্রোধাদিরূপ জলজন্তুসঙ্কুল ও জন্মরূপ বিষম দুর্গসংযুক্ত সংসারনদী উত্তীর্ণ হও। প্রতিদিনই লোকের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে এবং লোক সমুদয় নিরন্তর জরা-মৃত্যুতে সমাক্রান্ত হইতেছে, অতএব ধর্ম্মপোত আশ্রয় করিয়া সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন কি শয়ান, কি উপবিষ্ট সকলকেই অন্বেষণ করিতেছে, তখন সকলেই অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে; অতএব মনুষ্যের নির্বৃতিসম্ভাবনা কোথায়? বৃকী যেমন মেষ লইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থসঞ্চয়নিরত কামাসক্তচিত্ত ব্যক্তি-দিগকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিময় জ্ঞানদীপ ধারণ কর। নতুবা তোমাকে অচিরাৎ অন্ধকারময় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে।

প্রাণিগণ অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অতি কষ্টে ব্রাহ্মণ-যোনি লাভ করে। তুমি এক্ষণে সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন না। তাঁহারা ইহলোকে ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। জন্মান্তরীণ বিবিধ তপোনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ

১। সুতীব্র—অত্যন্ত অসহ। ২। শিশির ও রোদ্র।

করিয়া বিষয়বোধের অনুরোধে উহাতে অবজ্ঞা করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। অতএব তুমি কুশলপরায়ণ, মঙ্গলার্থী ও উদ্যোগশীল হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দমগুণের অনুশীলন করিতে যত্নবান্ হও। মানবগণের অব্যক্ত স্বভাব নিতান্ত সূক্ষ্ম, বয়ঃক্রমরূপী অশ্ব নিরন্তর প্রচ্ছন্নভাবে ধাবমান হইতেছে। দণ্ড-মুহূর্ত্তাদি ঐ অশ্বের শরীর, মাস উহার অঙ্গ, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ উহার নেত্রদ্বয় এবং ক্ষণ ত্রুটি ও নিমেষাদি উহার রোম। যদি তুমি ঐ অশ্বকে নিরন্তর বেগে ধাবমান্ হইতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষুবিহীন না হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হইবে সন্দেহ নাই।

যাহারা ইহলোকে সর্ব্বদা কামাসক্ত ও অনিষ্ট-সংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিবিধ অধর্ম্মক্রিয়ানিবন্ধন পরলোকে যাতনাদেহ ধারণ করিয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ ইহলোকে উত্তম ও অধম ব্যক্তিদিগের যথোচিত বিচার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পরলোকে পুণ্যলোক লাভ করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন। যাহারা ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণাকার কুক্কুর, অয়োমুখ, বল ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিতলোলুপ কীটগণ তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই দশবিধ বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করে, পরলোকে সেই পাপাত্মা-দিগকে যমালয়স্থ অসিপত্র নামক নরকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা ইহলোকে লুব্ধ, মিথ্যা-প্রিয়, কপটতাপরায়ণ ও চৌর্য্য-প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নীচকর্ম্মে নিরত হয়, তাহাদিগকে পরলোকে উষ্ণ বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন, অসিপত্র নরকে প্রবিষ্ট ও পরশুবন নরকে শয়ান হইয়া যারপর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণের পদ দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং যাহার প্রভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইবে, সেই অনুপস্থিত জরার বিষয়েও তোমার কিছুমাত্র অনুধাবন নাই। এক্ষণে মোক্ষপথে গমন কর; কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ? অচিরাৎ সুখনাশক মহাভয় উপস্থিত হইবে; অতএব অবিলম্বে মুক্তিসুখলাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হও। তুমি যমরাজের শাসনানুসারে দেহান্তে যমপুরে নীত হইবে; অতএব পরকালের সুখসাধন নিমিত্ত কৃচ্ছ্রোপবাসাদি দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা কর। পরদুঃখানভিজ্ঞ কৃতান্ত নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার বন্ধুবান্ধবের প্রাণ হরণ করিবে, কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব অচিরাৎ পরলোকহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হও। তুমি যখন নিতান্ত ব্যাকুল ও যমদূতে বশীভূত হইয়া দশদিক্ বিঘূর্ণ্যমান দেখিতে দেখিতে যমলোকে গমন করিবে, তৎকালে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অতএব এক্ষণে উৎকৃষ্ট সমাধিতে মনোনিবেশ কর। তুমি অচিরাৎ জ্ঞানসঞ্চয়ে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে তোমাকে পরলোকে প্রমাদপরিপূর্ণ পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কার্য্য স্মরণ করিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। বল, অঙ্গ ও মনোহর রূপিণী জরা তোমার কলেবর জর্জ্জরীভূত করিবে; অতএব কদাপি জ্ঞানসঞ্চয়ে আলস্য করিও না।

কৃতান্ত রোগকে সহচর করিয়া তোমার প্রাণনাশের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক দেহভেদ করিবে; অতএব অচিরাৎ তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। দেহস্থ কামাদি রিপু তোমাকে নানা বিষয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করিবে। অতএব প্রযত্নসহকারে পুণ্যসঞ্চয় কর। অতি অল্পদিনের পরে তোমাকে একাকী অন্ধকার দর্শন ও পর্ব্বতশিখরে সুবর্ণময় বৃক্ষ-সকল নিরীক্ষণ করিতে হইবে; অতএব সর্ব্বতোভাবে সৎকার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। যে সকল ইন্দ্রিয় তোমার নিকট আপনাদিগকে মিত্র বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা তোমার শত্রু; উহারা অনায়াসে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিবে। অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পরমপদার্থের অন্বেষণ কর। যাহাতে রাজভয় ও চৌরভয় নাই, দেহান্তেও যাহাতে অধিকার থাকে, সেই ধন উপার্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ঐ ধন কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারে না। যদ্দ্বারা পরলোকে জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়, সাধারণকে সেই জ্ঞানরত্ন প্রদান কর এবং যাহা অনশ্বর, স্বয়ং সেই ধন উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হও।

তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে, বিষয়ভোগ করিয়া পশ্চাৎ মুক্তিপথাবলম্বী হইবে, কিন্তু তোমার

ঐরূপ অভিলষিত নিষ্ফল। কারণ, বিষয়ভোগ করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব তুমি অচিরাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। লোকের পরলোকগমনসময়ে মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য প্রিয় পরিবারবর্গ কখনই তাহার সহগমন করে না; কেবল শুভাশুভ কর্ম্মসমুদয়ই ঐ সময় সহচর হইয়া থাকে। সমুপার্জ্জিত ধন-রত্নাদি কখনই লোকান্তরিত ব্যক্তির কার্য্যসাধক হয় না। আত্মাই পরলোকগত মনুষ্যের পুণ্যপাপের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া থাকে। আত্মার তুল্য সাক্ষী আর কেহই নাই। মনুষ্য দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকগমনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার জীবাত্মা ভোগদেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত শুভাশুভ কার্য্য সমুদয় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। শরীরস্থিত সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ইহারাও মনুষ্যের পাপপুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ। প্রকাশশীল দিব্য ও গোপনশীল রাত্রি প্রতিনিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল লোকের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে; অতএব তুমি অনন্যমনে স্বধর্ম্ম প্রতিপাল কর।

পরলোকমার্গে নানাবিধ ভয়ানক শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব তুমি আপনার কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। একমাত্র কার্য্যই পরলোকে অনুগমন করিয়া থাকে। সে স্থলে কেহ কাহারও কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। মহর্ষি ও অপ্সরোগণ স্ব স্ব কার্য্যের অনুসারে বিমানচারী হইয়া নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ করিতেছেন। নিষ্পাপকলেবর পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা ইহলোকে যেরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, পরলোকে তাঁহাদের তদনুরূপ উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। মহানুভব গৃহস্থেরা উত্তমরূপে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রজাপতি-লোক, কেহ কেহ বৃহস্পতি-লোক এবং কেহ কেহ বা ইন্দ্র-লোক লাভ করিয়াছেন। হে পুত্র! আমি সহস্র সহস্রবার বলিতে পারি যে, একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যকে সৎপথে নীত করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষে সমুপস্থিত হইয়াছ; অতঃপর আর বৃথা কালাতিপাত করা তোমার উচিত হইতেছে না। কৃতান্ত তোমার ইন্দ্রিয়বর্গকে ভোগবিহীন না করিতে করিতে তুমি স্বধর্ম্ম-প্রতিপালনে সত্বর হও। অচিরাৎ আত্মজ্ঞান লাভ কর। দেহ বা পুত্রাদিতে তোমার প্রয়োজন কি? ভয়নিবারণ পরলোক-হিতকর ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। কাল সকলকেই সমূলে নির্ম্মূল করিয়া থাকে। কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারে না। হে পুত্র! আমি এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে তোমাকে যে সদুপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও।

যে ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মে চিত্তসমাধান ও সমুদয় বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহাকে আর অজ্ঞান বা মোহজনিত দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এই পুরুষার্থজ্ঞান শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের উপদেশবলে ইহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া উঠে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। গৃহাস্থাশ্রমে বাস করিতে একান্ত অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ থাকিতে পাপাত্মারা কখনই ঐ পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিই অনায়াসে উহা ছেদন করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করেন। যখন তোমাকে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন তোমার পুত্র-বন্ধুবান্ধব ও বিভবের প্রয়োজন কি? তোমার পিতামহ প্রভৃতি পুরাতন পুরুষেরা কোথায় গমন করিয়াছেন? এক্ষণে পরম প্রযত্নে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা কর। কল্য যাহা করিতে হইবে, তাহা অদ্যই সুসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য; অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পাদন করা উচিত। কারণ, মৃত্যু মনুষ্যের কার্য্য সুসম্পন্ন হউক বা না হউক, কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহাকে লইয়াই প্রস্থান করে। মনুষ্যের প্রাণবিয়োগ হইলেই জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে; কেহই তাহার সহগমন করে না। অতএব তুমি পাপ-মতাবলম্বী নির্দ্দয় নাস্তিকদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আলস্যশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মার অন্বেষণ কর। যখন সমুদয় লোকই কাল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, তখন আর কেন বৃথা কাল-ক্ষেপ করিতেছ? দৃঢ়তর ধৈর্য্য সহকারে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

পিতার উপদেশে শুকের মোক্ষলাভার্থ সঙ্কল্প

যে মহাত্মা পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় সম্যক্‌রূপে অবগত হয়েন, তিনি ইহলোকে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা দেহান্তরে আর মৃত্যু নাই বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের পদবীতে পদার্পণ করিলে আর মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। যাঁহারা উত্তরোত্তর ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তৎপর হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত; আর যাহারা ধর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট হয়, তাহারা নিতান্ত মূর্খ। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যানুসারে স্বর্গাদি ফললাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। স্বর্গের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়া যাহাতে উহা হইতে আর পরিভ্রষ্ট হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইয়া ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অতিক্রম না করিয়া স্বর্গলাভের উপায় অনুধাবন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পুণ্যকর্ম্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরমকালে তাঁহার নিমিত্ত শোক করা পুত্রাদির কর্ত্তব্য নহে। চঞ্চল না হইয়া দৃঢ়রূপে কর্ত্তব্য কার্য্যে মনঃসমাধান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয় এবং ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা তপোবলে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক ভোগের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া তথায় উপরত হয়, তাহাদিগের অল্পমাত্র ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা গৃহাশ্রমে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভোগের আস্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ ও তপোনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের নিশ্চয়ই সমধিক ধর্ম্মলাভ হয় এবং কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না।

ইহলোকে মানবগণের সহস্র সহস্র পিতা, মাতা ও শত শত স্ত্রী-পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও সহিত কাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে। সকলেই যেমন স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে ফললাভ করে, তুমিও তদ্রূপ আপনার কার্য্যানুসারে ফললাভ করিবে; সুতরাং অন্যের সহিত সংস্রবে প্রয়োজন কি? ইহলোকে যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাহাদিগেরই সহিত সকলে আত্মীয়তা করে; কিন্তু যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের সহিত কেহই আত্মীয়তা করে না; অতএব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দরিদ্র হওয়াই শ্রেয়ঃ। মানবগণ স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া তাহার সন্তোষ সাধনার্থ নানাবিধ অবৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে উভয়লোকে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব দারপরিগ্রহ না করাই বিধেয়। ফলতঃ এই জীবলোক ক্ষণবিনশ্বর[১]; অতএব আমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। যাহার পরলোকে মঙ্গললাভের বাসনা আছে, শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। কাল, মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী, সূর্য্যরূপ অগ্নি, দিবারাত্ররূপ কাষ্ঠ দ্বারা সমুদয় জীবকে পাক করিতেছে। যাহা হউক, যদি ধন থাকিতেও উহা দান ও উপভোগ, যদি অপরিসীম শক্তি থাকিতেও শত্রুসংহার, যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতেও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং যদি জীবনসত্ত্বেও জিতেন্দ্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন না করা যায়, তাহা হইলে ঐ বৃথা ধন, বল, শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবনে প্রয়োজন কি?'

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, গুরুদেব তাঁহার উপদেশানুসারে মোক্ষলাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যাহারা অনর্থকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষক্লেশ, ভয় ও মরণ তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র[২]

১। ক্ষণকালমধ্যেই নষ্ট হয়। ২। উত্তমকর্ম্মাচরণে একান্ত নিরত।

পুণ্যবান ব্যক্তিরা পরজন্মে শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয় ও ধনবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে অনুপম উৎসব ও স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পাপাত্মা নাস্তিকদিগকে ব্যাঘ্র, হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ, তস্করগণে সমাকীর্ণ, দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবাতিথিপ্রিয়[১], বদান্য, যজ্ঞশীল সাধুগণ শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধান্যের মধ্যে যেমন তুচ্ছ[২] ধান্য ও পক্ষীর মধ্যে যেমন দুর্গন্ধ কীট নিতান্ত নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মনুষ্যমধ্যে অধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধেয়, সন্দেহ নাই। মানবগণ গমন, শয়ন বা অন্যান্য যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই পুণ্যপাপ-জনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। কাল সর্ব্বদাই ভূতসমুদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফল-পুষ্পের ন্যায় যথাকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মান-অপমান, লাভ-অলাভ এবং ক্ষয় ও অক্ষয় এই সমুদয় প্রতিনিয়ত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে; কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না।

মনুষ্যগণ গর্ভবাসকালেও প্রাক্তন সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোকে যে অবস্থায় যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। সহস্র সহস্র ধেনু একত্র সমবেত থাকিলেও বৎস যেমন অন্যান্য ধেনুগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভূমণ্ডলস্থিত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মলিন বস্ত্র যেমন সলিল দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ মহাত্মারা উপবাসাদি দ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া পরিণামে অত্যন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের সমুদয় মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। যেমন পক্ষিগণের আকাশমার্গে ও মৎস্যগণের সলিলমধ্যে গতি নিরূপণ করা যায় না, তদ্রূপ পুণ্যবান্‌দিগের গতি নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অন্যের কথা শুনিয়া অধর্ম্মপথ অবলম্বন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, প্রত্যুত আপনার হিতকর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।"

১। দেবতা ও অতিথিপূজাপরায়ণ। ২। শস্যশূন্য—আগড়া।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

শুকের জন্ম-বৃত্তান্ত—যোগসিদ্ধি প্রশ্ন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই, অতএব উনি কিরূপে জন্মপরিগ্রহ এবং কিরূপেই বা সিদ্ধি লাভ করিলেন? উঁহার জননী কে? আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে শৈশবাবস্থায় কোন ব্যক্তিই যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, উনি বাল্যকালে কিরূপে তাদৃশ সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করিলেন? এই সমুদয় সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব আপনি আনুপূর্ব্বিক ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বয়স, পলিত, ধন বা বন্ধুবান্ধব দ্বারা মহর্ষিদিগের মাহাত্ম্যলাভ হয় না, বেদাধ্যয়ন দ্বারা তাঁহাদিগের মহত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। তুমি আমাকে শুকের জন্ম প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপস্যাই ঐ সমুদয়ের মূল কারণ। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত তপোনুষ্ঠান হইবার সম্ভবনা নাই। মানবগণ ইন্দ্রিয়সংযম নিবন্ধন বিবিধ দোষ সমাক্রান্ত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যোগাভ্যাস করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার একাংশও লাভ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি মহাত্মা শুকদেবের জন্ম, যোগফল ও সদ্গতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সৎপুত্রলাভার্থ ব্যাসের তপস্যা—বরলাভ

পূর্ব্বকালে ভগবান্ ভূতনাথ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলরাজদুহিতা পার্ব্বতীর সহিত কর্ণিকারবন-পরিপূর্ণ সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। মহর্ষি, রাজর্ষি, লোকপাল, সাধ্য, বসু, আদিত্য, রুদ্র, বায়ু, সরিৎ, সাগর, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ এবং দিবাকর, নিশাকর, ইন্দ্র, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও অশ্বিনীকুমার ইঁহারা সকলে তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ পর্ব্বতে তিনি বিচিত্র কর্ণিকার-মালা

ধারণ করিয়া জ্যোৎস্না-পরিশোভিত নিশাকরের ন্যায় শোভমান হইয়াছিলেন। ঐ সময় যোগধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস সেই অসাধুজনদুর্লভ[১] ভগবানের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের গুণসম্পন্ন পুত্র লাভ করিবার বাসনায় ইন্দ্রিয় সমুদয় রুদ্ধ করিয়া বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঐরূপে দেবদেবের আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার এক শত বর্ষ অতীত হইল; কিন্তু তথাপি তাঁহার বলের হ্রাস বা কোন প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইল না। তদ্দর্শনে একেবারে ত্রিলোক চমৎকৃত হইয়া উঠিল। ঐ সময় তাঁহার জটাভার প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ তপঃ-প্রভাবেই অদ্যাপি তাঁহার কেশকলাপ অনলশিখার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে।

অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর বেদব্যাসের সেই দৃঢ়তর ভক্তি ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দ্বৈপায়ন। তুমি অচিরাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মন, প্রাণ ও বুদ্ধি সমুদয়ই তাহাতে সমর্পণ করিবে। তাহার যশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে।'

হে ধর্ম্মরাজ। আমি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকট দেবচরিত সকল কীর্ত্তন করিতেন।"

পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

শুকের জন্ম—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষাভিলাষ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির। দেবদেব মহাদেব এইরূপ বর প্রদান করিলে সত্যবতীতনয় পরম পরিতুষ্ট হইয়া হোমকার্য্য-সম্পাদন মানসে অরণী-কাষ্ঠদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অগ্ন্যুৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ঘৃতাচী নামে এক পরম রূপবতী অপ্সরা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র মহর্ষি সহসা কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন। ঘৃতাচী তাঁহাকে কামার্ত্ত দেখিয়া শুকপক্ষিণীর রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। তখন কামাসক্ত মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে অন্য রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া বিশেষরূপ ধৈর্য্যাবলম্বপূর্ব্বক কাম-নিবারণের চেষ্টায় অরণীমন্থন[১] করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপেই চঞ্চলচিত্তকে সুস্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময় ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্ব-নিবন্ধন সেই কাষ্ঠমধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল। মহর্ষি বেদব্যাস তদ্দর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠঘর্ষণনিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল এবং অচিরাৎ তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্র-বিলোড়ন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শুকদেব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ভগবতী ভাগীরথী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক সলিল ধারা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ সময় সেই মহাত্মার নিমিত্ত আকাশ হইতে দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন ভূতলে নিপতিত হইল। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তুতিগান, অপ্সরোগণ নৃত্য, বায়ু দিব্যকুসুমবর্ষণ ও দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতা লোকপাল, দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় আগমন করিলেন। ফলতঃ তৎকালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে দেববিধানানুসারে শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ প্রীতি-যুক্ত হইয়া শুকদেবকে অপূর্ব্ব কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলেন। হংস, শতপত্র, সারস ও শুক প্রভৃতি পক্ষিগণ সহস্র সহস্রবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

অতুল-তেজঃসম্পন্ন শুকদেব এইরূপে জন্মগ্রহণ-মাত্র ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদয় অচিরাৎ তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তখন তিনি ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমুদয় বেদবেদাঙ্গ, ইতিহাস ও

১। পাপিলোকের দুষ্প্রাপ্য।

১। অগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণ।

রাজশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্যনিরত ও সমাহিত হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক জ্ঞানবলে সমুদয় মহর্ষি ও দেবতার মাননীয় হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন-মধ্যেই তাঁহার আশ্রম-সমুদয়ে নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনে একান্ত অভিলাষ জন্মিল।"

ষড় বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

পিতার আদেশে শুকের জনক-সমীপে গমন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহাত্মা শুকদেবের অন্তঃকরণে মোক্ষাভিলাষ বদ্ধমূল হইলে, তিনি তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে, কহিলেন, 'পিতঃ! আপনি মোক্ষ-ধর্ম্মকুশল; অতএব যাহাতে আমার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আপনি তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন।'

শুকদেব এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্মসমুদয় অধ্যয়ন কর।' তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পিতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার নিকট নিখিল যোগ-শাস্ত্র ও কপিল-মত অধ্যয়ন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে বেদব্যাস পুত্রকে মোক্ষধর্ম্মবিশারদ ও ব্রহ্মতুল্য প্রভাবশালী দেখিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি গমনকালে স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষপথ অবলম্বন না করিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অতি বিনীতভাবে তথায় গমন করিবে। পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের অন্বেষণ করিও না। তাহা করিলে তোমাকে সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবে। মিথিলাধিপতি আমাদের যজমান মনে করিয়া তাঁহার নিকট কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করিও না; সর্ব্বদাই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিবে; তাহা হইলেই তিনি তোমার সমুদয় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, মোক্ষ-শাস্ত্রবিশারদ ও আমার যজমান। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।'

মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মাত্মা শুকদেব মিথিলানগরে যাত্রা করিলেন। ঐ মহাত্মা অন্তরীক্ষপথে সসাগরা পৃথিবী অতিক্রম করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞা নিবন্ধন আকাশমার্গে অবলম্বন না করিয়া ভূতলে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত, নদী, তীর্থ, সরোবর, বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ অটবী, ইলাবৃতবর্ষ[১], হরিবর্ষ[২] ও কিম্পুরুষবর্ষ[৩] অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চীন ও হূণ-সেবিত বিবিধ জনপদ সন্দর্শন করিতে করিতে আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করিলেন। তিনি ক্রমশঃ যত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, ততই রমণীয় পত্তন[৪], সমৃদ্ধিশালী নগর, বিচিত্র বসন, সুবিস্তীর্ণ অতি মনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্নসমুদয় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল না। পরিশেষে তিনি অতি সত্বর ধর্ম্মাত্মা জনকের রক্ষিত বিদেহরাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ রাজ্য বহুতর গ্রামে বিভূষিত। সকল গ্রাম নানাবিধ অন্ন, পানীয় ও ভোজনদ্রব্যে পরিব্যাপ্ত গোকুলসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ঘোষপল্লী-সুশোভিত, রাশি রাশি ধান্য ও গোধূমে সঙ্কীর্ণ, হংস ও সারস প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষীতে সমাকীর্ণ এবং রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন অসংখ্য পদ্মিনী[৫] কামিনীজনে পরিপূর্ণ।

মহাত্মা শুকদেব সেই সমৃদ্ধজনসেবিত বিদেহ-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে মিথিলার অতি রমণীয় উপবনে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ উপবনে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বিবিধ স্ত্রী-পুরুষ দর্শন করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিত্ত-বিকার জন্মিল না। পরিশেষে তিনি সেই তপোবন অতিক্রম করিয়া মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে মিথিলানগরে সমুপস্থিত হইয়া নির্ভীক-চিত্তে উহার প্রথমকক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারপালগণ অতি কঠোরবাক্যে তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি তাহাদিগের বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সেই আতপ-তাপিত[৬] প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ

১-৩। স্বনামখ্যাত প্রদেশ। ৪। রাজ্য। ৫। পদ্মিনী লক্ষণান্বিতা—সুলক্ষণা। ৬। রৌদ্রতপ্ত।

সময় ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র ও পথশ্রম জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। অনন্তর ঐ দ্বারপালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাত্মা শুকদেবকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার যথাসাধ্য পূজা করিয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করাইল। তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া মোক্ষবিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কি সুশীতল ছায়া, কি প্রচণ্ড রৌদ্র উভয়েই তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল।

শুকের সংযমপরীক্ষায় নারীনিয়োগ

মহাত্মা শুকদেব এইরূপে দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবিষ্ট ও সমাসীন হইলে মুহূর্ত্তকালমধ্যে রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তৃতীয় কক্ষায় কেলিসরোবর[১]-সম্পন্ন, পুষ্পিতপাদপসমাকীর্ণ[২], অমরাবতী-সদৃশ[৩] অতি রমণীয় প্রমদাবনে[৪] প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে আদেশ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মন্ত্রিবর প্রস্থান করিলে নিবিড়-নিতম্বিনী[৫], সূক্ষ্মরক্তাম্বরধারিণী[৬], তরুণবয়স্কা[৭], পঞ্চাশৎ[৮] বারবিলাসিনী[৯] তথায় আগমনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শুকদেবকে পাদ্যাদি প্রদান করিয়া অনতিবিলম্বে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিল। ঐ বারবিলাসিনীরা সকলেই প্রিয়দর্শন, উজ্জ্বল-সুবর্ণালঙ্কারভূষিত, আলাপকুশল[১০], নৃত্যগীতে সুনিপুণ, হৃদয়জ্ঞ ও কামোপযোগী ব্যবহারে দক্ষ; সকলেই ঈষৎ-হাস্যবদনে কথা কহিয়া থাকে। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের আহার সমাপ্ত হইলে ঐ সকল বারবিলাসিনী তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হাস্য, গীত ও নানাবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সেই প্রমদাবনের সমুদয় শোভা প্রদর্শন করাইতে লাগিল; কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধবিজয়ী, বিশুদ্ধাত্মা, দ্বৈপায়নতনয় কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হইলেন না।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে বারবনিতাগণ[১১] শুকদেবকে মহামূল্য আস্তরণ-সমাস্তীর্ণ, রত্নজালভূষিত দিব্য শয়নীয় ও আসন প্রদান করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক ধ্যাননিরত হইয়া পূর্ব্বরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরে মধ্যরাত্রে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শৌচক্রিয়া সমাধান করিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যানসময়েও বারবনিতাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারে নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা শুকদেব এইরূপে জনকরাজভবনে এক দিবারাত্রি অতিবাহিত করিলেন।"

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

শুক কর্ত্তৃক পিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন

ভীষ্ম কহিলেন, "পরদিন প্রাতঃকালে রাজর্ষি জনক স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক অমাত্য ও অন্তঃপুরিকাগণ-সমভিব্যাহারে গুরুপুত্র শুকদেবের সমীপে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুরোহিত উৎকৃষ্ট আস্তরণে সমাস্তৃত আসন ও বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে তথায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক পুরোহিতের নিকট হইতে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন গ্রহণপূর্ব্বক মহাত্মা শুকদেবকে প্রদান করিলেন এবং তিনি সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও গোদানপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। তখন তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা শুকদেব যথাবিধি জনকের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। রাজর্ষি জনক গুরুপুত্রের আজ্ঞাক্রমে অনুচরবর্গের সহিত ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার কুশল সমাচার নিবেদন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার আগমনের কারণ পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।'

তখন মহাত্মা শুকদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমার পিতা বেদব্যাস আমাকে কহিয়াছেন, বৎস! প্রবৃত্তিমার্গে যদি

১। জলক্রীড়া করিবার উপযোগী জলাশয়। ২। পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহে শোভিত। ৩। স্বর্গপুরীতুল্য। ৪। প্রমোদবনে। ৫। স্থূল নিতম্বযুক্ত। ৬। কাজের মিহি কাপড়পরা। ৭। যুবতী। ৮—৯। পঞ্চাশ জন বেশ্যা। ১০। কথাবার্ত্তায় নিপুণ। ১১। বেশ্যারা।

তোমার সংশয় থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার যজমান মোক্ষধর্ম্মবিশারদ বিদেহরাজ জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমার সমুদয় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। আমি পিতার আদেশানুসারে সংশয়-নাশের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ এবং জ্ঞান ও তপস্যা এই দুইটির মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদয় বিষয় আমার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

শুকের প্রতি রাজর্ষি জনকের যোগ-উপদেশ

জনক কহিলেন, 'ভগবন্! ব্রাহ্মণের জন্মাবধি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অসূয়া-পরিত্যাগ, গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা প্রথমতঃ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইবেন। তৎপরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অসূয়াবিহীন, আহিতাগ্নি, স্বদারনিরত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। তদনন্তর বনবাসী হইয়া শাস্ত্রানুসারে প্রতিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও হোমকার্য্যে নিরত থাকিবেন এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাগবিহীন ও সুখদুঃখপরিবর্জ্জিত হইয়া জীবাত্মাতে অগ্নিসংস্থাপনপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন।'

শুকদেব কহিলেন, 'মহারাজ! যদি ব্রহ্মচর্য্য-গ্রহণের পূর্ব্বেই হৃদয়ে মোক্ষধর্ম্মের মূল সনাতনজ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে বাস করা কর্ত্তব্য?'

জনক কহিলেন, 'ভগবন্! যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ গুরুসম্বন্ধ ভিন্ন কখনই জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে সংসার-সাগরের কর্ণধার ও জ্ঞানকে প্লবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গুরুর নিকট জ্ঞানলাভপূর্ব্বক সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ লোক-সমুদয়ের ধর্ম্মশিক্ষা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদের[১] নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য সেই নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বহু জন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি বহু জন্মের সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমুদয় বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে পারিলে গার্হস্থ্যাদি আশ্রম-গ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সর্ব্বদা রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে নিবেশিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

জলচর যেমন সলিলে অবস্থান করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ মনুষ্য সমুদয় প্রাণীতে আপনাকে ও আপনাতে সমুদয় প্রাণীকে অবস্থিত দেখিয়াও নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিবে। যে মহাত্মা ইহলোকে সুখদুঃখপরিত্যাগী ও দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন, তিনি পরলোকে পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধগামী হইয়া অনন্তসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। মহারাজ যযাতি যেরূপ মোক্ষবিষয়ক বাক্য কহিয়াছেন, মোক্ষবিশারদ ব্রাহ্মণগণ যাহা সবিশেষ অবগত আছেন, আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সমাহিতচিত্ত মহাত্মারাই আত্মবুদ্ধিতে সমুদয় প্রাণীর অন্তর্গত একমাত্র পরাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। মনুষ্য যখন অন্যকে ভয়-প্রদর্শন অথবা অন্য হইতে আপনার ভয়ের আশঙ্কা না করিয়া কামনা ও দ্বেষ এককালে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, যখন কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের কোন অনিষ্টাচরণ না করে, যখন কাম, ক্রোধ ও মোহকারিণী ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া মনের সহিত জীবাত্মাকে সংযোজিত করিতে পারে, যখন প্রিয় ও অপ্রিয় কথা শ্রবণ এবং প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুদর্শনে কিছুমাত্র আহ্লাদিত বা শোকান্বিত না হয় এবং যখন স্তুতি, নিন্দা, কাঞ্চন, লোহ, সুখ, দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম, অর্থ, অনর্থ, প্রিয়, অপ্রিয় ও জীবন-মরণ সমান বলিয়া জ্ঞান করে, তখনই তাহার পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থলাভ হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ-সমুদয় প্রসারিত করিয়া

১। সীমানির্ণয়—যতটা কর্ম করিলে জ্ঞান আইসে।

পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সন্ন্যাসী মন ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে সঙ্কুচিত করিবে। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকারাবৃত গৃহ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মা লক্ষিত হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি এক্ষণে মোক্ষোপযোগী যে যে কর্ম্মগুণ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। গুরু বেদব্যাসের প্রসাদে আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি সেই জ্ঞানবলে আপনার আগমন-বৃত্তান্ত ও আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আপনি সমধিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও আপনার প্রভাব অবগত হইতে অসমর্থ রহিয়াছেন। বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও বাল্য, সংশয় বা ভয়প্রযুক্ত আপনার পরমগতিলাভ হইতেছে না। মোক্ষলাভাথী ব্যক্তিগণ মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ছিন্নসংশয় হইয়া দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ আচার দ্বারা পরম গতি লাভ করিতে পারেন। আপনি বিজ্ঞানসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি ও লোভবিহীন হইয়াছেন; কেবল অনুষ্ঠানের অভাব বশতঃ আপনার ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইতেছে না। সুখ, দুঃখ, লোভ, নৃত্যগীতে অনুরাগ, বন্ধুস্নেহ, শত্রুভয়, ও ভেদবুদ্ধি আপনার অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমার ও অন্যান্য মনীষিগণের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে আপনার কিছুই অবিদিত নাই। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন'।"

অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

শুকের সংসারত্যাগ—হিমালয়ে গমন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! রাজর্ষি জনক এই কথা কহিলে, মহাত্মা শুকদেব আত্মসাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়া হিমালয় পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদও ঐ পর্ব্বত সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং ভ্রমর, পানিকপোত[১], খঞ্জন[২], জীবজীবক[৩], বিচিত্রবর্ণ ময়ূর, রাজহংস ও কোকিলগণের কলরবে পরিপূর্ণ। বিহগরাজ গরুড় প্রতিনিয়ত উহাতে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল-চতুষ্টয় জগতের হিতসাধনার্থ দেবতা ও ঋষিগণের সহিত সর্ব্বদা উহাতে আগমন করেন। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রকামনায় ঐ স্থানে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে মহাবীর কার্ত্তিকেয় ত্রিলোক তৃণতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতলে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, 'যদি এই ত্রিলোকমধ্যে কেহ আমা অপেক্ষা সমধিক বলবান্, ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই মন্নিক্ষিপ্ত[১] শক্তি উদ্ধৃত বা কম্পিত করুন।'

কুমার এই বলিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিলে ত্রিলোকমধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধারের চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ দেব, অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয়কে সংক্ষুব্ধ সন্দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য-বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কার্ত্তিকেয়ের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্তে সেই প্রজ্বলিত শক্তি ধারণপূর্ব্বক বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শক্তি বিকম্পিত হইবামাত্র পর্ব্বতবন-সমাকীর্ণ সমুদয় পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ শক্তি সমুদ্ধৃত করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু ঐ সময় কার্ত্তিকেয়ের গৌরব-রক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কম্পিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দৈত্যরাজ! কার্ত্তিকেয়ের পরাক্রম অবলোকন কর। এই শক্তি উদ্ধার করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।' ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, প্রহ্লাদ তাঁহার তাদৃশ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ শক্তি উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই উহা কম্পিত করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ভগবান্ বৃষভধ্বজ ঐ পর্ব্বতের উত্তর দিকে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহু কাল তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমস্থান অদ্যাপি প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিবেষ্টিত ও আদিত্যপর্ব্বত নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। তথায় পাপাত্মা মনুষ্যদিগের গমন করা দূরে থাকুক, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণও

১। পানকাক—গাঙচিল। ২। খুঞ্জ। ৩। চকোর পক্ষী।

১। আমার নিক্ষিপ্ত।

সে স্থলে গমন করিতে সমর্থ নহে। ঐ আশ্রম দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমাবৃত। ভগবান্ হুতাশন মহাদেবের বিঘ্নবিনাশার্থ মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। ভগবান্ ভূপতিত ঐ স্থানে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপঃপ্রভাবে দেবগণকে নিতান্ত সন্তুপ্ত করিয়াছিলেন।

মিথিলাপ্রত্যাবৃত্ত শুকের পিতার সহিত সাক্ষাৎকার

পরাশর পুত্র মহাতপস্বী বেদব্যাস সেই পর্ব্বত-প্রধান হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈলকে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। দিবাকরের ন্যায় তেজঃ-পুঞ্জকলেবর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গ হইতেই তাঁহার সেই রমণীয় আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় গমন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরযষ্টির ন্যায়, অন্যের সুহৃৎসহ যোগযুক্ত পুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব প্রথমে পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা এবং পরিশেষে মহা আহ্লাদে সতীর্থদিগকে আলিঙ্গন করিয়া পিতার নিকট জনকরাজের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

শুকদেব আগমন করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের সহিত তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সেই হিমালয়-পর্ব্বতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্যগণের সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপন হইল। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে একদা শিষ্যগণ দ্বৈপায়নের চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'গুরো! আপনার প্রসাদে আমাদিগের যথেষ্ট তেজঃ ও যশোলাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের আর একমাত্র প্রার্থনা আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা পূর্ণ করুন।' তখন মহর্ষি কহিলেন, 'বৎসগণ! এক্ষণে আমাকে তোমাদিগের কি হিতসাধন করিতে হইবে, তাহা অচিরাৎ প্রকাশ কর।' মহাত্মা দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, শিষ্যগণ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি প্রীত হওয়াতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের এই বর-প্রার্থনা যে, আপনার কোন শিষ্য যেন আমাদিগের তুল্য খ্যাতিলাভ করিতে না পারে। আমরা চারি জন এবং গুরুপুত্র আপনার এই পাঁচ শিষ্য ভিন্ন ইহলোকে যেন আর কেহ বেদপ্রতিষ্ঠাতা না হয়।'

শুকাদি শিষ্যগণের প্রতি ব্যাসের বেদপ্রচারাজ্ঞা

শিষ্যগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'বৎসগণ! ব্রাহ্মণ, বেদশুশ্রূষু[১] এবং ব্রহ্মলোকগমনে একান্ত যত্নশীল ব্যক্তিকে বেদোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা প্রযত্নসহকারে উত্তমরূপে বেদবিস্তার কর। শিষ্য, ব্রতপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও বেদোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে: শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিদ্যা দান করা নিতান্ত অনুচিত। অগ্নিতে[২] দাহন[৩] শিলাঘর্ষণ[৪] ও ছেদন[৫] দ্বারা যেমন বিশুদ্ধ সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ কুল ও গুণাদির সবিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করা উচিত। তোমরা কখন শিষ্যকে অনুচিত বা ভয়াবহ কার্য্যে নিয়োগ করিও না। তোমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধি, বিদ্যা ও অধ্যয়ন সফল হইবে। তোমরা সকলেই অতি দুর্গম স্থান হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং তোমাদিগের মঙ্গললাভ হউক। ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইতে পারা যায়। বেদাধ্যয়ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য। দেবগণকে স্তব করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে, তাহাকে সেই নিন্দানিবন্ধন নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে প্রশ্ন এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান না করে, তাহারা উভয়েই অধর্ম্মভাগী ও নিন্দনীয় হইয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট বেদাধ্যাপনা-বিধি[৬] কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা ইহা বিস্মৃত না হইয়া শিষ্যদিগের হিতানুষ্ঠানে নিরত হও।'

১। বেদগ্রহণে অভিলাষী। ২—৩। আগুনে পোড়ান। ৪। রাসায়নিক প্রস্তর দ্বারা মার্জ্জন। ৫। কর্ত্তন। ৬। বেদ পড়াইবার নিয়ম।

একোনত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

ব্যাসশিষ্যগণের বেদবিভাগ প্রস্তাব

ভীষ্ম কহিলেন, "মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার শিষ্যগণ পরমানন্দে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'গুরু উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা কখনই তাহা বিস্মৃত হইব না।' শিষ্যগণ পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনর্ব্বার বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'গুরো! যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমরা এই পর্ব্বত হইতে পৃথিবীতলে গমন করিয়া বেদ-সমুদয় বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করি।' তখন ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'বৎসগণ! কি ভূলোক, কি দেবলোক, তোমাদিগের যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, সেই স্থানেই গমন কর; কিন্তু সর্ব্বদা সাবধান হইয়া কালযাপন করিবে। অতি অল্পকালমাত্র আলোচনা না করিলেই বেদশাস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে বহির্গত হইয়া যায়।'

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মে নিরত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাপন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পৌরোহিত্য দ্বারা জনসমাজে বিখ্যাত ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ প্রস্থান করিলে ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবের সহিত নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি বেদপাঠে বিরত হইয়া চিন্তাকুলের ন্যায় কি নিমিত্ত মৌনভাবে কালযাপন করিতেছেন? এই পর্ব্বত বেদধ্বনিবিহীন হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত শোভাশূন্য হইয়াছে। এই পর্ব্বতে দেবর্ষি, মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিতেছেন বটে; কিন্তু বেদধ্বনি না থাকাতে ইহা ব্যাধমন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।' দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে কহিলেন, 'মহাত্মন্! আপনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয়ে কৌতূহলসম্পন্ন। আপনি আমার প্রতি আমার অনুকূলবাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে শিষ্যগণকে না দেখিয়া আমার মন অস্থির হইয়াছে; এই নিমিত্তই আমি মৌনভাবে অবস্থান করিতেছি। যাহা হউক, অতঃপর আপনি আমাকে যে কার্য্য করিতে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

নারদ কহিলেন, 'মহর্ষে! পণ্ডিতেরা অনাবৃত্তিকে[১] বেদের অব্রতকে[২] ব্রাহ্মণের, বাহ্লীকজাতিকে পৃথিবীর ও কৌতূহলকে স্ত্রীগণের কলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি পুত্রের সহিত সমবেত হইয়া বেদ-নিনাদ দ্বারা নিশাচরভয়জনিত[৩] মোহ নিরাকৃত করুন।'

বায়ুর উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ

মহাত্মা নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া লোক-সমুদয় প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা পিতাপুত্রে বেদ অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময় সহসা শব্দায়মান প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাত্মা বেদব্যাস অনধ্যায়কাল[৪] উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পুত্রকে বেদপাঠ করিতে নিবারণ করিলেন। শুকদেব নিবারিত হইবামাত্র বেদপাঠে বিরত হইয়া পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহাশয়! বায়ু কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এবং উহার কার্য্য কিরূপ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি বেদব্যাস অনধ্যায়কালে বালক পুত্রেই সেই বিজ্ঞানসম্পর্কীয় প্রশ্ন-শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার দিব্যজ্ঞান উপস্থিত ও মন নিশ্চল হইয়াছে এবং তুমি রজঃ ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়াছ। যেমন আদর্শে[৫] স্বীয়

১। আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ না করাকে। ২। নিয়মনিষ্ঠাদি পরিত্যাগকে। ৩। রাক্ষসভয় হইতে জাত। ৪। বেদ পড়ার নিষিদ্ধ সময়। ৫। আয়নায়।

প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিতেছ। এক্ষণে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বেদ-সমুদয় বিচার করিয়া এই বিষয়ের চিন্তা কর, তাহা হইলেই অবগত হইতে পারিবে। পণ্ডিতেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পথকে দেবযান ও তমোগুণ-সম্ভূত পথকেই পিতৃযান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেহান্তে যাঁহারা দেবযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে, আর যাঁহারা পিতৃযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদিগকে বারংবার অধঃপতিত হইতে হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা দুর্জ্জয় সমান-বায়ুকে ইন্দ্রিয়গণের, উদান-বায়ুকে সমানের, ব্যান-বায়ুকে উদানের, অপান-বায়ুকে ব্যানের এবং প্রাণ-বায়ুকে অপানের পুত্র বলিয়া থাকেন। দুর্দ্ধর্ষ প্রাণ-বায়ু অনপত্য[১]। সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পাঁচটি বায়ুর অপর পাঁচটি নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ। এতদ্ভিন্ন পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটি বায়ু আছে।

অতঃপর ঐ সাত বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ[২] মেঘজালকে সঞ্চালনপূর্ব্বক আকাশপথে বিদ্যুদগ্নি[৩] হইয়া অতুল তেজঃ ধারণ করে। ঐ বায়ু প্রাণিগণের শরীরস্থ সমুদয় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়। অবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদয়ক্রিয়া সম্পাদন করে। উহার অপর নাম অপান। উদ্বহ নামক বেগবান্ তৃতীয় বায়ু চারি সমুদ্র হইতে সলিল গ্রহণপূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই মেঘ-সমুদয়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সমর্পণ করে। উহার আর একটি নাম উদান। সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু মেঘ-সমুদয়কে পৃথক্ পৃথক্রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে। মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারিবর্ষণ ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিয়া থাকে। উহার অপর নাম সমান। বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু প্রচণ্ডবেগে বৃক্ষ-সমুদয় উৎপাটিত এবং প্রলয়কালীন মেঘ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশ-সূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে। উহার অপর নাম ব্যান। পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জল অবষ্টম্ভন[১] করিয়া রাখিয়াছে। সেই নিমিত্ত ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎপ্রকাশক সহস্রাংশু[২] সূর্য্য একরশ্মির[৩] ন্যায়[৪] লক্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ বায়ু পরিক্ষীণ হইয়া চন্দ্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত করে। পরাবহ নামক দুর্নিবার্য্য সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে। মৃত্যু ও যম উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা উহাকে দর্শন করা অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃতরূপে পরিণত হয়। দক্ষ প্রজাপতির দশ সহস্র পুত্র ঐ বায়ুর বল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। ঐ বায়ুকে স্পর্শ করিতে পারিলে আর সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না।

এই অদ্ভুত সপ্তবায়ু দিতির পুত্র; ইহারা নিরন্তর সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেখ, সেই সাত বায়ুর প্রভাবে এই ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমাচল পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। যখন ঐ সমুদয় বায়ু বিষ্ণুর নিশ্বাসবায়ু দ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত হয়, তখন সমুদয় জগৎ এককালে ব্যথিত হইয়া উঠে। বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইলে, ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হয়েন। ঐ সময় বেদাধ্যয়ন করিলে বেদ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া থাকে।' ব্যাসদেব পুত্রকে ইহা কহিয়া বায়ুবেগ-নিবৃত্তির পর তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করিতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক মন্দাকিনীতীরে প্রস্থান করিলেন।"

ত্রিংশদধিকশত্রিততম অধ্যায়

নারদ-শুক সাক্ষাৎকার—নারদের উপদেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহারাজ! বেদব্যাস গমন করিলে দেবর্ষি নারদ আকাশপথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বাধ্যায়নিরত

১। নিঃসন্তান ২। গরম হইতে জাত। ৩। অগ্নিময় বিদ্যুৎ।

১। স্তম্ভিত। ২—৪। বহুশাখায় প্রস্ফুরিত সূর্য্যকিরণ একটি মাত্র জ্যোতিষ্ক পদার্থের মত।

মহাত্মা শুকদেবের সমীপে পুনরায় সমুপস্থিত হইলেন। ব্যাসতনয় নারদকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বেদার্থ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে বেদবিধি অনুসারে তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ শুকের ভক্তি-দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি তোমার কোন্ শ্রেয়স্কর কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা কীর্ত্তন কর।' শুকদেব কহিলেন, 'দেবর্ষে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ইহলোকে যাহা হিতকর, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।'

নারদ কহিলেন, 'বৎস! পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, বিদ্যার সদৃশ চক্ষুঃ, সত্য তুল্য তপস্যা, দানের ন্যায় সুখ এবং বিষয়ানুরাগের সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত, পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃপদার্থ। এই দুঃখনিদান মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যিনি বিষয়ে আসক্ত হয়েন, তাঁহাকেই মুগ্ধ হইতে হয়; তিনি আর কখন দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয়েন না। ফলতঃ বিষয়াসক্তিই দুঃখের মূল কারণ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সতত বিচলিত হয় এবং সে মোহজালে জড়িত হইয়া কি ইহলোকে, কি পরলোকে উভয় লোকেই অনন্তকাল দুঃখভোগ করে। কাম ও ক্রোধ শ্রেয়োনাশের আদি কারণ। অতএব ঐ শত্রুকে নিগৃহীত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রোধ হইতে তপস্যাকে, মৎসরতা হইতে আত্মশ্রীকে, মানাপমান হইতে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনৃশংসতার সদৃশ ধর্ম্ম, ক্ষমার তুল্য বল; আত্মজ্ঞানের সমান জ্ঞান এবং সত্যের সমান শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই।

সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু যে স্থলে সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে সত্যবাক্য[১] পরিত্যাগপূর্ব্বক মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করাই উচিত[২]। আমার মতে যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গললাভ হয়, তাহাই সত্যবাক্য। যিনি দারপরিগ্রহ না করেন এবং আহারাদি সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত। যাঁহারা শান্তচিত্ত ও নির্ব্বিকার হইয়া, ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে আত্মার বশীভূত করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহারা অচিরাৎ মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়েন। যাঁহাদিগের কোন জীবের সহিত সন্দর্শন, সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভের উপযুক্ত পাত্র। কোন প্রাণীর হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। সকলের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করা বিধেয় নহে।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় বিষয়ে অনৈশ্বর্য্য[১], নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচপলতাই পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হও। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে কি ইহলোকে কি পরলোকে কোন লোকেই শোক বা ভয়ের লেশমাত্র থাকে না, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর? লোভবিহীন ব্যক্তিরা কিছুতেই শোকযুক্ত হয়েন না। অতএব লোভ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি তপোনুষ্ঠাননিরত, দমগুণসম্পন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করেন, সঙ্গ[২] পরিত্যাগ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বিষয়াসক্ত না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে কখনই দুঃখভোগ করিতে হয় না। যিনি আপনার চতুর্দ্দিকে দাম্পত্যসুখে[৩] পরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত? তাঁহাকে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না। কর্ম্মবশীভূত মানবগণ শুভকার্য্যফলে দেবত্ব, শুভাশুভকার্যফলে মনুষ্যত্ব এবং অশুভকর্ম্মফলে অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। সকল মনুষ্যই জরামৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি অহিতকে হিত, অধ্রুবকে ধ্রুব ও অনর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং কি নিমিত্তই বা মোহবশতঃ কোষকার কীটের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ রহিয়াছ?

পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর; অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট স্বীয় মুখ-লালা পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গে একান্ত অনুরক্ত হইলে পঙ্কনিমগ্ন

১। ২। সত্যবাক্য বরং গোপন করাই উচিত।

১। তুচ্ছবোধ। ২। আসক্তি। ৩। পতিপত্নীভাবের সুখ।

মত্ত-মতিঙ্গের ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইতে হয়। মানবগণ অজ্ঞান দ্বারা জল হইতে সমুদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় স্নেহজালে জড়িত হইয়া বিবিধ দুঃখভোগ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত ধনসমুদয় পরলোকে সহগামী হয় না; কেবল পুণ্য-পাপ পরলোকে সহচর হইয়া থাকে। যখন তোমাকে সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কালের বশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে হইবে, তখন তুমি কি নিমিত্ত স্বকার্য্যসাধনে যত্নবান্ না হইয়া অনর্থকর বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছ? তুমি অবলম্বন ও পাথেয় সঞ্চয় না করিয়া কিরূপে একাকী পরলোকগমনে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গমপথে গমন করিবে? তুমি পরলোকে প্রস্থান করিলে সুকৃত ও দুষ্কৃত ব্যতীত আর কেহই তোমার অনুগমন করিবে না।

বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচ ও বিবিধ জ্ঞান দ্বারা পরমার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। পরমার্থসিদ্ধি হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ হইতে হয়, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ঐ পাশ ছেদন করিয়া অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মূঢ়াত্মারা কোনক্রমেই উহা ছেদন করিতে পারে না। সংসারনদী অতি ভীষণ। রূপ ঐ নদীর কূল, মন উহার স্রোত, স্পর্শ উহার দ্বীপ, রস উহার প্রবাহ, গন্ধ উহার পঙ্ক এবং শব্দ উহার জলস্বরূপ। ক্ষমারূপ ক্ষেপণী[১] সম্পন্ন, ধর্ম্মস্থৈর্য্য[২] রূপ আকর্ষণরজ্জুযুক্ত, দান[৩] বায়ুপরিচালিত শরীরনৌকা দ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি প্রথমতঃ সংকল্পপরিত্যাগ দ্বারা ধর্ম্ম, লোভপরিত্যাগ দ্বারা অধর্ম্ম, বুদ্ধি দ্বারা সত্য মিথ্যা এবং পরমাত্মতত্ত্বনির্ণয় দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে এই অস্থিস্নায়ুযুক্ত, মাংসশোণিতলিপ্ত, মূত্র-পুরীষপরিপূর্ণ, জরাশোকসম্পন্ন, রোগের আকর-স্বরূপ, অনিত্য দেহ পরিত্যাগ কর।

এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার পঞ্চ-মহাভূত হইতে সমুদ্ভূত। পঞ্চ মহাভূত, পাঁচ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বাদিগুণ এই সপ্তদশকে অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐ সপ্তদশ অব্যক্ত, রূপাদি পঞ্চবিষয় এবং অহিংসা ও মমতা এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় নামেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে সংযুক্ত হইলেই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অতি সুখকর এবং জীবন ও মৃত্যু এই উভয় নিতান্ত দুঃখাবহ। যিনি যথার্থরূপে এই সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারেন, নিত্য ও অনিত্য উভয় বস্তুই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। জ্ঞেয় পদার্থ-সমুদয় পারম্পর্য্যক্রমেই[১] পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে ব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুমেয় পদার্থকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মাকে সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত অবলোকন করেন। তাঁহার জ্ঞান শক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। তিনি সেই শক্তি-প্রভাবে সর্ব্বদা সমুদয় জীবকে সন্দর্শন করেন। যিনি জ্ঞানবলে মোহজনিত বিবিধ ক্লেশ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অশুভ সন্দর্শন করিতে হয় না এবং তিনিই স্বীয় বুদ্ধি প্রকাশ দ্বারা চিরাচরিত মার্গ অতিক্রম করেন না। মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমাত্মাকে জন্মমৃত্যুবিহীন, শরীরস্থিত, নিরাকার ও নির্লিপ্ত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার জীবহিংসা দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাকে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অপথ্যসেবী আতুরের[২] ন্যায় নিতান্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। মোহান্ধ ব্যক্তিরাই বিবিধ দুঃখকে সুখজ্ঞান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করে। তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারমধ্যে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হয়। অতএব তুমি সংসারবন্ধ-বিহীন ও কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-বিজয়ী ও সিদ্ধ হও। পূর্ব্বকালে অনেক মহাত্মা তপোবলে সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত সুখসংবর্দ্ধনী[৩] সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।"

১। দাঁড়। ২। ধর্ম্মে দৃঢ়তা। ৩। দানরূপ।

১। পর-পর ক্রমে। ২। পীড়িতের। ৩। সুখবৃদ্ধিকারিণী।

একত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

সুখ-দুঃখের কারণ—প্রতিকার উপায়

নারদ কহিলেন, 'হে বৎস! শোকনাশন শান্তিকর শাস্ত্র শ্রবণ করিলে বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ ও পরম সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। সহস্র প্রকার শোক ও ভয় প্রতিদিন মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করে; পণ্ডিতেরা কখনই ঐ সমুদয়ে অভিভূত হয়েন না। এক্ষণে আমি তোমার অনিষ্টনাশের নিমিত্ত তোমাকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে পারিলেই শোক-সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। অল্পবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিরাই অনিষ্টসংযোগ[১] ও ইষ্টবিয়োগ নিবন্ধন মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়; অতএব অতীত বস্তুর গুণ চিন্তা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত হয়, তাহারা কোন কালেই স্নেহপাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না, মহাত্মারা কোন বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে সেই বিষয় অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও যশোলাভে বঞ্চিত হইয়া অতি কষ্টে কাল হরণ করিতে হয়। অনুতাপ দ্বারা কখনই অতীত বিষয় লাভ করা যায় না। সমুদয় প্রাণীই কখন বিষয় প্রাপ্ত ও কখন বা বিষয়চ্যুত হইতেছে। ইহলোকে কোন ব্যক্তিই সমুদয় ঘটনা দ্বারা শোকমুক্ত হয় না। যাহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অথবা প্রিয়বস্তুর বিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহারা দুঃখ দ্বারা দুঃখই লাভ করিয়া থাকে।

যাঁহারা ইহলোকে জন্ম-মরণ-প্রবাহ অবলম্বন করিয়া ইষ্টবিয়োগে শোকপ্রকাশ ও অশ্রুপাত না করেন, তাঁহারাই যথাথ সম্যগ্‌দর্শী। কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি প্রভূত যত্ন দ্বারাও উহা নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে ঐ দুঃখের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; চিন্তা না করাই দুঃখশান্তি করিবার মহৌষধ। চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবেই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। নিতান্ত বালকের ন্যায় শোক-হর্ষাদিতে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য ও প্রিয়সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই ঐ সমুদয় বিষয়ে আরক্ত হয়েন না। ইহলোকে সকলেরই পুত্রাদিবিয়োগ হইতেছে; অতএব তন্নিবন্ধন শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি পুত্রাদিবিয়োগ দর্শনে শোকের উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রযত্ন সহকারে উহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রায় সমুদয় মনুষ্যকেই সুখের পর বহুবিধ দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহবশতঃ বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ ও মৃত্যুকে অপ্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে। উঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ-লাভে সমর্থ হয়েন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক করেন না।

অর্থ উপার্জ্জন, রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময় বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে ক্লেশ প্রদান করে; অতএব অর্থনাশনিবন্ধন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তিরাই উত্তরোত্তর ধনের উন্নতি লাভ করিয়া বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইলেই বিনষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সমুদয় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদয় উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ এবং জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ হইবে। বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরম সুখের মূল; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরম ধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। আয়ু নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; নিমেষ-মাত্রও উহার বিশ্রাম নাই। অতএব শরীর যখন চিরস্থায়ী নহে, তখন ইহলৌকিক কোন বিষয়ই চিন্তা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা মনের অগোচর সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরম গতিলাভে সমর্থ হয়েন। ব্যাঘ্র যেমন পশুকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ মৃত্যু

১। অনর্থের সহিত সম্বন্ধ।

অর্থান্বেষণপরায়ণ বিষয়ভোগে অতৃপ্ত মূঢ়দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অতএব মৃত্যুযন্ত্রণা-মোচনের উপায় চিন্তা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ শোকবিহীন হইয়া কার্য্যারম্ভ এবং বিষয়মুক্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কি বলবান্, কি নির্ধন, যে ব্যক্তি যে সময়ে রূপ-রসাদি বিষয় সমুদয় ভোগ করে, তাহার তৎকালেই সুখলাভ হয়; কিন্তু পরে সেই সুখের লেশমাত্রও থাকে না। যখন পরস্পর সংযোগের পূর্ব্বে প্রাণিগণের দুঃখ উপস্থিত হয় না, তখন পরস্পরের বিয়োগে শোক করা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

মানবগণ ধৈর্য্য দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যাঁহারা কি পূজ্য, কি ইতর, সমুদয় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কালহরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বনিরত, নিরপেক্ষ ও লোভহীন হইয়া আত্মাকে সহায় করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।'

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

অমোঘ দৈবপ্রভাব

নারদ কহিলেন, 'হে বৎস! যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ, কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল, কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না। যাহা হউক, স্বভাবতঃ সর্ব্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাবধান ব্যক্তিকে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না। জরা, মৃত্যু ও রোগ হইতে প্রিয়তম আত্মাকে উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শারীরিক ও মানসিক রোগ সমুদয় ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধনুর্দ্ধরনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কের ন্যায় শরীরকে নিতান্ত নিপীড়িত করে। রোগার্ত্ত, একান্ত অবসন্ন, জীবিততৃষ্ণা[১]পরায়ণ মানবদিগের শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবা ও রজনী জীবগণের আয়ু গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত অপক্রান্ত[২] হইতেছে, কখনই প্রত্যাগত হইবে[১] না। কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনবরত গমনাগমন করিয়া মানবগণকে জীর্ণ করিতেছে; সূর্য্য স্বয়ং অজর, কিন্তু উনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদয় ও অস্তমিত হইয়া জীবগণের সুখ-দুঃখ জীর্ণ করিতেছেন; রাত্রিও মানবদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনাসমুদয়কে সহচর করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

যদি ক্রিয়াফল-সমুদয় পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যে যাহা বাসনা করিত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় নিয়মধারী[২] কার্য্যদক্ষ মতিমান্ ব্যক্তিও সমুদয় সৎকর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়, আবার অনেক সময় অনেক নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। ইহকালে কেহ কেহ সর্ব্বদা লোকের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে; কেহ কেহ বিনা চেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে; আবার কেহ কেহ বা বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

আর দেখ, মানবদিগের বীর্য্য এক স্থানে সম্ভূত হইয়া পুনরায় অন্য স্থানে গমনপূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করিতেছে। উহা অনেক সময় যথাস্থানে নিবেশিত হইয়াও গর্ভ উৎপাদন না করিয়াই চ্যুত[৩]কুসুমের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ পুত্রার্থে নানাবিধ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না; আবার কেহ কেহ বা গর্ভকে ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ক্লেশকর জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করিতেছে। অনেকানেক কুলকামিনী পুত্রকামনায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক দশমাস গর্ভধারণ করিয়া কুলাঙ্গার পুত্র প্রসব করে; কেহ কেহ জন্মাবধি পিতৃসঞ্চিত ধনধান্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে; আবার কেহ কেহ বা চিরকাল দুঃখে অতিবাহিত করিতেছে। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগসময়ে পুরুষের শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অন্ন পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না।

১। বাঁচিবার আগ্রহ। ২। [illegible]।

১। হয়। ২। নিয়মনিষ্ঠ। ৩। বৃন্ত হইতে স্খলিত।

সকলকেই মূত্রপুরীষের আধার গর্ভমধ্যে জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয়। কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ভমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না। কেহ কেহ গর্ভস্রাবে, কেহ কেহ জন্মপরিগ্রহের সময় এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থাবির্য্য[১] ও প্রাণরোধ প্রভৃতি দশা সমুদয় দেহকেই আক্রমণ করে; আত্মাকে কখনই আশ্রয় করে না। লোকে রোগে একান্ত আক্রান্ত হইলে তাহার উত্থানশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন সে আরোগ্যলাভের নিমিত্ত সুনিপুণ চিকিৎসক-গণকে বিপুল অর্থ প্রদান করে; কিন্তু চিকিৎসকগণ যার পর নাই যত্নবান হইয়াও উহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঔষধসঞ্চয়নিরত সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণকেও ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগগণের ন্যায় দারুণ রোগে সমাক্রান্ত হইতে হয়। তাহারা বিবিধ কটু-কষায় রস ও ঘৃত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যাহাদিগের চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। দেখ, মৃগ, পক্ষী, শ্বাপদ ও দরিদ্রগণকে কেহই চিকিৎসা করে না, অথচ তাহারা প্রায়ই সুস্থ শরীরে কালহরণ করিতেছে। কিন্তু উগ্রতেজাঃ দুর্দ্ধর্ষ নরপতিগণ নিরন্তর বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া যার পর নাই ক্লেশ পাইতেছেন।

এইরূপে মানবগণ সংসারসাগরের প্রবল শ্রোতে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোকমোহে পরিব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে। কেহই রাজ্য, ধন বা কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সকল কার্য্যেরই উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে ইহলোকে কাহাকেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অনেকানেক অপ্রমত্ত সরলস্বভাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাপানে উন্মত্ত ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূঢ়দিগকে উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেশ সমুপস্থিত হইলে উহার নিবারণের উপায়বিধান করিবার পুর্ব্বেই অনায়াসে উহা হইতে বিমুক্ত হয় এবং কেহ কেহ বা আপনার বিপুল অর্থ থাকিতেও উহা প্রাপ্ত না হইয়া যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করে। ইহলোকে কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন ফলের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

দেখ, কেহ কেহ শিবিকায়[১] আরোহণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে; কেহ কেহ রথে আরোহণ করিতেছে, আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে, আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষবিরহে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এইরূপে সমুদয় প্রাণীকেই কামনানিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়; অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া প্রথমতঃ জ্ঞানবলে ধর্ম্ম[২] অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া[৩] পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরম গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।'

নারদের উপদেশে শুকের বৈরাগ্য

অপোধনাগ্রগণ্য নারদ এই উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করিলে বহুতর কষ্টভোগ করিতে হয়, আর বেদবিদ্যার অনুশীলনও সামান্য পরিশ্রমের সাধ্য নহে। অতএব অল্পায়াস-সাধ্য নিত্যস্থান[৪] লাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। ঐ স্থান কিরূপ?' মহাত্মা শুকদেব এইরূপে অতি অল্পকালমাত্র তর্ক-বিতর্ক করিতেই নিত্যস্থান যে কিরূপ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি পুনরায় মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আহা! আমি কিরূপে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিব? ঐ স্থানে গমন করিলে আর আমাকে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না; কাহারও সহিত আমার কিছুমাত্র সংসর্গ থাকিবে না; আমার আত্মা এককালে শান্তি লাভ করিবে এবং আমি অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল

১। অত্যন্ত বার্দ্ধক্যে মতিচ্ছন্নতা—মূঢ়তা।

১। পাল্কীতে। ২—৩। ভাল-মন্দ সম্বন্ধ্যাপারহীন হইয়া। ৪। ব্রহ্মপদ।

পরম সুখে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে যোগ ব্যতীত সেই পরমপদলাভের উপায়ান্তর নাই।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয় না। অতএব আমি যোগবলে এই কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ুভূত[১] হইয়া তেজোরাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করিব। চন্দ্র দেবগণের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একবার ভূতলে নিপতিত[২] ও পুনর্ব্বার স্বর্গে অধিরূঢ় হয়েন এবং বারংবার তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না। চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পতন নাই। তিনি নিরন্তর তীক্ষ্ণ কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক লোক-সমুদয়কে তাপিত করিতেছেন। অতএব আমি এই কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিক্‌সমুদয়, আকাশ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিব। আজ দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার যোগবল দর্শন করুন। যোগবলে সমুদয় প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।'

মহাত্মা শুকদেব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লোকবিশ্রুত নারদের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় পিতা বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রের সেইরূপ বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে যোগানুষ্ঠানার্থ প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 'বৎস। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করি।'

ব্যাসদেব এইরূপ সস্নেহ-বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা শুকদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সিদ্ধগণ-নিষেবিত কৈলাসপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।"

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

শুকের যোগাবলম্বন—আত্মদর্শন

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক পরিচ্ছন্ন, জনশূন্য সমতল প্রদেশে উপবেশন করিয়া পাদ অবধি কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে একমাত্র আত্মাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে দিবাকর উদিত হইলে পূর্ব্বাস্য হইয়া বিনীত ভাবে কর-চরণ সংযমপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিলেন। যে স্থানে শুকদেব যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় পক্ষীর কোলাহল বা জনমানবের সঞ্চারমাত্র রহিল না। তিনি অতি অল্পক্ষণমধ্যেই সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, 'তপোধন। আপনি আমাকে যোগপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনার অনুকম্পায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট গতিলাভ করিব।'

দ্বৈপায়নতনয় শুক এই বলিয়া নারদকে অভিবাদন ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় যোগে মনোনিবেশ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে মনোমারুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সূর্য্যজ্বলসঙ্কাশ[১] মহাত্মা শুকদেব ত্রিলোককে আত্মময় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরপথে গমন করিতে লাগিলেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে অব্যগ্রমনে অকুতোভয়ে গমন করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে কহিলেন, 'এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ এবং দেহের উত্তরার্দ্ধ লম্বিত[২] করিয়া ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, ইনি কে?'

১। অতিসূক্ষ্ম বায়ুস্বরূপ। ২। উদিত।

১। সূর্য্য ও অগ্নির প্রভাবপুঞ্জযুক্ত। ২। দীর্ঘাকার।

অনন্তর সেই ধর্ম্মপরায়ণ ত্রিলোকবিশ্রুত মহাত্মা শুকদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক গভীরশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। পঞ্চচূড়াদি অপ্সরোগণ তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিল, "এই মহাত্মা উৎকৃষ্ট গতি লাভপূর্ব্বক বিমুক্তের ন্যায় নিস্পৃহভাবে এই দিকে আগমন করিতেছেন, ইনি কোন্ দেবতা?" অনন্তর শুকদেব সেই স্থান হইতে মলয়পর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হইয়া ক্রমে ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। ঐ পর্ব্বতে অপ্সরা উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি বাস করিতেছিল। উহারা শুককে দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তিকে কহিল, 'দেখ, বেদাভ্যাসনিরত ব্রাহ্মণের কি বুদ্ধির একাগ্রতা। ইনি পিতৃশুশ্রূষা দ্বারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকালমধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিতেছেন। ইনি সাতিশয় পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পিতার অতিশয় প্রিয়। ইঁহার পিতা ইঁহাকে কিরূপে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন?'

উর্ব্বশী এই কথা কহিবামাত্র ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের পিতৃবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দিক্, শৈল, কানন, সরিৎ ও সরোবর-সমুদয়ের প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে অভ্রান্তচিত্তে শুকদেবকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই শৈলকানন প্রভৃতি সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে আত্মীয়গণ! যদি আমার পিতা আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে আমাকে আহ্বান করিতে করিতে আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তোমরা সকলে সমাহিত-মনে তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। তোমরা আমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমার এই বাক্যটি অবশ্য রক্ষা করিও।'

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে দিঙ্মণ্ডল, কানন, শৈল, সমুদ্র ও নদী-সমুদয় তাঁহাকে কহিল, 'মহাত্মন্! আপনি যেরূপ অনুজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তাহা সম্পাদন করিব। আপনার পিতা মহর্ষি ব্যাস আপনাকে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।'

চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

পুত্রস্নেহে ব্যাসের চিত্তচাঞ্চল্য

মহাতপস্বী শুকদেব শৈল-কানন প্রভৃতিকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যজনিত চতুর্ব্বিধ দোষ এবং তম, রজ ও সত্ত্বগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত হইয়া ধূমশূন্য পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা[১] পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে উল্কাপাত দিগ্দাহ ও ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইল। বৃক্ষশাখা ও পর্ব্বতশৃঙ্গ-সমুদয় নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, নির্ঘাতশব্দে[২] হিমালয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভাস্করের প্রভা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল, অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ হইল এবং হ্রদ, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি জলাশয় সমুদয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাত্মার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র সুগন্ধ বারিবর্ষণ ও পবনদেব দিব্যগন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা শুকদেব উত্তরদিকে হিমাচল ও মেরুপর্ব্বতের পরস্পরসংশ্লিষ্ট[৩] সুবর্ণ ও রজতময় শত-যোজনবিস্তীর্ণ অতি মনোহর শৃঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি সেই শৃঙ্গদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র উহারা তাঁহার গতিরোধ করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করিল। শুকদেব অচিরাৎ সেই পথ দিয়া নির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিল। স্বর্গে দেবতাদিগের ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ এবং ঐ হিমালয়নিবাসী যাবতীয় প্রাণী মুক্তকণ্ঠে দ্বৈপায়নতনয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর মহাত্মা শুকদেব আকাশ-মার্গে গমন করিতে করিতে পুষ্পিত বৃক্ষ ও উপবন-যুক্ত অতি রমণীয় মন্দাকিনী সন্দর্শন করিলেন। ঐ নদীতে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপ্সরা-গণ বিবস্ত্রা হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা

১। শুক। ২। বজ্রশব্দে। ৩। পরস্পর মিলিত।

শুকদেবকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না।

ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শুকদেবের ঊর্দ্ধপ্রয়াণের[১] বিষয় অবগত হইয়া পুত্রস্নেহনিবন্ধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শুকদেব এককালে মমতাশূন্য হইয়া বায়ুর ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক স্বীয় প্রভাবপ্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন।

ব্যাস-শুকের যোগপ্রভাব-তারতম্য

তখন মহর্ষি বেদব্যাস যোগগতিপ্রভাবে নিমেষমধ্যে শুকদেব যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথমে আকাশমার্গে সমুদিত হইয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা শুকদেব পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঐ সময় মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া শুকদেবের অলৌকিক কার্য্য-সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের ঊর্দ্ধপ্রয়াণবার্ত্তা[২] সবিশেষ অবগত হইয়া 'হা বৎস!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ত্রিলোক অনুনাদিত[৩] করিলেন। তখন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ধর্ম্মাত্মা শুকদেব সর্ব্বগামী হইয়া পর্ব্বতাদি সকল পদার্থ হইতে 'ভো, এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় সমুদয় বিশ্বমধ্যে 'ভো' এই একাক্ষর শব্দ সমুচ্চারিত হইল; সেই অবধি অদ্যাপি গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার প্রতিশব্দ প্রাদুর্ভূত হয়।

মহাত্মা শুকদেব এইরূপে শব্দাদি গুণসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস অমিততেজাঃ স্বীয় পুত্রের প্রভাব দর্শনপূর্ব্বক সেই হিমালয়-প্রস্থ দেশে আসীন হইয়া তাঁহার বিষয় অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই মন্দাকিনী তীরস্থিত বিবস্ত্র অপ্সরাগণ তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া কেহ কেহ জলে নিমগ্ন, কেহ কেহ বনমধ্যে প্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ বা স্ব স্ব বসনগ্রহণে একান্ত তৎপর হইল। মহাত্মা ব্যাসদেব তদ্দর্শনে পুত্রকে মুক্ত ও আপনাকে বিষয়াসক্ত বিবেচনা করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় সমাক্রান্ত হইলেন।

১। ঊর্দ্ধগতির। ২। ঊর্দ্ধগমনসংবাদ। ৩। প্রতিধ্বনিত।

শিবকর্ত্তৃক ব্যাসের সান্ত্বনা—বরপ্রদান

অনন্তর মহর্ষিগণপূজিত ভগবান্ পিনাকপাণি[১] দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রশোকার্ত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আগমনপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, 'মহর্ষে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমিও তোমাকে তোমার প্রার্থনানুরূপ পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সেই দেবদুর্লভ পরম গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? নগর ও পর্ব্বত-সমুদয় যে পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তির ঘোষণা হইবে। এক্ষণে আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে স্বীয় পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিতে পারিবে।' ভগবান্ ভূতপতি ব্যাসদেবকে এইরূপ বর প্রদান করিলে তিনি পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের জন্ম ও সদ্গতি প্রভৃতি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপস্বী বেদব্যাস বারংবার এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি এই মোক্ষধর্ম্মযুক্ত পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে শান্তগুণাবলম্বী হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারেন।"

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

নব-নারায়ণতত্ত্ব—নারায়ণ-নারদ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের বাসনা করিবেন, কোন্ দেবতার আরাধনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য? তিনি কাহার প্রসাদে স্বর্গ ও মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং কোন্ বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম

১। মহাদেব।

করা তাঁহার আবশ্যক? লোকে মুক্ত হইলে কোন্ স্থানে গমন করে? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না? দেবতা ও পিতৃগণের পিতা কে এবং কোন পুরুষই বা সেই দেবতা ও পিতৃগণের পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ? এই সমুদয় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। তুমি যে সকল নিগূঢ় প্রশ্ন করিলে, আমি ভগবান্ নারায়ণের প্রসন্নতা ও জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে তর্কশাস্ত্রানুসারে শতবর্ষেও ঐ সমুদয়ের উত্তরপ্রদানে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে এই উপলক্ষে নারায়ণ-নারদসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন, সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর-নারায়ণ উভয়েই বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। তৎকালে তাঁহাদিগের তপোবল ও তেজ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, দেবগণও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহারা যে দেবের প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন।

একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়ের ইচ্ছানুসারে সুমেরুশৃঙ্গ হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমনপূর্ব্বক তত্রত্য সমুদয় স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নর ও নারায়ণের আহ্নিকসময়ে বদরিকাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আহা! এই স্থান দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদয় লোকের আবাসভূমি। ইহাতে ভগবান্ নর ও নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছেন। আজ সেই ভগবানের অংশ নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরির অনুগ্রহে আমার ধর্ম্মোপার্জ্জন সফল হইল। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ও হরি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাপুরুষদ্বয় এক্ষণে আহ্নিকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ইঁহারা পরব্রহ্মস্বরূপ। ইঁহাদিগের আবার আহ্নিকক্রিয়া কি? ইঁহারা সর্ব্বভূতের পিতা ও দেবতাস্বরূপ হইয়া কোন্ দেবতার বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।'

দেবর্ষি নারদ ভক্তিভাবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নর ও নারায়ণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও দেবতা ও পিতৃগণের পূজা সমাধানপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন।

তখন তপোধনাগ্রগণ্য নারদ নর ও নারায়ণের সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক যার পর নাই প্রীত হইয়া মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! বেদ, বেদাঙ্গ ও পুরাণসমুদয়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে। তুমি অজ, ধাতা, নিত্য ও অমৃতস্বরূপ। তোমাতেই সমুদয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চারি আশ্রমবাসী লোকেরা সকলেই তোমাকে নানারূপে নিরন্তর উপাসনা করে এবং পণ্ডিতেরা তোমাকেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজ কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ?'

নারদস্তবে তুষ্ট—নারায়ণের আত্মতত্ত্বপ্রকাশ

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবর্ষে! তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; কিন্তু আমি তোমার ভক্তিদর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি; সুতরাং উহা তোমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সর্ব্বভূত হইতে অতীত, পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা সেই পরমাত্মাকে পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা বা ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই। তিনিই আমাদিগের আত্মস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই লোকোৎপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই আজ্ঞানুসারে মানবগণ দেবতা

ও পিতৃগণের আরাধনা কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠি, সূর্য্য, চন্দ্র, কর্দ্দম, ক্রোধ, বিক্রীত ও প্রচেতা এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমাত্মার দৈব ও পৈত্র কার্য্য-সমুদয় অবগত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অভিষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গবাসী প্রাণিগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর, পঞ্চদশ কলাত্মক স্থূলশরীর, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও কর্ম্ম-সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মুক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ হইয়াও কেবল মায়াপ্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হয়েন। আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি। বেদাধ্যয়ননিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা পরিণামে সেই পরম-পদার্থ লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। আমি তোমার ভক্তি-দর্শনে প্রীত হইয়া তোমার নিকট এই সমুদয় গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।”

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

আদি বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনার্থী নারদের শ্বেতদ্বীপগমন

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ সকল লোকের আশ্রয়স্থান ভগবান্ নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে দেব! তুমি স্বয়ম্ভু হইয়াও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের আলয়ে চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বকার্য্যসাধন কর। আমি অদ্য তোমার শ্বেতদ্বীপস্থিত আদ্যমূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করি। আমি সতত গুরুলোকের অর্চ্চনা করিয়া থাকি; অন্যের গোপনীয় বিষয় কদাচ প্রকাশ করি নাই; যত্নপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কখনই মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ, অন্যায়লব্ধ দ্রব্যে উদরপূরণ, পরদারাপহরণ, অপবিত্রস্থানে সঞ্চরণ বা অন্যের দানগ্রহণ করি নাই; শত্রু ও মিত্রকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকি এবং নিরন্তর ভক্তিভাবে সেই আদিদেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছি। যখন আমি এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব[১] হইয়াছি, তখন সেই অনন্তদেবের দর্শন লাভ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে।’ তখন মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে নিত্যধর্ম্মের রক্ষক ভগবান্ নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, ‘তপোধন! স্বচ্ছন্দে আপনার অভিলষিত স্থানে গমন কর।’

তখন দেবর্ষি নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সুমেরু-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া উহার শিখরদেশে ক্ষণকাল উপবেশনপূর্ব্বক বায়ুকোণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, ক্ষীর-সমুদ্রের উত্তরদিকে শ্বেতনামে অতি বিস্তীর্ণ দ্বীপ বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সুমেরু-পর্ব্বতের মূল হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধ। ঐ দ্বীপে বহুসংখ্য বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন পুরুষ বাস করেন। উঁহারা প্রাকৃতিক স্থূলদেহবিমুক্ত, শব্দাদি-বিষয়ভোগশূন্য, নিশ্চেষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও পাপবিরহিত। পাপাত্মারা উঁহাদিগকে অবলোকন করিলে তাহাদের নেত্র দগ্ধ হইয়া যায়। উঁহাদিগের দেহ বজ্রাস্থির[২] ন্যায় সুদৃঢ়, মস্তক ছত্রাকার ও চরণতল রেখাশতসংযুক্ত[৩]। উঁহারা মান ও অপমানে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। উঁহাদিগের মুখ চারিটি, ক্ষুদ্র দন্ত আটটি ও দীর্ঘ দন্ত আটটি। ঐ সমস্ত অলৌকিক রূপযৌবনসম্পন্ন, যোগপ্রভাবলব্ধ-বলবীর্য্যযুক্ত মহাপুরুষেরা, যাঁহা হইতে বেদ, ধর্ম্ম এবং প্রশান্তচিত্ত মুনি, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কালকেও গ্রাস করিতে পারেন।

১। পবিত্র হৃদয়। ২। বজ্র ও অস্থির। ৩। শতরেখাযুক্ত।

শ্বেতদ্বীপপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্ত-উপরিচরচরিত্র

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'পিতামহ! ইন্দ্রিয়শূন্য, নিরাহার, স্পন্দবিরহিত, সুগন্ধযুক্ত, শ্বেতদ্বীপনিবাসী পুরুষেরা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের কিরূপ সদ্‌গতিই বা লাভ হইবে? ইহলোকে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা কি শ্বেতদ্বীপনিবাসীদিগের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হয়েন? আপনি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছেন; অতএব এক্ষণে আমার এই সংশয় ছেদন করুন। ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যে কথা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান উপলক্ষে সেই সুবিস্তীর্ণ অতি উৎকৃষ্ট কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে উপরিচর নামে হরিভক্তিপরায়ণ পরমধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। উঁহার তুল্য পিতৃভক্তিপরায়ণ ও অনলস ভূপতি আর কেহই ছিলেন না। ইন্দ্রের সহিত উঁহার সবিশেষ সখ্যভাব ছিল। ঐ মহীপাল পূর্ব্বে নারায়ণের বরপ্রভাবে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। উনি সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করিতেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অন্নদান করিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ সত্যপরায়ণ ও দয়াবান্ ভূপতি অনাদি, অনন্ত, লোকস্রষ্টা, দেবদেব, ভগবান্ বিষ্ণুকে অন্তরের সহিত ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার গাঢ়তর বিষ্ণুভক্তি-দর্শনে যারপর নাই প্রীত হইয়া উঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন ও এক আসনে উপবেশন করিতেন।

রাজা উপরিচর আপনার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী ও যানবাহন প্রভৃতি সমুদয় ভোগ্যবস্তু নারায়ণপ্রসাদলব্ধ বলিয়া তাঁহাকেই সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয় কার্য্য-সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার আলয়ে পঞ্চরাত্রবিৎ প্রধান শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভোগ্য দ্রব্য-সমুদয় প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ভোজন করিতেন। ঐ মহীপাল যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন, তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে কদাচ মিথ্যাবাক্য বিনিঃসৃত বা মনোমধ্যে কোন অসৎ কল্পনা সমুদিত হইত না। তিনি অতি অল্পমাত্র পাপকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতেন না। ঐ রাজা সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে প্রজাপালন করিতেন। এক্ষণে ঐ নীতিশাস্ত্র যেরূপে প্রণীত হইল, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ঋষিগণের শাস্ত্রপ্রণয়ন-বিবরণ

পূর্ব্বে সুমেরুপর্ব্বতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজাঃ বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থান করিতেন। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্র-শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উঁহাদিগের অষ্টম। ঐ সমস্ত একাগ্রচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সংযমী, ত্রিকালজ্ঞ, সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোকসকলকে স্ব স্ব নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। উঁহারা এক-মতাবলম্বনপূর্ব্বক লোকের হিতকর বিষয়-সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া বেদচতুষ্টয়-সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। ঐ শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তিত এবং ভূলোক ও দ্যুলোকের নানাপ্রকার নিয়মপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সমস্ত মহর্ষি অন্যান্য তপোবনের সহিত দেবমানের সহস্র বৎসর ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী সরস্বতীকে উঁহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করাতে সরস্বতী লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত উঁহাদের শরীরে প্রবেশ করেন।

তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ দেবী সরস্বতীর সাহায্য লাভ করিয়া সেই শব্দ, অর্থ ও হেতুগর্ভ শাস্ত্র-প্রণয়নে কৃতকার্য্য হয়েন। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের অগ্রে প্রস্তুত হয়। মহর্ষিগণ এই ওঁকারস্বর-সমলঙ্কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পরম-কারুণিক নারায়ণকে শ্রবণ করাইলেন। অচিন্ত্যদেহ ভগবান্ নারায়ণ ঐ শাস্ত্র-শ্রবণে যারপর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে সেই তপোধনগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষি-গণ! তোমরা এই যে লক্ষ-শ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট নীতি-শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছ, ইহা হইতেই সমগ্র লোকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদের অবিরোধী; সুতরাং ইহাই লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্থল হইবে। ব্রহ্মার

প্রসন্নতা রুদ্রদেবের ক্রোধ, তোমাদিগের প্রজাসৃষ্টি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, সলিল, অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূতগণের স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের আত্মাশ্রয় বিষয়ে যেমন কাহারই সংশয় উপস্থিত হয় না, সেইরূপ কহিতেছি, তোমাদিগের এই শাস্ত্রে কদাচ কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্মকীর্ত্তন করিবেন। বৃহস্পতি ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া তোমাদিগের এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে সকলকে উপদেশ দিবেন। উঁহারা সর্ব্বত্র এই শাস্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে রাজা উপরিচর বৃহস্পতি হইতে ইহা লাভ করিবেন। সেই রাজা সদ্ভাবসম্পন্ন ও আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তিপরায়ণ হইবেন। তিনি তোমাদিগের এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। তোমাদিগের প্রণীত এই শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও গুহ্য বিষয় সমুদয় বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা এই নীতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া পুত্রলাভ করিবে এবং রাজা উপরিচরও ইহার প্রভাবে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন। উপরিচরের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে এই সনাতন নীতিশাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে।'

পুরুষোত্তম নারায়ণ এই বলিয়া সেই তপোধনগণকে বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। অনন্তর সত্যযুগে বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করিলে সেই মহর্ষিগণ তাঁহার হস্তে সেই বেদবেদাঙ্গমূলক নীতিশাস্ত্রের প্রচারভার সমর্পণ করিয়া তপোনুষ্ঠানার্থ অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।"

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

উপরিচরের অশ্বমেধ যজ্ঞ

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহাকল্পের অবসানে নানাগুণসম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক দেবতাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলে দেবগণ যারপর নাই সুখী হইয়াছিলেন। মহারাজ উপরিচর তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সপ্তর্ষিপ্রণীত সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ রাজা দৈববিধি অনুসারে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যপালন করিতেন। উনি মহাসমারোহে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা এবং প্রজাপতিপুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত, মহর্ষি ধনুরাখ্য, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা কপিল, আদ্য কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৈত্তিরি, মহর্ষি কণ্ব ও দেবহোত্র সদস্য হইয়াছিলেন। নরপতির আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞভূমিতে সমুদয় যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার সঞ্চিত হইয়াছিল। মহারাজ উপরিচর এরূপ অহিংসাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি ঐ যজ্ঞেও পশুহত্যা করেন নাই? অরণ্যসম্ভূত বস্তুদ্বারা তাঁহার যজ্ঞভাগ সমুদয় কল্পিত হইয়াছিল। সংসারভারহর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ হরণ করেন। ঐ সময় আর কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত ও আকাশপথে মহাবেগে স্রুক্ উদ্যত করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে রাজা উপরিচরকে কহিলেন, 'মহারাজ! এই আমি ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞভাগ স্থাপন করিলাম, ইহা তিনি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার সমক্ষে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই'।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! উপরিচরের যজ্ঞের সমুদয় দেবতা মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ কি নিমিত্ত অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগহরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

যজ্ঞে বৃত মহর্ষিগণের প্রতি আকাশবাণী

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তখন মহারাজ উপরিচর ও সদস্যগণ বৃহস্পতিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! ক্রোধ করা সত্যযুগের ধর্ম্ম নহে, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি যে দেবতার ভাগ কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার ক্রোধ নাই। ঐ মহাত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তিনিই উঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারই তাঁহাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই।'

তখন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা একত, দ্বিত ও ত্রিত বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুরগুরো!

আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। পূর্বে আমরা দেবদেব সনাতন নারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদসাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমনপূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। তপোনুষ্ঠান-সমাপনের পর আমাদিগের অবভৃতস্নানসময়ে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর-স্বরে এই আকাশবাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, 'হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ-কারলাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ বটে; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরভাগে শ্বেত-দ্বীপ নামে এক প্রভাবসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বহুসংখ্যক মহাত্মা বাস করেন। উঁহারা সকলেই ইন্দ্রিয়বিহীন, স্পন্দ-হীন, সুগন্ধযুক্ত ও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ। ঐ মহাত্মারাই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ স্থানে দেবদেব নারায়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে। অতএব তোমরা যদি তথায় গমন করিতে পার, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবে।'

মহর্ষিগণের শ্বেতদ্বীপ দর্শন

এইরূপ দৈববাণী হইলে আমরা উহা শ্রবণ করিবা-মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দৈবনির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম; কিন্তু সেই স্থানে গমন করিবামাত্র আমাদিগের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা পরমপুরুষের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে আমাদিগের জ্ঞানোদয় হইলে আমরা 'কঠোর তপোবল না থাকিলে কেহই সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না,' এই বিবে-চনা করিয়া সেই স্থানে পুনরায় সাত বৎসর ঘোর-তর তপস্যা করিলাম। আমাদিগের তপস্যা সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, চন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহাত্মারা কেহ প্রাঙ্মুখ ও কেহ উদঙ্মুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। যুগক্ষয়ে সূর্য্যের যেরূপ প্রভা প্রকাশিত হয়, শ্বেতদ্বীপবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ প্রভাসম্পন্ন। আমরা তত্রত্য সমুদয় ব্যক্তিকে তুল্যরূপ তেজঃসম্পন্ন দেখিয়া সেই দ্বীপকে তেজের আবাস বলিয়া বোধ করিলাম। অনন্তর যুগপৎ সমুত্থিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা সহসা আমাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ সময় সেই শ্বেতদ্বীপনিবাসী মহাত্মারা[১] 'আমিই সর্ব্বাগ্রে গমন করিলাম,' এই কথা কহিতে কহিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া সেই তেজঃপুঞ্জাভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। তৎকালে সেই আলৌকিক তেজঃপ্রভাবে সহসা আমাদিগের দৃষ্টি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি-সমুদয় প্রতিহত হইয়া গেল। তখন কেবল এইমাত্র শব্দ আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক, হে হৃষীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন, মহাপুরুষ ও সকলের আদি, তোমাকে নমস্কার।' ঐ সময় বিবিধ গন্ধযুক্ত পবিত্র সমীরণ দিব্য পুষ্প ও ওষধি বহন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই তেজস্বী পুরুষগণ পরম ভক্তি-সহকারে কায়মনোবাক্যে সেই তেজঃপুঞ্জের পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মা-দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান্ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহার মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ু প্রতিনিবৃত্ত ও পূজোপহার-সমুদয় প্রদত্ত হইলে, আমরা নিতান্ত চিন্তাকুল হইলাম। ঐ সময় সেই বিশুদ্ধযোনিসম্ভূত সহস্র সহস্র মহাত্মার মধ্যে একজনও আমাদিগের প্রতি মনঃসংযোগ বা দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারা সকলেই সুস্থচিত্তে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিত্তসমাধান করিয়া রহিলেন।

এইরূপে আমরা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলে ক্ষণকাল পরে এই আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল যে, 'হে মুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ মানব-গণকে সন্দর্শন করিলে, ইঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য; ইঁহারা ভগবান্ নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভে

১। মহাত্মাদিগের সকলেই।

সমর্থ হয়েন। তোমরা অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান-কর। ভক্তিহীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন না। বহুকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একেবারে তদ্গতচিত্ত হইতে পারিলেই সেই দুর্নিরীক্ষ্য নারায়ণকে সন্দর্শন করিতে পারা যায়। এখনও তোমাদের কর্ম্ম শেষ হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে তোমাদিগকে মহৎ-কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সত্যযুগ অতীত হইয়া বৈবস্বতকল্পে[১] পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাদিগকে তাঁহাদের সহচর হইতে হইবে।'

দেবশাপে উপরিচরের ভূগর্ভে প্রবেশবার্ত্তা

হে সুরাচার্য্য। আমরা তৎকালে সেই অমৃত-তুল্য অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা ও হব্য-কব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কিরূপে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে? ভগবান নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, হব্যকব্যভোক্তা, জরামৃত্যুবিহীন, সূক্ষ্ম ও ও দেবদানবগণের পূজিত।'

হে ধর্ম্মরাজ। একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এইরূপে বিবিধ অনুনয়-বিনয় করিলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সত্যধর্ম্মপরায়ণ নরপতি উপরিচর পরম সুখে প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া-ছিলেন। ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণের মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।"

১। বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে।

অষ্টত্রিংদশধিকত্রিশততম অধ্যায়

উপরিচরের অভিশাপকারণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। রাজা উপরিচর অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। এই স্থলে মহর্ষি-ত্রিদশসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, 'অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগপশুকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।' মহর্ষিগণ কহিলেন, 'বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পরিহিংসা করা কিরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?'

দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপে বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, 'সুরগণ। এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর। ফলতঃ ইনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।'

তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরি-চরের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ। ছাগপশু ও ওষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি উহা নিরাকরণ কর। আমাদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে, তাহাই প্রমাণ।' তখন মহারাজ বসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'আপনাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট

তাহা ব্যক্ত করুন।' মহর্ষিগণ কহিলেন, 'মহারাজ! আমাদিগের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করাই শ্রেয়ঃ। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ কর।'

তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়।' তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজ অবধি তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল। তুমি আমাদিগের অভিশাপ-প্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে।'

অভিশপ্ত উপরিচরের জন্য বসুধারা ব্যবস্থা

মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার স্মরণ-শক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর বসুর শাপশান্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, 'এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার শাপমোচনের উপায়-বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।' তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টমনে উপরিচরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু। তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপমোচন করিয়া দিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহাদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতঃপর তোমাকে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ-দোষে যত দিন ভূগর্ভে বাস করিবে, তত দিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃতভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হইবে।' ঐ ঘৃতধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি যখন ভূবিবরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারা ও আমাদিগের প্রদত্ত তেজঃপ্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কোনক্রমেই নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা তোমাকে আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে, সর্ব্বদেবপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন।' দেবগণ মহারাজ উপরিচরকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণুর আদেশে উপরিচরের ঊর্দ্ধগতি

অনন্তর রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণনির্দ্দিষ্ট মন্ত্র জপ এবং তাঁহারই উদ্দেশে পঞ্চকালে[১] পঞ্চ-যজ্ঞের[২] অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ নারায়ণ রাজা উপরিচরের ভক্তি দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া মহাবেগসম্পন্ন পক্ষিরাজ গরুড়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৈনতেয়! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বসু রোষাবিষ্ট ব্রাহ্মণের অভিশাপ-প্রভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে অবিলম্বে ঐ রাজাকে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর।' তখন বিহগরাজ পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক বায়ুবেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও উপরিচরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক সহসা নভোমণ্ডলে গমন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র মহারাজ উপরিচর পুনরায় দেবশরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

১—২। সূর্য্যোদয়ে বেদপাঠ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞের, পূর্ব্বাহ্ণে দেব-পূজাদি দ্বারা দেবযজ্ঞের, মধ্যাহ্নে অতিথিসেবাদি দ্বারা নৃযজ্ঞের, অপরাহ্ণে বলিবৈশ্বাদি দ্বারা পিতৃযজ্ঞের, নিজের আহারের পূর্ব্বে গ্রাম্য বন্যপ্রাণীদিগকে অন্নাদি দান দ্বারা ভূতযজ্ঞের।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহারাজ উপরিচর বাক্যদোষে ব্রাহ্মণগণের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অধোগতি লাভ এবং পরিশেষে দেবগণের অনুগ্রহে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেবাদিদেব হরির আরাধনা করিতেন বলিয়াই অচিরাৎ তাঁহার শাপশান্তি ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এই আমি তোমার নিকট উপরিচর রাজার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে নারদ যেরূপে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।"

একোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন—বিষ্ণুস্তব

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে সমুপস্থিত হইয়া, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্রস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, তাঁহারাও মনে মনে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

অনন্তর তিনি ভগবান্ নারায়ণের দর্শনাভিলাষে জপপরায়ণ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই নির্গুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 'হে দেবদেবেশ! তুমি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, ত্রিগুণময়, অমৃত, অমৃতাক্ষ, অনন্তদেব, আকাশ ও নিত্যস্বরূপ। কার্য্যকারণ দ্বারা কখন তোমাকে জ্ঞাত হওয়া যায়; আবার কখন অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে নারায়ণ! তুমি সত্যময়, আদিদেব ও সমুদয় কর্ম্মের ফলপ্রদ। তুমি প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি, ঊর্জ্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি, মরুৎপতি, সলিলপতি, পৃথিবীপতি ও দিক্‌পতি। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি জগতের একমাত্র আধার হইয়া থাক। তুমি অপ্রকাশ ও ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা। তুমি যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদিস্বরূপ। শাস্ত্রে তোমাকেই মহারাজিকাদি[1] গণচতুষ্টয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি দীপ্তিশীল ও মহাদীপ্তিশীল। তুমি চতুর্দ্দশ যম, যমপত্নী ও চিত্রগুপ্তাদিস্বরূপ। তোমাকে তুষিত[2] মহাতুষিত নামক দেবগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি রোগ ও আরোগ্য, কামাদিবশীভূত ও জিতেন্দ্রিয় এবং স্বাধীন ও পরাধীন। তুমি অপরিমেয়, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, ঋত্বিক্, বেদ, অগ্নি ও যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। যজ্ঞে তোমাকেই স্তব করিয়া থাকে এবং তুমি সমুদয় যজ্ঞভাগ অধিকার কর। তুমি দিবারাত্রি, মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর এই পঞ্চকাল-বিধাতার অধিপতি। পঞ্চরাত্র[1] বেদে[2] তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত আছে। তুমি বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত ও মানসিক[3]। তোমাতে সমুদয় নামের সম্ভব হয়। তুমি ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। তুমি দেবব্রত সমাপ্ত করিয়া অবভৃতে[4] পূত হইয়াছ। লোকে তোমাকে হংস, পরমহংস, পরমযাজ্ঞিক, সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তুমি জীব, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, সমুদ্রজল, দেব ও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শয়ন কর বলিয়া তোমাকে অমৃতেশয়, হিরণ্যশয়, দেবেশয়, কুশেশয়, ব্রহ্মেশয় ও পদ্মেশয় এই ছয় নামে আহ্বান করা যায়। তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বক্‌সেন, জগতের আদিকারণ ও প্রকৃতি। তোমার আস্যদেশ অগ্নিস্বরূপ। তুমি বড়বানল, আহুতি, সারথি, বষট্‌কার, ওঙ্কার তপস্যা, মন, চন্দ্রমা, চক্ষু, আজ্য, সূর্য্য, দিগ্‌ভানু, বিদিগ্‌ভানু, হয়গ্রীব, ঋগ্বেদোক্ত প্রথম মন্ত্রত্রয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা, গার্হপত্যাদি পঞ্চ অগ্নি ষড়ঙ্গবেদ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, জ্যেষ্ঠসামগ ও সামবেদোক্ত ব্রতধারী অথর্ব্বশিরাঃ, পঞ্চ মহাকল্পে ফেনপাচার্য্য, বালখিল্য, বৈখানস, অভগ্নযোগ, পরিসংখ্যাবিহীন, যুগাদি, যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল প্রাচীনগর্ভ, কৌশিক, পুরুষ্টুত, ও পুরুহূতস্বরূপ। তুমি বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বরূপী। তুমি নাচিকেত নামক অগ্নিতে তিনবার যজ্ঞ করিয়াছ। তোমার গতি বা ভোগের ইয়ত্তা নাই। তুমি আদ্যন্তমধ্যবিহীন। তুমি ব্রতবাস, সমুদ্রাদিবাস, যশোবাস, তপোবাস, লক্ষ্যাবাস, দয়াবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্ত্যাবাস, শ্রীনিবাস ও সর্ব্বাবাস। তুমি বাসুদেব, সর্ব্বচ্ছন্দক, হরিহর, অশ্বমেধ, যজ্ঞভাগহর, বরপ্রদ, সুখপ্রদ ও ও ধনপ্রদ। তুমি যম, নিয়ম, মহানিয়ম কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র ও সর্ব্বকৃচ্ছ্র। তুমি নিয়মধর শ্রমবিহীন, ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক, বেদক্রিয়, অজ সর্ব্বগতি, সর্ব্বদর্শী,

---

১। সাধ্যগণাদি। ২। প্রাণ অপানাদি বায়ু।

১—২। পঞ্চরাত্র নামক বেদের সংহিতাগ্রন্থে। ৩ মনোগম্য। ৪। যজ্ঞান্ত স্নানে—যজ্ঞাবসানকালীন অভিষেকে।

ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্যময়-শরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরণ্ময়, বৃহৎ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্রগণ্য, প্রজাসমূহের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, মহামায়াধর, চিত্রশিখণ্ডী, বরপ্রদ ও পুরোডাশ-ভাগহারী। তুমি সমুদয় যজ্ঞ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার তৃষ্ণা বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তুমি সমুদয় কার্য্যে প্রবৃত্ত; আবার সমুদয় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণরূপী, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বমূর্ত্তি, বান্ধব ও ভক্তবৎসল। তোমাকে অসংখ্য নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব। আমি নিতান্ত ভক্ত; তোমার দর্শনার্থ একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি'।"

চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

বিষ্ণুর কৃপায় নারদের বিশ্বরূপ দশন

ভীষ্ম কহিলেন, "তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এইরূপ গুহ্য নাম সমুদয় উচ্চারণপূর্ব্বক বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, এক অসংখ্য-নেত্র, অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য বাহু ও অসংখ্যোদর মহাপুরুষ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শরীরের কোন স্থান শুকপক্ষীর ন্যায়, কোন স্থান স্ফটিকের ন্যায়, কোন স্থান নীল-কজ্জলের ন্যায়, কোন স্থান সুবর্ণের ন্যায়, কোন স্থান প্রবালের ন্যায়, কোন স্থান শ্বেত বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান নীল-বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কোন স্থান ময়ূরগ্রীবার[১] ন্যায় ও কোন স্থান মুক্তাহারের ন্যায় বর্ণে সুশোভিত এবং কোন স্থান বা নিতান্ত অব্যক্ত। তিনি এক মুখে ওঙ্কারযুক্ত সাবিত্রী উচ্চারণ ও অন্যান্য মুখ-সমুদয়ে আরণ্যক[২] প্রভৃতি বিবিধ বেদমন্ত্র গান করিতেছেন এবং তাঁহার করে বেদ, কমণ্ডলু, বিবিধ শুভ্র মণি, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ডকাষ্ঠ ও জ্বলিত হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছে; চরণে অপূর্ব্ব পাদুকা শোভা পাইতেছে। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের সেই অপরূপ রূপ-দর্শনে পুলকিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

তখন সেই দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবর্ষে! পূর্ব্বে মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত আমার দর্শনলালসায় এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে কেহই আমাকে দেখিতে পায় না। তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ; এই নিমিত্ত আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইলে। আমার এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের গৃহে চারি অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব তুমি নিরন্তর সেই সমুদয় মূর্ত্তির আরাধনা করিবে। আজ আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব যদি তোমার কোন বরলাভের বাঞ্ছা থাক, তাহা প্রকাশ কর।'

নারদ কহিলেন, 'ভগবন্! আজ আপনাকে দর্শন করিয়া তপস্যা, যম ও নিয়মের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিলাম। যখন আমি আপনার এই অপূর্ব্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমার অদ্য অন্য বরে প্রয়োজন কি?'

বিষ্ণুর চারি মূর্ত্তিতে স্বরূপপ্রকাশ

তখন ভগবান নারায়ণ নারদকে পুনর্ব্বার কহিলেন, 'বৎস! এই চন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ আহারবিহীন হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতেছে। তুমি এই স্থানে অবস্থান করিলে ইহাদিগের বিঘ্ন হইতে পারে; অতএব অবিলম্বে অন্যত্র গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মহাত্মারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে এককালে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং আমার প্রতি একান্ত ভক্তি-পরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহারা পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই।

যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দবিহীন, ত্রিগুণাতীত এবং সর্ব্বলোকের আত্মা ও সাক্ষিস্বরূপ; প্রাণিগণের দেহনাশে যাঁহার নাশ নাই; যিনি অজ, নিত্য, নির্গুণ, নিরাকার, চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতীত, ক্রিয়াবিহীন ও জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া অভিহিত হয়েন এবং ব্রাহ্মণগণ যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মাকেই বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা সর্ব্বত্র

১। ময়ূরের গলার ন্যায়। ২। উপনিষদ।

বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি শুভাশুভ কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হয়েন না। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ জীবমাত্রেরই দেহে নিরন্তর অবস্থান ও বিচরণ করে। জীবাত্মা ঐ সমুদয় গুণের ভোক্তা; কিন্তু পরমাত্মা ঐ সমুদয় হইতে পৃথক। তিনি নির্গুণ, গুণপালক, গুণস্রষ্টা ও গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হয়েন। সমুদয় জগৎ সলিলে, সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন প্রকৃতিতে, প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম কিছুতেই লীন হয়েন না; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীই অনিত্য; কেবল সেই সর্ব্বভূতের আত্মভূত বাসুদেবই নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

পৃথিবী বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র মিলিত হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূত ব্যতীত শরীর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ জীব ভিন্ন শরীরস্থ বায়ু কোনক্রমেই সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত জীবাত্মা শরীরে আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টাযুক্ত হয়। পণ্ডিতেরা সেই জীবাত্মাকেই ভগবান্, অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ। প্রলয়কালে সমুদয় প্রাণীই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। ঐ প্রদ্যুম্নাখ্য মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের অহঙ্কার-স্বরূপ। তাঁহা হইতে কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য ও স্থাবর-জঙ্গম-পরিপূর্ণ সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহাকেই ঈশান ও সর্ব্বকার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পণ্ডিতেরা নির্গুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সঙ্কর্ষণকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নমনঃ ও প্রদ্যুম্নমনঃ হইতে অনিরুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমা হইতেই সৎ, অসৎ, ক্ষয় ও অক্ষয় সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার ভক্তগণ মুক্ত হইয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা আমাকেই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব নিষ্পরিগ্রহ পুরুষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি আমাকে রূপবান অবলোকন করিতেছ। কিন্তু বস্তুত আমার রূপ নাই। আমি ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তমধ্যে এই রূপ সংহার করিতে পারি। তুমি কেবল আমার মায়াপ্রভাবেই আমাকে এইরূপ দর্শন করিতেছ। হে দেবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

পণ্ডিতেরা আমাকেই জীবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; জীব আমাতেই লীন হইয়া থাকে। জীব দৃশ্য পদার্থ নহে; অতএব আমি জীবাত্মাকে দর্শন করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যেন তোমার উপস্থিত না হয়। আমি সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। প্রাণিগণের দেহ বিনষ্ট হইলেও আমার বিনাশ হয় না। লোকৈকনিদান[১] বেদপাঠনিরত চতুরানন ব্রহ্মা আমার নানাবিধ কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবান রুদ্রদেব ক্রোধ প্রযুক্ত আমার ললাটদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এই দেখ, একাদশ রুদ্র আমার দক্ষিণপার্শ্বে, দ্বাদশ আদিত্য আমার বামপার্শ্বে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পৃষ্ঠভাগে এবং দেবশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এই দেখ, দক্ষাদি প্রজাপতি, সপ্তমহর্ষি, বেদ, অসংখ্য যজ্ঞ, অমৃত, ওষধি, তপস্যা, নিয়ম, অষ্টসংযম, শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, পৃথিবী, বেদমাতা সরস্বতী, জ্যোতিঃশ্রেষ্ঠ ধ্রুবনক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদী-সমুদয়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বিধ পিতৃগণ সকলেই আমাতে অবস্থান করিতেছেন। দেব ও পিতৃগণের মধ্যে আমিই অদ্বিতীয় আদি পিতা। আমি হয়গ্রীব হইয়া পশ্চিম ও উত্তর-সমুদ্রমধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত হব্যকব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি।

আমি যজ্ঞরূপী। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলাম যে, "হে ব্রহ্মন্! তুমি কল্পের প্রথমে আমার পুত্র ও সমুদয় লোকের অধ্যক্ষতা ও পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য দ্বারাই নানাবিধ নাম লাভ করিবে। তুমি যে সীমা[২] নির্দ্দেশ করিবে, তাহা কোন ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি বরাভিলাষীদিগকে বর প্রদান করিতে পারিবে। দেব, অসুর, ঋষি, পিতৃগণ ও বিবিধ জীবগণ তোমার উপাসনা করিবে। আমি

১। একমাত্র নিদান। ২। শাস্ত্র ও লোকব্যবহারাদির নিয়ম।

দেবগণের কার্য্যসাধনার্থ অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে তুমি আমাকে পুত্রের ন্যায় শাসন ও কার্য্যে নিয়োগ করিবে।”

হে তপোধন! আমি ব্রহ্মাকে এইরূপ বিবিধ বরপ্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আছি। নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম; অতএব নিবৃত্তি অবলম্বন করাই সকলের কর্ত্তব্য।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যেরা আমাকে বিদ্যাশক্তি-সম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি বেদশাস্ত্রে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ও যোগশাস্ত্রে যোগানুরক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু সহস্রযুগ অতীত হইলে পুনরায় এই জগৎ সংহারপূর্ব্বক স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করিব। অনন্তর আমার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে পুনরায় সমুদয় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আমার আদিমূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। কল্পে কল্পে বারংবার এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ অবতারপরিচয়

সূর্য্য গগনপথে সমুদিত হইয়া অস্তগমন করিলে, কাল যেমন বলপূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে স্ব স্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সসাগরা ধরিত্রী জলনিমগ্ন হইলে আমি জীবগণের হিতসাধনার্থ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় ইহাকে স্বস্থানে আনয়ন করিব। আমি নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া বলগর্ব্বিত দিতিনন্দন হিরণ্য-কশিপুকে বিনাশ করিব। হিরণ্যকশিপু বিনাশের পর বিরোচনের বলিনামে এক মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। সে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া ত্রৈলোক্য অপহরণ করিবে। মহাবল-পরাক্রান্ত বলি এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেবগণের অবধ্য দানবেন্দ্র বলিকে পাতালবাসী করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ও অন্যান্য দেবগণকে স্ব স্ব পদে সংস্থাপন করিব। পরে ত্রেতাযুগে ভৃগুকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে একবারে উৎপন্ন করিয়া ফেলিব। তৎপরে ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইব। ঐ সময় একত ও দ্বিত নামে মহর্ষিদ্বয় ত্রিত মহর্ষির হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বানরত্ব লাভ করিবেন। উঁহাদিগের বংশে যে সকল বানর জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা ইন্দ্রতুল্য মহাবল-পরাক্রান্ত হইবে। আমি দেবকার্য্য-সাধনার্থ তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পুলস্ত্যকুলকলঙ্ক রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সবংশে বিনাশ করিব।

কৃষ্ণাবতারবিবরণ

অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দুরাত্মা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুরা নগরীতে আমার জন্ম হইবে। ঐ স্থানে সুরবৈরী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে দ্বারকায় বাস করিব। আমি তথায় বাস করিয়া দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলাপহারী নরকাসুর এবং ভৌম, মরু ও পীঠনামক অসুরগণকে বহন করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুর দ্বারকায় আনয়ন, বাণরাজের প্রিয়কারী সুরগণপূজিত মহেশ্বর ও কার্ত্তিকেয়কে পরাজয় এবং বলিতনয় সহস্রবাহুসম্পন্ন বাণরাজাকে পরাজয় করিয়া সৌভবিমাননিবাসী সমস্ত অসুরকে সংহার করিব। আমার কৌশল-প্রভাবেই গার্গ্যের ঔরসপুত্র কালযবন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ঐ সময় সমুদয় ভূপতির বিরোধী মহাবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ নামে এক অসুর গিরিব্রজের রাজা হইবে। সেই দুরাত্মা আমার অপ্রিয়াচরণ করিয়া আমার বুদ্ধিপ্রভাবেই মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিবে।

জরাসন্ধবিনাশের পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণ সমাগত হইলে আমি তাঁহাদের সমক্ষে শিশুপালকে বিনাশ করিব। এই সকল কার্য্যকালে একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনই আমার সাহায্য করিবেন। তৎপরে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তৎকালে সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর আমি স্বেচ্ছানুসারে ভূভারহরণার্থ দ্বারকাপুরী উন্মূলিত করিব। আমারই প্রভাবে যদুবংশীয়গণ মোহান্ধ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইবে।

এইরূপে আমি দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় ধারণপূর্ব্বক প্রভূত কার্য্য সমাধান করিয়া স্বীয় লোক-সমুদয় লাভ করিব। আমি হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, কৃষ্ণ ও কল্কি এই দশরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। শ্রুতি বিনষ্ট হইলে আমিই তাহার উদ্ধারসাধন করি। বেদ ও শ্রুতি সত্যযুগে প্রস্তুত[১] হইয়াছে, পুরাণে উহার তাৎপর্য্যার্থ বর্ণিত আছে। আমার মূর্ত্তিসমুদয় বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া লোককার্য্য সংসাধনপূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে নারদ! আজ তুমি একান্তমনে আমার যে রূপ দর্শনলাভ করিলে, ব্রহ্মারও এই দর্শন লাভ কখনই হয় নাই। তুমি আমার পরম ভক্ত; এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট পুরাণ, ভবিষ্য ও রহস্য বিষয় সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।' বিশ্বস্বরূপ অবিনাশী নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই বলিয়া অচিরাৎ অন্তর্হিত হইলেন; মহর্ষি নারদও অভিলষিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি এই নারায়ণ-মুখনির্গত বেদচতুষ্টয়মূলক উপনিষদ্ ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

শ্রবণপরম্পরা বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রকাশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রহ্মা যে নারদের মুখে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি পূর্ব্বে উহা অবগত ছিলেন না? সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদৃশ; সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিলেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সহস্র সহস্র মহাকল্প, সহস্র সহস্র সৃষ্টি ও সহস্র সহস্র প্রলয় অতীত হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমাবধিই পরমাত্মা বিষ্ণুকে আপনা হইতে অধিক ও আপনার স্রষ্টা বলিয়া অবগত আছেন। কিন্তু পূর্ব্বে মহাত্মা নারায়ণের নিগূঢ় মাহাত্ম্য তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। অনন্তর তিনি নারদের মুখে ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আপনার আলয়ে যে সমস্ত সিদ্ধপুরুষ সমাগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত সিদ্ধপুরুষ হইতে বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার ষষ্টিসহস্র অগ্রগামীর[১] নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঐ সমস্ত সূর্য্য-সহচর সুমেরু-পর্ব্বতে সমাগত দেবগণকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অনন্তর অসিতদেবল দেবগণের মুখে সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবতা বা মহর্ষি হউন, যাঁহারা এই বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মা বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, তুমি কদাচ তাহার নিকট এই ঋষিপ্রণীত পরম্পরাগত পুরাণ কীর্ত্তন করিও না। তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে সমস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, উহা তৎসমুদয়ের সার। যেমন সুরাসুরগণ সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ-গণ অনেক উপাখ্যান হইতে এই অমৃতোপম উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। যে মহাত্মা একান্ত-মনে নির্জ্জনে প্রতিনিয়ত এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া সহস্রার্চ্চি[২] নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পীড়িত ব্যক্তি ভক্তি-ভাবে এই মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই রোগনির্ম্মুক্ত হয়। যাঁহার এই মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইতে অভিলাষ হয়, তাঁহার ইচ্ছাসকল সফল হইয়া থাকে এবং যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করেন, তিনি ভক্তের অভীষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ভক্তিসহকারে সতত সেই পুরুষোত্তম নারায়ণের অর্চ্চনা কর। তিনি সকলের মাতা, পিতা ও বিশ্বগুরু। সেই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের মুখে ভগবান্ নারায়ণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ এবং বারংবার 'নারায়ণের জয় হউক' এই বাক্য উচ্চারণ ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আমার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

১। আবির্ভূত।

১। দেবকার্য্যের জন্য অগ্রসর অনুচরের। ২। সহস্র রশ্মি-কিরণযুক্ত।

প্রতিনিয়ত নারায়ণমন্ত্র জপ এবং আকাশপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরে গমন ও নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় আপনার আশ্রমে গমন করেন।

সৌতি[১] কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট এই উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলে রাজা তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আপনারা সকলেই নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ও ব্রতপরায়ণ। আপনারা মহর্ষি শৌনকের যজ্ঞে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তোমাদির অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে আমার পিতা আমার নিকট এই পরম্পরাগত কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবিষয়ক প্রশ্ন

শৌনক কহিলেন, সূতনন্দন! বেদবেদাঙ্গবিদ্ ভগবান্ নারায়ণ একাকী কিরূপে যজ্ঞের ভোক্তা ও কর্ত্তা হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা স্বয়ং নিবৃত্তিধর্ম্ম-নিরত, ক্ষমাশীল ও নিবৃত্তিধর্ম্মের স্রষ্টা হইয়া দেবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকমাত্র মহাত্মাকে নিবৃত্তি-ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া অসংখ্য দেবতাকে প্রবৃত্তি-মার্গানুসারী যজ্ঞের ভাগগ্রাহী করিলেন? এই সমুদয় বিষয়ে আমার অতি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি বিশেষরূপে নারায়ণকথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব আমার এই সংশয় দূর করিয়া দাও।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয় কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই আপনার সংশয় দূরীভূত হইবে।

একদা মহারাজ জনমেজয় মহাত্মা বৈশম্পায়নের নিকট নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! আপনি কহিলেন, একমাত্র মোক্ষই পরম সুখের মূল; যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই অতুল-তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণে লীন হইতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যখন অসুর ও মানবগণ প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া হব্যকব্য-ভোজনে আসক্ত হইয়াছেন, তখন আমার বোধ হয়, মোক্ষধর্ম্ম নিতান্ত দুরনুষ্ঠেয়[১]। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমাত্মায় লীন হইবার উপায় পরিজ্ঞাত নহেন। সেই নিমিত্তই কি তাঁহারা শাশ্বত মোক্ষমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বারংবার স্থানচ্যুত হইতেছেন? যাহা হউক, যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন মোক্ষধর্ম্মকে কিরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হে দ্বিজবর! এই সংশয় হৃদয়নিখাত[২] শল্যের[৩] ন্যায় আমাকে উদ্বেলিত করিতেছে; অতএব আপনি, দেবতারা কি নিমিত্ত যজ্ঞের ভাগহারী হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা লোকে যজ্ঞস্থলে তাঁহাদিগকে আরাধনা করে, বিশেষতঃ যে দেবতারা যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কাহাকে ভাগ প্রদান করেন, এই সমুদয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

মহর্ষি বেদব্যাসের ধর্ম্মমীমাংসা

মহারাজ জনমেজয় এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট অতি গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। তপস্যা, বেদবিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে কেহই ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে আমরা ঐ প্রশ্ন করাতে আমাদিগের আচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস আমাদের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও

১। অনেক পর্ব্ব—অনেক বৃত্তান্ত বর্ণনের পর এখানে সৌতির ও শৌনকের কথা পুনরায় উঠিয়াছে। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে মহাভারত শ্রবণ করান; লোমহর্ষণ নামক সূতের তনয় সৌতি সেই ভারত-সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহা শ্রবণ করেন এবং সেই সব ভারতী কথা নৈমিষারণ্যে শুনকাদির নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভারতের সর্ব্বপ্রথমে এবং তৎপরও কদাচিৎ সূতের উক্তি স্মরণ করিলেই ব্যাখ্যান উপাখ্যানাদি বিষয়বস্তু সরল ও সহজে ধারণার আসিয়া যাইবে।

১। কষ্টসাধ্য। ২। হৃদয়ক্ষেত্রে প্রোথিত। ৩। খোঁচার।

আমি, আমরা পাঁচ জন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতাম। আমরা সকলেই শৌচাচারপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলাম। তিনি আমাদিগকে চারি বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করাইতেন। এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরাও একদা সিদ্ধচরণসেবিত পরমরমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে বেদাভ্যাস করিতে করিতে গুরুর নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিলে অজ্ঞাননাশী পরাশরপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে শিষ্যগণ। আমি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া ছিলাম। সেই তপোবলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় অবগত আছি। আমি ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষীরোদ-নিবাসী[1] ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্নতানিবন্ধনই আমার ত্রৈকালিক[2] জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যে সমুদয় ঘটনা অবলোকন করিয়াছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সংক্ষেপ সৃষ্টিতত্ত্ব

সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মবলে মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যক্ত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিরুদ্ধকেও সর্ব্বতেজোময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। উনি লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতিঃ এই পঞ্চমহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টির পর উহাদের গুণসমুদয়ের সৃষ্টি হয়। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মনু এই আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাব ঐ পঞ্চমহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহারাই এই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাঙ্গবেদ ও সাঙ্গযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মহারুদ্র সম্ভূত হইয়া অন্য দশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার অংশস্বরূপ। এইরূপে একাদশ রুদ্র ও মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষিসমুদয় সমুৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্। আপনি ত আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এক্ষণে আমরা কে, কোন্ অধিকারে অবস্থান ও কিরূপে উহা প্রতিপালন করিব এবং কাহার কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।"

দেবগণ এই কথা কহিলে, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দেবগণ। তোমরা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছ; তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা যে বিষয় চিন্তা করিতেছ, আমারও ঐ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে ত্রিলোকের নিস্তার এবং কিরূপেই বা তোমাদিগের ও আমার বলরক্ষা হইবে, সেই চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব এক্ষণে চল, আমরা সকলে সমবেত হইয়া লোকসাক্ষী অপ্রকাশ্যরূপী ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হই; তিনিই আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।"

ঋষিপ্রমুখ দেবগণের তপস্যা—বিষ্ণুবরলাভ

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রের উত্তরকূলে গমনপূর্ব্বক বেদশাস্ত্রানুসারে মহানিয়মনামে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া, একাগ্রচিত্তে ঊর্দ্ধদৃষ্টি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ নারায়ণের এই বেদবেদাঙ্গভূষিত সুমধুর বাক্য তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, 'হে ব্রহ্মাদি দেবগণ। হে তপোধনগণ! আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। তোমরা ত্রিলোকহিতকর মহৎকার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগের বলবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরা আমার আরাধনার্থ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমাদিগকে তাহার অনুরূপ উৎকৃষ্ট ফল,

১। ক্ষীরসাগরে অনন্তশয্যায় শয়ান। ২। ত্রিকালের—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের।

প্রদান করিতেছি, উপভোগ কর। তোমরা সকলে একাগ্রচিত্ত আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক আমার ভাগ কল্পনা কর, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিব।'

বিষ্ণুর আদেশে দেবগণের যজ্ঞভাগ-ব্যবস্থা

তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ দেবদেব নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বেদোক্ত বিধি অনুসারে বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই মায়াতীত, সর্ব্বোত,[১] সংগামী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর[২] পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশে ভাগ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া সুরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা যেরূপ ভাগ কল্পনা করিয়াছ, তৎসমুদয়ই আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমরা প্রতি-যুগেই প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হইবে। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহাদিগকে বেদবিধানানুসারে তোমাদিগের নিমিত্ত ভাগকল্পনা করিতে হইবে। আর এই যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত যিনি যেরূপ ভাগ নির্দ্দেশ করিবেন, তিনি সেইরূপ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন। বেদমধ্যে আমিই এরূপ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছি। তোমরা সকল লোকের হিতচিন্তা করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকসকল প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও।

এই জীবলোকে প্রবৃত্তিফলমূলক যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হইবে, তদ্দ্বারা তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া লোকরক্ষা করিতে পারিবে। তোমরা মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পশ্চাৎ আমার সৎকার করিবে। বেদ, যজ্ঞ ও ওষধিসকল তোমাদেরই প্রীতিসাধনার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সমস্ত বস্তু নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইলেই তোমরা প্রীত হইবে। যে অবধি কল্পক্ষয় না হয়, তদবধি তোমরা স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান করিবে; অতএব এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকরক্ষায় নিযুক্ত হও। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বেদবক্তা, বেদাচার্য্য ও কাম্যকর্ম্মপরতন্ত্র। ইঁহারা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদিগের এই পথ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে নিবৃত্তি-পথাবলম্বীদিগের বিষয়ও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর।

অধিকারি-নিরূপণ—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপথ

সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহাদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহারা যোগ ও সাঙ্খ্যজ্ঞান-বিশারদ, মোক্ষধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ সেই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি কর্ম্মীদিগের প্রবৃত্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তিপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ ফললাভ হয়।

হে দেবগণ! এই ব্রহ্মা সর্ব্বলোকগুরু, জগতের আদিকর্ত্তা ও তোমাদিগের পিতামাতার স্বরূপ। ইনি আমার আদেশানুসারে জীবলোকের উপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রুদ্রদেব ইঁহার ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে লোকের হিতসাধন করিবেন। এক্ষণে তোমরা অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া আপন আপন অধিকারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এই ত্রিলোকমধ্যে অচিরাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাণিগণের কর্ম্ম, গতি ও নিয়মিত আয়ুর বিষয় সমালোচন কর। এই সত্যযুগ সকল কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক পশুচ্ছেদন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এই যুগে ধর্ম্ম চারিপাদ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইবে। এই যুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ। তৎকালে যাগযজ্ঞে

১। সর্ব্বব্যাপী। ২। উজ্জ্বল।

পশু সকলকে মন্ত্রপূত করিয়া ছেদন করিবার কিছুমাত্র বাধা থাকিবে না। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইবে; তখন ধর্ম্ম পাদদ্বয়বিহীন হইবে। ঐ সময় পাপ ও পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলিযুগ উপস্থিত হইবে। ঐ যুগে ধর্ম্ম একপাদ বিরাজিত থাকিবে।'

ক্ষীণপুণ্য কলিকালের কর্ত্তব্যনির্ণয়

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে আমাদিগের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।'

তখন নারায়ণ কহিলেন, 'হে মহাপুরুষগণ! ঐ সময় যথায় বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অহিংসা থাকিবে, তোমরা সেই স্থানেই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। ঐ সময় যথায় অবস্থান করিলে অধর্ম্ম তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে না পারে, সেই স্থানেই বাস করা তোমাদের কর্ত্তব্য।'

হয়গ্রীব মূর্ত্তির আবির্ভাব

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড হস্তে লইয়া সাঙ্গবেদ উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অমিতপরাক্রম হয়গ্রীব নারায়ণকে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ত্রিলোকের কার্য্যভার বহন কর। তুমি সমুদয় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগতের নিয়ন্তা। আমি তোমার উপর সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যখন দেবগণের কার্য্যভার বহন করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে, তখন আমি অংশে অবতীর্ণ হইব।' ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে নারায়ণ যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান দ্বারা স্বয়ং উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং মুমুক্ষুদিগের প্রধান গতি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য লোকের নিমিত্ত প্রবৃত্তিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য। তিনি প্রজাগণের বিধাতা, ধ্যেয়, কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি যুগান্তকালে ত্রিলোক সংহার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব; আবার যুগের আদিসময়ে জাগরিত হইয়া পুনরায় সমুদয় জগতের সৃষ্টি করেন। তিনি নির্গুণ, অজ, বিশ্বরূপ ও দেবগণের তেজঃস্বরূপ। তিনি পঞ্চ মহাভূত, একাদশ রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বায়ু, বেদ, বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তপস্যা, তেজ, যশ, বাক্য ও নদীসমুদয়ের অধিপতি। তিনি সমুদ্রবাসী, নিত্য, মুঞ্জকেশী[১] ও শান্তস্বরূপ। জীবগণ তাঁহা হইতেই মোক্ষধর্ম্মের জ্ঞানলাভ করে। তিনি কপর্দ্দী, বরাহ, একশৃঙ্গ, ধীমান্, বিবস্বান্, হয়গ্রীব, চতুর্ম্মূর্ত্তিধারী, পরমগুহ্য, জ্ঞানশূন্য, ক্ষর ও অক্ষর। তিনি অব্যাহত গতিপ্রভাবে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন। কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে সন্দর্শন করা যায়। হে শিষ্যগণ! আমি জ্ঞানবলে এইরূপে এই সমুদয় অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা জিজ্ঞাসা করাতে বিস্তারিতরূপে সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তোমরা আমার বচনানুসারে বেদপাঠ দ্বারা সেই নারায়ণের স্তুতিগান, তাঁহার সেবা ও তাঁহার পূজায় একান্ত অনুরক্ত হও।"

নারায়ণমাহাত্ম্য-শ্রবণফল

হে জনমেজয়! ধীমান্ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র শুকদেব ও আমরা সকলে তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ঋগ্‌বেদ-পাঠ দ্বারা নারায়ণের স্তব করিলাম। ইতিপূর্ব্বে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। আমাদিগের আচার্য্য বেদব্যাস পূর্ব্বে আমাদের নিকট এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি ভগবান্

১। মুঞ্জতৃণের ন্যায় কেশসমন্বিত।

নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার রোগের লেশমাত্রও থাকে না? প্রত্যুত তিনি অলৌকিক রূপবান্ হইয়া থাকেন। এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে আতুর ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়; কামী ব্যক্তিরা পূর্ণকাম ও দীর্ঘায়ুযুক্ত হয়; বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যত্ব-দোষ দূরীভূত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বজ্ঞতা, ক্ষত্রিয়েরা বিজয়, বৈশ্যগণ বিপুল ঐশ্বর্য্য, শূদ্রগণ সমুদয় সুখ, পুত্রবিহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা অভিলষিত পতিলাভ করে। গর্ভিণী গর্ভবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্তব শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পুত্র প্রসব করে। পান্থ[১]জনেরা পথিমধ্যে এই স্তব পাঠ করিলে নিরাপদ পথ অতিক্রান্ত করিতে পারে। ফলতঃ এই স্তব পাঠ করিলে যে যাহা কামনা করে, সে অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভক্তগণ মহর্ষি বেদব্যাসের মুখনির্গত এই নারায়ণমাহাত্ম্য এবং মহর্ষি ও দেবগণের একত্র সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনায়াসে পরমসুখে কালযাপন করিয়া থাকেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

নারায়ণের বিভিন্ন নামোৎপত্তি বিবরণ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা ব্যাস শিষ্যগণের সহিত যে সমস্ত নামোচ্চারণপূর্ব্বক মহাত্মা মধুসূদনকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সকল নামের প্রকৃত অর্থ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিয়া শরৎকালীন বিমল শশাঙ্ক[২]মণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, 'মহারাজ! ভগবান্ হরি অর্জ্জুনের নিকট আপনার গুণ ও কর্ম্মানুসারে নামসমুদয়ের যেরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কেশব! তুমি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের অধিপতি। তুমি সকলকে অভয়প্রদান করিয়া থাক। এক্ষণে মহর্ষিগণ বেদ ও পুরাণমধ্যে তোমার যে সমস্ত গুণকর্ম্মানুরূপ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অর্থ জ্ঞাত হইতে আমার অভিলাষ হইতেছে অতএব অনুগ্রহ করিয়া উহা ব্যক্ত কর। তোমা ব্যতিরেকে উহা কীর্ত্তন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।"

বাসুদেব কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! মহর্ষিগণ বেদ-চতুষ্টয়, উপনিষৎ, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে আমার প্রভূত নাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত নামের মধ্যে কতকগুলি গুণসম্ভূত ও কতকগুলি কর্ম্মসম্ভূত। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ; অতএব এক্ষণে তুমি আমার কর্ম্মসম্ভূত নামসমুদয়ের অর্থ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

সেই নির্গুণ গুণস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। তাঁহার প্রসাদে[১] ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশ গুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ। তিনি আমার উৎপত্তিস্থান। তিনিই ভূলোক ও দ্যুলোকরূপ লোকসকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কর্ম্মফল ও চিন্মাত্রস্বরূপ; তিনিই সকল লোকের আত্মা ও আরাধ্য। তাঁহা হইতেই সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয় হইতেছে। তিনি তপ, যজ্ঞ, যাজ্ঞিক[২], চিরন্তন পুরুষ ও বিরাট। তিনি লোকের সৃষ্টি-সংহারকর্ত্তা অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মার রাত্রি অতীত হইলে তাঁহারই প্রসাদে ঐ পদ্মে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মার দিবস অতিবাহিত হইলে ঐ দেবদেব অনিরুদ্ধের ক্রোধ হইতে লোকসংহারক রুদ্র প্রাদুর্ভূত হয়েন। এইরূপে ব্রহ্মা ও রুদ্র অনিরুদ্ধের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ অনিরুদ্ধই সৃষ্টিসংহার কর্ত্তা; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কেবল তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র। জটাজূটসম্পন্ন শ্মশানালয়বাসী কঠোর ব্রতপরায়ণ পরমযোগী ভীমমূর্ত্তি দক্ষযজ্ঞবিনাশক সূর্য্যের নেত্রোৎপাটক রুদ্রদেব নারায়ণেরই অংশস্বরূপ। আমি সকলের আত্মা; রুদ্রদেব আবার আমার আত্মস্বরূপ; এই নিমিত্তই আমি তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। যদি আমি তাঁহার অর্চ্চনা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার সৎকার করিবে না। আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

১। পথিক। ২। চন্দ্র।

১। প্রসন্নতায়। ২। যজ্ঞপুরুষ।

নিয়ম সমুদয় সকলেরই আদরণীয় হয়; এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বসাধারণকে আত্মার পূজায় নিরত থাকিবার অভিলাষে রুদ্রদেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি। যিনি রুদ্রদেবকে জানেন, তিনি আমাকেও জ্ঞাত আছেন। যিনি তাহার অনুগত, তিনি আমার অনুগত। রুদ্র ও আমি আমরা উভয়েই একাত্মা। আমরা আত্মরূপে সমস্ত ব্যক্তিতে অবস্থানপূর্ব্বক উহাদিগকে কার্য্যসমুদয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি? রুদ্র ভিন্ন আর কেহই আমাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ নহে, আমি এই বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতিরেকে আমি আর কোন দেবতাকেই প্রণাম করি না। ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলের পূজ্য নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও এক্ষণে শরণাগতবৎসল, হব্যকব্যভোক্তা, বরদাতা হরিকে নমস্কার কর।

এই জগতে আমার ভক্তেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা আমা ভিন্ন আর অন্য দেবতার উপাসনা করে না। আমিই তাহাদের অনন্যগতি। তাহারা কামনাপরিশূন্য হইয়া সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর ভক্তগণ ফলকামনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সুতরাং চরমে তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। উহারা একান্তভক্তি সহকারে ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার সেবা করিয়াও চরমে আমাকে প্রাপ্ত হয়। এই আমি তোমার নিকট ভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে নর-নারায়ণ; আমরা কেবল পৃথিবীর ভারলাঘবের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি যে ও যাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছি, তাহা সবিশেষ অবগত আছি। অধ্যাত্মযোগ, মোক্ষধর্ম্ম ও লোকের মঙ্গলকর কার্য্য কিছুই আমার অবিদিত নাই। আমি মানবদিগের একমাত্র আশ্রয়।

সলিল নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম নার। ঐ সলিল পূর্ব্বে আমারই অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ছিল, এই কারণে আমার নাম "নারায়ণ" হইয়াছে।

বাসু শব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। আমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া কিরণজাল দ্বারা জগৎসংসার প্রকাশিত করি এবং সমুদয় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমার নাম "বাসুদেব'।

বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদ[1], ব্যাপক, দীপ্তিমান এবং প্রবেশ ও নির্গমের স্থান। আমি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা; আমি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং আমা হইতে সমুদয় জীব সম্ভূত ও পুনরায় আমাতে লীন হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমার নাম "বিষ্ণু" হইয়াছে।

মানবগণ দমগুণ দ্বারা সিদ্ধিলাভ-বাসনায় ত্রিলোকস্বরূপ আমাকে কামনা করে বলিয়া আমার নাম "দামোদর" হইয়াছে।

পৃশ্নি শব্দের অর্থ বেদ, জল, অন্ন ও অমৃত। ঐ বেদাদি পদার্থ-সমুদয় আমার গর্ভমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে; এই কারণে আমার নাম "পৃশ্নিগর্ভ"। মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, একত ও দ্বিত এই উভয়ে ত্রিতকে কূপে নিপতিত করিলে, ত্রিত 'হে পৃশ্নিগর্ভ। আমাকে উদ্ধার কর,' এই বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করাতে উদপান[2] হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যে সকল কিরণজাল প্রকাশিত হয়, সে সমুদয় আমার কেশস্বরূপ। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমাকে "কেশব" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা উতথ্য স্বীয় পত্নীতে গর্ভাধান করিয়া প্রস্থান করিলে, একদা বৃহস্পতি সেই উতথ্য-পত্নীর সহবাস-বাসনায় তাঁহার সমপে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি আগমন করিলে ঐ গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহাত্মন্! আমি জননীর গর্ভে অবস্থান করিতেছি; অতএব আপনি আর আমার জননীকে আক্রমণ করিবেন না।' গর্ভস্থ বালক এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, 'যখন তুমি আমাকে সম্ভোগসুখে বঞ্চিত করিলে, তখন নিশ্চয়ই জন্মান্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে।' অনন্তর কিয়দ্দিন পরে উতথ্যের পুত্র বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে অন্ধ

১। উৎপাদক। ২। সঙ্কীর্ণ জলাশয়।

হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিল। ঐ পুত্র জন্মান্ধ হওয়াতে প্রথমে দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয়, কিন্তু পরিশেষে সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক বারংবার আমার "কেশব" এই নাম কীর্ত্তন করিয়া চক্ষু লাভ করে। তদবধি তাহার নাম গৌতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! কি দেবতা, কি ঋষি, যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার "কেশব" এই নাম কীর্ত্তন করে, নিশ্চয়ই তাহার সমুদয় কামনা সিদ্ধ হয়।

অনল ও চন্দ্র ইঁহারা উভয়ে একস্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই চরাচর বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছেন। উঁহারা তাপপ্রদান ও বস্তুপ্রকাশন দ্বারা লোক-সমুদয়কে আহ্লাদিত করেন বলিয়া হৃষীনামে অভিহিত হয়েন। ঐ অগ্নি ও চন্দ্র আমার কেশস্বরূপ বলিয়া আমার নাম "হৃষীকেশ।"

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

অগ্নি-ব্রাহ্মণের তুল্যরূপতা—ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! অগ্নি ও চন্দ্র এক যোনি হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইলেন? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমি উহা নিরাকৃত কর।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "ধনঞ্জয়! আমি এই স্থলে আমারই প্রভাবসম্ভূত একটি পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। দেবমানের সহস্রযুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে জ্যোতিঃ, বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমুদয় প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তৎকালে কি দিবস, কি রাত্রি, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই নিরীক্ষিত হয় না; কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় অজর, অমর, ইন্দ্রিয়শূন্য, ইন্দ্রিয়াতীত, অযোনিসম্ভূত, সত্যস্বরূপ, অহিংসক, চিন্তামণিস্বরূপ, প্রবৃত্তিবিশেষ-প্রবর্ত্তক, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্রষ্টা, ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয়, প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই স্থলে শ্রুতিমূলক একটি দৃষ্টান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাপ্রলয়কালে কি দিবস, কি রজনী, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না; কেবল বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন, তিনিই বিশ্বরূপ নারায়ণের রজনীস্বরূপ।

অনন্তর সেই প্রকৃতিসম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজা সৃষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ কল্পিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ক্ষত্রিয়স্বরূপ হইলেন। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যে গুণ-বিষয়ে প্রধান হইলেন, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী কেহই নহে। ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলেই প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করা হয়। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভূতসমুদয় সৃষ্টি করিয়া লোক প্রতিপালন করিতেছেন। যে অগ্নিকে যজ্ঞের মন্ত্র, হোতা, কর্ত্তা এবং দেবতামনুষ্যাদি সমুদয় লোকের হিতসাধক বলিয়া বেদমন্ত্র ও শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই অগ্নি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ত্র ব্যতিরেকে আহুতি প্রদত্ত ও পুরুষ ব্যতিরেকে তপ অনুষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ অগ্নি ব্যতিরেকে বেদ, দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয় না; এই নিমিত্তই অগ্নি হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

মনুষ্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণেরই হোতৃকার্য্যে অধিকার আছে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা অগ্নিস্বরূপ। যজ্ঞসমুদয় দেবগণের তৃপ্তি সাধন করে। দেবতারা যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান করিলেই পৃথিবী রক্ষিত হইতে পারে। যিনি ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান না করেন, তাঁহার প্রদীপ্ত হুতাশনে হোম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণগণ এই নিমিত্তই অগ্নি বলিয়া অভিহিত হয়েন। বিদ্বানেরা অগ্নির আরাধনা করিয়া থাকেন; বিষ্ণুরূপী অগ্নি সমস্ত প্রাণীতে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে জীবিত রাখিয়াছেন। এই স্থলে সনৎকুমার যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর।

সকলের আদিভূত ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে সকল লোকের সৃষ্টি করেন; কিন্তু ঐ সমুদয়

লোকমধ্যে ব্রাহ্মণেরাই বেদপাঠপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। শৈক্য[1] যেমন গব্যাদি ধারণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বাক্য, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা ও তপস্যা ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিতেছে। সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম, মাতার তুল্য গুরু এবং ব্রাহ্মণের তুল্য উৎকৃষ্ট জীব আর কেহই নাই। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অবস্থান করেন, তথায় বৃষ প্রভৃতি বাহন-সমুদয় কাহাকেও বহন করে না, যন্ত্র-সমুদয় সম্যক্ পরিচালিত হয় না এবং তথাকার লোক-সমুদয় উৎসন্ন ও দস্যুবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, সর্ব্বকর্ত্তা লোকের হিতকারী বরদ ব্রাহ্মণেরা নারায়ণের বাক্যসংযমকালে মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য বর্ণ-সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণই দেবাসুরগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণগণকে উৎপাদন করিয়াছি এবং আমিই দেবাসুর ও মহর্ষি-গণের প্রতি নিগ্রহপ্রদর্শন করি।

ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সতীত্বভ্রংশ করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতমের শাপে তাঁহার মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুজালে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি কৌশিকের অভিশাপে তাঁহার মুষ্ক[2] নিপতিত ও পরিশেষে মেষবৃষণ[3] দ্বারা তাঁহার বৃষণ নির্ম্মিত হয়। শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ-প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলে, ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিক্ষেপে সমুদ্যত হইয়া তাঁহার শাপপ্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষবিনাশনিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক রুদ্রের ললাটে একটি নেত্র উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। যখন রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দীক্ষিত হয়েন, তৎকালে ভৃগুনন্দন আপনার মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাটনপূর্ব্বক রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে ভুজঙ্গ-সমুদয় প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সমস্ত ভুজঙ্গ রুদ্রকে বারংবার দংশন করাতেই রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কহেন যে, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ হস্ত দ্বারা মহাদেবের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়াছে।

সুরগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎপাদনকালে পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত যখন সলিলে আচমন করেন, তৎকালে সলিল অতিশয় কলুষিত ছিল। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, 'আমি পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না; অতএব আজ অবধি মৎস্য, কচ্ছপ ও মকর প্রভৃতি জলজন্তু-সকল তোমাকে কলুষিত করিবে।' সেই অবধি সমুদ্র বিবিধ জলজন্তুতে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নামে ত্বষ্টার পুত্র দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। উঁহার অপর নাম ত্রিশিরাঃ। তিনি অসুরদিগের ভাগিনেয় হইয়াও তাহাদিগকে গোপনে এবং দেবতাদিগকে প্রকাশ্যভাবে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। অনন্তর একদা অসুরগণ হিরণ্যকশিপুকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগিনি! তোমার পুত্র ত্রিশিরাঃ বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে এবং আমাদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়াছেন। সেই কারণে ক্রমশঃ আমাদিগের বলক্ষয় এবং দেবগণের বলবৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যাহাতে ত্রিশিরাঃ দেবপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন, তুমি অচিরাৎ তাহার উপায় কর।'

তখন বিশ্বরূপের মাতা ভ্রাতৃগণের বাক্য-শ্রবণে তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া নন্দনবনস্থিত স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি কি নিমিত্ত শত্রু-পক্ষের বলবর্দ্ধন ও মাতুলপক্ষ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে।'

বিশ্বরূপের মাতা এই কথা কহিলে তিনি মাতৃবাক্য নিতান্ত অনুল্লঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া দেবপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক মানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। বিশ্বরূপ সমুপস্থিত হইবামাত্র হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে হোতৃপদে নিযুক্ত করিলেন। তখন বশিষ্ঠদেব হিরণ্যকশিপুকে সম্বোধন করিয়া

১। শিকে—যেগুলি শিকায় পাত্র ঝুলাইয়া দধি-দুগ্ধাদি রাখা হয়। ২। অণ্ডকোষ। ৩। মেষমুষ্ক।

কহিলেন, 'দানবরাজ। যখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন কখনই তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না এবং তুমি অপূর্ব্ব জন্তুর হস্তে বিনষ্ট হইবে।' দানবরাজ হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপ-নিবন্ধন অচিরাৎ নৃসিংহমূর্ত্তি নারায়ণের হস্তে বিনষ্ট হইল।

হিরণ্যকশিপুর বিনাশের পর বিশ্বরূপ মাতুল-কুলের বলবর্দ্ধনবাসনায় অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাব দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গের নিমিত্ত তাহার নিকট কতকগুলি রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপ্সরা প্রেরণ করিলেন। অপ্সরাদিগের রূপদর্শনে বিশ্বরূপের মন নিতান্ত বিচলিত হওয়াতে তিনি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে অপ্সরারা বিশ্বরূপকে নিতান্ত আসক্ত বিবেচনা করিয়া কহিল, 'মহাত্মন্। আমরা এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি।'

বিশ্বরূপ অপ্সরাগণের সেই অসুখকর বাক্য-শ্রবণে কাতর হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা কোথায় যাইবে? এই স্থানেই আমার সহিত পরমসুখে অবস্থান কর।' তখন অপ্সরাগণ তাঁহাকে কহিল, 'মহর্ষে! আমরা দেবাঙ্গনা অপ্সরা। আমরা বরদাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া থাকি।' অপ্সরাগণ এই কথা কহিবামাত্র বিশ্বরূপ ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তোমরা অচিরাৎ স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ প্রদেশে গমন কর; আমি আজই ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিনষ্ট করিব।' মহাতেজাঃ ত্রিশিরাঃ এই বলিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্রজপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মন্ত্রবলে তাঁহার তেজ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি এক মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞে আহুত সমুদয় সোমরস পান, এক মুখ দ্বারা অন্নভোজন ও অপর মুখ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজোহ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরসপানে বিশ্বরূপকে পুলকিতনেত্র ও একান্ত বিবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পিতামহ। বিশ্বরূপ সমুদয় যজ্ঞের সোমরস পান করিতেছে। আমরা একেবারে যজ্ঞভাগলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে অসুরপক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে ও আমরা ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইতেছি; অতএব আপনি অচিরাৎ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।'

দেবগণ এই কথা কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবগণ। মহর্ষি দধীচি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ কর। তোমরা অনুরোধ করিলেই তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। সেই বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার প্রাণবিয়োগ হইবে।'

ভগবান্ কমলযোনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্। নির্ব্বিঘ্নে আপনার তপোনুষ্ঠান হইতেছে ত?' তখন দধীচি তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, "সুরগণ! আমাকে তোমাদের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।' তখন দেবগণ তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ আপনাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইবে।' দেবগণ এই কথা কহিলে মহাযোগী দধীচি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া আত্মসমাধানপূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিলেন। দধীচি দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মা তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং বিষ্ণু সেই বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাস্থিসম্ভূত দুর্ভেদ্য বজ্রাস্ত্র প্রহারে বিশ্বরূপের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র তাহার শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্ভূত হইল। সুররাজ তাহাকেও অচিরাৎ বজ্র দ্বারা বিনাশ করিলেন।

এইরূপে দুইটি ব্রহ্মহত্যা সম্পাদিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ভয়প্রযুক্ত দেবরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া মানস-সরোবরসম্ভূত নলিনীর[১] মৃণালসূত্র[২]মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ত্রিলোকনাথ শচীপতি ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে পলায়ন করিলে জগৎ ঈশ্বর[৩]শূন্য হইল; দেবতাদিগের মধ্যে রজ ও তমোগুণের আবির্ভাব

১—২। পদ্মের ডাঁটা হইতে নির্গত সূক্ষ্ম সূত্র। ৩। শাসক।

হইয়া উঠিল; মহর্ষিদিগের মন্ত্রের প্রভাব রহিল না; চতুর্দ্দিকে রাক্ষসকুল বদ্ধমূল হইতে লাগিল; বেদ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং ত্রিলোক বলবীর্য্যবিহীন ও সুজেয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে সমুদয় বিশৃঙ্খল হইলে মহর্ষি ও দেবগণ একত্র হইয়া আয়ুর পুত্র নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নহুষ স্বীয় ললাটস্থিত সর্ব্বভূততেজোহর প্রজ্বলিত পঞ্চশত জ্যোতিঃপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তখন সমুদয় লোক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রীত হইল। কিয়দ্দিন পরে রাজর্ষি নহুষ মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'আমি শচী ব্যতীত ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদয় দ্রব্য অধিকার করিয়াছি; অতএব এক্ষণে শচীকে অধিকার করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট গমন করি।' আয়ুঃপুত্র এই বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর।'

ইন্দ্রাণী কহিলেন, 'রাজর্ষে! তুমি স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক, বিশেষতঃ চন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব পরস্ত্রী স্পর্শ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে।' নহুষ কহিলেন, 'সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ ও ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদয় রত্নাদি অধিকার করিয়াছি; তুমি ইন্দ্রোপভুক্ত; অতএব তোমাকে অধিকার করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না।' তখন ইন্দ্রাণী নহুষের নির্ব্বন্ধাতিশয়[১] দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "মহাত্মন্! আমি একটি ব্রত প্রতিপালন করিতেছি, অদ্যাপি তাহা শেষ হয় নাই। কয়েক দিনমধ্যে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইলেই আমি তোমার নিকট গমন করিব।' শচী এই কথা কহিলে নরপতি নহুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন পতিপরায়ণা ইন্দ্রাণী নহুষ-ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় উদ্ভাবনার্থ বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগুরু শচীকে উদ্বিগ্ন দর্শন করিয়া ধ্যানবলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, 'মহাভাগে! তুমি নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেবী উপশ্রুতিকে আহ্বান কর। তাঁহার প্রভাবেই তোমার ভর্ত্তৃসন্দর্শন-লাভ হইবে।' শচী তখন পতিব্রতানিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া উপশ্রুতিকে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রাণী আহ্বান করিবামাত্র উপশ্রুতি তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ইন্দ্রাণি! এই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।'

তখন শচী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'হে সত্যময়ি! আমি যাহাতে ভর্ত্তৃদর্শন লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।' শচী এই কথা কহিলে দেবী উপশ্রুত অচিরাৎ তাঁহাকে মানস-সরোবরে উপনীত করিয়া মৃণালগ্রন্থি-প্রবিষ্ট ইন্দ্রকে প্রদর্শন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহধর্ম্মিণী শচীকে একান্ত কৃশ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'হায়! কি কষ্ট! ইতিপূর্ব্বে আমি সমুদয় লোকের অধিপতি ছিলাম; কিন্তু আজ আমি এই মৃণালতন্তুমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। দেবী শচী আমার অনুসন্ধান করিয়া দুঃখিতমনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। শচীনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, মৃণালসূত্র হইতে বহির্গত হইয়া শচীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবি! এক্ষণে কেমন আছ?' শচী কহিলেন, 'নাথ! রাজা নহুষ আমাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে; আমিও তাহাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছে।' দেবরাজ ইন্দ্র শচীর নিকট সেই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি রাজা নহুষের নিকট গমন করিয়া বল, মহারাজ! ইন্দ্রের মনঃ-প্রীতিকর নানাপ্রকার বাহন আছে, আমি তাহাতে অনেকবার আরোহণ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি অপূর্ব্ব ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া আমাকে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর।' বাসব এই কথা কহিলে শচী পুলকিতমনে অবিলম্বে নহুষসন্নিধানে গমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও মৃণালগ্রন্থি-মধ্যে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইলেন।

শচী নহুষসন্নিধানে সমুপস্থিত হইবামাত্র নহুষ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, 'সুরসুন্দরি! তুমি আমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছিলে, এক্ষণে কি সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে?' শচী কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে ভজনা করিব; কিন্তু আমার মনে একটি অভিলাষ আছে, আপনাকে

১। অত্যন্ত আগ্রহ।

তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি ইন্দ্রের সহিত নানা প্রকার যানে আরোহণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি ঋষিযুক্ত যানে আরোহণপূর্ব্বক আমাকে আমার আবাস হইতে আনয়ন করুন।'

শচী এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলে মহারাজ নহুষ ঋষিবাহ্য যানে আরোহণপূর্ব্বক শচীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে যানের গতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত বাহক মহর্ষিগণকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ঐ মহর্ষির মস্তকে অগস্ত্যদেব বাস করিতেছিলেন। তিনি আপনার দেহে নহুষকে পদাঘাত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, 'রে পাপাত্মন্! তুই নিতান্ত অকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্; অতএব এক্ষণে আমি তোকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, তদবধি তুই সর্প হইয়া তথায় অবস্থান কর।' অগস্ত্যদেব এই কথা কহিবামাত্র নহুষ তৎক্ষণাৎ যান হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

নহুষ নিপতিত হইলে ত্রিলোক পুনরায় ইন্দ্রশূন্য হইল। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে এই পাপ হইতে মুক্ত করুন।' বরদাতা নারায়ণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'সুরগণ! এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে তিনি পুনরায় আপনার পদলাভে সমর্থ হইবেন।'

নারায়ণ এই বাক্য কহিলে দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহারা শচীকে কহিলেন, 'সুভগে! তুমি অবিলম্বে দেবরাজকে আনয়ন কর।' তখন দেবী শচী পুনরায় সেই মানসসরোবরে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্রও শচীর বাক্য-শ্রবণে অচিরাৎ সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি দেবরাজের নিমিত্ত এক অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন এবং ঐ যজ্ঞে কৃষ্ণবর্ণ অতি পবিত্র এক অশ্ব প্রোক্ষিত করিয়া সেই অশ্বেই ইন্দ্রকে আরোপণপূর্ব্বক স্বস্থানে উপনীত করিলেন। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া স্বচ্ছন্দে দেবলোকে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বনিতা, অগ্নি, বৃক্ষ ও গোসমুদয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রভাবে শত্রুবধ করিয়া পুনরায় দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। এই অবসরে ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দেখিবামাত্র আকাশগঙ্গার সলিল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বক্ষঃস্থলে আহত হইবামাত্র তাঁহাতে একটি চিহ্ন অঙ্কিত হইল। সেই অবধি বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নি সর্ব্বভক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে দেবমাতা অদিতি দেবতারা 'এই অন্নভোজন করিয়া অসুরগণকে বিনাশ করিবে' মনে করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অন্নপাক করিতেছিলেন। তাঁহার পাক সমাপ্ত হইলে বুধ ব্রতসমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অদিতি 'দেবগণের ভোজন না হইলে অন্য ব্যক্তি অগ্রে এই অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না' এই বিবেচনা করিয়া তৎকালে বুধকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন না। তখন বুধ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অদিতিকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'তোমার উদরে একটি ব্যথা জন্মিবে।'

প্রজাপতি দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিল, তিনি তন্মধ্যে কশ্যপকে ত্রয়োদশটি, ধর্ম্মকে দশটি, মনুকে দশটি এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটি প্রদান করেন। চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই একরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী ছিলেন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হওয়াতে তাঁহার অপর পত্নীগণ নিতান্ত ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পিতঃ! আমরা সকলেই তুল্যরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন।' কন্যাগণ এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে, প্রজাপতি দক্ষ নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইবে।'

অনন্তর চন্দ্র দক্ষের শাপপ্রভাবে যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কহিলেন, 'বৎস। তুমি আমার কন্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রকাশ কর নাই বলিয়া আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি।' ঐ সময় ঋষিগণ চন্দ্রকে ক্ষীণ হইতে দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নিশাপতে। তুমি যক্ষ্মারোগপ্রভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছ; অতএব পশ্চিম-সমুদ্রের সমীপে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমন করিয়া স্নান কর, তাহা হইলেই রোগ হইতে মুক্ত হইবে।'

ঋষিগণ এই কথা কহিলে চন্দ্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমনপূর্ব্বক অবগাহন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রমা ঐ তীর্থজলে অবগাহনপূর্ব্বক দীপ্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি ঐ তীর্থ প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষের সেই শাপপ্রভাবে অদ্যাপি ভগবান চন্দ্রমা প্রতি পৌর্ণমাসীর পর দিন দিন এক এক কলা পরিহীন হইয়া অমাবস্যায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত হয়েন। ঐ শাপপ্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার শরীরে মেঘলেখা[১] সদৃশ শশলাঞ্ছন[২] পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে একদা স্থূলশিরা নামে এক মহর্ষি সুমেরুপর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্বদিকে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল। তিনি তপঃক্লেশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং শীতল সমীর[৩] স্পর্শ হওয়াতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহর্ষি বায়ুস্পর্শজনিত প্রীতি প্রকাশ করিলে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মহর্ষিকে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি স্থূলশিরা তদ্দর্শনে তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, 'অদ্যাবধি আর তোমরা সকল সময়ে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।'

পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ বড়বামুখ নামে মহর্ষি হইয়া সুমেরু-পর্ব্বতে তপশ্চরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সমুদ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় রোষজনিত গাত্রোত্তাপে সমুদ্রজল স্তিমিত[১] এবং স্বেদজল[২] সদৃশ লবণাক্ত করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'হে নদীনাথ! অদ্যাবধি তোমার জল অপেয় হইল। কেবল যখন বড়বামুখ অনল তোমার জল পান করিবে, সেই সময়ই তোমার জল সুমধুর হইবে।' এই কারণ বশতঃ অদ্যাপি কেবল বড়বামুখ অনলই সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্রদেব হিমালয়ের নিকট তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণের অভিলাশ প্রকাশ করাতে হিমালয় তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলেন। হিমালয় রুদ্রদেবকে কন্যাপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করিবার পর মহর্ষি ভৃগু তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'পর্ব্বতেশ্বর। তুমি আমাকে তোমার এই কন্যাটি সম্প্রদান কর।' তখন হিমালয় কহিলেন, 'মহর্ষে। আমি রুদ্রদেবকে সম্প্রদান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।' হিমাচল এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, 'যখন তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন আমার শাপপ্রভাবে আজ অবধি আর তুমি রত্নভাজন[৩] হইবে না।' অদ্যাবধি সেই মহর্ষির বাক্যপ্রভাবে হিমাচল রত্নবিহীন হইয়া রহিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়। ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয়। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রসাদবলেই এই সসাগরা ধরিত্রী উপভোগ করিতেছেন। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি ও সোম কর্ত্তৃক জগৎসংসার রক্ষিত হইতেছে।

ভগবানের হরি প্রভৃতি অন্যান্য নাম

অগ্নিস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র নিরন্তর এই জগতের হর্ষবিধান করিতেছেন। তাঁহারা আমার চক্ষু এবং তাঁহাদের কিরণজাল আমার কেশস্বরূপ; এই নিমিত্ত আমি "হৃষিকেশ,' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। আমি মন্ত্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি এবং আমার বর্ণ হরিন্মণির ন্যায়, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে "হরি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

আমি সমুদয় লোকের ধামস্বরূপ এবং আমা হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচারনিষ্পত্তি হয়;

১। মেঘতুল্য কৃষ্ণাভ রেখা। ২। শশকচিহ্ন। ৩। বায়ু।

১। নিশ্চল। ২। ঘর্ম। ৩। রত্নের আকর।

এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমাকে "ঋতধামা" বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

পূর্ব্বে আমি রসাতলগত গোরূপধরা ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত দেবগণ "গোবিন্দ" নাম উচ্চারণপূর্ব্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন।

আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃপ্রকাশ করিয়া সমুদয় পদার্থে প্রবেশ করি; এই নিমিত্ত আমার নাম "শিপিবিষ্ট" হইয়াছে।

মহর্ষি জাস্ক সমুদয় যজ্ঞে আমাকে "গূঢ়" নামে স্তব করিয়া আমার প্রসাদে পাতালগত নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন।

আমি নিরন্তর প্রাণিগণের দেহমধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করি। কোনকালে জন্মগ্রহণ করি নাই, করিবও না: এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে "অজ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

আমি কখন ক্ষুদ্র, অশ্লীল অথবা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সৎ অসৎ সমুদয় আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ আমাকে "সত্য" নামে কীর্ত্তন করেন।

আমি কখন সত্ত্বগুণ হইতে চ্যুত হই নাই। আমা হইতে সত্ত্বগুণের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি নিরন্তর নিষ্পাপ থাকিয়া সত্ত্বগুণ সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারাই আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত আমার "সাত্বত" নাম বিখ্যাত হইয়াছে।

আমি লাঙ্গলফলক[১]রূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ এই নিমিত্ত আমি "কৃষ্ণ" নাম ধারণ করিয়াছি।

আমি কুণ্ঠিত না হইয়া সলিলের সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর সহিত আকাশকেও তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছি; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে "বৈকুণ্ঠ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

আমি কখনই নির্ব্বাণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত হই নাই; এই নিমিত্ত আমার নাম "অচ্যুত"।

অধঃশব্দে পৃথিবী, অক্ষ শব্দে আকাশ ও জল শব্দে ধারণকর্ত্তা। আমি তেজঃপ্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম "অধোক্ষজ" হইয়াছে। শব্দার্থচিন্তাপরায়ণ বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট হইয়া অধোক্ষজ নমোচ্চারণপূর্ব্বক আমার স্তব করেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'ভগবান নারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকে অধোক্ষজ বলিয়া সম্বোধন করা যায় না।'

প্রাণিগণের প্রাণধারণের হেতুভূত ঘৃত আমার তেজঃস্বরূপ, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমাকে "ঘৃতার্চ্চি" বলিয়া থাকেন।

পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতুপ্রভাবেই প্রাণিগণের প্রাণরক্ষা হয়। ঐ ধাতুত্রয়ের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণ ক্ষীণ হইয়া যায়; আমি এই তিন ধাতুস্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি; এই নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা আমাকে "ত্রিধাতু" বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ভগবান্ ধর্ম্ম জনসমাজে বৃষ নামে বিখ্যাত আছেন। এই নিমিত্ত নৈর্ঘণ্টক নামক বৈদিক কোষ[১] আমাকে "বৃষ" নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।

পণ্ডিতেরা কপি শব্দে বরাহশ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন; এই নিমিত্ত ভগবান্ কশ্যপ-প্রজাপতি আমাকে "বৃষাকপি" নাম প্রদান করিয়াছেন।

কি দেবগণ, কি অসুরগণ, কেহই আমার আদি, মধ্য ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে "অনাদি", "অমধ্য" ও "অনন্ত" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্য-সমুদয় শ্রবণ করি, এই নিমিত্ত আমার নাম "শুচিশ্রবা" হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমি একশৃঙ্গ[২] ও ত্রিককুদ্[৩] বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত আমি "একশৃঙ্গ" ও "ত্রিককুদ্" নামে বিখ্যাত হইয়াছি।

সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা যাহাকে বিরিঞ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঐ পণ্ডিতেরা আমাকে বিদ্যাসহায়বান্ আদিত্যমণ্ডলস্থ "কপিল" বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা বেদমধ্যে সংস্তুত হইয়া থাকেন.

১। লাঙ্গলের ফলা।

১। অভিধান গ্রন্থ। ২। একদন্ত। ৩। তিনটী ঝুঁটি।

এবং যিনি ভক্তিযোগ দ্বারা পূজিত হয়েন, আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ। আমি একবিংশতি সহস্র শাখা-সম্পন্ন ঋগ্বেদ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ-গীত আরণ্যক, বেদ-মধ্যে সহস্রশাখাযুক্ত সামবেদ, ষট্‌পঞ্চাশৎ অষ্ট ও সপ্তত্রিংশৎ শাখাযুক্ত যজুর্ব্বেদ এবং মারণোচ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক[১] কার্য্যপরিপূর্ণ[২] পঞ্চকল্পাত্মক অথর্ব্বদেবস্বরূপ। বেদমধ্যে যে সমস্ত শাখাভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সমস্ত শাখায় যে সমস্ত গীত নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ঐ সমুদয় গীতের যে স্বর ও বর্ণোচ্চারণ-প্রণালী বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই মৎকৃত। আমি বরদাতা হয়গ্রীব; আমি বেদপাঠের পদবিভাগ ও অক্ষরবিভাগ সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। মহাত্মা পাঞ্চাল আমারই অনুগ্রহে বামদেব হইতে বেদপাঠের পদবিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাভ্রব্যগোত্রসমুৎপন্ন মহর্ষি গালব আমারই পূর্ব্বমূর্ত্তি নারায়ণ হইতে বর-লাভ ও অত্যুৎকৃষ্ট যোগলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদের পদবিভাগ ও শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী মণ্ডরীক সাত জন্ম মৃত্যুজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ আমারই অনুগ্রহে যোগসিদ্ধি লাভ করেন।

আমি কোন কারণবশতঃ ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নর ও নারায়ণ নামে প্রখ্যাত হইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে ধর্ম্মযানে আরোহণপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলাম। ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই। তদ্দর্শনে রুদ্রদেব নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দধীচির বাক্যানুসারে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত শূল নিক্ষেপ করেন। ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রনিক্ষিপ্ত শূলের প্রখর তেজঃপ্রভাবে নারায়ণের কেশ মুঞ্জ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ হইয়া গেল। এই নিমিত্ত আমার নাম "মুঞ্জকেশ" হইয়াছে।

অনন্তর সেই রুদ্রশূল মহাত্মা নারায়ণের হুঙ্কার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনরায় শঙ্করের হস্তে গমন করিল। তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নর-নারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিশ্বাত্মা নারায়ণ রুদ্রকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে;

নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠগ্রহণ করিলে নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার অভিলাষে এক ঈষিকা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন। ঈষিকা মন্ত্রপূত হইবামাত্র পরশুর আকার ধারণ করিল। তখন নর সেই পরশু রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরশু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রুদ্র তদ্দণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই কারণে আমার নাম "খণ্ডপরশু" হইয়াছে।"

রুদ্র-নর-নারায়ণসমরে—নর-নারায়ণের জয়

অর্জ্জুন কহিলেন, "বাসুদেব। রুদ্র ও নরনারায়ণের সেই ত্রৈলোক্য-বিনাশন যুদ্ধে কে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

বাসুদেব কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়। এইরূপে রুদ্র ও নর-নারায়ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে; সমুদয় লোক অতিশয় ভীত হইল। ঐ সময় হুতাশন যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিলেন না; মহর্ষিগণের মুখে বেদ স্ফুরিত হইল না; রজ ও তমোগুণ দেবগণের অন্তঃকরণ আক্রমণ করিল; আকাশস্থ সমস্ত পদার্থ নিপতিত হইতে লাগিল; চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সমুদয় জ্যোতিহীন হইয়া গেল; প্রজাপতি ব্রহ্মা আসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন; সাগর শুষ্কপ্রায় ও হিমাচল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ দুর্নিমিত্ত-সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতা ও মহর্ষিগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রুদ্রদেবকে কহিলেন, 'হে বিশ্বনাথ! আপনি বিশ্বের হিতানুষ্ঠানার্থ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করুন। ত্রিলোকের মঙ্গল হউক। যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, নির্দ্বন্দ্ব ও লোকস্রষ্টা, এই নর ও নারায়ণ তাঁহারই মূর্ত্তি। ইঁহারা এক্ষণে ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি কোন কারণ বশতঃ সেই ব্রহ্মের প্রসন্নতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছি; আর আপনিও তাঁহারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনি আমার এবং অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। অচিরাৎ ত্রিলোকের শান্তিলাভ হউক।'

১,২। পরানিষ্টকারক ধ্বংসাত্মক অনুষ্ঠান পরিপূর্ণ।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রুদ্রদেব ক্রোধ প্রতিসংহারপূর্ব্বক আদিদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তখন জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া মহেশ্বরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রুদ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে জানে, সে আমাকেও জ্ঞাত আছে; আর যে ব্যক্তি তোমার অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলতঃ আমাদিগের উভয়ের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে যেন বিপরীত সংস্কার না জন্মে। আমার বক্ষঃস্থলে তোমার নিক্ষিপ্ত শূলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে, অদ্যাবধি উহা "শ্রীবৎস" নামে প্রথিত হইবে এবং আমি তোমার কণ্ঠগ্রহণ করাতে উহাতে একটি করচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন অদ্যাবধি তোমার নাম "শ্রীকণ্ঠ" হইবে।"

রুদ্র ও নারায়ণ এইরূপে পরস্পর চিহ্ন উৎপাদন ও সখ্যভাব সংস্থাপন করিলে, দেবগণ প্রফুল্লচিত্তে নর ও নারায়ণের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ বিদায় হইলে তপোধনাগ্রগণ্য নারায়ণ পুনরায় স্থিরচিত্তে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমার নিকট রুদ্র-নারায়ণ সংগ্রামে নারায়ণের বিজয়বৃত্তান্ত এবং মহর্ষিগণনির্দ্দিষ্ট আমার নামের প্রকৃত অর্থ-সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি এইরূপ বহুবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও গোলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। তুমি আমারই বাহুবলে রক্ষিত হইয়া জয়লাভ করিয়াছ। তোমার সংগ্রামের সময় যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব রুদ্র। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি যে সমস্ত শত্রু সংহার করিয়াছ, তিনি অগ্রেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। যিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাব তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে সেই দেবাদিদেব উমাপতিকে পূতমনে নমস্কার কর।"

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

বদরিকাশ্রমে নারদ—নারায়ণ কথোপকথন

শৌনক কহিলেন হে সৌতে! মহর্ষিগণ তোমার মুখে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। নারায়ণ-কথা শ্রবণ করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, সমুদয় আশ্রমে গমন ও সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলেও তদ্রূপ ফললাভ হয় না। এই সর্ব্বপাপবিনাশক পরমপবিত্র নারায়ণ-কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হইয়াছে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণের অদৃশ্য। দেবর্ষি নারদ কেবল তাঁহার অনুগ্রহবশতই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ অনিরুদ্ধ-দেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিয়াও কি কারণে পুনর্ব্বার নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ধাবমান্ হইলেন, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

সৌতি কহিলে, মহর্ষে! সর্পসত্রের[১] অবসানে অন্যান্য কার্য্যসমুদয় আরব্ধ হইলে মহারাজ জনমেজয় বেদনিদান[২] ভগবান্ ব্যাসদেবের তুল্য মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণের সহিত কত কাল বাস করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ হইতেছে। যেমন দধি হইতে নবনীত ও মলয় হইতে চন্দন সমুদ্ধৃত হয়; তদ্রূপ আপনি অসংখ্য উপাখ্যান-পরিপূরিত মহাভারত হইতে এই অমৃতস্বরূপ নারায়ণকথা সমুদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ। আমি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। যখন কল্পান্তে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই একমাত্র নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার তেজ যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার তুল্য পবিত্র আর কেহ নাই। পূর্ব্বপিতামহ

১। সর্পযজ্ঞের। ২। বেদ আবিষ্কারের।

মহাত্মা অর্জ্জুন যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রিয়সখা, বোধ হয়, ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। তপোবল না থাকিলে যাঁহাকে দর্শন করা যায় না, সেই লোকপূজিত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ নারায়ণ যখন আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ ও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে; অতুলতেজঃসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ আবার তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য। কারণ, তিনি ভগবান্ নারায়ণের অনুগ্রহপ্রভাবে শ্বেতদ্বীপে তাঁহার আদিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, দেবর্ষি অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণের রূপ দর্শন করিয়াও নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনরায় কি নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াই বা তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ কথোপকথন ও তথায় কত দিন অবস্থান করিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি অমিত-তেজাঃ ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে অনাদিনিধান নারায়ণকে দর্শন করিয়া তৎকথিত বিষয়সমুদয় চিন্তা করিতে করিতে সুমেরু-পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় সমুপস্থিত হইয়া "আমি এতাদৃশ দূরপথে গমনপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলাম," এই চিন্তা করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর তিনি সেই সুমেরু-পর্ব্বত হইতে আকাশপথে গন্ধমাদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে অতি সুবিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তপশ্চরণনিরত ব্রতধারী আত্মনিষ্ঠ পুরাতন ঋষিদ্বয় তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভা সর্ব্বলোকপ্রকাশক সূর্য্য হইতেও সমধিক উজ্জ্বল। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, মস্তকে জটাভার, চরণতলে চক্রচিহ্ন, বাহু আজানু-লম্বিত এবং বক্ষঃস্থল অতি সুবিস্তীর্ণ। তাঁহারা উভয়েই মুষ্কচতুষ্টয়সম্পন্ন এবং ষষ্টিসংখ্যক ক্ষুদ্র অঙ্গুলি বৃহদ্দন্তযুক্ত। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায় অতি গভীর, মুখমণ্ডল অতি রমণীয়, ললাটদেশ অতি প্রশস্ত, মস্তক আতপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং ভ্রূযুগল, হনু[1] ও নাসিকা অতি মনোহর।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারাও তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম ও স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকন-পূর্ব্বক "আমি শ্বেতদ্বীপে সর্ব্বভূতনমস্কৃত যেরূপ ব্যক্তিদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, এই মহাপুরুষদ্বয়ও সেইরূপ," এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক কুশময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজের আধার স্বরূপ, শমদমাদি গুণসম্পন্ন নর-নারায়ণ, পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্যপ্রদান দ্বারা দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশাসনে উপবেশন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা তিন জন একত্র উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভাবে হুত হুতাশনের প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা যজ্ঞভূমি যেমন সুশোভিত হয়, তদ্রূপ ঐ আশ্রম-প্রদেশ সমধিক শোভমান হইল।

অনন্তর নর-নারায়ণ সুখোপবিষ্ট গতক্লম[2] দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবর্ষে! তুমি শ্বেতদ্বীপে আমাদিগের আদিমূর্ত্তি সনাতন ভগবান্ পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না, তাহা কীর্ত্তন কর।"

নারদকর্ত্তৃক নর-নারায়ণের স্তব

নারদ কহিলেন, "শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপী সনাতন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। দেবতা ও ঋষিগণসমবেত সমুদয় লোক তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আপনা-দিগের উভয়কে সন্দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, আমি এখনও সেই মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছি। আমি শ্বেতদ্বীপে অব্যক্তরূপী নারায়ণকে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত অবলোকন করিয়াছি, এখানে ব্যক্তরূপী আপনাদিগকেও সেই সমুদয় লক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। আমি তথায় নারায়ণের উভয় পার্শ্বে আপনাদিগকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম; আবার অদ্য এ স্থলে আগমন করিয়াও আপনাদিগকে

১। চোয়াল। ২। বিগতশ্রম।

দর্শন করিতেছি। আপনারা ভিন্ন এই ত্রিলোক-মধ্যে আর কেহই তাঁহার সদৃশ শ্রীমান, তেজস্বী ও যশস্বী নহেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সমুদয় ধর্ম্ম এবং স্বয়ং যে যে রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইবেন, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপে যে সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য শ্বেত-বর্ণ পুরুষ অবস্থান করেন, সকলেই তত্ত্বজ্ঞ ও নারায়ণভক্ত এবং সকলেই সর্ব্বদা নারায়ণের পূজা ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণ নিতান্ত ভক্তবৎসল, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বসংসার-হর্ত্তা, সর্ব্বগামী, কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য। তাঁহার তুল্য বল ও দ্যুতি আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং তপশ্চরণপূর্ব্বক তেজঃপ্রভাবে আপনাকে শ্বেতদ্বীপ অপেক্ষা উদ্ভাসিত এবং ত্রিলোকমধ্যে শান্তি স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় সূর্য্য প্রকাশিত, চন্দ্র সমুদিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। যিনি অবনীতলে অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ বেদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবলম্বন ও সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি এবং অন্যান্য দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে সমুদয় হব্যকব্য প্রদান করেন, তৎসমুদয় সেই পরমপুরুষের চরণে নিপতিত হয়। আর একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে যাহা যাহা সমর্পণ করেন, তৎসমুদয় তিনি শিরোধার্য্য করেন; সুতরাং ত্রিলোকমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই তাঁহার প্রিয়তর নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি! তিনি স্বয়ং আমার নিকট কহিয়াছেন যে, 'একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর।' আমি এইরূপে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের মূর্ত্তি অবলোকন ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক এ স্থলে আগমন করিয়াছি। অতঃপর আপনাদিগের সহিত এই আশ্রমে অবস্থান করিব।"

পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

নারায়ণ কর্ত্তৃক স্বীয় তপশ্চরণ-কারণ-কথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে, নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবর্ষে! তুমি যখন শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধ-মূর্ত্তিতে অবস্থিত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়াছ, অতএব তুমি ধন্য ও ভগবানের অনুগৃহীত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহেন। সেই অব্যক্তপ্রভাব ভগবান্ নারায়ণের সন্দর্শন লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর আর কেহই নাই। তুমি তাঁহার নিতান্ত ভক্ত, এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তোমাকে আপনার মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় আমরা দুই জন ব্যতিরেকে কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, ঐ স্থানের প্রভা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সেই বিশ্বপতি হইতে ক্ষমাগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ ক্ষমাগুণ দ্বারা পৃথিবী ভূষিত হইয়াছে। রস সেই সর্ব্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলকে আশ্রয় করিয়াছে। রূপাত্মক তেজ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সূর্য্যদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভাজাল বিস্তার করিতেছেন। সমীরণ সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করাতে আকাশ অন্য বস্তু দ্বারা অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বভূতগত মন তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া উঁহাকে প্রকাশশালী করিয়াছে। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, হব্যকব্যভোজী ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যার সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম সদ্ভুতোৎপাদক। এক্ষণে যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত, তুমি তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন কর।

তমোনাশক দিবাকর সকল লোকের দ্বার-স্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তৎপরে আদিত্য হইতে দগ্ধদেহ পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যমণ্ডলে

মধ্যবর্ত্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপরে মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্ন হইতে নির্গত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেব প্রবেশ করিয়া থাকে।

হে তপোধন! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মের আলয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই দেবদেব নারায়ণের যে সমস্ত মূর্ত্তি ত্রিলোকমধ্যে আবির্ভূত হইবে, তৎসমুদয়ের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত এই রমণীয় বদরিকাশ্রমে অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছি। আমরা অসাধারণ বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত-সমুদয় সংসাধন করিয়াছি। আমরা তোমাকে শ্বেতদ্বীপে দর্শন করিয়াছি এবং তুমি ভগবান্ নারায়ণের সহিত সমাগত হইয়া যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাও অবগত আছি। সেই দেবাদিদেব এই বিশ্বমধ্যে যে সমস্ত শুভাশুভ উৎপন্ন হইয়াছে, তোমার নিকট তৎসমুদয়ই কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

মহাত্মা নারায়ণ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরমপুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, নারায়ণনিষ্ঠ, বিবিধ মন্ত্রজপে একান্ত অনুরক্ত ও সেই নারায়ণের পূজায় নিতান্ত নিরত হইয়া তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

নারদের দেব-পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দেবকার্য্য-সমাধানানন্তর পিতৃকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! তুমি এই দৈব ও পৈত্রকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ ফললাভের নিমিত্ত কাহার আরাধনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

নারদ কহিলেন, "ভগবন্! পূর্ব্বে আপনিই কহিয়াছিলেন, দেবগণের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈবই পরম যজ্ঞ ও সনাতন পরমাত্মার স্বরূপ। আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে নিরন্তর নারায়ণের উপাসনা করিতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সনাতন নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার[১] পিতা দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার পুত্র[২]। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার মানসপুত্র হইয়াও অভিশাপবশতঃ সেই দক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি[২]। লোকে পিতৃযজ্ঞে পিতা, মাতা ও পিতামহস্বরূপ সেই সনাতন নারায়ণেরই অর্চনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি পিতৃযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পরমাত্মার উপাসনা করিতেছি। শ্রুতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, দেবগণ অগ্নিষ্বাত্তাদিকে[৩] বেদাধ্যয়ন করাইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। ঐ যুদ্ধ বহুকাল হওয়াতে বেদ তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা সেই অগ্নিষ্বাত্তাদির নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবগণ অগ্নিষ্বাত্তাদির নিকট বেদাধ্যয়ন করাতে অগ্নিষ্বাত্তাদির দেবগণে পুত্র হইয়াও পিতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ যে পিণ্ডত্রয় প্রদানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে পিতৃগণ কিরূপে পিণ্ডসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনারা সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

নারদসমীপে নারায়ণের পিতৃকার্য্য প্রশংসা

তখন ভগবান্ নরনারায়ণ দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীকে উদ্ধৃত ও যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে কর্দ্দমাক্তিত দেহে পূর্ব্বাস্য হইয়া ভূমিতে কুশ সংস্থাপন ও আত্মদেহের উত্তাপ-সমুদ্ভূত স্নেহগর্ভ তিল দ্বারা প্রোক্ষণ-পুরঃসর দংষ্ট্রা দ্বারা সেই তিনটি মৃন্ময় পিণ্ড উত্তোলন ও সেই কুশোপরি সংস্থাপন-পূর্ব্বক লোকের নিয়মসংস্থাপনার্থ কহিয়াছিলেন, 'আমিই লোক-সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। এক্ষণে আমি স্বয়ং পিতৃগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার দন্ত দ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণদিক্

১—২। ইহা নীলকণ্ঠ টীকাধৃত হরিবংশের পাঠানুযায়ী ব্যাখ্যা। মহাভারতের মূল ব্যাখ্যা—নারায়ণ প্রীত হইয়া আমার পিতা ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছেন। আমি সেই ভগবান্ ব্রহ্মার মানস পুত্র। ৩। অগ্নিষ্বাত্তাদি দিব্যপিতৃলোকদিগকে।

আশ্রয় করিয়াছে ; এই নিমিত্ত অদ্যাবধি পিণ্ডসমুদয়[১] পিতৃগণ[২] বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। আমি এই যে পিণ্ডত্রয়ের সৃষ্টি করিলাম, ইহারা আমার আদেশ-ক্রমে পিতৃত্ব লাভ করুক। পণ্ডিতেরা আমাকেই পিণ্ডত্রয়ে অবস্থিত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য কেহই নাই। কেহই আমার পিতা নহে। আমিই সকলের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহস্বরূপ।' দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ উহা কহিয়া বরাহপর্ব্বতে পিণ্ডদানপূর্ব্বক আপনার পূজা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি পিতৃগণ পিণ্ড নামে অভিহিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃগণ, দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গো ও জননীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফললাভ হইয়া থাকে। সুখদুঃখবিহীন ভগবান্ নারায়ণ নিরন্তর সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন।"

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

নারায়ণ-মাহাত্ম্য-শ্রবণফল

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! দেবর্ষি নারদ নর-নারায়ণের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও একান্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি নর-নারায়ণের আশ্রমে সহস্র বৎসর অবস্থান, তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণোপাখ্যান শ্রবণ ও তথায় বিশ্বরূপ হরিকে সন্দর্শন করিয়া হিমালয়পর্ব্বতস্থিত স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই বিখ্যাত তপস্বী মহর্ষি নর-নারায়ণও রমণীয় বদরিকাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। আজ তুমি আমার নিকট এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইলে। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সেই অনাদিনিধন নারায়ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি তাহার নিস্তার নাই। যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বিদ্বেষ করে, সেই সকলেরই দ্বেষ্য ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনন্তকাল-ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ; সুতরাং তাঁহার দ্বেষ করিলে আত্মদ্বেষী হইতে হয়। আমাদিগের উপাধ্যায় গন্ধবতীপুত্র[১] মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট যেরূপ নারায়ণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন ; আমি পূর্ব্বে ভগবদ্গীতা-কীর্ত্তনসময়ে ঐ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি। ভগবান্ বেদব্যাস নারায়ণস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কেহই মহাভারত রচনা ও যথাবিধি বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যে অশ্বমেধযজ্ঞের সংকল্প করিয়াছ, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সমারব্ধ হউক।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! নরপতি জনমেজয় এই বিস্তীর্ণ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তুমি এই সমুদয় মহর্ষি সমভিব্যাহারে যে নারায়ণমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ, ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ ও মহর্ষি-সমুদয়ের সমক্ষে সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট ঐ মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সমুদয় মহর্ষি ও ত্রিভুবনের অধিপতি। তিনি বেদের বিধাতা। তিনিই এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শমদমাদি নিয়ম-সমুদয় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, তিনি দেবগণের হিতার্থে অসুরদিগের বিনাশসাধন করিয়াছেন। তিনি তপোনিধি, যশোভাজন, মধুকৈটভনিহন্তা এবং ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি-দিগের একমাত্র গতি ও অভয়দাতা। তিনি সগুণ, বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী এবং যজ্ঞ ও খাদ্যাদির[২] ফলভাগহারী[৩]। সেই দুর্জ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ নারায়ণ পুণ্যাত্মা মহর্ষিদিগের উৎকৃষ্ট গতিবিধান করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ও যোগিগণ তাঁহাকে ত্রিলোকের আদিকারণ, মোক্ষের আধার এবং সূক্ষ্ম, অচল ও সনাতন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেই ত্রিলোকসাক্ষী জন্মবিহীন আদিপুরুষ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন ; অতএব আপনারা একান্তচিত্তে সেই ত্রিলোকনাথকে নমস্কার করুন।

১। সত্যবতীর পুত্র। ২—৩। ফলাফল প্রতিভার অংশভাগী।

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

হয়গ্রীবমূর্ত্তির আবির্ভাবপ্রশ্নে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! আমি তোমার মুখে সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্য, ধর্ম্মের আলয়ে নর-নারায়ণরূপে তাঁহার আবির্ভাব, মহাবরাহকৃত পূর্ব্বতন পিণ্ডোৎপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যে মহাসাগরের সন্নিধানে ঈশানকোণে হব্যকব্যভোজী ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ হয়গ্রীবের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ, ব্রহ্মা সেই হয়গ্রীবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই লোকপালক হয়গ্রীবের রূপ কিরূপ ও প্রভাবই বা কি প্রকার? আর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অদ্ভুত পবিত্র মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি ঐ বিষয় কীর্ত্তন কর। তুমি পরম পবিত্র পুরাণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছ।

তখন সৌতি কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই বেদমূলক পুরাণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা জনমেজয় দেবাদিদেব বিষ্ণুর হয়গ্রীবমূর্ত্তির বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! প্রজাপতি ব্রহ্মা যে হয়গ্রীব-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, কি কারণে সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই লোকে যে সমস্ত দেহাদি দৃশ্যপদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চভূতের সমষ্টি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন এবং তাঁহা হইতেই ইহার প্রলয় হইয়া থাকে। এক্ষণে যেরূপে প্রলয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বাগ্রে পৃথিবী সলিলে লীন হয়, তৎপরে সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনোমধ্যে, মন মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি জীবাত্মায়, জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়। তখন সমুদয়ই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না।

সৃষ্টিপ্রলয়প্রসঙ্গে মধু-কৈটভের উৎপত্তিকথা

এক্ষণে যেরূপে উৎপত্তি[১] হয়, তাহাও শ্রবণ কর। তমোরূপ প্রকৃতি হইতে জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ঐ ব্রহ্মই প্রকৃতির মূল ও অমৃতস্বরূপ। তিনি বিশ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষদেহে[২] আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনিই অনিরুদ্ধ, প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক। সেই অনিরুদ্ধনামক হরি বিদ্যা-সহায়সম্পন্ন হইয়া যোগনিদ্রা অধিকারপূর্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া জগৎসৃষ্টিবিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে অহঙ্কারস্বরূপ সর্ব্বলোক-পিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মলোচন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশনপূর্ব্বক সমুদয় জলময় নিরীক্ষণ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতসমুদয়ের সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা তৎকালে যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যসঙ্কাশ পদ্মের পত্রে নারায়ণ নিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল নিপতিত ছিল। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে এক বিন্দু মধুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তদ্দর্শনে অনাদিনিধন নারায়ণ কহিলেন, "এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধুদৈত্য উৎপন্ন হউক।" তিনি আজ্ঞা করিবামাত্র সেই জলবিন্দু হইতে মধুদৈত্য প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য জলবিন্দু অতিশয় কঠিন ছিল। ঐ জলবিন্দু হইতে নারায়ণের আদেশানুসারে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ উৎপন্ন হইল।

অনন্তর সেই রজ ও তমোগুণাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত গদাধারী অসুরদ্বয় ঐ পদ্মমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল, উহার মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে মনোহর বেদের সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মাকে বেদসৃষ্টি করিতে দেখিয়া তাহাদের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল। তখন তাহারা কমলযোনির নিকট হইতে সেই বেদ গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রমধ্যে গমন করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা নিতান্ত কাতর হইয়া নারায়ণকে কহিলেন, "ভগবন্! বেদ

১। সৃষ্টি। ২। দেহ।

আমার দিব্য চক্ষু ও উৎকৃষ্ট বল, বেদ আমাদের তেজ ও উপাস্য বস্তু। এক্ষণে মধুকৈটভ-নামক দানবদ্বয় বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিয়াছে। বেদ-বিরহে আমি লোক-সমুদয় অন্ধকারময় দেখিতেছি। বেদ ব্যতীত আমি কিরূপে লোক সৃষ্টি করিব? ফলতঃ বেদ বিনষ্ট হওয়াতে আমার যার পর নাই দুঃখ উপস্থিত ও হৃদয় অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে। আজ কোন্ ব্যক্তি সেই বেদ-সমুদয় আনয়ন করিয়া আমাকে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিবে?"

বেদ-উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মার নারায়ণ-স্তব

কমলযোনি নারায়ণের নিকট এইরূপ দুঃখ-প্রকাশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে কহিলেন, "ভগবন্! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও আমার পূর্ব্বজাত। তুমি লোকের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সাঙ্খ্যযোগনিধি। তুমি মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা, অচিন্তনীয় ও শ্রেয়ঃপথাবলম্বী। তুমি বিশ্বসংহারক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও স্বয়ম্ভূ; তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার অনুগ্রহেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। প্রথমে তোমার মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চম-বার নাসিকা হইতে ও ষষ্ঠবার অণ্ডমধ্য হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে। এই আমার সপ্তম জন্ম। এবারে আমি তোমার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি কল্পে কল্পে সৃষ্টির সময় বিশুদ্ধসত্ত্ব-সম্পন্ন ও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া থাকি। তুমি ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভূ। আমি তোমা হইতে সম্ভূত হইয়াছি। বেদ আমার চক্ষুঃস্বরূপ। দুরাত্মা দানবদ্বয় আজ আমার সেই চক্ষু অপহরণ করাতে আমি এক্ষণে অন্ধপ্রায় হইয়াছি; অতএব নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে চক্ষু প্রদান কর। তুমি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ কর, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকি।"

হয়গ্রীবমূর্ত্তিতে নারায়ণের বেদ-উদ্ধার

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান্ নারায়ণ নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বেদোদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। ঐ সময় তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ দ্বারা দ্বিতীয় হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহার শরীর ও নাসিকাদি অবয়বসমুদয় চন্দ্রতুল্য কমনীয় হইয়া উঠিল। নক্ষত্রতারাসমবেত স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য-কিরণ কেশপাশ, ও আকাশ ও পাতাল কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়, মহাসমুদ্রদ্বয় ভ্রূযুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুদ্বয়, সন্ধ্যা নাসিকা, ওঙ্কার সংস্কার, বিদ্যুৎ জিহ্বা, সোমপায়ী পিতৃগণ দন্ত, সমুদয়, গোলোক ও ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অধর এবং কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবাস্বরূপ হইল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তি-পরিবৃত হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ঘোরতর যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক উদাত্তাদি স্বর-সমুদয় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মধুকৈটভ সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র ব্যগ্র হইয়া রসাতলমধ্যে বেদ নিক্ষেপপূর্ব্বক শব্দানুসারে ধাবমান্ হইল। অসুরদ্বয় বেদ-নিক্ষেপ করিবামাত্র হয়গ্রীবমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের অগোচরে সমুদয় বেদ গ্রহণ ও স্বস্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং মহাসমুদ্রের ঈশানকোণে স্বীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বয়ং পূর্ব্বরূপ ধারণপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলেন।

এ দিকে মধুকৈটভ বহুক্ষণ সেই শব্দের কারণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কুত্রাপি কিছুমাত্র অবলোকন না করিয়া পরিশেষে যে স্থানে বেদ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথায় আগমন ও বেদ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাত্মা নারায়ণ ইতিপূর্ব্বে বেদ লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং উহারা ঐ স্থানে উহার অনুসন্ধান পাইল না। তখন তাহারা পুনর্ব্বায় রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিল, সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ অমিত-পরাক্রম শুভ্রবর্ণ আদিপুরুষ নারায়ণ সলিলের উপর কিরণজালসমাবৃত স্বীয় দেহপ্রমাণ অনন্ত শয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ঐ দানবদ্বয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, 'এই সেই শ্বেতবর্ণ পুরুষ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। রসাতল হইতে বেদ অপহরণ করা ইহারই কর্ম্ম, সন্দেহ নাই।'

নারায়ণ কর্ত্তৃক মধু-কৈটভ বধ

দুরাত্মা অসুরদ্বয় এই স্থির করিয়া নারায়ণের নিকট গমনপূর্ব্বক, 'এ কে? কি নিমিত্ত অনন্তশয্যায় শয়ন

করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে?' উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বাক্যবিন্যাসপূর্ব্বক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। নারায়ণ জাগরিত হইবামাত্র দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী অবলোকনপূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মার উপকারার্থ তাহাদিগের উভয়কেই এককালে সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দানবদ্বয়ের বিনাশ ও নিখিল বেদের উদ্ধার দ্বারা ব্রহ্মার শোকাপনোদন হইলে কমলযোনি বেদ ও নারায়ণের সাহায্য-বলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান নারায়ণ এইরূপে মধুকৈটভের বিনাশ-সাধন ও ব্রহ্মার অন্তরে লোকসৃষ্টির বুদ্ধি প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা হরি হয়গ্রীবমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ এই নারায়ণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ বা অভ্যাস করেন, তাঁহার কখনই বেদাধ্যয়নের বিঘ্ন জন্মে না। পূর্ব্বে পাঞ্চালরাজ দৈববাণী অনুসারে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান-পূর্ব্বক হয়গ্রীব মূর্তি নারায়ণকে আরাধনা করিয়া স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে ভগবান্ নারায়ণের যে হয়গ্রীব-মূর্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। তিনি কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত যখন যেরূপ মূর্তি ধারণ করিতে বাসনা করেন, তখনই সেইরূপ মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বেদ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। তিনি সাঙ্খ্যযোগ ও পরমব্রহ্ম; যজ্ঞসমুদয় তাঁহারই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনিই সকলের পরম গতি, সত্য এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মস্বরূপ। ভূমির গন্ধ, সলিলের রস, জ্যোতির রূপ, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ এবং প্রকৃতির গুণ মন তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রাদির গমনাগমননিবন্ধন যে কাল প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাও নারায়ণাত্মক। কীর্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতা-সমুদয় নারায়ণকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। ফলতঃ নারায়ণই এই সমুদয় পদার্থের প্রধান কারণ ও কার্য্যস্বরূপ। তিনিই অধিষ্ঠানকর্তা পৃথক্‌বিধকরণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব।

যাঁহারা হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাযোগী হরিই তাহাদিগের সেই তত্ত্বস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা ঋষি, সাঙ্খ্যমতাবলম্বী, যোগী ও আত্মজ্ঞ যতিদিগের মনোভিলাষ সমুদয় পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু ঐ সমস্ত মহাত্মারা কোনক্রমেই তাঁহার অভীষ্ট অবগত হইতে সমর্থ হয়েন না। এই ত্রিলোক-মধ্যে যাঁহারা দৈব ও পৈত্র কার্য্য এবং দান ও তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয়। তিনি সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি নিত্য, পরম মহর্ষি, মহাবিভূতি ও নির্গুণ। বসন্তাদি ঋতুতে কাল যেমন ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সগুণ হইয়া রূপাদি ধারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মারা তাঁহার গতি বা প্রত্যাগতি কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হয়েন না। যে মহর্ষিগণ জ্ঞানবল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন।

ঊনপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

পরম্পরাক্রমে একনিষ্ঠ ভক্তির প্রকাশ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ নারায়ণ একান্ত-ভক্তিপরায়ণ[১] মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং ইঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, আপনি পুণ্যপাপবিহীন নির্গুণ পুরুষদিগের পরমগতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত একান্তভক্তদিগের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। যখন একান্ত-ভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অনিরুদ্ধাদি দেবত্রয়ের উপাসনা না করিয়াও চতুর্থ মূর্তি বাসুদেবে লীন হয়েন, তখন একান্তধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং যাঁহারা নিরন্তর যথাবিধি বেদ-বেদাঙ্গ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্ত ভক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ গতিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ দেবতা বা কোন্ মহর্ষি এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন্ সময়ে উহা উৎপন্ন হইল এবং কিরূপেই বা উহা প্রতিপালন করিতে হয়, এই সমুদয় বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত

১। একমাত্র নারায়ণেই ভক্তিযুক্ত—একনিষ্ঠ ভক্তিমান।

হইতেছে; অতএব আপনি ঐ সংশয় অপনোদনপূর্ব্বক আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যেরূপ ঐকান্তিকধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট তাহা কহিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিকধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়েন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ সেই যোগারূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে সেই সনাতন নারায়ণের মায়াপ্রভাবে উহা পুনরায় তিরোহিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার জন্মগ্রহণ করিলে, নারায়ণ পুনর্ব্বার স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণপ্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার উহা পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ঐ ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ ধর্ম্ম ঋগ্বেদমধ্যে কীর্ত্তিত আছে। উহার অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর। জগৎপ্রাণ সমীরণ মহর্ষি সুপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া বিঘসাশী মহর্ষিদিগকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

অতঃপর সনাতন নারায়ণের কর্ণ হইতে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ জগতের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণ হইতে বিনির্গত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে তেজ, বল ও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর। আমা হইতে অবশ্যই তোমার মঙ্গললাভ হইবে।"

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার বদনবিনিঃসৃত আরণ্যক-বেদের সহিত সরহস্য শ্রেষ্ঠধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তখন যুগধর্ম্মের বিধাতা বিষয়রাগবিহীন ভগবান্ ব্রহ্মা স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় সর্ব্বপ্রথমে সত্যযুগ সমুপস্থিত ও সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণমুখনির্গত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র শঙ্খপদ পিতার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র দিক্‌পাল সুবর্ণাভকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি বীরণকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে মহাত্মা বীরণ স্বীয় পুত্র রৈভ্যকে ও রৈভ্য স্বীয় পুত্র দিক্‌পতি কুক্ষিনামাকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে সেই নারায়ণমুখোদ্ভূত ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনর্ব্বার ঐ ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধিপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ্ নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামে বিখ্যাত এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহারাজ অবিকম্পীকে প্রদান করিলেন। পরিশেষে ঐ সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বান্‌কে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম্ম সমর্পণ করিলে, তিনি ত্রিলোকমধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে।

হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে হরিগীতায় যতিধর্ম্ম-কীর্ত্তনসময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সনাতন সত্যধর্ম্মই সকলের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম্ম ও অহিংসা ধর্ম্মযুক্ত সৎকর্ম্মপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হয়েন। ঐ মহাত্মাকে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবমূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। উনি মমতাপরিশূন্য, পরিপূর্ণ ও আত্মস্বরূপ। উনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণসমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন। উনি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়স্বরূপ, উনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, অকর্ত্তা, কার্য্য ও কারণ। উনি ইচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি আচার্য্য বেদব্যাসের প্রসাদবলে তোমার নিকট দুর্জ্ঞেয় ঐকান্তিক-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে ঐকান্তিক-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। এই জগৎ হিংসাপরিশূন্য, সর্ব্বভূতহিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকসমুদয়ে পরিবৃত হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইলে এবং সমুদয় লোক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে ঋষিগণের নিকট এইরূপে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। একান্ত অনুরক্ত নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিরা চরমে চন্দ্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ নারায়ণকে লাভ করিয়া থাকেন।

সাত্ত্বিক লোক মোক্ষলাভের অধিকারী

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রতপরায়ণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত তাহা অবলম্বন করেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন। উঁহারা সত্ত্বগুণপ্রভাবেই নারায়ণকে অবগত হইতে সমর্থ হন এবং মুক্তি যে নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাও বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া থাকেন; এই কারণেই তাঁহাদিগকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহারা নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনার সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল যতি মোক্ষলাভার্থ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, নারায়ণই তাঁহাদিগের যোগক্ষেম বহন করেন। ভগবান্ নারায়ণ সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত দ্বারা যাঁহাদের জন্মমরণদুঃখ নিবারণ করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিক এবং মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হয়েন। নারায়ণাত্মক মুক্তিলাভের নিমিত্ত একান্তমনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সাঙ্খ্য ও যোগধর্ম্মের অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানবান্ মনুষ্য সেই ঐকান্তিক-ধর্ম্মপ্রভাবে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকেন। পুরুষ জন্মমৃত্যু-জনিত দুঃখভোগসময়ে নারায়ণ কর্ত্তৃক কৃপাদৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞানলাভ করে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারে না। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে বিমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রজ ও

তমোগুণাবলম্বী প্রবৃত্তিধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষকে বারংবার জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও নারায়ণ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করেন না, ঐরূপ ব্যক্তি লোকপিতামহ ব্রহ্মারই কৃপাপাত্র হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সত্ত্বগুণ হইতে অণুমাত্র পরিভ্রষ্ট হইলেও তাঁহাদিগকে অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! সাত্ত্বিক অহঙ্কার-মুক্ত পুরুষ কিরূপে পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষ যখন মোক্ষার্থী হইয়া সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্মস্বরূপ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যযোগ, আরণ্যকবেদ ও পঞ্চরাত্র এই শাস্ত্র-সমুদয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত [১]। মনুষ্য এই সমস্ত শাস্ত্রের অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ঐকান্তিকধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। সলিলপ্রবাহ যেমন মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জ্ঞানসমুদয় সেই নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট ঐকান্তিকধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে উহার অনুষ্ঠান করুন। দেবর্ষি নারদ আমার গুরু ব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিকধর্ম্মের বিষয় এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা ব্যাস ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রীতিপূর্ব্বক এই বিষয় কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর, এই নিমিত্ত অনেকেই উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। মহাত্মা বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, তুমি তাঁহার প্রতিই একান্ত ভক্তি প্রদর্শন কর।

—

পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

বেদব্যাসের পূর্ব্বজন্ম

জনমেজয় কহিলেন ভগবন্! সাঙ্খ্যযোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যক বেদ এই তিন জ্ঞানশাস্ত্র সমুদয় লোকে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সমুদয় কি এক ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, না পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা যথাবিধি কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী দ্বীপমধ্যে মহর্ষি পরাশরের সহযোগে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করি। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নারায়ণাংশসম্ভূত, বিভূতিযুক্ত[১], বেদনিধি[২] দ্বৈপায়ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে সেই মহাত্মার জন্ম হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ও পরাশরের পুত্র বেদব্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আবার বেদব্যাসকে ভগবান্ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; অতএব কিরূপে নারায়ণ হইতে ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমার গুরু ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বেদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত হিমালয়ের একদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি আমরা এই পাঁচ জনই তাঁহার শিষ্য ছিলাম। তিনি এই মহাভারতগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, আমরা তাঁহার বিস্তর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বেদ ও ভারতার্থপাঠে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভূতগণ পরিবেষ্টিত ভূতপতির ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

একদিন আমরা অবসরক্রমে গুরু বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগবন্! আপনি আমাদিগের নিকট সমুদয় বেদ, ভারতার্থ এবং নারায়ণ হইতে আপনার জন্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন।" তখন তত্ত্ববিদ্গণের অগ্রগণ্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে

১। একটি অপরের [illegible]।

১। অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত। ২। সমগ্র বেদের আধার।

আমাদিগের নিকট বেদার্থ ও ভারতার্থ সমুদয় কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! আমি সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তপোবলে তাহা আমার বিদিত আছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শুভাশুভবিবর্জ্জিত ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে সপ্তমবার জন্ম পরিগ্রহ করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমার নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, এক্ষণে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি কর।'

তখন ভগবান্ কমলযোনি দেবদেব নারায়ণের এই বাক্যশ্রবণে নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আমি নিতান্ত জ্ঞানবিহীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে আমার ক্ষমতা নাই; অতএব আপনি উহার উপায়বিধান করুন।' ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা কহিলে নারায়ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া বুদ্ধিকে চিন্তা করিবামাত্র তিনি তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবদেব নারায়ণ স্বয়ং তাহাকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! তুমি প্রজাগণের সৃষ্টিসাধনার্থ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ কর।' মহাত্মা নারায়ণ এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে বুদ্ধি অবিলম্বে ব্রহ্মার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন নারায়ণ ব্রহ্মাকে বুদ্ধিসমন্বিত দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, 'বৎস! এক্ষণে তোমার জ্ঞানলাভ হইয়াছে; অতএব সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীর সৃষ্টিবিধান কর।' নারায়ণ এই কথা কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা 'ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম' বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ অবিলম্বে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ নারায়ণের মনে এই উদয় হইল যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে এই বসুমতী দৈত্য, দানব গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অতঃপর দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তপোবলে বরলাভপূর্ব্বক অপরিমিত-বলশালী ও একান্ত দর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করিবে; অতএব বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া যথাক্রমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা পৃথিবীর ভারাবতরণ[১] করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি নাগমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রসাতলে অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি বলিয়া ইনি এই বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন; অতএব অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ইঁহার পরিত্রাণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতঃপর আমাকে বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ব্বিনীত দেবারিগণকে বিনাশ করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ "ভো" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ শব্দ হইতে অপান্তরতমা নামে এক মহর্ষি সমুদ্ভূত হইলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শীল। অপান্তরতমা সমুদ্ভূত হইবামাত্র আদিদেব নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্র! তোমাকে বেদবিভাগ করিতে হইবে।' নারায়ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে মহর্ষি অপান্তরতমা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বেদ বিভাগ করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বেদবিভাগকার্য্য, তপস্যা, নিয়ম ও সংযম দ্বারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'তুমি প্রতি মন্বন্তরে এইরূপ জন্মলাভ করিয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। কেহই তোমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কলিযুগ সমুপস্থিত হইলে, ভরতবংশে কৌরব নামে বিখ্যাত মহাত্মা নরপতিগণ তোমা হইতে সম্ভূত হইবে। তুমি তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত না থাকাতে তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া শমন-সদনে গমন করিবে। ঐ যুগে তুমি কৃষ্ণবর্ণ, বিবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানোপদেষ্টা ও তপস্বী হইয়া বেদবিভাগ করিবে; কিন্তু স্বয়ং কখনই বিষয়ানুরাগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে তোমার যে পুত্র জন্মিবে, সেই বিষয়ানুরাগপরিশূন্য হইবে।

ব্রাহ্মণগণ যে বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ও তপোধনাগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাঁহার তেজঃপ্রভায় সূর্য্যপ্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বংশে মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরাশর নামে মহর্ষি জন্মপরিগ্রহ করিবেন। তিনি বেদের

১। ভার অপসারণ।

আকর ও মহাতপস্বী হইবেন। তুমি তাঁহার ঔরসে অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না এবং কিছুতেই তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। তুমি তপোবলে অনায়াসে অতীত যুগসমুদয় অবগত হইতে পারিবে এবং ঐ কলিযুগ অবধি চিরকাল জীবিত থাকিয়া অসংখ্য যুগ অতিক্রান্ত হইতে দেখিবে। ঐ কলিযুগে আমি চক্রধারণপূর্ব্বক তোমার নয়নগোচর হইব। তোমার যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। যে মন্বন্তরে সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমি মন্বাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদয়ই আমা হইতে সম্ভূত। যে যেরূপে কামনা করে, আমি অনায়াসেই তাহার সে অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকি।' ভগবান্ নারায়ণ অপান্তরতমাকে এই কথা কহিয়া তাঁহার আজ্ঞা-প্রতিপালনে আদেশ করিলেন।

নারায়ণের উপাসনায় সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত

হে শিষ্যগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে নারায়ণের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া আমি অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্ট সমাধিবলে পূর্ব্বে ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। এই আমি তোমাদের জিজ্ঞাসানুসারে আমার পূর্ব্বজন্ম ও পরে আমার যাহা যাহা হইবে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আমাদিগের উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সাঙ্খ্যযোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্যের, পুরাতন পুরুষ ব্রহ্মা যোগের, অপান্তরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব পাশুপত ধর্ম্মের এবং ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদয় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। সাঙ্খ্যযোগাদি সমুদয় শাস্ত্রই একমাত্র নারায়ণকে উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহাকে পরমাত্ম-স্বরূপ বলিয়া অবগত হইতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ ঐ নারায়ণকে অদ্বিতীয় পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা বেদ ও অনুমানাদি দ্বারা সন্দেহশূন্য হইয়াছেন, নারায়ণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। আর যাহারা কুতর্কনিবন্ধন সন্দিহান হয়, তাহারা কখন তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রজ্ঞ একান্ত অনুরক্ত মহাত্মারা চরমে অনায়াসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন। মহারাজ! মহর্ষিগণ সাংখ্য, যোগ ও বেদ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে এই জগৎ নারায়ণময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য সংঘটিত হয়, সে, সমুদয়ই নারায়ণ হইতেই সমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হওয়া উচিত।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

পরমপুরুষের একত্বনির্ণয়

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! পুরুষ এক না বহু? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে এবং সকলের উৎপত্তিস্থানই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে যেমন ঘটপটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশের একমাত্র মহাকাশই কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই সমস্ত পুরুষের কারণরূপে অভিহিত হয়েন। এক্ষণে আমি তপঃপরায়ণ পরম পূজনীয় মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া সামান্য ও বিশেষাকারে যাহা কহিয়াছে, সেই সর্ব্ববেদপ্রথিত এই সত্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

আমার গুরু মহর্ষি বেদব্যাস সংক্ষেপে পুরুষের একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে ত্র্যম্বকব্রহ্মসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তুমি অবহিতমনে উহা শ্রবণ করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

ক্ষীরোদ-সমুদ্রের মধ্যে সুবর্ণসপ্রভ[1] বৈজয়ন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকী অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার ললাটদেশসমুৎপন্ন ভগবান্ মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথ দিয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ কমলযোনির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রীতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিলোচনকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে বহুকাল বিলম্বে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, "মহাবাহো! কেমন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ত? এক্ষণে তপ ও বেদাধ্যয়নের ত কুশল?"

রুদ্র কহিলেন, "ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার তপ ও বেদাধ্যয়নের কুশল, সমস্ত জগৎও নির্ব্বিঘ্নে আছে। আমি ব্রহ্মলোকে আপনার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলাম। আপনাকে এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমার মনে যার পর নাই কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনি সামান্য কারণে এই পর্ব্বতবাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত সেই সুরাসুর-সেবিত, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ, ক্ষুৎপিপাসাশূন্য, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "রুদ্র! আমি এই বৈজয়ন্ত নামক পর্ব্বতে বাস করিয়া একাগ্রমনে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।"

তখন রুদ্র কহিলেন, "ভগবন্! আপনি বহু-সংখ্যক পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আপনি যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই বিরাট পুরুষ কে? আমার এ বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিবারণ করুন।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "হে রুদ্র! আমি বহু পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা যথার্থ বটে এবং বেদমধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধনবলে নির্গুণ হইতে পারিলে সেই নির্গুণ বিশ্বব্যাপী পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন।"

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

অনিরুদ্ধাদি চতুর্ব্ব্যূহাত্মক নারায়ণের ঐক্য

ব্রহ্মা বলিলেন, "হে বৎস! পণ্ডিতেরা ভগবান্ নারায়ণকে শাশ্বত, অব্যয়, অপ্রমেয় ও সর্ব্বময় বলিয়া থাকেন। কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ব্যক্তি কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়সম্পন্ন শমদমাদিবিহীন মূঢ়দিগের জ্ঞানের অগোচর। ঐ নিরাকার পুরুষ সমুদয় লোকের শরীরে অবস্থান করিয়াও শুভাশুভ কার্য্য-সমুদয়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সকলেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষিস্বরূপ; অথচ আমরা কেহই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারি না। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মস্তক, ভুজ, পদ ও নাসিকা-স্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী[1] হইয়া পরমসুখে সর্ব্বদেহে বিচরণ করিতেছেন। শরীররূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে, এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় ও কিরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। আমি সাংখ্যবিধি ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তত্ত্বচিন্তায় তৎপর হইয়াছি; কিন্তু কোন-রূপেই সেই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আত্মজ্ঞানানুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহাপুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র হুতাশন বিবিধরূপে প্রজ্বলিত হয়েন, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদয় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ দ্বারা সমুদয় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে

১। সোনার মত বর্ণবিশিষ্ট।

১। স্বেচ্ছাবিহারী—স্বাধীন গতিশক্তিমান্।

সর্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন সমুদ্র সমুদয় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান, শুভাশুভকার্য্য এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি নির্গুণ হইয়া থাকেন। যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর পরমপুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্নের সহিত সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের একীভাব সম্পাদনপূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম-পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন।

যোগবিৎ পণ্ডিতেরা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্যবিৎ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতেরা পরমাত্মাকেই নির্গুণ, সর্ব্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। জীবাত্মা কখন মোক্ষ প্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন। তাঁহাকে লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবমনুষ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ একমাত্র। সেই সর্ব্বপ্রকাশক পুরুষই মন্তা[১] ও মন্তব্য[২], ভোক্তা[৩] ও ভোগ্য[৪], রসাস্বাদনকর্ত্তা[৫] ও রসনীয়[৬], ঘ্রাণকর্ত্তা[৭] ও ঘ্রেয়[৮], স্পর্শকর্ত্তা[৯] ও স্পর্শনীয়[১০], দ্রষ্টা[১১] ও দর্শনীয়[১২], শ্রোতা[১৩] ও শ্রবণীয়[১৪], জ্ঞাতা[১৫] ও জ্ঞেয়[১৬] এবং সগুণ[১৭] ও নির্গুণ[১৮] বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ হইতেই মহত্তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি সমুদয় বৈদিক কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকে তাঁহারই প্রীতিসাধনার্থ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ তাঁহাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। আমি সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছি এবং তোমা হইতে সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণী ও সরহস্য বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভগবান্ নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা আত্মজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারিলেই পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন। হে পুত্র! সাঙ্খ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরম তত্ত্ব বর্ণিত আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।"

১—২। মানী, মননযোগ্য। ৩—৪। ভোগী, উপভোগ্য। ৫—৬। রসাস্বাদনকারী, রস। ৭—৮। ঘ্রাণকারী, গন্ধ। ৯—১০। স্পর্শকারী, স্পৃশ্য। ১১—১২। দর্শক, দৃশ্য। ১৩—১৪। শ্রবণকর্ত্তা, শ্রব্য—শ্রবণযোগ্য। ১৫—১৬। সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞাতব্য—জানিবার যোগ্য। ১৭—১৮। গুণযুক্ত, গুণহীন।

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে আশ্রমধর্ম্মপ্রশ্ন

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট এইরূপে নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা ও মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ পিতামহের মুখে নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "পিতামহ! আপনি আমার নিকট মঙ্গলময় মোক্ষধর্ম্ম সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশ্রমবাসীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সমুদয় আশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ নানাবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্মক্রিয়া কখনও নিষ্ফল হয় না। যাঁহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ত্রিলোকপূজিত দেবর্ষি নারদ বায়ুর ন্যায় অব্যাহত-গতিপ্রভাবে ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর

করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক সমীপে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবর্ষে! আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব যদি আপনি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া থাকেন, উহা কীর্ত্তন করুন।' দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

ধর্ম্মসন্দেহে ব্রাহ্মণের মনে ব্যাকুলতা

ভীষ্ম কহিলেন, "পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে এক অত্রি-বংশসম্ভূত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী, ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, সত্যানুরক্ত, সচ্চরিত্র, জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং কুলধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ছিলেন এবং ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সদ্বৃত্তিসম্পন্ন অকলঙ্ককুলসমুৎপন্ন[1] ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে সেই পুত্রগুলি উপযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বেদোক্ত ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টসমাচরিত[2] ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; এক্ষণে আমি কোন ধর্ম্মই বা অবলম্বন করিব? দ্বিজবর এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে একদা এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন; অতিথিও ব্রাহ্মণকৃত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক পরম সুখে তথায় উপবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম শান্তি করিতে লাগিলেন।'

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

প্রশ্নশ্রবণে গৃহাগত অতিথির ধর্ম্মভাব স্ফুরণ

ভীষ্ম বলিলেন, "অনন্তর অতিথি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি আপনার দর্শন ও সুমিষ্ট বাক্যশ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে মিত্রভাবে কিছু কহিতেছি, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা প্রতিপাদন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে; কিন্তু আমি বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অতঃপর আমি যাবৎকাল জীবিত থাকিব, সেই বহুফলাত্মক[1] পারলৌকিক পাথেয় করিয়াই কালাতিপাত করিব[2]। এই ভবসাগরের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত আমার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মময় ভেলা কোথায় পাইব? দেবতা প্রভৃতি সকলেই ধর্ম্মফলপ্রভাবে একবার স্বর্গে গমন ও পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতেছেন; যমরাজের ধ্বজপতাকাসদৃশ রোগশোকাদি নিরন্তর প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মন কোন ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইতেছে না; অতএব এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন।'

ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি মধুরবাক্যে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় আমারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে; কিন্তু কোন্‌টি ধর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমি নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার সংশয় কোনক্রমেই অপনীত হয় নাই। ইহলোকে কোন কোন মহাত্মারা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হস্থ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ কেহ

১। নিষ্কলঙ্ক বংশজাত। ২। শিষ্টজনের অনুষ্ঠিত।

১—২। পরলোকগমনে পথের সম্বলস্বরূপ ফলপ্রদানস্বভাব কর্ম্ম করিয়াই কাল কাটাইব।

গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম ও কেহ কেহ বাক্‌সংযমকে প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কতকগুলি বুদ্ধিমান্ লোক কেবল মাতাপিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসা-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্যপ্রতিপালন, কেহ, কেহ সম্মুখযুদ্ধে দেহ-পরিত্যাগ, কেহ কেহ উচ্চব্রত-সাধন এবং কেহ কেহ বেদব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কোন কোন সরলপ্রকৃতি মহাত্মা কুটিলব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবলোকে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্মন্! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, তাহা স্থির করিতে গিয়া আমার মন সমীরণ-সঞ্চালিত[১] জলদের[২] ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।'

—

ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

ধর্ম্মসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গে পদ্মনাভ নামক নাগসংবাদ

অতিথি কহিলেন, 'ধর্ম্ম এইরূপ নিতান্ত দুরবগাহ। এক্ষণে আমার গুরুদেব আমাকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আপনার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বসৃষ্টিসময়ে যে স্থানে প্রজাপতি[৩] ব্রহ্মার মানস চক্র[৪] প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যে স্থানে সুরগণ সমবেত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতীতীরস্থ নৈমিষারণ্যমধ্যে একটি নাগপুর আছে। ঐ পুরমধ্যে পদ্মনাভ নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মপরায়ণ মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের হিতসাধন করেন এবং তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা দুষ্ট-দমন ও শিষ্টপ্রতিপালন করিয়া থাকেন। সেই নাগ সদ্বংশসম্ভূত, বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদ, অভীষ্ট গুণসম্পন্ন সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, অধ্যয়ননিরত, অতিথিপ্রিয়, তপ ও দমগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, অনুকূলবাদী, নিত্যসন্তুষ্ট এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারসমর্থ। তিনি অতিথি প্রভৃতি সকলের আহারাবসানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করিবেন'।"

—

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

ধর্ম্মজিজ্ঞাসু দ্বিজের নাগসমীপে যাত্রা

ভীষ্ম বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অতিথি এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! ভারপীড়িত ব্যক্তির ভারাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্ট-ভোজন[১], পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃকল্পিত প্রীতিকর বস্তুর দর্শনলাভ যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য যার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ঐ দেখুন, দিবাকর করজাল সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন; রাত্রি প্রায় উপস্থিত হইল; অতএব আপনি এই রজনী আমার আলয়ে অতিবাহিত করুন; প্রভাতে গমন করিবেন।'

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, সেই আগন্তুক তৎ-প্রদত্ত আতিথ্যসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের কথোপকথন করিতে করিতে দিবসের ন্যায় পরমসুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া নৈমিষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।"

—

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

নাগদর্শনার্থ দ্বিজের গোমতীতীরে বাস

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবর-সমুদয়

১—২। বায়ুচালিত মেঘের। ৩—৪। ধর্মচক্র—ধর্মব্যাখ্যার স্থান।

১। ইচ্ছানুরূপ প্রযভক্ষণ।

অতিক্রমপূর্ব্বক এক মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই নাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিকট উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্টচিত্তে সেই নাগের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগরাজ স্বীয় আবাসে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবৎসলা পতিব্রতা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।'

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবি! তুমি যথোচিত সৎকার ও মধুরবাক্য-প্রয়োগ দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছ। এক্ষণে তোমার নিকট আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাঁহার দর্শনলাভ করিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাঁহার দর্শনলাভের নিমিত্তই আজ তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।'

তখন নাগপত্নী কহিলেন, 'ভগবন্! আমার পতিকে এক বৎসরের মধ্যে এক মাস সূর্য্যের রথ বহন করিতে হয়। এক্ষণে তিনি সেই নিয়মানুসারে আদিত্যের রথ বহন করিতে গমন করিয়াছেন। আপনি পঞ্চদশ দিন এই স্থানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। এই আমি আপনার নিকট আমার ভর্ত্তার বিদেশ-গমনের কারণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পতিব্রতে! আমি নাগরাজের দর্শন-লাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি, সুতরাং অবশ্যই আমাকে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তুমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইও না।' ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে বারংবার এইরূপ কহিয়া গোমতীতীরে গমনপূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতে লাগিলেন।"

ঊনষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

নাগপত্নীর অতিথিবাৎসল্য

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই অতিথিপরায়ণ নাগরাজের ভার্য্যা, বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীরবর্ত্তী বিজন প্রদেশে সমাসীন হইয়া নিরাহারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি ছয় দিন হইল, এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র আহার করিলেন না। আমরা গৃহস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং অতিথিসৎকারই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম। এক্ষণে যখন আপনি আমাদিগের অধিকারে অবস্থান করিতেছেন এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমাদিগের প্রদত্ত জল পান এবং ফল, মূল, পত্র বা অন্ন ভোজন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বনে অনাহারে অবস্থান করিয়া আমাদিগের আবাল-বৃদ্ধ সমুদয় পরিবারকে অধর্ম্মে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে। আমাদিগের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই; কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণমাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের পূজা, অতিথি ও বন্ধুবর্গের ভোজন না হইলে কেহ কখন অন্ন গ্রহণ করে নাই।'

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে নাগগণ! আপনাদিগের প্রযত্নেই আমার আহার করা হইয়াছে। নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আট দিন পরে সেই পন্নগরাজ আগমন না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আহার করিব। তাঁহার আগমনের নিমিত্তই আমি এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনারা অনুতাপ পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে গমন করুন। আমার এই ব্রতের

বিঘ্ন করা তোমাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে।' ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায় অবগত হইয়া, কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিতমনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।"

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

নাগনিকটে পত্নী কর্ত্তৃক দ্বিজবার্ত্তানিবেদন

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ হইলে, পন্নগরাজ কৃতকার্য্য ও সূর্য্য কর্ত্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদ-প্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নাগরাজ পতিব্রতা পত্নীকে সমীপে সমুপস্থিত দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা ও অতিথিদিগের পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি স্ত্রীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্ম হইতেই পরিভ্রষ্ট হও নাই?'

তখন নাগভার্য্যা কহিলেন, 'নাথ! গুরুশুশ্রূষা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাক্য-প্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অতিথিসেবা বৈশ্যের, ত্রিবর্ণশুশ্রূষা শূদ্রের, সর্ব্বভূত-হিতৈষিতা[১] গৃহস্থের; পরিমিতাহার, যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযম সমুদয় বর্ণের; 'আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইলাম, আমার সহিতই বা কাহার সম্বন্ধ আছে,' এইরূপ চিন্তা করা মোক্ষাশ্রমীর এবং পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেন্দ্র! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমাকে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ বলিয়া অবগত হইয়াছি; অতএব কি নিমিত্ত আমি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব? আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দেবতাদিগের পূজা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য পঞ্চদশ দিবস হইল, এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য উপলক্ষে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোনরূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতীতীরে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়াছি; অতএব এক্ষণে অবিলম্বে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য'।"

একষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

ক্রোধের দোষদর্শন—নাগ-নাগপত্নীসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "নাগপত্নী এই কথা কহিলে নাগরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি স্থির করিয়াছ? তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা মনুষ্যাকার ধারণপূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন? আমার বোধ হয়, তিনি মনুষ্য নহেন। কারণ, মনুষ্য কখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়া আমাকে আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিদিগের অপেক্ষা নাগ-সমুদয় মহাবলপরাক্রান্ত, সমধিক বরদ[১] ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কখনই আমাদিগের সন্দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।'

তখন নাগপত্নী কহিলেন, 'নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা-দর্শনে অবগত হইয়াছি যে, তিনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে জলাভিলাষী চাতকের ন্যায় আপনার দর্শনাভিলাষে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন, আপনার অদর্শননিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তিই অতিথির প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না; অতএব নৈসর্গিক[২] রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলিত করিয়া আপনাকে ক্লেশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশাযুক্ত

১। সকল প্রাণীর হিতসাধনের ইচ্ছা।

১। বরদাতা। ২। স্বাভাবিক।

ব্যক্তিদিগের আশা পরিপূরণপূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জ্জন না করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌন দ্বারা জ্ঞান লাভ[১], দান দ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবাক্য দ্বারা বাগ্মিতা ও পরলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। ভূমিদান করিলে শুভফললাভ হয়। আত্মহিতকর ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।'

নাগরাজ কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভুজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। দেখ, ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল-প্রতাপশালী দশানন রোষপরবশ হইয়া রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নিরপুত্র পরশুরাম 'অন্তঃপুরমধ্যস্থিত কামধেনু প্রত্যাহরণ করিয়াছেন' শুনিয়া ক্রোধভরে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রগণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছেন।

এক্ষণে আমি তোমার বাক্যশ্রবণে শ্রেয়োনাশক তপস্যার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি। আজ তুমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকার করিলে। এক্ষণে তোমার সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিয়া আমি আপনাকে শ্লাঘ্য বিবেচনা করিতেছি। অতঃপর আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলিলাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতে সমর্থ হইবেন।"

দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

দ্বিজ-নাগ সাক্ষাৎকার—কথোপকথন

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর ভুজঙ্গরাজ, ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য অনুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনে মনে ইহাই আন্দোলন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, 'তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক আপনার এ স্থানে আগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আপনি এই নির্জ্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহাত্মন্! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি কোন কার্য্যানুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার আলয়ে শুনিলাম, তিনি সূর্য্যের নিকট গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিয়া এবং যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহারই ক্লেশ ও অমঙ্গল-নিবারণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'

তখন নাগরাজ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব? আমি পরিবারবর্গের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বিশ্বস্তমনে আমাকে যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করুন, আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার মঙ্গলের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'নাগরাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার দর্শনলাভপ্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার তাদৃশ অনুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি শশাঙ্ককরসঙ্কাশ[১] আত্মপ্রকাশিত[২] যশঃসমূহ দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সূর্য্যলোকগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিব।'

১। মৌনী হইয়া থাকিলে জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি পায়।

১। চন্দ্রকিরণতুল্য উজ্জ্বল। ২। আত্মা হইতে প্রকাশপ্রাপ্ত।

ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

দ্বিজজিজ্ঞাসায় নাগ কর্ত্তৃক সূর্য্যলোকবর্ণন

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'নাগরাজ। আপনি পর্য্যায়-ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকেন। যদি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

নাগ কহিলেন 'ব্রহ্মন্! ভগবান্ ভাস্কর বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ[১]। তাহা হইতে ভূত-সমুদয় নির্গত হইয়াছে। তাঁহা হইতে সমীরণ নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহারই রশ্মি নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছে। সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদি-রূপে[২] পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া বাস করে, সেইরূপ উঁহার রশ্মিজালে দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। পরমাত্মা উঁহার মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া লোক-সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। উঁহার শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটি রশ্মি আছে। ঐ রশ্মি জলদরূপে নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে।

দিবাকর বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আট মাস কিরণজাল দ্বারা পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন। অনাদিনিধন[৩] স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাতে বাস করিতেছেন। আমি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত থাকিয়া এই সমুদয় অপেক্ষা আর একটি যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন।

একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণজাল বিস্তার-পূর্ব্বক লোক-সকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন, এমন সময় আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোক-সকলকে উদ্ভাসন-পূর্ব্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলে তিনিও দিনকরের সম্মানরক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মি-মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাঁহার আর কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্। এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন, ইনি কে?'

১। আধার। ২। পূর্ব্বদিকের বায়ু—পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাহা হইতে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি-লক্ষণে উল্লিখিত আছে—"অমোঘাঃ পূর্ব্ববায়বঃ।" ৩। আদি-অন্তরহিত।

চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

উঞ্ছব্রতধারী বিপ্রের সূর্য্যালোকলাভ—প্রশংসা

নাগ বলিলেন, 'আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সূর্য্য কহিলেন, তোমরা এই যে তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইনি দেবতা, ঋষি, সর্প বা অসুর নহেন। ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণ-পত্র ও বায়ুভক্ষণ এবং সলিলপান, উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারণ, স্বর্গফল-কামনা ও সংহিতাপাঠ দ্বারা মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতি নিরীহ ও সর্ব্বভূতের হিতাভিলাষী। যাঁহারা সম্পত্তি লাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগমধ্যে কেহই, তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

হে ব্রহ্মন্। আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।'

পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

নাগ-বিপ্রের পরস্পর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদায়

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ। আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই। আপনার অর্থযুক্ত বাক্যশ্রবণে সৎপথ আমার

হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনি ভৃত্য প্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব করিবেন।'

নাগ কহিলেন, 'ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি যে নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন। আপনার কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আপনি আমাকে সম্ভাষণ করিয়া গমন করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমাকে দর্শন করিয়াই গমন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি আপনার যেরূপ ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে সন্দেহ নাই। যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার সমুদয় পরিবারই আপনার অধিকৃত।'

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'নাগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। দেবগণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ সকলকেই একমাত্র পরমব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাতে ও আমাতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, পূর্ব্বে আমি পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি পরমসুখে কালযাপন করুন, আমি চলিলাম। অতঃপর আমি পরমার্থলাভের প্রধান উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই'।"

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

মহর্ষি চ্যবননিকটে বিপ্রের দীক্ষাগ্রহণ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ নাগরাজকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দীক্ষালাভের অভিলাষে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কার-সম্পাদনপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মহর্ষি চ্যবন জনকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করেন। পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণগণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। পরশুরামের সহিত আমার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে বসুগণ আমার নিকট এই পবিত্র কথা কহিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমাকে আশ্রমীদিগের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই উঞ্ছবৃত্তি উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম।"

মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

শান্তিপর্ব্ব সম্পূর্ণ

আসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক, তথা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত পুস্তকদৃষ্টে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।

মহাভারত

অনুশাসনপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

আনুশাসনিকপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

রাজা যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট আনুপূর্ব্বিক মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! আপনি বহুবিধ সূক্ষ্ম শমগুণের কথা কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আমি উহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াও শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। অজ্ঞাননিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে?

ভীষ্মের শরপীড়াসম্ভাবনায় যুধিষ্ঠিরের খেদ

হে পিতামহ! আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির-প্রবাহ বর্ষণ করিয়া আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোনক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্তই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মলিনভাব[১] প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইঁহাদিগের এইরূপ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

হায়! আমরা উভয়পক্ষ ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কি প্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে। দুর্য্যোধন আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিল না, ইহা তাহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমিই আপনার ও সুহৃদ্‌গণের এইরূপ বিপৎপাতের প্রধান কারণ। আমি আপনাকে বিষণ্ণবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশয্যায় শয়ন করিয়া আমা অপেক্ষা সুখী হইয়াছে। আজ তাহাকে আপনার এই সমরশয্যা নিরীক্ষণ করিতে হইল না। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রাণধারণ অপেক্ষা মৃত্যুলাভ করাই শ্রেয়ঃ। যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত শত্রুশরে কলেবর পরিত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমায় আপনাকে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি আমাদের হিতানুষ্ঠানবাসনায় তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।"

ভীষ্মসান্ত্বনা—কাল-মৃত্যু-ব্যাধ-গৌতমী-সর্পকথা

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। এই স্থলে কাল-

১। মলিন ভাব—পদ্মের পরাগ বর্ষার ধারায় ধুইয়া গিয়া সৌগন্ধ্যাদির অভাব ঘটায় পদ্মের প্রভাহানি হয়। [মলিনভাবের কথা মূলে নাই। 'বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় হইয়াছি' এইমাত্র আছে।]

ব্যাধ ও পন্নগের সহিত মৃত্যু ও গৌতমীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে গৌতমী নামে শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাঁহার একটিমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করাতে সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই সর্পকে স্নায়ুপাশে[১] বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক কহিল 'ভদ্রে! এই পন্নগাধম তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে বল, ইহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিব। এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণরক্ষা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; অতএব শীঘ্র বল, ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?"

হিংসায় গৌতমীর উপেক্ষা—ব্যাধের আগ্রহ

তখন গৌতমী কহিলেন, 'অর্জ্জুনক! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ; ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোকলাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে পাপভারে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গমকে বধ করিলে আমার পুত্র কদাচ জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবনরক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব এরূপ স্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্ত কালের নিমিত্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে?'

ব্যাধ কহিল, 'দেবি! আমি তোমার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। গুরুলোকেরা স্বভাবতই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যেরূপ কহিতেছ, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে তুমি আমাকে আজ্ঞা কর, আমি এখনই এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করিব। যাহারা শান্তগুণাবলম্বী, তাহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতীকারপরায়ণ, তাঁহাদিগের শোকানল শত্রুনাশ দ্বারাই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আর যাহারা এই উভয়গুণবিরহিত, তাহারা মোহবশতঃ প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ কর।'

গৌতমী কহিলেন, 'ব্যাধ! মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাচ কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মারা সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া এই সর্প উঁহাকে দংশন করিয়াছে; সুতরাং আমি এক্ষণে কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণসংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; ক্রোধ হইতে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হয় নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক এই ভুজঙ্গকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর।'

ব্যাধ কহিল, 'ভদ্রে! শত্রুবিনাশ দ্বারা যে ধনকীর্ত্ত্যাদি[১] লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রুকে সংহার করিয়া অচিরাৎ ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।'

গৌতমী কহিলেন, 'ব্যাধ! এই ভুজঙ্গমকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফললাভ হইবে? অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।'

ব্যাধ কহিল, 'সুভগে! এই একমাত্র ভুজঙ্গমকে বিনাশ করিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে। অতএব বহু লোকের জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোনক্রমেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বে এই পাপকে বিনাশ করা উচিত।'

১। নাড়ী দ্বারা নির্ম্মিত রজ্জুতে।

১। ধন ও কীর্ত্তি আদি—অর্থ, যশ প্রভৃতি।

গৌতমী কহিলেন, 'ব্যাধ! এই সর্পের প্রাণসংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জ্জীবিত হইবে না; আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।'

ব্যাধ কহিল, 'ভদ্রে! সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি সুরগণের অনুকরণপূর্ব্বক অশঙ্কিতচিত্তে অবিলম্বে এই শত্রুকে বিনাশ কর।'

ব্যাধের সর্পবধে নির্ব্বন্ধ—সর্প-ব্যাধসংবাদ

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে গৌতমীকে এইরূপ বারংবার কহিলেও তাঁহার মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ঐ সময় সেই পাশনিপীড়িত ভুজঙ্গম কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'অরে মূর্খ! এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন; মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। অতএব এই শিশুর বিনাশনিবন্ধন যদি কাহাকেও দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে দোষী হইবে।'

লুব্ধক[১] কহিল, 'সর্প! যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে; তথাপি তুমিও ইহার এক প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র[২] ও দণ্ডাদি[৩] যেমন মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালকবিনাশের কারণ; অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

সর্প কহিল, লুব্ধক! চক্রদণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ। সুতরাং কিরূপে আমাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ? আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক[৪], তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক[৫]। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্বনিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্যকারণ ভাব সংঘটন হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।'

লুব্ধক কহিল, 'সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ বটে, তথাপি তিনি কখন ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র-সমুদয় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।'

সর্প কহিল, 'লুব্ধক! প্রযোজক[১] কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য[২] ব্যতীত ক্রিয়াসাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশু-বিনাশবিষয়ে আমি প্রযোজ্য বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিতে পার।'

লুব্ধক কহিল, 'অরে পন্নগাধম! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস[৩] ও শিশুঘ্ন[৪]। আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব। আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্?"

সর্প কহিল, 'হে ব্যাধ! যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধিকারী হয়েন না, আমিও তদ্রূপ মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই এই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি; সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব?'

১। ব্যাধ। ২—৩। কুমারের চাকা ও চাকা ঘোরাইবার দণ্ড। ৪। নিয়োগকর্ত্তা—যোজনাকারী। ৫। মোচক।

১—২। যিনি কার্য্য করান, তিনি প্রযোজক, প্রযোজক মুখ্য কর্ত্তা; যিনি কার্য্য করেন, তিনি প্রযোজ্য, প্রযোজ্য গৌণকর্ত্তা। ৩। নির্দয়। ৪। শিশুঘাতী।

মৃত্যুর আত্মদোষক্ষালন—সর্প-মৃত্যুসংবাদ

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা[১] করিতেছে, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভুজঙ্গম। আমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি আমরা কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদয় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, জল, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমারযুগল, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য এ সমুদয় সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম। তুমি এই সমুদয় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?'

সর্প কহিল, 'হে মৃত্যো। আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র কহিতেছি যে, আপনিই আমাকে ঐ শিশুবধার্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষপ্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।'

পাশনিবদ্ধ ভুজঙ্গম মৃত্যুকে এই কথা কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'বনচর। তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব নিরপরাধে[২] আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।'

ব্যাধ কহিল, 'সর্প। আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি তোমরা উভয়েই এই বালকবধের কারণ হইয়াছ; তোমাদিগের তুল্য সাধুদিগের দুঃখকর, দুরাত্মা ও ক্রুর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্। আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাতিত করিব।'

মৃত্যু কহিলেন, 'নিষাদ[১]। আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।'

ব্যাধ কহিল, 'মৃত্যো। যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারীর নিন্দা করা বিধেয় নহে।'

মৃত্যু কহিলেন, 'বনচর[২]। আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, অতএব উপকারীর স্তুতি বা অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আমরা কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না।'

কালের বাক্যে প্রশ্নমীমাংসা—কর্ম্মের প্রাধান্য

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, 'নিষাদ। কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প আমরা কেহই এই বালক-বিনাশবিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতঃ অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে; অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন মনুষ্য কর্ম্মসমুদয়ের বশীভূত, কর্ম্মসমুদয়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী আমাদিগের

১। তর্কাতর্ক। ২। বিনা অপরাধে।

১। রে ব্যাধ। ২। রে বনচর—ব্যাধ।

মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।'

কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোকসমুদয়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'অর্জ্জুনক। কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্মদোষেই নিহত হইয়াছে; আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর।'

হে ধর্ম্মরাজ। মহানুভবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন, অর্জ্জুনক ব্যাধ শোকবিহীন সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও এক্ষণে মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত বিবেচনা করিয়া, শোকবিহীন হইয়া শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্বকার্য্যনিবন্ধ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব স্ব কর্ম্মবশতই তাঁহাদিগকে কালপ্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যুজয়প্রশ্ন—ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুর্য্যোধন-নৃপকথা

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্ম এইরূপ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির শোকবিহীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "পিতামহ। সমুদয় শাস্ত্রই আপনার পরিজ্ঞাত আছে, আমি আপনার নিকট এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। অতএব গৃহস্থ কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, তাহা আপনি সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি মনুর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাহিষ্মতীগর্ভসম্ভূত সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ দশাশ্ব তাঁহার দশম পুত্র। দশাশ্বের ঔরসে মহারাজ মদিরাশ্বের জন্ম হয়। ঐ মহাত্মা সত্য, তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। উঁহার পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের পুত্র দেবরাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোকবিশ্রুত ধর্ম্মপরায়ণ সুবীর; সুবীরের পুত্র শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা সুদুর্জ্জয়। ঐ সুদুর্জ্জয়ের ঔরসে সংগ্রামনিপুণ অসামান্য-বলশালী দুর্য্যোধন নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যে দেবরাজ সুচারুরূপে বারিবর্ষণ করিতেন। তাঁহার নগর সর্ব্বদাই বিবিধ ধন, রত্ন, পণ্য ও পশুতে পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসনসময়ে কোন ব্যক্তিই কৃপণ, দরিদ্র, পীড়িত বা কৃশ ছিল না। সকলেই সদ্ব্যবহারনিরত, প্রিয়বাদী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, অনৃশংস, পরাক্রান্ত, শ্লাঘাবিহীন, যাজ্ঞিক, দমগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরাবমানবিরত[১], দাতা ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন। দেবনদী নর্ম্মদা স্বয়ং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের সুদর্শনা নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার তুল্য রূপবতী রমণী আর কখন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অগ্নির দুর্য্যোধনকন্যা সুদর্শনার পাণিগ্রহণ

একদা ভগবান হুতাশন সেই রাজকন্যার রূপলাবণ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে দরিদ্র ও আপনার অসবর্ণ[২] বিবেচনা করিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না। দুর্য্যোধন প্রত্যাখ্যান করাতে হুতাশন নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহারাজ দুর্য্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বিপ্রগণ। যখন অগ্নি আমার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার অথবা

১। পরের অপমান কার্য্যে বিমুখ। ২। অসমানবর্ণ—ভিন্নজাতি।

আপনাদের অতি গুরুতর পাপ আছে। অতএব আপনারা বিশেষরূপে ইহার কারণানুসন্ধান করুন।'

নরপতি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সংযত ও বাগ্‌যত হইয়া পাবকের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন রজনীযোগে শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখেই আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, 'ব্রাহ্মণগণ! আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি তিনি আমাকে কন্যাদানে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে আমি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইব।'

হুতাশন এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নরপতির নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রহ্মাদি ঋত্বিকৃগণের মুখে অনলের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবান্ হুতাশনকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনাকে কন্যাদান করিব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনাকে সর্ব্বদা আমার আলয়ে অবস্থান করিতে হইবে।' তখন ভগবান্ হুতাশন মূর্তিমান্ হইয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পরম আহ্লাদে স্বীয় কন্যা সুদর্শনাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে সম্প্রদান করিলেন। অগ্নিও যজ্ঞকালীন বেদবিহিত বসুধার ন্যায় সেই কন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার রূপলাবণ্য, বয়ঃক্রম ও কুলশীলাদি দ্বারা একান্ত প্রীত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার আবাসে বাস করিয়া পুত্রোৎপাদনবিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি অদ্যাপি মাহিষ্মতী পুরীতে ভগবান্ হুতাশন বিদ্যমান আছেন। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব দিগ্বিজয়-সময়ে মাহিষ্মতীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

সুদর্শনানন্দন সুদর্শনের মৃত্যুজয়বাসনা

কিয়দ্দিন পরে সুদর্শনা অগ্নির সহযোগে এক পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের নাম সুদর্শন হইল। সুদর্শন বাল্যাবস্থাতেই সমুদয় বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ঐ সময় নৃগের পিতামহ রাজা ওঘবানের ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। নরপতি ওঘবান্ সেই দেবকন্যাসদৃশ কন্যাকে মহাত্মা সুদর্শনের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তখন ধীমান্ সুদর্শন গৃহস্থাশ্রমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ওঘবতীর সহিত পরমসুখে কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদা মহাত্মা অগ্নিতনয় 'গৃহাশ্রমে থাকিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওঘবতীকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি কদাচ অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না। অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাহাই করিবে। অধিক কি, অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইও না। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অবিচলিতচিত্তে ইহা প্রতিপালন কর। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি, তুমি কদাচ অতিথির অবমাননা করিও না।' তখন ওঘবতী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'নাথ! আপনি যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা আমার কখনই অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবার নহে।' সুদর্শন মৃত্যুজয়াভিলাষে ভার্য্যাকে এই আদেশ করিলে, মৃত্যু তাঁহাকে পরাজয় করিবার মানসে, রন্ধ্রান্বেষী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অতিথিরূপধারী ধর্ম্মের সুদর্শনাপরীক্ষা

অনন্তর একদা হুতাশনতনয় কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হইলে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ওঘবতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'অয়ি বরবর্ণিনি! আজ আমি তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। যদি গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমার সেবা কর।'

অতিথি ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাজকন্যা ওঘবতী তাঁহাকে আসন ও পাদ্যাদি প্রদান করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন। আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।'

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'রাজনন্দিনি! আমি তোমার সহিত সম্ভোগবাসনা করি। যদি গৃহস্থাশ্রমে

তোমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি আত্মপ্রদানপূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর।' অতিথি ঐরূপ বিসদৃশ প্রার্থনা করিলে রাজকন্যা তাঁহাকে অন্যান্য নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ওঘবতী স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া অতি লজ্জিতভাবে অতিথির বাক্য স্বীকার করিলেন; অতিথিও তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ সময় দ্বিজবর সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক 'প্রিয়ে! কোথায় গমন করিলে' বলিয়া বারংবার স্বীয় পত্নীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ওঘবতী তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অতিথি তাঁহাকে কর দ্বারা স্পর্শ করাতে তিনি আপনাকে উচ্ছিষ্ট বিবেচনা করিয়া নিতান্ত লজ্জিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন সুদর্শন পুনরায় পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিল? তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমার আর কিছুই নাই। সেই সরলহৃদয়া পতিপ্রাণা ওঘবতী কি নিমিত্ত আজ পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যবদনে আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না?'

সুদর্শন পত্নীকে বারংবার এইরূপ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলে কুটীরস্থিত অতিথি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্[১]! আমি একজন ব্রাহ্মণ, অতিথিরূপে আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি। আপনার এই সহধর্ম্মিণী বিবিধ অতিথিসৎকার দ্বারা আমার তুষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক আমার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য সংসাধন করিতেছেন, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।'

হে ধর্ম্মরাজ! হুতাশনতনয় যখন কাষ্ঠ লইয়া গৃহে আগমন করেন, সেই সময় মৃত্যু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিবামাত্র 'সুদর্শন ব্রতভঙ্গপাপে[২] দূষিত হইলেই উহাকে বিনাশ করিব' মনে করিয়া লৌহমুষল উদ্যত করিয়া রহিলেন। তখন সুদর্শন কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্যমুখে অতিথিকে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি পরমসুখে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অসন্তোষ নাই। অতিথিসৎকার করাই গৃহস্থের পরমধর্ম্ম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতিথিকে স্বীয় প্রাণ, ভার্য্যা ও আমার যাহা কিছু ধন আছে, সমুদয়ই প্রদান করিব। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল ও দিক্-সমুদয় প্রাণিগণের দেহে আবির্ভূত হইয়া উঁহাদিগের পাপপুণ্য সকল প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব যদি আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে উঁহারা আমাকে রক্ষা করুন, নচেৎ এক্ষণেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলুন।' সুদর্শন এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে 'হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে' বলিয়া দৈববাণী হইতে লাগিল।

ধর্ম্মবরে সস্ত্রীক সুদর্শনের অমরপুরে প্রবেশ

অনন্তর সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বীয় কলেবর প্রভাবে ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া সমুত্থিত বায়ুর ন্যায় সহসা সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের সন্নিহিত হইয়া গম্ভীরস্বরে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুদর্শন! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম; তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি এই ব্রতপালন-প্রভাবে তোমার অনুবর্ত্তী এই মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। এই মৃত্যু সততই তোমার রন্ধ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি স্বীয় অসাধারণ ধৈর্য্যপ্রভাবে ইঁহাকে বশীভূত করিলে। তোমার এই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কেহই নাই। ইনি তোমার গুণগ্রাম ও স্বীয় পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম দ্বারা সতত রক্ষিত হইতেছেন; ইঁহার ব্রত ভঙ্গ করে কাহার সাধ্য? অতঃপর ইনি যাহা বলিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী রমণী তপোবলে লোকসকলকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ওঘবতী নদী নামে প্রাদুর্ভূত হইবেন। ইঁহার অর্দ্ধশরীর নদীরূপে পরিণত ও অর্দ্ধশরীর তোমার অনুগামী হইবে। যে যে লোকে গমন করিলে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তুমি এই

১। হে সজ্জন। ২। অতিথির উদ্দেশে পূর্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গজ পাপে।

দেহে ইঁহার সহিত সেই সমস্ত নিত্যলোক[1] লাভ করিবে।

হে সুদর্শন! তুমি গার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রভাবে কাম, ক্রোধ ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ এবং তোমার সহধর্ম্মিণীও নিরন্তর তোমাকে শুশ্রূষা করিয়া স্নেহ, অনুরাগ, তন্দ্রা ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সূক্ষ্মভূতময়[2] লোক-সমুদয় লাভ হইবে।'

ধর্ম্ম তপোধন সুদর্শনকে এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র শুক্ল অশ্ব-সংযোজিত রথ লইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক সুদর্শন ও তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে তাহাতে আরোপিত করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অতিথিসেবা প্রশংসা

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সুদর্শন অতিথিসৎকার দ্বারা গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মৃত্যু, আত্মা, লোকসমুদয়, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, কাল, মন, আকাশ, কাম ও ক্রোধ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহস্থের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি অতিথি যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া গৃহস্থের শুভানুধ্যান করেন, তাহা হইলে উহা শত যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি কোন গৃহস্থ সচ্চরিত্র অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সৎকার না করে, তাহা হইলে সেই অতিথি তাহাকে আপনার সমগ্র পাপ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট গৃহস্থ যেরূপে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান আয়ুষ্কর, যশস্কর ও পাপনাশক। সম্পদ্‌লাভার্থী ব্যক্তি উহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। যিনি প্রতিদিন এই সুদর্শনচরিত কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অতি পবিত্র লোক-সমুদয় লাভ হইয়া থাকে।"

১। ব্রহ্মলোক। ২। সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান প্রাণিময়।

তৃতীয় অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের বিশ্বামিত্র-ব্রাহ্মণত্ব-শ্রবণেচ্ছা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার অধিকার নাই, তবে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

অমিতপরাক্রম মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপোবলে মহর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্রের যুগপৎ প্রাণসংহার এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমোপম অসংখ্য রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে ইহলোকে ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কুল পবিত্র কুশিক-বংশ সংস্থাপিত হইয়াছে, ঋচীকপুত্র মহাতপাঃ শুনঃশেফ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বধ্যরূপে পরিগণিত হইলে ঐ মহাত্মাই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র আত্মতেজঃপ্রভাবে যজ্ঞে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ মহাত্মার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির পঞ্চাশৎপুত্র দেবরাজকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া নমস্কার না করাতে উহারা অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব মহারাজ ত্রিশঙ্কু গুরু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত হইয়া দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিলে ঐ কুশিক-বংশাবতংস মহানুভবই তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও অমরগণ-নিষেবিত পবিত্র কৌশিকী নদী তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। রম্ভা নাম্নী অপ্সরা ঐ মহাত্মার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত উহার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া উঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়াছিল। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ মহাত্মার ভয়ে আপনাকে পাশবদ্ধ করিয়া এক নদীমধ্যে নিমগ্ন ও কিয়ৎপরে পাশবিমুক্ত হইয়া উহা হইতে উত্থিত হয়েন। সেই নদী অদ্যাপি বিপাশা নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যাজনক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিলে তিনি প্রীতমনে তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কুশিকবংশতিলক মহাত্মা উত্তরদিক্ অবলম্বন করিয়া মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মর্ষিগণমধ্যে সর্ব্বদা তারারূপে শোভা পাইতেছেন। আমি তাঁহার এই ব্রহ্মময় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া

যার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল। অতএব ঐ মহাত্মা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন? মতঙ্গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই যত্ন করিয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হয়েন নাই; কিন্তু বিশ্বামিত্রের কিরূপে উহা লাভ হইল, তাহা আপনি আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্বামিত্রচরিত্র—গাধিবংশ-বর্ণন

কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভরতবংশে আজমীঢ় নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞিক মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আত্মজের নাম জহ্নু। দেবী জাহ্নবী[১] ঐ মহাত্মার দুহিতৃত্ব[২] স্বীকার করিয়াছিলেন। জহ্নুর সিন্ধুদ্বীপ নামে গুণসম্পন্ন এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল বলাকাশ্বের জন্ম হয়। বলাকাশ্বের বল্লভ নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় এক পুত্র জন্মে। দেবরাজসদৃশ-প্রভাব মহারাজ কুশিক সেই বল্লভের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কুশিকের পুত্র শ্রীমান্ গাধি। গাধি নিঃসন্তান হওয়াতে সন্তানকামনায় অরণ্যবাস আশ্রম করিয়াছিলেন। সেই অরণ্যবাসকালে তাঁহার সত্যবতী নামে এক অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা জন্মে। কিয়দ্দিন পরে ঐ কন্যা যৌবনবতী হইলে মহর্ষি চ্যবনের আত্মজ তপঃপরায়ণ ঋচীক গাধির নিকট সত্যবতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু মহারাজ গাধি ঋচীককে দরিদ্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। গাধিরাজ অসম্মত হওয়াতে মহাত্মা ঋচীক ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন মহারাজ গাধি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! যদি আপনি আমাকে শুল্কপ্রদানে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি।'

তখন ঋচীক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমাকে কি শুল্ক প্রদান করিব, তাহা তুমি অবিলম্বে ব্যক্ত কর।' গাধি কহিলেন, 'তপোধন! আপনি আমাকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় ধবল, বায়ুবেগগামী, শ্যামৈককর্ণ, সহস্র অশ্ব প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যাদান করিব।'

মহর্ষি ঋচিকের গাধিকন্যা সত্যবতীপরিণয়

গাধিরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ঋচীক অচিরাৎ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেব! আমি আপনার নিকট চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল, বায়ুবেগগামী, শ্যামৈককর্ণ, সহস্র অশ্ব ভিক্ষা করিতেছি, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন।' ঋচীক এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র জলেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন, 'তপোধন! তুমি যে স্থলে ইচ্ছা করিবে, তথা হইতেই এইরূপ সহস্র অশ্ব উত্থিত হইবে।' তখন মহর্ষি ঋচীক বরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কান্যকুব্জের অদূরে জাহ্নবীতীরে গমনপূর্ব্বক 'এই স্থান হইতে অশ্ব-সমুদয় উত্থিত হউক' বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিবামাত্র জাহ্নবী হইতে সহস্র অশ্ব সমুত্থিত হইল। যে স্থান হইতে ঐ সমস্ত অশ্ব উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি অশ্বতীর্থ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি ঋচীক পরম প্রীত হইয়া গাধির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সকল অশ্ব শুল্ক প্রদান করিলেন। মহারাজ গাধি তদ্দর্শনে যার পর নাই বিস্মিত ও পাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া, আপনার দুহিতাকে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীক শাস্ত্রানুসারে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী মহর্ষিকে পতিত্বে লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সত্যবতীর পুত্র ও ভ্রাতৃলাভার্থ চরুদ্বয় দান

একদা ঋচীক সহধর্ম্মিণীর আচার-ব্যবহারে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার অচিরে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।' তখন সত্যবতী মাতৃসন্নিধানে

১। গঙ্গা। ২। কন্যাত্ব।

গমন করিয়া নম্রমুখে ভর্ত্তার বরপ্রদানবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। গাধিরাজমহিষী কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে! তোমার ভর্ত্তা আমাকেও এক পুত্ররত্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। সেই মহাতপাঃ নিশ্চয়ই আমাকে পুত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন।'

জননী এই কথা কহিলে সত্যবতী দ্রুত-পদসঞ্চারে স্বামিসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট মাতার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি ঋচীক পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার জননী আমার অনুকম্পায় অচিরাৎ এক গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন। তুমি তোমার মাতার নিমিত্ত আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি কদাচ তাহা নিষ্ফল করিব না। আর আমি সত্যই কহিতেছি তোমার গর্ভে আমার বংশধর এক গুণবান্ শ্রীমান পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার জননী ঋতুস্নাতা হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষ ও তোমাকে ঋতুস্নানের পর উডুম্বরবৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর আমি মন্ত্রপূত করিয়া এই দুইটি চরু প্রদান করিতেছি, এই দুইটি তোমাকে ও তোমার জননীকে যথাক্রমে ভক্ষণ করিতে হইবে; তাহা হইলে তোমাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইবে।' মহর্ষি এই বলিয়া কাহাকে কোন্ চরুটি ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

তখন সত্যবতী পরম পরিতুষ্ট হইয়া জননীর নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মাতঃ! মহর্ষি ঋচীক আমাকে এই চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগকে এই দুইটি ভক্ষণ এবং ঋতুস্নানের পর তোমাকে অশ্বত্থবৃক্ষ ও আমাকে উডুম্বরবৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে।' সত্যবতী এই কথা কহিলে মাতা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! আমি তোমার স্বামী অপেক্ষা পূজ্যতর; অতএব তুমি আমায় প্রতিপালন কর। তোমার স্বামী যে এই মন্ত্রপূত চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তোমার চরুটি আমাকে সমর্পণ ও আমার চরুটি তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর এবং তিনি তোমাকে যে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, আমি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিব এবং আমাকে যেটি আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, তুমি সেইটি আলিঙ্গন করিও। মহর্ষি নিশ্চয়ই স্বয়ং উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের মানসে তোমাকে উৎকৃষ্ট চরু প্রদান ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমার চরু ভক্ষণ ও তোমার বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে নিশ্চয়ই আমার উৎকৃষ্ট পুত্র হইবে। তুমিও বহুদিনের পর মনোহর সহোদর সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিবে।'

চরুবিপর্য্যয়ে সন্তানবিপর্য্যয়

অনন্তর সত্যবতী ও তাঁহার মাতা উভয়ে চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস[১] করিয়া ভক্ষণ ও আলিঙ্গন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইল। অনন্তর একদা মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নীর গর্ভের লক্ষণ অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমরা বৃক্ষ ও চরুর বিপর্য্যাস করিয়াছ। আমি চরু প্রস্তুত করিবার সময় তোমার গর্ভে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার জননীর গর্ভে মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবেন মনে করিয়া তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার জননীর চরুতে ক্ষত্রিয়-তেজ নিবেশিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা পরস্পর চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করাতে এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার মাতার গর্ভে এক শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবেন এবং তুমি অতি উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়কুমার প্রসব করিবে। যাহা হউক, তুমি মাতৃস্নেহনিবন্ধন চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই।'

ঋচীক এই কথা কহিবামাত্র পতিপ্রাণা সত্যবতী দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া ছিন্নমূলা লতার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, 'নাথ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন যেন, আমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত সন্তান সমুৎপন্ন না হয়। বরং আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা হয়, ক্ষতি নাই।' তখন মহাতপাঃ ঋচীক 'তথাস্তু, বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে বর প্রদান করিলেন।

পুত্ররূপে পরশুরাম—ভ্রাতৃরূপে বিশ্বামিত্রজন্ম

অনন্তর যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে এবং গাধিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন।

১। বিপর্য্যাস—উল্টা-পাল্টা।

হে মহারাজ! এই কারণে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও বিপ্রকুলপরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। ভগবান্ মধুছন্দ, দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বভ্রু, কালপথ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূল, উলূক, মুদ্গল সৈন্ধবায়ন, বল্গুজঙ্ঘ, গালব, রুচিবজ্র, সালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, নারদ, কুর্চ্চামুখ, বাহুলি, মুষল, বক্ষোগ্রীব, অনেকনেত্রসম্পন্নআঙ্ঘ্রিক, শিলায়ূপ, চক্রক, মারুতন্তব্য, বাতঘ্ন, অশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পর, পৌরব, তন্তু, কপিল, তাড়কায়ন, উপগহন, অসুরায়ণি, শার্দ্দূলায়ন, মার্গকর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জঙ্ঘারি, বাভ্রবায়ণি, সূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃৎ, অরণিনাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বকনখ, শয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, মৎস্যাশী, শিরীষী, গর্দ্দভী, ঊর্দ্ধযোনি, উদাপেক্ষী ও নারদী প্রভৃতি মহাত্মারা বিশ্বামিত্রের পুত্র। উঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ। মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেবল মহর্ষি ঋচীকের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন।

এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার অন্যান্য যে যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কীর্ত্তন কর, আমি তৎসমুদয় দূর করিব।"

পঞ্চম অধ্যায়

আশ্রয়স্থানের মমতা—ইন্দ্র শুক সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অনৃশংসতা ধর্ম্ম ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গুণ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র ও এক শুকপক্ষীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কাশীরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষলিপ্ত বাণ গ্রহণপূর্ব্বক গ্রাম হইতে বিনির্গত হইয়া মৃগয়া করিত। ঐ ব্যাধ একদা মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অনতিদূরে একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় বিষাক্ত বাণ পরিত্যাগ করিল; কিন্তু দৈবাৎ এই বাণ মৃগের উপরে নিপতিত না হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরে পতিত হইল। তরুবর বিষ-মিশ্রিত সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হওয়াতে ক্রমে তাহার ফল ও পত্র-সমুদয় ভূতলে নিপতিত হইল এবং উহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল।

ঐ বৃক্ষের কোটরে বহুকাল এক ধর্ম্মপরায়ণ কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী বাস করিত। ঐ পক্ষী স্বীয় আশ্রয়দাতা বনস্পতিকে শুষ্ক হইতে দেখিয়া উহাকে পরিত্যাগ না করিয়া নিরাহারে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তাহার সহিত শুষ্ক হইতে লাগিল। ভগবান্ সুরপতি শুকপক্ষীর অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ঐ শুকপক্ষী আশ্রয়দাতা বৃক্ষের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তির্য্যগ-যোনিদিগের মধ্যেও কি এরূপ অনৃশংস ব্যবহার আছে অথবা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিমাত্রেই সদ্গুণ সমুদয় বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা?' দেবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশে সেই শুকপক্ষীর নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিহগরাজ! তুমি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার জননী দাক্ষেয়ীকে চরিতার্থ করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত এই শুষ্কবৃক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া ইহাতে অবস্থান করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।'

ব্রাহ্মণরূপী সুররাজ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুক তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি; আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত?' তখন ভগবান্ সহস্রাক্ষ সেই শুকপক্ষীর বাক্য-শ্রবণে মনে মনে তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাহার বিজ্ঞানবলের যথোচিত প্রশংসা করিয়া পুনরায় তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিহগরাজ! এই অরণ্যে অসংখ্য বৃক্ষ বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগের কোটর-সমুদয় সতত পত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত এই ফলপল্লববিহীন শুষ্কবৃক্ষে বাস করিতেছ? আমার মতে এই মৃতকল্প হতশ্রীক[১] ক্ষীণসার[২] জীর্ণ-বৃক্ষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।' ৬

১। নষ্টশ্রী। ২। সারশূন্য।

কর্ত্তব্যপরায়ণ শুকের ইন্দ্রলোকলাভ

দেবরাজ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল, 'সুররাজ। দেবতার আদেশ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এক্ষণে তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এই বৃক্ষে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিবিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া বহুকাল বাস করিতেছি। এই তরুবর আমাকে বালকের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। এই স্থানে শত্রুগণ কখন আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত আমি এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া অনৃশংসতা-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া কি নিমিত্ত আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতেছেন? দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরমধর্ম্ম আর কিছুই নাই। দয়াই সর্ব্বদা সাধুদিগকে প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিষয়ক সংশয় উপস্থিত হইলে দেবগণ আপনাকেই উহা জিজ্ঞাসা করেন, এই নিমিত্ত আপনি দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, অতএব আমাকে এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি, আজ তাহার অসময় দেখিয়া কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিব?'

মহানুভব শুকপক্ষী এই কথা কহিলে, দেবরাজ অনৃশংসতা-ধর্ম্ম শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধর্ম্মাত্মন্। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।' তখন শুক কহিল, 'দেবরাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন এই বৃক্ষ অচিরাৎ পূর্ব্ববৎ ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়।'

ধর্ম্মাত্মা শুক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ পাকশাসক তাহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়া সেই বৃক্ষে অমৃতসেচন করিলেন; বৃক্ষও পূর্ব্বের ন্যায় মনোহর শাখাপল্লব ও ফলে, সমাকীর্ণ হইয়া স্বকীয় শোভা ধারণ করিল। মহাত্মা শুক পরমসুখে সেই অক্ষোটবৃক্ষে কিয়ৎকাল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে দেহত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অনৃশংসতা-ধর্ম্মবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! যেমন মহাত্মা শুকপক্ষীর আশ্রয়বলে বৃক্ষের হিতসাধন হইয়াছে, তদ্রূপ লোকে ভক্তিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিকে আশ্রয় করলে অনায়াসে সমুদয় কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

দৈব পুরুষকার—ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী; অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ব্রহ্মবশিষ্ঠ-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন করিলে ভগবান্ কমলযোনি মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! বীজ ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফললাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখন সুসিদ্ধ হইবার নহে।

পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগত হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন। মানবগণ যে শুভকার্য্যবলে সুখ এবং পাপকর্ম্মপ্রভাবে দুঃখ ভোগ করে, ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফললাভ হয়, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই। কার্য্য-কুশল ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিভা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা[১] ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত

১। কর্ম্মানুষ্ঠানে বিমুখ।

হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তপোনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্লভ থাকে না, কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা[1] প্রভৃতি সমুদয় লাভ করিতে পারা যায়।

জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নাগগণ যক্ষসমুদয় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাসকল একমাত্র পৌরুষবলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই অর্থ, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীকতা[2] লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণ শৌচ, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম, বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবা দ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান্ বিষ্ণু দেবাসুরসঙ্কুল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না, সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীবপতি সহবাসের ন্যায় তাহার সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে।

পুরুষকার-প্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেরও স্থান-সমুদয় অনিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন দেবতারা যে কর্ম্মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোকে দৈব প্রায়ই সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত স্বীয় পরাভবশঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। দেবগণ মহর্ষিদিগের তপস্যার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব, লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈবপ্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

যাহা হউক, দৈবের[1] উপর[2] নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। যে ব্যক্তির পুণ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গনরকরূপ পুণ্য-পাপের ফলভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদয় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়।

দেখ, মহারাজ যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান্ দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে প্রারোহণ[3] করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহারাজ সৌদাস অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পরশুরাম স্বীয় কর্ম্মদোষে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগনিবন্ধন মহারাজ বসুকে[4] রসাতলে গমন করিতে হইয়াছে। বিরোচন-নন্দন মহারাজ বলি বিষ্ণুর পুরুষকারবলে দেবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত হইয়াছেন। মহারাজ জনমেজয় দেবরাজ ইন্দ্রকে পদাঘাত করিতে উদ্যোগ ও ব্রাহ্মণপত্নীদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞান-বশতঃ বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া-ছিলেন; তথাপি দৈব তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। রাজর্ষি নৃগ মহাযজ্ঞে ভ্রান্তিক্রমে এক ব্রাহ্মণকে অন্যস্বামিক গো প্রদান করিয়া কৃকলাসত্ব[5] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধুন্ধুমার

১। মনের উচ্চভাব। ২। সৌন্দর্য।

১—২। কেবল দৈবের উপর। ৩। অসাধারণভাবে আরোহণ। ৪। চেদিরাজ বসুকে। ৫। কৃকলাস দেহ।

গিরিব্রজপুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক উহার ফল-স্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়া গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন, কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধম-দিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ুসহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। যেমন তৈলক্ষয় হইলে দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্ম্মক্ষয় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদয় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্‌যোগপরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন। দানশীল মহাত্মারা নির্দ্ধন হইলেও দেবগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবতারা মনুষ্যদিগের বিবিধ রত্নভূষিত গৃহও শ্মশানভূমি সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবলোক যে মনুষ্যলোক হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা দেববলে কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না; দৈবের প্রভুত্ব[১] নাই[২]। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়।

হে মহর্ষে! এই আমি যোগবলে তোমার নিকট পুরুষকারের সমুদয় ফল কীর্ত্তন করিলাম। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতা-প্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়'।"

১—২। স্বয়ংকর্তৃত্ব [illegible] প্রকাশ হয় পুরুষকারের সাহায্যে

সপ্তম অধ্যায়

কর্ম্মভেদে পরলোক গতিভেদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে যে সমস্ত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আপনি তৎসমুদয়ের কীর্ত্তন করুন। উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা মহর্ষিগণেরও গোপনীয়। এক্ষণে আমি দেহান্তে তাহার যে গতিলাভ হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তত্তৎকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচই বিনষ্ট হয় না। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। অভ্যাগত ব্যক্তির কার্য্যসাধনের নিমিত্ত চক্ষু ও মনকে নিয়োগ এবং তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত মিষ্ট বাক্যপ্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ[১]যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। পথপরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন দান করিলে প্রচুর ফললাভ হইয়া থাকে। অগ্নিত্রয়ের শয়ন[২] এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে গৃহ ও শয্যা, চীরবল্কল-পরিধায়ীদিগকে বসন ও আভরণ আর যোগনিযুক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে রাজার পৌরুষলাভ হয়। সমুদয় রস আস্বাদনে বিরত হইলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং আমিষ পরিত্যাগ করিলে পশু ও পুত্রলাভ হইয়া থাকে। যিনি অধোমুখে[৩] বৃক্ষে লম্বমান হয়েন, যিনি জলে বাস[৪] করেন এবং যিনি নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্ট গতিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। অতিথি-সৎকারের নিমিত্ত পাদ্য, আসন, প্রদীপ, অন্ন ও গৃহ প্রদান করাকেই পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা

১। দক্ষিণাস্বরূপ পাঁচ প্রকার দ্রব্য দানসাধ্য। ২। অগ্নির উদ্দেশে শয্যাদান। ৩—৪। অধোমুখশিরা হইয়া—জলে বাস করিয়া তপস্যা করেন।

যায়। যুদ্ধে গমন ও রণশয্যায় শয়ন করিলে অক্ষয় লোকলাভ হইয়া থাকে।

দান দ্বারা ধন, মৌনাবলম্বন দ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্যা দ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন এবং অহিংসা দ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করিবে। যাহারা কেবল ফলমূল ভক্ষণ করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাহারা পত্রমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সুখলাভ করিয়া থাকেন। শাকমাত্র ভক্ষণ করিলে গোধন, তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ, স্ত্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনবার স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করিলে যজ্ঞফল, সত্য-বাক্য প্রয়োগ করিলে স্বর্গ এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া সলিলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্র্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে সুরলোক লাভ করিতে পারেন। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রতসাধনের নিমিত্ত ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বৎসর তীর্থপর্য্যটন করিলে দুঃখনাশ ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নির্ব্বোধেরা যাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, কলেবর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকর রোগবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে অকপটে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়।

বৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনুমধ্যে আপনার জননীর নিকট গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত[১] না হইয়াও[২] যথাসময়ে বিকসিত ও সুপক্ব হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদয় প্রকৃত সময়ে নিঃসন্দেহ পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশকলাপ জীর্ণ ও দন্ত-সমুদয় শীর্ণ এবং কর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদয় বিকল হইয়া যায়; কিন্তু তাহার বিষয়বাসনা কিছুতেই অপনীত হয় না। পিতার প্রীতি উৎপাদন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও মাতার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করা যায়। উপাধ্যায়কে প্রীত করিতে পারিলে ব্রহ্মের সৎকার করা হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটি বিষয়ের সবিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয়; আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং অতি-প্রফুল্লচিত্তে ঐ বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জয়লাভাদির নিমিত্ত মন্ত্রপ্রয়োগ, দক্ষিণাদান ব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

এই আমি মহাত্মা ব্যাসের বাক্যানুসারে শুভাশুভ-প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব—ভীষ্মের ব্রাহ্মণপ্রিয়তা

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতামহ! ইহলোকে পূজনীয় কে? আপনি কাহাকে নমস্কার করেন? আপনার প্রিয়তরই বা কে এবং বিপদে নিপতিত হইলে কাহার প্রতি আপনার মন প্রধাবিত হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মই যাঁহাদিগের পরম ধন, যাঁহারা স্বাধ্যায়লব্ধ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কুলে বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পুরুষপরম্পরাগত কার্য্যভার অক্লেশে বহন করেন, আমি সেই ব্রাহ্মণ-দিগকেই যার পর নাই প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। বিদ্যাবিনীত, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুভাষী, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ ও বক্তা ব্রাহ্মণগণের গভীর স্বরযুক্ত শ্রুতিসুখকর মঙ্গলজনক বাক্য সভামধ্যে নৃপতির সমক্ষেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি

১—২। অপরের প্রেরণা ব্যতীত—স্বভাবতঃ।

হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই রাজসভায় আসীন হইয়া ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করেন, আমি সেই সমস্ত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যিনি ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পূতমনে সুপক্ব সুস্বাদু অন্ন প্রদান করেন, তিনিও আমার প্রেমাস্পদ।

যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু অসূয়াশূন্য হইয়া দান করাই সুকঠিন। এই জীবলোকে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্যক বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দানবীরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে যুধিষ্ঠির। সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, আমি যদি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতাম। অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। অধিক কি, আমি ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ প্রিয়তর জ্ঞান করি, পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য সুহৃদগণকেও সেরূপ জ্ঞান করি না। এক্ষণে এই ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমারও যেন সেই সকল লোক লাভ হয়।

আমি কখন ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অল্প বা অধিকই হউক, যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি, সেই কার্য্য প্রভাবেই আজ শরশয্যায় শয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমাকে যে ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। ফলতঃ ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস; এই নিমিত্ত অচিরাৎ অনন্তকালের নিমিত্ত পবিত্র লোকসমুদয় লাভ করিব সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিই পরম দেবতা ও পতিই পরম গতি, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ক্ষত্রিয় শতবর্ষবয়স্ক আর ব্রাহ্মণ দশবর্ষীয় হয়েন, তাহা হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই পিতা ও ক্ষত্রিয়কে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হইয়াও ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুর ন্যায় উঁহাদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ ও অগ্নির ন্যায় উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে।

সরলপ্রকৃতি, সত্যপরায়ণ, সাধুশীল, সর্ব্বভূত-হিতানুষ্ঠাননিরত[১] ব্রাহ্মণগণকে ক্রোধোন্মত্ত[২] ভুজঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট আপনার ক্রোধবল ও তেজোবল প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের তপোবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর ক্ষত্রিয়ের ক্রোধবলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এই উভয়বিধ বলই অতি ভয়ঙ্কর। তপস্বী ব্রাহ্মণেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনায়াসে শত্রুবিনাশাদি বিষয়ে চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ক্ষত্রিয় উপকার-নিরত শান্ত-স্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার তেজোবল প্রদর্শন করিলে ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার ঐ উভয় বল নিঃশেষে বিনাশ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। গোপালক যেমন দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক গোসমুদয়কে রক্ষা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণ-পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত বেদ ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতিপালন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ আছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

নবম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞার ফল—শৃগাল-বাণরসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। যে দুরাত্মারা ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া অর্থ প্রদান না করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অধিক হউক বা অল্পই হউক, অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করে, ক্লীব ব্যক্তির সন্তান-কামনার ন্যায় তাহার সমুদয় আশা এবং সে জন্মাবধি তপস্যা, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয়ই পণ্ড হইয়া যায়। শ্যামবর্ণ এক সহস্র অশ্ব-প্রদান ভিন্ন ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার

১। সকল প্রাণীর হিতসাধনে যত্নবান্। ২। ক্রোধে উন্মত্ত।

উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে শৃগালবানরসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক বানর এক শৃগালকে শ্মশানমধ্যে পূতিগন্ধযুক্ত[1] মাংস ভক্ষণ করিতে অবলোকন করিয়া কহিল, 'শৃগাল! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলে যে, এক্ষণে তোমাকে শ্মশানে মৃতজন্তুর মাংস ভোজন করিতে হইতেছে?'

তখন শৃগাল কহিল, 'কপিবর! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া অর্থ প্রদান করি নাই। সেই কারণে আমাকে এত কুৎসিত শৃগাল-যোনি লাভ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মৃতজন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে। আমি তোমার নিকট আমার শৃগালযোনিপ্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত বানরত্ব লাভ করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।'

তখন বানর কহিল, 'শৃগাল! পূর্ব্বে আমি লোভ প্রযুক্ত সতত ব্রাহ্মণের ফল অপহরণ করিতাম বলিয়া আমাকে বানরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়াছে।'

শৃগাল-বানরের পূর্ব্বজন্ম—বিপ্রের প্রতি কর্ত্তব্য

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ বানর ও শৃগাল পূর্ব্বে মনুষ্য-জন্মে পরস্পর সখ্যভাবসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে কর্ম্মদোষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবিশেষবশতঃ[2] উহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। আমি পূর্ব্বে স্বীয় উপাধ্যায় ও মহর্ষি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন যে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ হইলেও উঁহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্পণ করা উচিত। ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। প্রথমে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষে হতাশ করিলে ব্রাহ্মণ পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তিনি একবার ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠদহনের ন্যায় আশাবিঘাতককে এককালে ভস্মসাৎ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট রাখিলে তিনি সর্ব্বদা মহা আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদা সমুদয় বিষয়ে চিকিৎসকের ন্যায় হিতকারী হয়েন।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র, পৌত্র, বন্ধুবান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর, জনপদ প্রভৃতি সমুদয় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের তেজ সূর্য্যকিরণের ন্যায় তীব্র। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়। দান অপেক্ষা মহৎকার্য্য আর কিছুই নাই। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তিসাধন করা হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই দানের প্রধান পাত্র। যে কোন সময়ে হউক না কেন, ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পূজা না করিয়া বিদায় করা কদাপি বিধেয় নহে।"

—

দশম অধ্যায়

নীচজাতি বেদাদি-উপদেশের অযোগ্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম, মানবগণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য নীচজাতিকে সুহৃদ্ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে দোষভাগী হয় কি না, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি-দিগের মুখে এই বিষয়-সংক্রান্ত যে কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হীনজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি নীচকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই অপরাধী হইতে হয়। পূর্ব্বে হিমালয়-পার্শ্ববর্ত্তী ভগবান্ ব্রহ্মার আশ্রম-সন্নিধানে সিদ্ধচারণসেবিত, পুষ্পোদ্যানসমলঙ্কৃত, বিবিধ তরুলতায় সমাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রমে সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন; নিয়মব্রতধারী, মহাত্মা, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী

১। পচা দুর্গন্ধযুক্ত। ২। বিশেষ সৌভাগ্যবলে।

বালখিল্য মহর্ষিগণ অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর বেদ পাঠ করিতেন। একদা এক পরম দয়াবান্ শূদ্র ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া মুনিগণকে বিবিধ নিয়মসম্পন্ন, দেবতুল্য ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই আশ্রমবাসী কুলপতির চরণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়াও ধর্ম্মশিক্ষার মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি নিরন্তর আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত থাকিব।'

শূদ্রের সন্ন্যাসে অনধিকার

তখন কুলপতি কহিলেন, 'বৎস! শূদ্রজাতির সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। যদি তোমার নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগে শুশ্রূষা কর, পরিণামে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে সমর্থ হইবে।'

কুলপতি এই কথা কহিলে, শূদ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য কি না, তাহা কিয়দ্দিন বিশেষরূপ বিবেচনা করি, পরিশেষে যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই করিব। ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক পর্ণশালা এবং তন্মধ্যে বেদী, শয়নস্থান ও দেবস্থান সমুদয় প্রস্তুত করিলেন এবং স্বয়ং নিয়মধারী, ফলাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও তপঃপরায়ণ হইয়া বহুকাল দেবস্থানে ত্রিকালীন জলসেক, বলিদান, হোম, দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও ফলমূলাদি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। শূদ্র মহর্ষিকে দেখিবামাত্র তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে যার-পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন এবং অতি অল্পদিন-মধ্যে পুনরায় ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে ঐ শূদ্রের সহিত মহর্ষির বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। তখন তিনি প্রতিদিন উহার আশ্রমে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শূদ্রমমতায় মুগ্ধ মহর্ষির শূদ্রযাজন

একদা শূদ্র সেই তপোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি পিতৃকার্য্য করিবার বাসনা করিয়াছি, আপনাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ কার্য্য-সম্পাদন করিতে হইবে।' শূদ্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। তখন ঐ শূদ্র পবিত্র হইয়া তাঁহাকে পাদোদক[১] প্রদান পুরঃসর ওষধি[২], দর্ভ[৩] পবিত্র ও আসন আনয়নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণদিকে পশ্চিমশীর্ষ করিয়া করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! তুমি পূর্ব্বশীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন কর। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে শূদ্র উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘ্যাদি সংস্থাপন-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিও তাঁহার পিতৃকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বিদায় লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর শূদ্র তাপস তথায় দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিও যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিতকুলে উৎপন্ন হইলেন।

জন্মান্তরে মহর্ষির বংশপরম্পরা শূদ্র-পৌরোহিত্য

এইরূপে সেই শূদ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বেদসমুদয়, কল্প[৪]প্রয়োগ, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিন পরে বৃদ্ধ রাজা পরলোকে যাত্রা করিলে প্রজাগণ মিলিত হইয়া রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাজকুমার

১। পা-ধোয়ার জল। ২। কলাপাতা ও পেটো। ৩। কুশ।
৪। যজ্ঞীয় [illegible] শাস্ত্র।

রাজা হইয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া পরমসুখে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার পৌরোহিত্যপদে নিযুক্ত হইয়া পুণ্যাহবাচন বা অন্য কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন।

রাজা এইরূপে বারংবার হাস্য করাতে পুরোহিতের ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন তিনি একদা রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎকার ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি অকপটে আমার নিকট উহা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।'

তখন রাজা কহিলেন, 'মহাশয়! আপনি এক বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যে যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি অবশ্যই তৎসমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। স্নেহ ও সম্মান নিবন্ধন আপনার নিকট আমার কিছু অবক্তব্য নাই।'

তখন পুরোহিত কহিলেন, 'মহারাজ! একটি বিষয়ের অধিক আমার জিজ্ঞাস্য নাই। যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট মিথ্যা কহিবেন না, অঙ্গীকার করুন।'

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নরপতি তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব।'

তখন পুরোহিত কহিলেন, 'মহারাজ! স্বস্তিবাচন, শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যসময়ে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করেন, তাহার কারণ কি? আপনি হাস্য করাতে আমাকে নিতান্ত লজ্জিত হইতে হয়; আপনার ঐ হাস্যের অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। সেই কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব এই নিগূঢ়তত্ত্ব অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আপনি আমার নিকট সত্য কহিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাহার অন্যথা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।'

যজমান-পুরোহিত-পূর্ব্বজন্মপ্রকাশ

নরপতি কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এই বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর; আমার পূর্ব্বজন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় আমি সবিশেষ অবগত আছি। পূর্ব্বজন্মে আমি তপস্যানিরত শূদ্র ছিলাম এবং আপনি উগ্রতর তপঃপরায়ণ মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমার পিতৃশ্রাদ্ধে আমাকে কুশাসন, কুশ এবং হব্যকব্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই কর্ম্মনিবন্ধন ইহজন্মে আপনি পুরোহিত হইয়াছেন এবং আমি রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আপনি আমাকে শ্রাদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ফল লাভ করিলেন। হে দ্বিজবর! আমি কেবল এই কারণবশতঃ আপনাকে দেখিবামাত্র হাস্য করিয়া থাকি, আপনি আমার গুরু। আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্য করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর হইলাম এবং আপনি মুনি হইয়াও পুরোহিত হইলেন। ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! একমাত্র উপদেশ-প্রদান নিবন্ধন আপনার তাদৃশ কঠোর তপোশ্চরণ একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি পৌরোহিত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যত্নবান্ হউন। আর যেন আপনাকে ইহা অপেক্ষা অধম যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়। এক্ষণে আপনি এই ধনরাশি গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।'

দানাদি দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বগতি

নরপতি এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, গ্রাম ও বিবিধ ধন প্রদান ও তাহাদের আদেশানুসারে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে বহুতর তীর্থপর্য্যটন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী ও অন্যান্য নানাবিধ ধন দান করিয়া পরম পবিত্র হইলেন এবং পরিশেষে

স্বীয় আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই মহর্ষিকে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; অতএব নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে ব্রাহ্মণ উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হয়েন না; কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম, পাপাত্মারা কখনই তাহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তিপরাঙ্মুখ[১] হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্যসরলতাদি-গুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ, উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টাকে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভ-নিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্মলাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত। নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করিলে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। এই আমি তোমার নিকট তোমার প্রশ্নানুরূপ কথা কীর্ত্তন করিলাম।"

একাদশ অধ্যায়

লক্ষ্মীচরিত্র—লক্ষ্মীর বাসস্থান নির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লক্ষ্মী কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষের নিকট অবস্থান করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! একদা কন্দর্প-জননী রুক্মিণী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের ক্রোড়ে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া মহা আহ্লাদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ত্রিলোকেশ্বরি! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ও কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।'

তখন চন্দ্রাননা কমলা নারায়ণের সমক্ষে মধুরবাক্যে রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুন্দরি! আমি সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যাহারা অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা মূঢ়স্বভাব, কপট এবং বল, বীর্য্য, বুদ্ধি ও সারাংশ-বিহীন, যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র-বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং অল্পমাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয়, আমি সেই সমুদয় ক্ষুদ্র-চিত্র মানবগণের নিকট কখনই অবস্থান করি না। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্, আমি তাহাদিগের নিকট সতত অবস্থান করিয়া থাকি।

যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ-সমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠানসময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকূলবাক্য বিন্যাস[১] করে, পরভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসরলতাদি-গুণসম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত, আমি সতত তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করি। যান, কন্যা, ভূষণ, যজ্ঞ, সলিলসংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্রমণ্ডল, হস্তী, গোষ্ঠ, আসন, বিকসিত পঙ্কজপরিপূর্ণ সরোবর, হংস-বকাদির স্বরে নিনাদিত ক্রমবিভূষিত করিকরসমালোড়িত[২], সিদ্ধ-তাপসসেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ, নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ প্রজা-পালননিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, সেবানিরত শূদ্র আমার প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে

১। বাক্য রচিতে বিমুখ।

১। রচনা—উচ্চারণ। ২। হস্তিশুণ্ডে আলোড়িত।

প্রতিনিয়ত হোম এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, আমি কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার, এই নিমিত্ত আমি একতানমনে[১] অভিন্নদেহে উঁহার শরীরে অবস্থান করি নারায়ণ ভিন্ন আর কুত্রাপি আমি শরীরে অবস্থান করি না। আমি সদয়ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করি, তাহার অর্থ ও যশ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে'।"

দ্বাদশ অধ্যায়

স্ত্রী-পুরুষব্যবহারনির্ণয়—ভঙ্গাস্বন নৃপতি কথা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে ঐ উভয়ের মধ্যে কাহার স্পর্শসুখ অধিক হয়, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে ভঙ্গাস্বন রাজার পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভঙ্গাস্বন নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে ইন্দ্রবিদ্বিষ্ট[২] অগ্নিষ্টুত নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। সুররাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনকে পুত্রকামনায় অগ্নিষ্টুত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিরন্তর তাঁহার রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা মহারাজ ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করিবার নিমিত্ত নিজ রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ সময় প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন ইন্দ্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় যার পর নাই কাতর হইয়া সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক বারিপরিপূর্ণ পরম রমণীয় সরোবর তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি সেই সরোবর দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ অশ্বকে জলপান করাইয়া এক বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক স্বয়ং সেই সরোবরে সলিলে অবগাহন ও স্নান করিলেন। সরোবরস্নান করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীত্বলাভ হইল।

ভঙ্গাস্বন নৃপতির স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিবিবরণ

তখন তিনি আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ব্যাকুলিত-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এক্ষণে কিরূপে অশ্বে আরোহণ ও কিরূপেই বা রাজধানীতে গমন করি? আমি অগ্নিষ্টুতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে আমার ঔরসে মহাবল-পরাক্রান্ত একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব এবং আমার ভার্য্যা, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন,—মৃদুত্ব, কোমলত্ব ও কাতরত্ব এই তিন স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়ামসহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা এই দুইটি পুরুষের প্রধান গুণ। এক্ষণে আমার পুরুষত্ববিনাশ ও স্ত্রীলোকের গুণলাভ হইয়াছে; সুতরাং কিরূপে পুরুষের ন্যায় অশ্বে আরোহণ করিব।'

রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বহু যত্নসহকারে কৌশলক্রমে অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও নগরবাসিগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, 'আমি সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মোহবশতঃ এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় সৈন্যগণপরিশূন্য হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে একাকী শুষ্ক-কণ্ঠে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হংসসারসসঙ্কুল পরম রমণীয় এক সরোবর নিরীক্ষণ করিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র আমার পুরুষত্ব-বিনাশ ও স্ত্রীত্ব-লাভ হইয়াছে।' মহারাজ ভঙ্গাস্বন এই বলিয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আপনার নামগোত্র কীর্ত্তন করিয়া আত্মজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে পরস্পর

---

১ একাগ্রচিত্তে। ২। ইন্দ্রের অনভিপ্রেত—অধিকার-লোপভয়ে ইন্দ্র যে যজ্ঞে বিদ্বেষ করেন।

সৌভ্রাত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। আমি নিশ্চয়ই অরণ্যে প্রস্থান করিব।'

স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত নৃপতির গর্ভে শত পুত্র উৎপত্তি

স্ত্রীরূপী নরপতি ভঙ্গাস্বন পুত্রগণকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ অরণ্যমধ্যে গমণপূর্ব্বক এক তাপসের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাপসের ঔরসে তথায় তাঁহার একশত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই সমস্ত পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা ভঙ্গাস্বন তাহাদিগকে লইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন পুত্রগণের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আত্মজগণ। তোমরা পুরুষাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর ইহারা আমার অঙ্গনাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া সৌভ্রাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর।'

ভঙ্গাস্বন এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত ও তাঁহার অপর পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, 'আমি রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের স্ত্রীত্ববিধান দ্বারা উহার অপকার না করিয়া প্রত্যুত উপকারই করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইল।' দেবরাজ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাস্বণের পূর্ব্বপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে রাজকুমারগণ। ভ্রাতৃগণ এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদিগের পরস্পর কদাচ সৌভ্রাত্র থাকে না। দেখ, সুরাসুরগণ একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা একশত জন ভঙ্গাস্বনের ঔরসে আর তোমাদের অপর একশত ভ্রাতা এক জন তাপসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তথাপি তোমাদের উভয় পক্ষের এরূপ সৌভ্রাত্র থাকিবার কারণ কি? যাহা হউক, তোমাদের অপর ভ্রাতারা যে তাপসের ঔরসজাত হইয়াও তোমাদিগের পৈতৃক রাজ্যের অংশ অধিকার করিয়াছে, ইহা অতিশয় নিন্দার বিষয় সন্দেহ নাই।'

ইন্দ্রপ্ররোচনায় ভ্রাতৃবিরোধ—পরস্পর সংহার

ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ এই কথা কহিলে ভঙ্গাস্বনের ঔরসপুত্রগণ তাঁহার উত্তেজনায় অপর ভ্রাতাদিগের উপর যার-পর-নাই ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া অচিরাৎ তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষই নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্ত্রীভাবাপন্ন রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন অরণ্যমধ্যে পুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই দুঃখিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুল-লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সকাশে আগমণপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে। তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছ? ভঙ্গাসন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে নিরীক্ষণ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক করুণবাক্যে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। কালপ্রভাবে আমার দুই শত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে পুরুষ ও রাজা ছিলাম। সেই অবস্থায় আমার ঔরসে একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একটি সরোবর অবলোকনপূর্ব্বক তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিয়া অবধি আমার এই স্ত্রীত্বলাভ হইয়াছে। দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ এইরূপ অসম্ভাবিত নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়া নিজ রাজধানীতে আগমন ও ঔরসপুত্রগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক এই তপোবনে আগমন করিলাম। এইস্থানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ভে আর একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি তাহাদিগকে সেই ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করাইবার নিমিত্ত আমার পূর্ব্বতন পুরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহারা কালপ্রভাবে পরস্পর বৈর উৎপাদনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই নিতান্ত কাতর হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতেছি।'

ভঙ্গাস্বন করুণস্বরে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে পরুষবাক্যে কহিলেন, 'আমি সুররাজ ইন্দ্র। পূর্ব্বে তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক আমাকে

যার পর নাই দুঃখিত করিয়াছিলে। আমি তন্নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমার পুত্রগণের বিনাশসম্পাদন-পূর্ব্বক তোমার অপকার করিয়াছি।'

ইন্দ্রবরে ভঙ্গাস্বনের পুত্রগণের প্রাণপ্রাপ্তি

সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, 'দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রলাভের অভিলাষেই অগ্নিষ্টুত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; অতএব এই বিষয়ে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে।'

তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের প্রণিপাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থায় ঔরসপুত্রগণ ও এখনকার গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে কোন্‌গুলিকে জীবিত করিয়া দিব?' তখন নারীরূপধারী মহারাজ ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'সুররাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অঙ্গনাবস্থায়[১] যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বরপ্রভাবে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।'

নারীজাতির স্পর্শসুখ-প্রশোত্তর

ভঙ্গাস্বন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি নিমিত্ত তোমার বিদ্বেষভাজন[২] ও তোমার অঙ্গনাবস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল? ইহার কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।' তখন ভঙ্গাস্বন কহিলেন, 'সুররাজ! স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না। এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমার সর্ব্বাধিক স্নেহের পাত্র। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।'

তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 'আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার সমুদয় পুত্রই জীবিত হউক। আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না, তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থাতেই অবস্থান করিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যেরূপ অবস্থা তোমার প্রীতিকর হইবে, আমি তোমাকে সেই অবস্থাতেই অবস্থাপিত করিব, সন্দেহ নাই।' দেবরাজ এই কথা কহিলে ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুররাজ! আমি আর পুরুষত্বলাভে অভিলাষ করি না। আমি এক্ষণে এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষ লাভ করিতেছি।'

সুররাজ কহিলেন, 'রাজর্ষে! তুমি পুরুষত্বলাভে অনাস্থা[১] প্রদর্শনপূর্ব্বক কি নিমিত্ত স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইতেছ?' ভঙ্গাস্বন কহিলেন, 'দেবরাজ! স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখলাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি; স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।' ভঙ্গাস্বন এই কথা কহিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই নিদর্শনানুসারেই স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখলাভ হইয়া থাকে।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হিংসাপরিত্যাগে উভয়লোকে শুভগতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষণ[২] এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎ-প্রলাপ, নিষ্ঠুরবাক্য-প্রয়োগ, পরদোষ-প্রকাশ ও মিথ্যা-কথন এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ এবং পর-দ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা

১। নারী অবস্থায়। ২। বিরক্তির পাত্র।

১। অশ্রদ্ধা। ২। পরনারী উপভোগ।

এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে; অতএব কায়মনোবাক্যে অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। ফলতঃ ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভফল ও যে ব্যক্তি অশুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভফল ভোগ করিয়া থাকেন।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শঙ্কর-উপাসনায় কৃষ্ণের সৎপুত্রলাভ-বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সুরাসুর-গুরু বিশ্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের নাম ও ঐশ্বর্য্য সমুদয় অবগত আছেন। এক্ষণে ঐ সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! সেই ভগবান্ মহাদেবের গুণ-সমুদয় কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবান্ সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়েন না। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রহ্মাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী যোগবিদ্ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অথচ স্থূল, অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবেরই চিন্তা করেন। ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানবগণ কখনই সেই মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ বাসুদেবই দিব্যচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন। ইনি প্রতিযুগেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সেই চরাচর-গুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি পুত্রলাভের অভিলাষে সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেবল মহাবাহু ভগবান্ বাসুদেবই সেই সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য্যসমুদয়ের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতে পারেন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে। অতএব তুমি তাহা উঁহার নিকট কীর্ত্তন কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মযোনি মহাতপা তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই সনাতন, আনন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা, ভগবান্ দেবদেবে মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।"

বাসুদেব কহিলেন, "শান্তনুতনয়! যখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের কার্য্যগতি ও আদি, অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্য কিরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইবে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে সেই অসুরনাশন ভগবান্ যজ্ঞপতির যৎকিঞ্চিৎ গুণ আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া পবিত্রচিত্তে আচমন-পূর্ব্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহাশয়গণ! পূর্ব্বে আমি শাম্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত যোগবল আশ্রয় করিয়া যেরূপে ভগবান্ ভূতনাথের দুর্লভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নামসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাবীর প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বর-দৈত্য নিহত হইবার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে একদা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শনপূর্ব্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, 'নাথ! আপনি অবিলম্বে আমাকে একটি মহাবল-পরাক্রান্ত আপনার তুল্য গুণবান্ পরমসুন্দর পুত্র প্রদান করুন। ত্রিলোকমধ্যে আপনার কিছুই অসাধ্য নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন লোকসমুদয়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন। পূর্ব্বে আপনি যেরূপে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর,

চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই কয়েকটি মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদিত করিয়াছেন. এক্ষণে আমাকেও সেইরূপে একটি পুত্র প্রদান করিতে হইবে।' জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম; তুমি প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি কর।' তখন জাম্ববতী কহিলেন, 'নাথ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিতে গমন করুন। ব্রহ্মা, শিব, কশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নদী, ক্ষেত্র, ওষধি, যজ্ঞবাহ, বেদ, ঋষি, যজ্ঞ, সমুদ্র, দক্ষিণা, স্তোভ, নক্ষত্র, পিতৃলোক, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা, দেবমাতা, মন্বন্তর, গো, ঋতু, বৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, নিমেষ ও যুগসমুদয় আপনাকে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানেই আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হইবে না।'

তপস্যার্থ কৃষ্ণের হিমালয়যাত্রা

রাজপুত্রী জাম্ববতী এইরূপে প্রস্থানকালীন মঙ্গলাচরণ করিলে আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। তৎপরে আমি গদ ও বলদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করিলে তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! আমরা প্রার্থনা করি, নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফললাভ হউক।' এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র বিহগরাজ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে লইয়া হিমালয়-পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইল। আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অতি অদ্ভুত ভাব-সমুদয় অবলোকন করিতে করিতে মহাত্মা উপমন্যুর অতি আশ্চর্য্য আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম। ঐ আশ্রম বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণে সমাকীর্ণ এবং ধব[1], অর্জ্জুন[2], কদম্ব, নারিকেল, কুরুবক, কেতকী, জম্বু, পাটল[3], বট, বরুণ[4], বৎসনাভ[5], বিল্ব, সরল, কপিত্থ[6], পিয়াল, শাল, তাল, বদরী, ইঙ্গুদ, পুন্নাগ, অশোক, তাম্র, মাধবীলতা, মধুক, কোবিদার, চম্পক, পনস ও ফলপুষ্পসুশোভিত অন্যান্য নানাবিধ বন্য বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

কোন স্থান গুল্ম ও লতাতে, কোন স্থান কদলীবনে, কোন স্থান নানাবিধ পক্ষীর জীবনোপায়ভূত বিবিধ ফলশালী বৃক্ষে, কোন স্থান ভস্মরাশিতে, কোন স্থান দিব্য-সরোবরে এবং কোন স্থান বিচিত্র-কুসুমাকীর্ণ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিশোভিত রহিয়াছে। রুরু, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, দ্বীপী, হরিণ, ময়ূর, মার্জ্জার, ভুজঙ্গম, মহিষ, ভল্লুক, মদমত্ত হস্তী ও অন্যান্য নানাবিধ পশুগণ উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। বিহঙ্গমগণ বিবিধ স্বরে পরম কুতূহলে নিরন্তর কলরব করিতেছে। সমীরণ বিবিধ পুষ্পরেণু ও গজগণ্ডস্থল-মদগন্ধে সুবাসিত হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। দিব্যাঙ্গনাগণ মধুরস্বরে গান করিতেছি। নির্ঝরকুলের ঝর্ঝরশব্দ, কুঞ্জরগণের বৃংহিতধ্বনি, কিন্নরদিগের সুমধুর গীতশব্দ ও সামবেদজ্ঞদিগের বেদধ্বনি ঐ আশ্রমকে সতত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পবিত্রতোয়া জহ্নুকন্যা উহাতে নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছেন। চীরচর্ম্মবল্কলধারী, অগ্নিতুল্য তেজস্বী, পরমধার্ম্মিক, বাতাহারী, অম্বুপায়ী[1], জপ্যনিত্য[2], সংপ্রক্ষাল[3], ধ্যাননিত্য[4], ধূমপ্রাশ[5], উষ্মপ, ক্ষীরপ, গোচারী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, মরীচিপ[6], ফেনপ, মৃগচারী, অশ্বত্থফলভক্ষণ ও উদকশায়ী তাপসগণ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। শিবাদি দেবগণ সতত উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ সর্পকুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগসমুদয়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

উপমন্যুর উপদেশযুক্ত রুদ্রমাহাত্ম্যশ্রবণ

আমি এইরূপে বেদবেদাঙ্গপারগ নিয়মপরায়ণ মহর্ষিগণসেবিত পরম রমণীয় সেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটাজূটমণ্ডিত, চীরধারী, তপস্বী, তেজঃপ্রদীপ্তকলেবর, শিষ্যগণপরিবৃত, শান্তস্বভাব, যুবা উপমন্যুকে অবলোকনপূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম। মহাত্মা উপমন্যু আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত?

১। শাকট—সেওড়া। ২। শ্বর্জ্জুনবৃক্ষ। ৩। পারুল। ৪। জারুল। ৫। বিষবৃক্ষ। ৬। কয়েদবেল।

১। জলপায়ী। ২। সর্ব্বদা জপকারী। ৩। সর্ব্বদা জলবাসী। ৪। সর্ব্বদা ধ্যানরত। ৫। যজ্ঞধূমপায়ী। ৬। সূর্য্যকিরণপায়ী।

তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে আমাকে পূজা করিতেছ এবং অন্যের দর্শনীয় হইয়াও যে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছ, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার তপস্যা ফলিত হইয়াছে।' তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, 'ভগবন্! আপনার শিষ্য এবং আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণ ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? আপনার ধর্ম্ম ও অগ্নিত্রয়ের ত কুশল?'

আমি এইরূপ কুশলপ্রশ্ন করিলে মহাত্মা উপমন্যু আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি অবিলম্বেই আপনার অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই তপোবনে ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। তুমি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তেজ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব এই স্থানে শুভাশুভ ভাবসমুদয় সৃষ্টি ও সংহার করিয়া দেবী পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ঐ ভগবানের বরপ্রভাবে দেবরাজ্য অধিকার করিয়া দশ কোটি বৎসর উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর ঐ দেবদেবের বরপ্রভাবে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত দশ কোটি বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম করেন।

ঐ মন্দরের কলেবরে তোমার সুদর্শন চক্র ও ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র জীর্ণ তৃণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভগবান্ উমাপতি ঐ চক্র দ্বারা সলিলমধ্যস্থ এক অসুরকে সংহার করিয়াছিল। তিনি অসুরবিনাশর্থই ঐ চক্র নির্ম্মাণ করেন। উহা জ্বলনতুল্য নিতান্ত দুর্ণিরীক্ষ্য। রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি উহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। ঐ চক্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান্ উমানাথ স্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন এবং তদবধি উহার ঐ নাম লোকমধ্যে প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সেই অদ্ভুত চক্রও মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলতঃ মন্দর রুদ্রদেবের বরপ্রভাবে বজ্র প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমুদয় অনায়াসে সহ্য করিত। দেবগণ ঐ দুর্দ্দান্ত দানব কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হন। ভগবান্ উমাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শত লক্ষ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া লক্ষ বৎসর ভোগ করেন। উহারই প্রসাদে কুশদ্বীপ বিদ্যুৎপ্রভের রাজধানী হইয়াছিল। অবশেষে তিনি শঙ্করের অনুচরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত শত-বৎসরেরও অধিক কাল আপনার দেহমাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিল। পরিশেষে ভগবান্ শূলপাণি তাহার সেই অসাধারণ ভক্তি-দর্শনে তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'শতমুখ! আমি তোমার কি উপকারসাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর।' তখন শতমুখ কহিল, 'ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে নিরন্তর প্রাদুর্ভাত হয়।' তখন শূলপাণি তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বনপূর্ব্বক পুত্রলাভের নিমিত্ত তিন শত বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞশীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন। সুরগণ-প্রশংসিত পরমধার্ম্মিক যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদব্যাস মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে অতুল যশ লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বালখিল্যগণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত[১] আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'তোমাদের তপোবলে অচিরাৎ এক পক্ষীন্দ্রের সৃষ্টি হইবে। সে ইন্দ্রকে পরাভব করিবে, সন্দেহ নাই।' পূর্ব্বে মহাদেবের রোষপ্রভাবে

১। পলাশপাতার বোঁটা।

সলিল-সমুদয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবগণ তদ্দর্শনে ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশে সপ্তকপালযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় ভূলোকমধ্যে জল প্রবর্ত্তিত করেন।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'আর আমি ভর্ত্তার বশবর্ত্তী হইব না' স্থির করিয়া, মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিন শত বৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তি-দর্শনে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'অনসূয়ে! তুমি আমার বরে স্বামিসহবাস ভিন্ন অনায়াসে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত এবং অভিলষিত খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।'

মহাত্মা বিকর্ণ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভবানীনাথকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয় শাকল্য ক্রমাগত নয় বৎসর একচিত্তে মহাদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শাকল্যকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমার কুল মহর্ষিগণ দ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে এবং তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্ত্তা হইবে।'

সাবর্ণিমনু প্রভৃতির শিব-উপাসনার ফল

পূর্ব্বে সত্যযুগে সাবর্ণি নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। ছয় সহস্র বৎসর তপোনুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারাণসীতে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ ভগবান্ ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দেবদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'নারদ! ইহলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী, তপস্বী ও যশস্বী আর কেহ বিদ্যমান থাকিবে না। তুমি সতত গীতবাদ্য দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিবে।

মাতার নিকট উপমন্যুর শঙ্করপ্রভাবশ্রবণ

হে মাধব! এতক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যে গুণে মহাদেবকে সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, আজ তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহাতপস্বী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। একদা আমি স্বীয় অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভীদোহন হইতেছে। গাভী-দোহন দর্শন করিবামাত্র বালস্বভাববশতঃ আমার দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা হইল। তখন আমি ধৌম্য-সমভিব্যাহারে জননীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলাম, 'মাতঃ! আমাদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান কর, আমরা ভোজন করিব।' আমি ঐ কথা কহিলে জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট[১] মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন।

আমি ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞ উপলক্ষে পিতার সহিত এক জ্ঞাতিভবনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় সুরনন্দিনীর[২] অমৃততুল্য সুস্বাদু দুগ্ধ পান করাতে উহার আস্বাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলাম, সুতরাং সেই জননীপ্রদত্ত পিষ্টরস[৩] পান করিয়া আমার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'মাতঃ! তুমি আমা-দিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, ইহা ত দুগ্ধান্ন নয়।' আমি এই কথা কহিলে, জননী দুঃখশোকে কাতর হইয়া স্নেহবশতঃ আমাকে আলিঙ্গন ও আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, 'বৎস! আমরা বনবাসী' নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি। বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যে নদীতীরে অবস্থান করেন, আমরা সেই স্থানে অবস্থান করি, গাভীবিহীন বন, গিরিগহ্বর ও আশ্রমবাসী মুনিগণের দুগ্ধলাভের সম্ভাবনা কি? মুনিগণ কখন গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের মত আহারসুখ অনুভব করেন না, ইঁহারা কেবল অরণ্যের ফলমূল ভোজন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। নদীতীর, গিরিগহ্বর ও

১। পিটুলী। ২। স্বর্গের গাভী। ৩। পিটুলীগোলা জল।

বিবিধ তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ত উপানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করাই আমাদের প্রধান কর্ম্ম। ভগবান ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে আমাদিগের দুগ্ধ, অশন, বসন ও অন্যান্য সুখলাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তুমি অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।'

আমি জননীর এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'মাতঃ! মহাদেব কে? তিনি কিরূপে প্রসন্ন হয়েন, কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হয়, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার রূপই বা কি প্রকার এবং তিনি প্রসন্ন হইলেই বা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।'

তখন সেই পুত্রবৎসলা জননী আমার গাত্রমার্জ্জন ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই সেই দুরারাধ্য, দুর্ব্বোধ্য, দুর্লক্ষ্য, ভগবান্ দেবদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনীষিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান ও বিবিধ প্রকার প্রসন্নতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি যে সমুদয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপে প্রসন্ন হয়েন ও ক্রীড়া করেন, কেহই বিশেষরূপে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বরূপ ভগবান্ শূলপাণি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমুদয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারযুগল, বিশ্বদেব, মনুষ্য, দেবনারী, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর, কূর্ম্ম, মৎস্য, শঙ্খ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব, জন্তু, পর্ব্বতবাসী জন্তু, জলজন্তু, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরক্ষু, ভল্লুক, উলূক, কুক্কুর, শৃগাল, কৃকলাস, হংস, কাক, ময়ূর, বক, সারস, গৃধ্র, চক্রাঙ্গ, নীলকণ্ঠ, পর্ব্বত, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ ও শার্দ্দূলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখন দণ্ডধারী, কখন ছত্রধারী, কখন কমণ্ডলুধারী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ষণ্মুখ, কখন বহুমুখ, কখন ত্রিনেত্র ও কখন বহুশীর্ষ হয়েন। কখন অসংখ্য কটি, পাদ, উদর, বক্ত্র, পাণি ও পার্শ্ব দ্বারা বিভূষিত ও অসংখ্য গণে পরিবৃত হইয়া থাকেন। কখন কখন ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণের রূপ ধারণ করেন। কখন ভস্মাচ্ছাদিত ও অর্দ্ধচন্দ্রে বিভূষিত হয়েন। সেই সর্ব্বভূতান্তক, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ববাদী, ভূতভাবন, ভগবান্ মহাদেব এইরূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অসংখ্য নামে নির্দ্দেশ ও অসংখ্য প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ অভিলাষ ও যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহা পরিজ্ঞাত হয়েন। অতএব যদি তোমার মঙ্গললাভের বাসনা হয়, তাহা হইলে তুমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও।

তিনি কখন আনন্দিত, কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন। কখন চক্র, কখন শূল, কখন গদা, কখন মুষল, কখন খড়্গ ও কখন পট্টিশ ধারণ করেন। কখন নাগমেখলা[১], নাগকুণ্ডল[২] ও নাগযজ্ঞোপবীত[৩]সম্পন্ন রহেন। কখন নাগচর্ম্মের উত্তরচ্ছদ[৪] ধারণ করেন। কখন প্রথমগণে পরিবৃত হইয়া নৃত্য, গীত, হাস্য ও বিবিধ বাদ্য করিয়া থাকেন। কখন উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ, জৃম্ভণ[৫]পরিত্যাগ ও রোদন করেন। কখনপ্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন। কখন বা জাগরিত থাকেন ও কখন নিদ্রিত হয়েন। কখন স্বয়ং জপ ও তপস্যা করেন এবং কখন বা অন্যকে স্বীয় নাম জপ ও আপনার উদ্দেশে তপস্যা করান। কখন দান, গ্রহণ, যোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হয়েন; কখন বেদী, যূপ, কাষ্ঠ ও হুতাশনমধ্যে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ ও কখন যুবারূপে[৬] লক্ষিত হয়েন। কখন মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। কখন ঊর্দ্ধকেশ, মহালিঙ্গসম্পন্ন, নগ্ন ও বিকৃতলোচন হয়েন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীল-লোহিতবর্ণ, কখন বিকৃতাঙ্গ ও কখন বিশালাক্ষ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আদিরূপী নিরাকার পরমপুরুষের আদি

১—৩। সর্পের কটিবন্ধ, সর্পের কুণ্ডল ও সর্পের পৈতা। ৪। উত্তরীয়। ৫। হাই। ৬। যুবকরূপে।

ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইয়া সর্ব্বাচ্ছাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যোগস্বরূপ মহাত্মা মহেশ্বর প্রাণিগণের প্রাণ, মন ও জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান্ শূলপাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে।'

উপমন্যুর শঙ্কর উপাসনা—তপঃপরীক্ষা

জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইল। তখন আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইলাম। দেবমানের এক শত বৎসর বামাঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলাহার, দ্বিতীয় শত বৎসর জলপান এবং তদনন্তর সাত শত বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া দেবদেবের আরাধনা করিলাম।

এইরূপে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত কি না তাহা জানিবার মানসে দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিত, চতুর্দ্দন্ত, বিকটাকার, মদমত্ত মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার শরীর হইতে তেজশ্ছটা বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার, ভুজে কেয়ূরভূষণ শোভা পাইতেছিল। অপ্সরোগণ তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সমক্ষে গান করিতেছিল।

উপমন্যুর শিবানুরাগ

তিনি আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দ্বিজবর! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন আমি ইন্দ্ররূপী মহাদেব সেই বাক্যশ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, 'দেবরাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট বরলাভের প্রার্থনা করি না। মহেশ্বরের কথা ব্যতীত আমি অন্য কোন কথাতেই সন্তুষ্ট নহি। পশুপতির অনুমতি অনুসারে আমি কৃমি বা বহুশাখা-সঙ্কুল বৃক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু অন্যের বরপ্রভাবে ত্রিভুবনের একাধিপত্যলাভ হইলেও তাহা তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া যদি আমাকে চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহাও আমার হিতজনক নহে। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে ভক্তিবিহীন হয়, জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে তাহার দুঃখের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা হরচরণস্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন না, তাঁহাদিগের নিকট অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক। কলিযুগে প্রতিনিয়ত মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহাদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে, সংসার জন্য ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মহাত্মা মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হয়েন, তাহাদিগের কোন সময়েই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না।

হে দেবেন্দ্র! আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট, পতঙ্গ ও কুক্কুরযোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিলেও আমি তাহা লাভ করিতে কামনা করি না। ফলতঃ কি স্বর্গ, কি দেবরাজ্য, কি ব্রহ্মলোক, কি পূর্ণভাব, কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবলমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার প্রার্থনীয়। যে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন, আমি তত কাল জন্ম, মৃত্যু ও জরা জন্য শত শত দুঃখসম্ভোগ করিব। ইহলোকে সেই সূর্য্য, শশধর ও অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর, ত্রিভুবনের সারভূত, জরামৃত্যুবিহীন, অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক, যদি স্বীয় কর্ম্মদোষে আমাকে বারংবার ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন সেই সেই জন্মে মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।'

উপমন্যু কর্তৃক রুদ্রমাহাত্ম্যবর্ণন

ইন্দ্র কহিলেন, 'উপমন্যো। তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক একমাত্র মহাদেবের নিকটই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেব যে সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার প্রমাণ কি?'

আমি কহিলাম, 'দেবরাজ। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এক ও বহু; সুতরাং তিনিই সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া একমাত্র তাঁহার নিকটই বর প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই। তিনি অচিন্তনীয়, জ্ঞানরূপ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও পরমাত্মা। তাঁহা হইতে নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী ঐশ্বর্য্য সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি কোন বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন. কিন্তু তাঁহা হইতেই সমুদয় বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির অতীত জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তির অবিষয়ীভূত। তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে শোক-তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি ভূতভাবন, ভূতপালক অন্তর্যামী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বদাতা; হেতুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। তিনি মুক্তিপদ ও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের উপাস্য। তিনি তোমারও আত্মা, সুরগণেরও অধীশ্বর ও সকল জীবের গুরু। তিনি স্বীয় মহিমায় সমুদয় ব্যপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি, জল, অনিল, পৃথিবী, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। ভগবান্ ভূতপতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের পরম আশ্রয়-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

লোকে যে পিতামহ ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে, তিনি ঐ দেবাদিদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সেই ত্রিলোকনাথ ব্যতিরেকে কোন দেবতাই দৈত্যদানবগণের আধিপত্য[১] মোচন[২] ও শাসন করিতে সমর্থ হয়েন না। দিক্, কাল, বায়ু, সলিল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি তেজঃপদার্থ-সমুদয় তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরের উৎপত্তিবিনাশের কারণ। তিনি সকলের স্রষ্টা, সর্ব্বকামপ্রদাতা ও দৈত্যদানবগণের রাজ্যাপহারক।

হে দেবরাজ। তাঁহার মহিমা আর অধিক কি কীর্ত্তন করিব, তাঁহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমুদয় লোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ অসুরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যদি শিবতুল্য অন্য কোন দেবতাকে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। তিনি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব, যক্ষ ও উরগগণের রাজ্যাদি অপহৃত হইলে পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ত্রিপুর, অন্ধক, দুন্দুভি, মহিষ এবং রাক্ষস ও নিবাতকবচগণকে একবার ঐশ্বর্য প্রদান করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিমুখে তাঁহারই রেত আহুত[৩] হইয়াছিল। তাঁহারই রেতঃপ্রভাবে সুবর্ণময় গিরি উৎপন্ন হয়। তিনি ত্রিলোকমধ্যে দিগম্বর ও ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর[৪] অথচ অনঙ্গ[৫]বিজয়ী। দেবগণ তাঁহারই পরম স্থানের সবিশেষ প্রশংসা করেন। তিনিই শ্মশানে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া ও নৃত্য করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারই ঐশ্বর্য্য অবিনশ্বর নহে। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার তুল্য বরলাভ করিয়া, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাকে। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কোন্ দেবতা বারিবর্ষণ ও উত্তাপদান করিতে পারেন এবং কে-ই বা তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন? তাঁহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদয় ধনের স্থান। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন? মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ

১—২। অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ। ৩। অর্পিত—রক্ষিত। ৪। অর্দ্ধদেহে নারী ও অর্দ্ধদেহে পুরুষ। ৫। কাম।

জ্ঞানযজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবদেবেরই আরাধনা করেন। তিনি কর্ম্মফলশূন্য।

আমি তাঁহাকেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমানশূন্য, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সগুণ ও নির্গুণ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, কালত্রয়স্বরূপ ও সকলের কারণ। তিনি ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতি। তাঁহা হইতে বিদ্যা, অবিদ্যা কার্য্য, অকার্য্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আমি সেই দেবদেবকেই সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। দেখুন রুদ্রদেব সৃষ্টিবিনাশার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে আমার জননী কহিয়াছেন যে, মহাদেবই লোকোৎপাদনের একমাত্র কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আপনি অচিরাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সমবেত এই তিন-লোক তাঁহারই লিঙ্গ-নিঃসৃত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দৈত্যগণ তাঁহার প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইয়া তাহা অপেক্ষা আর কাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন না। বেদমধ্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত আছে। এক্ষণে আমি ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেছি। যখন সুরগণ সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে সকল কারণের কারণ, ইহাতে হেতুবাদ প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গ পূজা করেন নাই ও করিতেছেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আপনি ও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য।

ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম, বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু প্রজারা আপনাদিগের কাহারই চিহ্নে চিহ্নিত নহে। তাহারা হরপার্ব্বতীর চিহ্নানুসারে লিঙ্গ ও যোনিচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উহারা যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিত আর পুরুষেরা মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গচিহ্নিত হইয়াছে; যাহারা উঁহাদের উভয়েরই চিহ্নে চিহ্নিত নহে, তাহারা ক্লীবপদবাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীকে শিবের ও স্ত্রীলিঙ্গধারীকে পার্ব্বতীর অংশ বলিয়া অবগত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব হরপার্ব্বতী দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই দেবাদিদেব হইতে আমার উৎকৃষ্ট বর বা নিধনলাভ হউক, উভয়ই আমার প্রার্থনীয়। ফলতঃ মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই প্রতি আমার আস্থা নাই। অতএব হে দেবরাজ! তুমি এই স্থানে অবস্থান বা স্বস্থানে প্রস্থান, যাহা ইচ্ছা হয় কর।’

উপমন্যুর শিবসাক্ষাৎকার

আমি দেবরাজকে এই কথা কহিয়া ‘হায়! অদ্যাপি ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না’ বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম সেই ইন্দ্রসমারূঢ়[১] ঐরাবত ক্ষণকালমধ্যে হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ক্ষীরোদার্ণব-সদৃশ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ পিঙ্গললোচন বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, ঈষৎ রক্তাগ্র, সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা যেন অবনীমণ্ডল বিদারণ করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মুখ, নাসা কর্ণ, কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্কন্ধ এবং ককুদ্ বিপুল স্কন্ধদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া সেই তুষার[২] গিরিসন্নিভ শুভ্রমেঘতুল্য বৃষের উপরিভাগে আরোহণপূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার তেজ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুদয় জগৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সময় সেই দেবাদিদেবকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকালীন সংবর্ত্তক হুতাশন প্রাণিগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ মহেশ্বরের সেই জগদ্ব্যাপ্ত দুর্নিরীক্ষ্য তেজ নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিতান্ত চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্নহৃদয় হইলাম।

১। ইন্দ্রবাহন। ২। হিমাবৃত হিমালয়।

শিবহস্তস্থিত অস্ত্রবিবরণ—ব্রহ্মাদির স্তুতি

অনন্তর মুহূর্তমধ্যে সেই তেজ সমুদয় দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবাদিদেবের মায়াপ্রভাবে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন আমি দেখিলাম, অতুল তেজঃসম্পন্ন ভগবান ভূতনাথ অষ্টাদশভুজসম্পন্ন সর্বাভরণভূষিত, শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমাল্যে পরিশোভিত শুক্লযজ্ঞোপবীতধারী হইয়া বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা পার্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তাঁহার আত্মতুল্য-পরাক্রান্ত অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতেছে। তাঁহার মস্তকস্থিত শশধর সূর্য্যত্রয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান নেত্রত্রয় দ্বারা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রত্নভূষিত সুবর্ণময় পদ্মের অপূর্ব্ব মালা ও তেজোময় মূর্তিমান অস্ত্র-সমুদয় ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধতুল্য ভীষণ পিনাক[১] বিদ্যমান রহিয়াছে. এক সপ্তশীর্ষ[২] তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র বিষপূর্ণ বিষধর উহার জ্যাবেষ্টনপূর্বক অবস্থান করিতেছে। অপর হস্তে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্র কালানলের ন্যায় ও ভীষণ মার্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অস্ত্র এক পদ, সহস্র মস্তক, সহস্র উদর, সহস্র ভুজ, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্রসম্পন্ন; উহা দেখিলে বোধ হয় যেন অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সমুদয় উদ্গিরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র ব্রাহ্ম্য[৪], নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ; উহার প্রভাবে সমুদয় অস্ত্র নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্বে ভগবান ভূতভাবন ঐ অস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে ঐ অস্ত্র দ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারেন। ঐ অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। আমি তাঁহার হস্তে আরও একটি অত্যাশ্চর্য্য দিব্যাস্ত্র দর্শন করিলাম। লোকসমাজে উহা শূল বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ অস্ত্র পাশুপতের তুল্য অথবা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান মহাদেব ঐ লোকবিখ্যাত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিদীর্ণ, মহোদধি শুষ্ক এবং বিশ্বসংসার নষ্ট করিতে পারেন। পূর্বে রাক্ষস-কুলোদ্ভব মহাবীর লবণ উহা দ্বারা ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম-শালী ত্রিলোকবিজয়ী যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। তৎকালে ঐ শূল দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা ভ্রুকুটিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জন করিতেছে, যেন মহাদেবের হস্তে কালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে এবং যেন তিনি কালান্তক পাশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ দেবাদিদেব পূর্ব্বকালে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয়কুলভয়ঙ্কর পরশু প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা সমরাঙ্গনে মহাবল-পরাক্রান্ত কার্তবীর্য্য নিহত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনসদৃশ সেই ভয়ঙ্কর কুঠারও তৎকালে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত ছিল। হে মাধব! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্র সেই পরমপুরুষের নিকট বিদ্যমান ছিল; কেবল এইগুলি প্রধান বলিয়া বিশেষরূপে তোমার নিকট কীর্তন করিলাম।

ঐ সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা হংসসংযুক্ত মনো-গামী দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণপার্শ্বে, গরুড়ারূঢ় শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ নারায়ণ তাহার বামপার্শ্বে, কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি আরোহণপূর্ব্বক শক্তি ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে এবং দ্বিতীয় শঙ্করসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন নন্দী শূল ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতেছেন। স্বায়ম্ভুবাদি মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত ছিলেন। প্রমথ ও মাতৃগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া নানাপ্রকার স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ সামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র শতরুদ্রীয় পাঠ করিতেছিলেন। ঐ তিন মহাত্মাকে দেখিয়া তৎকালে বোধ হইল যেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং উঁহাদের মধ্যস্থলে ভগবান্ মহাদেবকে অবলোকন করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, সূর্য্য শরৎকালীন মেঘ হইতে বহির্গত হইয়া পরিবেশমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

উপমন্যুর শিবস্তব

হে কেশব! আমি সেই জগৎপতি মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম, 'হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ, বজ্রধারী এবং পিঙ্গল ও অরুণবর্ণ। তুমি পিনাক, শঙ্খ ও শূল ধারণ করিয়া থাক। তোমার কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আকুঞ্চিত, কৃষ্ণাজিন তোমার উত্তরীয়।

১। ধনু। ২। সাত মাথা। ৩। জ্যা—ছিলা। ৪। ব্রহ্মাস্ত্র।

কালীমূর্ত্তি তোমার একান্ত প্রিয়। তুমি শুক্লবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী, শুক্লভস্মদিগ্ধাঙ্গ[১] এবং শুদ্ধ কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তুমি রক্তবর্ণ, রক্তাম্বর, রক্তধ্বজ, রক্তপতাকা ও রক্তমাল্যধারী। তুমি পীতবর্ণ, পীতাম্বর, পীতচ্ছত্র ও কিরীটধারী। তুমি গলদেশে অর্দ্ধহার, ভুজে অর্দ্ধকেয়ুর ও কর্ণে অর্দ্ধকুণ্ডল ধারণ করিতেছ। তোমার গমনবেগ পবনের ন্যায়। তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মহেন্দ্র। তুমি উৎপলমিশ্রিত পদ্মমাল্যধারী। তোমার অর্দ্ধশরীর চন্দন ও অর্দ্ধশরীর মাল্য দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। তুমি আদিত্যবক্ত্র, আদিত্যনয়ন, আদিত্যবর্ণ ও আদিত্যপ্রতিম। তুমি সোম, সৌম্যবক্ত্র, সৌমমূর্ত্তি, সৌম্যদন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি শ্যাম, গৌর, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধপাণ্ডুর। তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, বৃষভবাহন ও গজেন্দ্রগমন। তুমি স্বয়ং দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু তোমার অগম্য স্থান কুত্রাপি নাই। প্রমথগণ তোমার গুণগান ও অনুগমন করে। তুমি তাহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাহাদিগের ব্রতস্বরূপ। তোমার বর্ণ কখন শ্বেতমেঘসদৃশ এবং সন্ধ্যারাগতুল্য হয়। তোমার নামের নিরূপণ নাই। তোমার মস্তক বিচিত্রমাল্য ও কুসুম দ্বারা এবং ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত। তুমি অগ্নিমুখ, অগ্নিরূপী, অগ্নিনেত্র, চন্দ্রনেত্র, মনোহরমূর্ত্তি ও অতি দুষ্প্রাপ্য। তুমি খেচর, বিষয়নিরত, ভূচর, ভুবন ও স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ। তুমি দিগম্বর, দিব্যবস্ত্রধারী, জর্গন্নিবাস এবং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ; তোমার মস্তকে সমুজ্জ্বল মুকুট, হস্তে অপূর্ব্ব কেয়ুর ও কণ্ঠে সর্পময় হার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি বিচিত্রাভরণভূষিত, ত্রিনেত্র, সহস্রলোচন, যোগী, সাংখ্যশাস্ত্র এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। তুমি যজ্ঞসম্পাদক দেবতা ও অথর্ব্ববেদস্বরূপ। তুমি সর্ব্বতাপনাশন, শোকহর্ত্তা ও বহুমায়াধারী। তোমার স্বর মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীর। তুমি বীজ ও ক্ষেত্রের প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি দেবদেব, বিশ্বপতি, পবনের ন্যায় বেগবান্ ও পবনস্বরূপ। তুমি কাঞ্চনমাল্যধারী, দৈত্যদিগের পূজনীয় ও প্রচণ্ড বেগবান্। তুমি পর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছ। তুমি মহিষঘ্ন, ত্রিরূপধারী ও সর্ব্বরূপময়। তুমি ত্রিপুরহন্তা, যজ্ঞবিঘাতক[১], কালনাশক ও কালদণ্ডধারী। তুমি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ ও ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ। তুমি ভব, সর্ব্ব, বিশ্বরূপ, ঈশান, ভগঘ্ন ও অন্ধকঘাতী। তুমি চিন্ত্য, অচিন্ত্য, মায়াবী এবং আমাদিগের পরম গতি ও হৃদয়স্বরূপ।

পণ্ডিতেরা তোমাকে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা, সাংখ্যশাস্ত্রমধ্যে পরমপুরুষ, পবিত্রদিগের মধ্যে ঋষভদেব, আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণমধ্যে মহেশ্বর, যক্ষগণের মধ্যে কুবের, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু ও হিমালয়, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণমধ্যে বশিষ্ঠ, গ্রহমধ্যে সূর্য্য, আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ, গ্রাম্যপশুর মধ্যে বৃষ, আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু, বসুগণমধ্যে পবন, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গগণ-মধ্যে অনন্ত, বেদমধ্যে সামবেদ, যজুর্ব্বেদের মধ্যে রুদ্রাধ্যায়, পরমহংসমধ্যে সনৎকুমার, সাংখ্যবেত্তাদিগের মধ্যে কপিল, পিতৃগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, লোকসমুদয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক, গতি-সমুদয়ের মধ্যে মোক্ষ সাগরগণের মধ্যে ক্ষীরোদ, বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্ব-ভূতের আদি, সংহারকর্ত্তা ও কালস্বরূপ। তুমি সমুদয় তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি ভক্তবৎসল ও যোগেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। যদিও অজ্ঞানবশতঃ আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ভক্ত মনে করিয়া তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলাম বলিয়া তোমাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করি নাই।'

উপমন্যুর প্রতি শিবের প্রসন্নতা

আমি এইরূপে ভক্তিভাবে সেই ভূতভাবন ভগবান মহাদেবকে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুদয় নিবেদন করিলাম। ঐ সময় আমার মস্তকে শীতলাম্বু-সম্বলিত[২] দিব্যগন্ধ-সমন্বিত পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। দেবকিঙ্করগণ

১। শ্বেতবর্ণ ভস্ম দ্বারা লিপ্তদেহ।

১। যজ্ঞনাশক। ২। শীতল জলযুক্ত।

দিব্য দুন্দুভিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সুখাবহ সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর পার্বতীসমন্বিত ভূতভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ত্রিদশগণ। ঐ দেখ, মহাত্মা উপমন্যু আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে।' তখন দেবগণ ভগবান্ শূলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্। আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও জগৎপতি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ হউক।'

দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ হাস্যমুখে কহিলেন, 'বৎস। তুমি আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি যার-পর-নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট তুষ্টিলাভ করিলাম। অতএব তুমি এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিব।'

আমি দেবাদিদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন এবং ক্ষিতিতলে জানুযুগল সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলাম, 'হে দেবদেব। আজ আপনি আমার সমক্ষে অবস্থান করাতে বোধ হইতেছে যেন, অদ্যই আমি জীবলোকে নূতন জন্মগ্রহণ করিলাম। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল। দেবগণও যে আরাধ্য পরমপূজ্য অমিতপরাক্রম মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হয়েন, আজ আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম; সুতরাং আমার ন্যায় ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। যোগিগণ যাঁহাকে পরমতত্ত্ব, নিত্য, অনির্ব্বচনীয়, অজ, জ্ঞানস্বরূপ ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আদি দেবতা। তুমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও বামাঙ্গ হইতে লোকরক্ষার্থ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়া থাক। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে লোকসংহারার্থ তোমা হইতে রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয়। সেই মহাতেজাঃ রুদ্র কালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূত বিনাশ করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কালে প্রাণিগণের স্মৃতিশক্তির বিলোপ কর। তুমি সর্ব্বগামী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য। এক্ষণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যেন তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। তোমার অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত সতত দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে পাই। আর তুমি যেন আমাদিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান কর।'

উপমন্যুর শিববরলাভ—কৃষ্ণকর্ত্তৃক আশ্বাসবাণী

তখন ত্রিলোকপূজিত চরাচরগুরু ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস। তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অজর, অমর, যশস্বী, তেজস্বী, শোকদুঃখশূন্য ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ সতত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। তুমি সুশীতল, গুণবান, সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে এবং স্থিরযৌবন ও অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া কালযাপন করিবে। তুমি যেস্থানে ক্ষীরসমুদ্রের সমাগম বাসনা করিবে, ঐ পয়োনিধি সেই স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইবে। এক্ষণে বন্ধু-বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য দুগ্ধান্ন ভোজন কর।

অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে। তোমার কুল, গোত্র ও বন্ধুগণ চিরস্মরণীয় হইবে। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকিবে। আমি তোমার এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান করিব। এক্ষণে তুমি পরমসুখে অবস্থান কর। কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না। তুমি আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইব।' কোটিসূর্য্যসম তেজস্বী ভগবান্ উমাপতি আমাকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

হে বাসুদেব। আমি সমাধিবলে এইরূপে দেবদেব মহাদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ ফললাভ করিয়াছি। ঐ দেখ সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, বৃক্ষসকল সমস্ত ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে এবং

ভগবান ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদয় পদার্থ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।'

হে ধর্ম্মরাজ। মহর্ষি উপমন্যু এই কথা কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে কহিলাম 'তপোধন! আপনার আশ্রমে যখন স্বয়ং ভগবান মহাদেব সতত বাস করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে সেই ত্রিলোকনাথ কি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন?'

তখন উপমন্যু কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি আমার ন্যায় অনতিকালমধ্যে সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। আমি দিব্যচক্ষু-প্রভাবে সততই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি ছয় মাস আরাধনা করিতে করিতেই তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইবে এবং তাঁহা হইতে আটটি ও দেবী পার্ব্বতী হইতে ষোলটি বর লাভ করিবে। আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি। তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষিদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়াছেন, তখন তোমাকে উপেক্ষা করিবেন কেন? তুমি ব্রহ্মপরায়ণ, অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল; সুতরাং তোমার তুল্য লোকের সহিত সমাগত দেবগণের নিতান্ত স্পৃহণীয়। এক্ষণে আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, উহার প্রভাবে তুমি অচিরাৎ মহাদেবের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে।' তখন আমি মহাত্মা উপমন্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'ব্রহ্মন! যখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই সেই অসুরকুলান্তক দেবাদিদেবের দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইব।'

উপমন্যু কর্ত্তৃক কৃষ্ণের দীক্ষা—শঙ্করসাক্ষাৎকার

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই মুনিবরের সহিত মহাদেববিষয়ক বাক্যালাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তের ন্যায় অষ্টাহ অতীত হইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তকমুণ্ডন এবং আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন। পরে আমি এক মাস ফলাহার ও চারি মাস জলপান-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান করিলাম। অনন্তর ষষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে দেখিলাম, আকাশমণ্ডলে একেবারে সহস্র সূর্য্যের তেজ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থলে নীলপর্ব্বতের ন্যায় একখণ্ড মেঘ আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ মেঘ ইন্দ্রায়ুধ ও বিদ্যুন্মালায়[১] বিভূষিত। ভগবান্ মহাদেব স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত সেই মেঘের মধ্যে অবস্থান করিয়া যুগপৎ সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন আমি পুলকিত-গাত্রে বিস্ময়বিকাশিতলোচনে সেই দেবগণের একমাত্র গতি আর্ত্তপরিত্রাণকর্ত্তা[২] ভগবান্ মহাদেবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলাম।

তিনি কিরীট, গদা, শূল, ব্যাঘ্রাজিন, জটা, দণ্ড, পিনাক, বজ্র অঙ্গদ, নাগযজ্ঞোপবীত ও বিবিধ বর্ণযুক্ত দিব্য মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে শরৎকালীন পরিবেশযুক্ত[৩] চন্দ্র ও দুনিরীক্ষ্য দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। একাদশ শত রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তাঁহার নিকট সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সংবৎসর, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগপর্য্যায়, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবিঃ, যজ্ঞীয় দ্রব্য, সনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, ক্রতু, সপ্তমনু, সোম, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য, প্রজাপালক[৪] মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, ও রাক্ষসগণ এবং গীতবাদ্যবিশারদ অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূতই কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেছিল। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীনাথ আমার সমীপে অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দেবদেবের তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না।

কৃষ্ণের শঙ্কর-স্তব

অনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি

১। বিদ্যুৎশ্রেণীতে। ২। দীনজনের উদ্ধারকর্ত্তা। ৩। মণ্ডলবেষ্টিত। ৪। সন্তানরক্ষক।

আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। তুমি সহস্র সহস্রবার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহই নাই।' দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। জগন্মাতা পার্ব্বতী আমাকে ভূতপতির চরণে প্রণত দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন।

তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া কহিলাম, 'হে সনাতন বিশ্ববিধাতঃ! মহর্ষিগণ তোমাকে দেবের অধিপতি, তপস্যা, সত্য এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ এবং মহর্ষিগণ তোমাকে সমুদয় ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ প্রাণ ও সপ্ত অগ্নির স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্তবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদয় বেদ, যজ্ঞ, সোমরস, দক্ষিণা, অগ্নি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণদ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি, মোক্ষপ্রদা সিদ্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ ও মৎসরস্বরূপ। তোমা হইতেই আধি ও ব্যাধি-সমুদয় সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনাবীজ, মনের উৎপত্তিস্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম, অচিন্ত্য, সূর্য্য, জ্যোতির্ম্ময়, গুণসমুদয়ের আদি ও জীব-সমুদয়ের লয়স্থান। বেদার্থবিদ পণ্ডিতেরা তোমাকে মহত্তত্ত্ব, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভূ, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতিস্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে ঐরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারমূল অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হয়েন।

তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ জীবাত্মা। মহর্ষিগণ প্রতিনিয়ত তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। তোমার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমুদয় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গসুখ, সূর্য্যের প্রভা ও কিরণ, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ঈশান, জ্যোতি ও অব্যয়স্বরূপ। তোমাতে বুদ্ধি, মতি ও লোকসমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যসঙ্কল্প জিতেন্দ্রিয় যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা নিরন্তর তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা তোমাকে হৃদয়াকাশশায়ী পরম-পুরুষ, বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় ও বুদ্ধিমান্দিগের পরম গতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মনুষ্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাত সূক্ষ্মগুণ ও তোমার সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ছয় গুণ এবং যোগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তোমাতে লীন হইতে পারে।'

আমি এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের স্তব করিলে জগতের সমুদয় লোক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, দেব, অসুর, নাগ, পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও আমার মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ভূতভাবন ভগবান ভবানীনাথ পার্ব্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি যে আমার পরম ভক্ত, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যৎ-পর-নাই প্রীত হইয়া তোমাকে আটটি বর প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছি, অতএব তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষানুরূপ আটটি বর প্রার্থনা কর।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

কৃষ্ণের বরলাভ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কহিলাম, 'ভগবন! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, তোমার সান্নিকর্ষ[১] ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি।' তখন ভগবান্ শঙ্কর আমার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন,

১। সর্ব্বদা নিকট থাকা।

'বাসুদেব। তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহা অবশ্যই সফল হইবে।'

অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বাসুদেব। ভগবান্ শঙ্করপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমার অভিলাষানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে তুমি আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্নমনে তাহা প্রদান করিব।' তখন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্য-নৈপুণ্য—এই আটটি বর প্রার্থনা করিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন, 'বৎস। তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তুমি অমর তুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তোমার আবাসে প্রতিদিন সপ্ত সহস্র অতিথি ভোজন করিবে।'

হে ধর্ম্মরাজ। ভগবান্ মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী উভয়ে আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি আমাকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কেশব। দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা, আশ্রয়দাতা ও যোদ্ধা আর কেহই নাই'।"

ষোড়শ অধ্যায়

উপমন্যু-আশ্রমে কৃষ্ণের শিবস্তোত্র শ্রবণ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন উপলক্ষ্যে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মাধব। পূর্ব্বে সত্যযুগে তণ্ডিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পিনাকপাণির আরাধনা করিয়া যে ফললাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা তণ্ডি সমাধি দ্বারা দশ সহস্র বৎসর পরমাত্মস্বরূপ অব্যয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন যে, 'সাংখ্যমতাবলম্বীরা যে প্রধান পুরুষ লোকপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেবের স্তবপাঠ ও যোগিগণ যাঁহাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ, দেবতা, অসুর ও মুনিগণের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, আমি সেই অনাদিনিধন পরমসুখী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম।' মহাত্মা তণ্ডি এই কথা বলিবামাত্র ভগবান ভূতনাথ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ অথচ গুণবিষয়ীভূত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা ও বিশ্বের একমাত্র গতি এবং অচল, শুদ্ধ, বুদ্ধিশক্তিগ্রাহ্য, মনঃস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয়। দুরাত্মারা কখনই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থান ও তমোগুণাতীত।

মহাত্মা তণ্ডি বহুবর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে কহিলেন, 'হে পরমাত্মন। তুমি পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমান্‌দিগের পরম গতি, তেজস্বীদিগের উৎকৃষ্ট তেজ ও তপস্বীদিগের পরম তপস্যাস্বরূপ। ইন্দ্র তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু মোক্ষপদ, সর্ব্বদুঃখের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জন্মমরণভীরু সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। যখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমার বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন আমি কিরূপে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইব? বিশ্বসংসার তোমা হইতেই সম্ভূত হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কালপুরুষ ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেবর্ষিগণ তোমাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদি লোক, অনুভবাত্মক জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপ। তুমি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয় ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাময় পরমভাব লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে

বাসনা না করে, তাহাদিগকেই ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তুমি মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। তোমার কৃপাবলেই লোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করে, আর তোমার কৃপা না থাকিলেই উহার[১] লাভে[২] বঞ্চিত হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজ, তম, অধঃ ও ঊর্দ্ধস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মা, ভব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, সবিতা, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা বিধাতা, কুবের, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, অগ্নি, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সত্তা, অসত্তা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি, বিষয়, প্রকৃতির অতীত, কার্য্যকারণভিন্ন এবং চিন্ত্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তুমি পরব্রহ্ম, পরমপদ ও সাংখ্যমতাবলম্বী যোগীদিগের পরম গতি। ইহলোকে নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজ আমি তোমার দর্শনে সেই গতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সনাতন পরমপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি এত কাল তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছি। যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, আজ আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম।

এই দেবাদিদেব ভগবান মহেশ্বরই দেব, অসুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশনিহিত সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গমনশীল। ইঁহার মুখ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে ইঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্ত্তা, দেহপোষক, দেহী, দেহের সংহারকর্ত্তা, দেহিগণের গতি, প্রাণের সৃষ্টি ও পোষণকর্ত্তা, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতিনিষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত যোগিগণের গতিস্বরূপ। ইনি কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ গতি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি জীবগণের জন্মমৃত্যুবিধান ও মহর্ষিগণকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইনি পৃথিব্যাদি ভুবনসমুদয় উৎপাদন করিয়া অষ্টবিধ মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বসংসার ধারণ ও ইহার প্রতিপালন করিতেছেন। সমুদয় পদার্থ ইহা হইতে সম্ভূত, ইহাতেই অবস্থিত ও ইহাতেই লীন হইয়া থাকে। ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকামীদিগের সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্মবেত্তাদিগের কৈবল্যস্বরূপ[১]। ইনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোকমধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইঁহাকে শাস্ত্রমধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন। তন্নিবন্ধন দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়েন না।

যাহারা একান্ত ভক্তিভাবে ইঁহার শরণাপন্ন হয়, এই অন্তর্য্যামী ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগকে আত্মপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহাকে অবগত হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুজনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকে না। পণ্ডিতগণ ইঁহাকে লাভ করিতে পারিলে আর কোন বস্তুই অলব্ধ বলিয়া গণ্য করেন না। সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম করিয়া ওঙ্কাররূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক এই বেদপ্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন। ইনি দেবযানের আদিত্যরূপ দ্বার ও পিতৃযানের চন্দ্ররূপ দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক, সংবৎসর, যুগাদি, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণস্বরূপ। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত এই নীললোহিতকে নানাবিধ স্তব করিয়া ইঁহার নিকট বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদবেত্তারা ঋগ্‌বেদ দ্বারা ইঁহার মহিমা কীর্ত্তন, ঋত্বিকগণ এই যজুর্ব্বেদময় মহেশ্বরের উদ্দেশে আহুতিপ্রদান, বিশুদ্ধবুদ্ধি সামবেদবেত্তারা ইঁহার উদ্দেশে সামবেদগান এবং অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ অথর্ব্ববেদ দ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মকে স্তব করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞের আদিকারণ ও ঈশ্বর।

দিবা ও রাত্রি ইঁহার চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ। পক্ষ ও মাস ইঁহার মস্তক ও বাহুস্বরূপ; ঋতু ইঁহার বীর্য্যস্বরূপ; তপস্যা ইঁহার গুহ্য, উরু, ও পাদস্বরূপ। ইনি মৃত্যু, যম, অগ্নি, কাল, সংহারকর্ত্তা, কালের উৎপত্তিস্থান, চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্তভুবন, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পৃথিবীস্বরূপ। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমুদয় ইঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূমি[২] প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি[৩]

১—২। মোক্ষলাভে।

১। একাত্মা—মুক্তি। ২—৩। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহং।

ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান্ মহাদেবের অংশ। ইনি শাশ্বত পরমানন্দস্বরূপ। ইনি বীতস্পৃহ সাধু ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব। ইনি উদ্বেগশূন্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদবেত্তাদিগের উৎকৃষ্ট ধ্যেয়। ইনি পরাকাষ্ঠা, শ্রেষ্ঠকলা, পরমা সিদ্ধি, পরম গতি, শান্তি, সুখ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতিস্বরূপ। যোগিগণ ইঁহাকে লাভ করিলে আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। আজ আমি ইঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম।

হে দেবাদিদেব মহাদেব! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক লাভ করেন, তুমি সেই স্বর্গাদিলোক; শান্তি, যোগ, জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠাননিরত তাপসগণ যে নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নক্ষত্রলোক; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তুমি সেই ব্রহ্মলোক; বীতস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নির্ব্বাণ। বেদ ও পুরাণ শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি প্রসন্ন হইলে ঐ পাঁচ প্রকার গতিলাভ হয়, অন্যথা ঐ সমুদয় লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বদেব এবং মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই।'

শিববরে তণ্ডি মহর্ষির পুত্রবরলাভ

মহর্ষি তণ্ডি এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিয়া বেদপাঠ করিলে, দেবী পার্ব্বতী ও ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান ভবানীপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদবলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী, দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অজর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। এক্ষণে এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য যাহা অভিলাষ থাকে ব্যক্ত কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।' তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।' মহাত্মা তণ্ডি এইরূপ কহিলে ভগবান্ ভূতনাথ 'তথাস্তু' বলিয়া অনুচরগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ। মহাত্মা উপমন্যু এইরূপে তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তাঁহার বরপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কেশব! ভগবান ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিকে বর প্রদানপূর্ব্বক দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে মহর্ষি তণ্ডি আমার আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া, পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশসহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে উহার যে এক সহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই তণ্ডিকীর্ত্তিত নাম-সমুদয়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর'।"

সপ্তদশ অধ্যায়

শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম

বাসুদেব কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহাত্মা উপমন্যু আমার নিকট মহাদেবের নাম-সংগ্রহ কীর্ত্তন করিতে বাসনা করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি ভগবান্ ভূতনাথের প্রধান ভক্ত; অতএব এক্ষণে আমি তোমার সমক্ষে বেদ-বেদাঙ্গ নির্দ্দিষ্ট, মহর্ষি তণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত, সর্ব্বার্থসাধক, জগদ্বিখ্যাত কতকগুলি নাম দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্তবার্হ সর্ব্বভূতহিতৈষী ত্রিলোকবিখ্যাত সনাতন পরমব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরকে স্তব করিব, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। লোকে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়াও শত বৎসরে বিস্তারিতরূপে সেই দেবাদিদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবগণও মহাদেবের আদি, অন্ত ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনে[১] সমর্থ হইবে? আমি তাঁহার প্রসাদবলে সাধ্যানুসারে সংক্ষেপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব। তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে কেহই তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যখন আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি তখনই তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকি।

১। মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে।

পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অনাদিনিধি, জগতের আদি কারণ, বিশ্বরূপী, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তর-সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ঘৃত যেমন দধির, সুবর্ণ যেমন পর্ব্বতের, মধু যেমন পুষ্পের ও মণ্ড যেমন ঘৃতের সারভূত, তদ্রূপ এই অষ্টোত্তরসহস্র নাম ব্রহ্মোক্ত দশ সহস্র নামের সারস্বরূপ। ঐ সকল নাম যত্নসহকারে শ্রবণ ও ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐ নাম-সমুদয় মঙ্গলজনক, তুষ্টিকর, বিঘ্ননাশক ও পরম পবিত্রতা-সম্পাদক। শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তকেই উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য; অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। উহা অনুত্তম ধ্যান, যোগধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানবগণ অন্তকালেও ঐ পাপনাশন যজ্ঞাদি, ফলপ্রদ মঙ্গলময় পরমানন্দস্বরূপ নাম-সমুদয় পরিজ্ঞাত হইলে পরমগতি লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদয় দিব্য স্তবের মধ্যে ঐ নাম-সমুদয়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই অবধি ভগবান মহেশ্বরের এই দেবপূজিত উৎকৃষ্ট স্তব স্তবরাজ নামে জগতীতলে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়, তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভূলোকে সমানীত ও প্রচারিত করেন। এই নিমিত্ত উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ভূতভাবন ভগবান্ বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, পবিত্র, দ্যুতিমান, প্রশান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্; যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, ঋষিদিগেরও ঋষি, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যাণ, ব্রহ্মাদির ধ্যেয় ও কারণের কারণস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে লোকসমুদয়ের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবদেবের অষ্টোত্তর-সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিবে।

তিনি স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভীম, প্রবর, বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, শর্ব্ব, সর্ব্বকর, ভব, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, শিখণ্ডী, বিরাটমূর্ত্তিধারী, বিশ্বকর্ত্তা, হর, হিরণ্যাক্ষ, সর্ব্বভূতভাবনাশক, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান, খেচর, বিষয়গোচর, পাপাত্মাদিগের পীড়নকর্ত্তা, সর্ব্বনমস্ত, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোক-প্রজাপতি, মায়ারূপ, মায়াকায়, বৃষরূপ, মহাযশাঃ, মহাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বিশ্বরূপ, মহামন্যু, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, আনন্দময়, হয়গার্দ্দভি, পবিত্র, মহান, নিয়মাশ্রিত, নিয়ম, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভূত, আদি, আদি-করনিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোমরস, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, রাহু, মঙ্গল, বৃহস্পতি, অত্রি, নমস্কর্ত্তা, মৃগধারী, শরত্যাগী, নিষ্পাপ, মহাতপাঃ, ঘোরতপাঃ, অদীন, দীনসাধক, সংবৎসরকর্ত্তা, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপস্যা, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ, মহারেতাঃ, মহাবল, সুবর্ণরেতাঃ, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বীজবাহন, দশবাহু, অনিমেষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বল, গণ, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগম্বর, কাম, মন্ত্রবিৎ, পরমমন্ত্র, জগৎকারণ, সংহারকর্ত্তা, কমণ্ডলুধারী, ধনুর্দ্ধর, বাণহস্ত, কপালধারী, অশনিধারী, শতঘ্নীধারী, খড়্গপাণি, পট্টিশহস্ত, শূলপাণি, পূজ্য, স্রুবহস্ত, সুরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, নিধি, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, উজ্জিতরূপ, বিনয়ান্বিত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপী, সিদ্ধার্থ, মুক্ত, সর্ব্বশুভঙ্কর, অজ, বহুরূপ, গন্ধধারী, কপর্দ্দী, ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধশায়ী, নভস্থল, ত্রিজটী, চীরবাসা, রুদ্র সেনাপতি, সর্ব্বব্যাপী, অহশ্চর, রাত্রিচর, তীক্ষ্ণক্রোধ, সুবর্চ্চ, গজাসুরহন্তা, দানবঘাতী, কাল, লোকবিধাতা, গুণাকর, সিংহ-শার্দ্দূলরূপী, আর্দ্রচর্ম্মাবৃত, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বকাম, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, রাহু, অনন্ত, গতি, নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, নর্ত্তক, বিশ্ববন্ধু, ঘোররূপী, মহাতপাঃ, মায়াপাশধারী, ধ্বংসরহিত, পর্ব্বতারূঢ়, নিঃসঙ্গ, সহস্রহস্ত বিজয়, ব্যবসায়, অতন্দ্রিত, অপ্রকম্প্য, ভয়স্বরূপ, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সৌম্য, ঈষৎসৌম্য, অতিক্রূর, বলসূদন, নিত্যানন্দময়, অর্থনীয়, অজিত, অবর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, বলবাহন, ন্যগ্রোধরূপী, অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষপত্রস্থিত, ভক্তবৎসল, সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র, মহাকায়, মহানন, বিষক্সেন, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সৃষ্টির বীজস্বরূপ, বৃষবাহন, তীক্ষ্ণচাপ, হর্য্যশ্ব, সহায়, কর্ম্মকালবেত্তা, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, বায়ু, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজাঃ, মহাতেজাঃ,

সংগ্রামনিপুণ, বিজয়কালবেত্তা, জ্যোতিষ্মানদিগের গতিপ্রকাশক, শাস্ত্র, সিদ্ধি সর্ব্ববিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটাধারী, জ্বালাবৃত, মূর্ত্তিজ, মূর্দ্ধগ, বলী, বৈণবী, পণবী, তালীখলী, কালমায়ার ছেদনকর্ত্তা, নিমিত্ত, নিমিত্তস্থ, আনন্দস্বরূপ, আনন্দবিধাতা, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, কালচক্রের পরিচালক, জীবরূপী, ঈশ্বর, অচঞ্চল, প্রজাপতি, বিশ্ববাহু, বিভাগকর্ত্তা, সর্ব্বগ, অমুখ, সংসারমোচক, সুশরণ, দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা, মেঢ়জ, বনচারী, ভূচর, সর্ব্বস্তুত, সর্ব্বতূর্য্যাননাদী, পশুপতি, ব্যালরূপ, গুহাবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়সুখের রসজ্ঞ, ত্রিদশ, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, দৈত্যদিগের সংহারকর্ত্তা, শক্রনাশন, সাংখ্যজ্ঞানপ্রদ, দুর্ব্বাসা, সর্ব্বসাধু-নিষেবিত, প্রস্কন্দন, কর্ম্মফলবিভাজক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সর্ব্বস্থানগত, সর্ব্বস্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অমর, হিমালয়রূপী, হেমকর, নিষ্কর্ম্মা, সমুদয় কর্ম্মফলের আধার, সকলের অবলম্বনস্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত, সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা, কার্য্যসম্পাদক, ভুজঙ্গাবনদ্ধবস্ত্র, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয়পুষ্ট, কাহলবাদ্যধারী, সর্ব্ব, কামপ্রদ, সর্ব্বকালপ্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষস্বরূপ, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বতোমুখ, আকাশের ন্যায়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসংহারক, অনায়ত্ত, হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব সূর্য্যকিরণ, সূর্য্য, বহুরশ্মি, অতুল-, তেজঃসম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বেগবান, মহাবেগসমন্বিত, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী, বিষয়ভোগনিরত, সর্ব্বদেহবাসী, শ্রীমান, উপদেষ্টা, মৌনী, মুনি, জীবের শুভাশুভ-বিচারকর্ত্তা, সর্ব্বসেব্য, বদান্য, গরুড়, মিত্র-রূপী, অতিদীপ্ত, প্রজাপতি, উন্মাদ, মদন কাম্যবিষয়, সংসারবৃক্ষ, অর্থের আধার, কীর্ত্তিদাতা, বামদেব, কর্ম্মফলস্বরূপ, সকলের আদি, ত্রিলোকাক্রমণসমর্থ, বামন, সিদ্ধযোগী, মহর্ষি, সিদ্ধসন্ন্যাসী, জ্ঞানবান্, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরমহংস, ব্যবহারবিহীন, মৃত্যু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি ষষ্ঠতত্ত্বের ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, বজ্রহস্ত, বিস্তৃত, দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্ত্তা, সমরবিজয়ী, সংসারাশ্রয়বেত্তা, বসন্ত পিঙ্গললোচন, বৃহস্পতির আরাধ্য, যজুর্ব্বেদ, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহচারী, সর্ব্বগত, বিচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, মহাপ্রলয়ে অবস্থিত, পিনাকধারী, সর্ব্বকারণস্থ, কারণ, সমৃদ্ধি, আনন্দকর, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দী, আনন্দবর্দ্ধন, ঐশ্বর্য্যহর্ত্তা, হন্তা, কাল, ব্রহ্মা, পিতামহ, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্ম, সাধক, বলবান, ইতিহাস, কল্প, গৌতম, চন্দ্র, দন্ত, অদন্ত, দন্তবিহীন ব্যক্তির প্রাপ্য, ভক্তাধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, পৃথিবীর স্রষ্টা, ভোগবিহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শক্র, নীতি, অনীতি, নির্ম্মলচিত্ত, দোষবিহীন, মান্য, সংসারস্বরূপ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, স্বপ্নাভিমানী, পুরুষদর্পণ, শক্রবিজয়ী, বেদকর্ত্তা, মন্ত্রকর্ত্তা, বিদ্বান, সমরমর্দ্দন, মহামেঘনিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অগ্নিপ্রভ, মহাতেজস্বী, কালাগ্নি, আহুতি, হবনীয়দ্রব্য, ধর্ম্মরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, স্বলিঙ্গাবির্ভূত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগ-বিশিষ্ট, বিভাজক, শীঘ্রগামী, সঙ্গবিহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা, মহামাত্র, মহানেত্র, অবিদ্যানাশস্থান, মোহান্তক, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাশ, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাত্মা, মৃগচিহ্নধারী, ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, প্রলম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্র, মহাকায়, মহাদন্ত, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, দীর্ঘজটধারী, সুপ্রসন্ন, প্রসন্ন, অনুভব, গিরিধন্বা, স্নেহবান্, স্নেহবিহীন, অজিত, মহামুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, ক্ষুদ্র-পর্ব্বতগামী, সুমেরুনিবাসী, দেবাধিপতি, অথর্ব্বশীর্ষ, কামমুখ, ঋক্‌লোচন যজুঃপাদভুজ, উপনিষদের স্বরূপ, কর্ম্মকাণ্ড-বেদস্বরূপ, মনুষ্যাদিরূপ, প্রার্থনাপূরক, দয়ালু, সুখপ্রাপ্য, সুদর্শন, উপকারী, প্রিয়, সর্ব্ব, সুবর্ণবর্ণ, স্বর্ণাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দকর, যজ্ঞশ্রদ্ধা, ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা, স্থির, দ্বাদশসূর্য্যস্বরূপ, ভয়জনক, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্ঞলভ্য, মহামোহ, কলহ, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্ত্তা, ব্রহ্মসারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষক, ভস্মভৃৎ, কল্পবৃক্ষ, গণ, লোকপাল, লোকাতীত, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুক্ল, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যমুক্ত, পবিত্র, ভূতনিষেবিত, আশ্রমবাসী, ক্রিয়াবস্থিত, বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু, তাম্রোষ্ঠ, অর্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ,

পিঙ্গলবর্ণ শুক্লবর্ণ, আয়ু, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, গরুড়, সুবিজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব, অনুকারী, সুবান্ধব, তুম্বীফল-যুক্তবীণাধারী, মহাক্রোধ, ঊর্দ্ধরেতা, জলশায়ী, উগ্র, বংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মায়াবী, সুহৃদ, অনিল, অনল, সংসারপাশ, বন্ধনকর্ত্তা, বন্ধনমোচক, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, মহাদংষ্ট্রা, মহায়ুধ, দক্ষনিন্দিত, শর্ব্ব, শঙ্কর, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, নির্গুণ, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অসুরহন্তা, অনন্তসর্পরূপী, বায়ুসদৃশ, জ্ঞানবান, হরি, অজৈকপাত, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত, শিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, কার্ত্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধ্রুব, ধারণকর্ত্তা, প্রভাব, সর্ব্বগত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উষ্ণকিরণ, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, বিভু, চাতুর্ব্বর্ণ্য-সংস্থাপক, সর্ব্বকামগুণপ্রাপক, পদ্মনাভ, মহাগর্ভ, চন্দ্রানন, অনিল, অনল, বলবান্, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যজ্ঞেয়, কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিগুণোদ্দীপক, সর্ব্বান্তঃকরণ, গর্ভধারী, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, দেবদেব, সুখাসক্ত, কার্য্যকারণবেত্তা, সর্ব্বরত্ন-বেত্তা, কৈলাসপর্ব্বতবাসী, হিমালয়নিবাসী, কুলহারী, কুলকর্ত্তা, বহুবিদ্য, বহুপ্রদ, বণিক, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্ত্তা, বৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ, সর্ব্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব, মহাচ্ছত্র, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দ ও ব্যাকরণজ্ঞ, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগতি, সিংহবাহন, প্রভবাত্মা, জগদ্গ্রাসকর্ত্তা, ভোজনপাত্র, লোকহিতকর, পরিত্রাণকর্ত্তা, সারঙ্গপক্ষী, নবহংস, কেতুমালী, ধর্ম্মস্থানপালক, সর্ব্বভূতাশ্রয়, ভূতপতি, অহোরাত্র, অনিন্দিত, সর্ব্বভূতবহনকর্ত্তা, সর্ব্বভূতগৃহস্বরূপ, সর্ব্বসংযোগী, ভব, অমোঘ, সংযত, অশ্ব, অন্নদাতা, প্রাণধারণ, ধৃতিমান, মতিমান, দক্ষ, সৎকৃত, যুগাধিপ, ইন্দ্রিয়পালক, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, ভক্তক্লেশহারী, হিরণ্যবাহু, যোগীদিগের শরীররক্ষক, শত্রুঘাতক, মহার্হ, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধারস্বর, সুবাস, তপোনুষ্ঠাননিরত, প্রীত, মনুষ্যরূপী, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরোগণসেবিত, মহাকেতু, মহাধাতু, বহু শিখরবাসী, চঞ্চল, জ্ঞানগোচর, উপদেশ, সর্ব্বগন্ধসুখাবহ, তোরণ, তারণ, বাত, খেচরেশ্বর, সংযোগ, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্য, আত্মসহায়, দেবাসুরপতি, পতি, যুক্ত, যুক্তবক্ত্র, দেবদেব, আষাঢ়, সর্ব্বসহিষ্ণু, ধ্রুব, অচঞ্চল, হরিণ, হর, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিদিগের ধনদাতা, বসুশ্রেষ্ঠ, মহাপথ, ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা, বিশেষবিচারক্ষম, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, রথাক্ষ, রথযুক্ত, সর্ব্বসংস্পর্শী, মহাবল, বেদ, বেদভিন্ন, তীর্থ, দেব, মহারথ, নির্জীব, জীবনোপায়, মন্ত্র, প্রশান্তদৃষ্টি, বহুকর্কশ, রত্নের উৎপত্তিস্থান, রক্তাঙ্গ, মহার্ণবপানকর্ত্তা, সর্ব্বকারণ, বিশাল, অমৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, তপোনিধি, পরম-পদারোহণে অভিলাষী, পরমপদারূঢ়, সদাচারনিরত, মহাযশা, সৈন্যগণের পরাক্রম, মহাকল্প, যোগ, যুগকর্ত্তা, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, গজাসুরহন্তা, মৃত্যু, যথাযোগ্য দানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত, অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাসম্পন্ন, চন্দ্র, চর, সুলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ, ত্রিযুগ, ফলপ্রদাতা, ত্রিনেত্র, স্থিরাঙ্গ, মণিময়কুণ্ডলধারী, জটাধর, অনুস্বার, বিসর্গ, সুমুখ, শর, সর্ব্বায়ুধ, সর্ব্বসহ, নিশ্চয়জ্ঞানবান, সুধাবির্ভূত, গান্ধারদেশোদ্ভব, মহাচাপসম্পন্ন, সর্ব্ববাসনাময়, ভগবান্, সর্ব্বকার্য্যের আধার, বিশ্বমথনসমর্থ, বহুল, বায়ু, পূর্ণ, সর্ব্বলোচন, তল, তাল, করস্থালী, দৃঢ়শরীর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সুচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক, সংসারাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডধারী, বিকারযুক্ত, হর্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রধারী, শতজিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য, সর্ব্বলোককর্ত্তা পবিত্র, বীজশক্তি-কীলকরূপমন্ত্র, কনিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ব্রহ্মদণ্ড-নির্ম্মাণকর্ত্তা শতঘ্নীপাশশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা, মহাগর্ভ, দেবগর্ভ, একার্ণবজলে আবির্ভূত, রশ্মিমান, বেদকর্ত্তা, বেদাধ্যায়ী, বেদার্থবেত্তা, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজনাশ্রয়, অনন্তরূপ, অনেকরূপ, তীক্ষ্ণতেজা স্বয়ম্ভু, উপাধিশূন্য, পশুপতি, বায়ুবেগ, মনোজব, চন্দনলিপ্ত, পদ্মনালাগ্রস্বরূপ, সুরভির উদ্ধারকর্ত্তা, নরাবতার, কর্ণিকারমালাসম্পন্ন, কিরীটধারী, পিনাকহস্ত, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবীধৃক্, উমাধব, বর, বরাহ, বরদ, বরেণ্য, সুমহাস্বন, মহাপ্রসাদ, দমন, শত্রুহন্তা, শ্বেতপিঙ্গলবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, পরমাত্মা, প্রয়তাত্মা, প্রকৃতির আশ্রয়, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন, সাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, নিষ্কাম, ধর্ম্মাধিপতি, সাধ্যার্ষ, বসু, আদিত্য, বিবস্বান, সবিতা সোমরস, বেদব্যাস, সৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিস্তর, সর্ব্বব্যাপী, জীবরূপ, ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ, সন্ধ্যাতীত, কলা,

কাষ্ঠা লব, মাত্রা, মহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, প্রজাকর্ত্তা, মহত্তত্ত্ব, আশ্রয় জগতের, অক্ষর কার্য্য, কারণ, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, নির্ব্বাণ, আনন্দকর, ব্রহ্মলোক, পরমগতি, দেব, দেবাসুর-সৃষ্টিকর্ত্তা, দেবাসুরগতি, দেবাসুরগুরু, দেবাসুর-নমস্কৃত, দেবাসুরনিয়ন্তা, দেবাসুরাশ্রয়, দেবাসুরাধ্যক্ষ, দেবাসুরাগ্রগণ্য, দেবাতিদেব, দেবর্ষি, দেবাসুরবরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, দেবাসুরপূজ্য, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, স্বতঃসিদ্ধ, উদ্ভিদ, ত্রিবিক্রম, বিদ্বান, নির্ম্মল, রজোগুণবিহীন, অমরস্তবনীয়, হস্তীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, বিবুধ, অগ্রবরণীয়, দুর্লক্ষ্য, সর্ব্বদেবময়, তপোময়, সুযুক্ত, শোভন, বজ্রধারী, প্রাসাস্ত্রের উৎপাদক, অব্যয়, গুহকান্ত, অসাধারণ স্বভাব, পবিত্র, সর্ব্বপাবন, বৃষরূপ, পর্ব্বত, শিখরপ্রিয়, শনৈশ্চর, রাজরাজ, নির্দ্দোষ, অভিরাম, দেবগণস্বরূপ, বিরাম, সর্ব্বসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেব, হরিণ, ব্রহ্মতেজ, হিমালয়, প্রাপ্তসমাধি, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অচিন্ত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতফলদাতা, পরব্রহ্ম, ভক্তদিগের পরমগতি, বিমুক্ত, মুক্ততেজা, শ্রীমান, শ্রীবর্দ্ধন ও জগৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

শিব-সহস্রনাম-পাঠফল

হে বাসুদেব! এই আমি ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের প্রধান সহস্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করিলাম। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ যাঁহাকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তাঁহাকে স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি সেই জগদীশ্বরের অনুমতিক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিলাম। যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্রনাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতির স্তব করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে লীন হয়। দেবতা ও মহর্ষিগণ এইরূপে সেই সনাতন দেবদেবের স্তব করিয়া থাকেন। মোক্ষপ্রদ ভূতভাবন ভগবান্ শূলপাণি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মগণ কর্তৃক সংস্তুত হইলে পরম পরিতুষ্ট হয়েন। আস্তিক শ্রদ্ধান্বিত অতুলতেজঃসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কি শয়ন, কি জাগরণ, কি প্রস্থান, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ[১], কি নিমেষপরিত্যাগ[২] সকল সময়েই ভক্তিপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সেই সনাতন দেবাদিদেবের স্তব, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও অন্যের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

মনুষ্য অসংখ্যজন্ম সংসারমধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পাপবিহীন হইতে পারিলে পরিশেষে শিবভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্বকারণ সনাতন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। দেবলোক, মনুষ্যলোক প্রভৃতি সমুদয় লোকেই এইরূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূতভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যাহারা একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দীনবৎসল ভগবান্ ভবানীপতি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত করেন। দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোন দেবতারই মনুষ্যকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যা-প্রেরণ প্রভৃতি অকার্য্য দ্বারা মানবগণের তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই মহাত্মা তণ্ডি অন্যান্য দেবতার উপাসনায় বিরত হইয়া এইরূপে সেই সর্ব্বময় সনাতন পশুপতির স্তব করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই সর্ব্বপাপনাশন স্বর্গ যোগ-মোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাংখ্যযোগোক্ত পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের নিকট এক বৎসর এই স্তব পাঠ করিলে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার এই পরম রহস্য পবিত্র স্তব ইন্দ্রকে, তৎপরে ইন্দ্র মৃত্যুকে, মৃত্যু রুদ্রগণকে, রুদ্রগণ মহাতপাঃ তণ্ডিকে, তণ্ডি শুক্রাচার্য্যকে, শুক্রাচার্য্য গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত মনুকে, বৈবস্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেতকে এবং

১—২। চক্ষুর পলকের উঠা-পড়া।

নাচিকেত মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর বেদসম্মিত পবিত্র স্তব তোমাকে প্রদান করিতেছি। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক ও ভুজগগণ কদাচ ইহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয়েন না; যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই'।"

—

অষ্টাদশ অধ্যায়

ব্যাসাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক শিবমাহাত্ম্য বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভগবান বাসুদেব এইরূপে উপমন্যুকীর্ত্তিত মহাদেবের সহস্র-নাম কীর্ত্তন করিলে পর ভীষ্মের সমীপস্থিত অন্যান্য মহাত্মারা যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি এই সহস্র নাম পাঠ কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গললাভ হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রলাভার্থ সুমেরুপর্ব্বতে ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার প্রভাবে আমার অভীষ্ট ফললাভ হইয়াছে। অতএব এই স্তব পাঠ করিলে তুমিও অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।" দেবপূজিত সাঙ্খ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা কপিল কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। আমি ভক্তিসহকারে জন্মজন্ম মহাদেবকে আরাধনা করাতে তিনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সংসারবন্ধননাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।"

ইন্দ্রের প্রিয়সখা আলহায়ন নামে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। আমি গোকর্ণ-তীর্থে একশত বৎসর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবের প্রভাবে লক্ষবৎসরজীবী জরাবিহীন ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত দমগুণান্বিত অযোনিসম্ভূত এক শত পুত্র লাভ করিয়াছি।"

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে সাগ্নিক মুনিগণের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা আমাকে 'ব্রহ্মঘ্ন'[1] বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, আমি সেই পাপমোচনার্থ ভগবান্ ভূতনাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া 'তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে' বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।"

প্রদীপ্ত প্রভাকরসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি জামদগ্ন্য কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সহস্রনাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে পরশু ও নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিয়াছেন, 'বৎস। তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। তুমি অজেয়, অজর ও অমর হইবে।' আমি তাঁহারই প্রসাদবলে বিবিধ দিব্যাস্ত্র, অজেয়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।"

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কেবল সেই ভগবান ভূতনাথের প্রসাদবলে আমার এই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ হইয়াছে।"

অসিতদেবল কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে আমার ধর্ম্মসমুদয় নষ্ট হইয়াছিল। ভগবান ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই ধর্ম্ম, যশ ও দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন।"

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা বৃহস্পতিতুল্য মহর্ষি গৃৎসমদ কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহস্র-বর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতেছিলাম। ঐ সময় চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বরিষ্ঠ আমাকে কহিলেন, 'তোমার ও সামবেদপাঠ সম্যক্‌রূপ হইতেছে না। এরূপ অবজ্ঞাজনক পাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পাঠ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞ দূষিত করা কখনই উচিত নহে।' এই কথা কহিয়া তিনি রোষাবিষ্টচিত্তে আমাকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'রে মূঢ়! তুমি জলবায়ুবিহীন, মৃগাদিপশু-বিবর্জ্জিত, সিংহ ও রুরু প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ, অযজ্ঞীয় পাদপাকুল[1] কান্তারমধ্যে[2] হিংস্র মৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশসহস্র অষ্টশত বৎসর অবস্থান করিবে।' ভগবান্ বরিষ্ঠ এই কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম। অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে, তিনি আমাকে কহিলেন, 'বৎস। তুমি অজর, অমর ও পরম সুখী হইবে; ইন্দ্রের সহিত

১। ব্রাহ্মণঘাতী।

১। বৃক্ষসমাকীর্ণ। ২। দুর্গম বনপথ।

তোমার সখ্যভাব সমান থাকিবে এবং তোমাদিগের উভয়ের যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইবে।

হে ধর্ম্মনন্দন! ভগবান্ ভূতভাবন এইরূপে সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; তিনি সুখদুঃখের বিধাতা, ধারণকর্ত্তা ও কায়মনোবাক্যের অগোচর, তাঁহার প্রসাদবলে আমার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই নাই।"

কৃষ্ণ ও ঋষিগণের শিবমাহাত্ম্য প্রকাশ

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন, 'বৎস! তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরাজিত ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবে।' আমি পূর্ব্বাবতারে মণিমন্থ-পর্ব্বতে বহুসহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে আত্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন আমি কহিলাম, 'ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে।' আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।"

জৈগীষব্য কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ ভূতপতি স্বয়ং বারাণসীতে পরম যত্নসহকারে আমাকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন।"

গর্গ কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব স্রোতস্বতী সরস্বতীর তীরে আমার মনোযজ্ঞ দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অত্যাশ্চর্য্য চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান ও সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্রগণের দশ লক্ষ বৎসর পরমায়ু হইয়াছে।"

পরাশর কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার এক মহাতপা, মহাতেজা, মহাযোগী, মহাযশা, বেদের বিভাগকর্ত্তা, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দয়ার্দ্র-স্বভাব পরম সুপণ্ডিত পুত্র উৎপন্ন হউক। আমি ঐরূপ চিন্তা করিলে সেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিবে। তোমার ঐ আত্মজ বেদবেত্তা, ইতিহাস রচয়িতা, জগতের হিতকর, কুরুবংশধর ও সাবর্ণিমন্বন্তরে সপ্তর্ষিমধ্যে পরিগণিত হইবে; তাহার সহিত সুররাজের যার পর নাই বন্ধুত্ব জন্মিবে এবং সে আমার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে।' ভগবান ভূতনাথ আমাকে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।"

মাণ্ডব্য কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে বৃথা চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতনাথের স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তুতিবাদ-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে আত্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তুমি আমার অনুকম্পায় অবিলম্বে শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অর্ব্বুদ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শূলজনিত বেদনা তিরোহিত হইয়া যাইবে। কি মানসিক, কি দৈহিক কোনরূপ পীড়াই তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার এই দেহ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই জীবলোকে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে। তুমি নিষ্কণ্টকে সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে স্বর্গভোগ করিবে।' বৃষবাহন ভগবান্ মহেশ্বর আমাকে এই কথা কহিয়া প্রমথগণের সহিত সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।"

গালব কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি মহর্ষি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ আগমন করিলাম। ঐ সময় আমার পিতা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, 'বৎস! তুমি নিতান্ত বালক, অদ্যাপি তোমার পাঠসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।' জননী এই কথা কহিলে আমি পিতৃদর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া

একাগ্রমনে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান ভূতনাথ আমার ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রসন্নচিত্তে আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি ও তোমার পিতা, মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে।' ভগবান্ ভূতভাবন আমাকে এই কথা কহিয়া গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভবনে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ ও ফল গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী-সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, 'বৎস! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমাকে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহর্ষিদিগের মুখে ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের এইরূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা উপমন্যু আমাকে কহিয়াছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া অশুভকার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করে, তাহারা কখনই ভগবান্ দেবদেবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একান্ত ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালহরণ করেন, তাঁহাকে যোগবলসম্পন্ন অরণ্যবাসী মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনায়াসেই ব্রহ্মত্ব, কেশবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা ইহলোকে মনে মনেও ভগবান শূলপাণির শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। লোক গৃহতড়াগাদির উচ্ছেদ ও লোকসমুদয়ের প্রাণ সংহার করিয়াও দেবদেব বিরূপাক্ষের অর্চ্চনা করিলে তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সুলক্ষণবিহীন পাপাত্মারাও ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিলে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কীট, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণও ভূতভাবন ভবানী-পতির শরণাপন্ন হইলে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ইহলোকে ভগবান্ ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।"

কৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে উপমন্যুর বাক্য কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, সলিল, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা, শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র মরুদগণ, উপনিষদ, সত্য, বেদ-সমুদয়, দক্ষিণা, বেদপাঠক, সোমরস, যজ্ঞকর্ত্তা, হব্য, রক্ষা, দীক্ষা, নিয়মসমুদয় স্বাহা, বৌষট্, ব্রাহ্মণ, সৌরভেয়ী, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমান্দিগের স্থিতি, শুভাশুভ, সপ্তর্ষি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্পর্শ, কার্য্যসিদ্ধি, দেবগণ, উষ্মপগণ, লোকসমুদয়, সুযাম, তুষিত, ব্রহ্মকায়, আভাস্বর, গন্ধপ, ধূমপ ও দৃষ্টিপ নামক দেবগণ, বাচংযমগণ, সংযতমনা মহর্ষি-সমুদয়, বিশুদ্ধকার্য্য, নির্ম্মাণনিরত দেবগণ, স্পর্শাশন, দর্শপ, আজ্যপ, চিন্ত্যদ্যোত প্রভৃতি দেবগণ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, দানব, যক্ষ, চারণ ও পন্নগগণ, স্থূল, সূক্ষ্ম অসূক্ষ্ম, মৃদু, সুখ, দুঃখ, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ, সাঙ্খ্যশাস্ত্র এবং অন্যান্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদয় পদার্থই সেই ভূতভাবন সনাতন মহেশ্বর হইতে সম্ভূত হইয়াছে। যে সমুদয় দেবতা আকশাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহারাও সেই ভগবান্ ভূতপতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এই ধরিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমি মোক্ষলাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্র তত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি। সেই ভগবান্ দেবাদিদেব আমার স্তবে তুষ্ট হইয়া আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যোগশীল ও পবিত্র হইয়া এই পবিত্র স্তব এক মাস নিয়ত পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধের ফললাভ হয়। এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের

সমগ্র বেদার্থজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয়, বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের সুখ ও সদগতি লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা এই সর্ব্বদোষবিনাশন পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা আপনাদিগের রোমকূপপরিমিত বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।"

একোনবিংশতিতম অধ্যায়

বিবাহরহস্য—দিগধিষ্ঠাত্রী—অষ্টাবক্রসংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা মধুসূদন এইরূপে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ। পাণিগ্রহণকালে বেদবাক্যানুসারে বর ও কন্যাকে 'তোমরা পরস্পর সমবেত হইয়া একধর্ম্ম আচরণ কর' বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বর ও কন্যাকে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা যায়, উহা কি যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তানোৎপাদন অথবা ইন্দ্রিয়সুখসাধন। যখন প্রাণিমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হয়, তখন ঐ ধর্ম্ম যে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর যখন কামিনীগণ পরপুরুষে অনুরক্ত হইয়া তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন করিতেছে, তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম যে পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়-সুখসাধন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব আমার বোধ হয়, ঐ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে। যাহা হউক, ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ হওয়াতে উহাতে আমার মহা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি সম্যকরূপে ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। আমি এই উপলক্ষে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মহর্ষি অষ্টাবক্রের কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

অষ্টাবক্রের বদান্য মহর্ষিকন্যায় পাণিপ্রার্থনা

পূর্ব্বে মহাতপাঃ অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপলাবণ্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া উঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উঁহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস। তুমি একবার উত্তরদিকে গমনপূর্ব্বক একজনের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আইস, তাহা হইলেই আমি তোমাকে কন্যাদান করিব।'

মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন, 'মহাত্মন্। আমাকে উত্তরদিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। আপনি এক্ষণে আমাকে যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব।'

মহর্ষি বদান্য কহিলেন, 'বৎস। তুমি অলকাপুরী ও হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধমুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গরাগসংযুক্ত পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহাহ্লাদে তানপ্রদানপুরঃসর[১] নৃত্যগীত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। কৈলাসপর্ব্বতের ঐ স্থান অতি রমণীয়। ভগবান্ ভূতনাথ স্বীয় অনুচরগণের সহিত নিয়তকাল তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান উঁহাদের উভয়েরই অতি সন্তোষকর হইয়াছে। উহার পূর্ব্বে ও উত্তরদিকে ছয় ঋতু, কাল, রাত্রি এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে দেবসম্মিত অতি রমণীয় এক নীলবন অবলোকন করিবে। ঐ স্থানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক পরম যত্নসহকারে তাঁহার সৎকার করিয়া এই স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি তথায় সেই বর্ষীয়সীর[২] সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেই আমি তোমাকে কন্যা দান করিব। এক্ষণে যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ তথায় গমন কর।'

১। তান তুলিয়া তুলিয়া। ২। প্রাচীনা বৃদ্ধা—বৃদ্ধ।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভগবন। আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।'

বদান্যের নির্দ্দেশে অষ্টাবক্রের হিমালয়গমন

ভগবান্ অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া, ক্রমে ক্রমে সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মদায়িনী বাহুদানদীর পবিত্র জলে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিয়া ঐ শোকবিহীন বিমল তীর্থে কুশশয্যায় শয়নপূর্ব্বক পরমসুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ মহাত্মা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন। ঐ স্থানে এক হ্রদ ও হ্রদের অনতিদূরে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র ঐ হ্রদের তীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হরপার্ব্বতীর প্রতিমা দর্শনপূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া মহাত্মা ধনপতির কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদলসমাচ্ছন্ন[১] সরোবরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক নিশাচরগণ মণিভদ্রতনয়ের সহিত তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণকে অবলোকনপূর্ব্বক তাহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, 'নিশাচরগণ! তোমরা অবিলম্বে ধনপতির নিকট আমার আগমনসংবাদ প্রদান কর।' তখন নিশাচরগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন্! আপনার আগমনবৃত্তান্ত যক্ষরাজের অবিদিত নাই। ঐ দেখুন, তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান কুবের স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিতেছেন।'

রাক্ষসগণ এই কথা কহিতে কহিতেই ধনাধিপতি কুবের মহাত্মা অষ্টাবক্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি। এক্ষণে আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। তথায় সৎকৃত ও বিশ্রান্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবেন।' মহাত্মা কুবের এই বলিয়া মহর্ষি অষ্টাবক্রকে স্বীয় গৃহে আনয়নপূর্ব্বক আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পুরঃসর উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মণিভদ্র প্রমুখ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন মহাত্মা কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! অপ্সরোগণ নৃত্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে।' কুবের এই কথা কহিলে অষ্টাবক্র মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, 'যক্ষরাজ! অতিথিসৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করুক।'

অষ্টাবক্রের কুবের-আতিথ্যগ্রহণ—পুনঃ পর্য্যটন

ভগবান্ অষ্টাবক্র এইরূপে অনুমতি প্রদান করিলে নানাবেশধারিণী উর্ব্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্ব্বশী, অলম্বুষা, ঘৃতাচী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যুতা, প্রশমী, দান্তা, বিদ্যোতা ও রতি প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদিত্রনিস্বন[১] করিতে লাগিল। এইরূপে নৃত্য আরম্ভ হইলে মহাতপাঃ ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই কুবেরের আবাসে দেবমানের এক বৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদা মহাত্মা যক্ষরাজ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! নৃত্যগীতাদি অতি মনোহর বিষয়। আপনি এই উপলক্ষে এক বৎসর আমার আলয়ে অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আরও কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনি অতিথি ও আমাদিগের পূজনীয়। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য এবং আমাদের গৃহ আপনার গৃহস্বরূপ সন্দেহ নাই।'

যক্ষরাজ এই কথা কহিলে ভগবান্ অষ্টাবক্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'যক্ষরাজ! আমি তোমার যথোচিত সৎকার দ্বারা যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার তুল্য শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। এক্ষণে আমাকে মহর্ষির নিয়োগক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। তোমার বুদ্ধির ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হউক। আমি

১। পদ্মপত্রাবৃত।

১। বাদ্যধ্বনি।

চলিলাম।' ভগবান অষ্টাবক্র এই বলিয়া তথা হইতে বিনির্গত হইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং পরিশেষে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইয়া ধরণীতলে অবতরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গমন করিতে করিতে এক মৃগপক্ষি-সমাকীর্ণ সকল প্রকার পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ, রমণীয় কানন তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ অরণ্যমধ্যে এক দিব্য আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্ন-বিভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত, মণিভূমিনিখাত[১] মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থ-সমুদয় যার পর নাই উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদয় পদার্থের অলৌকিক শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রমমধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক সর্ব্বরত্নময় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় পুরী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ পুরীর পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণিকাঞ্চনময় পর্ব্বত ও সুবর্ণবিমান সমুদয় বিরাজিত ছিল; মন্দারকুসুম-সমলঙ্কৃত মন্দাকিনী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল এবং হীরক ও মণিসমুদয় চতুর্দ্দিকে প্রভাজাল বিস্তার করিতেছিল। ঐ পুরীমধ্যে বিচিত্র মণিতোরণসমলঙ্কৃত মুক্তাজালখচিত হৃদয়াকর্ষক বিবিধ গৃহসমুদয় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, 'এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব?' পরিশেষে তিনি সেই পুরের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'আমি অতিথি; এক্ষণে তোমরা এই পুরমধ্যে যে কেহ বিদ্যমান থাক, আমাকে আসিয়া সমুচিত সৎকার কর।'

আতিথ্যলিপ্স, অষ্টাবক্রের প্রতি নারী-অনুরাগ

মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিবামাত্র ঐ পুরমধ্যস্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাতটি কন্যা অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। ঐ সময় মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ সাতটি কন্যার মধ্যে যাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই তাঁহার মনোহরণ করিল।

তিনি তাহাদের রূপলাবণ্যদর্শনে বিমুগ্ধ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিহার করিলেন। অনন্তর সেই কন্যাগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন্! আপনি এই আবাসমধ্যে প্রবেশ করুন।' কন্যাগণ এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র উহাদের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় এক শুক্লাম্বরধারিণী, পর্য্যঙ্কে[১] নিষণ্ণা[২], সর্ব্বাভরণবিভূষিতা বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণ করিয়া, 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই স্থবিরা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র তথায় উপবেশন ও বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া সেই সমস্ত নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অঙ্গনাগণ! তোমাদিগের মধ্যে যিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী, সেই রমণী এই স্থানে অবস্থান করুন। আর সকলেই স্ব স্ব আলয়ে স্বেচ্ছানুসারে গমন করুন।'

মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র কামিনীগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবল সেই বর্ষীয়সী সেই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দিবস অতীত ও রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন মহর্ষি এক দুগ্ধফেনধবল শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, 'রজনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব তুমিও এক্ষণে শয়ন কর।' বৃদ্ধা তপোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য এক শয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ঐ বর্ষীয়সী দুরন্ত শীতব্যপদেশে[৩] কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন করিল। মহর্ষি তাহাকে আপনার শয্যায় আগত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখিত-চিত্তে কহিল, ভগবন্! পুরুষস্পর্শে স্ত্রীলোকের স্বভাবতই ধৈর্য্যলোপ হইয়া থাকে। আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছি;

১। মণিময় তট ও তলযুক্ত।

১—২। খাটে উপবিষ্টা। ৩। শীতকাতরতাচ্ছলে।

এক্ষণে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি ভগবান্ কুসুমায়ুধের[১] বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। আমি আপনার নিকট আগ্রহাতিশয়-সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনাকে আমার ইচ্ছা সফল করিতে হইবে। আপনি যে এতকাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমার মনোরথ পূর্ণ করাই ইহার অভীষ্ট ফল। এক্ষণে আমার এই যে সমস্ত ধনরত্ন ও অন্যান্য যাহা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি তৎসমুদয়ের ও আমার অধীশ্বর হউন। আপনি আমার আশা সফল করিলে আমিও আপনার সমুদয় ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এই রমণীয় কাননমধ্যে আপনার একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরমসুখে বিহার করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আমরা এই স্থানে পরস্পর মিলিত হইলে লৌকিক অলৌকিক নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশর-নিপীড়িত[২] হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তৎকালে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।'

বৃদ্ধা এইরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র তাহাকে কহিলেন, 'ভদ্রে! আমি কদাচ নারী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই কার্য্যকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয়ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মতঃ পুত্র লাভ করিলে আমার নিশ্চয়ই শুভলোক-সমুদয় লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।'

তখন বৃদ্ধা কহিল, 'ভগবন্! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়। পুরুষসংসর্গ উহাদের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহেন। দেখুন, সহস্র স্ত্রীলোকমধ্যে কথঞ্চিৎ[৩] একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না; আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। হে তপোধন! প্রজাপতি স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আমি আপনার নিকট তৎসমুদয় অবিকল কীর্ত্তন করিলাম।'

অষ্টাবক্রের নারী-প্রত্যাখ্যান—বৃদ্ধার কৌশল

বর্ষীয়সী এই কথা কহিলে মহর্ষি অষ্টাবক্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! লোকে কার্য্যের আস্বাদজ্ঞ[১] হইলেই তদ্বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আমি বিষয়সম্ভোগ কিছুমাত্র অবগত নহি; এই নিমিত্তই তোমার এই প্রার্থনায় সম্মত হইতেছি না। এক্ষণে এই কার্য্য ভিন্ন তোমার অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ব্যক্ত কর।' তখন স্থবিরা কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করুন। কালক্রমে সম্ভোগসুখের আস্বাদগ্রহে[২] সমর্থ হইবেন।'

বৃদ্ধা এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমার যত দিন ইচ্ছা হইবে, আমি তত দিনই এই স্থানে বাস করিব, সন্দেহ নাই।' তিনি বৃদ্ধাকে এই কথা কহিয়া উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে উহার যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন, তাহা কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইল না। তখন মহর্ষি ঐ নারীকে একান্ত জরাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই নারী কি এই গৃহ-দেবতা? এ কি শাপ প্রভাবে এইরূপ বিকৃতরূপ হইয়াছে? যাহাই হউক, ইহাকে ইহার বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন অতিক্রান্ত হইল। দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন্! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী[৩] হইয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আজ্ঞা করুন।' তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি এক্ষণে আমার স্নানার্থ সলিল আহরণ কর। আমি কৃতস্নান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিব'।"

১। কামের। ২। কামবাণে ব্যথিত। অতিকষ্টে নারীব্রতরক্ষয়িত্রী।

১। আস্বাদে অভিজ্ঞ—রসবোধসমর্থ। ২। আস্বাদগ্রহণে। ৩। অস্তমিতপ্রায়।

বিংশতিতম অধ্যায়

বৃদ্ধার অষ্টাবক্রসেবা—পরস্পর প্রিয়ালাপ

ভীষ্ম কহিলেন, "মহর্ষি অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে বৃদ্ধা অচিরাৎ তাঁহার নিকট দিব্য তৈল ও স্নানবস্ত্র উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিয়া দিল। তৈলমর্দ্দন সমাপ্ত হইলে মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সহিত স্নানশালায় প্রবিষ্ট হইয়া অতি বিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; বৃদ্ধাও তাঁহার সমীপে সমুপবিষ্ট হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল ও বৃদ্ধার করস্পর্শ দ্বারা পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্নান করিতে করিতে যে সমুদয় রজনী অতিবাহিত হইল, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার কি মোহ উপস্থিত হইল, অথবা যথার্থ ই প্রাতঃকাল হইয়াছে?'

অনন্তর অনতিকালবিলম্বে তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীকৃত হইলে তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, 'ভদ্রে। এক্ষণে আমি কি করিব?' তখন বৃদ্ধা অমৃততুল্য সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট অন্ন উপনীত করিল। মহর্ষি সেই সুস্বাদু অন্নের রসাস্বাদন করিতে করিতে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনরায় সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে সেই বর্ষীয়সী আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত স্বতন্ত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া কহিল, 'ভগবন্। আপনি এক্ষণে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন।' বৃদ্ধা মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং আপনার শয্যায় শয়ন করিল এবং অর্দ্ধরাত্রসময়ে তাঁহার শয্যায় সমুপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে। পরস্ত্রীসংসর্গ করিতে আমার কোনমতেই ইচ্ছা হয় না; অতএব তুমি অচিরাৎ এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।'

দ্বিজবর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে বৃদ্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, 'ভগবন্। আমি স্বতন্ত্রা, আমার সহিত সংসর্গ করিলে আপনাকে পরদারামর্ষণজন্য[১] দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না।'

অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভদ্রে। প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোকমাত্রেই পরাধীন।'

তখন বৃদ্ধা কহিল, 'দ্বিজবর। আমি অনঙ্গ-পীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছি - অতএব আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে।'

অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভদ্রে। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরা কাম-ক্রোধাদি দোষে একান্ত অভিভূত হয়। আমি ধৈর্য্যগুণবশতঃ কামাদি রিপুসমুদয়কে বশীভূত করিয়াছি, অতএব তুমি অচিরাৎ আপনার শয্যায় শয়ন কর।'

বৃদ্ধা কহিল, 'দ্বিজবর। আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। যদি আপনি স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীর সংসর্গ নিতান্ত দোষাবহ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার সংসর্গনিবন্ধন দোষের লেশমাত্রও জন্মিবে না। ফলতঃ আমি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার সংস্কার-সম্পাদন করুন। আমি আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি।'

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভদ্রে। ত্রিলোকমধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নাই। তুমি কিরূপে স্বাধীন হইলে? দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতির কখনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।'

বৃদ্ধা কহিল, 'দ্বিজবর। আমি কুমারাবস্থা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন করিয়াছি। আমি এখন কন্যা, অতএব আমার প্রতি অশ্রদ্ধা না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।'

১। পরনারীগ্রহণ।

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাঁহাকে ষোড়শবর্ষদেশীয়া[1] কন্যার[2] ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ। কিন্তু মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষার্থ এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি কিরূপে তোমার সহিত সংসর্গে প্রবৃত্ত হইব?' অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে সেই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! এই কামিনী ইতিপূর্ব্বে অতি জীর্ণ ছিল; এক্ষণে দিব্যবস্ত্রাভরণবিভূষিত কন্যার বেশ ধারণ করিয়াছে, না জানি, পরে আবার কোন রূপ পরিগ্রহ করিবে। যাহা হউক, কামদমনশক্তি ও ধৈর্য্যগুণসত্ত্বে আমি কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, সেই সত্য প্রতিপালনপূর্ব্বক নিশ্চয়ই সেই ঋষিকন্যাকে বিবাহ করিব'।"

একবিংশতিতম অধ্যায়

অষ্টাবক্রের পরীক্ষান্তে বৃদ্ধার নিজরূপ প্রকাশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ঐ স্ত্রী যখন অষ্টাবক্রকে পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ ও উঁহার শয্যায় গমন করিল, তৎকালে উঁহার ঐ মহাতেজা মহর্ষি হইতে অভিশাপের আশঙ্কা হইল না কেন? আর ভগবান্ অষ্টাবক্রই বা কি রূপে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, আপনি এই বৃত্তান্তদ্বয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত আপনার রূপ পরিবর্ত্তিত করিলে, তাহা আমার নিকট তোমাকে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে।' মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপ অনুরোধ করিলে সেই কামিনী তাঁহাকে কহিলেন, 'মহর্ষে! স্বর্গ, মর্ত্ত প্রভৃতি সমুদয় লোকেই স্ত্রীপুরুষগণ কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদয় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তরদিক্। তোমাকে স্ত্রীলোকের চাপল্য দর্শন করাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। আজ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি মহাত্মা বদান্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিলাম। অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমনপূর্ব্বক বাঞ্ছিত কন্যাকে লাভ করিতে পারিবে এবং কালক্রমে ঐ কন্যা পুত্রবতীও হইবে। এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে তোমার গৃহে গমন করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তোমার অন্য কিছু শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মহাত্মা বদান্য তোমার নিমিত্তই আমাকে প্রসন্ন করিয়াছেন, আমি তাঁহার সম্মানরক্ষার নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।'

বদান্য-কন্যার সহিত অষ্টাবক্রের বিবাহ

স্ত্রীবেশধারিণী উত্তরদিক্ এই কথা কহিলে মহাত্মা অষ্টাবক্র তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং স্বজনদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা বদান্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, 'বৎস! যে যে স্থানে গমন ও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।' তখন মহাত্মা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গন্ধমাদন-পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া উহার উত্তরাংশে এক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপনার অভিপ্রায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি।' মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে কহিলেন 'বৎস! তুমি কন্যাদানের যোগ্যপাত্র। তোমাকে কন্যাদান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি

১—২। প্রায় ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার—কিছু কম ষোল বছরের কন্যার।

এক্ষণে শুভনক্ষত্রে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর।' মহর্ষি বদান্য এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরমসুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীপুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়-সুখসাধনস্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই।'

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

দাতা ও দানপাত্রনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দণ্ডাদি চিহ্নসম্পন্ন বা ঐ চিহ্নবিহীন ব্রাহ্মণ দানাদির উপযুক্ত পাত্র, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদির চিহ্নসম্পন্ন হউন বা নাই হউন, স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহাকে দান করা কর্ত্তব্য। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি অপবিত্র ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য ও অর্থাদি দান করে, তাহা হইলে তাহার কি পাপ জন্মে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহার পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য্যসাধনসময়ে কি নিমিত্ত উঁহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দৈবকার্য্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার আবশ্যকতা নাই। যজমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু পিতৃকার্য্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচই সম্পন্ন হয় না, সুতরাং পিতৃকার্য্যসাধনকালে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য আছে কি না, অগ্রে তাহার সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যাঁহারা অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয়, বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী, তপঃপরায়ণ ও যজ্ঞশীল, তাঁহাদিগকেই কি নিমিত্ত পাত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়?"

বিপ্রগুণ—পৃথ্বী-কশ্যপ-অগ্নি-মার্কণ্ডেয়সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি সৎকুলসম্ভূত, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানপরায়ণ, বিদ্বান্, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয়েন। এই বিষয়ে পৃথিবী, কশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চারি জনের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর।

একদা পৃথিবী প্রভৃতি চারি জন সমবেত হইয়া এই কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের সদ্‌গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, মৃৎপিণ্ড যেমন মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিলম্বেই নিমগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে সমুদয় দুষ্কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।'

কাশ্যপ কহিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হয়েন, সাঙ্গবেদ, সাঙ্খ্য, পুরাণ ও কৌলীন্য কখনই তাঁহার উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হয় না।'

অগ্নি কহিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার বিদ্যাবলে অন্যের যশ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হয়েন এবং তাঁহার কখনই অক্ষয় লোকলাভ হয় না।'

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, 'সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।' হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, কশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের বিষয়ে এইরূপ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া আত্মীয়

দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধের অখণ্ড ফললাভ হয় কি না?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিত্র্যুদ্দেশে[১] প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ব্রতলোপ হয়, শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গহানি হয় না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনীষিগণ ধর্ম্মকে নিতান্ত জটিল ও দুরবগাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন, সেই সমস্ত ধর্ম্মসঙ্করকারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গোমহিষাদির মাংসভোজী পুক্কস, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ[২]মোহাদির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদয় প্রকাশ করে, তাহারা তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানকালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আহার প্রদান না করে, তাহার অশুভ লোক-সমুদয় লাভ হয়।"

ব্রহ্মচর্য্যাদি-ব্রতলক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য কি, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মলক্ষণ কি প্রকার উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই বা কাহাকে বলে, আপনি এই সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মদ্যমাংস-পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য। বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর বিষয়বৈরাগ্যই পবিত্রতা।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য কোন সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জ্জন ও কোন সময়েই বা বিষয় ভোগ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বাহ্ণে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্মসঞ্চয় ও অপরাহ্নে বিষয়ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর নিরন্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণগণের সম্মানন, গুরুলোকের অর্চ্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অনুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ, নরপতিগণের নিকট শঠতা, গুরুজন সন্নিধানে মিথ্যা ব্যবহার অগ্নিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। গোহত্যা ও নরপতিকে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যা-পাপ জন্মে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে সাধু বলিয়া পরিগণিত হয়েন, কিরূপ ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করিলে মহাফললাভ হয় এবং কি প্রকার ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস! ব্রাহ্মণগণ ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং যাঁহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহা ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ ও সমুদয় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং ষড়্বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র। যথার্থ গুণবান্ পাত্রে দান করিলে দাতার সহস্রগুণ ফললাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন একমাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয়। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রাহ্মণকে গো, অশ্ব, ধন ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে পরকালে আর দাতাকে অনুতাপ করিতে হয় না। সদ্গুণসম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

১। পিতৃলোকের উদ্দেশে। ২। দ্বেষ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

দৈবাদি ক্রিয়ার সময়-নিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। সুরর্ষিগণ[১] শ্রাদ্ধকালে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন "বৎস। মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরম যত্নসহকারে পূর্ব্বাহ্নে দৈবকার্য্য, অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অকালদত্ত[২] বস্তু রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লঙ্ঘিত[৩], অবলীঢ়[৪], কলহকৃত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অনেকের উদ্দেশে সম্পাদিত, কুকুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশ, কীট, নেত্রজল ও ক্ষুত দ্বারা দূষিত, উচ্ছিষ্ট, শ্রাদ্ধে মন্ত্রক্রিয়া ও আহুতি-প্রদান ব্যতীত পরিবিষ্ট[৫] এবং দুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অন্নকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেবতা, অতিথি ও বালিকাদিগকে বঞ্চনা করিয়া অন্নভোজন করিলে রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয়।

হে মহারাজ। এই আমি রাক্ষসীয় ভাগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর যেরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা অবিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠ, ক্লীব, যক্ষ্মারোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল[৬], বৃথানিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রাপতি, বেতনভুক অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্মবিবর্জ্জিত, মৃতনির্য্যাতক[৭], তস্কর, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামণী, পুত্রিকাপুত্র[৮], ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্রজীবী ও সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহীন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

১। দেবর্ষিগণ। ২। অসময়ে প্রদত্ত। ৩। পদদ্বারা লঙ্ঘনকৃত। ৪। গৃহীত-আস্বাদ—জিহ্বাস্পর্শে যাহার আস্বাদ গ্রহণ করা হয়। ৫। পরিবেশনকৃত। ৬। বেতনগ্রহণে দেবপূজক। ৭। পূর্ব্বশত্রুতাবশতঃ মৃতের প্রতিহিংসাকারী। ৮। দত্তকরূপে গৃহীত কন্যার পুত্র।

বিধিবিহিত দাতা ও গৃহীতার লক্ষণ

অতঃপর দাতা ও প্রতিগৃহীতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র-ব্রতপরায়ণ, গ্রামবাসী, চৌর্য্যবৃত্তিবিহীন, অতিথি-সৎকারজ্ঞ, ত্রিকালীন[১] সাবিত্রীজপপরায়ণ, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াবান, অহিংস্র, অল্পদোষী, অদাম্ভিক ও শুষ্কতর্ক-পরাঙ্মুখ, তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা প্রথমে ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, প্রাণিবিক্রয় ও বণিকবৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও যাঁহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পরিশেষে অতিথিসাৎ করেন, তাঁহারাও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। ব্রতপরায়ণ, গুণশালী সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কৃষিজীবী এবং সৎকুল-সম্ভূত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যায়। বেদবিক্রয় ও মিথ্যা শপথাদি দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ ও স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহা দ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধসমাপনোচিত স্বধাদি বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ[২], দধি, ঘৃত, সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস হইলেই[৩] শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের 'স্বধা', ক্ষত্রিয়ের 'প্রীয়ন্তাং', বৈশ্যের 'অক্ষয্য' ও শূদ্রের 'স্বস্তি' এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দেবকার্য্য অনুষ্ঠানসময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক পুণ্যাহবাক্য, ক্ষত্রিয়ের প্রণবোচ্চারণবিহীন পুণ্যাহবাক্য, বৈশ্যের প্রীয়ন্তাং বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া-কলাপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপনয়ন-কালে ব্রাহ্মণের শর-নির্ম্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী-মেখলা এবং বৈশ্যের বল্বজতৃণ-নির্ম্মিত মেখলা ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে, ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আট গুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে বৃথা জীবহিংসার সম্পূর্ণ পাপ

১। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে। ২—৩। ইহা উপস্থিত হইলেই।

এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে বৃথা জীবহিংসার অর্দ্ধপাপভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অস্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশতঃ দৈব বা পিতৃকার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভবনে গমনপূর্ব্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য্যব্যপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি দেবব্রতপরায়ণ না হয়েন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাঁহাদিগের সকলকেই—যে ব্যক্তি গোগ্রহণের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার তুল্য পাপভাগী হইতে হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের উদ্দেশে কাহাদিগকে দান করিলে মহাফললাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যাহাদিগের পত্নীগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষা-নিরত কৃষিজীবীর ন্যায় স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদয় সচ্চরিত্র দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হয়েন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্যকের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমনপূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন আগ্রহপূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশবিপ্লব নিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থলাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদয় ব্রতনিয়মপরায়ণ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাপনার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হয়েন, যাঁহারা পাষণ্ডদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভোদ্দেশে দান করিলে মহাফললাভ হইয়া থাকে।

স্বর্গীয় ও নারকীয় নরকগণের লক্ষণ

বৎস! এই আমি তোমার নিকট দানবিষয়ক শুভফল কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মানবগণের যে কার্য্য দ্বারা নরক ও যে কার্য্য দ্বারা স্বর্গভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা গুরুর হিতসাধন ও ভয়নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যাকথা কহে; যাহারা পরদারাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক[১] কার্য্যে[২] দৌত্যকার্য্য[৩], পরধননাশ ও পরদোষ কীর্ত্তন করে; যাহারা উদপান, সেতু ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া থাকে; যাহারা বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দানবিচ্ছেদ, মিত্রতাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে; যাহারা পরদোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপজীবী, মিত্রের প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেদবিরোধী, সাধুদিগের দ্বেষ্টা নিয়মবিধ্বংসী, পাপকার্য্য দ্বারা পতিত, বিরুদ্ধ ব্যবহারনিরত, অনুচিত বৃদ্ধিজীবী, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, কদাচার-নিরত ও প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা আশাগ্রস্ত, নির্দ্দিষ্টলাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও কৃতশ্রম ব্যক্তি-দিগকে কৌশলক্রমে স্বামীর নিকট হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে; যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্যবর্গ ও অতিথিদিগকে ভোজ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে; যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়; যাহারা বেদবিক্রয়, বেদাদ্বেষ ও বেদের অবজ্ঞা করে; যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত ও বেদাচারবিহীন হইয়া দুষ্ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়; কেশবিক্রয়, বিষ-বিক্রয় ও ক্ষীরবিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা; যাহারা গো, ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে; যাহারা শস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করে; যাহারা শিলা, শঙ্কু ও বিবর দ্বারা পথ রুদ্ধ করে; যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করে; যাহারা অপ্রাপ্তদশায়[৪] বৃষগণকে দমিত করিয়া তাহাদিগের নাসিকা ভেদ করে; যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে; যে সমুদয় ভূপতি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাঙ্মুখ হয়েন; যাহারা স্বকার্য্যসাধন হইলেই ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ চিরসহচর ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া

১—৩। পরস্ত্রীহরণে দূতের কার্য্য। ৪। নাক ফোড়াইবার অবস্থা উপস্থিত না হইলে—অল্পবয়স্ক থাকে।

অগ্রে ভোজন করে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে যে সকল কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে পুত্র ও পশু সমুদয় বিনষ্ট হয়, অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করেন না; যাঁহারা দান, তপ ও সত্যবাক্য-প্রয়োগ দ্বারা আপনার ধর্ম্মপ্রতিপালন করেন; যাঁহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া প্রতিগ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়েন; যাঁহারা লোকসকলকে ভয়, পাপবিঘ্ন, দারিদ্র্য ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করেন; যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচারপরায়ণ; যাঁহারা মদ্য, মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত হয়েন না; যাঁহারা কূপ, আশ্রম ও গ্রাম-নগরাদি-সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েন; যাঁহারা অন্নপান, বস্ত্র ও আভরণ প্রদান এবং অর্থাদির সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; যাঁহারা হিংসাদোষশূন্য, সর্ব্বসহিষ্ণু ও সকলের আশ্রয়দাতা; যাঁহারা মাতা-পিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; যাঁহারা অতুল অর্থশালী, মহাবলপরাক্রান্ত ও যুবা হইয়াও সুধীর ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন; যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন; যাঁহারা স্বয়ং মৃদু ও মৃদুবৎসল; যাঁহারা শুশ্রূষা দ্বারা অন্যের সুখসম্পাদনে যত্নবান্ হয়েন; যাঁহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক; যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার, বস্ত্র ও দাস-দাসী প্রদান করিয়া থাকেন; যাঁহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উদপান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন; যাঁহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন; যাঁহারা স্বয়ং রস, বীজ ও ধান্যাদি উৎপাদনপূর্ব্বক পাত্রসাৎ করিয়া এবং যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোনরূপ কুলে হউক, উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র ও শতায়ু হইয়া দয়াশীল ও শান্তস্বভাব হয়েন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরলোকহিতকর দৈব ও পৈত্রকার্য্য পূর্ব্বতন ঋষিনির্দ্দিষ্ট দান, ধর্ম্ম ও দানের বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।"

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপজনক কার্য্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন কোন্ কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি পরাশরসুত মহর্ষি ব্যাসকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনি আমাকে যাহা উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। একদা আমি ব্যাসের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভগবন্! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ জন্মিতে পারে, আপনি তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।' আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ব্যাস আমাকে কহিলেন, 'শান্তনুতনয়! যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাপ্রদানার্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া ভিক্ষাপ্রদানোপযোগী দ্রব্য নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে; যে নির্দ্দোষ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে; যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত গোসমূহের সলিল-পানের বিঘ্নসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়; যে নরাধম অনভিজ্ঞতাদোষে শ্রুতি ও মহর্ষি-প্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে; যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয়; যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ় ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ প্রদান করে; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন, জড় ও পঙ্গু ব্যক্তির সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রামমধ্যে অগ্নি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।'"

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

বিবিধ তীর্থমাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন "পিতামহ। তীর্থদর্শন, তীর্থস্নান ও তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনি তৎসমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। মহর্ষি অঙ্গিরা তীর্থসমূহের বিষয় যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, তুমি অনন্যমনে তাহা শ্রবণ কর, নিশ্চয়ই তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হইবে। একদা মহর্ষি গৌতম তপোধন অঙ্গিরার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্। তীর্থসমুদয়ের পবিত্রতা-বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি তীর্থ-সমুদয় পবিত্র কি না, তাহা এবং যদি পবিত্র হয়, তাহা হইলে কোন্ তীর্থসমূহে স্নান করিলে পরলোকে কিরূপ শুভফল লাভ হয়, আপনি তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।'

অঙ্গিরাঃ কহিলেন, 'মহর্ষে! তীর্থসমুদয় পরম পবিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানুষ উপবাস করিয়া তরঙ্গমালাসঙ্কুল চন্দ্রভাগা ও বিতস্তাতে সপ্তাহ অবগাহন করিলে পাপশূন্য ও মুনির ন্যায় পবিত্র হয়। কাশ্মীরদেশে যে সমস্ত নদী ও মহানদী সিন্ধুতে নিপতিত হইয়াছে, সেই সকল নদীতে অবগাহন করিলে সচ্চরিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষ, সাগরোদক, দেবকী, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্গবিন্দুতে অবগাহন করিলে মনুষ্য সুরলোক লাভপূর্ব্বক অপ্সরাগণের স্তবে জাগরিত হয়। হিরণ্যবিন্দুতে অবগাহন ও পূত হইয়া উঁহাকে অভিবাদন এবং কুশেশয় ও দেবস্ত তীর্থে পর্য্যটন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। মনুষ্য তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের সমীপস্থ ইন্দ্রতোয়া ও করতোয়া এবং কুরঙ্গ-তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হয়। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত ও কনখল তীর্থে স্নান করিলে নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারা যায়।

ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ, সত্যসন্ধ ও অহিংস্র হইয়া সলিল-হ্রদ তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরদিকে নিপতিত হইতেছেন, সেই স্থানের নাম মহাদেবের ত্রিস্থান। যিনি সেই ত্রিস্থানতীর্থে এক মাস উপবাস করিয়া অবগাহন করেন, তিনি দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন। সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে অবগাহনপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিলে স্বর্গভোগানন্তর পুনরায় জীবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সুধার আস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও পবিত্র হইয়া এক মাসমাত্র-উপবাসপূর্ব্বক মহাশ্রম-তীর্থে অবগাহন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গ প্রদেশে লোভ-পরাঙ্মুখ হইয়া মহাহ্রদ-তীর্থে স্নান করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বলাকা-প্রদেশে কন্যাকূপে স্নান ও তর্পণ করিলে দেবগণমধ্যে যশঃ ও কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। দেবিকা, সুন্দরিকা হ্রদ ও অশ্বিনী-তীর্থে অবগাহন করিলে পরলোকে অপূর্ব্ব রূপ ও তেজ লাভ হয়। মহাগঙ্গা কৃত্তিকাঙ্গারক-তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক একপক্ষ উপবাস করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়। কিঙ্কিণিকাশ্রম ও বৈমানিক-তীর্থে অবগাহন করিলে কামচারী ও অপ্সরাদিগের দিব্য আলয়ে পূজিত হওয়া যায়।

মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া তিন রাত্রি কালিকাশ্রম ও বিপাশাতীর্থে তর্পণ করিলে জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কৃত্তিকাশ্রম-তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অর্চ্চনা দ্বারা মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদন করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করা যায়। মনুষ্য মহাপুরতীর্থে স্নান ও তিন রাত্রি উপবাস করিলে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম জন্তুগণের ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবদারুবনতীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তথায় সাত রাত্রি বাস করিলে দেবলোক লাভ হয়। শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্ম্মপদ-তীর্থে নির্ঝরজলে স্নান করিলে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হওয়া যায়। চিত্রকূট, জনস্থান ও মন্দাকিনী-তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক উপবাস করিলে রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। শ্যামাশ্রম-তীর্থে গমন, অবস্থান ও স্নান করিয়া একপক্ষ উপবাস করিলে দূরশ্রবণাদি গুণলাভ হয়। কৌশিকী তীর্থে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া একবিংশতি দিন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিলে

স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। মাতঙ্গরূপী অনাদৃত, অন্ধক, ও সনাতন-তীর্থে স্নান করিলে একরাত্রিমধ্যে সিদ্ধলাভ হইয়া থাকে। নৈমিষ ও স্বর্গতীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও একমাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে নরমেধের ফললাভ হয়; গঙ্গাহ্রদ ও উৎপলবন-তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ও কালঞ্জরগিরি-তীর্থে অবগাহন ও একমাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে দশ অশ্বমেধের ফললাভ হয়। ষষ্টিহ্রদ-তীর্থে স্নান করিলে অন্নদান অপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে; প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিন কোটি দশ সহস্র তীর্থের সমাগম হয়। যিনি সেই মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগে পবিত্র হইয়া স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

মরুদগণ ও পিতৃগণের আশ্রয় এবং বৈবস্বত তীর্থে স্নান করিলে তীর্থের ন্যায় পবিত্রতালাভে সমর্থ হওয়া যায়। ব্রহ্মসর ও ভাগীরথী-তীর্থে অবগাহন, পিতৃগণের তর্পণ ও তথায় এক মাসকাল উপবাস করিয়া অবস্থান করিলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। উৎপাতকতীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্র-তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে থাকিলে নরমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। তিন বার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্মপৃষ্ঠ, গয়া, নিরবিন্দপর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন করিলে একবারে ঐ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কলাবিঙ্ক-তীর্থে অবগাহন করিলে প্রায় কিছুই অবিদিত থাকে না। অগ্নিপুরে স্নান করিলে অগ্নিকন্যাপুরে অবস্থান করা যায়। করবীপুরে স্নান ও দেবহ্রদে স্নান এবং বিশালাতীর্থে তর্পণ ও স্নান করিলে ব্রহ্মত্বলাভ হইয়া থাকে। আবর্ত্তনন্দা ও মহানন্দায় গমন করিলে অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নন্দনবনে পরম-সুখসম্ভোগ করিতে পারা যায়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সমাহিতচিত্তে উর্ব্বশী-তীর্থে গমন ও নিয়মানুসারে লৌহিত্য-তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফললাভ হয়। রামহ্রদে স্নান ও বিপাশা-তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে অবস্থান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অতি পবিত্রমনে মহাহ্রদে স্নান করিয়া এক মাস অনাহারে অবস্থান করিতে পারিলে জমদগ্নিতুল্য সদগতিলাভ হইয়া থাকে। দৃঢ়ব্রত ও হিংসাপরিশূন্য হইয়া বিন্ধ্যাচলে শরীরকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া এক মাস তপস্যা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। নর্ম্মদা ও সূর্পারকসলিলে অবগাহনপূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাসী থাকিলে নরপতিবংশে জন্মলাভ হয়। সমাহিতচিত্তে তিন মাস সংযত হইয়া জম্বুমার্গে গমন করিলে এক দিবসের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ হয়। কোকামুখে অবগাহন এবং চণ্ডালিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক কৌপীনধারণ ও শাক ভক্ষণ করিতে পারিলে দশটি কুমারীলাভ হইয়া থাকে।

যিনি কুমারিকা-হ্রদের উপকূলে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর শমন-সদনে গমন করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করেন। যিনি সমাহিত-চিত্তে অমাবস্যাতে প্রভাস-তীর্থে অবগাহন করেন, তাঁহার সিদ্ধি ও অমরত্ব লাভ হয়। উজ্জালক তীর্থ, আর্ষ্টিসেনের আশ্রম ও পিঙ্গর আশ্রমে স্নান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কুল্যা-তীর্থে অবগাহন ও অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। পিণ্ডারক-তীর্থে স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মারণ্য-পরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া অবগাহন করেন তিনি পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হয়েন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক মাস মৈনাক-পর্ব্বতের তীর্থে অবগাহন ও সন্ধ্যোপাসনা করিলে সর্ব্বমেধজন্য ফললাভ হইয়া থাকে। ভ্রূণহা ব্যক্তি শত যোজন হইতে কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তরমানসে গমন করিতে পারিলে ভ্রূণহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। একবার নন্দীশ্বরের মূর্ত্তি অবলোকন করিতে পারিলে আর পাপের লেশমাত্রও থাকে না। স্বর্গমার্গ-তীর্থে অবগাহন করিলেই ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত হিমালয় পর্ব্বত অতি পবিত্র, সমুদয় রত্নের আকর, সিদ্ধচারণগণ-নিষেবিত ও ভগবান্ ভূতনাথের শ্বশুর। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেহ অতি অসার বিবেচনা করিয়া ঐ পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য মুনি ও দেবতাদিগের অর্চ্চনায় নিরত থাকিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক অনায়াসে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন।

যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে সকল তীর্থ নিতান্ত দুর্গম, তৎসমুদয় মনোমধ্যে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই তীর্থগমন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য ও স্বর্গফলপ্রদ আর কিছুই নাই। তীর্থযাত্রা উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, আত্মহিতকর সাধু, সুহৃৎ ও শিষ্যগণের নিকট কীর্ত্তন করা বিধেয়। এই তীর্থযাত্রা উপাখ্যান মহর্ষি কাশ্যপ অঙ্গিরা মুনির এবং অঙ্গিরা গৌতমের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহর্ষিগণের জপ্য, রহস্য ও পরম পবিত্র। লোকে ইহা প্রত্যহ জপ করিলে পবিত্রদেহ হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যিনি এই অঙ্গিরাকীর্ত্তিত তীর্থযাত্রা উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বংশে জন্মপরিগ্রহণপূর্ব্বক জাতিস্মর হয়েন।"

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়

পবিত্র দেশাদি কীর্ত্তন—শিলবৃত্তি-সিদ্ধ সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ব্রহ্মার ন্যায় ক্ষমাশীল, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহেন, সেই সময় অত্রি' বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, গৌতম, অগস্ত্য, সুমতি, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরা, সংবর্ত্তন, প্রমিতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, একত, নিতম্ভু, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, পরশুরাম ও কচ প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। মহর্ষিগণ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া মধুরবাক্যে মহাত্মা ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাদিগের মধুর বাক্য-শ্রবণে আপনাকে স্বর্গস্থ জ্ঞান করিয়া যার পর নাই পুলকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ মহামতি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেও পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার স্তব ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে দিক্‌সমুদয় প্রকাশিত দেখিয়া পাণ্ডুতনয়দিগের মন একেবারে বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ! কোন্ দেশ, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ আশ্রম, কোন্ নদী ও কোন্ পর্ব্বতকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে শিলবৃত্তি[১] ও সিদ্ধ এই দুই ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক সিদ্ধ মহর্ষি সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তি তাঁহাকে গৃহে সমাগত দেখিয়া বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করিলেন। সিদ্ধ মহর্ষি তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহার আবাসে পরমসুখে একরাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্মা শিলবৃত্তি গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সিদ্ধের নিকটে সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত বেদ ও উপনিষদের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা শিলবৃত্তি সিদ্ধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! কোন্ কোন্ দেশ, রাষ্ট্র, আশ্রম, পর্ব্বত ও নদীকে পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

গঙ্গার মাহাত্ম্য

তখন সিদ্ধ শিলবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! ভাগীরথী গঙ্গা যে সমুদয় দেশ, রাজ্য, আশ্রম ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তৎসমুদয়কেই পরম পবিত্র বলিয়া

১। উঞ্ছবৃত্তি—শস্যকণিকা সংগ্রহ দ্বারা জীবিকাধারী।

নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণিগণ ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া যে গতিলাভ করিতে পারে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান দ্বারা তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা গঙ্গাজলে অবগাহন করে, তাহাদিগকে কখনই স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না। গঙ্গাসলিল দ্বারা যাহাদিগের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা দেহান্তে অনন্তকাল স্বর্গসুখ অনুভব করে। যাহারা প্রথমে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ গঙ্গার আরাধনা করে, তাহাদিগের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিলে যেরূপ পুণ্যলাভ হয়, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তির যতগুলি অস্থি গঙ্গাজলে নিপতিত হয়, সে তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারে। দিবাকর যেমন উদয়কালে গাঢ়তর অন্ধকার তিরোহিত করিয়া সুশোভিত হয়েন, সেইরূপ মনুষ্য গঙ্গাসলিল-প্রভাবে পাপশূন্য হইয়া বিরাজিত হইয়া থাকে। যে প্রদেশে পবিত্র গঙ্গাজল প্রবাহিত হয় না, সেই প্রদেশ শশধরশূন্য[১] বিভাবরী[২], পুষ্পশূন্য তরু, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট বর্ণ ও আশ্রম, সোমরস-পরিশূন্য যজ্ঞ, দিবাকর-বিরহিত অন্তরীক্ষ, পর্ব্বতহীন পৃথিবী ও বায়ুশূন্য আকাশের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই ত্রিলোকমধ্যস্থ সমুদয় প্রাণীই পবিত্র গঙ্গাসলিল দ্বারা তর্পিত হইলে যার পর নাই তৃপ্তিলাভ করে। সূর্য্যকিরণ-সন্তপ্ত গঙ্গাজল গোমযান্তর্গত[৩] যাবক[৪] অপেক্ষা শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। লোকে পবিত্রতাসম্পাদক সহস্র চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠান করিলেও গঙ্গাসলিলপায়ীর তুল্য ফললাভে সমর্থ হয় কি না সন্দেহ। অন্যত্র সহস্রযুগ একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফললাভ হয়, গঙ্গাতে এক মাস ঐরূপে অবস্থান করিলে তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি অযুতযুগ অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান থাকে আর যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ইচ্ছানুরূপ বাস করে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যেও গঙ্গাতীরবাসীই পূর্ব্বোক্ত কঠোর তপস্বী অপেক্ষা সমধিক ফলভাগী হয়, সন্দেহ নাই। যেমন তূলারাশি হুতাশনে নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ লোক গঙ্গায় স্নান করিলে তাহার সমুদয় পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে সমস্ত মনুষ্য শোকদুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আশ্রয়-লাভের অভিলাষ করে, ভগবতী ভাগীরথীই তাহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন। বিহগরাজ গরুড়কে দর্শন করিলে ভুজঙ্গেরা যেমন বিষশূন্য হয়, সেইরূপ গঙ্গাদর্শন করিবামাত্রই মনুষ্যগণ পাপবিহীন হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক ও মর্য্যাদাশূন্য, একমাত্র গঙ্গাই তাহাদিগের মর্য্যাদা, আশ্রয় ও শুভকর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে নরাধম বিবিধ পাপে বিলিপ্ত হইয়া নরকে পতনোন্মুখ হয়, সে ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সমুদয় পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে।

যে মহাত্মা সতত ভাগীরথীর সেবা করেন, তিনি পরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিদিগের সমকক্ষ হয়েন। যাহারা বিনয়াচার বিহীন ও অশুভকর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তাহারাও ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সদাচার-পরায়ণ হইতে পারে। সুরগণের অমৃত, পিতৃগণের স্বধা ও নাগগণের সুধা যেমন প্রীতিকর, গঙ্গাজল মনুষ্যদিগের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মলোক যেমন সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্নানার্থীদিগের পক্ষে জাহ্নবী সমুদয় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পৃথিবী ও ধেনু যেমন দেবগন্ধর্ব্বাদির উপজীব্য[১], সেইরূপ গঙ্গা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণীর উপজীবন[১] বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। সুরগণ যেমন চন্দ্রসূর্য্যসংস্থিত অমৃত পান করেন, মনুষ্যেরা সেইরূপ গঙ্গাসলিল পান করিয়া থাকেন। জাহ্নবীর পুলিন হইতে বালুকা লইয়া কলেবরে লিপ্ত করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। মস্তকে গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিলে সুনির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় রূপ হয়।

বায়ু গঙ্গাসলিলযুক্ত হইয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে অচিরাৎ সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। মানবগণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়াও যদি গঙ্গাদর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদয় দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়। ভাগীরথী হংস ও কোক[৩] প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের গীতশব্দে গন্ধর্ব্বদিগকে এবং স্বীয় উন্নত তীরভূমি দ্বারা

১—২। চন্দ্রশূন্য রাত্রি। ৩—৪। তপস্বিব্রতীর ভক্ষ্য গোমূত্র পক্ক যব।

১। সেব্য। ২। প্রাণতুল্য। ৩। চক্রবাক।

পর্ব্বতসমুদয়কে পরাস্ত করিয়াছেন। হংসাদি বিবিধ বিহঙ্গমাকীর্ণ গো-কুলপরিপূর্ণ গঙ্গাকে অবলোকন করিলে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া যাদৃশ প্রীতিলাভ হয়, স্বর্গলোকে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ করিলেও তাদৃশ প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ করিয়াও একবার গঙ্গাসন্দর্শন করিলেই পবিত্রতালাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্য গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শন ও গঙ্গায় অবগাহন করিলে তাহার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের সদ্গতিলাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনাভিলাষ, গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিলস্পর্শ গঙ্গাজলপান ও গঙ্গাসলিলে অবগাহন করে, ভগবতী ভাগীরথী তাহার উভয় কুল পবিত্র করেন। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিয়া শত শত পাপাত্মা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতেছে। যিনি স্বীয় জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক করিতে বাসনা করেন, গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে গমন করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, পুত্র, ধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা অসমর্থ হইয়াও মঙ্গলদায়িনী পবিত্রতোয়া জাহ্নবীকে অবলোকন না করে, পঙ্গু, মৃত, জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে উপাসনা করেন, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা যাঁহাকে আশ্রয় করেন সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করা সমুদয় ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে মনোমধ্যে ভাগীরথীকে চিন্তা করে, তাহার নিশ্চয়ই পরম গতিলাভ হয়। গঙ্গার উপাসনা করিলে যাবজ্জীবন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু, রাজা ও পাপ হইতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। পুণ্যদায়িনী গঙ্গা গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইলে ভগবান ভূতভাবন তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেবগণ সতত তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর দ্বারা ত্রিলোক সমালঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। যিনি সেই গঙ্গার সলিল সেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হয়েন, যেমন দেবগণের মধ্যে সূর্য্য, পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ নদীর মধ্যে গঙ্গাই উৎকৃষ্ট। গঙ্গাবিহীন হইলে মানবদিগের যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও ধননাশ হইলেও তাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয় না। গঙ্গা দর্শন করিলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। অরণ্য সন্দর্শন এবং অভিলষিত বিষয়, পুত্র ও ধনলাভ হইলেও গঙ্গাদর্শনের তুল্য প্রীতিলাভ হয় না। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নয়নপ্রীতিকর।

যিনি গঙ্গার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত তাঁহার অনুগত হয়েন, গঙ্গা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে। কি ভূচর, কি খেচর, কি দেবতা, কি অন্যান্য প্রাণী গঙ্গাসলিলে অবগাহন করা সকলেরই প্রধান কার্য্য। গঙ্গা ভস্মীভূত সাগরসন্ততি-সমুদয়কে পবিত্র করিয়া স্বর্গে নীত করিয়াছেন বলিয়া উঁহার যশঃসৌরভে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাহাদিগের কলেবর ভাগীরথীর পবনোদ্ধৃত বেগবান্ পবিত্র তরঙ্গে অভিষিক্ত হয়, তাহারা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা সমৃদ্ধিদায়িনী দুরবগাহ বেগবতী গঙ্গাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই দেবগণের সারূপ্যলাভ হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যগণনিষেবিত বিশ্বরূপা সুরধুনী অন্ধ, জড় ও দরিদ্রদিগের সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মারা অন্নপ্রদা, কর্ম্মফলদায়িনী, ত্রিলোকপাবনী ত্রিপথগার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয় স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাঁহারা গঙ্গাতীর আশ্রয়, গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাজল পান করেন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা পতিতোদ্ধারিণী সর্ব্বভূতের আশ্রয় বিষ্ণুমাতা ভগবতী ভাগীরথীর তীরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যাঁহার খ্যাতি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাতালতল ও সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, মানবগণ সেই গঙ্গার জল সেবন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বয়ং গঙ্গাদর্শন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে গঙ্গাদর্শন করান, কার্ত্তিকেয়জননী সুবর্ণগর্ভা

ধর্ম্মার্থকামপ্রদা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিনিয়ত গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ত্রিবর্গলাভ হয়। পৃথিবী ও আকাশের অলঙ্কারস্বরূপা হিমালয়দুহিতা শিবগেহিনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছেন। তরঙ্গমালাসমলঙ্কৃতা বিশ্বদর্শিনী ভাগীরথী প্রথমে স্বর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হইয়া তৎপরে হিমালয়ে, পরিশেষে হিমালয় হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন, বিশ্বত্রাণকারিণী নির্ম্মলতোয়া জাহ্নবী তাঁহাদিগের পথস্বরূপ হয়েন। যিনি ক্ষমা, ধারণ ও রক্ষণবিষয়ে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহার তেজ সূর্য্য ও অনলের ন্যায়, ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর সেই জহ্নুতনয়ার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে মনেও বিষ্ণুপাদসম্ভূতা মহর্ষিগণপূজ্যা পতিতপাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মলোকলাভ হইয়া থাকে। ভাগীরথী জননীর ন্যায় লোকসমুদয়কে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের পক্ষে গঙ্গার উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত বিশ্বভোগপ্রদা জগন্মাতা ভাগীরথীকে আশ্রয় করিবেন। মহাত্মা ভগীরথ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া ভগবতী জাহ্নবীকে পৃথিবীতে সমাসীন করিয়াছেন, মানবগণ নিরন্তর সেই ভাগীরথীর শরণাপন্ন হইলে উভয়লোকে নির্ভয়ে কাল হরণ করিতে পারে।

এই আমি তোমার নিকট স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যানুসারে ভাগীরথীর গুণের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তি কখনই গঙ্গার গুণসমুদয় পরিমাণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদি সুমেরুর রত্নসমুদয় ও সমুদ্রের অগাধ জলরাশির পরিমাণ করা যায়, তথাপি গঙ্গাজলের গুণসমুদয় পরিমাণ করা যায় না; অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর কায়মনোবাক্যে জাহ্নবীর এই সমুদয় গুণের সমাদর করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিলে, ত্রিলোকে স্বীয় যশ বিস্তৃত করিয়া অচিরাৎ পরমসিদ্ধি লাভপূর্ব্বক অভীষ্ট লোকে গমন করিতে পারিবে। ভক্তবৎসলা ভাগীরথী ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ও আমার বুদ্ধি যেন গঙ্গাদর্শনমাত্রে প্রসন্ন ও ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হয়।'

হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি সিদ্ধ, মহাত্মা শিলবৃত্তির নিকট এইরূপে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বর্গমার্গে অধিরূঢ় হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তিও ঐ মহাপুরুষের উপদেশানুসারে যথাবিধি গঙ্গার আরাধনা করিয়া অচিরাৎ দুর্লভ গতি লাভ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমি ভক্তিপরায়ণ হইয়া জহ্নুকন্যার উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মের মুখে এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্যযুক্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তবসম্বলিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ—মতঙ্গ-গর্দ্দভী সংবাদ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র ও বিবিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি ভিন্ন এই ত্রিলোক মধ্যে আর কাহারই নিকট ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্বলাভে সমর্থ হয়? তপস্যা, সৎকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্বলাভের উপযোগী, তাহা আপনি সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্থলে আমি মতঙ্গ-গর্দ্দভী-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যজ্ঞসম্ভারে অসমর্থ মতঙ্গের জন্মদোষপ্রকাশ

পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উহার জাতকর্ম্মাদি সমুদয় অনুষ্ঠান করেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস। আমি দেবগণের উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, তুমি অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর।' মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, বৎস। তুমি দুঃখিত হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ কদাচ এইরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হয়েন না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র: তিনি সকল ভূতের আচার্য্য ও শাসনকর্ত্তা: এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে কি তোমাকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিত? এই দুরাত্মা অতিশয় পাপস্বভাব, শিশুর প্রতি ইহার কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। এই নির্দ্দয় যেমন ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার জাতিসুলভ অসদ্ভাব ইহাকে তোমার প্রতি সদ্ভাবপ্রদর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ হইতেছে।'

গর্দ্দভী এইরূপ কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলে, মতঙ্গ তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর রথ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কল্যাণি। আমার জননী যেরূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চণ্ডাল হইয়াছি, তুমি তৎসমুদয় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।'

তখন গর্দ্দভী কহিল, 'তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। এই নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে ও তুমি চণ্ডাল হইয়াছ।'

মতঙ্গ গর্দ্দভীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিরাৎ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস। আমি তোমাকে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণরূপ গুরুতর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তুমি তাহা সুসিদ্ধ না করিয়া কি নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?'

মতঙ্গের ব্রাহ্মণত্বলাভের অধ্যবসায়

তখন মতঙ্গ কহিলেন, 'পিতঃ। যে ব্যক্তি চণ্ডালজাতি বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি? যাহার জননী দুঃশীলা, সে কিরূপে কুশলী হইবে? এই গর্দ্দভী কহিতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। ইহার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিব। মতঙ্গ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষে যত্নসহকারে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার সেই দুষ্কর তপস্যা-দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র তথায় আগমনপূর্ব্বক তপস্বী মতঙ্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মতঙ্গ। তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কি নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি, তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।' মতঙ্গ কহিলেন, 'ভগবন। আমি ব্রাহ্মণত্বলাভের নিমিত্ত এই তপোনুষ্ঠান করিতেছি। ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। ব্রাহ্মণত্বলাভ হইলেই আমি গৃহে প্রতিগমন করিব।' তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গের সেই অসঙ্গত প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মতঙ্গ। তুমি যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা নিতান্ত দুর্লভ। তুমি এই অসুলভ বিষয়লাভের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দুরাত্মা যারা

কোনক্রমেই উহা অধিকার করা যাইতে পারে না। অতএব তুমি অবিলম্বে এই দুরাশা পরিত্যাগ কর। ত্রিলোকমধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে'?"

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

মতঙ্গের তপস্যায় অনধিকার

ভীষ্ম কহিলেন, "দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলে ব্রতধারী মতঙ্গ তাঁহার বাক্যে তপস্যায় বিরত না হইয়া এক শত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পুরন্দর পুনরায় তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ। তুমি উহা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইবে। তথাপি আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, তুমি ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা করিও না। তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কোনক্রমেই উহা লাভ করিতে পারিবে না। জীব তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা, বৈশ্যত্বলাভের পর এক লক্ষ অশীতি বৎসর অতীত হইলে তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বলাভের পর এক শত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্ঠি সহস্র অষ্টশত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত ঊনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয়গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাগ্মিতা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতিলাভ হয়, আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে এককালে তাহার অধোগতিলাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ্যলাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন'।"

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়

মতঙ্গের তীব্রতর তপস্যা

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলেও মতঙ্গ তপস্যায় বিরত না হইয়া সংযতচিত্তে পুনরায় সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অনন্তর সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে বৃত্রাসুরনিপাতী পুরন্দর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদয় কীর্ত্তনপূর্ব্বক মতঙ্গকে তপোনুষ্ঠানে নিষেধ করিলেন।

তখন মতঙ্গ কহিলেন, 'হে পুরন্দর! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তথাপি কি নিমিত্ত আমার ব্রাহ্মণ্যলাভ হইতেছে না?'

দেবরাজ কহিলেন, 'বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব কোনক্রমেই ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আর তোমার বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন মতঙ্গ ইন্দ্রবাক্যশ্রবণে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমনপূর্ব্বক এক বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ও শিরা-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা তিনি সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বভূতহিতৈষী[১] বরদাতা বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! ব্রাহ্মণ্য লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ্যলাভ নিতান্ত সুকঠিন; উহার লাভচেষ্টা করিলে অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণকে

১। সকল জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী।

পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ এবং পূজা করিলে বিবিধ সুখলাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমুদয় প্রাণীর মঙ্গলদাতা; ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। ব্রাহ্মণগণ যখন যাহা বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব পর্য্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্যলাভ করে। অতএব তুমি সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। কখনই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না।'

মতঙ্গের অকৃতকার্য্যতা—ইন্দ্রবরে সদ্গতি

মতঙ্গ কহিলেন, 'দেবেন্দ্র! আপনি আর কি নিমিত্ত আমাকে তিরস্কার করিয়া পীড়িতপীড়ন[১] ও মৃত ব্যক্তির উপর প্রহার করিতেছেন? আমি তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইলেও আপনি কি নিমিত্ত আমাকে উহা প্রদান করিতেছেন না? অনেক ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও নিয়মিতরূপে তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু জনসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা ও শমদমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ ও অহিংসাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ্যলাভে বঞ্চিত হইব? হায় হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কেবল একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুরাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে অসমর্থ হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পুরুষকারপ্রভাবে দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন, যাহা হউক, অতঃপর অগত্যা আমাকে ব্রাহ্মণত্ব-লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহবুদ্ধি হইয়া থাকে অথবা আমার যদি কিছুমাত্র সুকৃতি থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করুন।'

মহাত্মা মতঙ্গ এই কথা কহিবামাত্র বৃত্রাসুরনিপাতী সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন মতঙ্গ কহিলেন, 'দেবরাজ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়।' তখন ইন্দ্র মতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া কামিনীগণের পূজ্য হইবে এবং ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না।'

হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন; মহাত্মা মতঙ্গও অচিরাৎ প্রাণত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন।"

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বলাভ—বংশ-বিবরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি আমার নিকট এই মহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ্যের দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যে কারণে ব্রাহ্মণ্যলাভ হইয়াছিল, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মহাত্মা বীতহব্য কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, আপনি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহারাজ বীতহব্য যেরূপে লোকসৎকৃত[২] দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপালননিরত মনুর ঔরসে শর্য্যাতি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শর্য্যাতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহারাজ বীতহব্য দশ স্ত্রীর গর্ভে মহাবল-পরাক্রান্ত যুদ্ধবিশারদ এক শত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

ঐ রাজপুত্রগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন।

বীতিহোত্রপুত্র বিধ্বস্ত-কাশীরাজের ভরদ্বাজাশ্রয়

ঐ সময় বারাণসীতে হর্য্যশ্ব নামে এক বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন। মহারাজ বীতহব্যের মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্রগণ গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক অকুতোভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে তাঁহার পুত্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকেও সংহারপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে সুদেবসন্তান মহাত্মা দিবোদাস সেই গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণকূলে সংস্থাপিত বর্ণচতুষ্টয়সমাকীর্ণ অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী বারাণসীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পরাক্রান্ত শত্রুদিগের ভয়ে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে স্বীয় রাজধানী সুদৃঢ় ও সমধিক শোভাসম্পন্ন করিলেন। তখন বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দিবোদাসও সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সহস্র বৎসর তাঁহাদিগের সহিত দেবাসুর-সংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে হতবাহন[১], হতযোধ[২], ও ক্ষীণকোষ[৩] হইয়া নিতান্ত দৈন্যদশায় নিপতিত হইতে হইল। তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতি-তনয় মহাত্মা ভরদ্বাজ কাশিরাজ দিবোদাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইলে তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।'

ঋষি-অনুগ্রহে দিবোদাসের বীরপুত্রলাভ

দিবোদাস কহিলেন, 'ভগবন্! বীতহব্যের আত্মজেরা রণস্থলে আমার বংশনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি একাকী বংশবিনাশশোকে কাতর হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি শিষ্যস্নেহ নিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। সেই পাপাত্মারা আমার বংশে আমি ভিন্ন আর কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই।' তখন প্রবল-প্রতাপ মহাভাগ ভরদ্বাজ দিবোদাসের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি এক্ষণে আর ভীত হইও না। আমি তোমার পুত্রলাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। তুমি সেই পুত্রের বলবীর্য্যপ্রভাবে বীতহব্যের বংশ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে।'

মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বলিয়া দিবোদাসকে বিদায় করিয়া তাঁহার পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞপ্রভাবে মহীপাল দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলেন এবং সমগ্র বেদ ও ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে যোগ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই যোগপ্রভাবে প্রতর্দ্দনের দেহে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত তেজঃ প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি সুরর্ষি ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবলপরাক্রান্ত দিবোদাসতনয় শরাসন, খড়্গ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পিতার নিকট গমন করিলেন। সুদেবতনয় দিবোদাস স্বীয় পুত্র প্রতর্দ্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বীতহব্যের আত্মজেরা যে তাঁহার শরনিকরে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে এককালে নিঃসংশয় হইয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে মহীপাল দিবোদাস যুবরাজ প্রতর্দ্দনকে বীতহব্যের আত্মজগণের বিনাশসাধনার্থ অনুমতি করিলেন। প্রতর্দ্দন পিতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দনের রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নগরাকার রথসমুদয়ে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং নানাবিধ প্রহরণে প্রতর্দ্দনের সহিত

১—৩। বাহন সৈন্য ও ধনহীন

হইয়া জলধর যেমন হিমাচলের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত প্রতর্দ্দন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক বীতহব্যতনয়গণের নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া অচিরাৎ বজ্রানলসন্নিভ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দননিক্ষিপ্ত শরনিকরে ছিন্নমস্তক হইয়া, রুধিরাক্তকলেবরে, কুঠারকর্ত্তিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ বীতহব্য পুত্রগণকে সমর-শয্যায় শয়ান দেখিয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি ভৃগুও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। মহারাজ বীতহব্য রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে, দিবোদাসতনয় প্রতর্দ্দন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। তিনি বীতহব্যের গমনের অনতিবিলম্বেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'মহাত্মা ভৃগুর শিষ্যগণমধ্যে এই আশ্রমে কে উপস্থিত আছেন, তিনি অবিলম্বে মহর্ষিকে আমার আগমনসংবাদ প্রদান করুন। আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।'

ভৃগুকৌশলে বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বপ্রতিপাদন

মহাবীর দিবোদাসতনয় উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক বিধানুসারে সৎকার করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব?' তখন প্রতর্দ্দন কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার আশ্রমে বীতহব্য অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন। তাঁহার আত্মজগণ আমার বংশ বিলুপ্ত এবং আমার কাশীরাজ্য ও সমুদয় ধনরত্ন উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি বীতহব্যের সেই বলমদমত্ত শত পুত্র বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাকে বিনাশ করিলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।' তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যের প্রতি একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া প্রতর্দ্দনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমার এই আশ্রমমধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই ব্রাহ্মণ।' মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, প্রতর্দ্দন তাঁহার পাদবন্দনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে কহিলেন, 'ভগবন্! সেই দুরাত্মা বীতহব্য ক্ষত্রিয়; সে এক্ষণে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করাতে, আপনি তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তিরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রখ্যাপন করিতেছেন, সুতরাং আমারই বলবীর্য্যপ্রভাবে সে জাতিচ্যুত[১] হইল। আমি ইহা দ্বারাই আপনাকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিতেছি। এক্ষণে আপনি আমার শুভানুধ্যান ও গমনে অনুমতি প্রদান করুন।' মহারাজ প্রতর্দ্দন এইরূপে উরগ যেমন মনুষ্যের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বীতহব্যের প্রতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ বীতহব্যও এইরূপে ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে মহারাজ বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্রেই[২] ব্রহ্মর্ষিত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃৎসমদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাত্মা গৃৎসমদের রূপ অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় ছিল। একদা দৈত্যগণ উঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বোধ করিয়া একান্ত নিপীড়িত করে। ঋগ্বেদ-মধ্যে উঁহার গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা উঁহার সবিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। তাঁহার সুচেতা নামে এক পুত্র জন্মে। সুচেতার পুত্র বর্চ্চা। বর্চ্চার পুত্র বিহব্য। বিহব্যের পুত্র বিতত্য। বিতত্যের পুত্র সত্য। সত্যের পুত্র সন্ত। সন্তের পুত্র তম। তমের পুত্র প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি। প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করে। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনকের জন্ম হয়। মহাত্মা শৌনক সেই শুনকের পুত্র। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও মহর্ষি ভৃগুর অনুগ্রহে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের বংশপরম্পরা ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।"

১। স্বজাতি প্রভ্রষ্ট। ২। বাক্য উচ্চারণমাত্রেই।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

সর্ব্বলোকপূজ্য বিপ্রের লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই ত্রিলোক-মধ্যে কোন্ ব্যক্তিরা পূজ্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে নারদ-বাসুদেব-সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা কেশব নারদকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'ভগবন! আপনি ভক্তিপূর্ব্বক কাহাকে নমস্কার করিতেছেন? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তন করুন।'

নারদ কহিলেন, 'কেশব! আমি যাঁহাদিগকে পূজা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে তোমার তুল্য শ্রোতা আর কেহই নাই। যাঁহারা বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, পর্জ্জন্য, অগ্নি, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদপারদর্শী, বেদপরায়ণ, যাঁহারা আত্মশ্লাঘা-বিহীন, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও ক্ষমাশীল হইয়া অনাহারে দেবকার্য্য সাধন করেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক শস্য, ধন, গাভী ও ভূমি প্রভৃতি দ্রব্যসমুদয় বিপ্রসাৎ[1] করিয়া থাকেন, যাঁহারা বনমধ্যে ফল-মূল ভক্ষণপূর্ব্বক সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হইয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, যাঁহারা ভৃত্যভরণনিরত[2] ও অতিথি-সেবাপরায়ণ হইয়া দেবতার অবশিষ্ট[3] দ্রব্য ভোজন করেন, যাঁহারা নিয়মিতরূপে বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা সমুদয় ভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা অসূয়াশূন্য হইয়া একান্তমনে বেদপাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হয়েন, যাঁহারা ব্রতধারী, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও হব্যকাব্যের[4] অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যাঁহারা মমতা, প্রয়োজন ও প্রতিদ্বন্দ্ব[5]-পরিশূন্য হইয়া নিয়ত দিগম্বরবেশে[6] অবস্থান করেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, অহিংসাব্রতপরায়ণ ও শমদমাদিগুণে বিভূষিত, যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া কপোতের ন্যায় সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হয়েন এবং দেবতা ও অতিথিসেবায় সতত নিযুক্ত থাকেন, যে শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবর্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও লোভ-পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ, সলিল পান ও যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া বিবিধ ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হয়েন, যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রত পালন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদের একমাত্র আধার এবং সমুদয় ভূত যাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সমুদয় ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া থাকি। উঁহারা সকলেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ও সমুদয় লোকের অজ্ঞানান্ধকারনাশক। অতএব তুমিও প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর।

ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে উভয় লোকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সতত গো, ব্রাহ্মণ, সত্য ও অতিথিসেবায় একান্ত, অনুরক্ত; যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, ঈর্ষ্যাপরিশূন্য বেদাধ্যায়ন-নিরত; যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাত্র বেদ অবলম্বনপূর্ব্বক দেবগণকে নমস্কার করেন; যাঁহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্ব্বক দানে প্রবৃত্ত হয়েন; যাঁহারা কৌমার ব্রহ্মচারী হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন; যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণকে যথানিয়মে ভোজ্যবস্তু প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন, যাঁহারা যথানিয়মে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহারা তোমার ন্যায় পিতা, মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত ভক্তি-পরায়ণ হয়েন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদয় আপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।'

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এক্ষণে তুমিও তদনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ অতিথিদিগকে পূজা কর, তাহা হইলে অনায়াসে সদ্গতিলাভে সমর্থ হইবে।"

১। বিপ্রার্থে দান। ২। ভৃত্যপোষণতৎপর। ৩। দেব-উদ্দেশে নিবেদিত—প্রসাদ। ৪। দেবপূজা ও পিতৃপূজার। ৫। বিবাদ। ৬। উলঙ্গ—বস্ত্রবিহীন অবস্থায়।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

সর্ব্বজীবে দয়া—শিবি-কপোত-শ্যেনবৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণী শরণাপন্ন হইলে, যাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক প্রিয়দর্শন কপোত এক শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়ব্যাকুলমানসে নভোমণ্ডল হইতে মহাত্মা শিবিরাজার ক্রোড়ে নিপতিত ও শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন বিশুদ্ধস্বভাব মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিহঙ্গম! তোমার ভয় নাই। তুমি কোথায় কি করিয়াছ এবং কাহার ভয়েই বা এরূপ ভীত ও উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। ঐ দেখ, রক্ষাধ্যক্ষ[১] তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমিও বিশ্বস্ত ও ভয়-বিহীন হও। আজ আমি তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদয় কাশিরাজ্য ও জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি।'

গাত্রমাংসপ্রদানে শিবির কপোতরক্ষা

মহারাজ শিবি কপোতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্যেনপক্ষী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'মহারাজ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য। আমি বহু যত্নে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই কপোতের মাংস, রুধির, মজ্জা ও মেদ দ্বারা আমার বিলক্ষণ তৃপ্তিলাভ হইবে। অতএব আপনি আমার আহারের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আমি ইহার অনুসরণপূর্ব্বক পক্ষ ও নখর দ্বারা ইহাকে ক্ষত বিক্ষত ও মৃতপ্রায় করিয়াছি। ঐ দেখুন, ইহার কেবল এক একবার নিশ্বাস-প্রশ্বাস বিনির্গত হইতেছে, এক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই উচিত নহে। আপনি স্বীয় অধিকারস্থ মানবগণেরই প্রভু, তৃষ্ণার্ত্ত খেচরদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা নাই। শত্রু, ভৃত্য, স্বজন ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে দমন ও ব্যবহারবিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আকাশচারী বিহঙ্গকুলের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করা আপনার কখনই বিধেয় নহে। আমি আপনার শত্রু নহি, তথাচ যদি আপনি আমাকে আমার ভক্ষ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।'

শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিলে, মহারাজ শিবি তাহার বাক্যশ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'বিহঙ্গম! আজ আমি তোমাকে বৃষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষের মাংস প্রদান করিতেছি; তুমি তদ্দ্বারা ক্ষুধাশান্তি কর। আমি কখনই শরণাগত-প্রতিপালনরূপ মহাব্রত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই দেখ কপোত কোনমতেই আমার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতেছে না।'

তখন শ্যেন কহিল, 'মহারাজ! আমি বৃষ, বরাহ ও অন্যান্য জন্তু ভোজন করি না। সুতরাং ঐ সকল জন্তুর মাংসে আমার প্রয়োজন কি? দেবগণ কপোতদিগকেই আমাদের ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্যেনপক্ষীরা যে কপোতদিগকে ভক্ষণ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে এই কপোত-পরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করুন।'

শ্যেন পক্ষী এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ শিবি তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিহগরাজ! আজ তুমি আমাকে এই আদেশ করিয়া আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। আমি অবিলম্বেই তোমাকে কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি।' মহাত্মা শিবি শ্যেনপক্ষীকে এই কথা কহিয়া তুলাদণ্ড সংস্থাপনপূর্ব্বক উহার এক দিকে কপোতকে সন্নিবেশিত করিয়া, অপর দিকে স্বীয় মাংস ছেদন করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরস্থিত অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সেই সংবাদ

১। রক্ষাকর্তা আমি।

শ্রবণমাত্র হাহাকার করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাদিগের এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের ক্রন্দনকোলাহলে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সময় নরপতির সেই সত্যপালনপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী বিচলিত হইল। মহারাজ শিবি ক্রমে ক্রমে পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় ও উরুদ্বয় হইতে সমুদয় মাংস ছেদনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে প্রদান করিলেন; তথাপি উহা কপোতপরিমিত হইল না। পরিশেষে যখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি স্বয়ং রুধিরাক্ত-কলেবরে তুলাদণ্ডের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন।

কপোতরক্ষায় শিবির স্বর্গবাস

তিনি তুলাদণ্ডে আরোহণ করিবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। দেবগণ ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে বারংবার অমৃত ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার সন্তোষসম্পাদনার্থ নৃত্যগীত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ শিবি সেই সৎকার্য্য-প্রভাবে সুবর্ণময় অট্টালিকা, মণিকাঞ্চনময় তোরণ ও বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভে সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সেই মহাত্মা শিবিরাজের ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। যে ব্যক্তি ভক্ত, অনুরক্ত ও আশ্রিতদিগকে রক্ষা করে, সে পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখভোগে অধিকারী হয়। যে মহীপাল সৎস্বভাবসম্পন্ন ও শিষ্টাচারনিরত হইয়া কপটতা পরিত্যাগ করতে পারেন, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। সেই বিশুদ্ধস্বভাব সত্যপরাক্রম কাশিরাজ শিবি স্বীয় সৎকার্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার ন্যায় পরলোকে সদ্গতিলাভ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মহাত্মা শিবির এই উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই।"

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য—ব্রাহ্মণসম্বন্ধে নৃপতিকর্ত্তব্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মহীপালগণের কোন্ কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহারা কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গললাভ করেতে সমর্থ হয়েন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহীপাল সুখলাভার্থী হইয়া ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই রাজাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। বৃদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত পূজা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রাহ্মণ রাজার নগর বা জনপদবাসী হইবেন, রাজা তাঁহাদিগকে বহুবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান, তাঁহাদের প্রতি শান্তবাক্য প্রয়োগ ও তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করিবেন। এই কার্য্যকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া অবধারণ করা ভূপতিদিগের শ্রেয়স্কর। আপনার দেহ ও পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূজনীয়, রাজা তাঁহাদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। ব্রাহ্মণেরা শান্তভাবে অবস্থান করিলে, রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত থাকে। আর তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে, মারণোচ্চটনাদি বিবিধ উপায় ও তপোবললব্ধ তেজ দ্বারা সমগ্র দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় পূজা ও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনপূর্ব্বক লোকের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রসাদেও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা ইঁহাদিগের বিনাশসাধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইঁহাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অরণ্যমধ্যে অগ্নিশিখা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে সমুদয় ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। অতি সাহসিক ব্যক্তিরাও উঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে। উঁহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষিপ্রকারী ও কেহ কেহ বা কার্পাসের ন্যায়

একান্ত মৃদু এবং কতকগুলি অতিশয় শঠ ও কতকগুলি যার পর নাই অকপট। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গোরক্ষণ, কেহ কেহ ভিক্ষাচরণ, কেহ কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ও কেহ কেহ নট-নর্ত্তকের কার্য্যসাধন, কেহ কেহ নিরন্তর কলহ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং কেহ কেহ বা লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ বহুবিধ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিরীক্ষিত হয়েন। সেই নানা কর্ম্মনিরত বিবিধ কার্য্যোপজীবী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মজ্ঞান সতত কীর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পিতৃগণ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য; দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণ-মধ্যে কেহই উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। উঁহারা দেবতাকে অদেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা উঁহাদিগের প্রিয়, তাঁহারা রাজা হয়েন; আর যাহারা অপ্রিয়, তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণের অযশ ঘোষণা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পরের নিন্দা ও প্রশংসানিরত কীর্ত্তি অকীর্ত্তির কারণ ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বিদ্বেষীদিগের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হয়েন; আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহদৃষ্টি ব্যতিরেকে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট পরাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ, তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বজন্তুবিনাশের পাপ অপেক্ষা ব্রহ্মহত্যার পাপ গুরুতর। মহর্ষিগণ ব্রহ্মহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের অপবাদ শ্রবণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে উঁহাদিগের অপবাদ কীর্ত্তিত হয়, তথায় অধোমুখে অবস্থান বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্ব্বক পরমসুখে জীবিত থাকিতে পারে, এরূপ লোক জীবলোকে অদ্যাপি জন্মে নাই এবং জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। মুষ্টি দ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং হস্ত দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ ও পৃথিবী ধারণ করা যেরূপ দুষ্কর, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন, সন্দেহ নাই।"

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের তৃপ্তিতে মঙ্গল—অতৃপ্তিতে অমঙ্গল

ভীষ্ম কহিলেন, "ব্রাহ্মণগণকে সতত পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ সকলকেই সুখ-দুঃখ প্রদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনারূপ বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও অলঙ্কার প্রদান, নমস্কার এবং পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্র হইতে যেমন জীবগণের মঙ্গললাভ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে রাজ্যের মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও শত্রুদমনসমর্থ মহারথ ক্ষত্রিয়কে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বীয় ভবনে সৎকুলোদ্ভব ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বাস প্রদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণকে হবনীয়[১] দ্রব্য প্রদান করিলে দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্‌সমুদয় ব্রাহ্মণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে পাপাত্মার গৃহে ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার গৃহে অন্নগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে দেবতা ও পিতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হয়েন, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণপ্রশংসাপ্রসঙ্গে পৃথিবী-বাসুদেব-সংবাদ

যাহারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করে, তাহারা পরম পরিতৃপ্ত ও চরমে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ সেই সেই দ্রব্য দ্বারাই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যে যজ্ঞ হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণই সেই যজ্ঞের মূলকারণ। এই জগৎ যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে লীন হইবে, ব্রাহ্মণগণের তাহা অবিদিত নাই; একমাত্র

১। অগ্নিতে আহুতিদানযোগ্য—ঘৃত-সমিৎ কাষ্ঠাদি।

ব্রাহ্মণপ্রভাবে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ও ভূত, ভবিষ্যৎ বিষয়ে সমুদয়ই অবগত আছেন। যাহারা ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়; তাহাদিগের কুত্রাপি পরাভব নাই। তাহারা চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজঃ ও বলের উপশম হইয়া থাকে। দেখ, ভৃগুবংশীয়েরা তালজঙ্ঘদিগকে, অঙ্গিরার বংশসমুৎপন্ন মহাত্মারা নীপগণকে এবং মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈতহব্য ও ঐলদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ইহলোকে যাহা পাঠ, যাহা শ্রবণ ও যে বিষয়ক[১] কথোপকথন করা যায়, তৎসমুদয়ই গূঢ়ভাবে ব্রাহ্মণে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পৃথিবী-বাসুদেবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাসুদেব সর্ব্বভূতজননী ভগবতী বসুমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বসুন্ধরে! গৃহস্থ ব্যক্তিরা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

তখন পৃথিবী বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'কেশব! আমি নারদের মুখে শুনিয়াছি, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের মহারথিত্ব, কীর্ত্তি, বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন পরম পবিত্র ব্রাহ্মণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ যাহাকে প্রশংসা করেন, সেই অভ্যুদয়শালী[২] হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে, তাহাকে মহার্ণব-নিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের[৩] ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাভবের হেতু। দেখ, ব্রাহ্মণশাপে ভগবান্ চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্র লবণোদকে পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণপ্রভাবে প্রথমে সহস্র ভগচিহ্নে পরিব্যাপ্ত হইয়া পরিশেষে আবার ব্রাহ্মণের প্রসাদে সহস্রনয়ন হইয়াছেন। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই বিধেয়।'

হে ধর্ম্মরাজ! বসুন্ধরা দেবী এইরূপ কহিলে, মহাত্মা মধুসূদন তাহার বাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।"

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের প্রতি কর্ত্তব্য-উপদেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধি সকলের নমস্য। তাঁহারা অতিথিরূপে সুপক্ক অন্নের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণের মুখস্বরূপ। তাঁহাদিগের[১] হইতেই[২] ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা জীবলোকের সুহৃৎ। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ পূজিত হইয়া আমাদিগের শুভানুধ্যান এবং আমাদিগের শত্রুগণ কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাহাদের অশুভানুধ্যান করুন। পূর্ব্বে বিধাতা ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, পুরাবিৎ[৩] পণ্ডিতেরা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সুরক্ষিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিবে। ইহাই তোমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। ইহা দ্বারাই তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্যকার্য্য সংসাধন করিয়া ব্রাহ্মী[৪] শ্রী[৫] লাভ করিবে। তোমরা সকলের আদর্শ ও নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্য্যাবলম্বন করা তোমাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে, আর স্বাধ্যায়সম্পন্ন[৬] হইলে শ্রী, বুদ্ধি, তেজ ও বিপুল মাহাত্ম্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের যার পর নাই সৌভাগ্য জন্মিবে। তোমরা কোন স্থলে আতিথ্যস্বীকার করিলে গৃহস্থ শিশুদিগের ভোজন না হইলেও অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাইবে। তোমরা অহিংসক, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া সমুদয় ইচ্ছাই

১। বিষয়ে। ২। উন্নতিশালী। ৩। মাটির ঢেলার।

১—২। ব্রাহ্মণগণ হইতেই। ৩। অতীত বৃত্তান্তে অভিজ্ঞ। ৪—৫। ব্রহ্মতেজ। ৬। বেদপাঠনিরত।

চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভূলোক ও দ্যুলোক[১] মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যা দ্বারা অধিকার করা যায়। অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

হে ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী, কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষ[২]-তুল্য উগ্র ও কেহ কেহ বা নিতান্ত মৃদু এবং কেহ কেহ বা বাঙ্‌নিষ্পত্তি ও কেহ কেহ বা দর্শনমাত্রেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ নানা প্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির, শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চোল, শবর, বর্ব্বর কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পরাভবনিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদবলে দেবগণ স্বর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেমন আকাশের সৃষ্টি, হিমালয়পর্ব্বতের পরিচালন ও সেতুবন্ধন দ্বারা গঙ্গাস্রোতের প্রতিরোধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে পরাভূত করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রহ্মবিরোধ[৩] উপস্থিত করিয়া কোন নরপতিই পৃথিবীশাসনে সমর্থ হইতে পারেন না। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সতত ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষসম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন, সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুলরক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

১। স্বর্গলোক। ২। বিষধর সর্প। ৩। ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণসেবা প্রভাব—শক্র-শম্বরসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর শক্র-শম্বরসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিতকলেবর হইয়া ছদ্মবেশে বিরূপ রথারোহণে শম্বরাসুরের নিকট আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারা স্বজাতীয়দিগকে অতিক্রম করিয়াছ এবং কোন্ ব্যবহারবলেই বা তাহারা তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।'

শম্বর কহিলেন, 'মহাত্মন্! আমি কখন ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করি না; ব্রাহ্মণগণ যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে আমি অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করি; কদাচ তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করি না। আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে সাদরে সম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া থাকি; তাঁহারাও বিশ্বস্তচিত্তে আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ও আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। আমি কখন তাঁহাদের[১] কোন অপরাধ করি না। তাঁহারা অসাবধানে থাকিলেও আমি সাবধান এবং তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও আমি জাগরিত থাকি।

আমি একান্ত ব্রাহ্মণানুগত বলিয়া শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিলে মধুমক্ষিকা যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে[২] মধুধারায় অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আমাকে অমৃততুল্য বিদ্যারসে আর্দ্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বীয় মেধাবলে তৎসমুদয় গ্রহণ এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতার বিষয় অনুধ্যান করি। আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট যুক্তিরূপ সুধাপান করিয়া থাকি বলিয়া তারাগণমধ্যস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছি। আমার পিতা ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণের মুখবিনির্গত অমৃতময় জ্ঞানস্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনায়াসে জয়লাভ করিতে পারে। তিনি

১। তাঁহাদের নিকট। ২। মৌচাককে।

দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণের মহিমা দর্শন করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশাকরকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলেন?'

তখন চন্দ্র কহিলেন, 'দৈত্যরাজ! ব্রাহ্মণেরা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের ভুজবলের ন্যায় ব্রাহ্মণের বাক্যবল নিতান্ত দুঃসহ। ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক অল্পমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রোধবিহীন হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। আর তিনি স্বীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পিতার নিকট সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিলেও লোকে তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। সর্প যেমন মূষিকাদিকে গ্রাস করে, তদ্রূপ বসুমতী রণপরাঙ্মুখ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অভিমানশালী ব্যক্তির অধিকৃত, ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী ও কন্যকা[১] গর্ভবতী হইলেই জনসমাজে দূষিত হইয়া থাকে।' হে মহাত্মন্! আমার পিতা ভগবান্ চন্দ্রমার নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন; আমিও এক্ষণে পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকি।'

হে ধর্ম্মরাজ! পুরন্দর এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শম্বরের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহাদের পূজায় যত্নবান্ হইয়া অচিরাৎ দেবরাজত্ব লাভ করিলেন।"

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

পূজ্য-পাত্রনিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অদৃষ্টপূর্ব্ব, চিরাশ্রিত ও দূর হইতে অভ্যাগত এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে সৎপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! উঁহারা সকলেই সৎপাত্র। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য ও কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে প্রার্থনারূপ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু ভৃত্যবর্গকে[২] কষ্ট প্রদান করিয়া দান করা নিতান্ত অনুচিত। যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করে, তাহাকে অবশ্যই ক্লেশভাগী হইতে হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! প্রাণিগণের ক্লেশ ও ধর্ম্মহিংসা না করিয়া, কাহাকে দান করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সম্মানাস্পদ ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়াবিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব স্থিরচিত্তে মানবগণকে সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য, অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম এই সমুদয় গুণে অলঙ্কৃত হয়েন এবং কখন কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত[১], কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমুদয় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানের ভাজন হইতে পারেন। বেদের অপ্রমাণ্যনির্দ্দেশ[২], শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়মভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দুক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশ-নিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী[৩], মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত[৪] ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগজালবিস্তার ও সমুদয় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্ম ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য দ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না।"

১। অবিবাহিত কন্যা। ২। পোষ্যগণকে।

১। বহুকালের আশ্রিত। ২। মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন। ৩। সর্ব্ববিষয়ে সংশয়যুক্ত। ৪। অস্থিরমতি।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

নারীচরিত্র—নারদ পঞ্চচূড়া-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘুচিত্ত ও সমুদয় দোষের আকর বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে: অতএব তাহাদের কিরূপ স্বভাব, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই নারদ-পঞ্চচূড়াসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সমুদয় লোক পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি একদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নিতম্বিনি! আমি তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।'

তখন পঞ্চচূড়া কহিল, 'মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে আমার বক্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সাধ্যানুসারে আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিব।'

নারদ কহিলেন, 'সুন্দরি! তোমাকে অবক্তব্য বা অসাধ্যবিষয়ক প্রশ্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে তোমার নিকট স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।'

মহর্ষি নারদ এইরূপ অনুরোধ করিলে, পঞ্চচূড়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মহর্ষে! আমি নারী হইয়া কিরূপে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিব? স্ত্রীলোকের স্বভাব আপনার অবিদিত নাই; অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কামিনীকুলের নিন্দা করিতে পারিব না।'

নারদ কহিলেন, 'সুন্দরি! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারী হইয়া নারীদিগের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আমার মতে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়; সত্য কহিলে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে যথার্থরূপে স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় কীর্ত্তন কর।'

তখন পঞ্চচূড়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, 'মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার মুখে স্ত্রীজাতির নিন্দা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন। কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান্ ও রূপবান্ পতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পরপুরুষসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তার প্রতি অনুরক্ত হয়।

কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না: পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে। পতিগণ উহাদিগের অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু প্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে, কৃত্রিম পুংলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্মরক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চল-স্বভাব। উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্ত্তৃগণ সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া উহাদের যেরূপ প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহ

প্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার[১]; বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সমুদয় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত-সমুদয়[২] ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের[৩] দোষের[৪] সৃষ্টি করিয়াছেন'।"

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

নর-নারীর চরিত্ররক্ষার উপায়জিজ্ঞাসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অন্তঃকরণে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর, তখন পুরুষেরা কি নিমিত্ত উহাদের সহিত সংসর্গ করে? উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণলাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নূতন নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে।

শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছে, কামিনীগণ তৎসমুদয়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে, উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিকেও প্রিয়সম্ভাষণদ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য্যসমুদয় অবলোকন করিয়াই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইদানীন্তন মহিলাগণের আচার-ব্যবহার দর্শন করিয়া, পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মপরায়ণ কামিনীগণের পাতিব্রত্যধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, উহাদিগকে পরপুরুষ সংসর্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে কামিনীগণকে পরপুরুষ সংসর্গে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, অথবা যদি কেহ পূর্ব্বে কোন কামিনীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

স্ত্রীজাতির চরিত্রনাশের স্বাভাবিক কারণ

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি স্ত্রীজাতির বিষয়ে যে যে কথা কহিলে, তৎসমুদয়ই সত্য। এক্ষণে পূর্ব্বে মহাত্মা বিপুল যেরূপে গুরুপত্নীকে পরপুরুষ-সংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ও সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু, এই সমুদয়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্ব লাভ করিত। দেবগণ তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে দেখিয়া, শঙ্কিতমনে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মানবগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিল, ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হওয়া অবধি স্ত্রীলোক ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইয়াছে।

১। তীক্ষ্ণধার ক্ষুর। ২। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ। ৩—৪। ক্ষিতি আদি উপাদানগত বৈষম্যে স্ত্রীদিগের দেহে দোষের আধিক্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকারে ঐরূপ মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন। উহারাও কামলুব্ধ হইয়া সর্ব্বদা মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায়স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন। তখন মানবগণ কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ সমুদয় স্ত্রীতে আসক্ত হইল। স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্য্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা, কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট স্ত্রীজাতির সৃষ্টিবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা বিপুল যেভাবে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

নারীপ্রবৃত্তি-প্রতিরোধে ঋষিশিষ্য বিপুলের যত্ন

পূর্ব্বকালে দেবশর্ম্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রুচি নামে এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য-দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর সেই কামিনীর অলোকসামান্য রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত সংসর্গ করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন। মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্ত্রীজাতির চরিত্র ও পুরন্দরের পারদারিকতা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া যথোচিত যত্নসহকারে স্বীয় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

একদা ঐ মহর্ষি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, কিরূপে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রিয়শিষ্য বিপুলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব। ইন্দ্র সতত আমার ভার্য্যার সতীত্বভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে। সেই পাপাত্মা মায়াবলে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে। অতএব তুমি সাবধান হইয়া নিরন্তর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।'

মহাত্মা দেবশর্ম্মা এইরূপ আজ্ঞা করিলে, অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মহাতপাঃ বিপুল তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্। ইন্দ্র কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করিতে পারে এবং তাহার শরীর ও তেজই বা কিরূপ, আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।'

ইন্দ্রের স্বভাবপ্রদর্শনে ঋষির সাবধানতা

তখন ভগবান্ দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস। আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের মায়া সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ দুরাত্মা ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সে কখন কিরীট, কখন বজ্র, কখন মুকুট ও কখন কুণ্ডল ধারণ করে; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে চণ্ডালসদৃশ হয়। ঐ পাপাত্মা কখন শিখা, কখন জটা, কখন কৌপীন এবং কখন বৃহৎ, কখন স্থূল ও কখন বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, কখন গৌরাঙ্গ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন রূপবান্, কখন কুৎসিৎ, কখন বাহুরূপী, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন প্রতিলোমজাতি[১], কখন অনুলোমজাতি[২] হয় এবং কখন শুক, কখন বায়স, কখন হংস, কখন কোকিল, কখন ব্যাঘ্র, কখন সিংহ, কখন হস্তী, কখন দেবতা, কখন দৈত্য, কখন নরপতি, কখন পক্ষী, কখন চতুষ্পদ, কখন মক্ষিকা ও কখন বা মশকাদির বেশ ধারণ করিয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও ঐ পাপাত্মার রূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন না। ঐ দুরাত্মা রূপান্তর পরিগ্রহ করিলে কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উহাকে অবলোকন করা যায়। অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে আমার সহধর্ম্মিণী রুচিকে রক্ষা করিবে। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্র যেন উহাকে দূষিত করিতে না পারে।'

যোগবলে বিপুলের গুরুপত্নীদেহে প্রবেশ

মুনিবর দেবশর্ম্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা বিপুল

১। অনার্য্য অন্ত্যজাদি নীচজাতি। ২। আর্য্যজাতি।

গুরুবাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কিরূপে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নীকে রক্ষা করি? দেবরাজ পরম মায়াবী ও মহাবল-পরাক্রান্ত। আমি আশ্রম বা উটজদ্বার[১] রোধ ও পৌরুষপ্রকাশ করিয়া কোনরূপেই তাঁহার আগমন নিবারণ করিতে পারিব না। সে অনায়াসে বায়ুরূপ ধারণ করিয়াও গুরুপত্নীকে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উঁহাকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। যদি গুরু আজ উঁহাকে ইন্দ্রোপভুক্ত বলিয়া অবগত হয়েন, তাহা হইলে রোষবশতঃ নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। অতএব ইঁহাকে ইন্দ্র হইতে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আজ আমি যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উঁহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার একটি অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু যেরূপ পত্রের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমি নির্লিপ্তভাবে গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থান করিলে, আমাকে কখনই দোষী হইতে হইবে না। অতএব আজ আমি এইরূপে উঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিব।'

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর রক্ষাবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্ম, বেদশাস্ত্র এবং আপনার ও গুরুর তপোবল অবধারণপূর্ব্বক গুরুপত্নীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন ও বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিলেন। পরে যোগবলে তাঁহার নয়নযুগল আচ্ছন্ন করিয়া, বায়ু যেমন আকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বীয় অবয়ব দ্বারা তাঁহার সমুদয় শরীর রুদ্ধ করিয়া ছায়ার ন্যায় উঁহার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

বিপ্রপত্নী-সম্ভোগার্থ ইন্দ্রের আগমন

ভীষ্ম কহিলেন, "ঐ সময় দেবরাজ এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া রমণীজনলোভনীয়[২] রূপের বেশ ধারণপূর্ব্বক মহাত্মা দেবশর্ম্মার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাতপাঃ বিপুল চিত্রার্পিত[১] পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পূর্ণেন্দুবদনা কমলনয়না পৃথুনিতম্বিনী[২] রুচি তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পরমসুন্দরী রুচি তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থান এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তখন দেবরাজ সেই ঋষিপত্নীকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মৃদুহাসিনি! আমি ইন্দ্র; অনঙ্গবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ কর।' দেবরাজ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও রুচি স্বীয় শরীরস্থিত বিপুলের প্রভাবে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান বা গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না।

ঐ সময় মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যোগবলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমুদয় পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তররূপে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ রুচিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনর্ব্বার সলজ্জভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুন্দরি! তুমি অবিলম্বে আমার মনোরথ পূর্ণ কর।' তখন সুররাজ পুনরায় এই কথা কহিলে, ঋষিপত্নী তাঁহাকে মধুরবাক্যে অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দেহমধ্যস্থ মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে 'হে দেবরাজ! তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ।' এই বাক্য বিনির্গত হইল। অকস্মাৎ এইরূপ কঠোর বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হওয়াতে রুচি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া রহিলেন। দেবরাজও সেই অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলে, পরিশেষে সুররাজ দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণপত্নীর দেহমধ্যে অতুল-তেজঃসম্পন্ন মহাতপাঃ বিপুলকে দর্শন করিলেন। বিপুলকে অবলোকন করিবামাত্র অভিশাপভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল।

১। কুলকুটিরের দরজা। ২। নারীগণের চিত্তাকর্ষক।

১। পটে আঁকা। ২। স্থূলনিতম্বা।

বিপুল-তিরস্কৃত ইন্দ্রের প্রস্থান

তখন মহাতপাঃ বিপুল অবিলম্বে গুরুপত্নীর দেহ হইতে স্বীয় কলেবরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'অরে পাপাত্মন্! দুর্ব্বুদ্ধে! তোর এই অজিতেন্দ্রিয়তা দোষনিবন্ধন অতি অল্পকালমধ্যেই দেবতা ও মনুষ্যগণ তোর অর্চ্চনায় বিরত হইবেন। একবার এইরূপ অজিতেন্দ্রিয়তা নিবন্ধন মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোর সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তুই বিস্মৃত হইয়াছিস্। তোর তুল্য মূর্খ, দুশ্চরিত্র ও নীচ আর কেহই নাই। আমি স্বয়ং আমার গুরুপত্নীকে রক্ষা করিতেছি। অতএব তুই অবিলম্বে প্রস্থান কর। আজ তোর প্রতি আমার দয়া উপস্থিত না হইলে এতক্ষণ আমার তেজে তোর কলেবর দগ্ধ হইয়া যাইত। তুই অচিরাৎ এ স্থান হইতে পলায়ন কর। নচেৎ আমার গুরু মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধদীপ্ত চক্ষু দ্বারা তোকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ব্রাহ্মণগণকে সতত সম্মান করা তোর অবশ্যকর্ত্তব্য। অতএব তুই আর কখন এইরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিস্ না। কখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যেন তাঁহাদের তেজে তোকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইতে না হয়। তুই মনে করিতেছিস্, আমি অমর, কেহই আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তপোবলের অসাধ্য কিছুই নাই।'

গুরুপত্নীর সতীত্বরক্ষায় বিপুলের বরলাভ

মহাত্মা বিপুল এইরূপ তিরস্কার করিলে দেবরাজ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের মুহূর্ত্তকাল পরে মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন প্রিয়শিষ্য মহাতপাঃ বিপুল গুরুর চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে ভার্য্যা প্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ অশঙ্কিত চিত্তে তাহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মহর্ষি দেবশর্ম্মা ভার্য্যার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! ইন্দ্র এখানে আসিয়া গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিল; আমি গুরুপত্নীকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি।' তখন মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা বিপুলের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সুশীলতা, সৎস্বভাব, তপস্যা, নিয়ম, দৃঢ়তর গুরুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠানিবন্ধন তাহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! আমি বর প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মে তোমার স্থিরবুদ্ধি হইবে।'

দেবশর্ম্মা এইরূপ বর প্রদান করিলে, মহাত্মা বিপুল তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নানাস্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাতপাঃ দেবশর্ম্মাও ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রের ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিপিনে[১] পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

গুরুপত্নীর আদেশে বিপুলের পুষ্পাহরণ

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর মহাত্মা বিপুল ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক 'আমি সিদ্ধ হইয়াছি ও উভয় লোক পরাজয় করিয়াছি' বিবেচনা করিয়া মহা স্পর্দ্ধাসহকারে[২] নির্ভীকচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রুচির জেষ্ঠ্যা ভগিনী, অঙ্গরাজ চিত্ররথের সহধর্ম্মিণী প্রভাবতীর ভবনে একটি মহোৎসব উপস্থিত হইল। প্রভাবতী সেই উপলক্ষে স্বীয় ভগিনী রুচিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহার অঙ্গ হইতে সহসা কতকগুলি দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুম দেবশর্ম্মার আশ্রমের অনতিদূরে কাননমধ্যে নিপতিত হয়। ঋষিপত্নী রুচি স্বামীর সহিত ঐ কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ সমুদয় পুষ্প দর্শন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভগিনী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেই পুষ্প মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া অঙ্গরাজভবনে গমন করিলেন।

অঙ্গরাজপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্প দর্শন করিয়া রুচিকে কহিলেন, 'ভগিনি! তুমি আশ্রমে গমনপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত এই প্রকার পুষ্প পাঠাইয়া দিবে; কোনক্রমে বিস্মৃত হইও না।'

১। বনে। ২। অহঙ্কারের সহিত।

অনন্তর রুচি ভগিনীর আবাস হইতে স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভর্ত্তার নিকট ভগিনীর অনুরোধ নিবেদন করিলেন। তখন মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য বিপুলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস। তুমি অবিলম্বে এইরূপ পুষ্প আহরণার্থ গমন কর।' তখন মহাতপাঃ বিপুল গুরু-বাক্য শ্রবণমাত্র যে প্রদেশে সেই দিব্য পুষ্প নিপতিত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন, ঐ স্থানে আরও অনেকগুলি সেইরূপ পুষ্প নিপতিত রহিয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে একটিও ম্লান হয় নাই। মহাত্মা বিপুল সেই অপরিম্লান[১] দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুমগুলি প্রাপ্ত হইয়া মহা আহ্লাদে চম্পকবনাকীর্ণ চম্পানগরীতে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিজদোষশ্রবণভীত বিপুলের গুরু-আশ্রয়

অনন্তর কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলেন, সেই নির্জ্জন বনে এক নরমিথুন[২] পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে একটি ঐ সময় অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গমন করিল। অপরটি তদ্দর্শনে তাহাকে কহিল, 'তুমি কি নিমিত্ত শীঘ্র গমন করিলে?' সে কহিল, 'আমি আমার নিয়মানুসারে গমন করিয়াছি, শীঘ্র গমন করি নাই।' এইরূপে পরস্পর উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে করিতে তাহাদের ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। তখন তাহারা উভয়েই এই শপথ করিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তাহার যেন পরলোকে দ্বিজবর বিপুলের ন্যায় দুর্গতিলাভ হয়।

নরমিথুন এইরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি অতি কষ্টে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু এই নরমিথুনের বাক্যশ্রবণে বোধ হইতেছে, আমার নিতান্ত দুর্গতিলাভ হইবে। ঐ নরমিথুন যে আমাকে পাপকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইহার কারণ কি? আমি কি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি?' মহাত্মা বিপুল এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণমনে স্বীয় দুষ্কৃত-বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অন্য ছয় জন মনুষ্য তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। উহারা হর্ষলোভের বশীভূত হইয়া সুবর্ণ ও রজতময় অক্ষ দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল। উহারা ক্রীড়া করিতে করিতে শপথ করিয়া কহিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভবশতঃ অন্যায়াচরণ করিবে, তাহার পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হইবে।'

ঐ ছয় ব্যক্তি ঐরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল আপনাকে পাপকারী স্থির করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনার জন্মাবধি কোন পাপই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। পরিশেষে বহুদিবসের পর তাহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, 'আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু গুরুর নিকট উহা ব্যক্ত করি নাই। তাহাতেই আমার ঘোরতর পাপ হইয়াছে।'

মহাত্মা বিপুল মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া চম্পানগরীতে আগমনপূর্ব্বক উপাধ্যায়কে এই পুষ্প প্রদান এবং যথানিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

বিপুলের পুরস্কার—গুরু-অনুগ্রহে সদ্‌গতি

ভীষ্ম কহিলেন, "তখন মহাত্মা দেবশর্ম্মা প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বিপুলকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস। তুমি মহাবনে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, আমি তৎসমুদয় অবগত হইয়াছি। তুমি যেরূপে রুচিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার, রুচির এবং তুমি বনমধ্যে যাহাদিগকে দর্শন করিয়াছ, তাহাদিগের অবিদিত নাই।'

বিপুল কহিলেন, 'ভগবন্। আমি মহাবনে যে নরমিথুন ও যে পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি, তাহারা কে এবং কিরূপেই বা আমার কার্য্য-সমুদয় পরিজ্ঞাত হইল, আপনি তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।'

তখন দেবশর্ম্মা কহিলেন, 'বৎস। তুমি মহারণ্যে যে স্ত্রীপুরুষ দর্শন করিয়াছ, তাহারা দিবারাত্রি এবং যে ছয় পুরুষকে পাশাক্রীড়া করিতে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু। তোমার পাপ তাহাদিগের অগোচর নাই। তাহারা চক্রের ন্যায় নিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব নির্জ্জনে পাপকার্য্যের

১। অম্লান—টাটকা। ২। নর-নারী।

অনুষ্ঠান করিয়া, 'আমার এই দুষ্কর্ম্ম কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না,' এরূপ বিবেচনা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মারা নির্জ্জনে যে যে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ছয় ঋতু তৎসমুদয়ই দর্শন করিয়া থাকে। তুমি রুচিকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর নাই বলিয়া তোমার পরলোকে অসদগতিলাভ হইবে। তুমি ভয়প্রযুক্ত আমার নিকট আত্মকার্য্য নিবেদন না করিয়া উহা কেহই অবগত হয় নাই,' মনে করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত সেই বনমধ্যস্থ নরকলেবরধারী দিবারাত্রি ও ঋতুসমুদয় তোমাকে তোমার দুষ্কৃত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

মানবগণ শুভ ও অশুভ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ঋতুসমুদয়ের কিছুই অবিদিত থাকে না। তুমি দুর্ব্বৃত্তা রুচিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদি তোমার চরিত্রের দোষ থাকিত তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধবশতঃ তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম, সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পুরুষে ও পুরুষগণ স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি রুচিকে রক্ষা করিবার সময় তোমার মন বিকৃত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যাহা হউক তুমি যেরূপে আমার পত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট তোমার ব্যক্ত করা হইল। অতঃপর তুমি আমার বরে স্বর্গারূঢ় হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে পারিবে।'

মহর্ষি দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে ও ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্গে আরোহণপূর্ব্বক পরমানন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগীরথী-তীরে উপবিষ্ট হইয়া কথা-প্রসঙ্গে আমার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্ত্রীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপানরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ দুষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। মহাত্মারা বিপুলের ন্যায় উপায় অবলম্বন না করিলে, কখনই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। উহারা অতিশয় তীব্রস্বভাবসম্পন্ন, যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহাকেই প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদের কখনই তৃপ্তিলাভ হয় না। উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্তচিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাহাকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরুপত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই স্ত্রীজাতির রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না।"

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

উত্তম বর-নিরূপণ—বিবাহ লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসৎকার ও স্বজনপ্রতিপালন প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মের মূল। অতএব কিরূপ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যা প্রদান করিলে ঐ বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। বর অধিকসংখ্যক ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভপ্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে আসুর বিবাহ কহে এবং পরিজনের কন্যাপ্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে প্রহার বা তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন পুরঃসর বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া যে

বিবাহ করে, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার বিবাহই ধর্ম্ম্য এবং অবশিষ্ট রাক্ষস ও আসুর এই দুই প্রকার বিবাহই নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিন প্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীই সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কহেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় কেবল উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রকেও গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অনেকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রাতে সন্তানোৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বিবাহে বয়সাদির দোষাদোষ নির্দ্দেশ

ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক পাত্র দশবর্ষীয়া এবং বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক পাত্র সপ্তবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে, সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিবাহ করা বিধেয় নহে। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার পতির সহিত প্রীতি অবিচলিত থাকে ও সন্তানসন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যে কন্যা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। মনুর মতে মাতামহের সাপিণ্ড ও পিতার সগোত্র কন্যাকে বিবাহ করা কদাপি বিধেয় নহে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি আমাদিগের চক্ষুঃস্বরূপ। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণলালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব যদি প্রথমতঃ এক ব্যক্তি এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক প্রদান, অপর ব্যক্তি, সেই কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরামর্শ করিয়া তাহাকে কন্যাদান করিব বলিয়া স্থির করাতে সেই কন্যার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিতে অঙ্গীকার, অন্য ব্যক্তি সেই কন্যার নিমিত্ত বলপ্রকাশ, অপর ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত ধনলোভ প্রদর্শন এবং আর এক ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা ধর্ম্মানুসারে কাহার ভার্য্যা হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ইহলোকে মানবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করে, তাহার অন্যথা করিলেই তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া একজনকে কন্যাদান করিতে স্থির করিয়া যদি অন্যকে ঐ কন্যা দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু যাহাকে কন্যাদান করিব বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, সে কখনই ঐ কন্যার পতি হইবে না। কন্যা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির ভার্য্যা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মনোনীত না হওয়াতে যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর কেহ কেহ কহেন, ঐরূপ স্থলে কন্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই।

মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনোনীত না হয়, তাহার সহবাস করিলে যশ ও ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা, অতএব অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়ঃ। কন্যার বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি বিধিপূর্ব্বক উহাকে এক পাত্রে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। আর কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ যদি একজনকে কন্যাদান করিব বলিয়া তাহার নিকট কেবল শুল্ক গ্রহণ করে, তাহা হইলেও ঐ কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করা যায়। ফলতঃ কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কন্যাদান করিলে, বর যদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লোকে পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যালাভ করিয়া থাকে; অতএব যে কন্যার বন্ধুবান্ধব তাহাকে পূর্ব্বে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে স্বীকার বা তন্নিমিত্ত পাত্রান্তর হইতে শুল্ক গ্রহণ

করে, সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলে গ্রহীতার কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট বা লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

পণ-নিয়মলক্ষণে বিবাহ-দোষাভাব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কন্যাকর্ত্তা কন্যা প্রদান করিব বলিয়া অগ্রে এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলে যদি পশ্চাৎ ঐ কন্যার গ্রহণার্থে অন্য একটি শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হন, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তা অগ্রে যাহার নিকট শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন কি না? এরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কন্যাকর্ত্তার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! শুল্কই স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর, এই বিবেচনা করিয়া ক্রেতা শুল্ক প্রদান করে না, শুল্ক কন্যার নিষ্ক্রয়[১] বলিয়াই তৎকালে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। অতএব এক ব্যক্তির নিকট শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহাকে কন্যাদান করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বানপূর্ব্বক 'তুমি আমার এই কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর', এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করে তাহা হইলে ঐ স্থলে অলঙ্কারাদিদানকে শুল্ক ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদানকে কন্যাবিক্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসঙ্গত। লোকে 'অমুককে কন্যাদান করিব, কখনই অমুককে কন্যাদান করিব না এবং অমুককে অবশ্যই দান করিব' বলিয়া যে সত্য করে, তদ্দ্বারা কখনই বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত না কন্যার পাণিগ্রহণকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তদবধি একজনের নিকট পণ লইয়া পাত্রান্তরে কন্যা দান করিলে কন্যাপহারদোষে[২] লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণও কন্যাপ্রদানস্থলে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষিদিগের এইরূপ শাসন আছে যে, অনভিলষিত ব্যক্তিকে কদাচই কন্যাপ্রদান করিবে না। কারণ, ঐরূপ অনভিলষিত পুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে অবশ্যই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। কন্যা ক্রয়-বিক্রয় নিবন্ধন বহুতর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব শুল্ককে স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর বলিয়া প্রতিপন্ন করা বিধেয় নহে।

পাণিগ্রহণে বিবাহসিদ্ধি

পূর্ব্বে আমি মগধ, কাশী ও কোশল দেশসমুদয় পরাজয় করিয়া মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত দুইটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলাম। বিচিত্রবীর্য্য তাহাদের মধ্যে একটির পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়টি বীর্য্যনির্জ্জিত বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণ না করিয়াই পত্নীত্বসিদ্ধির কল্পনা করিলেন। তখন আমার পিতৃব্য বাহ্লীক তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, 'পাণিগ্রহণ না করিলে পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব যে কন্যাটির পাণিগ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর।' তখন আমি পিতৃব্যের বাক্যে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, হে পিতৃব্য! আমি আপনার নিকট আচারের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি।' ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ বাহ্লীক আমার বাক্যশ্রবণে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, 'বৎস! যদি তোমরা পাণিগ্রহণকে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ না বলিয়া শুল্ককে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পাণিগ্রহণ না করিলে কদাচই ভার্য্যাত্বসিদ্ধ হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, যাহারা পাণিগ্রহণ ব্যতীত শুল্কপ্রদানকেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া গণনা করে, তাহাদিগের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর দেখ, কন্যাদান দ্বারা ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু কন্যাক্রয় বা বিক্রয় করিয়া ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কখনই শ্রবণ করি নাই। অতএব যাহারা ক্রয়-বিক্রয় ভার্য্যাত্বসিদ্ধির নিদান বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহাদিগকে কোনক্রমেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। যাহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে। আর যে কন্যা অর্থাদি দ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে। যখন ক্রীতা কন্যার পাণিগ্রহণ অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন কন্যা ক্রয় ও বিক্রয় নিতান্ত নিষিদ্ধ, সন্দেহ নাই। যাহারা দাসী ক্রয় ও বিক্রয়

১। গার্হস্থ্যরক্ষার উপাদানদ্রব্যের পুরস্কার। ২। কন্যাচরির দোষে।

করে, কন্যাক্রয় ও বিক্রয় করা সেই লুব্ধস্বভাব পামরদিগেরই কার্য্য।

সপ্তপদীগমনে বিবাহের সম্পূর্ণ সিদ্ধি

একদা কয়েক ব্যক্তি মহারাজ সত্যবানের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মহারাজ! একজন কন্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিয়া যদি কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যাকে অন্য সৎপাত্রে সমর্পণ করা যায় কি না? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা নিরাকরণ করুন।' তখন ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবান্ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে সজ্জনগণ! শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিলেও উৎকৃষ্ট পাত্র উপস্থিত হইলে তাহাকে অবিচারিত-চিত্তে কন্যাসম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিতেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে পাত্রান্তরে কন্যাদান করিবে, তাহার আর সংশয় কি? কন্যাকর্ত্তা কন্যাকে এক পাত্রে সমর্পণ করিবার অভিলাষে তাহার পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে পাণিগ্রহণার্থ অবান্তর-কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও যদি অন্যের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই দোষে লিপ্ত হইতে হয় না; কেবল মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ দোষে দূষিত হইতে হয়। ফলতঃ সপ্তপদীগমন[১] হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাকে জলপ্রদানপূর্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে বিধিপূর্ব্বক কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাহারই ভার্য্যা হয়। ব্রাহ্মণ অনুকূলা সদবংশোদ্ভবা অগ্নিসমীপবর্ত্তিনী কন্যাকে সপ্তপদীগমনপূর্ব্বক বিবাহ করিবেন'।"

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

কালাতীত বিবাহে কন্যার স্বয়ংকর্ত্তৃত্বের নিন্দা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন ব্যক্তি কোন কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক প্রদানপূর্ব্বক বিদেশে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিলে ঐ কন্যার পিতার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যদি কন্যার পিতা বরপক্ষীয়দিগকে শুল্ক প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না; শুল্কদাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্কদাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অন্য কেহই বিধিপূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। যে সকল কন্যার নিমিত্ত কেহ শুল্ক প্রদান না করে, তাহারা কোন কারণ বশতঃ বহুদিন অনূঢ়া থাকিলে পিতার অনুমতিক্রমে আপনারাই পতি মনোনীত করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অনেকেই ঐ কার্য্যে নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে সাবিত্রী যে পিতার আজ্ঞানুসারে নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বয়ং মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়া গিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের[১] খণ্ডনকেই[২] আসুর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বকালে বিবাহ-কার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় সূক্ষ্ম; কিন্তু রতি স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

অপুত্রকের কন্যা-ধনাধিকারনিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পুত্রস্বরূপ। অতএব কন্যাসত্ত্বে অন্যে তাহার ধনাধিকারী হইতে পারে কি না, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পুত্র আত্মস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব দুহিতৃসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনাধিকারী হয় না। মাতার যৌতুক ধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার।

১। বিবাহহোমের একটি বিশেষ অঙ্গ।

১—২। অস্বাধীন ব্যবহারের বিলোপকে স্বাধীনতার প্রশ্রয়দানকে।

দৌহিত্র পিতা ও মাতামহ উভয়কেই পিণ্ডদান করিতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তকপুত্রাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন পাঁচ অংশ করিয়া তিন অংশ কন্যা ও দুই অংশ পুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ দত্তকপুত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী[১] কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কন্যা বিক্রীতা হইলে, তাহার গর্ভে অসূয়াপরতন্ত্র অধর্ম্মনিষ্ঠ পরস্বাপহারী কুসন্তানসমুদয় উৎপন্ন হয়; অতএব তাহারা দৌহিত্রিক[২]ধর্ম্মানুসারে কখনই মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না; কেবল পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে।

ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যম কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় পুত্রকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যা দান করে তাহাকে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্ত নরকে নিপতিত হইয়া ক্লেদ, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। বরের নিকট গোমিথুনরূপ শুল্ক গ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই আর্য বিবাহের নিয়ম। কেহ কেহ ঐ গোমিথুন গ্রহণকে শুল্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, কন্যার পিতা বরের নিকট অল্প বা বহু ধন গ্রহণ করুন, তাঁহাকে বিক্রয়জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহাকে সনাতনধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক পশুবিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে অধর্ম্মলব্ধ অর্থদ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে। ঐরূপ বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই অন্ধতমস নরকে নিপতিত হইতে হয়।”

১। ঔরসজাতা। ২। দৌহিত্রোচিত। ৩। বৃষগাভী।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

বিবাহবিষয়ে দক্ষ সংহিতাদির ব্যবস্থা-সঙ্কোচ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, দক্ষের মতে বর যদি কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তাকে শুল্কগ্রহণজন্য দোষে দূষিত হইতে হয় না। কারণ, অলঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাকে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবর প্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতি-সম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে, তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক[১] হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদয় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়।

মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, ‘মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও ক্ষিপ্রকারী। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয়কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়। অতএব তোমরা প্রযত্ন সহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সততই সম্মানলাভের ইচ্ছা করে; অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মলাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমুদয়ের মূল। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান রক্ষা করা শ্রেয়ঃ। অপত্যোৎপাদন[২], অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান[৩] স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকেন। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদয় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়

১। ফলপ্রদ। ২। সন্তান উৎপাদন। ৩। সংসাররক্ষা।

একদা বিদেহরাজদুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না; উহাদিগের স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে। বিদেহরাজদুহিতার এই বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃপরায়ণতা সবিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোককে কুমারিকা-অবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে, উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্যপ্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপা, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের চাতুর্ব্বর্ণ্যবিবাহ—উত্তরাধিকারীনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সমুদয় শাস্ত্রনির্ণয়ই অবগত আছেন। ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। আমার কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে আমি আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি না। এক্ষণে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণের চারিটি ভার্য্যা বিহিত আছে।—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা। ঐ সমস্ত স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কে কি পরিমাণে পৈতৃক ধন অধিকার করিবে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্তবিভ্রম, লোভ বা সম্ভোগবাসনায় শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন. কিন্তু উহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রা সম্ভোগ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন; অতএব ঐরূপ স্থলে বিধানানুসারে পাপশান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্রাসম্ভোগ-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তুসকল শ্রেষ্ঠাংশস্বরূপ অধিকার করিবে; তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেই ব্রাহ্মণীগর্ভসমুৎপন্ন পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে; ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে একাংশ মাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈতৃক ধনগ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহাকে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা একরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে, সেই স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। শূদ্রাতনয় শম, দম প্রভৃতি সদ্গুণবিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চম বর্ণ নাই। এই চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ-অংশের একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিতে পারিবে; নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তথাচ শূদ্রাপুত্রকে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈতৃক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দয়া পরম ধর্ম্ম, দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়ার পাত্রাপাত্রবিচার নাই। সুতরাং শূদ্র নিকৃষ্ট জাতি হইলেও করুণাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পৈতৃক ধনলাভের আশা হইতে এককালে নিরাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ঔরসে অন্য বর্ণ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক বা না হউক, শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে দশমাংশের অধিক প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহার সাধনোপযোগী ধন হইতে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। বৃথা ব্যয় করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। সহধর্ম্মিণীকে তিন সহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে। পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে স্ত্রী পতিধনের উত্তরাধিকারিণী; উহা কেবল উপভোগ করিবে, উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র নাই। ভর্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। তাহার যাহা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার কন্যা তৎসমুদয় অধিকার করিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ধনবিভাগধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এই ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া ধন বৃথা ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে।"

ব্রাহ্মণজাতীয় পত্নীর শ্রেষ্ঠত্ব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে সম্ভূত পুত্রের পৈতৃক ধনে অধিকার নাই, তখন তাহাকে দশমাংশ প্রদান করিবার প্রয়োজন কি এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার নাই, আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যদিও সমুদয় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা নামে অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও মান্যা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কখনই ভর্ত্তার স্নানীয়দ্রব্য, কেশসংস্কারদ্রব্য, দন্তধাবন, অঞ্জন ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্ত্তাকে বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনুর প্রণীত শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরতন্ত্র হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে মতজের ন্যায় চণ্ডালরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত পুত্রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান। এই নিমিত্ত সে পিতৃধন হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদয় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্য নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানাস্পদ হইতে পারে না: রাজ্য, কোষ ও সসাগরা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকে। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন কেহই প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ঋষিপ্রণীত সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া দেবতাদিগের মান্য ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ই সমুদয় বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা। লোকের ধন ও স্ত্রীপুত্রাদি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদয় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।"

ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণের পুত্রকলত্র-পারিপাট্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের নিয়ম-সমুদয় বিধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের নিয়মও শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণে ই বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিবে। উহারা কামপরতন্ত্র হইয়া শূদ্রাদিকেও পত্নীত্বে প্রতিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু উহা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে ক্ষত্রিয় সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবেন, তাঁহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্র চারি ভাগ বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র এক ভাগমাত্র গ্রহণ

করিবে। কিন্তু পিতা প্রদান না করিলে শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লব্ধ ধনে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকার।

বৈশ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু শূদ্রাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত নহে। যে বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবে, তাহার ধন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে; তন্মধ্যে বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র চারি ভাগ ও শূদ্রাগর্ভসম্ভূত পুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কখনই ঐ ধনের এক ভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ শূদ্রার গর্ভে যে সমুদয় পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রজাতি কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইলেও তাহারা পৈতৃক ধন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সমুদয় বর্ণেরই সবর্ণা-গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ এক ভাগ অধিক গ্রহণ করিতে পারে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়াছেন। মরীচিপুত্র মহাত্মা কশ্যপ কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে অনেক সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে প্রথমার গর্ভসম্ভূত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, মধ্যমার গর্ভসম্ভূত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণপূর্ব্বক পরিশেষে অবশিষ্ট ধন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সবর্ণা গর্ভসম্ভূত পুত্রই সমুদয় পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

বর্ণসঙ্করের লক্ষণ—ধর্ম্ম-কর্ম্মনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অর্থলোভ, কাম ও বর্ণের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। এক্ষণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম কি প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ভগবান প্রজাপতি প্রথমে যজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া উঁহাদের কার্য্যসমুদয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের ঐ চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদয় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অম্বষ্ঠ ও শূদ্রাগর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা পারশব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আপনার বংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সেবা করা শূদ্রাপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রাপুত্র বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণপুত্রাদির সেবা ও তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়, তাহারা মাহিষ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শূদ্রার সবর্ণ কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়াই অভিহিত হয়। যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যার গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান চারি বর্ণের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র সূত বলিয়া কথিত হয়। রাজাদিগের স্তব পাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদয় সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদগল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃপুররক্ষণাবেক্ষণ করাই উহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহারা কুলের কুলঙ্কস্বরূপ, নগরের

বহির্ভাগে বাস করাই উহাদের উচিত। বধার্হ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উহাদিগের প্রধান কার্য্য। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে সম্ভূত হয় তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূত্রধর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সূত্রধরের নিকট দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্কর সমুদয় স্বজাতীয় ভার্য্যাতে যে সমুদয় পুত্র উৎপাদন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়; আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ জাতিতে যে সন্তান সমুদয় উৎপাদন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমানজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র-সমুদয় উৎপাদন করে, তাহারা সজাতীয় ও অসমান-জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডাল নামক অতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি[১] সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপ ক্রমশঃ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধদেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৈরিন্ধ্র বা আয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজাদির প্রসাধনকার্য্য[২] এবং কতকগুলি বাগুরাবন্ধন[৩] দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মদ্যকর মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদ্গুর, চণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক শ্বপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস[৪], মৈরেয়কের ঔরসে স্বাদুকর, মদ্গুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র[৫] ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আয়োগবীগর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুক্কস সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দুরাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুক্কসেরা মৃত ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্ন পাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্যপশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কারাবর ও চণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসৌপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডুসৌপাকেরা বংশ দ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিতুণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালদিগের ন্যায়, নিষাদীর গর্ভে সৌপাকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে অন্তেবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অন্তেবসায়িগণ সতত শ্মশানে বাস করে। চণ্ডালাদি নীচ জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! পিতামাতার বর্ণব্যতিক্রম বশতঃ এইরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্ম দ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারি বর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিই ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। জাতির সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যজ্ঞহীন সজ্জনসংসর্গশূন্য চণ্ডালাদি বাহ্যজাতি সমুদয় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে, অশেষবিধ বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদয় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়। উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষসমূহে অবস্থান এবং লৌহ-নির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গোব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কয়টি উহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।

বুদ্ধিমান মনুষ্য সবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন। অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে নিতান্ত অবসন্ন করে। রমণীগণ কি বিদ্বান্, কি মূর্খ সকলকেই কামক্রোধের বশবর্ত্তী করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদূষণ[১] স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত

১। আর্য্যবহিষ্কৃত। ২। কেশসংস্কারাদি কার্য্য। ৩। ফাঁদ পাতিয়া পক্ষিবধ করা। ৪। মাংসবিক্রেতা। ৫। পাচক।

১। পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা।

হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবেন না।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আর্য্যব্যক্তির ন্যায় রূপবেশাদিসম্পন্ন হয়, আমা কিরূপে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর[১] হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোকবিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব প্রখ্যাপিত[২] করিয়া থাকে। যোনিসঙ্করসমুৎপন্ন মনুষ্য পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোনরূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপ পরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগ্‌যোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতা-মাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় অনাচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাবই নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়।

বিবিধ স্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যনিরত মনুষ্যমধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচ জাতিতে উৎকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ[৩] করিতে সমর্থ হয় না এবং নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কদাচই ক্ষোভপ্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতিসমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশতঃ হীনদশায় নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সঙ্কীর্ণ ও অনুরূপ নিকৃষ্ট জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয়, বিজ্ঞ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।”

—

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পুত্রদিগের প্রকারভেদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কীদৃশী ভার্য্যাতে কীদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয়, পুত্র কয় প্রকার এবং অধ্যোঢ়াদি[১] পুত্রে কাহার অধিকার? পুত্রের নিমিত্ত মানবগণের সতত বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি ঐ সমুদয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ঔরসজাত পুত্র আত্মাস্বরূপ। যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র নিরুক্তজ এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া জার[২] দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র প্রসৃতিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্র পতিতজ বলিয়া অভিহিত হয়। বিনা মূল্যে অন্য হইতে যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহাকে দত্তক পুত্র এবং মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ক্রীতপুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীর ঐ গর্ভজাত পুত্রকে অধ্যূঢ় কহে। অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সমুদয় ভিন্ন ছয় প্রকার অপধ্বংসজ পুত্র ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্র আছে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কীদৃশ পুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আপনি তাহা সবিস্তর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ব্রাহ্মণজাতি ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র, ক্ষত্রিয়ের অপর দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র এবং বৈশ্যজাতি শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

১। অসমান যোনি। ২। প্রকাশিত। ৩। সংশোধন।

১। অধ্যূঢ় প্রভৃতি। ২। উপপতি।

শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ের গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চেল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈশ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বালক বলিয়া অভিহিত হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পুত্র সূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই আমি তোমার নিকট ছয় প্রকার অপধ্বংসজ ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "পিতামহ। যদি কেহ পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের অধিকারী কে হইবে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে; কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর পানিগ্রহীতার হইবে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। আমি বাল্যাবধি অবগত আছি যে, আপনার স্ত্রীতেই হউক বা পরস্ত্রীতেই হউক, যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, ঐ রেতোজনিত পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে এক্ষণে কহিলেন, লোক পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার জননীর পাণিগ্রহীতার হইবে এবং যদি কেহ গর্ভবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভসঞ্জাত পুত্র পাণিগ্রহীতার হইবে, ইহার কারণ কি?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রে তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি? আর যদি কেহ পুত্রলাভাশী হইয়া গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র তাহার হইবে না কেন? ঐ গর্ভজাত পুত্রে যদিও উহার উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐরূপ পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্রে উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই; যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ ও ভরণপোষণ করে, সে তাহারই হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। কৃতক পুত্র কি প্রকার?" ভীষ্ম কহেলেন, "ধর্ম্মরাজ। যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালনপালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উৎপাদক বা জননীর নির্ণয় করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। কৃতক পুত্রের নামকরণ বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কার কিরূপে সম্পাদিত হইবে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। যদি ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে গ্রহীতা উহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি অবগত হয়েন, তাহা হইলে তিনি ঐ গোত্র অনুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও ঐ বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন; আর যদি তিনি তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি পরিজ্ঞাত না হয়েন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানুসারেই ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্র অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ঐ উভয়বিধ পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্রানুসারে সম্পাদিত করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ। এই আমি তোমার প্রশ্নানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর আর তোমার কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।"

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সহবাসীর প্রতি স্নেহ—নহুষ-চ্যবন সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। পরপীড়া দর্শনে কিরূপ ক্লেশ হয়, যাহাদের সহিত [illegible]

যায়, তাহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহ জন্মে এবং গো-সমুদয়ের মাহাত্ম্যই বা কিরূপ, আপনি এই কয়েকটি বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নহুষ-চ্যবনসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি চ্যবন অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা গঙ্গাযমুনার বায়ুবেগসদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীরা ঐ মহর্ষিকে কদাচই নিপীড়িত করিতেন না, প্রত্যুত প্রদক্ষিণ দ্বারা তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া জলমধ্যে কখন শয়ন ও কখন বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবজন্তুগণ তাঁহাকে নিরন্তর জলমধ্যে বাস করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস প্রদান[১] করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার দেহ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। মহাত্মা চ্যবন এইরূপে জলবাস অবলম্বনপূর্ব্বক বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

ধীবরগণকর্ত্তৃক জলবাসী চ্যবনের আকর্ষণ

অনন্তর একদা মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় মৎস্যজীবী নিষাদগণ মৎস্য সংগ্রহ করিবার মানসে প্রয়াগতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেছিলেন, তথায় সুবিস্তীর্ণ নূতন সুত্রসঙ্কলিত[২] জাল নিক্ষেপ করিল এবং অনতিবিলম্বেই এই জাল অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জলে অবতীর্ণ হইয়া মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তু জীবজন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনকে গ্রহণপূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইল। তীরে উত্থিত হইবামাত্র হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত জটাজূটমণ্ডিত মহর্ষি চ্যবন তাহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। ঐ মহাত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শম্বুক[৩] প্রভৃতি জলজন্তুগণ-সমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবিগণ তাঁহাকে জলজন্তুগণের সহিত জালে বদ্ধ দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৎস্যগণ জলমধ্যে জাল দ্বারা আকর্ষণ, নিপীড়ন এবং তৎকালসুলভ ভয় ও স্থলস্পর্শনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষি চ্যবন তাহাদের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন নিষাদগণ মহর্ষিকে মৎস্যবিনাশনিবন্ধন যার পর নাই দুঃখিত দেখিয়া বিনীতভাবে কহিল, 'ভগবন্! আমরা অজ্ঞানতা নিবন্ধন যে পাপাচরণ করিয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন এবং এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও বলুন।' মৎস্যজীবিগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন তাহাদিগকে কহিলেন, 'নিষাদগণ! এক্ষণে আমার এই অভিলাষ যে, আমি হয় এই মৎস্যগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় ইহাদিগের সহিত বিক্রীত হইব। আমি ইহাদিগের সহিত বহুকাল জলে বাস করিয়াছি, এক্ষণে কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।' মহর্ষি এই কথা কহিলে নিষাদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দীনবদনে মহারাজ নহুষের নিকট গমনপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

চ্যবনের মূল্যদানে নহুষের ধীবররক্ষা কথা

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! তখন নরপতি নহুষ মৎস্যজীবিগণের মুখে স্বীয় পুরোহিত মহর্ষি চ্যবনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সংযত হইয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অর্ঘ্যপাদ্য প্রদান করিলেন। মহাত্মা চ্যবনও সেই বেদতুল্য সত্যব্রতপরায়ণ নরপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

তখন নরপতি নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! এক্ষণে আমাকে আপনার কি প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সম্পাদন করিব।'

১। [illegible]। ২। [illegible]। ৩। শামুক।

চ্যবন কহিলেন, 'মহারাজ! মৎস্যজীবী ধীবরগণ অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে; অতএব তুমি উহাদিগকে মৎস্যগণের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান কর।'

নহুষ কহিলেন, 'মহাত্মন্! যদি আপনার অভিমত হয় তাহা হইলে আপনার বিনিময়ে ধীবরদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা যাউক।'

চ্যবন কহিলেন, 'মহারাজ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, উহাদিগকে তাহা প্রদান কর।'

নহুষ কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার মূল্যস্বরূপ ইহাদিগকে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করা যায়।'

চ্যবন কহিলেন, 'রাজন্! এক লক্ষ মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, উহাদিগকে প্রদান কর।'

নহুষ কহিলেন, 'ভগবন্! তবে উহাদিগকে কোটি মুদ্রা প্রদান করা যাউক। আর যদি উহাও আপনার উপযুক্ত মূল্য না হয়, তাহা হইলে বলুন, উহাদিগকে উহা অপেক্ষা অধিক প্রদান করি।'

চ্যবন কহিলেন, 'রাজন্! এক কোটি বা তদপেক্ষা অধিক মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, তাহা প্রদান কর।'

নহুষ কহিলেন, 'ভগবন্! তবে ধীবরদিগকে আপনার মূল্যস্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদয় রাজ্য প্রদান করি। আমার বোধ হয়, ইহাই আপনার উপযুক্ত মূল্য। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি তাহা ব্যক্ত করুন।'

চ্যবন কহিলেন, 'মহারাজ! তোমার অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদয় রাজ্য আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য, তাহাই প্রদান কর।'

চ্যবনের জীবনমূল্যনিরূপণ—গোধন প্রশংসা

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে নরপতি নহুষ তাঁহার যথার্থ মূল্য-নিরূপণে অসমর্থ এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত নিতান্ত দুঃখিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া মৎস্যজীবিগণকে কি প্রদান করিলে মহর্ষির যথার্থ মূল্য দান করা হইবে, ইহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোগর্ভসম্ভূত ফলমূলাহারী তপস্বী সহসা তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? আপনি অবিলম্বে আপনার উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করুন, আমি অবশ্যই আপনার উৎকণ্ঠা নিবারণ ও সন্তোষসাধন করিব। আমি পরিহাসাদিস্থলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না। অতএব আপনার নিকট যাহা কহিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।'

তখন মহাত্মা নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি এই মহর্ষি চ্যবনের মূল্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সবংশে পরিত্রাণ করুন। আমি কেবল বাহুবলশালী, আমার কিছুমাত্র তপোবল নাই। সুতরাং মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইলে আমার কথা দূরে থাকুক, সমুদয় বিশ্বসংসার বিনাশ করিতে পারেন। আমি আজ মহর্ষি চ্যবনের মূল্য স্থির করিতে না পারিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত একেবারে অগাধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব আপনি এই মহর্ষির মূল্য নিশ্চয় করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।'

নরপতি নহুষ এই কথা কহিলে সেই গোজাত মহর্ষি অমাত্যগণের সহিত তাঁহার হর্ষোৎপাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সমুদয় বর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একমাত্র গোধনই উহাদিগের প্রকৃত মূল্য হইতে পারে। অতএব আপনি উহাই মহর্ষির মূল্য-রূপে কল্পনা করুন।' তখন নরপতি নহুষ অমাত্য ও পুরোহিতগণ-সমভিব্যাহারে মহা আহ্লাদিত হইয়া ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি গাত্রোত্থান করুন। আমার বোধ হয়, গোধনই আপনার প্রকৃত মূল্য; অতএব এক্ষণে আমি গোধন দ্বারা আপনাকে ক্রয় করিলাম।'

মহাত্মা নহুষ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! এই আমি গাত্রোত্থান করিলাম, তুমি আমাকে যথার্থমূল্যে ক্রয় করিয়াছ। ইহলোকে গোধনতুল্য ধন আর কিছুই নাই। গোমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, গোমাহাত্ম্যশ্রবণ, গোদান ও গোদর্শন দ্বারা সমুদয় পাপনাশ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরম পবিত্র পদার্থ। উহারা অন্ন, দেবগণের উৎকৃষ্ট হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্কার ও

যজ্ঞসমুদয়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীগণ দিব্য দুগ্ধ ধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমুদয় লোকের নমস্ত ও অমৃতের আধারস্বরূপ। উহাদিগের শরীরকান্তি ও তেজস্বিতা হুতাশনসদৃশ। গাভী হইতে জীবগণের যার পর নাই সুখোদয় হইয়া থাকে। গোকুল যে স্থানে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে স্থান পরম পবিত্র ও শোভাযুক্ত হয়। গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। স্বর্গে দেবগণও উহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। গাভীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারে। গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। হে ধর্ম্মরাজ। সম্পূর্ণ রূপে গোকুলের মহিমা কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা তাহাদিগের গুণের একাংশ মাত্র।'

মহর্ষি চ্যবন এই কহিয়া নিরস্ত হইলে মহারাজ নহুষ ধীবরগণকে মহর্ষির মূল্যস্বরূপ একটি গাভী প্রদান করিলেন। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মহর্ষে! যতক্ষণে সপ্তপদ ভূমি গমন করিতে পারা যায় ততক্ষণ মাত্র সাধুদিগের সহিত একত্র বাস করিলেই তাঁহাদের সহিত মিত্রতালাভ হইয়া থাকে। আপনার সহিত বহুকাল আমাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি পরম পবিত্র ও তেজস্বী; এক্ষণে আমরা প্রণতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের নিকট গাভী গ্রহণ করুন।'

চ্যবন কহিলেন, 'হে ধীবরগণ! অগ্নিদাহে তৃণাদি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষতুল্য মুনি ও দরিদ্রের ক্রোধ-দৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র, সুতরাং আমি কদাচ তোমাদের প্রার্থনা ভঙ্গ করিব না। এক্ষণে আমি তোমাদের গাভী গ্রহণ করিলাম। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইলে, অতঃপর তোমরা এই মৎস্যগণের সহিত স্বর্গে গমন কর।'

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া ধীবরদিগের নিকট সেই গাভী গ্রহণ করিলে, তাহারা মৎস্যসমুদয়ের সহিত স্বর্গে গমন করিল। নরপতি নহুষ তাহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই গোগর্ভজাত মহর্ষি ও ভৃগুনন্দন চ্যবন উভয়ে নরপতিকে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন, তখন নরপতি মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন 'ভগবন্! যেন আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে।' নহুষ এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বর প্রার্থনা করিলে ঋষিদ্বয় 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। নরপতি নহুষও বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরপীড়াদর্শনের ক্লেশ, অন্যসহবাসজনিত স্নেহ ও গো-মাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর।"

——

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পরশুরাম বৃত্তান্ত—কুশিক-চ্যবন সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জমদগ্নিনন্দন রামের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার কিরূপে জন্ম হইল এবং তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন? আর মহারাজ কৌশিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহার বংশে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন? এই বিষয়ে আমার আরও একটি সংশয় হইয়াছে যে, মহর্ষি ঋচীক ও মহারাজ কুশিক স্ব স্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ঋচীকের পুত্র জমদগ্নির ক্ষত্রিয়ত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র রামের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কুশিকের আত্মজ গাধির ব্রাহ্মণত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব হইল কেন? আপনি পুরাবৃত্তে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার এই সংশয় ছেদন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার এই সংশয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত কুশিক চ্যবনসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশে হইতেই আপনার

বংশে ক্ষত্রিয়ধর্মের সঞ্চার হইবে, ইহা অনুধাবন এবং ক্ষত্রিয়ত্বসঞ্চার হইলে আপনার বংশে যে সমস্ত গুণ, দোষ ও বলাবল উপস্থিত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কুশিকের বংশ ভস্মসাৎ করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তোমার সহিত অবস্থান করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে, তোমার মত কি?' মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! কন্যাসম্প্রদানকালে এইরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্তার সহিত একত্র বাস করিবে। ফলতঃ পত্নীই পতির সহিত সতত একত্র বাস করিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর কেহই কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না। অতএব এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ধর্মের অনুমোদিত নহে। যাহা হউক, আপনার যখন আমার সহিত একত্র বাসের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আমি অবশ্যই তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।'

মহারাজ কুশিক এই বলিয়া মহর্ষি চ্যবনকে আসন প্রদান ও ভৃঙ্গারনিঃসৃত সলিল দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে মহিষী-সমভিব্যাহারে অব্যগ্রমনে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি ও আমার এই মহিষী আমরা উভয়েই আপনার একান্ত অধীন। এক্ষণে আমরা আপনার কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন। আমার রাজ্য, ধন ও ধেনু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে আপনার অভিলাষ হয়, আপনি ব্যক্ত করুন, অবিচারিতচিত্তে আপনাকে তৎসমুদয়ই প্রদান করিব। এই রাজপ্রাসাদ, রাজ্য ও ধর্ম্মাসন আপনারই অধিকৃত। আপনি এক্ষণে রাজা হইয়া স্বয়ং এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি কেবল আপনার আশ্রিত মাত্র রহিলাম।'

সপত্নীক কুশিকের চ্যবনপরিচর্য্যা

মহীপাল কুশিক এইরূপ বিনয় প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি রাজ্য, ধেনু, দেশ, মন্ত্রী, উপকরণ বা স্ত্রীসমুদয় প্রার্থনা করি না। আমার যেরূপ অভিলাষ, তাহা ব্যক্ত করিতেছি, অব্যগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ও তোমার মহিষীর যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি কোন একটি নিয়মের অনুষ্ঠান করি। ঐ নিয়মানুষ্ঠান-কালে তোমাদের উভয়কেই অকুণ্ঠিতমনে আমার পরিচর্য্যা করিতে হইবে।' মহর্ষি এই কথা কহিলে মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী পুলকিতমনে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব।' মহীপাল কুশিক পত্নীসমভিব্যাহারে এইরূপে মহর্ষির বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যবহারোপযোগী পদার্থ-সমুদয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার নিমিত্ত এই শয্যা প্রস্তুত আছে, আপনি স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে উপবেশন করুন। আমরা উভয়ে যথাসাধ্য আপনার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিব।'

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্নপান আহরণার্থ কুশিককে আদেশ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তপোধন! আপনার কিরূপ অন্নপান প্রার্থনীয়, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই আনয়ন করিতেছি।' তখন মহর্ষি চ্যবন প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে তোমার আলয়ে যেরূপ অন্নপান প্রস্তুত আছে, তাহাই আনয়ন কর।'

চ্যবনের অদর্শনাদি যোগবল দর্শন

মহর্ষি এই কথা কহিলে মহারাজ কুশিক তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহমধ্যে যে সমস্ত অন্নপান প্রস্তুত ছিল, তাহার নিমিত্ত তৎসমুদয় আহরণ করিলেন। মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও পান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'এক্ষণে আমার নিদ্রার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি শয়ন করিব।' মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র রাজা মহিষীসমভিব্যাহারে তাঁহাকে শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। তখন মহর্ষি সেই শয়নগৃহমধ্যে সুপ্রশস্ত রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'দেখ, আমি নিদ্রিত হইলে তোমরা কদাচ আমাকে

জাগরিত করিও না এবং নিরন্তর জাগরিত থাকিয়া আমার চরণ সংবাহন করিও।' তখন কুশিক অবিচারিতচিত্তে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অনন্তর মহর্ষি এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাচ তিনি জাগরিত হইলেন না। রাজা ও রাজমহিষীও তাঁহাকে জাগরিত করিলেন না। তাঁহারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার আদেশানুসারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে, তপোধন চ্যবন স্বয়ং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সেই শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তখন রাজা ও মহিষী একান্ত ক্ষুধাবিষ্ট ও পরিচর্য্যাজনিত পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা কুশিক যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপাতিত হইলেন। রাজমহিষী প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।"

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

চ্যবন কর্ত্তৃক রাজার পরিচর্য্যা পরীক্ষা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মহাত্মা চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার ভার্য্যা কি করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইলে মহারাজ কুশিক ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে নিতান্ত লজ্জিত, পরিশ্রান্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া স্বীয় পুর মধ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মনে মনে মহর্ষির কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভৃগুকুলোদ্ভব মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদের নেত্রপথে নিপাতিত হইলেন। তিনি তৎকালে সেই শয্যার আর এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া পূর্ব্ববৎ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা যথাস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণসংবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পুনরায় একবিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইলে মহর্ষি স্বয়ং প্রবোধিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে বহুদিনের পর উত্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহারা এতাবৎকাল উপবাসী থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমার স্নান করিতে বাসনা হইয়াছে, অতএব আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দাও।' তখন মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী উভয়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ শতপাক-বিশুদ্ধ[১] মহামূল্য তৈল আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে মহর্ষি চ্যবন যখন দেখিলেন যে রাজা ও রাজ্ঞী বহুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হয়েন নাই, তখন তিনি স্বয়ং সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নানশালায় প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে রাজাদিগের স্নানের উপযুক্ত বিবিধ স্নানীয়-দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। মহর্ষি তৎসমুদয় স্পর্শও না করিয়া নরপতির সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ভগবান চ্যবন স্নাত হইয়া সিংহাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন! আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনার নিমিত্ত সিদ্ধান্ন আনয়ন করি।' তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তোমার আলয়ে যে যে দ্রব্য আছে, শীঘ্র আনয়ন কর।'

---

[১] শতবার পৃথক্ পৃথক্ ঔষধি সংযোগে এক শতবার পাক দ্বারা পরিশুদ্ধ—প্রস্তুত বিশেষ উপকারক।

মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র নরপতি ভার্য্যাসমভিব্যাহারে সত্বর সিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল[1] পূপ[2], বিচিত্র মোদক[3], নানাপ্রকার রস এবং মুনিভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি রাশি ফল আহরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংস্থাপিত করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন স্বয়ং শয্যা, আসন ও মহার্হ বস্ত্রসমুদয় আনয়নপূর্ব্বক ঐ সকল ভোজ্য-দ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া তৎসমুদয়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন চ্যবন তাঁহাদিগের সমক্ষে পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। নরপতি ও তাঁহার ভার্য্যা তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি পুনরায় রাজার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার সেই স্থানে বিবিধ স্থানীয় দ্রব্য, অন্ন, শয্যা ও বস্ত্র সমাহৃত হইল। এইরূপে উনপঞ্চাশৎ দিবস অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু ভগবান্ চ্যবন কোনরূপেই নরপতির কিছুমাত্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

পঞ্চাশৎ দিবসে মহর্ষি চ্যবন কুশিকের নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি পত্নী সমভিব্যাহারে অচিরাৎ আমাকে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। আমি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিব, তোমাদিগকে সেই স্থানে রথ লইয়া যাইতে হইবে।' মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ কুশিক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমার ক্রীড়ারথ[4] ও সাংগ্রামিক[5] রথ বিদ্যমান আছে, আজ্ঞা করুন, কোন্ রথ আনয়ন করিব?' চ্যবন কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি অবিলম্বে বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, কনকধ্বজ[6]সমন্বিত, তোরণসুশোভিত[7] কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত[8] সাংগ্রামিক রথ আনয়ন কর।' তখন মহারাজ কুশিক মহাত্মা চ্যবনের আজ্ঞামাত্র স্বীয় সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং ঐ রথের বামভাগে ভার্য্যাকে যোজিত করিয়া স্বয়ং উহার দক্ষিণভাগে যোজিত হইলেন।

মহারাজ কুশিক ভার্য্যার সহিত এইরূপে রথে যোজিত হইলে মহাত্মা চ্যবন রথারূঢ় হইয়া ত্রিদণ্ডযুক্ত হীরকনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র প্রতোদ[1] ধারণ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! এক্ষণে রথ লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিবেন, আপনার রথ সেই স্থানেই উপনীত হইবে সন্দেহ নাই।' মহারাজ কুশিক এই কথা কহিলে মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি মৃদুগতি অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বজনসমক্ষে আমার রথ বহন কর। আমি যেন পরিশ্রান্ত না হইয়া পরমসুখে গমন করিতে পারি। আর পথিমধ্যে যে সমুদয় পথিক আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং যে সমুদয় ব্রাহ্মণ আমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধন-রত্ন প্রদান করিব। যাহাতে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমি অচিরাৎ তাহার ব্যবস্থা কর।' তখন মহারাজ কুশিক ভৃত্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'এই মহর্ষি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে।' ভূপতি এইরূপ আদেশ করিলে ভৃত্যগণ অবিলম্বে অসংখ্য রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগমেষাদি পশু, সুবর্ণালঙ্কার, সুবর্ণমুদ্রা ও পর্ব্বতাকার হস্তী সমুদয় লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। অমাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন তীক্ষ্ণাগ্র প্রতোদ দ্বারা সহসা সেই দম্পতিকে[2] প্রহার করিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ ও পশ্চাদ্ভাগ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তদ্দর্শনে নগরের সমুদয় লোক কাতরস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল না। তাঁহারা পঞ্চাশৎ দিন উপবাসী থাকিয়াও মহর্ষির প্রহার সহ্য করিয়া কম্পিত-কলেবরে অতিকষ্টে তাঁহাকে বহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষি চ্যবন পুনর্ব্বার সেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির কশাঘাতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মন কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। পৌরবর্গ তাঁহাদিগের সেইরূপ

১—২। রসে ভিজান পিষ্টক—রসবড়া রসগোল্লা ইত্যাদি। ৩। নাড়ু মোয়া প্রভৃতি। ৪। বেড়াইবার রথ। ৫। যুদ্ধ করিবার রথ। ৬। সোনার ধ্বজ। ৭। অস্ত্রযুক্ত ধনুঃশোভিত। ৮। ঘণ্টাসমূহে শোভিত।

১। চাবুক। ২। মাথা ও পায়ে।

দুরবস্থাদর্শনে যার পর নাই শোকাকুল হইয়াও অভিশাপভয়ে মহর্ষিকে কিছুমাত্র কহিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেখ দেখ, মহাত্মা চ্যবনের কি আশ্চর্য্য তপোবল। আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াও উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর রাজা ও রাজ্ঞীর ধৈর্য্যও সামান্য নহে। উঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়াও মহর্ষিকে বহন করিতেছে, কিন্তু মহর্ষি উঁহাদের কিছুমাত্র বিরক্তিভাবপ্রদর্শনে সমর্থ হইতেছেন না।'

পরিচর্য্যা-পরিতুষ্ট চ্যবনের প্রসন্নতা

ঐ সময় ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই রাজদম্পতিকে বিকারশূন্য অবলোকন করিয়া দরিদ্রদিগকে কুবেরের ন্যায় অজস্র ধনদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি কুশিক তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্ববৎ রথবহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি যার পর নাই প্রীত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই দম্পতিকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর বার্য্যদর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহাই প্রদান করিব।' মহর্ষি এই বলিয়া স্নেহভরে অমৃততুল্য করবিক্ষেপ[১] দ্বারা[২] তাঁহাদিগের বেদনাযুক্ত কোমল কলেবর স্পর্শ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনার প্রসাদে আমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়াছে আর আমাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই।' নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে মহর্ষি চ্যবন হৃষ্টচিত্তে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই গঙ্গাতীর পরম পবিত্র ও রমণীয় স্থান; আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিব, এক্ষণে তোমরা স্ত্রীপুরুষে বিশ্রামার্থ স্বভবনে প্রতিগমন কর। কল্য এই স্থানে আগমন করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। এক্ষণে তোমার সৌভাগ্যের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তুমি যাহা যাহা বাসনা করিয়াছ, তৎসমুদয় পরিপূর্ণ হইবে।'

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি কুশিক হৃষ্টচিত্তে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন! আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আপনার অনুগ্রহে আমরা দিব্য শরীর, অসাধারণ শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনার প্রতোদপ্রহারে আমাদিগের শরীরে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি এই দেবীকে যেরূপ অপ্সরার ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তদ্রূপ দেখিতেছি। এই সমুদয় ঘটনা আপনার অনুগ্রহেই হইয়াছে। আপনি অনুকূল থাকিলে সকলই হইবার সম্ভাবনা।'

নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর। কল্য ভার্য্যার সহিত এই স্থানে আগমন করিও।'

তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে অভিবাদনপূর্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত, সৈনিক পুরুষ ও বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যামিনীযোগে ভার্য্যার সহিত একশয্যায় শয়ান হইলেন। ঐ সময় আপনাদিগকে জরাবিহীন অমরের ন্যায় শ্রীমান ও নবযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে ভৃগুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহর্ষি চ্যবন তপোবলে সেই গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় তপোবন বিবিধ রত্নে বিভূষিত করিয়া ইন্দ্রালয় হইতেও সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিলেন।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

চ্যবনের অলৌকিক যোগবলে রাজার বিস্ময়

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহারাজ কুশিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদয় সমাপনপূর্ব্বক মহিষী-সমভিব্যাহারে সেই চ্যবনাধিষ্ঠিত কাননাদেশে যাত্রা করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত মণিময় স্তম্ভসুশোভিত গন্ধর্ব্বনগরাকার

১—২। হস্তাবমর্ষণ দ্বারা—হাত বুলাইয়া দিয়া।

প্রাসাদ, কোন স্থানে রজতশিখরবিরাজিত পর্ব্বত, কোন স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোন স্থানে বিবিধ গৃহ ও নানাপ্রকার তোরণ এবং কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ তৃণ-পরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ও কাঞ্চনময় কুসুম শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে মুকুলজালমণ্ডিত সহকার[১], কেতক, উদ্দালক[২], ধব, অশোক, কুন্দ, পুষ্পিত অতিমুক্ত[৩], চম্পক, তিলক[৪], পনস[৫], বঞ্জুল[৬], পানি-আমলক[৭], কর্ণিকার, শ্যাম, পলাশ ও অষ্টপাদিক[৮] প্রভৃতি পাদপ-সমুদয় বিরাজিত রহিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষে পদ্ম ও উৎপল সমুদয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোন স্থানে সুশীতল সলিল, কোন স্থানে উষ্ণজল, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত উৎকৃষ্ট আস্তরণ-শোভিত পর্য্যঙ্ক, বিচিত্র আসন ও শয্যা, কোন স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য এবং কোন স্থানে বাণীবাদ, শুক, সারিকা, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কোষ্টিক[৯], কুক্কুভ[১০], ময়ূর, কুক্কুট, দাত্যূহ, জীবঞ্জীবক, চকোর, হংস সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ রহিয়াছে। কোন স্থানে বানরেরা তুমুল কোলাহল করিতেছে। কোন স্থানে প্রিয়দর্শন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা সমাগত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিতেছে। এই সমস্ত বস্তু মহারাজ কুশিকের একবার দৃশ্য ও একবার অদৃশ্য হইতে লাগিল। তিনি কখন সুমধুর গীতধ্বনি ও হংস-সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের তুমুল কোলাহল ও কখন বা অধ্যাপনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কুশিক এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি এক্ষণে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছি, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, অথবা এই ঘটনা যথার্থ। আমি কি সশরীরে পরম গতি লাভ করিলাম কিম্বা উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম? যাহা হউক, আমি যে এক্ষণে এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সমুদয় কি? মহারাজ কুশিক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে মণিময় স্তম্ভসমলঙ্কৃত সুবর্ণনির্ম্মিত গৃহমধ্যে মহামূল্য শয্যায় শয়ান ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সহসা নিরীক্ষণ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিত হইয়া মহিষীর সহিত তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নৃপদম্পতি সন্নিহিত হইবামাত্র মহর্ষি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন এবং তাঁহার সেই রমণীয় শয্যাও অন্তর্হিত হইল। তখন মহারাজ কুশিক অন্য এক কাননমধ্যে মহর্ষি চ্যবনকে কুশাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যানপরায়ণ নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত অদ্ভুত পদার্থ তিরোহিত হইয়া গেল; গঙ্গার উপকূল পুনরায় পূর্ব্ববৎ কুশভূয়িষ্ঠ, বল্মীকলাঞ্ছিত ও নিঃশব্দ হইল।

মহারাজ কুশিক মহর্ষির যোগবলে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণপূর্ব্বক যার পর নাই বিস্মিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহিষীকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! মহর্ষির অনুগ্রহে এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর পদার্থ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তপোবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে সমস্ত বিষয় কল্পনায় উপনীত হয়, তপোবলে তৎসমুদয় অধিকার করা যায়, সন্দেহ নাই। তপোবলপ্রাপ্তি বিশ্বরাজ্যলাভ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তপস্যা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি অনায়াসেই হস্তগত হইয়া থাকে। মহর্ষি চ্যবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইনি ইচ্ছা করিলেই তপোবলে অন্য লোক-সমুদয় সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা এই সমস্ত কার্য্যে দক্ষতা আর কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণগণই পবিত্র বাক্য, পবিত্র বুদ্ধি ও পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হইয়া থাকেন। ইহলোকে রাজ্যলাভ করা সুলভ, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। দেখ, আমরা এক ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে অশ্বাদির ন্যায় রথে যোজিত হইয়াছিলাম।'

এইরূপে মহারাজ কুশিক মহিষীর সহিত যে সমস্ত কথা কহিলেন, মহর্ষি যোগবলে তৎসমুদয়ই অবগত হইলেন। অনন্তর তিনি নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক অদূরে মহারাজকে মহিষীর সহিত আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।' কুশিক মহর্ষির কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাকে

১। আম্র। ২। শ্লেষ্মাতক—বহুবার বৃক্ষ। ৩। মাধবীলতা। ৪। ঘণ্টাপারুল। ৫। কাঁটাল। ৬। বেতস। ৭। পানি-আমলা। ৮। হাপরমালী। ৯। কোড়া পাখী। ১০। [illegible] পাখী।

যথোচিত আশীর্বাদ করিয়া তথায় উপবেশন করাইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছ। সেই নিমিত্তই তোমার কোন দুরবস্থা ঘটে নাই। তুমি প্রাণপণে আমার সেবা করিয়াছ। তদ্বিষয়ে তোমার কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে তুমি আমাকে অনুজ্ঞা কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর আমি তোমার পরিচর্য্যায় যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, তন্নিবন্ধন তোমাকে বর প্রদান করিব। অতএব তুমি অচিরাৎ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।'

মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহাকে যথোচিত বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! আমি অগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে দগ্ধ হই নাই, এই আমার পরম লাভ। আর আপনি আমার পরিচর্য্যায় যে প্রীত হইয়াছেন এবং আপনার ক্রোধানলে আমার কুল যে নির্ম্মূল হয় নাই, এই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর এবং জীবন, রাজ্যশাসন ও তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করুন।'

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কুশিকের পরীক্ষার কারণ—বরলাভ

তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিকরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা এবং তোমার মনোমধ্যে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কর, আমি অবিলম্বে তোমার সংশয়চ্ছেদন ও তোমাকে বর প্রদান করিব।'

তখন নরপতি কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্ত করিয়া বলুন, আপনার গৃহে অবস্থান, একবিংশতি দিবস একপার্শ্বে শয়ন, বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া বহির্গমন, অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়া পরক্ষণেই দর্শনপ্রদানপূর্ব্বক পুনরায় একবিংশতি দিবস শয়ন, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত করিয়া স্নান না করিয়াই প্রস্থান, ভোজ্যবস্তু ও শয়নীয় সামগ্রীসমুদয় লইয়া হুতাশনে দাহন, আমাদিগকে রথে সংযোজনপূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া গমন, অজস্র ধনদান, তপোবনমধ্যে আমাকে কাঞ্চনময় বিবিধ প্রাসাদ ও মণিবিদ্রুমময় পর্য্যঙ্ক প্রদর্শন এবং পুনরায় সেই সমুদয়ের বিলোপ করিবারই বা কারণ কি? এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারি নাই; অতএব আপনি ঐ সমুদয়ের কারণ যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।'

চ্যবন কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন প্রত্যুত্তর প্রদান না করা আমার কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি যে নিমিত্ত ঐ সমুদয় কার্য্য করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি দেবসভায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুনিলাম যে, তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মসঙ্কর হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বিনাশবাসনায় তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, আমি কোন ব্রত অবলম্বন করিব, তুমি আমার শুশ্রূষা কর। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহু দিন তোমার সহিত একত্র বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রন্ধ্র পাইব। কিন্তু তোমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমার গৃহে আগমনাবধি তোমার কোন দুষ্কৃতি দর্শন করি নাই। সেই নিমিত্ত তুমি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ; নতুবা কখনই জীবিত থাকিতে না।

আমি এই অভিসন্ধি করিয়া একবিংশতি দিবস নিদ্রিত ছিলাম যে, তোমরা কেহ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই আমি শাপপ্রদান করিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি বা তোমার পত্নী আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে না। তৎপরে আমি এই মনে করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম যে, তোমরা কেহ 'আপনি কোথায় গমন করিতেছেন' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই শাপপ্রদান করিব। কিন্তু তোমরা আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলে না। তখন আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পরক্ষণে তোমার গৃহে আগমনপূর্ব্বক এই অভিসন্ধিতে যোগাবলম্বন করিয়া পুনরায় একবিংশতি দিবস নিদ্রিত হইলাম

যে, তোমরা আমার সেবানিবন্ধন একান্ত পরিশ্রান্ত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া আমার উপর বিরক্ত হইবে; তাহা হইলে আমি শাপপ্রদানের সূত্র পাইব; কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও তোমাদিগের অণুমাত্র ক্লেশবৃদ্ধি হইল না। তখন আমি এই মনে করিয়া ভোজন-সামগ্রী সমুদয় দগ্ধ করিলাম যে, তোমরা আমার অহঙ্কারদর্শনে রোষাবিষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি অবিকৃতচিত্তে তাহাও সহ্য করিলে। তখন আমি রথারোহণপূর্ব্বক তোমাকে রাজ্ঞীর সহিত রথ বহন করিতে কহিলাম। তুমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে না। তখন আমি তোমাকে ক্রুদ্ধ করিবার মানসে অজস্র ধনদানপূর্ব্বক তোমার ধনক্ষয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধের লেশমাত্রও দেখিলাম না।

হে মহারাজ! এইরূপে যখন আমি দেখিলাম, তোমার ও তোমার পত্নীর কিছুতেই ক্রোধোদয় বা বিরক্তি হইতেছে না, তখন আমি তোমাদের প্রতি যার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এই তপোবনমধ্যে তোমাদিগকে স্বর্গসন্দর্শন করাইলাম। তোমরা যে তপোবনমধ্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দর্শন করিয়া ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসন্দর্শন-সুখ অনুভব করিয়াছ, তাহা কেবল আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যার প্রভাবেই হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তপোনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জানাইবার নিমিত্তই ঐ সমুদয় পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সমুদয় পদার্থ দর্শনসময়ে তুমি যে ইন্দ্রত্বলাভ তৃণতুল্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা করিয়াছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ বিবেচনা করিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্যলাভ হইলে ঋষিত্বলাভ এবং ঋষিত্বলাভ হইলে আবার তপস্বিত্বলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু অস্মদ্বংশীয়দিগের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। তোমার ঐ পৌত্র তপস্বী ও হুতাশনসদৃশ তেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক সশঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অন্য কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আর কালবিলম্ব করিও না; আমি তোমাকে অচিরাৎ বরপ্রদান করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিব।'

তখন নরপতি কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার বাক্য মিথ্যা না হইয়া যেন আমার বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণত্বলাভ হয়। এক্ষণে কি প্রকারে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্বলাভ হইবে, তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।'

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কুশিকবংশের ভাবী ব্রাহ্মণত্ব বিবরণ

চ্যবন কহিলেন, 'মহারাজ! তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্বলাভ হইবে বলিয়াই আমি তোমার কুল নির্ম্মূল করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলাম, এক্ষণে যেরূপে তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্বলাভ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান, ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন অলৌকিক কারণবশতঃ ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত বিবাদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উহারা দৈবোপহতচিত্ত[১] হইয়া ভৃগুবংশীয় রমণীগণের গর্ভ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তানগণকেও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে। ঐ সময় কোন একটি ভৃগুবংশীয় গর্ভবতী নারী ক্ষত্রিয় হইতে আপনার গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবেন। উঁহার গর্ভে আমাদিগের বংশধর সূর্য্য ও হুতাশন-সদৃশ তেজস্বী ঊর্ব্ব নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই ঊর্ব্ব ত্রৈলোক্যবিনাশের নিমিত্ত ক্রোধানলের সৃষ্টি করিয়া এই পর্ব্বতবনসম্পন্ন অবনীকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইবে। তখন অনেকে সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া তাহাকে ক্রোধোপশমের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে সে সেই ক্রোধবহ্নি সমুদ্রমধ্যে বড়বামুখে নিক্ষেপ করিবে।

ঊর্ব্বের ঋচীক নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। ক্ষত্রিয়গণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঐ ঋচীকে সংক্রান্ত হইবে।

১। দৈবকর্তৃক বিকৃতচিত্ত।

ঋচীক আপনার বংশরক্ষার্থ তোমার আত্মজ গাধির কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ঐ সময় তোমার আত্মজ গাধি স্বীয় বংশধর পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিবে। কিয়দ্দিন পরে ঋচীক ভার্য্যা ও শ্বশ্রূর পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুই প্রকার চরু প্রস্তুত করিবে। কিন্তু তোমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিবার অভিলাষে কন্যাকে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্ম চরু ভক্ষণ করিবে। ঋচীক সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ চরুপ্রভাবে যাহার যেরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগের সংক্ষে তাহা প্রকাশ করিবে। তখন ঋচীকের ভার্য্যা ঋচীকের বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া, ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে আপনার পুত্রে সংক্রামিত না হইয়া পৌত্রে হয়, সেই বর প্রার্থনা করিবে। ঋচীকও তাহাতে সম্মত হইবে। পরে ঐ চরুপ্রভাবে ঋচীকের ভার্য্যা জমদগ্নি নামক এক পুত্র প্রসব করিবে। সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঋচীক হইতে ঐ জমদগ্নিতে সংক্রান্ত হইবে। জমদগ্নির ঔরসে রাম নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সে স্বীয় পিতামহীর বরগ্রহণানুসারে ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ অধিকার করিবে। এ দিকে তোমার পুত্রবধূ সেই ব্রাহ্মতেজোমিশ্রিত চরুপ্রভাবে বিশ্বামিত্র নামে ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রসব করিবে। বিশ্বামিত্র কালসহকারে ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইবে। হে মহারাজ! বিধাতার অভিপ্রায়ানুসারে স্ত্রীলোকই তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব ও আমার বংশে ক্ষাত্রধর্ম্মাচারের মূল হইবে। বিধাতার অভিপ্রায় কদাচ অন্যথা হইবার নহে। সুতরাং তোমার পৌত্র নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। এই ঘটনানিবন্ধন ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই।'

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে মহারাজ কুশিক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চারিত হউক।' তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব।' কুশিক কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার বংশপরম্পরা সকলেই যেন ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহাদিগের যেন ধর্ম্মে দৃঢ়তর আসক্তি থাকে।' তখন মহর্ষি চ্যবন 'তথাস্তু' বলিয়া কুশিককে অভীষ্ট বর প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত কৌশিকদিগের যেরূপে সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছিল এবং যে কারণে কুশিকের পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব ও ঋচীকের পৌত্র ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ম্মানুরূপ পারলৌকিক গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই পৃথিবী যে অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত নরপতির নিধনে নিতান্ত দীনভাব ধারণ করিয়াছে, আমি বারংবার সেই বিষয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইতেছি। অসংখ্য ব্যক্তির প্রাণ সংহারপূর্ব্বক পৃথিবীজয় ও রাজ্যলাভ করিয়া আমাকে কেবল অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! যে সমুদয় সুশীলা নারীর পতি, পুত্র, মাতুল ও ভ্রাতৃগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ তাহাদিগের কি গতি হইবে? যখন আমরা রাজ্যলোভে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপাতিত হইতে হইবে। আমি এই বিবেচনা করিয়া তপস্যা করিতে বাসনা করিতেছি। অতএব আপনি বিশেষরূপে আমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করুন।"

সূক্ষ্মবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! মানবগণ যেরূপ কার্য্য দ্বারা পরলোকে যেরূপ গতি লাভ করে, আমি এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য তপস্যা দ্বারা স্বর্গ, দীর্ঘায়ু, বিবিধ ভোগ, জ্ঞান বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনি সমুদয় লোককেই বশীভূত করিতে পারেন। দান, উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দীর্ঘায়ু, অহিংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষা দ্বারা সদ্বংশে জন্মলাভ হয়। যাঁহারা ইহলোকে ফলমূলমাত্র ভোজন করেন,

তাঁহারা পরলোকে রাজ্য, আর যাঁহারা ইহলোকে পর্ণাহার ও সলিলমাত্র পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। দান দ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা ও নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তান-সন্ততি লাভ হয়।

যাঁহারা শাকমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরজন্মে প্রভূত গোধন ও যাঁহারা তৃণমাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন। ইহলোকে যে সমুদয় স্ত্রী ত্রিকালীন স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা নিত্যস্নান এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা পরলোকে দক্ষপ্রজাপতির স্বরূপত্ব; যাঁহারা মরুভূমিতে দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা রাজ্য; যাঁহারা অনশনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহারা স্বর্গ; যাঁহারা স্থণ্ডিলে[১] শয়ন করেন, তাঁহারা গৃহ ও শয্যা; যাঁহারা চীর ও ও বল্কল পরিধান করেন, তাঁহারা বস্ত্র ও আভরণ, যাঁহারা যোগ ও তপোনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বিবিধ শয্যা, আসন ও যান এবং যাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

রসসমুদয় পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য, আমিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্রগণের দীর্ঘ আয়ু ও জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিলে পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে। ধনদান দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য, দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। পানীয় প্রদান দ্বারা অচলা কীর্ত্তি এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দান দ্বারা বিবিধ ভোগজনিত তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ মহাত্মাদিগকে কখনই শোকসন্তাপে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্য রূপ, দীপদান করিলে চক্ষুষ্মত্তা, রমণীয় বস্তু প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা এবং গন্ধমাল্য প্রদান করিলে পরলোকে কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে।

ইহজন্মে যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন, পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ হয়। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ, জপাদি নিয়মানুষ্ঠান ও ত্রিকালীন স্নান করেন, তাঁহারা পরলোকে বীরস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যা দান করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট দাসদাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ-সমুদয় লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাস দ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা ফল ও পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞানলাভ হয়। দেবগণ কহিয়াছেন, সুবর্ণ-নির্ম্মিত শৃঙ্গসম্পন্ন সহস্র ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহ দেবলোক লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সুবর্ণশৃঙ্গ ও কাংস্যক্রোড়সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিদ্যমান থাকে, তত বৎসর অভিলষিত সুখসম্ভোগ ও স্বীয় পুত্রপৌত্রাদি সপ্তপুরুষের উদ্ধারসাধন করিতে পারেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণময় শৃঙ্গসম্পন্ন, কাংস্যক্রোড়-বিভূষিত, বসনোত্তরীয়যুক্ত তিলময় ধেনু প্রদান করিলে পরলোকে বসুদিগের লোকলাভ করা যায়। যেমন পবনসঞ্চালিত পোত দ্বারা মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ গোদান দ্বারা অন্ধকারময় নরক হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি ও অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোকলাভ হয়। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রী-সমুদয় প্রদান করেন, তাঁহারা পরলোকে উত্তর-কুরুতে সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। ভারবাহক গোদান করিলে বসুলোক, হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান, ছত্রদান করিলে রমণীয় গৃহ, চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্য শরীর এবং গন্ধ দান করিলে সুগন্ধযুক্ত দেহলাভ হইয়া থাকে।

যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ফল প্রদান, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন, তাঁহারা পরজন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নভূষিত গৃহ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহলোকে বিবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা পরজন্মেও ঐ সমুদয় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে পানীয়, ধূপ, গন্ধ ও মাল্য দান করেন, তিনি পরজন্মে সুন্দর ও রোগবিহীন হইয়া

১। [illegible]

থাকেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে ধনধান্য-পরিপূর্ণ শয্যাসমন্বিত গৃহ প্রদান করেন, পরলোকে তাঁহার ধ্রুবলোকলাভ হয়। আর যে ব্যক্তি ইহলোকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধানসম্বলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সৎকুলোদ্ভবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার স্বরূপত্ব লাভ করা যায়; অতএব কেহই বীরশয্যাশায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এই সমুদয় বাক্য-শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বর্গকামনানিবন্ধন বনবাস-বাসনাপরিহার পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিতামহের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হও।" তখন অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী তাঁহার সেই বাক্য স্বীকার করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

জলাশয়াদি খনন ফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জলাশয় খনন ও বৃক্ষরোপণ করিলে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ইহলোকে বিবিধ ধাতুবিভূষিত নয়নাহ্লাদকর সর্ব্বভূতসমন্বিত উর্ব্বর ক্ষেত্রকেই শ্রেষ্ঠভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ প্রদেশেই জলাশয় খনন করা কর্ত্তব্য। জলাশয়-খননে যে যে গুণ, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোকমধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন। জলাশয় মিত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতিকর, দেবগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিপ্রদ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্দ্বারা ত্রিবর্গের ফললাভ হয়। অতএব জলাশয় একটি পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ। চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই জলাশয় আশ্রয় করেন। এক্ষণে ঋষিগণ জলাশয়-খননের যেরূপ ফল কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের, শরৎকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি সহস্র গোদানের, হেমন্তকালে যাঁহার জলাশয় সলিলপূর্ণ থাকে, তিনি বহুসুবর্ণ যজ্ঞের, শিশিরকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের, বসন্তকালে যাঁহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি অতিরাত্র-যজ্ঞের এবং গ্রীষ্মকাল যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে জল পান করে, তাহার কুল পবিত্র হয় এবং তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করেন। প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে স্নান, জলপান ও বিশ্রাম করে, তাহাকে পরলোকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামের নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতে হয় না। পরলোকে জলাঞ্জলিলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। জলদান করিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোকেই তিল, জল ও দীপ প্রদান এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ কর। কারণ, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে আর ঐ সমুদয় কার্য্য করিতে পারিবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বৃক্ষরোপণ ফল

হে ধর্ম্মরাজ; এই আমি তোমার নিকট জলাশয়দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বৃক্ষ-রোপণের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত। এই সমুদয় রোপণ করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি, শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাঁহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিতে পারে। অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানবগণের অবশ্য

কর্ত্তব্য। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা পরলোকগমন করিলে নিশ্চয়ই তাহার উদ্ধারসাধন হইতে থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্প দ্বারা দেবতা, ফল দ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়া দ্বারা অতিথিদিগের সৎকার করিয়া থাকে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মনুষ্যগণ উহাদের আশ্রয়গ্রহণ করিলে উহারা ফলপুষ্প দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করে। অতএব জলাশয়-তীরে বৃক্ষ-সমুদয় রোপণ করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপণকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ, সন্দেহ নাই। জলাশয়দাতা, বৃক্ষরোপণ-কর্ত্তা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ও সত্যবাদী ইঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করেন. অতএব জলাশয়দান, বৃক্ষরোপণ, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সত্যবাক্যপ্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

দান-ধর্ম্ম কীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি যে সমস্ত দানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? যে বস্তু প্রদত্ত হইলে দাতা উহা ইহলোকে ও পরলোকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! প্রাণিগণকে অভয়-প্রদান এবং কাহারও বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহাকে সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান করিলে ইহলোক ও পরলোকে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, গো ও ভূমিদান অতিশয় প্রশস্ত; উহা পাপাত্মাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে নিরন্তর এই সমস্ত বস্তু প্রদান কর।

দানধর্ম্মপ্রভাবে মনুষ্য নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি দত্তবস্তু[১] অক্ষয়[২] করিতে অভিলাষী[৩] হয়েন, তিনি যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর, গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রদান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিনিয়ত প্রিয়বস্তু লাভ করে এবং ইহলোকে ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আহারোপযোগী বস্তু প্রার্থনা করে, আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি শত্রুগণেরও প্রতি বিপৎকালে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য জীবিকাশূন্য অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যে সকল স্বধর্ম্মনিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পরিক্লিষ্ট[১] হইয়াও যাচ্ঞা না করেন, তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্য সন্তুষ্ট, যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত[২] বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের[৩] ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর[৪]। ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে কুপিত না হয়েন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে। তাঁহাদিগের আহারোপযোগী অর্থ আছে কি না প্রতিনিয়ত চর দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবে, এবং গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্যনিয়োগ ও পরিচ্ছদপ্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন করা হয়। যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাঁহাদিগের বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা লোকরঞ্জনার্থ[৫] অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সমস্ত স্বদারানিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে যাহা প্রদান করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই পরলোকে অনুগামী হইয়া থাকে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে ফললাভ করেন, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেইরূপই ফললাভ হয়।

১—৩। দানধর্ম্মের পুণ্য অক্ষয় করিতে ইচ্ছুক।

১। অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্ত। ২। বিনা যাচ্ঞায় উপস্থিত। ৪—৪। অজগরবৎ—বিষধর সর্পের বিষ যেমন অসাধ্য, অযাচক বিপ্রের রোষও তেমনই। ৫। লোকের মনোরঞ্জনের জন্য।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধাবান ও দানশীল হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা করিলে দেবতাদিগের ঋণজাল হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণগ্রহণেও লুব্ধ না হয়েন এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই আমাদিগের পরম পূজনীয়। যাঁহারা নিস্পৃহতানিবন্ধন দাতাকে সমাদর করেন না, তাঁহাদিগকে সুতনির্বিশেষে[১] প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সেই সকল মহাত্মাকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে অভয় প্রার্থনা করি।

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি তেজ প্রদর্শন করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক[২] হয় না; অতএব তুমি আপনাকে রাজা ও মহাবল-পরাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া কদাচ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়াদি উপভোগ করিও না। তোমার বল ও গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত অর্থ আছে, তুমি স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমুদয় ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সৎকার কর। তাঁহারা যেন পুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। নিত্যপ্রসন্ন, অল্পলাভে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিবিধান করিতে তোমা ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেমন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ও পতিই পরম গতি, সেইরূপ ব্রাহ্মণসেবাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগের নিষ্ঠুর ব্যবহার অসন্তুষ্ট ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বেদ ও যজ্ঞ শূন্য এবং উৎকৃষ্ট লোকলাভে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি?

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের সহিত ধর্ম্মানুসারে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের ও শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের সেবা করিত। শূদ্রগণ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিতে সমর্থ হইত না। এক্ষণে তুমি সেই সমস্ত সত্যশীল, মৃদুস্বভাব, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নিরন্তর সেবা কর। ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও তপস্যা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অচিরাৎ পরাভূত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার পিতা, পিতামহ ও স্বীয় জীবনও প্রিয়তর নহে। এই জীবলোকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রতিই সমধিক প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমার অপেক্ষাও আমার প্রীতিভাজন। ধর্ম্মরাজ! আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিও না; ইহা সত্যবাক্যই প্রয়োগ করিতেছি। এই সত্যপ্রভাবেই মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে গমন করিয়াছেন, আমি সেই সেই লোকে গমন করিব। আমি এই বিপ্রভক্তিপ্রভাবে সাধুদিগের গন্তব্য লোক-সমুদয় নিত্যকালের নিমিত্ত লাভ করিব, সন্দেহ নাই। ঐ সমুদয় লোক এক্ষণে আমার জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছি, তদ্দ্বারা যার পর নাই সন্তোষ জন্মিতেছে।"

ষষ্ঠিতম অধ্যায়

অযাচিতদানের প্রশংসা-প্রসঙ্গে যাচ্ঞার নিন্দা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! তুল্যরূপ আচার, কুল ও বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন অযাচক হয়েন, তাহা হইলে উঁহাদের কাহাকে দান করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎ ফললাভ হইতে পারে। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ও অযাচ্ঞা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যস্বরূপ। ধৈর্য্যশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দস্যুদিগের ন্যায় লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাচ্ঞাকে চৌর্য্য-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দানশীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার

১। পুত্রবৎ। ২। ফলপ্রদ।

অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণদিগকে ধনবান করেন বটে; কিন্তু যে সমুদয় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তোমার রাজ্যমধ্যে অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীকেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহাদিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সতত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে ধনদান করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে সমুদয় ব্রাহ্মণ প্রশংসালাভের নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান না করেন, তুমি গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্যনিয়োগ এবং বিবিধ পরিচ্ছদ ও ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাহারা ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহার পরম ধর্ম্মসাধন করা হয়। যে সমুদয় ব্রাহ্মণের পুত্রকলত্রাদি সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষা-নিরত কৃষিজীবীর ন্যায় ভোজ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করে, তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজ্যবস্তু প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হয়েন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্ন-সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি অপরাহ্নে অন্নাদি দান দ্বারা দেবতা, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সর্ব্বভূতে অহিংসা, পোষ্যবর্গের পোষণ, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক অবভৃত স্নানের ফললাভ কর। এই সমুদয় অপেক্ষা সদক্ষিণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই; অতএব তুমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সতত এই সমুদয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

একষষ্টিতম অধ্যায়

যজ্ঞ-দানাদির অবশ্যকর্ত্তব্যতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কি ইহলোকে মহাফল লাভ করা যায়, না পরলোকে ঐ কার্য্যদ্বয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে? ঐ দুইটি কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টির ফল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, দানের পাত্র কিরূপ, কি প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয় আর কোন্ সময় দান ও যজ্ঞের প্রশস্ত সময় এবং যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দান করে ও যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া দান করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারে, আপনি এই সমুদয় বিষয় অকপটে কীর্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়জাতি নিরন্তর হিংসাজনক কার্য্যেই লিপ্ত থাকে, সুতরাং দান ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই উহাদিগের পবিত্রতা-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। সাধু ব্যক্তিরা হিংসাদি পাপাচারনিরত ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করিতে প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন; অতএব প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সাধু ব্যক্তিদিগকে দান করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি সাধুলোকেরা যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত দান করিবেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়জাতির পবিত্রতা সম্পাদনকর কিছুই নাই। যাঁহারা বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র, তপোনুষ্ঠানপরায়ণ ও সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র। যদি সেই সকল ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্থ প্রতিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে তোমার পুণ্যসঞ্চয় হইবে না, অতএব তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ ভোজ্য ও অর্থাদি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান কর। যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণেরা দাতার নিকট ধন গ্রহণপূর্ব্বক

যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব যদি তুমি তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ধনদান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য ফলের অংশভাগী হইবে। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভরণ-পোষণ করেন তাঁহাদের অচিরাৎ অসংখ্য পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত সাধুলোক উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-সমুদয় পরিবর্দ্ধিত করেন, এবং যাঁহারা সতত পরোপকারে নিরত হয়েন, সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; অতএব ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, বৃষ, অন্ন, বস্ত্র, উপানিষৎ[১], অশ্বযুক্ত যান, গৃহ ও শয্যা প্রদান কর। যাজ্ঞিকদিগকে ঘৃতাদি যজ্ঞোপকরণ প্রদান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহেন এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে নিতান্ত অসমর্থ, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক গোপনে হউক বা প্রকাশ্যেই হউক, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা নিতান্ত উচিত। তুমি এই প্রকার কার্য্য দ্বারা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে অবশ্যই স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। দানাদি দ্বারা তোমার ধনক্ষয় হইলে যদি তুমি পুনরায় ধনসঞ্চয় করিয়া রাজ্যপালন করিতে পার, তাহা হইলে পরজন্মে তোমার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব ও প্রচুর ধনলাভ হইবে। তুমি সতত সাবধান হইয়া আপনার ও অন্যের বৃত্তিরক্ষা কর এবং সুতনির্ব্বিশেষে ভৃত্য ও প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণের জীবিকানির্ব্বাহার্থ অর্থ আহরণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার জীবিতকাল যেন তাঁহাদিগের কার্য্য সংসাধন করিয়াই অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রচুর অর্থ অনর্থের মূল। উহার প্রভাবে উঁহাদিগের অহঙ্কার ও মোহ উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণ মোহে অভিভূত হইলে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়, ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে প্রাণিগণ ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রজাপীড়নে গৃহীত অর্থে সাধিত যজ্ঞের নিন্দা

যে রাজা একবার রাজ্য হইতে ধন আহরণপূর্ব্বক কোষাগারে সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পুনরায় প্রজাপীড়ন দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞ প্রশংসনীয় নহে। সমৃদ্ধিশালী প্রজারা নিপীড়িত না হইয়া অনুরাগের সহিত যে ধনদান করে, সেই ধন দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপীড়ন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে। যখন রাজা প্রজারঞ্জনের দ্বারা তাহাদের যথোচিত অনুরাগভাজন হইবেন, সেই সময়েই প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার উচিত।

রাজা বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ ও দীনের ধন যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। প্রজারা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যদি কূপাদি হইতে জলসেচন দ্বারা ধান্যাদি উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই ধান্যাদি হইতে করগ্রহণ করা রাজার ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে। যে স্ত্রীলোক রাজকরপ্রদানে নিতান্ত কাতর, রাজা তাহার নিকট কদাচ কর গ্রহণ করিবেন না। দীনজনের অত্যল্পমাত্র ধন হইতে করগ্রহণ করিলে রাজার রাজ্য ও রাজশ্রী অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় সন্দেহ নাই। সাধুদিগকে নিরন্তর ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষুধানিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্যে বালকেরা সস্পৃহ-লোচনে সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তৃপ্তিপূর্ব্বক উহা আহার করিতে পায় না, সেই রাজাকে যার পর নাই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যদি তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হয়েন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মিবে। মহারাজ শিবি কহিয়াছেন যে, যে রাজার অধিকারমধ্যে প্রজাগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আহারাভাবে অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, সে রাজার জীবনে ধিক্। যে রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ একান্ত কাতর হয়েন, সেই রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন ও প্রতিপক্ষ ভূপালগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে রাজার রাজ্যে দুরাত্মারা রোরুদ্যমান স্ত্রীকে তাহার পতিপুত্রগণের সমক্ষেই বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সেই রাজা জীবন্মৃত। যে রাজা প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত অসমর্থ, যিনি কেবল প্রজাপীড়নপূর্ব্বক অর্থ অপহরণ করেন এবং যাঁহার সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রী নাই, প্রজারা সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দ্দয় রাজকুলাঙ্গারকে বিনাশ করিবে। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন

১। চর্ম্মপাদুকা—জুতা।

প্রাশন করেন, উন্মাদরোগাক্রান্ত কুক্কুরের ন্যায় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সংহার করা কর্ত্তব্য।

রাজা-প্রজার পরস্পর পাপপুণ্য-সংক্রামকতা

প্রজারা ভূপাল কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত না হইয়া যে পাপসঞ্চয় করে, রাজাকে সেই পাপের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ কহেন, প্রজারক্ষণপরাঙ্মুখ ভূপতিকে প্রজাদিগের পাপের সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হয় এবং কেহ কেহ কহেন, অপালক রাজা প্রজাদের পাপের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করে; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে প্রজাদের পাপের চতুর্থাংশ অপালক রাজাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মতই আমাদিগের অনুমোদিত। আর প্রজারা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করে, সেই পুণ্যের চতুর্থাংশ রাজা অধিকার করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেমন প্রজারা পর্জ্জন্যের, পক্ষিগণ বৃক্ষের, যক্ষেরা কুবেরের ও দেবগণ দেবরাজের আশ্রয়ে কালযাপন করেন, সেইরূপ তোমার প্রজা, জ্ঞাতি ও সুহৃদগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ভূমিদানের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূপতিদিগের যে বিবিধ দানের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে কোন দান শ্রেষ্ঠ তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ভূমিদান সমুদয় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমি অক্ষয় ও অচল, ভূমি কামপ্রসবিনী ধেনুর ন্যায় লোকের সমুদয় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্যসমুদয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাও পরজন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন। কারণ, ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। মহাদেবী ধরিত্রী ভূমিদাতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি ইহজন্মে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহজন্মে যেরূপ দান করেন, তিনি পরজন্মে তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন।

পণ্ডিতেরা সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ ও পৃথিবীদানকেই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মঘ্ন, মিথ্যাবাদী পাপাত্মারাও যদি ভূমিদান করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সাধু ব্যক্তিরা পাপাত্মা রাজাদিগের নিকট সুবর্ণাদি গ্রহণ করিলে পাপভাগী হয়েন, কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী ভূমিদাতা ও ভূমিগ্রহীতা উভয়েরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া উহার প্রিয়দত্তা নাম হইয়াছে। যে রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে অভিলষিত রাজ্যভোগ ও পরজন্মে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। অতএব ভূমিদান করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভূমিপতি ব্যতীত অন্যের ভূমিদানের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রে ভূমিদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অন্য দানের ন্যায় ভূমিদান করিয়া গোপন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যে সমুদয় ভূপতি জমি লাভ করিতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদিগের ভূমিদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা বলপূর্ব্বক সাধুদিগের ভূমি গ্রহণ করেন, তিনি পরজন্মে ভূমিলাভে বঞ্চিত হয়েন। আর যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি সাধুদিগকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে ও পরজন্মে উৎকৃষ্ট ভূমি ও ফললাভ করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা যে রাজার ভূমির প্রশংসা করেন, বিপক্ষেরা কখনই তাহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। লোকে অর্থকষ্টনিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে, গোচর্ম্মপরিমিত ভূমি প্রদান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতি নৃশংস ও কুকর্ম্মনিরত রাজারাও উৎকৃষ্ট ভূমিদান করিলে পবিত্র হইতে পারে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ

হয়, সাধুদিগকে ভূমিদান করিলেও প্রায় সেই ফললাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অন্যান্য পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফললাভ-বিষয়ে সংশয় করেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমিদানের ফললাভ-বিষয়ে তাঁহাদের কখনই শঙ্কা হয় না। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা, গুরুশুশ্রূষা এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণিমুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনলাভের ফললাভ[১] হয়[২]। যাঁহারা প্রভুর হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না। যেমন জননী সর্ব্বদা ক্ষীর[৩] প্রদান করিয়া স্বীয় শিশুসন্তানকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী সমুদয় রস প্রদান করিয়া ভূপতিকে পালন করিয়া থাকেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমোগুণ, সুদারুণ বহ্নি ও ভয়ঙ্কর পাপ-সমুদয় ভূমিদাতাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। শান্তপ্রকৃতি হইয়া ভূমিদান করিলে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা হয়। কৃশ, ম্রিয়মাণ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিলে যজ্ঞফললাভ হইয়া থাকে। বৎস-প্রিয়া ধেনু যেমন ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের নিকট গমন করিয়া তাহাকে দুগ্ধ প্রদান করে, তদ্রূপ পৃথিবী ভূমিদাতা ভূপতিকে উভয় লোকে বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি ইহজন্মে ব্রাহ্মণকে ফলকৃষ্ট[৪], বীজসম্পন্ন ও ফলসমন্বিত ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট গৃহ দান করেন, তিনি সমুদয় লোকের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। যে রাজা আহিতাগ্নি, ব্রতপরায়ণ, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তাঁহাকে কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। চন্দ্রমা যেমন দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়েন, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল, প্রদত্ত ভূমিতে যতবার শস্য হয়, তত গুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভূমিগীতা—ভূমিদানের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন উপলক্ষে কহিয়া গিয়াছেন যে, ভূমি স্বয়ং কহিয়াছেন, আমাকে দান ও আমাকে গ্রহণ কর। আমাকে দান করিলে পুনরায় আমাকে লাভ করিতে পারিবে। কারণ, ইহলোকে যে ব্যক্তি যাহা প্রদান করে, সে পরলোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। মহাত্মা জামদগ্ন্য এই ভূমিগীতা শ্রবণ করিয়া কশ্যপকে সমুদয় পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ বেদতুল্য এই ভূমিগীতা অবগত হয়েন, অথবা কিংবা শ্রাদ্ধকালীন ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। প্রবল ব্যক্তিদিগের আভিচারিকী[১] ক্রিয়া[২] দ্বারা যে অনিষ্টপাত হয়, ভূমিদান তাহার শান্তিকর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার দশপুরুষ পবিত্র হয়। ভূমি সমুদয় জীবের উৎপত্তির কারণ; অগ্নি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নরপতিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াই তাঁহার নিকট এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে তিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে ভূমিদান করিবেন এবং তাঁহাদের ভূমি হরণ করিতে বাসনা করিবেন না।

রাজার সমুদয় অর্থই ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজা ধার্ম্মিক হইলেই প্রজাদিগের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হয় এবং অধার্ম্মিক ও নাস্তিক হইলে তাঁহাদিগের সুখে কালযাপন করা দূরে থাকুক, দুঃখের পরিসীমা থাকে না। তাঁহার অসদাচরণে প্রজাদিগকে সতত উদ্বিগ্ন হইতে হয়। ঐরূপ ভূপতির রাজ্য কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না, প্রত্যুত অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজা ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে প্রজাগণ নিদ্রাদি সুখানুভব করিয়া পরমসুখে গাত্রোত্থান করে। রাজার শুভকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণ যার পর নাই সুখী ও পরিবর্দ্ধিত হয়। যে নরপতি পৃথিবী দান করেন, তিনিই কুলীন, বন্ধু, মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, দাতা ও যথার্থ পরাক্রান্ত। যাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। যেমন বীজ বপন করিলে তাহা হইতে শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূমিদান করিলে সকল কামনা সফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণ ইঁহারা সকলেই ভূমিদাতার প্রশংসা করেন। মানবগণ ভূমি হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার ভূমিতেই বিলীন হইয়া থাকে। জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবই ভূমির বিকার। ভূমি সমুদয় জগতের পিতামাতাস্বরূপ। ভূমির তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১—২। মারণ উচাটন প্রভৃতি অনিষ্টজনক কার্য।

ভূমিদানের প্রশংসা—ইন্দ্র-বৃহস্পতিসংবাদ

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে ইন্দ্র-বৃহস্পতি-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র ভূরিদক্ষিণ একশত যজ্ঞ সমাপনানন্তর বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'ভগবন! কোন্ বস্তু দান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কোন্ দানপ্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া অনায়াসে পরমসুখে কালযাপন করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

তখন দেবপুরোহিত মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! সুবর্ণ, গো ও ভূমি এই সকল বস্তু দান করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণের বাক্যানুসারে আমার বোধ হয়, ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে সকল বীর সমরাঙ্গনে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ভূমিদাতা পূর্ব্বতন পাঁচ ও অধস্তন ছয় এই একাদশ পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। যিনি রত্নসমলঙ্কৃত ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। তিনি পরমসুখে স্বর্গলোকে বাস করেন। ইহজন্মে সর্ব্বগুণসমন্বিত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলে, জন্মান্তরে তাঁহার রাজাধিরাজত্ব লাভ হয়। যে রাজা সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণ পৃথিবী দান করেন, তিনি সমুদয় পদার্থদানের ফললাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধিপ্রবাহিণী নদীসকল পরলোকে ভূমিদাতার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। নরপতি ভূমিদান করিলে অনায়াসে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ফলতঃ ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই।

যে নরপতি স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সমুদয় ব্রাহ্মণসাৎ করেন, যত কাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকে, তত কাল মানবগণ তাঁহার যশ ঘোষণা করে। যিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূমি প্রদান করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন। যে নরপতি রাজ্যসুখ অভিলাষ করেন, ভূমিদান করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানবগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া ভূমিদান করিলে অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়। একমাত্র ভূমিদান করিলেই এককালীন সহস্র নদী, পর্ব্বত, বন, তড়াগ, উদপান, সরোবর, স্নেহাদি বিবিধ রস, বীর্য্যবান ঔষধ ও পুষ্পফলসমন্বিত পাদপ-সমুদয় দানের ফললাভ হইয়া থাকে। প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ভূমিদানের তুল্য ফললাভ করা যায় না। ভূমিদাতা ভূমিদান করিয়া তাহা প্রত্যাহরণ[১] করিলে[২] স্বয়ং নরকস্থ হয়েন এবং স্বীয় দশপুরুষকে নরকে নিপতিত করেন।

যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে এবং যে দান করিয়া প্রত্যাহরণ করে, তাহাদিগকে মৃত্যুর নিদারুণ পাশে বদ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা আতিথিপ্রিয়, সাগ্নিক, যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণের উপাসনা করে, তাঁহাদিগকে কখনই শমন-সদনে গমন করিতে হয় না। ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া প্রত্যাহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। আর ঐ ক্ষেত্রহরণনিবন্ধন একান্ত অবসন্ন ব্রাহ্মণদিগের অশ্রুপাত হইলে অপহর্ত্তার তিন কুল এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রাজ্যচ্যুত নরপতিকে পুনরায় রাজ্যমধ্যে সংস্থাপিত করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ইক্ষু, যব, গোধূম, বিবিধ রত্ন, নিধিগর্ভ[৩] এবং গো-অশ্বাদি বিবিধ বাহনপরিপূর্ণ বাহুবলার্জ্জিত ভূমিদান করিতে পারিলে অক্ষয় লোকলাভ করিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা ঐ দানকে ভূমিযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ভূমিদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ইহা দ্বারা সাধু ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মান লাভ করা যায়। সলিলমধ্যে তৈলবিন্দু নিপতিত হইলে যেমন ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল সেই দত্ত ভূমিতে যত বার শস্য সমুৎপন্ন হয়, ততই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। ভূমিদাতা মহাবলপরাক্রান্ত, সম্মুখ-সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকগত নরপতিগণের ন্যায় দিব্য-মাল্য বিভূষিত নৃত্যগীত-বিশারদ অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক উপাসিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ভূমিদান করিলে জন্মান্তরে সিংহাসন, শ্বেতচ্ছত্র, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট অশ্বাদিবাহন, পুষ্প, ধান্য, কুশ, বালতৃণ[৪] ও সুবর্ণরাশি লাভ হয়।

১—২। ফিরাইয়া লইলে। ৩। স্বর্ণাগারাদি-পরিপূর্ণ। ৪। কচি ঘাস।

ভূমিদাতার আজ্ঞা কেহই অগ্রাহ্য করে না এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। ফলতঃ ভূমিদানের তুল্য দান, মাতৃসদৃশ গুরু, সত্যের সমান ধর্ম্ম ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই।'

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির নিকট এইরূপ ভূমিদানের ফল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধনরত্নপরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে রাক্ষস বা অসুরগণ কখনই ঐ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন করিতে পারে না এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে ঐ শ্রাদ্ধে যাহা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদয় অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের নিকট এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, কীর্ত্তন কর।"

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

অন্নদানের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দানশীল নরপতি গুণবান ব্রাহ্মণগণকে কি কি বস্তু প্রদান করিবেন? কিরূপ দান দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আশু পরিতুষ্ট হয়েন এবং কিরূপ দানই বা ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ হয়, এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি আমার নিকট উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ আমার নিকট এই বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্ন অতি তেজস্কর। অন্ন বিনা কেহই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নই সমুদয় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্ন দ্বারাই জীবনধারণ করিয়া থাকেন। অতএব অন্নকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবেন। যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরম নিধি স্থাপন করিয়া রাখেন।

পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুশীল ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্নদান করেন, তিনি উভয় লোকেই পরম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। গৃহাগত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও নিষ্ফল হয় না। যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে অন্নদান করেন তাঁহার পরম ধর্ম্মলাভ হয়; যে ব্যক্তি অন্ন দ্বারা দেবতা, পিতৃলোক ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তিনি উৎকৃষ্ট পুণ্যফললাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, তাহার সেই পাপ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্নদান করিলে মহা ফললাভ হয়; ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অন্নদান করিবার এইরূপ বিশেষ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাখা ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ইহলোকে অন্নদান করেন, পরলোকে তাঁহার সেই অন্ন সর্ব্ব-কামফলপ্রদ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। পিতৃগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবীর ন্যায় স্বীয় পুত্র ও পৌত্র হইতে সতত অন্নলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং অন্ন প্রার্থনা করিলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্নদান করেন, তিনি ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করুন বা না

করেন, অবশ্যই তাঁহার পুণ্যলাভ হয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা অতিথিভাবে সমুপস্থিত হইয়া সৎকার লাভপূর্ব্বক প্রতিগমন করেন, তিনি ইহজন্মে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে কালহরণ করেন এবং পরজন্মে মহাভোগযুক্ত উত্তম কুলে উৎপন্ন হয়েন। অন্নদাতার পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থানলাভ হয়। মিষ্টান্নদাতা অনন্তকাল স্বর্গে সৎকৃত হইয়া বাস করিতে পারেন। অন্ন সমুদয় লোকের প্রাণস্বরূপ। সমুদয় বস্তুই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান করেন, তিনি পশুশালী, ধন্যবাদসম্পন্ন, পুত্রবান্, বলবান্ ও রূপবান হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অন্নদান করেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে দেবগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ উর্ব্বরা ভূমিস্বরূপ; যে ব্যক্তি ঐরূপ ভূমিতে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করেন, তিনি অনায়াসে পুণ্যরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং অন্নদান দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষফল লাভ করা যায়, অন্য কোন দানেই সেরূপ ফললাভ করা যায় না। অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নই রতি, ধর্ম্ম ও অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নকে অমৃতস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ সমুদয়ই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্নের নাশ হইলে শরীরস্থ পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্নের অভাবে বলবান্‌দিগের বলের হানি হয়। অন্ন ব্যতীত আহার, বিহার ও যজ্ঞ প্রভৃতি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন না থাকিলে বেদ পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। ত্রিলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদয় পদার্থই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব অন্নদান পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অন্নদান করেন, তাঁহার বল, যশ ও কীর্ত্তির পরিসীমা থাকে না।

ভগবান সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন। ঐ রস-সমুদয় মেঘরূপে পরিণত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু দ্বারা সেই মেঘসমুদয়কে সঞ্চালিত করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারিধারা নিপতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের জীবনোপায়স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ অগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন, এইরূপে অন্ন দ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করেন, তিনি তেজ ও প্রাণদানের ফলভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপ অন্নদানের ফল শ্রবণ করিয়া অবধি এতাবৎকাল বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে তুমিও অসূয়াবিহীন হইয়া অকাতরে অন্নদান কর। বিধিপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিলে নিঃসন্দেহে তোমার স্বর্গলাভ হইবে। যে মহাত্মারা ইহলোকে অন্নদান করেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গারূঢ় হইয়া তারামণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নানাস্তম্ভসমন্বিত, তারামণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজালজড়িত, বালার্কসদৃশ, বিবিধ অচল ও সচল গৃহ, বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন সুবর্ণ ও রজতময় অসংখ্য জলগৃহ, সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ-সমুদয়, সহস্র সহস্র বাপী, সভা, কূপ, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, পর্ব্বতাকার ভক্ষ্যভোজ্য, বস্ত্র, আভরণ, ক্ষীরনদী, অন্নপর্ব্বত, পাণ্ডু ও তাম্রবর্ণ প্রাসাদসমুদয় এবং কনকের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিবিধ শয্যা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক অন্নদান কর। ইহলোকে অন্নদান করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।”

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

নক্ষত্রযোগযুক্ত দানসময় নিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আমি আপনার মুখে অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কোন্ নক্ষত্রে কোন বস্তু দান করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নারদ-দেবকীসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবকী দেবর্ষি নারদকে দ্বারকায় সমাগত দেখিয়া, এক্ষণে তুমি আমাকে যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবি! কৃত্তিকা নক্ষত্রে ঘৃত-পায়স[1] দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিলে উৎকৃষ্ট লোকলাভ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনৃণ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মৃগমাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে। মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎস ধেনু প্রদান করিলে সুরলোকলাভ হয়। আর্দ্রা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া তিল-মিশ্রিত কৃষর[2] প্রদান করিলে দেহান্তে অতি দুর্গম ক্ষুরধার পর্ব্বত অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পিষ্টক ও অন্ন প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে রূপসম্পন্ন ও যশস্বী হইয়া সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে সুবর্ণ দান করিলে চন্দ্রের ন্যায় ভাস্বর লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে। অশ্লেষা নক্ষত্রে রজত-বৃষ দান করিলে সকল ভয় হইতে মুক্তিলাভ ও ঐশ্বর্য্য অধিকার করা যায়। মঘা নক্ষত্রে তিলপূর্ণ শরাব প্রদান করিলে ইহলোকে পুত্র ও পশু এবং পরলোকে অসীম সুখলাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ফাণিত[3] প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্য প্রদান করিলে সৌভাগ্যলাভ হয়। উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের সহিত ষষ্টিধান্যের তণ্ডুল প্রদান করিলে দেবলোকে সমাদর লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, এই নক্ষত্রে যে কোন বস্তু প্রদান করা যায়, তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। হস্তা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া হস্তী ও রথ প্রদান করিলে পবিত্র অভীষ্ট ফলপ্রদ লোকসকল লাভ হয়। চিত্রানক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদিগের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিতে পারা যায়। স্বাতিনক্ষত্রে আপনার প্রিয় বস্তু প্রদান করিলে ইহলোকে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও পরলোকে শুভ লোক-সমুদয় লাভ হয়। বিশাখা নক্ষত্রে বৃষ, দুগ্ধবতী ধেনু এবং ধান্য, বস্ত্র ও বৃষের সহিত শকট প্রদান করিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন এবং দেহান্তে দুর্গম নরকসমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক অক্ষয় ফল এবং সুরলোক লাভ করিতে পারা যায়। অনুরাধা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া উত্তরীয়, পরিধেয় ও অন্ন দান করিলে শতযুগ দেবলোকে বাস করা যায়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে মূলের সহিত কালশাক প্রদান করিলে ইহলোকে অভীষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। মূলা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফলমূল প্রদান করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন ও অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। পূর্ব্বষাঢ়া নক্ষত্রে উপবাস করিয়া কুলীন সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে দধিপাত্র প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে বহু গোধনসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করে। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ঘৃত ও ফাণিতের সহিত উদকুম্ভ ও শক্তু প্রদান করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মনীষী ব্রাহ্মণগণকে মধু-ঘৃতসংযুক্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে দেবলোকে পূজিত হওয়া যায়। শ্রবণানক্ষত্রে বস্ত্রান্তরিত[1] কম্বল প্রদান করিলে শ্বেতবর্ণ যানে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্য লোকে গমন করিতে পারা যায়। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া গোসংযুক্ত যান, বস্ত্র ও ধন প্রদান করিলে জন্মান্তরে রাজ্যলাভ হয়। শতভিষা নক্ষত্রে অগুরুচন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য-সমুদয় দান করিলে দেহান্তে অপ্সরাদিগের সহিত একত্র বাস ও দিব্য গন্ধ-সমুদয় লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাষ[2] প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে সুখী ও সর্ব্বভক্ষ্যসম্পন্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেষমাংস প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তিসম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্ত ফললাভে সমর্থ হয়েন। যিনি রেবতী নক্ষত্রে কাংস্য-দোহন-পাত্রের[3] সহিত ধেনুদান করেন, তিনি লোকান্তরপ্রাপ্ত হইলে ঐ ধেনু পুনরায় সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বের সহিত রথ প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে তেজস্বী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভরণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে তিলধেনু প্রদান করিলে পরলোকে প্রভূত ধেনু ও যশোলাভ করিতে পারা যায়।'

হে ধর্ম্মরাজ! দেবী দেবকী দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপে যে যে নক্ষত্রে যে বস্তু প্রদান

১। ঘৃতযুক্ত পায়েস। ২। খিচুড়ী। ৩। বেণাবাতাসা।

১। সবস্ত্র। ২। মাষকলাই। ৩। কাঁসার দোহন পাত্র।

করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

স্বর্ণজলাদি বিভিন্ন দানের ফলাধিক্য কথন

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার সকল বিষয়ই দান করা হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যে, সুবর্ণ-দান আয়ুষ্কর, পবিত্রতা-সম্পাদক ও পিতৃলোকের অক্ষয়-ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু কহিয়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য প্রযত্ন-সহকারে কূপ, বাপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। সলিলপূর্ণ কূপ খননকর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু, মনুষ্য ও গো-সমুদয় জলপান করে, তাঁহার সমুদয় বংশ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিবন্ধ হইয়া জলপান করিতে পারে, তিনি কদাচ বিপদে নিপতিত হয়েন না।

ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, অশ্বিনী-তনয়দ্বয় ও বহ্নির তৃপ্তিলাভ হয়। ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য, রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মঙ্গল, যশঃ ও পুষ্টিলাভার্থী হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণগণকে সতত ঘৃত প্রদান করিবেন। যিনি আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত দান করেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতপায়স প্রদান করেন, রাক্ষসগণ তাঁহার গৃহে কদাচ উপদ্রব করে না।

যিনি পরমশ্রদ্ধাসহকারে পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কলস প্রদান করেন, তিনি বলবতী পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন না, আহারভাবে তাঁহাকে কদাচ দুঃখপ্রাপ্ত হইতে হয় না এবং বিপদ সমুদয় তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করে না। যিনি পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ ও উত্তাপগ্রহণার্থ ব্রাহ্মণগণকে কাষ্ঠ প্রদান করেন, তাঁহার সংগ্রামে জয়লাভ, সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভগবান্ হুতাশন তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র প্রদান করেন, তিনি পুত্র, সম্পদ্ ও যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহার কদাচ চক্ষুর পীড়া জন্মে না। আর যিনি গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে ব্রাহ্মণকে ছত্রদান করেন, তাঁহার কখনই মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় না এবং তিনি বিষয়কষ্ট হইতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবান্ শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন যে, শকটদান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অতএব ব্রাহ্মণকে শকট দান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

পাদুকাদি-দান প্রসঙ্গে তিলদান প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! উত্তপ্ত বালুকায় ব্রাহ্মণের চরণ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে পাদুকাযুগল দান করে, তাহার কি ফল লাভ হয়, কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যে ব্যক্তি তাদৃশ উত্তাপের সময় সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করে, তাহার সমুদয় কণ্টক নিরাকৃত হয়, গোযুক্ত শকটদানের ফললাভ হয়, বিপদের লেশমাত্রও থাকে না, শত্রুগণ কখনই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না এবং সে অচিরাৎ অশ্বতরীযুক্ত রৌপ্য-কাঞ্চন-বিভূষিত শুভ্র যান লাভ করে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে ভূমিদানাদির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় ভূমিদান, গোদান, অন্নদান এবং তিলদানের ফল বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি তিলদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ভগবান ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্যবস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিলদান করিলে পিতৃলোকেরা

আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। যে ব্যক্তি মাঘমাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিলদান করে, তাহাকে কদাপি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না। তিল দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। অকামী হইয়া তিলশ্রাদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। তিলসমুদয় মহর্ষি কাশ্যপের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দানবিষয়ে পরম পবিত্ররূপে গণনীয় হইয়াছে। তিল পুষ্টিকর, রূপবর্দ্ধক ও পাপনাশক। অতএব সমুদয় দান অপেক্ষা তিলদানই প্রশংসনীয়। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম ইঁহার সৎপথে অবস্থানপূর্ব্বক তিল দ্বারা হোম ও তিল দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। যাবতীয় মহাদান অপেক্ষা তিলদান অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয়। পূর্ব্বকালে হবনীয় দ্রব্যসমুদয় উৎপন্ন হইলে মহর্ষি কুশিক গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে তিলাহুতি প্রদানপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত তিলদান প্রশংসনীয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্যান্য দানের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা দেবগণ যজ্ঞ করিবার মানসে ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। আপনি চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর; আপনার নিকট ভূমি গ্রহণ না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাহার কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। অতএব আপনি আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন।'

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা যে স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর সেই অংশ প্রদান করিলাম।'

কমলযোনি এইরূপে ভূমি প্রদান করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আমরা কৃতকার্য্য হইলাম, এক্ষণে দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। আপনি অনুমতি করুন, যেন মুনিগণ সর্ব্বদাই আমাদিগের যজ্ঞভূমিতে অবস্থান করেন।'

দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা কহিয়া কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে অগস্ত্য, কণ্ব, ভৃগু, অত্রি, বৃষাকপি ও অসিতদেবল প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে ঐ যজ্ঞ সমাপন হইলে সুরগণ সেই যজ্ঞভূমির ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! প্রাদেশমাত্র ভূমি প্রদান করিলেও কখন দুঃখে অবসন্ন বা বিপদ্সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। যিনি শীত, বায়ু ও আতপজনিত ক্লেশনাশক সুসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, তিনি পুণ্যক্ষয় হইলেও স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন না। বাসার্থে ভূমি প্রদান করিলে পরম সমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করা যায়।

অধ্যাপকবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শ্রোত্রিয় যাহার গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করেন, সে অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি গোকুলের অবস্থান নিমিত্ত শীতবর্ষাজনিত ক্লেশনাশক সুদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সাত পুরুষ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। ক্ষেত্র দান করিলে সম্পত্তিলাভ এবং রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঊষর, দগ্ধ, শ্মশানপরিবেষ্টিত ও পাপাত্মাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ভূম্যধিকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল করিয়া থাকেন। অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিলে ঐ পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। বন, পর্ব্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান এই সমুদয়ই অস্বামিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদয় স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক স্থান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

গোদান-ফল

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ভূমিদানের বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর গোদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গো-সমুদয় তাপসদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত ভগবান্ মহাদেব গো-সমুদয়ের সহিত একত্র তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করেন, গো সকল চন্দ্রের সহিত সেই ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। গো-সমুদয়

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, চর্ম্ম, অস্থি, শৃঙ্গ ও লোম দ্বারা লোকের মহোপকারসাধন করে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। উহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্যসাধন করে। গো-সমুদয় ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ উভয়কে অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা রন্তিদেব স্বীয় যজ্ঞে গো-সমুদয়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চর্ম্মরসে চর্ম্মণ্বতী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে গোদান করে তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হয়। সহস্র গোদান করিলে পরকালে কখনই নরকগ্রস্ত হইতে হয় না। এবং সর্ব্বত্রই জয়লাভ হইয়া থাকে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দুগ্ধকে অমৃততুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ধেনুদান করিলে অমৃতদানের ফললাভ হয়। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়। বৃষভ মূর্ত্তিমান স্বর্গস্বরূপ; অতএব যে ব্যক্তি সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বৃষভ প্রদান করে, সে অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। গো-সমুদয় প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ; অতএব গোদান করিলে প্রাণদান করা হয়। গো-সমুদয় জীবগণের আশ্রয়স্বরূপ; অতএব গোদান করিলেই আশ্রয়দানের ফললাভ হয়। নাস্তিক, পশুঘাতী ও গোজীবীকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে গোদান করিলে অনন্তকাল নরকভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কৃশ, বিবৎসা, বন্ধ্যা, রোগযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্তা গাভী প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দশসহস্র গোদান করিলে ইন্দ্রলোক এবং লক্ষ গোদান করিলে অক্ষয় লোকলাভ হইয়া থাকে।

অন্নদান-প্রশংসা

হে ধর্ম্মরাজ। এই আমি তোমার নিকট গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান অতি উৎকৃষ্ট দান, অন্নদান করিয়া মহাত্মা রন্তিদেব স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যে ভূপতি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। অন্নদানে যেরূপ শ্রেয়োলাভ হয়, হিরণ্য, বস্ত্র বা অন্য কোন দান দ্বারা সেরূপ শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ন অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপ। অন্ন দ্বারা পরমায়ু, তেজ ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়। মহাত্মা পরাশর কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্রমনে সাধুদিগকে অন্নদান করেন, তাঁহাকে কদাপি কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয় না। যিনি যেরূপ অন্ন ভোজন করুন না কেন, শাস্ত্রানুসারে দেবগণকে তাহা নিবেদন করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষে অন্নদান করে, তাহার কোন প্রকার বিপদ্ থাকে না এবং সে অনায়াসে পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়। যিনি স্বয়ং ভোজন না করিয়া সমাহিতচিত্তে আপনার ভক্ষ্য অন্ন অতিথিকে দান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হয়েন, দুর্ব্বিসহ বিপদে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সমুদয় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ। এই আমি তোমার নিকট অন্নদান, তিলদান, ভূমিদান ও গোদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।"

—

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

অন্নদানপ্রসঙ্গে জলদান-প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি আপনার নিকট ভূম্যাদি দানের ফল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জলদান ইহলোকে কিরূপ মহাফল প্রদান করিয়া থাকে, তাহা সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আপনি ইহাও কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! লোকে অন্নদান ও জলদান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করে আমি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর। আমার মতে অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অন্নপ্রভাবেই লোকে প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছে। অন্ন হইতে সকলের বল ও তেজঃ

পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নদানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী বেদমন্ত্রে অন্নদানবিষয়ে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন তুমি তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছ। অন্নদান করিলে প্রাণদান করা হয়। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহর্ষি লোমশ কহিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ শিবি কপোতকে প্রাণদান করিয়া যেরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া মনুষ্য সেই গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সলিল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। সলিল ব্যতিরেকে কোন বস্তুই সঞ্জাত হয় না। তারাপতি চন্দ্র, অমৃত, সুধা, স্বধা, ওষধি ও তরুগুল্মাদি সমুদয়ই জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতাদি পদার্থই প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ। দেবগণের অমৃত, নাগগণের সুধা, পিতৃগণের স্বধা, পশুগণের তরুগুল্মাদি ও মনুষ্যের ধান্যাদি অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন এই সমুদয় পদার্থই জল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তখন জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যাহার মঙ্গললাভের বাসনা থাকে, জলদান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। জলদান করিলে যশস্বী, দীর্ঘজীবী ও কৃতার্থ হইতে পারা যায়। জলদাতা অনায়াসে শত্রুদিগকে অতিক্রম ও পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহার সমুদয় কামনা সিদ্ধ ও শাশ্বত কীর্ত্তি লাভ হয় এবং পরলোকে তাহার সুখের পরিসীমাও থাকে না। ভগবান মনু কহিয়াছেন যে জলদাতা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে।"

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

দানপ্রসঙ্গে যম ব্রাহ্মণসংবাদ—দূতের ভ্রম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট তিল, দীপ, অন্ন, ও বস্ত্রদানের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এই উপলক্ষে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে যামুনগিরির নিম্নভাগে পর্ণশালা নামে এক সুদৃশ্য রমণীয় প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে অনেক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমরাজ কাকের ন্যায় জঙ্ঘা ও নাসিকাসম্পন্ন, কৃষ্ণবসন, ঊর্দ্ধরোমা, লোহিতাক্ষ, এক পুরুষকে কহিলেন, 'তুমি অবিলম্বে পর্ণশালা নামক গ্রামে গমন করিয়া অগস্ত্যগোত্র-সমুদ্ভূত শান্তস্বভাব অধ্যাপক মহাত্মা শর্ম্মীকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন কর। আমি সেই মহাত্মার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে তাঁহার বয়ঃসম্পন্ন আর এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, দেখিও, যেন ভ্রমক্রমে শর্ম্মীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আনয়ন করিও না।' যমদূত মহাত্মা যম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অচিরাৎ পর্ণশালা নগরীতে গমন-পূর্ব্বক যমরাজ যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ভ্রমক্রমে তাঁহাকেই তাঁহার সমীপে সমানীত করিল। তখন ভগবান্ কৃতান্ত সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া দূতকে কহিলেন, 'দেখ, আমি যাঁহাকে আনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি তাঁহাকেই আনয়ন করিয়াছ; অতএব শীঘ্র ইঁহাকে ইঁহার আবাসে সংস্থাপিত করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর।'

ভগবান কৃতান্ত দূতকে এইরূপ কহিলেন সেই ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! এ স্থান হইতে গমন করিতে আমার বাসনা নাই; যত দিন আমার কাল পূর্ণ না হয়, তত দিন আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।'

তখন ভগবান্ যম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আমি লোকের আয়ুঃসম্বন্ধে কাহাকে কদাপি আপনার আলয়ে স্থান দান করিতে পারি না। কেবল কালপ্রভাবে ক্ষীণায়ু ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও গতিবিধান করিতেই আমার ক্ষমতা আছে; সুতরাং আপনাকে এই যমলোকে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করা আমার সাধ্য নহে; অতএব অদ্যই আপনাকে স্বীয় ভবনে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সেই প্রার্থনা পূরণ করিব।' ভগবান কৃতান্ত এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! আপনি ত্রিলোকের সাক্ষিস্বরূপ; অতএব মর্ত্ত্যলোকে যে যে

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্যলাভ হয়, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

শর্ম্মি-প্রতিবেশিসমীপে যমের দানধর্ম্মকীর্ত্তন

যম কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনার নিকট দানবিধি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিলদানকে পরম দান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিলদান করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। অতএব যথাশক্তি তিলদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তিলদান করেন, তাঁহার সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়। শ্রাদ্ধে তিলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব আপনি বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে তিলদান করিবেন। বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণগণকে তিলদান, তিলভক্ষণ ও তিলস্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার সম্পূর্ণ উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের নিত্য জলদান ও জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহলোকে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপ সমুদয় অতিশয় দুর্লভ; এই নিমিত্ত ঐ সমুদয় খনন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা জলদান করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্যলাভ করা যায়। অতএব আপনি নিয়ত জলদানের নিমিত্ত জলাশয় খনন ও ভোজনাবসানে জলদান করিবেন'।"

যমবর্ণিত প্রদীপাদি দানের প্রশংসা

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা যম ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিলে, যমদূত স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে তাঁহার ভবনে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা শর্ম্মীকে গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যমলোকে উপস্থিত হইল। তখন প্রতাপান্বিত ভগবান যম ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শর্ম্মীকে অবলোকন করিবামাত্র যথোচিত পূজা ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া দূত দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার আলয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা শর্ম্মী স্বীয় গৃহে উপনীত হইয়া যমের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

দীপদান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষসাধন করা যায় বলিয়া ভগবান্ যম ঐ দানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহারা নিত্য দীপদান করেন তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সদগতিলাভে সমর্থ হয়েন। নিয়ত দীপদান করিলে তেজঃ, পিতৃলোক ও আপনার চক্ষুর তেজঃ বৃদ্ধি হয়; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে রত্নদান করিলে মহাপুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দাতার নিকট হইতে প্রতিগৃহীত রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে কখনই বিক্রয় ও প্রতিগ্রহজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মনু কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ দাতার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া সুব্রাহ্মণগণকে তৎসমুদয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও দাতার উভয়েরই অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। লোকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বস্ত্রদান করিলে পরমসুন্দর ও সুবেশসম্পন্ন হইতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বেদপ্রমাণানুসারে গো, সুবর্ণ ও তিলাদি দানের বিষয় বারংবার কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই, অতএব দানপরিগ্রহপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

গো-দানপ্রসঙ্গে গো-প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ক্ষত্রিয়ই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণ সেই দত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারই ভূমিদান করিবার অধিকার নাই। এক্ষণে ফলাভিলাষী হইয়া সমুদয় বর্ণে যাহা দান করিতে পারা যায় এবং বেদের যাহা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! গোদান, পৃথিবীদান ও বিদ্যাদান এই ত্রিবিধ দানই তুল্যফলপ্রদ। ঐ ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয়। যিনি শিষ্যকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বেদবাক্যে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার পৃথিবী ও গোদানের তুল্য ফললাভ হয়। গোদানও সমধিক প্রশংসনীয়, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। গোদানের ফল অচিরাৎ লাভ হইয়া থাকে। গাভীসমুদয় জীবগণের প্রসূতিস্বরূপ এবং নানাপ্রকার সুখের নিদান। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিত্য গো-প্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গো-শরীরে

পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। গাভীসকল সমুদয় মঙ্গলের আয়তন-স্বরূপ। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ যজ্ঞভূমি-কর্ষণ-সময়ে বলীবর্দ্দদিগকে কশাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞভূমি-কর্ষণকালে উহাদিগকে কশাঘাত করিলে দোষাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় না; কিন্তু কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত উহাদিগকে প্রহার করিলেই উহা দোষাবহ হইয়া উঠে। পলায়ন ও শয়নকালে গোকুলকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। গো-সমুদয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি গৃহস্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবংশে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অন্যের গাভীকে ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, তাহার পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদয় অভিলষিত বস্তু লাভ হয় এবং দুঃস্বপ্ন-দর্শন জন্য দোষ ও অমঙ্গল এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপ ধেনু দেয় ও কি প্রকার ধেনু অদেয় এবং কীদৃশ ব্যক্তি গোদানের উপযুক্ত আর কীদৃশ ব্যক্তিই বা অনুপযুক্ত, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আচারভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, হব্যকব্য-বিবর্জ্জিত, লুব্ধস্বভাব পাপাত্মাকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বহুপুত্রসম্পন্ন সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দশটি গোদান করিলে দাতার অতি উৎকৃষ্ট লোকলাভ হয়। গ্রহীতা প্রতিগ্রহলব্ধ ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্মদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকাপ্রদান করেন, তাঁহারা তিন জনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হয়েন। গুরুশুশ্রূষা করিলে পাপ নষ্ট, অহঙ্কার জন্মিলে যশ নষ্ট, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটি গাভী থাকিলে দরিদ্রতা-দোষ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞানবান, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়বাদী ও স্ত্রীপুত্রাদি-পরিবারসম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও আত্মকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ধৃত দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট পাত্রে গোদান করিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে আবার তাদৃশ গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ধন ও পত্নী অপহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে।"

সপ্ততিতম অধ্যায়

গোদানবৈগুণ্যে নৃগনৃপতির কৃকলাসজন্ম

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দ্বারবতী নগরীতে যদুকুলের বালকগণ জল অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক মহাকূপ অবলোকন করিল। ঐ কূপ তৃণ ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। বালকগণ কূপদর্শনে আহ্লাদিত হইয়া জললাভের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর তাহারা মহাপ্রযত্নে সেই কূপের মুখ হইতে তৃণলতাদি অপসারিত করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে এক মহাকায় কৃকলাস[১] অবস্থান করিতেছে। সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাসকে দেখিবামাত্র বালকগণ রজ্জু ও চর্ম্মপট্ট[২] দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যার পর নাই যত্ন করিল; কিন্তু কোনরূপেই তাহাকে তথা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'বাসুদেব! এক মহাকূপমধ্যে একটি ভীষণ কৃকলাস শূন্যপথ আবরণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, আমরা কোনরূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।'

বালকগণ এই কথা কহিলে বাসুদেব তাহাদিগের বাক্য শ্রবণমাত্র সেই মহাকূপের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহা হইতে সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাসের উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃকলাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নৃগনামে রাজা

১। কাকলাস। ২। চামড়ার দড়ি।

ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি।' কৃকলাস এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি কখন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল পুণ্যকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য গোদান করিতেন, তবে আপনার এরূপ দুর্গতি হইল কেন?'

তখন সেই কৃকলাসরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! পূর্ব্বে এক অগ্নিহোত্রশীল কোন কার্য্যবশতঃ প্রবাসে গমন করিলে তাঁহার একটি ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধনমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার পশুরক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল এবং আমিও পারলৌকিক ফললাভের নিমিত্ত সেই ধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিন পরে সেই বিদেশগত ব্রাহ্মণ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় গোধন অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়াছিলাম, তাঁহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই ধেনু আমার, অতএব আমি ইহাকে লইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিব। তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ নৃগ আমাকে এই ধেনু প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমি কখনই তোমাকে উহা প্রদান করিব না।

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি দাতা হইয়া কেন অপহর্ত্তা হইলে?' তখন আমি সেই গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'ভগবন্! আমি আপনাকে অযুত গো দান করিতেছি, আপনি সেই ধেনু এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন।' আমি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে আমাকে কহিলেন, 'মহারাজ! সেই সুলক্ষণসম্পন্ন দুগ্ধবতী ধেনু আমার গৃহে অবস্থিত হইয়া নিত্য সুস্বাদু ক্ষীর প্রদানপূর্ব্বক আমার স্তন্যপানবিরহিত কৃশ পুত্রের পোষণ করিতেছে। অতএব আমি কখনই তাহাকে ঐ ধেনু প্রদান করিতে পারিব না।' এই বলিয়া তিনি সত্বর আমার নিকট হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি সেই প্রবাস হইতে আগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'ভগবন্! আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্ত্তে আপনাকে লক্ষ গোদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।' তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! ভূপতিদিগের দান গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, আমি অনায়াসে আপনার ভরণপোষণ করিতে পারি। অতএব শীঘ্র আমাকে আমার ধেনু প্রদান করুন।' তিনি এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে অসংখ্য সুবর্ণ, রজত, অশ্ব ও রথসমুদয় প্রদান করিতে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে বিষণ্ণমনে আপনার আবাসে গমন করিলেন।

অনন্তর অতি অল্পকাল পরেই আমি কালধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃলোক লাভ করিয়া যমের নিকট সমুপস্থিত হইলাম। ভগবান্ কৃতান্ত আমাকে দর্শনপূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আপনি অজ্ঞানবশতঃ এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণপূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার ধেনু প্রত্যর্পণ না করাতে আপনি প্রজাদিগকে রক্ষা করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে পাপের বা পুণ্যের ফলভোগ করুন।'

মহাত্মা যম এই কথা কহিলে আমি তাঁহার নিকট প্রথমে পাপের ও পশ্চাৎ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিবামাত্র আমাকে তথা হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। তখন ভগবান্ যম উচ্চৈঃস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! সহস্র বৎসর পরে দুর্গতিক্ষয় হইলে ভগবান্ বাসুদেব আপনার উদ্ধারসাধন করিবেন। তাহা হইলেই আপনি স্বীয় কর্ম্মবলে এই সনাতন লোক লাভ করিতে পারিবেন।' আমি তাঁহার এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিগত ও অধঃশিরা হইয়া এই কূপমধ্যে নিপতিত হইলাম। কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তান্ত-সমুদয় আমার স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হইল না। আজ আপনি কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিলেন, এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন,

আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গে আরোহণ করি।' মহারাজ নৃগ এই বলিয়া বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুরধামে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহন করিলে মহাত্মা বাসুদেব লোকের হিতার্থ এই বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; অতএব ব্রহ্মস্বহরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।' আর দেখ, সাধুসমাগমবশতঃ মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল, অতএব সাধুসংসর্গ কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। দান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, অপহরণ করিলে তদ্রূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে; অতএব গোধন হরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।"

একসপ্ততিতম অধ্যায়

গোদান প্রশংসায় উদ্দালকি—নাচিকেত সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। গোদান-ফল শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, অতএব গোদান করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। এই স্থানে আমি উদ্দালকি-নাচিকেত সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি উদ্দালকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে আপনার পুত্র নাচিকেতের নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস। আমি স্নান ও নিবিষ্টচিত্তে বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজনদ্রব্য সমুদয় বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি; অতএব তুমি সত্বর তথায় গমন করিয়া তৎসমুদয় আনয়ন কর।' নাচিকেত পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, নদীস্রোত তৎসমুদয় প্রবাহিত[১] করিয়াছে[২]। তখন নাচিকেত পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'পিতঃ! আপনি আমাকে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না।' মহর্ষি উদ্দালকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সেই বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উদ্দালকি এইরূপ বাগ্বজ্র[১] নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে 'আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' এই কথা বলিতে বলিতেই গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া, 'হায়। আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম' বলিয়া দুঃখাবেশ প্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল।

পিতৃশাপমৃত পুত্রের জীবনলাভ—যমপুরীবর্ণন

নাচিকেত এতাবৎকাল গতাসু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি প্রভাতসময়ে জলসেকপ্রভাবে শস্য যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার অবিরল নিপতিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বপ্নাপগমানন্তর[২] উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময়ে তিনি দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্য গন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে পুনঃপ্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, 'বৎস। তুমি আপনার কার্য্যপ্রভাবে ত শুভলোক-সমুদয় দর্শন করিয়াছ? তোমার এই দেহ মনুষ্যদেহ নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনর্জ্জীবিত হইলে।'

মহর্ষি উদ্দালকি এই কথা কহিলে, নাচিকেত অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে সমুপস্থিত হইয়া যমের সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপবেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন এবং

১—২। ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

১। অভিশাপ বাক্য। ২। নিদ্রাভঙ্গে।

আপনার প্রতি গাঢ়তর ভক্তিনিবন্ধন আমাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট হইলে কৃতান্তের সদস্যগণ কর্ত্তৃক সংকৃত ও পরিবৃত হইয়া মন্ত্রবাক্যে যমকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, 'ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত, আমাকে তথায় প্রেরণ করুন।' তখন যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার মৃত্যু হয় নাই, আপনার পিতা হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনাকে কহিয়াছিলেন, তোমার অবিলম্বে যমদর্শন হউক। তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে এই নিমিত্তই এই স্থানে আপনাকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতিগমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে অতিশয় শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তর অতিথি; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা করুন, আমি অবশ্যই তাহা সফল করিব।'

কৃতান্ত আমাকে এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, 'ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি। এ স্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক, যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে পুণ্যোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় প্রদর্শন করুন।'

নাচিকেতের যমপুরীর ঐশ্বর্য্যদর্শন

আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্বসংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমাকে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জ্জিত লোকসমুদয়ে গমন করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজড়িত সর্ব্বরত্নসংযুক্ত, বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অনেক তলযুক্ত নানাপ্রকার সুবর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ সমুদয় গৃহের মধ্যে কতকগুলি এক স্থানেই অবস্থান এবং কতকগুলি কি জল, কি স্থল উভয়ত্রই তুল্যরূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত গৃহে বিবিধ বসন, নানাপ্রকার শয্যা, ভক্ষ্যভোজ্যময় পর্ব্বত ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষসমুদয় রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ সমুদয় দ্রব্য এবং নদী, সভা, বাপী, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, ক্ষীরনদী ও ঘৃতহ্রদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু সমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়া যমকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, 'ধর্ম্ম! আমি এক্ষণে যে সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছি, এই সকল কাহার ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে?'

যমকর্ত্তৃক গোদান পরিপাটী বর্ণন

যম কহিলেন, 'তপোধন! যাঁহারা দুগ্ধাদি প্রদান করেন, এই দুগ্ধাদির হ্রদ তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা গোদান করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত সেই সমস্ত শোকশূন্য নিত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। হে তপোধন! সামান্যতঃ গোদান করিলেই যে এই সমস্ত শুভলোকলাভ হয়, এরূপ নহে। গোদানের বিশেষ বিধি আছে। পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানবিধি সবিশেষ অবগত হইয়া গোদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, যিনি স্বাধ্যায়নিরত, তপস্বী ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণই গোদানের বিশিষ্ট পাত্র। যে সমস্ত ধেনু অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করা উচিত। তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদান করিয়া তিন রাত্রি দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে কাংস্যদোহনপাত্রের সহিত সবৎসা অপলায়িনী[১] ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয় সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণকে দমিত[২], ভারবহ, বলবান, সুদীর্ঘকায়, পরের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ বৃষ দান করিলে ধেনুদানের তুল্য ফললাভ হয়। গোসমূহ কোন অপকার করিলে যাঁহারা তদ্বিষয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করেন, যাঁহারা উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সতত সযত্ন থাকেন এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ,

১। অচপল—শান্ত। ২। পোষমানা।

দরিদ্রহীন, বৃদ্ধ ও রোগী, তাঁহাদিগকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুকার্য্যসাধন এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কল্যাণার্থ ও শুভ সম্পাদনের নিমিত্ত গোদান করা উচিত। দুগ্ধবতী, ধনক্রীত[1], বিদ্যালব্ধ, মেষাদি প্রাণীর বিনিময়ে ক্রীত, পণলব্ধ ও যৌতুকপ্রাপ্ত গো-সমুদয়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।'

যমরাজ এইরূপে ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম, 'ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য গোদানের প্রভাবে কি বস্তু দান করিয়া গোদানের ফললাভ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।' তখন যম কহিলেন, 'ভগবন! ধেনুর অভাবে ধেনুর প্রতিরূপ[2] দান করিলে গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য গোপ্রদান না করিয়াও গোপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। যিনি ধেনুর অভাবে ঘৃতধেনু[3] প্রদান করেন, পরলোকে ঐ ঘৃতধেনু সবৎসা ধেনু যেমন দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ দাতার নিমিত্ত অমৃত ক্ষরণ করে। ঘৃতের অভাবে যিনি তিলধেনু প্রদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহকালে বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং পরকালে ক্ষীরনদী উপভোগ করিতে থাকেন। তিলের অভাবে যিনি জলধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে অভীষ্টফলপ্রসবিনী সুশীতল স্রোতস্বতী উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।'

হে পিতঃ! ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইরূপে পবিত্রলোক প্রদর্শন করাতে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমি যমরাজের অনুগ্রহে ধেনুদানরূপ মহাযজ্ঞের ফল অবগত হইয়াছি, অতঃপর ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উহার ফল ভোগ করিব। আপনি আমাকে শাপপ্রদান করাতে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আপনি অভিসম্পাত না করিলে আমি কখনই যমকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না। এক্ষণে আমি স্বচক্ষে দানফল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, অতঃপর অসন্দিগ্ধরূপে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব।

ধর্ম্মরাজ প্রফুল্লমনে আমাকে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিয়াছেন যে, মনুষ্যের সতত অভীষ্ট বস্তু দান, বিশেষতঃ গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দানধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র। আপনি ইহাতে কদাচ অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। গোদানের ফললাভে কিছুমাত্র সংশয়াপন্ন না হইয়া প্রতিনিয়ত সৎপাত্রে গোদান করিতে যত্নবান হউন। দানধর্ম্মনিরত প্রশান্তস্বভাব মহাত্মারা পূর্ব্বে ফললাভ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দিহান না হইয়া সাধ্যানুসারে গোদান করিয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা শ্রদ্ধাশীল মনুষ্যের মৎসরশূন্য হইয়া যথাকালে শক্তি-অনুসারে গোদানপূর্ব্বক এই সমস্ত লোকলাভ করিয়া সুরলোকে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাত্রকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া গোষ্ঠাষ্টমীতে ন্যায়োপার্জ্জিত গোধন প্রদান করিবে। গোদান করিয়া দশ দিবস দুগ্ধ ও গোমূত্র পান এবং গোময় ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বৃষপ্রদান করিলে দেবব্রতের ফললাভ, দুইটি গোদান করিলে বেদলাভ[1], গোযুক্ত শকটাদি দান করিলে তীর্থফলপ্রাপ্তি ও কপিলা প্রদান করিলে সমুদয় পাপনাশ হয়।

দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পানীয় আর কিছুই নাই, এই কারণে দুগ্ধবতী গাভীদান সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোসমুদয় দুগ্ধদান করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন এবং জীবলোকের অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গোসমূহের এই সমস্ত গুণ সবিশেষ অবগত হইয়া উহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন না করে, সেই পাপাত্মাকে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে সহস্র, শত, দশ বা পাঁচ গোদান করিবার কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র ধেনুদান করিলেও সেই দাতাকে ধেনু পরলোকে পুণ্যতীর্থা নদীর ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ধেনু লোকপুষ্টি ও লোকসংরক্ষণ নিবন্ধন সূর্য্যকিরণের অনুরূপ হইয়াছে; আর[2] সূর্য্যকিরণের নাম গো এবং ধেনুর নামও গো। বিশেষতঃ গোদাতার বংশ সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় বিস্তীর্ণ ও অবিনশ্বর হইয়া থাকে; অতএব গোদাতা সূর্য্যের সহিত উপমিত হইতে পারেন। গোদান করিবার সময় শিষ্য গুরুকে বরণ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। গুরুবরণ একটি প্রধান ধর্ম্ম। ইহাই আদি বিধি, অন্যান্য

১। টাকা, কিনা কেনা। ২। অনুকল্প—তুল্যমূল্য। ৩। [illegible]।

১। [illegible]। ২। ঐ কারণ।

বিধিসমুদয় ইহার অন্তর্গত। হে নাচিকেত। দেবতা ও মনুষ্যগণ সকলেই আপনার দানফললাভ হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন।' হে তাত! ধর্ম্মরাজ আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি'।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

গোলোকমাহাত্ম্যবিষয়ক প্রশ্ন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি নাচিকেত ঋষির উপাখ্যান কীর্ত্তনচ্ছলে গোমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। আর মহাত্মা নৃগ যে অজ্ঞানকৃত একমাত্র অপরাধ নিবন্ধন ঘোরতর দুঃখানুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি কৃকলাসরূপী হইয়া দ্বারকানগরে কূপে নিপতিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ যে তাঁহার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে গোদাতা যে গোলোক সমুদয়ে গমন করেন, সেই সকল লোক কি প্রকার, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; অতএব আপনি যথার্থরূপে ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্ম-বাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র কমলযোনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! গোলোক-নিবাসিগণ যে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে স্বর্গবাসী-দিগের ঐশ্বর্য্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? গোদাতারা যে সকল লোকে অবস্থান করেন, তৎসমুদয় কি প্রকার? ঐ সকল স্থানে কিরূপ ফললাভ হয়, ঐ সমুদয় স্থানের উৎকৃষ্ট গুণ কি, গোদাতারা কিরূপে ঐ সকল লোকে গমন ও কত দিন বা সেই গোদানের ফল ভোগ করে, বহু গোদানের ফল কিরূপ এবং অল্প গোদানের ফলই বা কি প্রকার, গোদান না করিয়াও কিরূপে গোদানের তুল্য ফললাভ হয়, বহু গোদাতা কি প্রকারে অল্পদাতার সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ও অল্প-গোদাতা কিরূপে বহু-গোদাতার তুল্য ফললাভ করে এবং গোদান করিয়া কোন্ প্রকার দক্ষিণা দান করা প্রশস্ত, আপনি এই সমুদয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন'।"

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

ইন্দ্রের গোলোক-প্রশ্নে ব্রহ্মার উত্তর

ভীষ্ম কহিলেন, "সুররাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবরাজ! তুমি গোদানাদি বিষয়ে যে যে প্রশ্ন করিলে, কেহই ঐ সমুদয় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সমুদয়ের উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

গোলক নানা প্রকার; ঐ লোকসমুদয় আমার ও পতিব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি কদাপি ঐ সমুদয় লোক অবলোকন করিতে সমর্থ হও না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ও বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুণ্যবলে সশরীরে ঐ সমুদয় লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া সমাধি দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই স্বপ্নের ন্যায় ঐ সমুদয় লোক দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। কাল জরা, পাপ, ব্যাধি ও ক্লম কদাপি ঐ সমুদয় লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ সমুদয় লোকে যে সমস্ত কামচারিণী ধেনু আছে, তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ লোক-সমুদয়ে বিবিধ মনোহর বাপী, সরোবর, নদী, বন, পর্ব্বত ও গৃহ সকল বিদ্যমান আছে। ফলতঃ সুবিস্তীর্ণ গোলোক-সমুদয় অপেক্ষা আর কোন লোকই উৎকৃষ্ট নহে। সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, স্নেহবান্, গুরুভক্ত, অহঙ্কারবিরহিত, মাংসভক্ষণপরাঙ্মুখ, যোগযুক্ত, ধার্ম্মিক, জনকজননীর শুশ্রূষানিরত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণ-সেবাতৎপর, অনিন্দনীয়, ক্রোধবিহীন, গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, যাবজ্জীবন সত্যনিষ্ঠ, বদান্য, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবান, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় ও দয়াবান মহাত্মারাই ঐ সমুদয় সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন। পরদারনিরত, গুরুঘ্ন, শঠ, ক্রূর, ধর্ম্মদ্বেষ্টা ও ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাত্মারা মনে মনেও সেই পবিত্রজনসেবিত লোক-সমুদয় দর্শন করিতে পারে না।

এই আমি তোমার নিকট গোলোক-সমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোদান-নিরত মহাত্মাদিগের ফললাভের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জিত বা পৈতৃক ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি দ্যূতলব্ধ ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি দেবমানের অযুত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে পৈতৃক গোধন অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার সনাতন অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি গোদান গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ মনে সেই ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহারও অক্ষয়লোক লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি জিতেন্দ্রিয় ও ক্ষমাশীল হইয়া সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি পবিত্র গোলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

ব্রাহ্মণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও গোধনের হিংসা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সতত গোসেবানিরত হইয়া যত্নপূর্ব্বক গোধন রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণ সত্যধর্ম্ম-নিরত হইয়া একটিমাত্র গোদান করিলে সহস্র গোদানের ফল, ক্ষত্রিয় ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া একটি গোদান করিলে পূর্ব্বোক্ত গোপ্রদাতা ব্রাহ্মণের তুল্যফল, বৈশ্য ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া একটি গোদান করিলে পঞ্চশত গোদানের ফল এবং শূদ্র বিনীত হইয়া একটি গোদান করিলে একশত পঞ্চবিংশতি গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ, গুরুশুশ্রূষানিরত, দক্ষ, ক্ষমাশীল, দেবারাধনতৎপর, শান্তস্বভাব, অহঙ্কারবিহীন ও ধর্ম্মশীল হইয়া বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মহাফললাভ হয়। অতএব গোদান করা গুরুশুশ্রূষানিরত সত্যধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ননিরত ও গোভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরত গোদর্শনে প্রীতি প্রকাশ এবং যাবজ্জীবন গোসমুদয়কে নমস্কার করেন, তাঁহারা রাজসূয়যজ্ঞ ও বিবিধ সুবর্ণদানের তুল্য ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

পুণ্যশীল মহাত্মারা গোব্রতপরায়ণ, সত্যবাদী শান্তস্বভাব ও অলুব্ধ হইয়া সংবৎসর আহারের পূর্ব্বে গোদিগকে ভোজ্যবস্তু প্রদান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি গোব্রতশীল ও গোসমূহের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইতে দশ বৎসর প্রতিদিন একবারমাত্র ভোজন করিয়া একবারের আহারীয় দ্রব্য গো-সমুদয়কে প্রদান করেন, তাঁহার অনন্ত স্বর্গসুখলাভ হয়। ব্রাহ্মণগণ দিবসের মধ্যে একবারমাত্র আহার করিয়া একবারের ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহপুরঃসর তদ্দ্বারা গোধন ক্রয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই ধেনুর রোমপরিমিত বৎসর, ক্ষত্রিয়গণ ঐরূপ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ধেনু ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাঁচ বৎসর, বৈশ্য ঐরূপে গোদান করিলে দুই বৎসর ছয় মাস এবং শূদ্র ঐরূপ নিয়মে গোদান করিলে এক বৎসর তিন মাস স্বর্গসুখ অনুভব করে। যে ব্যক্তি আত্মবিক্রয় দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি যতকাল গোজাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, ততকাল স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আত্মবিক্রয় দ্বারা ক্রীত গোধনের প্রতিলোমে অক্ষয় স্বর্গ সন্নিবিষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভপূর্ব্বক ধেনু-সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহার আত্মবিক্রয়ী গোদাতার তুল্য ফললাভ হয় এবং যে ব্যক্তি ধেনুর অভাবে যতব্রত হইয়া ব্রাহ্মণকে তিলনির্ম্মিত ধেনু প্রদান করেন, তিনি সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরলোকে পরমসুখে ক্ষীরসমুদ্র উপভোগ করিতে পারেন।

মনুষ্য সামান্যতঃ গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানের বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া গোদানশীল মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়নিরত, বিশুদ্ধকুলসম্ভূত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, শরণাগতপ্রতিপালক ও বৃত্তিহীন, তিনিই গোদানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম, গুরুসেবা

ও বালক-পোষণার্থ গোদান করিবে। দুগ্ধবতী, বিত্তালব্ধ বা যুদ্ধলব্ধ, মেষাদি প্রাণীর বিনিময়ে ক্রীত, যৌতুকপ্রাপ্ত, অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট গোসমুদয়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বলান্বিত[১] শীলসম্পন্ন[২] ও সুগন্ধবতী ধেনু-সমুদয় প্রশংসনীয়। ভাগীরথী যেমন সমুদয় নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ কপিলা গোসমুদয়ের মধ্যে প্রধান। ত্রিরাত্রি ভূমি-শয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সবৎসা ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বলবান, বিনীত[৩], লাঙ্গলবহনে নিপুণ বৃষ দান করেন, তিনি দশ ধেনু-প্রদাতার তুল্য লোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথে ব্রাহ্মণ ও গোসমুদয়কে রক্ষা করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের তুল্য ফললাভ করিয়া মৃত্যুকালে যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও যেরূপ লোকলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি নিস্পৃহ, সংযত, শুচি ও কামনাবিহীন হইয়া তৃণ, গোময় ও পত্র ভোজন করিয়া পরমানন্দে বনে বনে গোসমূহের অনুগমন করেন, তিনি দেবগণের সহিত অমরলোক অথবা স্বীয় অভিলষিত অন্য কোন উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।'

—

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

গোহরণ ও গোবিক্রয়ের পাপ

ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্! যে ব্যক্তি সম্যক্ অবগত হইয়াও অর্থলোভে গোহরণ বা গোবিক্রয় করে, তাহার কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'দেবরাজ! ভোজন, বিক্রয় বা ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত ধেনু অপহরণ করিলে যে ফল হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোমপরিমিত বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞবিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গোবিক্রয় ও গোহরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধেনু অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, তাহার সেই দাননিবন্ধন যতকাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণনিবন্ধন ততকাল পর্য্যন্ত নরকভোগ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকারেরা গোদানবিষয়ে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ দক্ষিণাবিষয়ে সুবর্ণই প্রশস্ত। দান ও দক্ষিণাপ্রদানবিষয়ে সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরম পবিত্র দ্রব্য। গোদান করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়; আর গোদান করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টাবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়। হে দেবরাজ! এই আমি তোমার নিকটে দক্ষিণা দানের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম।'

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত কহিলে ইন্দ্র দশরথকে, দশরথ স্বীয় পুত্র রামের নিকট, রাম প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধার্ম্মিক নরপতিগণ ঋষিদিগের নিকট ইহা শ্রবণ করেন। আমি উপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞ বা গোদানসময়ে অথবা কাহারও সহিত কথোপকথনকালে এই গোদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, তিনি দেবতাদিগের সহিত অক্ষয়লোক-লাভে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।"

—

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

ব্রত-নিয়মাদির পালন-ফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনার ধর্ম্ম-সংকীর্ত্তনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, এক্ষণে আমার আরও কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন। ব্রত, নিয়ম, জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, প্রতিগ্রহে অস্বীকার, স্বকর্ম্মানুষ্ঠান, শৌর্য্য,

১। বলবান। ২—৩। শান্ত—ঠাণ্ডা।

শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া এবং পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরুজনের শুশ্রূষা এই সমুদয়ের ফল কি, আপনি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে ব্রত আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে তাহা সমাপন করেন, তাঁহার অক্ষয় লোকলাভ হইয়া থাকে। নিয়ম প্রতিপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তুমি স্বয়ং সম্ভোগ করিতেছ; সুতরাং উহার ফল প্রত্যক্ষই হইতেছে। উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্মলোকে পরম আনন্দ অনুভব করা যায়। অতঃপর জিতেন্দ্রিয়তার ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বত্র পরম সুখে কালযাপন করেন। তাঁহাদিগের ক্লেশের লেশমাত্রও থাকে না, তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। কেহই তাঁহাদিগের শত্রুতা করে না। তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের কোন কামনাই অসিদ্ধ হয় না। তপস্যা, পরাক্রমপ্রকাশ, দান ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের যেরূপ স্বর্গসুখসম্ভোগ হয়, একমাত্র জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভাবে সেইরূপই সুখলাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা সমধিক প্রশংসনীয়। সময়ে সময়ে দাতা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না। যে দাতা ক্রোধপ্রকাশ না করিয়া দান করেন, তাঁহারই শাশ্বত লোকলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু যিনি ক্রোধ করিয়া দান করেন, তাঁহার সেই দান বিফল হয়; অতএব দান অপেক্ষা যে জিতেন্দ্রিয়তা শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে যে-সকল অদৃশ্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন, জিতেন্দ্রিয়তাই তাঁহাদের তৎসমুদয় লাভের মূল কারণ।

যে ব্যক্তি যথানিয়মে হোমাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় সুখভোগ করিতে পারেন। যিনি উপাধ্যায়ের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান এবং গুরুর কার্য্যের প্রশংসা করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে সমাদৃত হয়েন। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়নকার্য্যে নিরত হয়েন এবং সমরাঙ্গনে অন্যের পরিত্রাণ করেন, তাঁহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বৈশ্য স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠানতৎপর হইয়া দান এবং শূদ্র স্বকর্ম্মনিরত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গলাভে অধিকারী হয়।

শূর বিবিধ প্রকার। যিনি যে বিষয়ে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হয়েন না, তিনি সেই বিষয়ে শূর বলিয়া অভিহিত হয়েন। যিনি কদাচই যজ্ঞানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়েন না, তিনি যজ্ঞশূর, যিনি কিছুতেই সত্য হইতে বিচলিত না হয়েন, তিনি সত্যশূর এবং যিনি প্রাণান্তেও যুদ্ধ পরিত্যাগ না করেন, তিনি যুদ্ধশূর নামে বিখ্যাত হয়েন। এইরূপ দানশূর[১], সাঙ্খ্যশূর, যোগশূর, অরণ্যবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আত্মোন্নতিবিধানশূর, ক্ষমাশূর, আর্জ্জবশূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃশুশ্রূষাশূর, মাতৃশুশ্রূষাশূর, ভৈক্ষ্যশূর ও অতিথিসৎকারশূর প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যশূর ইহলোকে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলনিবন্ধন উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন।

সত্যনিষ্ঠাদির প্রশংসা

সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফললাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপর দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে। একমাত্র সত্যপ্রভাবেই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছেন এবং সত্যপ্রভাবেই অগ্নি প্রজ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন। ফলতঃ সমুদয় জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যপ্রভাবেই প্রীত হইয়া থাকেন। সত্য পরম ধর্ম্ম, সত্যবাদী ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বর্গসুখ লাভ করেন; অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা কদাপি বিধেয় নহে। মহাত্মা মুনিগণ সকলেই সত্যনিরত, সত্যপরাক্রম ও সত্যশপথ[২] হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সত্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দমগুণ ও সত্যের ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্লভ

১। শূরশব্দ শ্রেষ্ঠার্থবাচক—তত্তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।
২। সত্যপ্রতিজ্ঞ।

হয় না। সত্যনিরত ধর্মগুণসম্পন্ন কোটি কোটি ঊর্দ্ধরেতা; মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নিস্বরূপ। তপোনুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণে অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও যে ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহর্ষিদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এক্ষণে পিতা, মাতা ও গুরুজনের শুশ্রূষার ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদিগের দ্বেষ না করে, তাহার স্বর্গলোকলাভ হয়, গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন তাহাকে কদাপি নরক দর্শন করিতে হয় না।"

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়

গোদানবিধি—মান্ধাতা ও বৃহস্পতিসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য যদ্দ্বারা নিত্যলোক-সমুদয় লাভ করে, সেই গোদানবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ন্যায়ানুসারে অধিকৃত ধেনুদান করিবামাত্র কুল উদ্ধার হয়। পূর্ব্বকালে সাধুলোকের নিমিত্ত যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব সেই আদিকালপ্রবৃত্ত গোদানবিধি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা দাতব্য গো-সমুদয় সমানীত হইলে গোদানবিধিবিষয়ে সন্দিহান হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করাতে সুরগুরু তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! গোদানের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্ণে ব্রাহ্মণকে সৎকারপূর্ব্বক রক্তবর্ণ ধেনু-সমুদয় আহরণ করিয়া রাখিবে এবং ঐ ধেনুসকলকে 'সমঙ্গে! বহুলে!' বলিয়া সম্বোধন করিবে। পরে রজনীযোগে সেই সমস্ত ধেনুর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক 'বৃষ আমার পিতা এবং ধেনু আমার মাতা, স্বর্গ, সুখ ও আশ্রয়স্থান,' এই শ্রুতি উচ্চারণপুরঃসর উহাদিগের মধ্যে ঐ রাত্রি বাস করিয়া মন্ত্রপাঠসহকারে গোপ্রদানবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইবে। ধেনু-সমুদয়ের সহিত রজনী-যাপন করিবার সময় উহারা শয়ন করিলে শয়ন ও উপবেশন করিলে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে ছায়ার ন্যায় ধেনুদিগের সহচারী হইলে অনতিবিলম্বে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তৎপরে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত ও দিবাকর সমুদিত হইলে বৎসের সহিত ধেনু-সমুদয় দান করিবে। এইরূপ নিয়মে সবৎসা ধেনুদান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়।

গোপ্রদান করিয়া প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে, উৎসাহবতী, প্রজ্ঞাশালিনী, যজ্ঞীয় হবির ক্ষেত্রস্বরূপা, জগতের আশ্রয়ভূতা, ঐশ্বর্য্যপ্রদায়িনী, বংশবিস্তারকারিণী, প্রজাপতি, সূর্য্য ও চন্দ্রের অংশসম্ভূতা ধেনু-সমুদয় আমার পাপ ধ্বংস, আমাকে স্বর্গ প্রদান এবং রজনীর ন্যায় আমার শরীর রক্ষা করুন, আর আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলাম না, ইঁহার প্রসাদে সেই সেই অভিলষিত দ্রব্য সফল হউক। হে ধেনুগণ! ক্ষয়রোগাদি নিবৃত্তি ও দেহ-মুক্তিজনক কার্য্যে তোমরা সেবিত হইয়া পবিত্র নদীর ন্যায় শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাক এবং তোমরা নিরন্তর পুণ্য-সমুদয় বহন করিতেছ; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত গতি প্রদান কর।'

প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় কহিবেন, 'হে ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের সারূপ্য লাভ করিয়াছি, অতএব অদ্য তোমাদিগকে প্রদান করাতে আমার আত্মপ্রদান করা হইয়াছে।' দাতা এই কথা কহিলে পর গ্রহীতা কহিবেন, 'হে ধেনুগণ! তোমাদিগের প্রতি দাতার মমত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা আমারই অধিকৃত হইলে, অতএব আমাদিগের উভয়কেই অভীষ্ট ভোগ প্রদান কর।' যিনি গোপ্রতিরূপ মূল্য, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি প্রদান করেন, তিনিও গোদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। সেই প্রতিরূপ গোদানকালে দাতা গ্রহীতাকে 'এই ঊর্দ্ধাস্যা, ভাগ্যবতী ও বৈষ্ণবী ধেনু গ্রহণ কর', এই বলিয়া প্রদান করিবেন। প্রতিরূপ-গোদানে বিংশতি সহস্র চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসরব্যাপী স্বর্গলাভ হয়।

গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে আট পদ গমন করিলেই প্রতিরূপ-গোদাতা সমগ্র দানফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি গোদান করেন, তিনি ইহলোকে সচ্চরিত্র, যিনি গোমূল্য প্রদান করেন, তিনি নির্ভয়, যিনি গো প্রতিরূপ বস্ত্র ও সুবর্ণ দান করেন, তিনি সুখী হয়েন। আর পরলোকে ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিষ্ণুলোক, চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন।

গোদান করিয়া তিন রাত্রি গোব্রতপরায়ণ হইবে, গোসমূহের সহিত এক রাত্রি বাস করিবে এবং গোষ্ঠাষ্টমী হইতে তিন রাত্রি গোময়, গোমূত্র ও দুগ্ধ দ্বারা জীবনধারণ করিবে। বৃষ দান করিলে ব্রহ্মচর্য্য ও দুইটি গোদান করিলে বেদলাভ হয় এবং যে যাজ্ঞিক গোবিধি অবলম্বনপূর্ব্বক গোদান করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লোক-সমুদয় লাভ হইয়া থাকে। যিনি গোবিধি অবগত নহেন, তাঁহার কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি একটিমাত্র কামদুঘা ধেনু দান করেন, তাহার পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ এককালে দান করিবার ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি শিষ্য নহে, যে ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধান্বিত এবং যাহার বুদ্ধি অতিশয় বক্র, তাহাদিগকে এই ধর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিবে না। এই ধর্ম্ম সকলেরই গোপনীয়; অতএব ইহা সকল স্থানে প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই জীবলোকে অশ্রদ্ধান্বিত, ক্ষুদ্রাশয়, রাক্ষসস্বরূপ অনেক মনুষ্য আছে এবং ইহাতে অপুণ্য নাস্তিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; যদি তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে।'

হে ধর্ম্মরাজ! যে সমস্ত মহীপাল এই বৃহস্পতি-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গোদানপূর্ব্বক শুভলোক সমুদয় লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ, যৌবনাশ্ব, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, নৈষধ, সোমক, পুরূরবা, ভরত, দাশরথি রাম, দিলীপ ও অন্যান্য রাজারা বিধি অনুসারে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও গোদানে সতত্তই নিযুক্ত ছিলেন; অতএব তুমিও কৌরব রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে প্রীতমনে ব্রাহ্মণগণকে গোদান কর।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ গোপ্রদান-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মান্ধাতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক গোময়ের সহিত যবের কণা ভক্ষণ ও বৃষের ন্যায় ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ দিন অবধি তিনি আর কখন গোসমূহ দ্বারা যানাদি বহন করান নাই; অশ্বে বা অশ্বযোজিত যানে আরোহণ করিয়াই গমনাগমন করিতেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

গোদানফল বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতামহ! আপনার অমৃততুল্য বাক্যশ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি পুনরায় আমার নিকট গোদানের ফল বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় গোদানের ফল জিজ্ঞাসা করিলে কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! ব্রাহ্মণকে গুণসম্পন্ন বস্ত্রাবৃত তরুণী গাভী প্রদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। গোদাতাকে কখনই অন্ধকারময় নরকে নিপতিত হইতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি জলশূন্য তড়াগের ন্যায় দুগ্ধবিহীন বিকলেন্দ্রিয় জরারোগসম্পন্ন[১] গাভী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিরর্থক তাহার লালন-পালনে ক্লেশভোগ করায়, তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। যে গাভী নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, পীড়িত বা দুর্ব্বল, অথবা যে গাভী ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদান করা হয় নাই, তাদৃশ গাভী দান করিলে দাতার অত্যন্ত সৎকর্ম্ম-সমুপার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক-সমুদয় নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব বলসম্পন্ন,

১। বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত।

তরুণবয়স্ক, নিরীহ সুগন্ধসম্পন্ন গাভী-সমুদয় দান করাই প্রশংসনীয়। যেমন সমুদয় নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদয় গাভী হইতে কপিলাই শ্রেষ্ঠ।"

কপিলা-দানমাহাত্ম্য—কপিলা-লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সাধু ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত কপিলাদানের সমধিক প্রশংসা করেন, আপনি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি বৃদ্ধদিগের নিকট কপিলার উৎপত্তিবিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, দক্ষ প্রজাপতি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। দেবগণ যেমন অমৃত অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করেন, তদ্রূপ প্রজাগণ দক্ষনির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গম-পদার্থমধ্যে জঙ্গম এবং জঙ্গমের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ দ্বারাই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়। যজ্ঞ দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ অমৃত গাভীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ উহা পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হয়েন। প্রজাগণ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত বালক যেমন পিতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ জীবিকালাভের নিমিত্ত জীবিকাদাতা দক্ষের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন প্রজাপতি দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার নিমিত্ত শরণাপন্ন দেখিয়া স্বয়ং অমৃতপান করিলেন। ঐ অমৃতপাননিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিতৃপ্তি হওয়াতে, তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদগার উদ্গীর্ণ এবং সেই উদ্গারপ্রভাবে সুরভি সমুৎপন্ন হইল।

অনন্তর সেই সুরভি প্রজাদিগের মাতৃতুল্য কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, উহারা প্রজাদিগের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। যেমন স্রোতস্বতীর তরঙ্গবেগপ্রভাবে ফেন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অমৃতবর্ণ কপিলাগণের অনবরত ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে ফেন উত্থিত হইতে লাগিল। একদা সুরভিদিগের দুগ্ধফেন তাহাদের বৎসগণের মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটনেত্র দ্বারা কপিলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে বোধ হইল যেন কপিলাগণ দগ্ধ হইতেছে। পরিশেষে সূর্য্যকিরণে মেঘমণ্ডলে যেমন বিবিধবর্ণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহাদেবের সেই ক্রোধদৃষ্টিপ্রভাবে কপিলাগণের বর্ণ নানাপ্রকার হইল। তন্মধ্যে যাহারা তাঁহার ক্রোধদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভগবান্ চন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আকারসম্পন্ন রহিল।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভূতনাথকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবদেব! তোমার মস্তকে বৎসদিগের মুখপরিভ্রষ্ট দুগ্ধ নিপতিত হওয়াতে তুমি অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়াছ। গোসমুদয়ের মুখপরিভ্রষ্ট দ্রব্য কখনই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। শশধর যেমন অমৃত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ক্ষরণ করেন, তদ্রূপ কপিলাগণ অমৃতসম্ভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, সুবর্ণ ও সমুদ্র যেমন কখনও দূষিত হইবার নহে, তদ্রূপ অমৃত দেবগণ কর্ত্তৃক পীত হইলেও এবং গাভীর বৎস কর্ত্তৃক দুগ্ধ পীত হইলেও কদাপি দূষিত বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা এই বিশ্বসংসারের পুষ্টিসাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃতময় ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে।'

প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ ভূতনাথ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্তই মহাদেবের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ সময় দেবগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতিরূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি গোসমুদয়ের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই নিমিত্তই সমুদয় গোদান অপেক্ষা কপিলাদানই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গাভী-সমুদয় জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও জীবনস্বরূপ। উহারা অমৃতময়, অমৃতসম্ভূত, পরম পবিত্র, কামপ্রদ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত। অতএব গাভীদান করিলে সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য দান করা হয়। মানবগণে মঙ্গলকামনা করিয়া শুদ্ধাচারে এই

গোসত্তব-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহাদের সমুদয় পাপ বিনাশ এবং অনায়াসে পশু, পুত্র ধন ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। শান্তিকর্ম্ম তর্পণ, বৃদ্ধ ও বালকের তুষ্টিসাধন এবং হব্য, কব্য, বিবিধ যান ও বস্ত্র দান করিলে যে ফললাভ হয়, গোদাতা একমাত্র গোদান করিয়া সেই ফললাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

কপিলা-দানমাহাত্ম্য—বশিষ্ঠ-সৌদাস-সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে ইক্ষাকু-বংশে সৌদাস নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সর্ব্বলোকচর স্বীয় কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! ত্রিলোকমধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্যলাভ করিতে পারে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

তখন গোমন্ত্রবিশারদ পরম পবিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ গো-সমুদয়কে নমস্কার করিয়া সৌদাসকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! গোসমুদয়ের গাত্র হইতে গুগ্‌গুল-গন্ধ ও অন্যান্য প্রকার সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। উহারা প্রাণিগণের স্থিতি, ভূত, ভবিষ্যৎ, সনাতন পুষ্টি ও লক্ষ্মীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উহাদিগকে যাহা প্রদান করা যায়, তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। পণ্ডিতেরা গোসমুদয়কে লোকের অন্ন, দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার বষট্‌কার যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গোসমুদয় প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোমসময়ে মহর্ষিগণকে হবিঃ প্রদান করে। অতএব যাঁহারা ধেনু দান করেন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদয় দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হয়েন। সহস্র ধেনুর অধীশ্বর শত ধেনু দান করিলে তাহার যে ফললাভ হয়, শত ধেনুর অধিপতি দশ ধেনু এবং দশ ধেনুর অধিপতি একমাত্র ধেনু প্রদান করিয়া সেই ফললাভ করিতে পারেন। যাহারা শত ধেনুর অধিপতি হইয়াও অগ্ন্যাধানে পরাঙ্মুখ, যাহারা সহস্র ধেনুর অধিপতি হইয়াও অযাজ্ঞিক এবং যাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও কৃপণ হয়, তাহাদিগের সৎকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত বস্ত্রসংবীত[১] সবৎসা কপিলাধেনু প্রদান করিলে অনায়াসে উভয়লোক জয় করা যায়। যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে শত যূথপতি দীর্ঘশৃঙ্গ বলবান্ অলঙ্কৃত বৃষ দান করেন, তাঁহারা প্রতিজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারেন। গোনাম কীর্ত্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোসমুদয়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার এবং গোমাংস-ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হয়েন। গোসমুদয়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য সর্ব্বসময়ে, বিশেষতঃ দুঃস্বপ্ন-দর্শনের পর গোনাম কীর্ত্তন করিবে। গোময়মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে[২] উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোকরীষে শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা আর্দ্র গোচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া ঘৃতভোজনপূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ অবলোকন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান, ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন, ঘৃতদান ও ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহাদের গোসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গোমতী-বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বরত্নযুক্ত তিলধেনু মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহাকে কখনই শোকতাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কি দিবা, কি রজনী, কি নিঃশঙ্ক[৩] প্রদেশ, কি ভয়ানক স্থান, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা আবশ্যক যে, 'নদী সমুদয় যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্না দুগ্ধবতী সুরভি ও সৌরভেয়ী ধেনু-সমুদয় আমাকে প্রাপ্ত হউন, আমি সর্ব্বদা গোসমুদয়কে দর্শন করি এবং গোসমুদয় আমাকে সতত দর্শন করুন; আমি গোসমুদয়ের আশ্রিত ও গোসমুদয়ও আমার আশ্রিত এবং গোসমূহ যে স্থানে অবস্থান করিবেন, আমাকেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে।' হে মহারাজ! লোকে মহাভয়ের সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অনায়াসেই তাহা হইতে বিমুক্ত হয়।'

১। বস্ত্রাচ্ছাদিত। ২। গোবরের ঘুঁটিয়ায়। ৩। নির্ভয়।

একোনাশীতিতম অধ্যায়

গোজাতির পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে মহারাজ! পূর্ব্বে গোজাতি শ্রেষ্ঠত্বলাভের নিমিত্ত লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ সময় তাহাদিগের মনে এই বাসনা হইয়াছিল যে, আমরা সমুদয় দক্ষিণার মধ্যে প্রধান হইব, আমাদিগকে কখন কোন দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না, লোকে আমাদের পুরীষমিশ্রিত[1] জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই পবিত্রতাসম্পাদনার্থ আমাদের পুরীষ ব্যবহার করিবে এবং যাঁহারা আমাদিগকে দান করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদিগের লোক লাভ করিতে পারিবেন।

গোসমুদয় এইরূপ কামনা করিয়া লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'আমার বরে তোমাদের সমুদয় কামনা সফল হইবে। অতঃপর তোমরা ইহলোকে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের নিস্তার কর।' গোসমূহ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া অবধি লোকসমুদয়কে পবিত্র করিয়া আসিতেছে এবং সকল লোকের আশ্রয়, পরম পবিত্র ও সর্ব্বভূতের শিরোধার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গোসমূহকে নমস্কার করেন, তিনি নিশ্চয়ই পুষ্টিলাভে সমর্থ হয়েন।

যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও কপিলবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী[2] কপিলা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে; যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও লোহিতবর্ণ ধেনু প্রদান করেন, তিনি সূর্য্যলোকে; যিনি বস্ত্র ও বিবিধবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী বিবিধবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে; যিনি বস্ত্র ও শ্বেতবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী শ্বেতবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে; যিনি বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কৃষ্ণধেনু প্রদান করেন, তিনি অগ্নিলোকে এবং যিনি বস্ত্র ও ধূম্রবর্ণ বৎসের সহিত ধূম্রবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি যমলোকে সকলের নিকট সম্মানলাভে অধিকারী হয়েন। যিনি ব্রহ্মলোকে কাংস্যদোহনপাত্র ও বৎসের সহিত জলফেনের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বরুণলোকলাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত সবৎসা, বায়ুসমুত্থিত ধূলির ন্যায় ধূসরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজ্য হয়েন। যিনি কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রের সহিত হিরণ্যবর্ণা পিঙ্গলাক্ষী সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার কুবেরলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত ধূম্রবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকে সম্মানলাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কণ্ঠভূষণ ও অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত সবৎসা স্থূলাঙ্গী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বিশ্বদেবগণের লোক, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও গৌরবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী গৌরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বসুদিগের লোকলাভে অধিকারী হয়েন এবং যিনি কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত শ্বেতকম্বলবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সাধ্যগণের লোকলাভপূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমলঙ্কৃত প্রশস্তপৃষ্ঠ[1] বৃষ দান করেন, তাঁহার মরুদগণের লোক, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত নীলকলেবর যুবা বৃষ প্রদান করেন, তাঁহার গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের লোক এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নভূষিত কণ্ঠাভরণযুক্ত বৃষ দান করেন, তাঁহার প্রজাপতির লোকলাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা গোদানে একান্ত নিরত হয়েন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া জলদজাল[2] ভেদপূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া বিরাজিত হয়েন। তথায় পৃথু-নিতম্বিনী[3], সুচারুবেশা সুরনারীগণ হাবভাবাদি দ্বারা তাহাকে সতত আহ্লাদিত এবং বীণা, বল্লকী[4] ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদ দ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে। যে মহাত্মা বিধিপূর্ব্বক ধেনুদান করেন, তিনি সেই প্রদত্ত ধেনুর রোমপরিমিত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অতুল সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়েন সন্দেহ নাই।'

১। গোময়মিশ্রিত। ২। দুগ্ধবতী।

১। পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত। ২। মেঘ। ৩। স্থূলনিতম্বা—স্থূল পাছা। ৪। বীণা।

অশীতিতম অধ্যায়

সৌদাসের প্রতি বশিষ্ঠের গোদান-উপদেশ

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে মহারাজ! সায়ংকাল প্রাতঃকালে আচমনপূর্ব্বক "ঘৃতক্ষীরপ্রদা ঘৃতোৎপাদিকা ঘৃতনদী ও ঘৃতবের্ত্তস্বরূপা ধেনু-সমুদয় নিরন্তর আমার আলয়ে বিরাজিত হউন; ঘৃত আমার হৃদয়ে, নাভিতে, সর্ব্বাঙ্গে ও মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; ধেনু সমুদয় আমার অগ্রে, পশ্চাতে ও চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে; আমি সতত গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি," এই মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুরুষ সন্ধ্যা ও প্রভাতসময়ে আচমনপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার দিব্যসঞ্চিত পাপসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। যেস্থানে সুবর্ণময় প্রাসাদসমুদয় সুশোভিত ও সুরনদী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, যথায় অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা নিরন্তর বাস করিতেছে এবং যথায় নবনীতরূপ পঙ্কসঙ্কুল[1], ক্ষীররূপ নীরযুক্ত, দধিরূপ শৈবালজাল[2]মণ্ডিত নদীসমুদয় প্রবাহিত হইতেছে, সহস্র-গোদাতা দেহান্তে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন।

যিনি বিধানানুসারে লক্ষ গোদান করেন, তিনি পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোকে সমাদৃত হয়েন। তাঁহার পুণ্যবলে তাঁহার পিতৃকুলের দশ পুরুষও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার কুল পরম পবিত্র হয়। ধেনুপ্রমাণ[3] তিলধেনু প্রদান করিলে যমলোকে কিছুমাত্র যাতনা হয় না। গোসমুদয় পরম পবিত্র, জগতের অবলম্বন, দেবগণের মাতা ও উপমারহিত। উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন[4], যাত্রাকালে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে প্রদান করিবে। কাংস্যদোহনপাত্র, বসন ও উত্তরীয়ের সহিত শৃঙ্গসম্পন্না সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য যমসভায় নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়। 'সুরূপা, বহুরূপা, মাতৃরূপা, ধেনুসমুদয় আমার মঙ্গলবিধান করুন', প্রতিদিন এই বাক্য কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান ও গোদানফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই। গোদান কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য কখন হয় নাই, হইবেও না। ধেনু, ত্বক, লোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দুগ্ধ ও মেদ দ্বারা যজ্ঞ[1] সাধন[2] করিয়া থাকে, সুতরাং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে? যাহা দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভূত-ভবিষ্যের প্রসূতি[3] ধেনুকে নমস্কার করি।

মহারাজ! এই আমি গোসমূহের গুণ-সমুদয়ের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান এবং গোসমুদয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর কিছুই নাই।'

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস গোদান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য, এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্যপ্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট লোক সমুদয় লাভ হইয়াছে।"

একাশীতিতম অধ্যায়

গোদান প্রশংসা-প্রসঙ্গে গোলোক পরিচয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই জগতে যাহা অপেক্ষা পবিত্র ও পবিত্রতাসম্পাদক আর কিছুই নাই, আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পরমপাবন[4] মহার্থসাধন[5] ধেনুগণ মনুষ্যদিগকে উদ্ধার এবং দুগ্ধ দ্বারা তাহাদের পোষণ করিয়া থাকে। এই ত্রিলোকমধ্যে গোসমুদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। গোসমূহ দেবগণের[6] উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ গোদান করিয়া অনায়াসে সুরলোকলাভে সমর্থ হয়েন। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা, যৌবনাশ্ব ও যযাতি নহুষ অসংখ্য গোদান করিয়া দেবদুর্লভ দিব্য স্থান-সমুদয় অধিকার করিয়াছেন। অতঃপর পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্যাস শুকের নিকট যেরূপ গোমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ধীমান শুকদেব কৃতাহ্নিক হইয়া বিশুদ্ধ-মনে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতঃ! যজ্ঞসমুদয়ের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পরম স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়? দেবগণ কোন্

১। কর্দ্দমাক্ত। ২। শৈবালদামে শোভিত—সারি সারি শেওলায় শোভিত। ৩। গাভীর তুল্য পরিমিত। ৪। পূজা।

১—২। মিলিত হইয়া যজ্ঞ সাধন। ৩। বিধানকর্ত্রী। ৪। অতি পবিত্র। ৫। প্রয়োজন সাধন। ৬। স্বর্গলোকের।

পবিত্র কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গভোগ করিতেছেন? যজ্ঞের প্রধান সাধন কি? কোন্ দ্রব্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? দেবগণের সমাদরণীয় বস্তু কি? পবিত্র পদার্থমধ্যে কোন্ বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্র? আপনি আমার নিকট এই সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।'

তখন ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! ধেনুর প্রভাবে জীবগণ জীবিত রহিয়াছে; ধেনু মানবগণের উৎকৃষ্ট ত্রাণস্বরূপ এবং ধেনুই পরম পবিত্র ও পবিত্রতা-সম্পাদক পদার্থ। এইরূপ কিংবদন্তী[1] আছে যে, পূর্ব্বে ধেনুগণের শৃঙ্গ না থাকাতে উহারা বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া শৃঙ্গলাভের নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়াছিল। ভগবান্ কমলযোনি তাহাদিগকে শরণাগত সন্দর্শন করিয়া তাহাদের সকলকেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিলাষ, তাহার তদনুরূপ শৃঙ্গ উদ্গত হইল। হব্যকব্যপ্রদ[2] পরমপাবন বিবিধবর্ণ ধেনু-সকল এইরূপে ব্রহ্মার বরে শৃঙ্গলাভপূর্ব্বক চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে। গো-সমুদয় দিব্য তেজঃস্বরূপ; এই নিমিত্ত গোদান সমুদয় দান অপেক্ষা প্রশস্ত। যে সকল সাধু ব্যক্তি অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া গোদান করেন, তাঁহারাই ইহলোকে কৃতী ও সর্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং পরলোকে পরম লোক গোলোক লাভ করিয়া থাকেন।

গোলোকের বৃক্ষ-সমুদয় সতত সুগন্ধ পুষ্প, সুমধুর ফল ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; ভূমি-সমুদয় মণিময় ও বালুকাসকল কাঞ্চনময়। ঐ স্থানের জলাশয়-সমুদয় বালার্কসদৃশ মণিখণ্ড ও রক্তোৎপল-বনে সুশোভিত, পঙ্কবিরহিত এবং সর্ব্বর্ত্তু-সুখপ্রদ[3]; সরোবর সকল মণিময় পত্র ও সুবর্ণ-সদৃশ কেশর-সমন্বিত নীলপদ্ম ও অন্যান্য পদ্মে পরিপূর্ণ; নদী-সমুদয়ের তীরভূমি নির্ম্মল মুক্তা, মহাপ্রভাযুক্ত মণি, সুবর্ণ-বিকাসিত করবীর-বৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ এবং নানা রত্নময় ও সুবর্ণময় বিবিধ পাদপে সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ-গিরিসকল মণিরত্নখচিত অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরা শোকসন্তাপবিহীন হইয়া অপ্সরোগণের সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরমসুখে অহরহঃ তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

গোসেবা-মাহাত্ম্য

গোদাতার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই। ভগবান্ ভাস্কর, বলবান্ বায়ু ও বরুণদেব যে সমুদয় স্থানে আধিপত্য করেন, গোদাননিরত মহাত্মারা অনায়াসে সেই সমুদয় লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবান্ প্রজাপতি গাভীদিগের যুগন্ধরা, সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা ও মাতা এই কয়েকটি নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রতিনিয়ত সংযত হইয়া এই সমুদয় নাম জপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গোশুশ্রূষা ও গাভীর অনুগমন করে, গাভীগণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দুর্লভ বর প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা কদাপি গোসমুদয়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না প্রত্যুত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে নমস্কারাদি দ্বারা সতত উহাদের অর্চ্চনা করে, আর যাহারা তিন দিবস উষ্ণ গোমূত্রপান, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধপান, তিন দিবস উষ্ণ ঘৃতপান, তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে দেবগণ যে ঘৃতপ্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতেছেন, যাহা সমুদয় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্রতর, সেই ঘৃত মস্তকে বহন এবং তদ্দ্বারা হোম ও স্বস্তিবাচন করে, তাহাদের নিশ্চয়ই গোসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

যে ব্যক্তি এক মাস প্রতিদিন গোময় হইতে যব[1] আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাবক[2] প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়। দেবগণ দৈত্যদিগের প্রভাবে পরাজিত হইয়া এই নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় দেবত্বলাভ করিয়াছিলেন। ধেনুগণ পরমপাবন ও পবিত্র পদার্থ। ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিলে অনায়াসে স্বর্গলাভ হয়। পবিত্র জলে আচমন করিয়া ধেনুমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক গোমতী-মন্ত্র জপ করিলে পরম পবিত্র ও পাপপরিশূন্য হয়। অগ্নি, ধেনু ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিষ্যগণকে গোমতীবিদ্যা অধ্যাপন করা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিন রাত্রি উপবাসপূর্ব্বক গোমতী-মন্ত্র জপ করিয়া পুত্রকামনা করিলে পুত্রলাভ, অর্থ কামনা করিলে অর্থলাভ এবং পতি কামনা করিলে পতিলাভ

১। জনশ্রুতি—প্রবাদ। ২। দেব ও পিতৃপূজার প্রধান সামগ্রী দুগ্ধাদিপ্রদ। ৩। সকল ঋতুতে সুখপ্রদ।

১। গোময়ক—গোময়ের সহিত পতিত যব। ২। জাউ।

হয়। ফলতঃ এই মন্ত্রপ্রভাবে মানবদিগের সমুদয় কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। গোসমুদয়ের সেবা করিলে উহারা সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই অভিলষিত বর প্রদান করে। গাভীগণ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বকামপ্রদ; উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।'

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তেজস্বী শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে প্রতিনিয়ত গোপূজা করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও যত্নসহকারে নিত্য গোসমুদয়ের পূজা কর।"

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

গোময় মাহাত্ম্য—গোলক্ষ্মী-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল, তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি: অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে গোলক্ষ্মী-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গোসমুদয় তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'দেবি! তুমি কে, কোথা হইতে এ স্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন স্থানেই বা গমন করিবে, আমরা তোমার অসামান্য রূপ-দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদিগের নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন কর।'

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, 'হে গোসমুদয়! আমি লোককান্তা[১] শ্রী[২]: দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমাকে আশ্রয় না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন না। আমি যাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই, তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয় লাভপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট আপনার প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি: তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর।'

ধেনুগণ কহিল, 'দেবি! তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজনভোগ্যা, এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদিগের অভিলাষ নাই। আমরা স্বভাবতঃই রূপসম্পন্ন রহিয়াছি; সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না; অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।'

ধেনুগণ এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লোকে বহুযত্নেও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু তোমরা অনায়াসে অনাদরপূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। এক্ষণে বুঝিলাম, "লোকে আহূত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অবশ্যই পরাজিত হইতে হয়" যে[১] এক লোকপ্রবাদ রহিয়াছে, ইহা কখনই অমূলক নহে। যাহা হউক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া আমার উপাসনা করেন; অতএব আমাকে গ্রহণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, ত্রিলোকমধ্যে কেহই আমার অবমাননা করে নাই।'

তখন ধেনুগণ কহিলেন, 'দেবি! তোমাকে অবমানিত বা পরাজিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল তোমার চঞ্চল চিত্ততানিবন্ধন তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই: তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। যখন আমাদিগের স্বাভাবিক শরীর-সৌষ্ঠব[২] রহিয়াছে, তখন আমরা কি নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিব?'

শ্রী কহিলেন, 'ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য[৩], মহাভাগ ও সর্ব্বলোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজ তোমরা আমার অবমাননা করিলে আমি সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিৎ প্রদেশ থাকিলেও

১—২। লোকসকলের অধীশ্বরী ও কান্তিবিধায়িনী লক্ষ্মী।

১। এই যে। ২। দেহসৌন্দর্য্য। ৩। আশ্রয়।

তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না। কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিৎ নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব, তাহা আদেশ কর।'

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয়-প্রদর্শন করিলে, দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমরা তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরম পবিত্র মূত্রপুরীষে অবস্থান কর।'

গোসমুদয় এই কথা কহিলে লক্ষ্মী যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক।' লোকমাতা শ্রী ধেনুগণকে এই কথা কহিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোময়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোসমুদয়ের মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ কর।"

—

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

গোলোক-মাহাত্ম্য—ইন্দ্র-ব্রহ্মার কথোপকথন

ভীষ্ম কহিলেন, "যাঁহারা গোদান ও হুতাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন। দধি ও ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না, এই নিমিত্ত ধেনুগণ যজ্ঞের মূল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদয় দান অপেক্ষা গোদান অতি প্রশস্ত। পণ্ডিতেরা গোসমুদয়কে পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অতএব পুষ্টি ও শান্তিলাভের নিমিত্ত গোসমূহের সেবা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। গোসমুৎপন্ন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতপ্রভাবে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় এবং গোসমুদয়ের তেজ ত্রিলোকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ গোসমুদয় অপেক্ষা পরম পবিত্র আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইলে সমুদয় প্রজা সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। ঐ সময় একদা মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, সুপর্ণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও হাহা হূহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাললয়বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া তাঁহার তুষ্টি-সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমীরণ দিব্যকুসুম আহরণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঋতু সমুদয় বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বাদিত্রসকল বাদিত হইতে লাগিল এবং সমুদয় প্রাণী একত্র সমবেত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! লোকপালদিগের উপরিভাগে কি নিমিত্ত গোলোক সংস্থাপিত হইল? ধেনুগণ কিরূপ তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাহারা দেবগণের উপরিভাগে পরমসুখে কালহরণ করিতেছে? এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

স্বর্গীয় গোজাতির মর্ত্তে অবতরণ

দেবরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুররাজ! তুমি ধেনুকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তাহাদিগের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই এক্ষণে আমি তোমার নিকট গোসমুদয়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা ধেনুসমুদয়কে যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ধেনু ব্যতীত কখনই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। প্রজাগণ ধেনুসমুদয় হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে। উহাদের গর্ভজাত বৃষ দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইলে ধান্য ও বিবিধ বীজ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরম পবিত্র গোসমুদয় হইতেই যজ্ঞসাধন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। উহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াও

বিবিধ ভারবহন করে এবং অমায়িক ব্যবহার ও সৎকার্য্য দ্বারা মহর্ষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমাদিগের উপরিভাগে উহাদিগের লোক সংস্থাপিত হইয়াছে, উহারা প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই বর প্রদান করিয়া থাকে।

হে দেবরাজ! গোসমূহ যে কারণে দেবলোকের উপরিভাগে বাস করে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে উহারা যে নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে দানবগণ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলে ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেবজননী অদিতি পুত্রার্থিনী হইয়া একপদে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ধর্ম্মপরায়ণা দক্ষদুহিতা সুরভী তৎকালে অদিতির ঘোরতর তপস্যাদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, দেবগন্ধর্ব্বসেবিত পরম রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিয়া একপদে অবস্থানপূর্ব্বক একাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। দেবতা, মহর্ষি ও মহোরগগণ তাঁহার বিস্ময়কর তপস্যায় প্রীত হইয়া সতত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি সুরভীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, 'বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর।'

সুরভী কহিলেন, 'ভগবন্! আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই, আপনি প্রসন্ন হওয়াতেই আমার বরলাভ হইয়াছে।' সুরভী এইরূপে কোন বর প্রার্থনা না করিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, 'বৎসে! আমি তোমার তপস্যা ও নিস্পৃহতা দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদয় লোকের উপরিভাগে বাস করিতে পারিবে; তোমার লোক গোলোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে; তোমার দুহিতৃগণ মানবগণের শুভকার্য্য সাধনপূর্ব্বক মনুষ্যলোকে অবস্থান করিবে এবং কি স্বর্গীয়, কি লৌকিক সকল সুখই তুমি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।' হে দেবরাজ! আমি এইরূপ বর প্রদান করাতেই গোলোক সর্ব্বকাম-সমন্বিত হইয়াছে। মৃত্যু, জরা, অনল, দুর্দ্দৈব, অশুভ কখন ঐ লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ লোক দিব্য অরণ্য, দিব্য আভরণ ও কামচারী বিমান-সমুদয়ে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, জিতেন্দ্রিয়তা, দান ও তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ঐ লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট গোসমুদয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতএব গোসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।'

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার বাক্যশ্রবণে গোসমুদয়ের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপবিনাশন পরম পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া যজ্ঞ ও পিতৃকার্য্যসময়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহার পিতৃগণের সর্ব্বকামসম্পন্ন অক্ষয় গোলোক লাভ হয়। গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যার্থী হইলে কন্যা, ধর্ম্মার্থী হইলে ধর্ম্ম, ধনার্থী হইলে ধন, বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা ও সুখার্থী হইলে সুখ লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই। ফলতঃ গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না।"

চতুরশীতিতম অধ্যায়

সুবর্ণ-মাহাত্ম্য—উৎপত্তি-বিবরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সমুদয় লোকের বিশেষতঃ, ধর্ম্মদর্শী নরপতির পক্ষে যে গোদান সমুদয় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতিগণ বিধিপূর্ব্বক রাজ্যপালনে অক্ষম হওয়াতে অধোগতি-লাভের উপযুক্ত হইয়াও যে ভূমিদানপ্রভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ও মহর্ষি নাচিকেত গোদানপ্রভাবে যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন এবং সকল কর্ম্মেই যে ভূমি, গো ও সুবর্ণ উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি আপনার মুখে ভূমি ও গোসমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু সুবর্ণের বিষয় আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব সুবর্ণ কি, কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, উহার

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, উহা দান করিলে কি ফললাভ হয়, কি নিমিত্ত উহাদিগকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কি কারণে উহা শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রশস্ত দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা গাভী ও ভূমি অপেক্ষা পবিত্রতা-সম্পাদক উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া অভিহিত হয়, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।"

স্বর্ণদান-উপদেশ—ভীষ্ম-পিতৃগণ সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি সুবর্ণের উৎপত্তির বিষয় যেরূপ অবগত আছি, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা মহাতেজস্বী শান্তনু লোকান্তরপ্রাপ্ত হইলে আমি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার জননী জাহ্নবী বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে তপঃসিদ্ধ বহুসংখ্যক ঋষি আমার সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় আমি সমাহিতচিত্তে ক্রমে ক্রমে তোয়দানাদি পূর্ব্বকৃত্য সমুদয় সমাপন করিয়া পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইলে, অকস্মাৎ এক মনোহর কেয়ূরসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বাহু বিস্তৃত কুশসমুদয় ভেদ করিয়া সমুদগত হইল। তদ্দর্শনে আমার পিতা স্বয়ং সাক্ষাৎকারে পিণ্ড প্রতিগ্রহ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই শাস্ত্রচিন্তা করাতে আমার স্মরণ হইল যে, বেদে হস্তোপরি পিণ্ডদান করিবার বিধি বিহিত হয় নাই; পিতৃগণও কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিণ্ড প্রতিগ্রহ করেন না বেদে কুশোপরি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। অতএব পিতার হস্তে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য নহে।

আমি এইরূপে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুধ্যান-পূর্ব্বক পিতার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া দর্ভোপরি পিণ্ডদান করিলাম। আমি পিণ্ডদান করিবামাত্র আমার পিতার সেই হস্ত অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রজনীকালে আমি নিদ্রিত হইলে পিতৃগণ স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শন দান করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি যে ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই, ইহাতে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি শাস্ত্র সপ্রমাণ করিয়া আত্মা ধর্ম্ম, শাস্ত্র বেদ, পিতৃগণ, গুরু ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সকলেরই সম্মান রক্ষা এবং যুক্তিযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি গোদানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দান কর। তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত পবিত্র হইব। সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ। যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পবিত্র হয়।' পিতৃগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগরিত হইয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও সুবর্ণদানে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

স্বর্ণপ্রশংসা—পরশুরামের অশ্বমেধযজ্ঞ

অতঃপর এই সুবর্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে জমদগ্নিপুত্র দীর্ঘজীবী মহাত্মা পরশুরামের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পরশুরাম রোষাবিষ্টচিত্তে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমুদয় পৃথিবী অধিকারপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণপূজিত সর্ব্বকামসম্পন্ন, জীবগণের তেজোবর্দ্ধন পরমপাবন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞফলে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি সেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও নিষ্পাপ হইতে পারেন নাই। তখন তিনি আপনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও দেবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পণ্ডিতগণ! নিষ্ঠুরকার্য্যনিরত মানবগণের পবিত্র হইবার উপায় কি, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন।' তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ভার্গব! তুমি বেদবিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পবিত্র হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য্য কর।' মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে পরশুরাম মহাত্মা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কশ্যপ এবং দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ! আমার পবিত্র হইবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব যদি আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কি বস্তু দান করিলে আমি পবিত্র হইতে পারিব, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

পরশুরাম এইরূপে স্বীয় পবিত্রতা-সম্পাদন-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধনগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভার্গব! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, মনুষ্য একান্ত পাপসংযুক্ত হইলেও গো, ভূমি ও ধন দান করিয়া অনায়াসে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। এক্ষণে অত্যদ্ভুত পবিত্রতম আর একটি দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। এই দানের নাম সুবর্ণদান। সুবর্ণ অগ্নির অপত্য। পূর্ব্বে উহা লোকসকলকে দগ্ধ করিয়া অগ্নির বীর্য্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উহা দান করিলে লোকে অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়।'

রুদ্রের তেজোবীর্য্যে স্বর্ণের উৎপত্তিসূচনা

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাম! যাহা দান করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, সেই অগ্নিবর্ণ সুবর্ণ যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছে, উহা যে পদার্থ এবং যে প্রকারে উহা উৎকর্ষতা[১] লাভ করিয়াছে, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণ অগ্নিসোমাত্মক। অজ দান করিলে অগ্নিলোক, মেষ দান করিলে বরুণলোক, অশ্ব দান করিলে সূর্য্যলোক, কুঞ্জর দান করিলে নাগলোক, মহিষ দান করিলে অসুরলোক, কুক্কুট ও বরাহ দান করিলে রাক্ষসতুল্য লোক এবং ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল, গোলোক, বরুণলোক ও চন্দ্রলোক লাভ হয়। কিন্তু ঐ অজমেষাদি সমুদয় পদার্থই সুবর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পূর্ব্বে সমুদয় জগৎ মন্থন করিয়া একটি তেজ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই তেজই সুবর্ণ। সুবর্ণ সমুদয় রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যত্নপূর্ব্বক উহা ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ সুবর্ণ দ্বারা মুকুট, কেহ কেহ অঙ্গদ ও কেহ কেহ বা অন্যরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে। অতএব সুবর্ণ ভূমি, গো ও অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ভূমিদান ও গোদান অপেক্ষা সুবর্ণদান শ্রেয়স্কর। সুবর্ণ অক্ষয় ও পরম পবিত্র। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। দক্ষিণাদানকালে সুবর্ণই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা সুবর্ণদান করে, তাহাদিগের সমুদয় পদার্থ প্রদান করা হয়। অগ্নি সমস্ত দেবতাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। সুবর্ণ সেই অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদয় দেবতা প্রদান করা হয়। ফলতঃ সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

হে রাম! আমি পূর্ব্বে পুরাণগ্রন্থে প্রজাপতির বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ শূলপাণির পরিণয়ের পর তাঁহারা গিরিবর হিমাচলে অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন দেবগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও দেবী পার্ব্বতীর পাদবন্দনপূর্ব্বক দেবদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্ব্বতীও তপস্বিনী। সুতরাং আপনাদের উভয়ের মিলন উভয়েরই প্রীতিকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের উভয়ের তেজ অমোঘ। আপনাদিগের যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব আমরা আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রজাগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তেজোহ্রাস করুন। আপনারা ত্রৈলোক্যের সার; সুতরাং আপনাদের উভয়ের সমাগম সকলের সন্তাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর আপনাদিগের তেজ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবগণকে পরাভব করিবেন। বিশেষতঃ আপনার তেজ পৃথিবী, আকাশ বা স্বর্গ কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; উহার প্রভাবে নিশ্চয়ই সমুদয় জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার ঔরসে দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হয়, তাহার উপায়বিধানে মনোযোগী হউন, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার প্রজ্বলিত তেজ সঙ্কুচিত করুন।'

রুদ্রাণী-অভিশাপে সুরগণের নিঃসন্তানতা

দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে বৃষভবাহন রুদ্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকারপূর্ব্বক আপনার তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন। তদবধি তাঁহার নাম ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে।

১। উৎকর্ষ—শ্রেষ্ঠতা।

মহাদেব এইরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইলে দেবী পার্ব্বতী দেবগণের প্রযত্নে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুরগণ! তোমরা আমার ভর্ত্তার সন্তানোৎপত্তি রোধ করিয়া দিলে; অতএব আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তোমাদিগের কখনই সন্তান উৎপন্ন হইবে না।' হে ভার্গব! দেবগণ যখন মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন, তৎকালে অগ্নি তথায় সমুপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং পার্ব্বতীপ্রদত্ত অভিশাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হইল না। কিন্তু অন্যান্য দেবতারা পার্ব্বতীর শাপে সন্তানলাভে এককালে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

যখন ভগবান্ ব্যোমকেশ তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন, তৎকালে তাহা হইতে কিয়দংশ স্খলিত ও ভূতলাভিমুখী হইয়া অগ্নিতে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রতেজ অগ্নিতে নিপতিত হইবামাত্র যার পর নাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও সাধ্যগণ তারকাসুরের বলবীর্য্যে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের আবাস, বিমান ও নগর-সমুদয় এবং মহর্ষিগণের আশ্রমসকল অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল।'

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

সুবর্ণের পিতৃপরিচয়—তারকাসুর-বধব্যবস্থা

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, দুরাত্মা তারকাসুর এইরূপে দেবগণকে নিপীড়িত করিলে তাঁহারা বিষণ্ণমনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'ভগবন্! তারকাসুর আপনার বরে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আমরা তাহার ভয়ে যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব আপনি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন। এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'দেবগণ! আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই তারকাসুরের বিনাশের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা শীঘ্রই সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিবে। বেদ ও ধর্ম্মসমুদয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না, অতএব তোমরা নিরুদ্বেগ হও।'

দেবগণ কহিলেন, 'ভগবন্! দুরাত্মা তারকাসুর আপনার নিকট "দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব" বলিয়া বর গ্রহণপূর্ব্বক নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। তাহাকে বধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর আমরা মহাদেবকে সন্তানোৎপাদনে বিরত করাতে দেবী পার্ব্বতী আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের অপত্য জন্মিবে না বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তারকাসুর যে কিরূপে বিনষ্ট হইবে, তাহা আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না।'

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে সুরগণ! রুদ্রাণী যে সময় তোমাদিগকে শাপ প্রদান করেন, হুতাশন তৎকালে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। অতএব তিনি অসুরবধের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও পক্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া অমোঘ অস্ত্র দ্বারা তোমাদিগের ভয়প্রদ দুরাত্মা তারক ও অন্যান্য অসুরগণকে নিপাতিত করিবে সন্দেহ নাই। ভগবান্ ভবানীপতির তেজের কিয়দংশ অনলে নিপতিত হইয়াছে, মহাত্মা হুতাশন অসুরগণের নিমিত্ত দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় সেই শৈব তেজ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগের ভয়হর্ত্তা কুমার সমুৎপন্ন হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে তেজোরাশি হুতাশনের অন্বেষণ কর। এই আমি তোমাদের নিকট তারকাসুরবধের উৎকৃষ্ট উপায় কীর্ত্তন করিলাম। পার্ব্বতীর শাপপ্রদানকালে হুতাশন তোমাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন না বলিয়া ঐ শাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হয় নাই। আর তিনি তৎকালে তোমাদের সমভিব্যাহারে থাকিলেও ঐ শাপপ্রভাবে তাঁহার পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত হইত না।

হুতাশন সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। অল্পতেজস্বীর শাপ কখন অধিক তেজস্বীর তেজের হানি করিতে পারে না। বলবান্‌দিগকে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরাভূত হইতে হয়। উপবীর্য্য বরদাতা অবধ্য দেবগণকে বিনাশ করিতে পারেন। অতিতেজস্বিগণের অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ হুতাশন তোমাদের মঙ্গলবিধানার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া

অভিলাষ করুন। অতঃপর তোমরা অতি ত্বরায় সেই রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত তেজোরাশিরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অনলের অন্বেষণ কর। তিনিই তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।'

শঙ্করীর শাপভয়ে লুক্কায়িত অগ্নির অন্বেষণ

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষি ও সিদ্ধগণসমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে হুতাশনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে তিনি জলমধ্যে অবস্থান করাতে সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর একদা দেবগণ অগ্নির অদর্শননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মণ্ডূক[1] অগ্নিতেজে নিতান্ত সন্তাপিত ও ক্লান্ত হইয়া রসাতল হইতে সমুত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে সুরগণ! ভগবান্ হুতাশন তেজোদ্বারা সমুদয় জল ব্যাপিত[2] করিয়া রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। জলচরগণ তাঁহার তাপে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। আমি তাঁহার তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আপনারা অনলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ রসাতলে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করুন। আমি চলিলাম; আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট আসিয়া হুতাশনের আত্মগোপন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি, জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন।'

ভেকাদির প্রতি অগ্নি-প্রদত্ত অভিশাপ-প্রতিক্রিয়া

রসাতলবাসী মণ্ডূক দেবগণকে এই কথা কহিয়া অবিলম্বে জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন হুতাশন মণ্ডূকের সেই কপটতা পরিজ্ঞাত হইয়া 'তোমরা অদ্যাবধি রসনেন্দ্রিয়বিহীন[3] হইবে,' বলিয়া ভেকজাতিকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অতিশীঘ্র অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হুতাশন রসাতল হইতে স্থানান্তরিত হইলে দেবগণ তাঁহার প্রস্থান ও মণ্ডূকদিগের প্রতি শাপপ্রদান-বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ভেকজাতির প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, 'হে মণ্ডূকগণ! তোমরা অগ্নিশাপে রসনা-বিহীন ও রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াও বিবিধ বাণী উচ্চারণ করিতে পারিবে; তোমরা অচেতন, অনাহারী, শুষ্কদেহ মৃতকল্প হইয়া বিলমধ্যে বাস করিলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং অন্ধকারময়ী রজনীতেও তোমরা নানাস্থানে বিচরণ করিতে পারিবে।'

দেবগণ মণ্ডূকদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায় অগ্নির অন্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর ঐরাবতসদৃশ এক প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে দেবগণ! হুতাশন এক্ষণে অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন।' মাতঙ্গ এই কথা কহিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 'অদ্যাবধি তোমাদের রসনা বিপরীতগামিনী[1] হইবে', বলিয়া হস্তিজাতির প্রতি শাপ প্রদানপূর্ব্বক সত্বর অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ অগ্নির প্রস্থান ও দ্বিরদগণের[2] প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া হস্তিজাতির প্রতি কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মাতঙ্গগণ! তোমরা অগ্নির শাপে প্রতীপজিহ্ব[3] হইয়া সমুদয় সামগ্রী আহার ও উচ্চৈঃস্বরে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে।'

সুরগণ এইরূপে মাতঙ্গগণকে বর প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় অগ্নির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় অগ্নি যে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুকপক্ষী তাহা তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিল। তখন হুতাশন শুকপক্ষীকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, 'তুমি অদ্যাবধি বাক্‌শক্তিবিহীন হইবে।' ঐ শাপপ্রভাবে শুকপক্ষীর জিহ্বা পরিবর্ত্তিত হইল। হুতাশন এইরূপ শাপ প্রদান করিলে দেবগণ শুকের প্রতি সাতিশয় দয়াবান্ হইয়া কহিলেন, 'হে শুক! তুমি কখনই একবারে বাক্‌শক্তিবিহীন হইবে না। তোমার জিহ্বা পরিবর্ত্তন হইলেও বালক ও বৃদ্ধেরা যেমন অতি মধুর অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তুমিও তদ্রূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে।' দেবগণ শুকপক্ষীকে এই কথা কহিয়া শমীগর্ভে হুতাশনকে

১। ভেক—ব্যাঙ। ২। ব্যাপ্ত। ৩। জিহ্বাহীন।

১। উল্টা। ২। হস্তীদিগের। ৩। বিপরীতরসনা—জিহ্বার অগ্রভাগ ভিতরদিকে ঘুরান।

সন্দর্শন করিলেন। তদবধি যজ্ঞাদি সমুদয় কার্য্যে শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদনের উপায় অবগত[1] হইল। এই নিমিত্তই শমীগর্ভে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ হুতাশন রসাতলে শয়ন করাতে তাঁহার তেজঃপ্রভাবে রসাতলস্থ যে সলিল সমুদয় সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেই উত্তপ্ত জলরাশি পর্ব্বত-প্রস্রবণ[2] দ্বারা অদ্যাপি নির্গত হইতেছে।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেবগণকে সন্দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।'

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে বৈশ্বানর! আমরা তোমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ করিব, তোমাকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না।'

অগ্নিতেজে গঙ্গার গর্ভধারণ

তখন হুতাশন কহিলেন, 'হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্যস্বরূপ; অতএব তোমরা আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।'

অগ্নি এইরূপে দেবকার্য্যসাধনে অঙ্গীকার করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অনল! তারক নামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে, অতএব তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া এই সমুদয় প্রজাপতি, ঋষি ও দেবতাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি স্বয়ং মহাবল-পরাক্রান্ত এক অপত্য উৎপাদন করিলেই তাহা হইতে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ ও দুঃখ দূর হইবে। আমরা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছি, সুতরাং তোমার বীর্য্য ভিন্ন আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।'

দেবগণ এই কথা কহিলে ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীর নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের পরস্পর সম্ভোগ হওয়াতে ভাগীরথীর গর্ভাধান হইল। ঐ গর্ভ ক্রমশঃ হুতাশনের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথী হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত কাতর হইলেন। ঐ সময় এক মহাসুর হঠাৎ ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ভগবতী ভাগীরথী সেই অলক্ষিতোৎপন্ন ভীষণ শব্দে নিতান্ত ভীত ও উদ্‌ভ্রান্তনেত্র হইয়া একেবারে বিচেতনপ্রায় হইয়া শরীর ও গর্ভভারবহনে একান্ত অসমর্থ হইলেন। তখন তিনি কম্পিতকলেবরে হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আর আপনার তেজ ধারণ করিতে পারি না। ঐ তেজঃপ্রভাবে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য নাই; আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এক্ষণে গর্ভ পরিত্যাগ করিব; কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই নাই। আমার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতেছি। বিশেষতঃ আমি স্বয়ং কামনাপূর্ব্বক আপনার তেজ গ্রহণ করি নাই; আপনি কার্য্যসাধনার্থই আমাতে তেজ সংক্রামিত করিয়াছেন। অতএব আমি এখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে যে দোষ, গুণ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের অধিকারী।'

গঙ্গার গর্ভত্যাগ

তখন ভগবান্ হুতাশন ও অন্যান্য দেবগণ গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাগীরথী! তুমি গর্ভধারণ কর। ঐ গর্ভ হইতে মহাফল উৎপন্ন হইবে। তুমি যখন সমুদয় বসুন্ধরা-সন্ধারণে সমর্থ হইয়াছ, তখন অনায়াসেই এই গর্ভধারণে সমর্থ হইবে।' ভগবান্ অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণ এইরূপ নিবারণ করিলেও ভাগীরথী সেই অগ্নিতেজঃসম্ভূত প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ গর্ভধারণে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে গিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন তথায় আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগীরথি! এক্ষণে তোমার গর্ভধারণজন্য দুঃখ অপনীত হইয়াছে? যাহা হউক এক্ষণে এই গর্ভ কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার এবং কিরূপ তেজঃসম্পন্ন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।

তখন সরিদ্বরা গঙ্গা হুতাশন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার

১। সকল অবগত হইল। ২। ঝরণা।

তেজঃসম্ভূত সেই গর্ভ আপনারই ন্যায় তেজস্বী এবং স্বীয় সুনির্ম্মল প্রভাপ্রভাবে[1] পর্ব্বতকেও উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গন্ধ কদম্বের ন্যায় মধুর এবং দেহ কমলোৎপল-সমলঙ্কৃত[2] হ্রদের ন্যায় সুশীতল। উহার তেজঃ পৃথিবীর যে বস্তু স্পর্শ করিতেছে তাহাই সুবর্ণময় হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ উহা এই চরাচর বিশ্বকে তেজোদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহার কান্তি সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল।' দেবী গঙ্গা হুতাশনকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হুতাশনও দেবগণের কার্য্যসাধন করা হইল জানিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে জামদগ্ন্য! সুবর্ণ এইরূপে অগ্নিরই তেজঃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ অগ্নির নাম হিরণ্যরেতাঃ রাখিয়াছেন। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বসুমতী হইয়াছে।

কার্ত্তিকেয়ের জন্ম

অনন্তর সেই অগ্নিসম্ভূত তেজঃ হিমালয় হইতে গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত ও এক শরবনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও বালকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় কৃত্তিকাগণ সেই তরুণ-সূর্য্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন বালককে শরবনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক স্তনিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিতে লাগিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়, তেজঃস্কন্দ অর্থাৎ ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ এবং গুহাবাসনিবন্ধন তাঁহার নাম গুহ হইয়াছিল।

হে জামদগ্ন্য! সমুদয় সুবর্ণ বহ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাম্বুনদ সুবর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবগণ তদ্দ্বারা ভূষণ প্রস্তুত করিয়া ধারণ করেন। অগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, এই নিমিত্ত সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। এই সুবর্ণ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন, ভূষণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং সকল বস্তু অপেক্ষা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। ইহা অগ্নি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরস্বরূপ। ইহা দান করিলে অগ্নি ও চন্দ্রলোকলাভ হয়

১। প্রভায়। ২। কমল কুমুদে শোভিত।

সুবর্ণ-বর্ণনপ্রসঙ্গে রুদ্রের বারুণযজ্ঞ বৃত্তান্ত

হে রাম! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান রুদ্র বারুণী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞকালে মুনিগণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-সকল, যজ্ঞাঙ্গ[1] সমুদয়, মূর্ত্তিমান বষট্‌কার এবং সাম যজুঃ ও ঋগ্বেদ[2] তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। বেদের লক্ষণ, উদাত্তাদি স্বর, স্বরের আরোহাবরোহ[3] ক্রম, নিরুক্ত[4], নিষদাদি[5] স্বরপংক্তি[6], ওঙ্কার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তথায় আগমন করিয়া দেবদেবের নেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। বেদ, উপনিষদ, বিদ্যা, সাবিত্রী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার অন্যান্য শরীরমধ্যে অবস্থিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপে সর্ব্বময় হইয়া স্বয়ং আপনাকে আপনাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই যজ্ঞ যার পর নাই সুশোভিত হইল।

হে রাম! পশুপতিই ভূলোক দ্যুলোক, ভূপতি, গণপতি, অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ ও প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞ দর্শন করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ তপঃ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিকপতিগণের সহিত দিক সমুদয় এবং দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা মহাদেবের বর্হির্যজ্ঞে[7] দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যাগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সূর্য্যদেব কর দ্বারা সেই ভূতলনিপতিত ধূলিমিশ্রিত রেতঃ গ্রহণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির পুনরায় রেতঃ স্খলিত হইল। তখন তিনি স্বয়ং অবিলম্বে সেই শুক্র স্রুব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ রেতঃ ত্রিগুণাত্মক। উহা হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র উহার রাজসিক অংশ বিবিধ জঙ্গম ও তামসিক অংশ নানাবিধ স্থাবর ভূতরূপে পরিণত হইল এবং

১—২। যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৩ উচ্চ নীচক্রমে উচ্চারণ। ৪ অর্থ। ৫—৬. সা ঋ গা মা ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী। ৭। অগ্নিযজ্ঞে।

উহার সাত্ত্বিক অংশ রাজসিক ও তামসিক অংশ ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া রহিল। ঐ সত্ত্বগুণ বিশ্বব্যাপক এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরাঃ ও নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। তৎপরে সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ ও মহর্ষি অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোবল-সম্পন্ন শ্রুতশীল-সমন্বিত১ ব্রহ্মর্ষিগণসদৃশ বৈখানসগণ জন্মগ্রহণ করেন। পরে অগ্নির নেত্রদ্বয় হইতে সুরূপ অশ্বিনীতনয়দ্বয়, কর্ণ হইতে অন্যান্য প্রজাপতিগণ ও রোমকূপ হইতে মহর্ষিগণ, স্বেদজল হইতে ছন্দঃ ও বল হইতে মনঃ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ অগ্নির দাহ্যকাষ্ঠসমুদয় মাস, কাষ্ঠের নির্য্যাস পক্ষ এবং অগ্নির তৈজস পিত্ত অহোরাত্র ও মুহূর্ত্তরূপে পরিণত হইল; পরিশেষে সেই হুতাশনে, শোণিত হইতে রৌদ্র ও সুবর্ণবর্ণ মৈত্র দেবতার ধূম হইতে বসুগণ, শিখা হইতে দ্বাদশ আদিত্য এবং অঙ্গার হইতে গ্রহনক্ষত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ অগ্নিকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা উঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

রুদ্রাদি দেবত্রয়ের সন্তান-সম্পর্কিত বিবাদ

এইরূপে ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণী-মূর্ত্তিধারী ভগবান্ ভূতনাথ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে সুরগণ! এই যজ্ঞ আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমিই এই যজ্ঞের অধীশ্বর। অতএব সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমারই পুত্র। আমি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছি, সুতরাং যজ্ঞ হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইল, তৎসমুদয় আমারই অধিকৃত সন্দেহ নাই।'

তখন অগ্নি কহিলেন, 'হে দেবগণ! ঐ তিন অপত্য আমার আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহারা আমার অপত্য। বরুণরূপী মহাদেব কখনই ইহাদিগের অধিকারী হইতে পারেন না।' অগ্নি এই কহিয়া নিরস্ত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, 'আমারই বীর্য্যের দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমার সন্তান শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই১ ফলভোগের অধিকারী হইয়া থাকে।'

এইরূপে তাঁহারা তিন জন পুত্র লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলে দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা আপনা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা হুতাশন ও বরুণরূপী মহাদেবকে এক এক পুত্র প্রদানপূর্ব্বক উঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন।'

ব্রহ্মার ব্যবস্থায় বিবাদভঞ্জন

দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুকে মহাদেবের ও অঙ্গিরাকে অগ্নির পুত্রত্বে পরিকল্পিত করিয়া স্বয়ং কবিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তখন প্রজাপতি মহাত্মা ভৃগু বারুণ, শ্রীমান্ অঙ্গিরা আগ্নেয় এবং মহাযশাঃ কবি ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তৎপরে মহাত্মা ভৃগু চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, ঔর্ব্ব, শুক্র, বিভু ও সবন এই সাতটি আত্মতুল্য পুণ্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিলেন। তুমি সেই ভৃগু-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্গব নাম ধারণ করিয়াছ। ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সংবর্ত্ত ও সুধন্বা এবং ভগবান্ কবি হইতে কবি, কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হয়েন। তৎপরে ঐ সমুদয় মহাত্মা হইতে বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত উঁহারা প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান্ ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বরুণমূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উঁহাদিগের বংশ-সমুদয়ের সাধারণ নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগুর বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আঙ্গিরস এবং কবির বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ

১। [illegible]।

১। বীজাধান কর্ত্তা—যেমন জমিতে যে বীজ বোনে, সে ফলস্বরূপ শস্য পায়; তদ্রূপ যে গর্ভাধান করে, সেই ফলস্বরূপ পুত্রের পিতা।

করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

হে রাম! পূর্ব্বে দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, 'ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা করুন, মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতির বংশসম্ভূত এই সমুদয় মহাত্মা প্রজাপতি, বংশকর্ত্তা, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, দেবপক্ষপরায়ণ[1] ও প্রশান্তমূর্ত্তি হইয়া আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনার প্রসাদে লোকসমুদয়ের উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হউন। ঐ মহাত্মগণ ও আমরা সকলেই আপনার সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করিব। ঐ সমুদয় মহাত্মা প্রতিযুগে এইরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করিবেন। দেবগণ এইরূপে প্রার্থনা করিলে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতমনে 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং দেবগণ কৃতকার্য্য হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাম! বরুণরূপধারী দেবদেব মহাদেবের যজ্ঞে যে সমুদয় অদ্ভুতকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অগ্নি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পশুপতি রুদ্রস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুবর্ণ সেই অগ্নির অপত্য। বেদে ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নির অভাবে সুবর্ণই অগ্নি স্বরূপে পরিগণিত হয়। কুশস্তম্বে সুবর্ণ সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বল্মীকবিবর[2], ছাগ-পশুর দক্ষিণকর্ণ, সমভূমি ও তীর্থ-সলিলে আহুতি প্রদান করিলে ভগবান্ অগ্নি প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি সর্ব্বদেবময়; সনাতন ব্রহ্মা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি হইতে কাঞ্চনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমস্ত[3] দেবতা প্রদান করা হয়[4]। ঐ দানজন্য পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার উজ্জ্বল লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে এবং ধনাধিপতি কুবের তাঁহাকে স্বর্গে অভিষিক্ত করেন।

যিনি প্রাতঃকালে মন্ত্র-উচ্চারণপূর্ব্বক সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন প্রতিহত হইয়া যায়। যিনি মধ্যাহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার অনাগত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি সায়াহ্নে সুবর্ণদান করেন, তিনি ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রের সলোকতা, ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা ও ইহলোকে যশোলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সমুদয় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ আর কেহই থাকে না এবং তিনি অনায়াসে সমুদয় লোকে গমন করিতে পারেন। সুবর্ণ দান করিয়া যে সমস্ত উৎকৃষ্ট লোকলাভ হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন ব্রত উপলক্ষে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদয় কামনাই সফল হয়। সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ, সুবর্ণ দান করিলে সুখবৃদ্ধি, অভীষ্টগুণলাভ ও চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। হে রাম! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুর্দ্দান্ত তারক ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশপূর্ব্বক লোকের হিতসাধন করিয়াছিলেন। হে জামদগ্ন্য! আমি যে সুবর্ণদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, তাহা তুমি শ্রবণ করিলে। অতএব তুমি পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান কর।' এই কথা কহিলে ভগবান্ জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দানপূর্ব্বক পাপনির্ম্মুক্ত হইলেন।

হে যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণের উৎপত্তি ও সুবর্ণদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর, সুবর্ণ-দানপ্রভাবে অনায়াসেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।"

ষড়শীতিতম অধ্যায়

তারকাসুর-বধবৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সুবর্ণ-দানের ফল ও উহার উৎপত্তি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিলেন। আপনি ইতিপূর্ব্বে তারকাসুরকে দেবতাদিগের অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাসুর কিরূপে নিপাতিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আপনি বিস্তারিতরূপে তাহার নিধন-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

১। দেবপক্ষপাতী। ২। উইয়ের ঢিপি। ৩—৪। সমস্ত দেবতা তাঁহাকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! সরিদ্বরা গঙ্গা গর্ভ পরিত্যাগ করাতে দেবতা ও ঋষিগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছয় কৃত্তিকাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ কৃত্তিকাগণ ভিন্ন দেবলোকে আর কেহই হুতাশন নিহিত তেজোধারণে সমর্থ ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নির রেতঃ[1] পান করিয়া গর্ভধারণপূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর ক্রমশঃ সেই গর্ভের বৃদ্ধিনিবন্ধন তাঁহাদিগের অঙ্গ তেজঃপরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহারা কুত্রাপি সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একেবারে সকলেই প্রসব করিলেন। তখন সেই ছয় কৃত্তিকার পুত্র একত্র মিলিত হইল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন। তখন হুতাশন-সদৃশ তেজ ও দিব্যাকার-সম্পন্ন কুমার শরবনে অবস্থানপূর্ব্বক পরমসুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

কৃত্তিকাদির কার্ত্তিকেয়-প্রতিপালন

অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই বালার্কসদৃশ পুত্রকে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন স্তন্যপ্রদান দ্বারা তাঁহার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিকসমুদয়, দিকের ঈশ্বরগণ, রুদ্রদেব, বিধাতা, বিষ্ণু, যম, পূষা, অর্য্যমা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্যগণ, ইন্দ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, জল, বায়ু, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ এবং মূর্ত্তিমান্ সামাদি বেদ-সমুদয় দ্রুতবেগে সেই অগ্নিপুত্রকে সন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। ঐ সময় ঋষিগণ স্তবপাঠ এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সেই ব্রাহ্মণপ্রিয়, স্থূলকলেবর, দ্বাদশবাহু, শরগুল্মশয়ান[2], দ্বাদশাক্ষ[3] ষড়াননকে দর্শন করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত ও তারকাসুরের বিনাশ বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর দেবগণ সকলেই কার্ত্তিকেয়ের নিমিত্ত প্রিয়বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার ক্রীড়নীয় বস্তু ও পক্ষিসমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে বরাহ ও মহিষ, গরুড় বিচিত্র ময়ূর, বরুণদেব হুতাশনসদৃশ কুক্কুট, চন্দ্র মেষ, সূর্য্য অতি মনোহর প্রভা, গোমাতা সুরভী এক লক্ষ গাভী, অগ্নি গুণসম্পন্ন ছাগ, ইলা বহুতর ফলপুষ্প, সুধন্বা শকট ও অত্যুৎকৃষ্ট রথ, বরুণদেব হস্তী ও অশ্ব সমুদয় এবং দেবেন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অন্যান্য পক্ষী, ভীষণাকার বহুতর শ্বাপদ ও বিবিধ ছত্র প্রদান করিলেন। রাক্ষস ও অসুরগণ তাঁহার অনুগত হইল। ঐ সময় তারকাসুর কার্ত্তিকেয়কে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইল না।

অনন্তর মহাবাহু কার্ত্তিকেয় পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতারা তাঁহার নিকট তারকাসুরের উপদ্রব সমুদয় নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয়ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া অমোঘ শক্তিপ্রহার দ্বারা তারকাসুরকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক দেবাধিপতি পুরন্দরকে পুনরায় ইন্দ্রত্বপদে স্থাপিত করিলেন। মহাদেবপ্রিয় হিরণ্যমূর্ত্তি ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এইরূপে দেবতাদিগের সৈনিকভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুতাশন ও কার্ত্তিকেয়ের তেজঃ হইতে সুবর্ণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত উহা মাঙ্গল্যদ্রব্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব পরশুরামের নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে ভৃগুনন্দন সুবর্ণদানপূর্ব্বক সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন। অতএব তুমিও যত্নপূর্ব্বক সুবর্ণদানে প্রবৃত্ত হও।"

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

শ্রাদ্ধবিধি বর্ণন

যুধিষ্ঠির কহিলেন "পিতামহ! আমি আপনার নিকট চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

তখন মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ধন্য যশস্য, বংশবৃদ্ধিকর ও পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া

১। শুক্র। ২। শরবনে শয়ান। ৩। বার চক্ষু।

শ্রবণ কর কি দেবতা, কি অসুর কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি কিন্নর সকলেরই সর্ব্বদা পিতৃগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মারা অগ্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। অতএব মানবগণ সর্ব্বদা বিবিধ যত্নসহকারে পিতৃগণের পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা প্রতি অমাবস্যায় পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্য বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সমুদয় তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। এক্ষণে যে যে তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে যে ফললাভ হয়, তৎসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্রপ্রসবিনী পরমাসুন্দরী স্ত্রীসমুদয়, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অশ্ব, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য পশু, পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে সৌন্দর্য্য সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ, অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অখণ্ডিত খুরযুক্ত পশু, দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র ও সুবর্ণরজত ভিন্ন ধাতুসমুদয়, দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিচিত্র সুবর্ণ ও রজত এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করে তাহাকে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয় এবং তাহার গৃহস্থিত মানবগণ যৌবনাবস্থায়[১] কালকবলে[২] নিপতিত হয়[৩]। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে সমুদয় কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশী ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত সমুদয় তিথিই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেমন শ্রাদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল, তদ্রূপ পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

১—৩। যুদ্ধে মৃত—ক্ষত্রিয়ের অকালমৃত্যু অপ্রশংসার্হ নহে, যুদ্ধক্ষেত্রে অপলায়ন এবং দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন শত্রুহস্তে বন্দী না হওয়া [illegible]।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

পিতৃলোকের প্রিয়বস্তু প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পিতৃলোককে কোন বস্তু দান করিলে অক্ষয় হইয়া থাকে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত দ্রব্য পিতৃলোককে প্রদান করিতে হয় এবং যাহা দান করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিল, ধান্য, যব, মাংস, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ এক মাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, সমধিক তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত ভোজ্য প্রদান করা যায়, তন্মধ্যে তিলই সর্ব্বপ্রধান।

শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস, শশমাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস[১] প্রদান করিলে এক বৎসর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ঘৃতপায়স গোমাংসের ন্যায় পিতৃগণের প্রীতিকর; অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃত-পায়স প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে বাধ্রীনস ছাগের[২] মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর সুপ্তিসুখ[৩] অনুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের[৪] মাংস, কালশাক ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়।

আমি পূর্ব্বে সনৎকুমারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণায়নকালে মঘা-নক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে আমাদিগকে ঘৃতপায়স প্রদান বা গজচ্ছায়া-যোগে রক্তবর্ণ ছাগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে এবং ঐ শ্রাদ্ধ যদি ব্যজন দ্বারা বীজিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হইবে বহুপুত্রের কামনা করা

১ কলিযুগে নিষিদ্ধ। ২। খাসীর। ৩। [illegible]। ৪। গণ্ডারের।

উচিত, কারণ, উহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও অক্ষয়বটসমলঙ্কৃত গয়ায় গমন করিতে পারে। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধকালে জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে উহা অনন্ত তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।"

একোননবতিতম অধ্যায়

বিভিন্ন নক্ষত্রে অনুষ্ঠেয় কাম্যশ্রাদ্ধ

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে যম নরপতি শশবিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে যে সমুদয় কাম্যশ্রাদ্ধের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে শোকসন্তাপবিহীন ও পুত্রবান্ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে সন্তান ও মৃগশিরা নক্ষত্রে তেজঃ কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আর্দ্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানবদিগের ক্রূরকার্য্যে প্রবৃত্তি ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়। পুষ্টিকামনা করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অতিশান্তস্বভাবসম্পন্ন পুত্র, মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ইষ্টফল, চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্র, স্বাতীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট বিদ্যা, শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদ্গতি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেদাদি, উত্তরভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্যপিত্তলাদিময় দ্রব্যজাত, অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বসমূহ এবং ভরণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি শশবিন্দু যমের নিকট এইরূপ শ্রাদ্ধনিয়ম শ্রবণপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অনায়াসে পৃথিবী পরাজয়[১] ও শাসন করিয়া গিয়াছেন।"

নবতিতম অধ্যায়

শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যদানের পাত্রাপাত্র নিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! দানধর্ম্মবিদ্ ক্ষত্রিয় দানসময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে, কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে তাঁহাদিগের পরীক্ষা করা আবশ্যক। মানবগণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি সেরূপ নহে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। অতএব পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল, বয়ঃক্রম, রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা করিবেন।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতকগুলি পংক্তিদূষক[২] ও কতকগুলি পংক্তিপাবন[৩] আছেন। এক্ষণে আমি অগ্রে পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতারক, ব্রাহ্মণহত্যাকারী, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, পশুপালক, অধ্যয়নাদিবিহীন শূদ্রের কিঙ্কর, বৃদ্ধিজীবী, গায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী, গৃহদাহকর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী[৪] সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা[৫], রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্ত্তা[৬], পিতৃদ্বেষ্টা, পুংশ্চলীর[৭] স্বামী, নিন্দনীয়, চৌর্য্যপরায়ণ, শিল্পজীবী বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায়, শাস্ত্রজীবী, মৃগয়ানিরত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায়[৮] দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃতমেঢ্র, গুরুপত্নীহর্ত্তা, নষ্ট, দেবল ও গণক ব্রাহ্মণদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে

১। বিজয়। ২। এক পংক্তিতে উপবেশনের অযোগ্য—অপবিত্র। ৩। এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য—পবিত্র। ৪। জারজের অন্নভোজী। ৫। হস্তরেখাদি বিচারে অর্থোপার্জনকর্ত্তা। ৬। কূট-নীতি পরিচালক। ৭। ভ্রষ্টা রমণীর। ৮। অবিবাহিতাবস্থায়

ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেই দিন অবধি এক মাস তাহারই পুরীষে শয়ন করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূয ও শোণিতরূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীকে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত[১], বাণিজ্যকারীকে প্রদান করিলে উভয়লোকে নিষ্ফল ও পৌনর্ভবকে প্রদান করিলে ভস্মাহুত ঘৃতের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া থাকে।

যাহারা প্রমাদবশতঃ অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্রদিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারাও পংক্তিদূষক দ্বিজাধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ[২] ব্যক্তিরা যে পংক্তিতে উপবিষ্ট হয়, সেই পংক্তির ষষ্টিসংখ্যক ব্রাহ্মণ; ক্লীব যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই পংক্তির শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং শ্বিত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে পংক্তিতে উপবেশন করিয়া যে সমুদয় ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হইয়া থাকেন। বেষ্টিতশিরাঃ[৩], দক্ষিণাস্য ও পাদুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে অসুরগণের তৃপ্তিলাভ হয়। লোকে অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া সমুদয় শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, তৎসমুদয়ে অসুরগণই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। কুক্কুর ও পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়; অতএব আবৃত স্থানে তিল সমুদয় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা রোষপরবশ হইয়া অথবা তিলদান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ যে যে কার্য্য সন্দর্শন করে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের সেই সেই কার্য্যের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সদাচারনিরত, তাঁহাদিগকেই পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা ত্রিণাচিকেত[১] মন্ত্রবিৎ[২], পঞ্চাগ্নিযুক্ত[৩], ত্রিসুপর্ণ[৪] মন্ত্রবেত্তা[৫], ষড়ঙ্গবিৎ[৬], বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবেত্তা, সামগাতা, পিতা-মাতার বশীভূত, অথর্ব্ববেদপাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত[৭], সত্যবাদী, ধর্ম্মশীল ও সুকর্ম্মনিরত; যাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়[৮]; যাঁহারা ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নীতে গমন করেন; যাঁহারা অতিপবিত্র তীর্থসমুদয়ে স্নানাদি করিয়াছেন; যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞান্তস্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধি-সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধশূন্য, গম্ভীরস্বভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতহিতনিরত, শ্রাদ্ধকালে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগকে যে বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।

যতি, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরম যোগী ব্যক্তিরাও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া থাকেন; যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুকুলে নিয়মিত কাল বাস করেন, যাঁহারা সত্যবাদী এবং বেদাধ্যয়ন ও বেদগানে সুনিপুণ, তাঁহারা পংক্তির যত দূর দর্শন করেন, তত দূর পবিত্র হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইঁহাদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহার পুরুষপরম্পরা বেদাধ্যাপক, তিনি একাকীই সার্দ্ধ-তৃতীয় ক্রোশ পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক্ ও উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যিনি বেদবিৎ ও পুণ্যবান্, তিনিই পংক্তিপাবন। অতএব শ্রাদ্ধকালে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বধর্ম্মনিরত কুলীন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করাই শ্রেয়স্কর।

১। অভাব। ২। একচক্ষু। ৩। পাগড়ীযুক্ত মস্তক।

১—২। তন্নামক বেদমন্ত্রবিৎ। ৩। চারি দিকে অগ্নিকুণ্ড ও উপরে সূর্য্য—এই পঞ্চাগ্নি মধ্যে অবস্থিত। ৪—৫। তন্নামক বেদমন্ত্রবেত্তা। ৬। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—বেদের এই ছয় অঙ্গে অভিজ্ঞ। ৭। সর্ব্বদা নিয়মনিষ্ঠ। ৮। বিশুদ্ধবংশ্য, যথাবৎ সদাচারপর ও বেদাধ্যায়ী।

যে ন শ্রাদ্ধকালে মিত্রকে আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতি লাভ করেন না এবং তাঁহার স্বর্গলাভও দুর্লভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁহার দেবলোকলাভ হয় না এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়ভোগে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ তিনিও কর্ম্মফললাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না। মিত্রের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন প্রদান করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রাদ্ধকালে তাঁহাকে কোনরূপ প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না।

যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাদির ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ, তাঁহাকে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে ঘৃতাহুতিদান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরস্পর আদান-প্রদান পিশাচোদ্দেশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হয়। উহা কখনই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয় না, উহা নষ্টবৎসা ধেনুর ন্যায় কাতরভাবে ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্ত্তক ও গায়ককে দান করিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ নীচ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা কোন ফলদায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তিসম্পাদন করিতে পারে না, প্রত্যুত দাতার পিতৃলোককে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যাঁহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট আচারনিরত, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞানানিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। যাহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে, তাহারা নিতান্ত পামর; তাহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি বানপ্রস্থ ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে তিন পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা উচিত। দোষশূন্য ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশ লক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফললাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।"

একনবতিতম অধ্যায়

নিমিরাজ্যের পুত্রশ্রাদ্ধ—মহর্ষি অত্রির উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন সময়ে কোন মহর্ষি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ কল্পিত হইয়াছে, শ্রাদ্ধ কিরূপ এবং শ্রাদ্ধে কোন্ কার্য্য, কি কি ফলমূল ও কোন্ কোন্ ধান্য নিষিদ্ধ, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! শ্রাদ্ধ যেরূপ এবং যে সময়ে যাঁহা দ্বারা যেরূপে উহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিবংশে দত্তাত্রেয় নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের নিমি নামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তাঁহার শ্রীমান্ নামে এক পরম রূপসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র সহস্র সহস্র অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া কালধর্ম্মসহকারে কালকবলে নিপতিত হইলে, মহর্ষি নিমি শোকে একান্ত অধীর হইয়াও শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্তে ক্ষৌরাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দশী দিবসে দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া পরদিন প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং শোকাপনোদনপূর্ব্বক চিত্তকে বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া সমাহিতচিত্তে শ্রাদ্ধকার্য্যে অনুধ্যান[১] পুরঃসর[২] পুত্রের প্রিয় ফল, মূল ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থ-সমুদয় আহরণ করিলেন। তৎপরে পূজ্যতম সাত জন ব্রাহ্মণকে আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষিণাগ্রে কুশ-সমুদয় সমাস্তীর্ণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাহাতে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের পদতলে প্রাদেশপ্রমাণ কুশ সমুদয় প্রদান পুরঃসর তাঁহাদিগকে লবণবর্জ্জিত শ্যামাকান্ন[৩] ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে পুত্র শ্রীমানের নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক কুশোপরি পিণ্ডদান করিলেন।

১—২। অত্যন্ত মনোযুক্ত হইয়া। ৩। শ্যামাধান্যের অন্ন।

এইরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদিত হইলে মহর্ষি নিমি আপনার ধর্ম্মসঙ্করবিষয়ে সন্দিহান হইয়া একান্ত ব্যথিতচিত্তে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, পূর্ব্বে কোন মহর্ষিই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। অতএব বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ আমার এই অপরাধনিবন্ধন আমাকে শাপপ্রদান করিবেন।' মহর্ষি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া স্বীয় বংশকর্ত্তা অত্রিকে স্মরণ করিলেন। নিমি স্মরণ করিবামাত্র মহাত্মা অত্রি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত মহর্ষিকে অবলোকনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি যে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই শ্রাদ্ধবিধি বিহিত করিতে সমর্থ নহেন এক্ষণে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মবিহিত অতি উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে উহার অনুষ্ঠান কর।

অত্রি কর্তৃক শ্রাদ্ধক্রিয়া প্রদর্শন

প্রথমতঃ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নৌকরণক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণদেবকে আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের সহিত বিশ্বদেবগণ একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমাদেবীকে স্তব করিতে হয়। শ্রাদ্ধোদক আনয়ন-সময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃদেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগের অর্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অগ্নিষাত্তাদি সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমুদয় শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদিগের সমুদয় নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পাষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান, বীর্য্যবান, হ্রীমান, কীর্ত্তিমান, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোম, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ুঃ, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃত, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিমান, সপ্তকৃত, সোমবর্চ্চা, বিশ্বকৃত, কবি অনুগোপ্তা, নপ্তা, ও ঈশ্বর। এই আমি তোমার নিকট বিশ্বদেবদিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদয় মহাত্মা কালেরও অগোচর।

শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি

এক্ষণে যে সমুদয় দ্রব্য শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, সে সমুদয় দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। কোদ্রব[১] ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুল[২]যুক্ত ধান্য, হিঙ্গু[৩], পলাণ্ডু[৪] রসুন, শোভাঞ্জন[৫], কোবিদার[৬] গৃহাঞ্জন[৭], কুষ্মাণ্ড[৮], অলাবু[৯], গ্রাম্য বরাহমাংস, অপ্রোক্ষিত মাংস, কৃষ্ণজীরক, বিড়ঙ্গ, শীতপাকী শাক, বংশাদির অঙ্কুর, শৃঙ্গাটক[১০], সমুদয় লবণ ও জম্বুফল এই সমুদয় শ্রাদ্ধে প্রদান করা অকর্ত্তব্য। ক্ষতদূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন শাক প্রদান করিলে পিতৃলোক ও দেবগণ কখনই তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, শ্বপাক, কষায়িত-বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী ও সঙ্কর ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে উহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য।'

হে মহারাজ! মহর্ষি অত্রি স্বীয় বংশোদ্ভব নিমিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।"

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

দেব-মানব লোকপরম্পরা শ্রাদ্ধ-প্রচার

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি নিমি এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ যতব্রত মহর্ষিগণ তাঁহার নিদর্শনানুসারে বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের

১। কোদোধানের চাউল। ২। অপরিণত ধানের চাউল—ধান না পাকিতে যাহা কাটিয়া আনিয়া চাউল তৈয়ার করা হয়। ৩। হিং ৪। পেঁয়াজ। ৫। সজনা। ৬। রক্তকাঞ্চনের ফল। ৭। গাঁজর। ৮। কুমড়া। ৯। লাউ ১০। পানিফল।

শ্রাদ্ধ ও তীর্থজল দ্বারা তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে চারিবর্ণের সমুদয় লোকই দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত শ্রাদ্ধ-ভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবান্ চন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুধাকর। আমরা নিবাপান্ন[১] ভোজননিবন্ধন অজীর্ণ-রোগে বিষম যন্ত্রণাভোগ করিতেছি, অতএব আপনি ইহার উপায়বিধান করুন।' দেবতা ও পিতৃগণ এইরূপে আপনাদের ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে মহাপুরুষগণ। যদি আপনাদিগের শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।'

ভগবান সুধাকর এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্যানুসারে সুমেরুশৃঙ্গে সমাসীন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্। আমরা নিবাপান্ন ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করুন।' তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহানুভবগণ। এই যে মহাত্মা হুতাশন আমার নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইনিই তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন।'

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে মহাতেজস্বী হুতাশন দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাপুরুষগণ। অতঃপর আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া নিবাপান্ন ভোজন করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অজীর্ণরোগ দূরীভূত হইবে।' মহাত্মা হুতাশন এইরূপে দেবতা ও পিতৃগণের রোগনাশের উপায়বিধান করিলে তাঁহারা অনলের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধে সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হুতাশনকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে যজ্ঞে ভগবান্ অগ্নি অবস্থান করেন, রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া থাকে।

প্রথমে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রতি পিণ্ডদানকালেই সাবিত্রী[১] ও 'সোমায় পিতৃমতে স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। রজস্বলা ও ছিন্নকর্ণা[২] স্ত্রীকে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা রমণীকে শ্রাদ্ধের পাক-কার্য্যে নিয়োগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নদীপার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নামোচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। চিত্রিত গোযুগ[৩]যুক্ত শকট অথবা নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় সমাহিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল। অতএব ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ুঃ, বীর্য্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু ও কশ্যপ মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হয়েন। এই আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধ সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে দানের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

উপবাসের অনুকল্প বিধান

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। উপবাসব্রত-পরায়ণ ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েন, তাহা হইলে তাহার ব্রতভঙ্গ করা কর্ত্তব্য, কি শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনাভঙ্গ করা উচিত?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে ব্রতভঙ্গ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তির

১। শ্রাদ্ধের অন্ন।

১। গায়ত্রীপাঠ। ২। কানকাটা। ৩। দুইটি গরু।

অনুরোধে আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ব্রতভঙ্গপাপে নিশ্চয়ই দূষিত হইতে হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সামান্য লোকেরা উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা করি, উপবাস কি তপস্যা, না তপস্যার অন্যরূপ?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা একমাস ও অর্দ্ধমাস উপবাসকেই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে উপবাস দ্বারা শরীর নষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত তপস্যা নয়। লোভাদি-পরিত্যাগই তপস্যা। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাংসাহার বরা শ্রেয়স্কর নহে। তিনি[১] সতত পবিত্র ও সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবেন। মুনি হইয়া বেদাধ্যয়ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পরিবারপরিবৃত, দানশীল ও ধর্ম্মার্থী হইবেন এবং এককালে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন। অমৃতাশী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় হওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা উপবাসী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যিনি কেবল প্রাতঃকালে[২] ও সায়ংকালে[৩] আহার করেন, অন্যসময় কিছুমাত্র ভোজন করেন না, তিনিই সর্ব্বদা উপবাসী। যিনি কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসাশী। যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনি নিদ্রাত্যাগী। অতিথি, ভৃত্য প্রভৃতি সকলের আহার হইলে যিনি আহার করেন, তিনি অমৃতাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যিনি ব্রাহ্মণভোজন না করাইয়া কখনই আহার করেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করেন। যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা আপনার ক্ষুধাশান্তি করেন, তাঁহাকেই বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সকল মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত আহার ও পুত্রপৌত্রগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়েন।"

১। ব্রাহ্মণ। ২। দিনে এক বার[illegible]। ৩। রাত্রিতে এক বার।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া থাকে, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে এবং কিরূপ দাতার নিকট প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য নহে?"

দানগ্রহণের দোষনির্ণয়—ক্ষুধাক্লিষ্ট ঋষিসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "যুধিষ্ঠির! যিনি সাধুব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্পদোষভাগী হয়েন, যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ সাধুর নিকট হউক বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সপ্তর্ষি-বৃষাদর্ভি-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী ইঁহারা সমাধি দ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। ইহাঁদিগের গণ্ডা নাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। পশুসখ নামে এক জন শূদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পশুসখও ঐ মহর্ষিদিগের সহিত থাকিয়া সতত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময় পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে মনুষ্যগণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে মহারাজ শৈব্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণাস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শৈব্যকুমার এই দুর্ভিক্ষকালে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মহর্ষিগণ বহুদিন অনাহার নিবন্ধন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই রাজকুমারকে কালকবলে নিপতিত দেখিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষার্থ তাহাকে ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারাজ শৈব্য পথিমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই মহর্ষিগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই [illegible]

পাক করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা যদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে কখনই এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। আমার অতুল সম্পত্তি আছে। যদি আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে আপনাদিগকে সহস্র অশ্বতর ও সহস্র বৎসসমবেত সহস্র শ্বেত অশ্বতরী, গুরুভার বহনক্ষম স্থূলকায় এক লক্ষ শ্বেতবর্ণ বৃষভ, স্থূলকায় সদ্যপ্রসূত[১] এক লক্ষ ধেনু, উৎকৃষ্ট গ্রাম সমুদয়, ধান্য, বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য, যব, রত্ন ও অন্যান্য দুর্লভ পদার্থসমুদয় প্রদান করিতে পারি। অতএব আপনারা এই অভক্ষ্য ভক্ষণের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, আমি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করি।'

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, 'মহারাজ! রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে আপাততঃ অতিমধুর আস্বাদলাভ হয়, কিন্তু পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে। আপনি ইহা বিশেষ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন? দেবগণ ব্রাহ্মণদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের শরীর নিতান্ত নির্ম্মল। উঁহারা প্রীত হইলে দেবতারা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিবসের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব হে মহারাজ! আপনার মঙ্গললাভ হউক, আপনি যাচকদিগকেই ধনপ্রদান করুন।'

ঋষিগণ শৈব্যকে এই কথা কহিয়া সেই পচ্যমান[২] শবমাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থ বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে নরপতি শৈব্য মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রত্যহ উডুম্বর প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। মন্ত্রিগণও বনমধ্যে গমন করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রতিদিন বৃহত্তর উডুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে একদা মহারাজ শৈব্য ভৃত্য দ্বারা সেই মহর্ষিদিগের নিকট সুবর্ণপূরিত বহুসংখ্যক উডুম্বর প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই উডুম্বর সমুদয় গ্রহণমাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ করিয়া তৎসমুদয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন, 'আমরা নিতান্ত বিবেকশক্তিবিহীন, অসাবধান বা একান্ত মূর্খ নহি। এই উডুম্বর সমুদয়ের মধ্যে যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি। ইহা গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবে। যাহারা ইহলোক ও পরলোকে সুখ প্রার্থনা করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা কোনক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না।'

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের দানগ্রহণে উপেক্ষা

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'আমরা একটি নিষ্ক[১] গ্রহণ করিলে আমাদের শত বা সহস্র নিষ্কগ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব বহু নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধোগতিলাভ করিতে হইবে।'

কশ্যপ কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে ধান্য, পশু স্ত্রী ও হিরণ্য[২] প্রভৃতি যে সমুদয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদয় একজনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্গত হইলে সেই মৃগের সহিত শৃঙ্গ যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।'

গৌতম কহিলেন, 'মনুষ্যের আশা সমুদ্রতুল্য। এক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।'

বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'মনুষ্যের একটি প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাহাকে আক্রমণ করে।'

জমদগ্নি কহিলেন 'যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়; কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।'

অরুন্ধতী কহিলেন, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্যসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আমার মতে দ্রব্যসঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।'

গণ্ডা কহিল, আমার প্রভুগণ পরম তেজস্বী হইয়াও যখন প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হইতেছেন,

১। [illegible]। ২। [illegible]।

১। [illegible]। ২। [illegible]।

তখন আমি যে উহাতে ভীত হইব, তাহার আর সন্দেহ কি?'

পশুসখ কহিল, 'ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছু নাই; লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণই ঐ ধনপ্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন। অতএব সেই ধর্ম্মরূপ ধনপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণগণের সেবাতে নিযুক্ত ও অনুগত হইব।'

এইরূপে সকলের বাক্য সমাপ্ত হইলে মহর্ষিগণ একবাক্য হইয়া কহিলেন, 'যিনি গোপনে এই উডুম্বরসমুদয়ের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক।'

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ এই কহিয়া সেই সুবর্ণপূরিত উডুম্বরফল-সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন।

দানগ্রহণে বাধ্য করার জন্য অভিচারক্রিয়া

তখন সেই মন্ত্রিগণ মহারাজ শৈব্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সেই ফলসমুদয়ের মধ্যে গোপনে সুবর্ণ নিহিত অবগত হইয়া ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছেন।' মন্ত্রিগণ এই কথা কহিলে নরপতি শৈব্য মহর্ষিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধন-বাসনায় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর তাহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। আহুতি দান সমাপ্ত হইলে সেই হুত-হুতাশন হইতে এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসী সমুৎপন্ন হইল। তখন নরপতি বৃষাদর্ভি তাহাকে যাতুধানী এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। কালরাত্রিস্বরূপা যাতুধানী হুতাশন হইতে সমুত্থিত হইয়াই নরপতিসমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 'মহারাজ! আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।'

তখন শৈব্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'যাতুধানি! তুমি শীঘ্র অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাত ঋষি, অরুন্ধতী এবং তাঁহাদের দাস পশুসখ ও দাসী গণ্ডার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তাঁহারা সকলে বিনষ্ট হইলে তোমার যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিও।' রাজা শৈব্য এই কথা কহিলে, যাতুধানী তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া, যে বনমধ্যে ঋষিগণ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

খাদ্যাভাবে ঋষিগণের পরস্পর দুঃখপ্রকাশ

ঐ সময় অত্রিপ্রমুখ মহর্ষিগণ সেই বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ একজন স্থূলাঙ্গ সন্ন্যাসীকে একটি পীবরতনু[1] কুক্কুর লইয়া তথায় আগমন করিতে দেখিলেন। দেবী অরুন্ধতী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! এই সন্ন্যাসী যেমন স্থূল আপনারা কখনই এরূপ হইতে পারিবেন না।'

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে যথা-নিয়মে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হওয়াতেই আমি যার পর নাই দুঃখিত আছি। কিন্তু এই ব্যক্তি তাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতেছে না, এই কারণে ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।'

অত্রি কহিলেন, 'ভদ্রে! আমার যেমন খাদ্যদ্রব্য-সমুদয় নিতান্ত অসুলভ, ক্ষুধা তাবন্মাত্র পরিবর্দ্ধিত এবং বেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'ভদ্রে! শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং ক্ষুধা-প্রভাবে যার পর নাই কাতর, একান্ত অলস ও এককালে জ্ঞানশক্তিবিহীন হইয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই, এই কারণে ইহার ও ইহার এই কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।'

জমদগ্নি কহিলেন, 'ভদ্রে! আমাকে যেমন বার্ষিক[2] তণ্ডুল ও কাষ্ঠসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, ইহাকে তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।'

১। স্থূলদেহ। ২। এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য তণ্ডুল।

কশ্যপ কহিলেন, 'ভদ্রে! আমার চারি সহোদর আমাদের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে আমি যার পর নাই কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু এই ব্যক্তিকে সেরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না; এই কারণেই ইঁহার ও ইঁহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভদ্রে! আমার যেমন ভার্য্যা-অপবাদনিবন্ধন যৎপরোনাস্তি শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইঁহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইঁহার ও ইঁহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।'

গৌতম কহিলেন, 'ভদ্রে! আমার কুশরজ্জুনির্ম্মিত ও রল্পুরোম[1]প্রস্তুত তিনখানি মাত্র বস্ত্র আছে, তাহাও আমার তিন বৎসর ব্যবহৃত হওয়াতে নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার ন্যায় ইঁহার বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই; এই কারণেই ইঁহার ও ইঁহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।'

ঋষিগণের অগ্নিকুণ্ডোত্থিত রাক্ষসীর দর্শন

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সেই স্থূলকলেবর সন্ন্যাসী কুক্কুরের সহিত তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকের করস্পর্শ করিলেন। পরে তাঁহারা সেই সন্ন্যাসীকে কহিলেন, 'এই বনমধ্যে আহার-সামগ্রী তাদৃশ সুলভ নহে, এক্ষণে আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে আহার-দ্রব্য আহরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই।'

তাঁহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইতস্ততঃ ফলমূল আহরণ করিয়া সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা সেই অরণ্যে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে নির্ম্মল সলিল-পরিপূর্ণ, বিবিধ-জলচর-বিহঙ্গসমাকীর্ণ, কর্দ্দমশূন্য, তীর্থসম্পন্ন[2], তরুণ-সূর্য্যসঙ্কাশ, কমলদলে সমলঙ্কৃত, বৈদূর্য্যমণিসদৃশবর্ণ, পদ্মপত্রে সুশোভিত একটি রমণীয় সরোবর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ সরোবরে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ ছিল। শৈব্যরাজপ্রেরিতা বিকৃতদর্শনা যাতুধানী সেই পথে দণ্ডায়মানা হইয়া উহা রক্ষা করিতেছিল। মহর্ষিগণ সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া মৃণাল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর সহিত তথায় গমন করিলেন এবং অচিরাৎ বিকৃতদর্শনা[1] যাতুধানীকে দর্শন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কে, কাহার কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করিবার নিমিত্ত একাকিনী এই স্থানে অবস্থান করিতেছ?'

তখন যাতুধানী কহিল, 'হে তপোধনগণ! আমি যে হই না কেন, আমার নাম-গোত্রাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি এই সরোবরের রক্ষক, আমার এইমাত্র পরিচয় তোমাদিগের জ্ঞাতব্য।'

রাক্ষসীর নিকট ঋষিগণের ভক্ষণীয় প্রার্থনা

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, 'ভদ্রে! আমরা সকলে ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়াছি, আমাদিগের আহারদ্রব্য কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে মৃণাল উৎপাটন করিয়া লইয়া যাই।'

যাতুধানী কহিল, 'হে তপোধন! অগ্রে তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের নাম ও নামের অর্থ কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে মৃণাল গ্রহণ কর।'

তখন মহর্ষি অত্রি তাহাকে তাঁহাদের বধার্থিনী যাতুধানী বলিয়া জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, 'শোভনে! আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই, তাহা রাত্রিই নহে এবং আমি লোকসমুদয়কে অং (পাপ) হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি, এই কারণে আমার নাম অত্রি হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'হে তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'শোভনে! আমি বসু[2]-সম্পন্ন ও সবাসীদিগের[3] মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমার নাম বশিষ্ঠ হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

১। মেষলোম। ২। তীর্থতুল্য পবিত্রতাযুক্ত।

১। ভীষণা—কুৎসিতা। ২। ধনাদি ঐশ্বর্য্য। ৩। প্রতিবেশীদিগের।

কশ্যপ কহিলেন 'শোভনে। আমি কশ্ব (শরীর) রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য (দীপ্তিমান) হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম কশ্যপ হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'তপোধন। আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'শোভনে। দ্বাজগণের (দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'তপোধন। আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

গৌতম কহিলেন, 'শোভনে। আমি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরে গো (কিরণ) দ্বারা তমঃ নিরাকৃত হইয়াছিল, আর আমি গোসমুদয়ের (ইন্দ্রিয়গণের) দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'তপোধন। আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'শোভনে। বিশ্বদেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র, এই নিমিত্ত আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'তপোধন। আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

জমদগ্নি কহিলেন, 'শোভনে। আমি (দেবতাদিগের যোগোপযোগী) অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম জমদগ্নি হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'তপোধন। আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

অরুন্ধতী কহিলেন, 'শোভনে। আমি ভর্ত্তার সহিত অরু (পৃথিবী) ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি; এই কারণে আমার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'তাপসি। আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

গণ্ডা কহিল, 'শোভনে। গণ্ডধাতুর অর্থ বক্তের একদেশ। আমার গণ্ড উন্নত, এই নিমিত্ত আমার নাম গণ্ডা হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল 'ভদ্রে। আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

পশুসখ কহিল, 'শোভনে। আমি পশুগণের দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি পশুর প্রিয়সখা; এই নিমিত্ত আমার নাম পশুসখ হইয়াছে।'

যাতুধানী কহিল, 'ভদ্রে। আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

রাক্ষসী বধ—সংগৃহীত ভক্ষ্যাপহরণে ক্ষোভ

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'শোভনে। এই সমস্ত মহাত্মা যেরূপ স্ব স্ব নাম অর্থের সহিত নির্দ্দেশ করিলেন, আমি সেইরূপ কখনই সমর্থ হইব না। আমার নাম শুনঃসখ-সখা।'

যাতুধানী কহিল, 'হে তপোধন। তুমি একবার নাম উল্লেখ করাতে আমি অবগত হইতে পারিলাম না; অতএব তুমি পুনরায় তোমার নাম উল্লেখ কর।'

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আমি যখন একবার আপনার নামোল্লেখ করিলে তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না, তখন আমি নিশ্চয়ই এই ত্রিদণ্ডাঘাত দ্বারা তোমাকে বিনষ্ট করিব।' এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার মস্তকে প্রহার করিবামাত্র যাতুধানী ভূতলে নিপতিত ও তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। মহাপ্রতাপশালী সন্ন্যাসী এইরূপে সেই রাক্ষসীকে সংহারপূর্ব্বক পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড প্রোথিত করিয়া তৃণসমাচ্ছন্ন প্রদেশে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষিগণ, দেবী অরুন্ধতী ও ভর্ত্তার সহিত গণ্ডা বহু পরিশ্রমে মৃণাল-সমুদয় উৎপাটনপূর্ব্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং সত্বর সেই

মৃণাল-সমুদয় তীরে অবস্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

তর্পণ সমাপ্ত হইলে মহর্ষিগণ অরুন্ধতী, পশু ও পশুসখের সহিত মৃণাল ভক্ষণের বাসনায় তীর-ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তথায় সে মৃণাল সমুদয় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপর আশঙ্কা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, 'আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; অতএব ইহার মধ্যে কোন্ নৃশংস দুরাত্মা আমাদিগের সঞ্চিত মৃণাল সমুদয় অপহরণ করিল? এক্ষণে আমাদিগের সকলেরই এ বিষয়ে শপথ করা কর্ত্তব্য।'

মৃণাল-অপহর্ত্তার প্রতি অত্রি-আদির অভিশাপ

তখন অত্রি কহিলেন, 'যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক।'

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে কুক্কুরজীবী, যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী, শরণাগতঘাতক ও কন্যোপজীবী[১] হউক এবং কৃপণের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করুক।'

কশ্যপ কহিলেন, 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বত্র সকল প্রকার বাক্যোচ্চারণ, ন্যস্ত ধন অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদান, বৃথামাংস ভোজন, বৃথাদান ও দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করুক।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'যে দুরাত্মা মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্ত্রী, গাভী ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অধর্ম্ম ব্যবহার, যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরাজয়, আচার্য্যকে অনাদর করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং কক্ষলগ্ন[২] হুতাশনে আহুতি-প্রদানে প্রবৃত্ত হউক[৩]।'

জমদগ্নি কহিলেন, 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে জলমধ্যে পুরীষপরিত্যাগ, গোদ্রোহ[৪], আপৎকাল[৫] ব্যতীত আতিথ্যস্বীকার[৬] ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করুক এবং সকলের দ্বেষ্য, ভার্য্যোপজীবী, বান্ধববিহীন ও শত্রুসম্পন্ন হউক।'

গৌতম কহিলেন 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ, পিতা, মাতা ও গুরুর হিংসা ও সোমবিক্রয় করুক এবং যে গ্রামে একমাত্র কূপ ভিন্ন অন্য জলাশয় নাই, সেই গ্রামনিবাসী শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের সমলোকগামী হউক।'

বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জীবদ্দশাতেই অপর ব্যক্তি তাহার গুরুজন[১] ও ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করুক[২]; তাহার যেন সদগতিলাভ না হয়। সে যেন বহুপুত্রসম্পন্ন, অপবিত্র ব্রাহ্মণাধম, ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, কৃষক, মৎসরী ও ক্ষত্রিয়[৩] প্রভৃতি অযাজ্যবর্গের পুরোহিত[৪] হইয়া জনসমাজে অবস্থান করে এবং তাহাকে যেন বেতনভুক্ হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাচরণ করিতে হয়।'

অরুন্ধতী কহিলেন, 'যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন নিয়ত শ্বশ্রূনিন্দা, স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, একাকী সুস্বাদু অন্ন ভোজন[৫] ও জ্ঞাতিগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক দিবাবসানে শক্তু ভক্ষণ করে এবং তাহাকে যেন পরপুরুষের উপভোগ্যা ও বীরপুত্রের[৬] মাতা[৭] হইতে হয়।'

পশু, কহিল, 'যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, বন্ধুগণের সহিত বিরোধ, শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান, অন্নপাক করিয়া একাকী ভক্ষণ, চিরকাল অন্যের দাসী হইয়া জীবনধারণ ও জার[৮]সংসর্গে গর্ভধারণ করুক।'

পশুসখ কহিল, 'যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন দাসীগর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বহুপুত্রযুক্ত ও দরিদ্র হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কার না করে।'

এইরূপে তাঁহাদের সকলের শপথ সমাপ্ত হইলে সেই কুক্কুরসহায় সন্ন্যাসী কহিলেন, 'যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সমস্ত ব্রহ্মচর্য্য, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নান্তে স্নান করুক।'

১। কন্যার দ্বারা জীবিকাকারী। ২—৩। অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র গৃহ দগ্ধ করুক। ৪। গোহিংসা। ৫—৬। অভাবের সময় ব্যতীত যাচঞা করিলে তাড়াইয়া দিবার মতলব—বহুল ব্যক্তিকে কেহ ভিক্ষা দেয় না।

১—২। অত্যন্ত শীলভ্যযোগ—যে অবস্থায় ব্রাহ্মণেরা চাষ করিয়া তণ্ডুলাদি দ্বারা ভরণপোষণ করে। ৩—৪। ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পুরোহিত। ৫। গৃহে লোকাভাব হেতু মাত্র নিজের ভোজন। ৬—৭। বীর হইলে যুদ্ধে যাইতে হয়, যুদ্ধে যাইলে মরণের সম্ভাবনা থাকে; মরিলেই তাহার মাতার পুত্রশোক হয়। ৮। উপপতি।

সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্র! তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে, তৎসমুদয়ই ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয়; সুতরাং উহা দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই আমাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।

ইন্দ্রের আত্মপ্রকাশ—অত্রি-আদির অভিভাষণ

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, 'মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আমি সুররাজ পুরন্দর, আমি আপনাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু উহা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদিগের পরীক্ষার্থ আপনাদিগের সমক্ষেই এই মৃণাল-সমুদয়ই অন্তর্হিত করিয়াছি। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সুরলোক হইতে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটি এই সরোবরের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান ছিল, সে যাতুধানী নামে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী। ঐ পাপীয়সী শৈব্যরাজের হোমাগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে আপনাদিগের বিনাশবাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দেখুন, আমি তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া আপনারা অক্ষয়লোক লাভে অধিকারী হইয়াছেন। অতএব শীঘ্র এ স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমুদয় লোকে গমন করুন।'

সুররাজ আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলে, সেই মহর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মারা ক্ষুধার সময় ভোগসুখে প্রলোভিত হইয়াও লোভ-পরবশ হয়েন নাই; এই নিমিত্তই উঁহাদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল। অতএব সকল অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। যে ব্যক্তি সভামধ্যে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থলাভ হয়, দুঃখের লেশমাত্র থাকে না; ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম আহ্লাদিত হয়েন এবং পরলোকেও তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের পরিসীমা থাকে না।"

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

পুরাকল্পীয় মৃণালাপহরণ বৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে কতকগুলি মহর্ষি ও রাজর্ষি তীর্থযাত্রা করিয়া এইরূপ মৃণালের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলেন। আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার ও পুরু প্রভৃতি মহাত্মারা মহানুভব ভগবান্ শতক্রতুর সহিত প্রভাস-তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া পৃথিবীর বহুবিধ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য তীর্থ-পর্য্যটনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া মাঘীপূর্ণিমাতে অতি পবিত্র কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হয়েন। ঐ তীর্থে ব্রহ্মসরঃ নামে পদ্মকুমুদপরিপূর্ণ একটি পবিত্র সরোবর আছে। মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ঐ সরোবরের পবিত্র জলে অবগাহনপূর্ব্বক পদ্মমৃণাল ও কুমুদমৃণাল সমুদয় উৎপাটনপূর্ব্বক ভক্ষণ ও সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহর্ষি অগস্ত্য যে সমুদয় মৃণাল উত্তোলনপূর্ব্বক তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ অপহৃত হইল। কিন্তু কে অপহরণ করিল, তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না। তখন ভগবান অগস্ত্য মহর্ষি ও রাজর্ষিগণকে কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে। অতএব যিনি উহা লইয়াছেন, তিনি শীঘ্র আমাকে উহা প্রদান করুন। আমার বস্তু অপহরণ করা আপনাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি শুনিয়াছি, কালক্রমে ধর্ম্মের বলক্ষয় হইবে। আমার বোধ হয় এক্ষণে সেই ধর্ম্মদ্রোহী কালের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব যাবৎ লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়, যাবৎ ব্রাহ্মণগণ গ্রামমধ্যে শূদ্রদিগকে বেদ শ্রবণ না করান, যাবৎ ভূপতিগণ অধর্ম্মনিরত হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার না করেন, যাবৎ উত্তম, মধ্যম ও নীচ লোকেরা পরস্পর অবজ্ঞাত না হয় এবং যাবৎ পরাক্রান্ত প্রাণিগণ দুর্ব্বল প্রাণিদিগের প্রতি অত্যাচার না করে,

আমি সেই সময়ের মধ্যেই সুরলোকে প্রস্থান করিব, সন্দেহ নাই।'

ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! আপনি আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না। আমরা কঠিন শপথ করিয়া কহিতেছি, আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই।' এই বলিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে শপথ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মৃণালবিষয়ে ভৃগু প্রভৃতির শপথ

ভৃগু কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন ও পৃষ্ঠমাংস[১] ভক্ষণ করুক।'

বশিষ্ঠ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে অস্বাধ্যায়নিরত[২] ও কুকুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হউক এবং সন্ন্যাসী[৩] হইয়া রাজধানীতে অবস্থান করুক[৪]।'

কশ্যপ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বস্থানে সমুদয়[৫] বস্তু[৬] ক্রয়-বিক্রয়, ন্যস্ত ধন অপহরণ ও মিথ্যা[৭] সাক্ষ্য[৮] প্রদান[৯] করুক।'

গৌতম কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অহঙ্কৃত, কামক্রোধপরতন্ত্র ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া জীবিত থাকুক।'

অঙ্গিরা কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অশুচি, নিন্দিত, কুকুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ, ব্রহ্মহত্যাকারী ও প্রায়শ্চিত্ত[১০]-পরাঙ্মুখ হউক।'

ধুন্ধুমার কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে মিত্রের নিকট অকৃতজ্ঞতাচরণ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন ও একাকী[১১] উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক[১২]।'

পুরু কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসাব্যবসায়[১] অবলম্বন, স্বভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের[২] অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করুক[৩]।'

দিলীপ কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ[৪] একটিমাত্র কূপসম্পন্ন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক শূদ্রসংসর্গ করিলে তাহার যে লোক-লাভ হয়[৫], আপনার মৃণালহর্ত্তাকে যেন সেই লোক লাভ করিতে হয়।'

শুক্র কহিলেন, 'যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বৃথামাংস ভোজন[৬], দিবসে স্ত্রীসংসর্গ[৭] ও নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার[৮] করুক।'

জমদগ্নি কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনধ্যায়ে[৯] অধ্যয়ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন[১০] এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া মিত্রকে ভোজন প্রদান[১১] করুন।'

শিবি কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনাহিতাগ্নি হইয়া প্রাণত্যাগ, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ও তপস্বীদিগের সহিত বিরোধ করুক।'

যযাতি কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে জটাধারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ঋতুকাল ব্যতীত ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন[১২] এবং বেদসমুদয়ের অনাদর করুক।'

নহুষ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে বাস, দীক্ষিত হইয়া যথেচ্ছাচার ও বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান করুক।'

অম্বরীষ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ধর্ম্মপরিত্যাগ, ব্রহ্মহত্যা এবং জ্ঞাতি, স্ত্রী ও গোসমূহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করুক।'

১। যে কোন জীবের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ২। বেদপাঠ-পরাঙ্মুখ। ৩—৪। সন্ন্যাসীর সহরবাসে বিলাসাদির আকর্ষণে খলিত হওয়ার সম্ভাবনা। ৫—৬। লাক্ষা লবণাদি বিক্রয়ে পাপ সম্ভাবনা। ৭—৯। মিথ্যা সাক্ষ্যদানে পিতৃলোকের সহিত অধঃপতন। ১০। পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরকে পতন। ১১—১২। একাকী মিষ্টাদি ভোজনে পাপ হয়—স্কন্দপুরাণের কতকগুলি নিন্দ্য বাক্যের মধ্যে—"একাকী মিষ্টভোজনং" একটি।

১। চিকিৎসা ব্যবসায় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত। ২—৩। নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভোজনে মানুষ অকর্ম্মণ্য হয়। নীতিশাস্ত্রে নিয়ত শ্বশুরগৃহবাসে জাত কতিপয় লোকের মধ্যে মূর্খ হওয়ার কথা আছে:— "• • • শ্বশুরগৃহনিবাসো মূর্খ তাহেতবোহষ্টৌ"। ৪—৫। অস্পৃশ্যতাব নিবন্ধন ক্লেশ। ৬—৭। আয়ুক্ষয় কর। ৮। দৌত্যকার্য্যে অর্থোপার্জ্জন পাপজনক। ৯—১১। এই সব শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ১২। পুত্রোৎপাদন [illegible]—গর্ভাধানের পূর্ব্ব চেষ্টা।

নারদ কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে দেহাত্মবাদী[১] হউক এবং নিন্দিত গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, অযথাস্বরে বেদপাঠ ও গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করুক।'

নাভাগ কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্রপরিত্যাগ ও শরণাগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করুক।'

বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে ভৃত্য হইয়া প্রভুর নিকট কপটতা প্রকাশ এবং রাজা[২] ও অযাজ্য ব্যক্তিদিগের পৌরোহিত্য করুক।'

পর্ব্বত কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গ্রামের অধ্যক্ষতা[৩], গর্দ্দভযানে আরোহণ ও জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত কুক্কুরের পরিচর্য্যা করুক।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।'

অষ্টক কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অকৃতপ্রজ্ঞ[৪], যথেচ্ছাচারী, পাপপরায়ণ ভূপতি হইয়া অধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করুক।'

গালব কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় হউক এবং সতত জ্ঞাতিদ্রোহ ও দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক।'

অরুন্ধতী কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে শ্বশুরের অপবাদ, ভর্ত্তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও একাকী সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণ করুক।'

বালখিল্যগণ কহিলেন, 'ভগবন্। যাহারা আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্রামদ্বারে একপদে অবস্থান ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করুক।'

শুনঃসখ কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অগ্নিহোত্রে অনাদর করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব ও সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছাচার করুক।'

১। আত্মজ্ঞানবিমূঢ়। ২। ধর্ম্মভ্রষ্ট রাজা। ৩। পক্ষপাতাদি দোষে পতনসম্ভাবনায় পাপাশঙ্কা। ৪। মূর্খ।

সুরভী কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, লোকে কেশনির্ম্মিত[১] রজ্জু দ্বারা তাহার পাদবন্ধন করিয়া পরবৎসের সাহায্য[২] গ্রহণপূর্ব্বক কাংস্যময় দোহনপাত্রে তাহার দুগ্ধ দোহন করুক।'

এইরূপে তত্রত্য সমুদয় ব্যক্তি নানাপ্রকার শপথ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র সেই জাতক্রোধ মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিতব্রহ্মচর্য্য[৩] যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান, অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন, পুণ্যসঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।'

তখন অগস্ত্য কহিলেন, 'দেবরাজ। যখন তুমি শপথ করিবার ছলে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তুমিই আমার মৃণাল অপহরণ করিয়াছ; অতএব অচিরাৎ উহা আমাকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্। আমি লোভবশতঃ আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই; কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মহর্ষিদিগের মুখে বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম। অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার মৃণাল গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।'

সুররাজ পুরন্দর এইরূপ অনুনয় করিলে ভগবান্ অগস্ত্য প্রীতমনে স্বীয় মৃণাল গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের সহিত পুনর্ব্বার বিবিধ পবিত্র তীর্থে গমন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যথানিয়মে প্রতি পর্ব্বে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই মূর্খ পুত্রের পিতা, বিদ্যাবিহীন, বিপদ্গ্রস্ত, রোগী ও জরাতুর হইতে হয় না। তিনি রজোগুণবিহীন ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনায়াসে পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঐ মহর্ষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।"

১। চুলের দ্বারা পাকান দড়ি সূক্ষ্ম হয়; তদ্বারা বন্ধনে চর্ম্ম কাটিয়া গাত্র ভেদ করে, তাহাতে গোহিংসার পাপাশঙ্কা। ২। তাহার গরুর বাছুর মরিয়া যাউক—বাছুর মরিয়া গেলেই অন্য বাছুর দিয়া গাই দোয়া হয়। ৩। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠায়ী।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

ছত্র ও জুতার উৎপত্তি—জমদগ্নি-রেণুকাক্রীড়া

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষে ছত্র ও উপানহ[1] যুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন্ মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানহ-যুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কিরূপে ঐ দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যেরূপে ছত্র ও উপানহ-যুগলের উৎপত্তি ও দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং যে নিমিত্ত উহাকে পবিত্র সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ[2] শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণনিক্ষেপে নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদয় আহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নসময় সমুপস্থিত হইল, জামদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শরপরিত্যাগ করিয়া রেণুকাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি শীঘ্র শরসমুদয় আনয়ন কর; আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব। জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর নিদেশানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া পরিশ্রমাপনোদন করিলেন এবং পরিশেষে শরসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক ভর্ত্তার শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি সত্বর ঘর্ম্মাক্তদেহে কম্পিতকলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?'

জমদগ্নির সূর্য্যসংহার প্রবৃত্তি

তখন রেণুকা স্বামীকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, 'ভগবন! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। সূর্য্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমার বিলম্ব হইয়াছে।'

রেণুকা এইরূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিলে মহাপ্রভাব জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে! আজ আমি মহাতেজঃপ্রভাবে তোমার দুঃখদাতা প্রদীপ্তকিরণ দিবাকরকে নিপাতিত করিব।' মহর্ষি এই বলিয়া শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক শর গ্রহণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে যুদ্ধবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! দিবাকর আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? তিনি লোক-সমুদয়ের হিতসাধনের নিমিত্তই স্বর্গে অবস্থান-পূর্ব্বক স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ক্রমশঃ রস আকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে সেই রস বর্ষণ করেন। তাহাতেই ওষধি ও লতাসকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং জীবগণের প্রাণস্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। জাতকর্ম্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পত্তিলাভ ও ধনসঞ্চয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যসমুদয় অন্ন দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিলাম, আপনি তৎসমুদয় বিশেষরূপ অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে বিনয় করিয়া কহিতেছি, আপনি সূর্য্যকে নিপাতিত করিবেন না'।"

১। জুতা। ২। খেলা করিতে করিতে।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

পবিত্র ছত্র-পাদুকাদি দানমাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দিবাকর ব্রাহ্মণবেশে এইরূপ প্রার্থনা করিলে তেজস্বী জমদগ্নি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দিবাকর এইরূপ প্রার্থনা করিলেও হুতাশনসমপ্রভ জমদগ্নি কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করিলেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্যে পুনরায় কহিলেন, 'ভগবন্! সূর্য্য অন্তরীক্ষে সততই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন: অতএব আপনি কিরূপে সেই চঞ্চল-লক্ষ্য[1] বিদ্ধ করিবেন?' জমদগ্নি কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞানচক্ষুঃ প্রভাবে তোমাকে সূর্য্য বলিয়া অবগত হইয়াছি, এবং তুমি কোন সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্ সময়েই বা স্থিরভাবে অবস্থান কর, তাহাও সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে সেইক্ষণে তোমাকে বিদ্ধ করিব।' তখন দিবাকর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি আমাকে শর দ্বারা নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিবেন বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার অপকার করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু আপনাকে আমায় রক্ষা করিতে হইবে।'

তখন ভগবান্ জমদগ্নি হাস্যমুখে সূর্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দিবাকর! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে, তখন তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সরলতা, পৃথিবীর স্থিরতা, শশাঙ্কের সৌম্যতা, বরুণের গাম্ভীর্য্য, অগ্নির উজ্জ্বলতা, সুমেরুর প্রভা ও পবনের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শরণাগত ব্যক্তির বিনাশসাধনে সমর্থ হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরুতল্প[2]গমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপপ্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর।' এই বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দিবাকর ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্ আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি অক্ষয়ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দানকার্য্যে প্রচলিত হইবে।'

হে ধর্ম্মরাজ! ছত্র ও পাদুকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহাতে তোমার সমধিক ধর্ম্ম-সঞ্চয় হইবে। যিনি ব্রাহ্মণগণকে শতশলাকাযুক্ত শুভ্র ছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহান্তে অতুল সুখলাভ হয় এবং তিনি অপ্সরা ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত ভূমিতে গমননিবন্ধন দগ্ধ হয়েন, সেই ব্রাহ্মণকে যিনি পাদুকা প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে সুরগণের প্রশংসিত লোক সমুদয় লাভ এবং পুলকিতচিত্তে গোলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ছত্র ও পাদুকাদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।"

—

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

গৃহস্থের মঙ্গলকর কার্য্য—দেবপিতৃপূজা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! গৃহস্থ কি কার্য্য করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি; অতএব আপনি আমার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে বাসুদেব-বসুধা সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবি! মাদৃশ গৃহস্থ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

তখন পৃথিবী কহিলেন, 'বাসুদেব! মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা

১। [illegible]। ২। গুরুপত্নী।

গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে কিরূপে উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর গৃহস্থ যজ্ঞ দ্বারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদি দ্বারা বেদ সমুদয়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিদিগের প্রীতি উৎপাদন করিবে। দেবগণের প্রীতিলাভের নিমিত্ত ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলিকর্ম্ম সমাধান করা আবশ্যক। প্রতিদিন অন্ন, জল ও ফলমূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ত দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেবকার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব, ধন্বন্তরি ও প্রজাপতির পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া দিগ্‌বলি প্রদান করা উচিত। দক্ষিণদিকে যমকে, পশ্চিমদিকে বরুণকে, উত্তরদিকে চন্দ্রকে, বাস্তুমধ্যে প্রজাপতিকে, উত্তর-পূর্ব্বকোণে ধন্বন্তরিকে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদ্গণকে এবং আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলি প্রদান করিতে হয়।

রজনীযোগে নিশাচর ও ভূতগণকে বলি প্রদান করা উচিত। মনুষ্য এইরূপে সমুদয় দেবগণকে বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্নাদি প্রদান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন তাহা হইলে গৃহস্থকে অন্নাদির অগ্রভাগ হুতাশনে নিক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহস্থ যখন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন। তৎপরে বৈশ্বদেবকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা সমাগত অতিথিদিগকে সমাদরে ভোজন করাইবে। আগন্তুকদিগের স্থিতি অনিত্য, এই নিমিত্ত উহারা অতিথি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথমে অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য লোকের তৃপ্তিসাধন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, সখা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না। সতত তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ও সকলের অবশেষে ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজপুরোহিত, স্নাতক ব্রাহ্মণ, গুরু ও শ্বশুর এক বৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রতিদিন মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিশ্বদেবগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর, শ্বপচ ও পক্ষিগণকে অন্নাদি প্রদান করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীন হইয়া এইরূপে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহর্ষিদিগের বরলাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।'

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীর নিকট এইরূপ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন; অতএব তোমার উহা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তুমি যথানিয়মে ঐ ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে।"

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

দেবোদ্দেশে পুষ্প-ধূপ-দীপ-দান ফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আলোকদান কিরূপ, কিরূপে উহার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল এবং উহার ফলই বা কি?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে সুবর্ণ-মনু-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুবর্ণ নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সুবর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল। ঐ স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা অনেকানেক সদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি তপোধনাগ্রগণ্য মনুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি মনু তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া সুমেরুপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক রমণীয় শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে তাঁহাদের উভয়ের ব্রহ্মর্ষি, দেব, দানব ও পুরাণসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি সুবর্ণ স্বায়ম্ভুব মনুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা দেবতারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, ঐ প্রণালী কে প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং উহার ফলই বা কি? আপনি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমার এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।'

" মনু কহিলেন, তপোধন! আমি এই স্থলে বলি-শুক্র সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভৃগুকুলতিলক শুক্র ত্রিলোকের অধীশ্বর বিরোচননন্দন বলির নিকট গমন করিলে দানবরাজ অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! দেবতাদিগকে পুষ্প ও ধূপ-দীপ দ্বারা অর্চ্চনা করিবার ফল কি, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।'

তখন শুক্র কহিলেন, "দানবরাজ! প্রথমে তপস্যা, তৎপরে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঐ সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সমস্ত উদ্ভিদজাতির মধ্যে কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই আন্তরিক ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত আর যাহার গন্ধে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ওষধিমধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে। যে সমুদয় নিতান্ত উগ্রতেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যে সমুদয় সৌম্য, তাহারাই অমৃত। বৃক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐরূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটি জাতি আছে। তন্মধ্যে যে বৃক্ষ ও লতার পুষ্প সমুদয় মনকে আহ্লাদিত করে, তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম সুমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে সুগন্ধি পুষ্প সমুদয় প্রদান করে, দেবগণ তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন লক্ষণান্বিত বিবিধ পুষ্প

এক্ষণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, উরগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের মাল্য এবং দেবগণের উপভোগ্য ভূমিকর্ষণানন্তর রোপিত গ্রাম্য ও অযত্নসম্ভূত বন্য কণ্টকাকীর্ণ ও অকণ্টক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প-সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে, ইষ্ট ও অনিষ্ট। তন্মধ্যে ইষ্টগন্ধসম্পন্ন পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্বেতবর্ণ পুষ্প অকণ্টক বৃক্ষে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদয় দেবগণের সবিশেষ প্রীতিকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, পদ্মমাল্যসমুদয় গন্ধর্ব্ব নাগ যক্ষগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথর্ব্ববেদমধ্যে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শত্রুগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্ত আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য, কণ্টকসংযুক্ত, প্রাণিগণের নিতান্ত অপ্রীতিকর, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প সমুদয় প্রদান করিবে।

যে সকল পুষ্প প্রিয়দর্শন ও সুমধুর গন্ধযুক্ত, তৎসমুদয় মনুষ্যদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়াসময়ে শ্মশান ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদয় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গ সমুৎপন্ন সৌম্যদর্শন পুষ্প সমুদয় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে প্রদান করা উচিত। দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন, নাগগণ উহার উপভোগ এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ, দর্শন উপভোগ দ্বারা প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহার শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের কার্য্যে প্রীত হইলে তাহার সম্মানবর্দ্ধন এবং অবজ্ঞাত হইলে তাহাকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

বিবিধ ধূপদীপলক্ষণ—ধূপদীপ দানফল

অতঃপর আমি ধূপের লক্ষণ ও ধূপদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধূপ তিন প্রকার,—নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই সমুদয় ধূপের গন্ধেও ইষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। শল্লকীর নির্য্যাস ব্যতিরেকে অন্যান্য বৃক্ষের নির্য্যাস-সমুৎপন্ন ধূপ নির্য্যাস-ধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই নির্য্যাস-সমুৎপন্ন ধূপসমুদয়ের মধ্যে গুগ্গুলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে সমুদয় কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সুগন্ধ ধূম উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সারী ধূপ। সারীধূপই দেবতাদিগের প্রীতিকর। অগুরু সর্ব্বপ্রকার সারীধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শল্লকীবৃক্ষের নির্য্যাস-সমুৎপন্ন ধূপ যক্ষ-রাক্ষসাদির প্রীতি উৎপাদন করে। সর্জ্জরস ও সুগন্ধ কাষ্ঠাদি দ্বারা সমুদয় ধূপ প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের নাম কৃত্রিম ধূপ। ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিহারোপযোগী বিবিধ ধূপ আছে। তৎসমুদয় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য। পুষ্প প্রদানে যে প্রকারে ফল

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ধূপদানে সেইরূপ ফল পরিগণিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে যে সময়ে যেরূপে যে প্রকার দীপ-সমুদয় প্রদান করিতে হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দীপ ঊর্দ্ধগামী তেজঃ-পদার্থ; অতএব দীপ দান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। অন্ধতামিস্র নরক-নিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকারস্বরূপ। অতএব দেবগণের সমগুণসম্পন্ন দীপ দান করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতিসম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দীপ-নির্ব্বাণপূর্ব্বক অন্ধকার উৎপাদন করা কদাপি বিধেয় নহে। আলোকদান করিলে মনুষ্য উত্তম চক্ষুষ্মান ও প্রভাযুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে; আর যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে প্রভাবিহীন ও অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে। ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঘৃতের অভাবে ওষধিরস দ্বারাও দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করা যাইতে পারে। কিন্তু বসা, মেদ ও অস্থিনির্য্যাস দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন পর্ব্বতসন্নিধানে, চৈত্যবৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পথে দীপদান করিবেন। দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরমে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্‌দিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দেবোদ্দেশে বলিস্বরূপ অন্নদানকল্প

এক্ষণে দেবতা, যক্ষ, উরগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষস-গণকে বলি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালকদিগকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। অতএব প্রযত ও অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলিকর্ম্ম সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃগণ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ ও অতিথিগণ গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদি-লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারাই পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন হয়। উঁহারা পরিতৃপ্ত ও প্রীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয়ু, যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। দেবগণকে পুষ্প-সমন্বিত বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দধি, দুগ্ধ, রুধির ও মাংসসম্পন্ন সুগন্ধমিশ্রিত বলি, নাগগণকে সুরা, লাজ, পিষ্টক, পদ্ম ও উৎপলসম্পন্ন বলি এবং ভূপগণকে গুড়তিলসম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করেন, তিনি বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। অতএব দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গৃহ-দেবতাগণ গৃহমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন অন্নাদির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন।'

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য দানব-রাজ বলির নিকট এই কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাত্মা মনু সুবর্ণকে, সুবর্ণ নারদকে ও নারদ আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্‌ হও।"

একোনশততম অধ্যায়

বলিদানকারণপ্রশ্নে অগস্ত্য-নহুষ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পুষ্প, ধূপ ও বলিপ্রদাতাদিগের যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গৃহস্থগণ কি নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা পুনরায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি।'

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু, অগস্ত্য এবং নরপতি নহুষের কথোপকথন-প্রসঙ্গে যে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি এই উপলক্ষে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি নহুষ স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় প্রথমতঃ দৈবী ও মানুষী ক্রিয়া সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সমিধ ও কুশ আহরণ করিয়া হোমানুষ্ঠান, অন্ন ও লাজ দ্বারা বলিপ্রদান এবং ধূপদীপ দান, ধ্যান, জপ ও শাস্ত্রানুসারে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি বিবিধ

কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে 'আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি' বলিয়া তাঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বচরিত ক্রিয়াকলাপেরও লোপ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি একান্ত গর্ব্বিত হইয়া ঋষিগণকে বাহক করিলেন। ঋষিগণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার যান বাহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহর্ষি অগস্ত্যের পর্য্যায় সমাগত হইল। ঐ দিন ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাতপাঃ ভৃগু ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্। পাপাত্মা নহুষ আমাদিগের প্রতি যার পর নাই অত্যাচার করিতেছে, আমরা কোনরূপেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা নিবারণের উপায়বিধান করুন।'

অগস্ত্য কহিলেন, 'মহর্ষে। দুরাত্মা নহুষ ব্রহ্মার নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি কিরূপে তাহাকে শাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইব? ঐ পামর স্বর্গারোহণ-সময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট 'আমি দৃষ্টিমাত্রে সকলের তেজোহ্রাস করিব' বলিয়া বর গ্রহণ করিয়াছে এবং ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাকে ঐ বর ও তাহার পানার্থ অমৃত প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য মহর্ষিগণ আমরা কেহই এতাবৎকাল তাহাকে দগ্ধ বা নিপাতিত করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ঐ দুরাত্মা এক্ষণে বরদর্পিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। অতএব অদ্য আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।'

তখন ভৃগু কহিলেন, 'ভগবন্। আমি নিতান্ত মোহিত হইয়া নহুষকে প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। পাপপরায়ণ দুরাত্মা নহুষ আজ আপনাকে রথের বাহক করিবে স্থির করিয়াছে; অতএব আজ আমি আপনার সমক্ষেই স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই পামরকে ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া পুরন্দরকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। আজ যখন সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপাত্মা মত্ততা নিবন্ধন আত্মবিনাশের নিমিত্ত আপনাকে পদাঘাত করিবে, সেই সময় আমি রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার সমক্ষে 'তুমি সর্প হও' বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিব। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার মত কি, তাহা ব্যক্ত করুন।' মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে যার পর নাই প্রীতিযুক্ত হইলেন।

শততম অধ্যায়

দীপদানাদি বলিকর্ম্মে পরাঙ্মুখ নহুষের পতন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। মহারাজ নহুষ কিরূপে বিপন্ন ও ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। মহারাজ নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভপূর্ব্বক প্রথমতঃ বিবিধ দৈব ও লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক, উভয় লোকেই সদাচারনিরত গৃহমেধী মহাত্মারা উন্নতিলাভে সমর্থ হয়েন। গৃহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ, সিদ্ধান্নের অগ্রভাগ ও বলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন। বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিলে গৃহীদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, দেবগণ তাহার শতগুণ অধিক প্রীতিলাভ করেন, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারা গৃহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ প্রদান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃলোক, মহর্ষি ও গৃহদেবতাগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে তাঁহাদিগের প্রীতিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবরাজ নহুষ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বর্গলোকে দীপদান, বলিকর্ম্ম ও অন্যান্য নানাবিধ দৈবমানুষ ক্রিয়া এবং উৎসব-সমুদয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার সৌভাগ্য তিরোহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে পুজোপহার-প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলেন। পূর্ব্ববৎ ধূপদীপ ও উদকদান প্রভৃতি কার্য্যের আর আস্থা প্রদর্শন করিলেন

না। ঐ সময় রাক্ষসেরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল।

নহুষের অগস্ত্যমস্তকে আরোহণ

অনন্তর একদা মহারাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যকে যানে যোজিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তপোধন! তুমি লোচনযুগল নিমীলিত কর, আমি তোমার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইব।' তখন মহর্ষি অগস্ত্য লোচন নিমীলিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভৃগুও নহুষের বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাঁহার জটামধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে মহর্ষি অগস্ত্য নহুষকে যানে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'দেবরাজ! তুমি শীঘ্র আমাকে যানে যোজিত করিয়া অনুমতি কর, আমি তোমাকে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব? তুমি যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহই তোমাকে সেই স্থানে উপনীত করিব।' তখন সুররাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে যানে যোজিত করিলেন।

ঐ সময় অগস্ত্যের জটামধ্যস্থ মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে যানে যোজিত দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং নহুষের দৃষ্টিগোচর হইবেন না বলিয়া জটামধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নহুষের ব্রহ্মা হইতে বরপ্রাপ্তির বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তখন মহারাজ নহুষ তাঁহার পৃষ্ঠে বারংবার কশাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইল না।

ভৃগু শাপে নহুষের সর্পদেহ প্রাপ্তি

অনন্তর নহুষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বামপদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যের মস্তকে জটামধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি নহুষ কর্তৃক বামপদ দ্বারা প্রহৃত হইবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'রে দুরাচার! তুই রোষপরবশ হইয়া অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি; অতএব এই দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন অবিলম্বে ভুজঙ্গদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে গমন কর।'

মহর্ষি ভৃগু এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র নহুষ সর্পদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু পূর্ব্বকৃত দান, তপঃ ও অন্যান্য নিয়ম প্রভাবে তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ[১] হইল না। যদি ভৃগু শাপপ্রদানকালে নহুষের দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে নহুষের তেজঃপ্রভাবে অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কদাচ ভূতলে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতেন না।

অনন্তর ভূতলনিপতিত মহারাজ নহুষ আপনার শাপশান্তির নিমিত্ত ভৃগুকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া নহুষের শাপশান্তি হইবার নিমিত্ত ভৃগুকে অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু নহুষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠির নামে এক কুলপ্রদীপ মহীপাল উৎপন্ন হইবেন। তিনিই নহুষকে এই শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই।' মহাত্মা ভৃগু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্যও পুরন্দরের হিতসাধন নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে মহর্ষি ভৃগু নহুষকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুরগণ! নহুষ আমারই বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সে মহর্ষি ভৃগু কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে গমন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে তাহার এই শাপমোচন করিয়া দেয়, এমন আর কেহই নাই; অতএব তোমরা অবিলম্বে দেবরাজ্যে ইন্দ্রকে পুনরায় অভিষিক্ত কর।' লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে পুলকিতমনে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিতেছেন, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি।' অনন্তর ব্রহ্মা পুরন্দরকে দেবরাজ্যে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন।

ধর্ম্মরাজ! রাজা নহুষ যে তোমা কর্তৃক শাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তাহা

১। পূর্ব্বজন্মবিষয়ক স্মরণশক্তি লোপ।

আমার অবিদিত নাই। স্বধর্ম্মব্যতিক্রম[১] নিবন্ধন তাঁহার ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি দীপদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই পুনরায় ঐরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সায়ংকালে বিশুদ্ধ-চিত্তে দীপদান করিবে। যে ব্যক্তি সায়ংকালে দীপদান করে, সে দেহান্তে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া থাকে এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার কান্তিও একান্ত উজ্জ্বল হয়। দীপদান করিলে উহা যত নিমেষ প্রজ্বলিত হয়, দীপদাতা তত বৎসর রূপবান্ ও বলবান্ হইয়া স্বর্গলোকে সুখে কালহরণ করিয়া থাকে।"

——

একাধিকশততম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের ধনাপহরণে দুর্গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যে সমুদয় নৃশংস মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্ব[২] অপহরণ করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে চণ্ডাল-ক্ষত্রিয়-সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ক্ষত্রিয় এক চণ্ডালকে পাত্রলগ্ন দুগ্ধক্ষালন করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে নিষাদ! আমি তোমার বৃদ্ধদশায় বালকের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুক্কুর ও গর্দ্দভের ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; কিন্তু তুমি আপনার পবিত্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত পাত্রলগ্ন গোদুগ্ধ ক্ষালিত করিতেছ। এখন বুঝিলাম, সাধু ব্যক্তিরা এই নিমিত্তই চণ্ডালের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।'

তখন চণ্ডাল কহিল, 'মহারাজ! আমার পাত্রে ব্রাহ্মণের গাভীর দুগ্ধ লগ্ন হইয়াছে, সেই নিমিত্তই আমি উহা ক্ষালন করিতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মে একদা এক নরপতি এক ব্রাহ্মণের গোধন অপহরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন। ঐ সময় গোসমুদয়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। তৎপরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ সোমলতার রস পান করিয়া ঐ গোধনহর্ত্তা নরপতির যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান নিবন্ধন ঐ ভূপতি সেই সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ অচিরাৎ নরকে নিপতিত হইলেন এবং রাজার পুত্রপৌত্রাদি বিনষ্ট হইল। ঐ যজ্ঞে যে সমুদয় ব্যক্তি সেই অপহৃত গোসমুদয়ের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী হইতে হইল।

যে স্থানে ঐ অপহৃত গোসমুদয়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া সোমলতায় নিপতিত হয়, দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করাতে আমার ভিক্ষান্ন সমুদয় সেই দুগ্ধে আর্দ্র হইয়াছিল। আমি সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়াই এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ঐ অপহৃত গাভীর দুগ্ধে সোমলতা আর্দ্র হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি পণ্ডিতেরা সোমরস বিক্রয় করাও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব যাহারা সোমরস ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হইয়া সোমরস বিক্রয় করে, তাহাকে নিরয়গামী হইয়া ত্রিশতবার বিষ্ঠাভোজী কীটাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

হে মহারাজ! অভিমানই ব্রহ্মস্বাপহরণের মূল কারণ; অতএব অভিমানের তুল্য উৎকট পাপ আর কিছুই নাই। নীচসেবা, অভিমান ও মিত্রের দারাপহরণ এই তিন পাপ তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে অভিমানই গুরুতর পাপ বলিয়া নির্ণীত হয়। পূর্ব্বজন্মে আমার এই সহচর কুক্কুর মনুষ্য ছিল; কেবল অভিমান বশতঃই কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ কৃশ ও কদাকার হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ধনাঢ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; বিজ্ঞানশাস্ত্রেও আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। আমি অভিমানকে দোষ বলিয়া অবগত ছিলাম না, এমন নহে; কিন্তু তথাপি সেই অভিমান নিবন্ধন আমি প্রাণীদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিতাম। আমি সেই সমুদয় অসদ্ব্যবহার ও অভক্ষ্যভক্ষণনিবন্ধন এক্ষণেই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বস্ত্রান্তে অগ্নি সংলগ্ন হইলে যেমন ক্রমশঃ উহা দগ্ধ হয়, তদ্রূপ পাপপ্রতাপে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। আমার বোধ হয়, যেন ভ্রমরে আমাকে দংশন করিতেছে। আমি সেই যন্ত্রণার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইতেছি।

১। নিজধর্ম্ম অতিক্রম। ২। ব্রাহ্মণের ধন।

গৃহস্থ ব্যক্তিরা বেদাধ্যয়ন ও বিবিধ দান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ হইলে বীতসঙ্গ[১] হইয়া আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু আমি অতি পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং আমি কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতেছি না। আমি পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে জাতিস্মর হইয়াছি, এই নিমিত্ত আমার শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মুক্ত হইবার বাসনা হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমি এই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।'

তখন ক্ষত্রিয় কহিলেন, 'নিষাদ! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হইবে। ইহা ভিন্ন সদ্গতিলাভের উপায়ান্তর নাই।'

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় এই কথা কহিলে চণ্ডাল ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতিলাভ করিয়াছিল। অতএব যদি শাশ্বতী গতিলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

কর্ম্মানুরূপ গতি—গৌতম-ইন্দ্র সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কি এক প্রকার লোক লাভ করে, না তাহাদের নানাবিধ লোক লাভ হয়, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! মানবগণ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নানাপ্রকার লোক লাভ করে তন্মধ্যে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যলোক-সমুদয় এবং পাপাত্মা ব্যক্তিরা পাপলোক লাভ করিয়া থাকে। আমি এই উপলক্ষে গৌতম-বাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা দমগুণসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মৃদুস্বভাব দ্বিজবর গৌতম অটবীমধ্যে এক মাতৃহীন হস্তিশিশুকে অবলোকন করিলেন। ঐ হস্তিশাবক অরণ্যমধ্যে নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছিল। মহর্ষি গৌতম তাহাকে অবলোকন করিবামাত্র একান্ত দয়ার্দ্র হইয়া আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ হস্তিশিশু মহাবল-পরাক্রান্ত, মদস্রাবী ও পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিলে একদা দেবরাজ ইন্দ্র নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়া সেই মত্তমাতঙ্গকে অপহরণ করিলেন। মহর্ষি গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে সেই মাতঙ্গ অপহরণ করিতে অবলোকন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে অকৃতজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি অতি কষ্টে এই মাতঙ্গকে প্রতিপালন করিয়াছি, এ আমার পুত্রস্বরূপ; অতএব তুমি ইহাকে অপহরণ করিও না; তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করাতে আমার সহিত তোমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব এই হস্তিশিশু অপহরণ করিয়া মিত্রদ্রোহী হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি আশ্রমে না থাকিলে এই হস্তী আমার আশ্রম রক্ষা এবং কাষ্ঠ ও উদকাদি আহরণ করে। এ অতি বিনীত, কার্য্যকুশল, শিষ্ট, কৃতজ্ঞ ও আমার অত্যন্ত প্রিয়; অতএব ইহাকে অপহরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।'

হস্তি-হর্ত্তা ইন্দ্রের সহিত বাদ-প্রতিবাদ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! আমি আপনাকে সহস্র গোধন, একশত দাসী, পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদয় লইয়া আমাকে এই হস্তীটি প্রদান করুন। আপনি ব্রাহ্মণ, হস্তী লইয়া আপনার কি হইবে?'

গৌতম কহিলেন, 'রাজন্! গোধন, দাসী, সুবর্ণ-মুদ্রা ও বিবিধ রত্নে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রভূত ধন গ্রহণ করিবার আবশ্যক কি?'

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'ভগবন্! ব্রাহ্মণদিগের হস্তী রক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হস্তী দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগেরই মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। হস্তী আমাদের বাহন। অতএব স্বীয় বাহন অপহরণ করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। এক্ষণে আপনি ইহার আশা পরিত্যাগ করুন।'

গৌতম কহিলেন, 'রাজন্! যে যমালয়ে গমন করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা আহ্লাদ ও পাপাত্মারা শোকসাগরে নিমগ্ন হয়, তুমি তথায় গমন করিলে

১। অনাসক্ত।

আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! কর্ম্মপরিত্যাগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা নাস্তিকেরাই যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আমি যমলোক গমন করিব না, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'রাজন্! যমালয়ে সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যাবাক্যের ব্যবহার হয় না; যথায় দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও বলবান্‌দিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'ভগবন্! যে সকল ব্যক্তিরা মদমত্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে। অতএব আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! যে কুবেরপুরীতে ভোগী ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া থাকে; যথায় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরোগণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! যাহারা অতিথি-সেবাতৎপর ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় প্রদান এবং প্রথমতঃ সামগ্রী-সমুদয় বিভাগ-পূর্ব্বক আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করে, তাহারাই কুবেরলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে কিন্নরীসঙ্গীতপরিপূর্ণ, পুষ্পসমাকীর্ণ, সুদীর্ঘ জম্বুবৃক্ষসম্পন্ন যে রমণীয় উপবন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! যে ব্রাহ্মণগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, বহুশাস্ত্রপারদর্শী ও সর্ব্বভূত-প্রিয় এবং যাঁহারা ইতিহাসপাঠ, পুরাণপাঠ ও ব্রাহ্মণগণকে মধু দান করেন, তাঁহারাই সুমেরুশিখরের উপবনে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টলোকে গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! যে বিবিধ পুষ্প-সংযুক্ত কিন্নরগণসমাকীর্ণ, নারদের প্রিয় নন্দনবনে নিরন্তর অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! যে সকল ব্যক্তি যাচ্ঞাপরাঙ্মুখ হইয়া নৃত্যগীতাদির আলোচনা করে, তাহারাই নন্দনবনে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! যে উত্তরকুরুতে মানবগণ দেবতাদিগের সহিত একত্র আহ্লাদ অনুভব এবং অগ্নি, জল ও পর্ব্বতসম্ভূত মানবগণ অবস্থান করেন, যথায় দেবরাজ ইন্দ্র সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যে স্থানের কামিনীগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী[1], যথায় স্ত্রী-পুরুষদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা নাই, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! যাঁহারা বীতস্পৃহ, মাংসভোজন-পরাঙ্মুখ, দণ্ডবিধানবিরত ও মমতা-পরিশূন্য, যাঁহারা লাভালাভ ও স্তুতিনিন্দা সমান জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীরই কিছুমাত্র হিংসা করেন না, তাঁহারাই উত্তরকুরুতে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! সোমলোকে যে পুণ্যগন্ধসম্পন্ন রজোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদয় বিরাজিত রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'তপোধন! যাঁহারা দানশীল, যাঁহারা অন্যের অর্থ কদাচ প্রতিগ্রহ করেন না, পূজ্য-যাচকদিগকে যাঁহাদিগের কিছুমাত্র অদেয় নাই, যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, প্রসাদগুণসম্পন্ন, পুণ্যবান্ ও

১। যদৃচ্ছা গমনশালিনী—ইচ্ছামত [illegible] গমনসমর্থা।

ক্ষমাশীল, যাঁহারা অন্যের প্রতি কখনই কটূক্তি প্রয়োগ করেন না, যাঁহারা সতত প্রাণিগণের রক্ষায় নিরত থাকেন, সোমলোক সেই সমস্ত মহাত্মাদিগেরই সম্যক্ উপযুক্ত। আমি কদাচ সেই লোকে গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! সূর্য্যলোকে যে রজঃ ও তমোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'তপোধন! যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন গুরুশুশ্রূষা-নিরত, তপ ও ব্রতপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ-আচার্য্যগণের অনুকূলভাষী ও উদ্যোগী, যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সমস্ত বেদবিৎ বিশুদ্ধস্বভাব মহাত্মারাই সূর্য্য-লোকে গমন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি তথায় কদাচ গমন করিব না; আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! বরুণলোকে যে পবিত্র গন্ধসম্পন্ন শোকশূন্য রজোগুণবিহীন নিত্য-স্থানসমুদয় বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'তপোধন! যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-যাগের অনুষ্ঠান, দশাধিক শত যজ্ঞ আহরণ[১], শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তিন বৎসর বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে আহুতি-প্রদান, প্রাণপণে ধর্ম্মভার-বহন ও সাধু-নির্দ্দিষ্ট পথে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মারাই বরুণলোকে গমন করেন, আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রলোকে যে রজোগুণশূন্য, শোকবিহীন, নিতান্ত দুর্গম, সকলের প্রার্থনীয় স্থান-সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'তপোধন! যাঁহারা শতবর্ষ-জীবী, মহাবলপরাক্রান্ত, বেদাধ্যায়ী, যাজ্ঞিক ও অপ্রমত্ত, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! স্বর্গে যে শোকশূন্য সকলের প্রার্থনীয় প্রজাপতিলোকসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'তপোধন! যে সমস্ত মহীপাল রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা প্রজা-গণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকেন এবং যাঁহারা অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক অবভৃতস্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! প্রজাপতিলোকের ঊর্দ্ধে যে পবিত্র গন্ধসম্পন্ন, রজোগুণবিহীন, শোক-শূন্য, নিতান্ত দুর্লভ গোলোকসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'তপোধন! যে ব্যক্তি সহস্র গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর একশত, এক শত গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর দশ অথবা দশার্দ্ধ বা পাঁচটি গোধনের অধিকারী হইয়া প্রতি বৎসর একটি গোদান করেন; যে সমস্ত তীর্থযাত্রা-পরায়ণ মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বৈদিক রীতিনীতি-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং যাঁহারা প্রভাস, মানস, পুষ্কর, নৈমিষ, বৃহৎসরোবর, বাহুদা, করতোয়া, গঙ্গা, ফল্গু, বিপাশা, কৃষ্ণা, পঞ্চনদ, মহাহ্রদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই গোলোক লাভ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়েন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, দ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, জরা, মৃত্যু, ও পুণ্যপাপের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, তুমি সেই রজোগুণবিহীন সত্ত্বগুণের আকর অতি পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও আমি

১। শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

তথায় উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'তপোধন! যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত, অধ্যাত্মযোগনিরত, কৃতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত সাত্ত্বিক মনুষ্যেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিয়া এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিব যে, আপনি আমাকে কিছুতেই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না।'

গোতম কহিলেন, 'হে ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে সামবেদ গীত হইয়া থাকে, যে স্থানে বেদী-সমুদয়ে পুণ্ডরীকযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অশ্বগণসাহায্যে সোমবীথিতে গমন করা যায়, তুমি ব্রহ্মলোকমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেও আমি তথায় গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। তুমি স্বেচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এইরূপে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাক। আমি এতক্ষণ তোমাকে জ্ঞাত হইতে পারি নাই; অতএব আমি সবিশেষ না জানিয়া তোমার প্রতি যে পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।'

ইন্দ্র-গৌতমের সম্প্রীতি—গৌতমের সদগতি

তখন ধৃতরাষ্ট্ররূপী ইন্দ্র কহিলেন 'হে তপোধন! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি এই হস্তী গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই অপরাধনিবন্ধন তোমার নিকট প্রণত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি অবিচলিতচিত্তে তাহাই অনুষ্ঠান করিব।'

তখন গোতম কহিলেন, 'পুরন্দর! তুমি এই আমার দশমবর্ষবয়স্ক শ্বেতবর্ণ করিশাবকটিকে গ্রহণ করিয়াছ, ইহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই নির্জ্জন কাননমধ্যে কেবল উহারই সহিত নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। এ স্থানে এই হস্তী ব্যতীত আমার আর কেহ সহায় নাই। অতএব তুমি অবিলম্বে ইহাকে প্রত্যর্পণ কর।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'তপোধন? দেখ, তোমার কৃতক[১]পুত্র করিশাবক তোমাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তোমারই নিকট গমন ও নাসিকা দ্বারা তোমার চরণদ্বয় আঘ্রাণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমার শুভানুধ্যান কর।'

গোতম কহিলেন, 'ইন্দ্র! আমি নিরন্তর তোমার শুভচিন্তা ও পূজা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি তোমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই করিশাবকটিকে পুনরায় গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমিও আমার শুভচিন্তা কর।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'তপোধন! এক্ষণে বেদপারগ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেবল তোমা কর্ত্তৃকই আমি ছদ্মবেশে পরিজ্ঞাত হইলাম এই নিমিত্ত আজ তোমার প্রতি আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার এই কৃতকপুত্রের সহিত আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। তুমি চিরকালের নিমিত্ত শুভলোক-সমুদয় লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র।', এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই হস্তীর সহিত মহর্ষি গোতমকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিতান্ত দুর্লভ দেবলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মা গোতমের ন্যায় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।"

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

তপস্যাপ্রসঙ্গে উপবাসের শ্রেষ্ঠতা কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি বহুবিধ দান, শান্তি, সত্য, অহিংসা, স্বদারনিরতি ও দানফল যথানিয়মে কীর্ত্তন করিলেন. এক্ষণে উৎকৃষ্ট তপস্যা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন 'বৎস! "মনুষ্য যেরূপ তপোনুষ্ঠান করে, তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহলোকে অনশনের তুল্য উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মা-ভগীরথসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও

১। সন্তানরূপে পালিত।

ঋষিলোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।

একদা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগীরথ! কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি মনুষ্য কঠোর তপোনুষ্ঠান না করিলে কেহই এই লোক লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি কি পুণ্যে এই দুর্ল্লভ লোক লাভ করিলে, তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন কর।'

তখন ভগীরথ কহিলেন, 'ভগবন্! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। দশবার একরাত্রি-নিষ্পন্ন ও পঞ্চরাত্রি-নিষ্পন্ন যজ্ঞ, একাদশবার একাদশ-রাত্রি-নিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং শতবার জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এক শত বৎসর জাহ্নবীতীরে বাস করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র অশ্বতরী ও অসংখ্য কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষবার এক লক্ষ অশ্ব, দুই লক্ষ গাভী এবং সুবর্ণচন্দ্রসমলঙ্কৃত সহস্র ও সুবর্ণাভরণভূষিত ষষ্টিসহস্র সুন্দরী কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। গোসব-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দশ অর্ব্বুদ দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু উৎসর্গ করিয়া এক এক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। সোমযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক এক ব্রাহ্মণকে দশ দশ সকৃৎপ্রসূতা[১] ধেনু[২] ও শত শত রোহিণী[৩] গাভী[৪] প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ যজ্ঞে আমি শত প্রভূত-দুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রসাৎ করি।

আমি এক একবার ব্রাহ্মণগণকে বাহ্লীকদেশোদ্ভব হেমমালাবিভূষিত শুক্লবর্ণ লক্ষ অশ্ব ও আট কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। প্রভূতদক্ষিণ দশটি বাজপেয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তদশ কোটি সুবর্ণমালাসমলঙ্কৃত শ্যামকর্ণযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব, সপ্তদশ সহস্র কাঞ্চনমালা-বিভূষিত দীর্ঘহস্ত বৃহৎকায় হস্তী, সুবর্ণালঙ্কারসমলঙ্কৃত দশ সহস্র এবং অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত সপ্তসহস্র রথ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলাম। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী সুবর্ণহারসম্পন্ন ভূপতিদিগকে পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণবাক্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলাম। সমুদয় ভূপতিকে পরাজিত করিয়া আটটি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে গঙ্গাস্রোত[১] অপেক্ষা অধিক[২] দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলাম[৩]। এক এক ব্রাহ্মণকে তিনবার নানালঙ্কার-বিভূষিত দুই সহস্র অশ্ব এবং শত উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়াছিলাম। নিয়তাহার ও বাগ্‌যত[৪] হইয়া সুরধুনী গঙ্গার তীরে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলাম। শমীক্ষেপসহকারে[৫] বেদিনির্ম্মাণপূর্ব্বক[৬] অসংখ্য যজ্ঞ, নিযুত একাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং ত্রয়োদশ দ্বাদশাহনিষ্পন্ন পুণ্ডরীক-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণগণকে অষ্টসহস্র কাঞ্চনশৃঙ্গসম্পন্ন শুক্লবর্ণ বৃষ দান ও তাঁহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম।

বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ, রত্ন, ধনধান্যপরিপূর্ণ সহস্র সহস্র গ্রাম এবং দশসহস্র সকৃৎপ্রসূতা সবৎসা গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। একবার একাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ, দুইবার দ্বাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ ও ষোড়শবার আর্করিণযজ্ঞ ও অনেকবার অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে একযোজনবিস্তৃত রত্নবিভূষিত কাঞ্চনপাদপের বন প্রদান করিয়াছিলাম। ক্রোধবিহীন হইয়া ত্রিংশৎ বৎসর পবিত্র পারায়ণব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে নয় শত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। একদিনও পয়স্বিনী ধেনু ও বৃষ দান করিতে বিরত হই নাই।

ত্রিংশৎ অগ্নিচয়ন, আটটি সর্ব্বমেধ, সাতটি নরমেধ ও এক সহস্র অষ্টাদশ বিশ্বজিৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষ তীর্থে দশ লক্ষ গোদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সমুদয় পুণ্যফলে আমার এই দুর্ল্লভ লোকলাভ হয় নাই। আমি কেবল পরম অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াই এই সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি।

পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অনশন ব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উহা গোপনে রাখিয়াছিলেন, তৎপরে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপোবলে উহা প্রাপ্ত

১—২। এক বিয়ানের গাভী। ৩—৪। ১ বৎসরের গাভী।

১—৩। গঙ্গা-স্রোতের অপেক্ষাও অধিক বেগে দক্ষিণাস্বরূপ টাকা ছড়াইয়া দিলাম। ৪। মৌনী। ৫—৬ শমীকাষ্ঠ অত্যন্ত দৃঢ়, অতি বেগে নিক্ষেপ করিলেও ভগ্ন হয় না। তাদৃশ শমী বৃক্ষের কাষ্ঠখণ্ড সবেগে নিক্ষেপ করিলে উহা যত দূর যায়, তত দূরব্যাপী যজ্ঞস্থানে নির্ম্মাণ।

হইয়া প্রকাশিত হবেন। আমি যখন ঐ নিগূঢ় অনশন-ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই সময় সংঘ মহর্ষি ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রীতমনে 'তোমার ব্রহ্মলোকলাভ হউক' বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তন্নিবন্ধন এই সুদুর্লভ লোকে আগমন করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট আমার পবিত্র অনশন-ব্রতের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে অনশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।'

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা ভগীরথ এইরূপ কহিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বদা অনশনব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কি মনুষ্য, কি দেবতা, সকলেরই অন্ন বস্ত্র ও গোদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করা উচিত। অতএব তুমি লোভবিহীন হইয়া অনশনব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা কর। ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।"

চতুরধিকশততম অধ্যায়

সদাচারে দীর্ঘায়ু—কদাচারে অল্পায়ু

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষ শতায়ু ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে, তবে কি নিমিত্ত তাহারা অকালে কালকবলে নিপতিত হয়? মানবগণ যে দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু, ধনবান্ ও যশস্বী হইয়া থাকে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ, হোম, ঔষধ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য ইহার মধ্যে কোন্‌টি তাহার মূল কারণ, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মানবগণ যাহাতে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু এবং যাহাতে ধনবান্ ও যশস্বী হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান্ ও উভয় লোকে যশস্বী হয়। দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। স্বীয় মঙ্গলকামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ শাস্ত্রপরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণা পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে।

মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্ত দ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং যে সতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া, ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগ্‌যত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। উদয় ও অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্নসময়ে এবং জলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঋষিগণ সতত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ুলাভ করিয়াছিলেন; অতএব বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত। যাহারা সন্ধ্যোপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকে শূদ্রানুষ্ঠিত কার্য্যে নিয়োগ করা ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরস্ত্রীগমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে, তাহাকে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোমকূপ থাকে, তাবৎসংখ্যক বৎসর নরকভোগ করিতে হয়। কেশবিন্যাস, নেত্রে কজ্জলদান, দন্তধাবন এবং দেবগণের অর্চ্চনা করা পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য। বিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদ দ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; অতি প্রত্যূষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্নসময়ে স্থানান্তরে গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পথ প্রদান

করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে গমন করিতে পরিজ্ঞাত বনস্পতি ও চতুষ্পথ-সমুদয় প্রদক্ষিণ করা উচিত। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্রসময়ে চতুষ্পথে গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। পাদোপরি পাদাধান করা কর্ত্তব্য নহে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী এবং উভয়-পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মচারী[১] হওয়া উচিত[২]। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নীচ ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাক্যরূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্মভেদ করে, যদ্দ্বারা আহত হইলে দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরশু দ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যার পর নাই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে। কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে অনায়াসেই উৎপাটিত করা যায়, কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা প্রত্যাহরণ[৩] করা[৪] নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। উহা যাহাতে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদ হয়, সন্দেহ নাই। হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, নিন্দিত, শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে পরিহাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, বিদ্বেষপ্রকাশ, অভিমান ও উগ্রতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের প্রতি দণ্ডবিধানে উদ্যত হওয়া বা তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয়। ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনাপূর্ব্বক নক্ষত্র ও তিথি-নিরূপণ করা অনুচিত।

মলমূত্র-পরিত্যাগ ও পথপর্য্যটনের পর এবং স্বাধ্যায় ও ভোজনকালে পাদপ্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্রব্যের অশুচিভাব অপরিজ্ঞাত, যাহা জলপ্রক্ষালিত[৫] এবং যাহা ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়, দেবগণ এই তিন প্রকার বস্তুকে ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংযাব[৬] কৃশর[৭], মাংস, শষ্কুলী[১] ও পায়স আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে না; ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবগণের নিমিত্তই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। সূর্য্যোদয় হইলে শয্যায় শয়ান থাকিবে না। যদি দৈবাৎ সূর্য্যোদয়ের পরও কেহ শয়ান থাকে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। উত্তরাভিমুখী হইয়া শৌচক্রিয়া অনুষ্ঠান করা বিধেয়। দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট গমন করিবে না।

মলিন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব[২] দর্শন করা উচিত নহে। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীকে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উত্তর ও পশ্চিমদিকে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবে না; পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া শয়ন করাই শ্রেয়স্কর। ভগ্ন বা জীর্ণ খট্বায় শয়ন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আলোকে শয্যা পরীক্ষা ও একাকী অবক্রভাবে শয়ন করাই কর্ত্তব্য। নাস্তিকের সহিত নিয়ম স্থাপন করিয়া কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন, বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন, রাত্রিকালে স্নান, স্নানানন্তর গাত্রমর্দ্দন, স্নান না করিয়া অনুলেপনদ্রব্য সেবন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র কম্পন ও প্রতিদিন আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করাও কর্ত্তব্য নহে।

ক্ষেত্র ও গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ পরিত্যাগ এবং সলিলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। অন্ন ভোজন করিবার পূর্ব্বে তিনবার আচমন এবং অন্ন ভোজন করিয়া তিনবার জলপান ও দুইবার অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। পূর্ব্বাস্য ও মৌনী হইয়া অন্নের নিন্দা করিয়া ভোজনপাত্রস্থ সমুদয় অন্ন ভোজন না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ রক্ষা ও ভোজন করিয়া অগ্নিস্পর্শ করা

১—২। স্ত্রীসহবাসাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৩—৪। উঠাইয়া ফেলা। ৫। জলে ধৌত। ৬। যবচূর্ণ। ৭। খিচড়ী।

১। পিষ্টক। ২। ছায়া।

কর্ত্তব্য। যিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি দীর্ঘায়ু; যিনি দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি যশস্বী; যিনি পশ্চিমাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি ধনবান্ ও যিনি উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি সত্যবাদী হয়েন। ভোজনের পর অগ্নি স্পর্শ করিয়া সমস্ত গাত্র, নাভি, পাণিতল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সলিল-প্রোক্ষিত করিবে।

তুষ, ভস্ম কেশ ও নরাস্থির[1] উপর কদাচ উপবেশন করিবে না। অন্য ব্যক্তির অবস্নাত[2] জল স্পর্শ করা অবিধেয়। শান্তিহোম ও সাবিত্রী জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করা বিধেয়। গমন করিতে করিতে কদাচ কোন বস্তু ভোজন করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। ভস্ম ও গোময়ে মূত্রত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যিনি আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করেন, তিনি শতবর্ষজীবী হয়েন সন্দেহ নাই। অশুচি হইয়া অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজঃপদার্থ স্পর্শ এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তিন তেজঃপদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। আবাসমধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে যুবক যতক্ষণ তাঁহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া থাকে এবং ঐ উপস্থিত বৃদ্ধের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেই তাঁহার প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব স্বহস্তে আসন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি উপবিষ্ট হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট অবস্থান ও গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা উচিত। ভগ্ন আসনে উপবেশন ও ভগ্ন কাংস্যপাত্র ব্যবহার করা বিধেয় নহে। উত্তরীয় ধারণ না করিয়া ভোজন, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন ও অশুচি হইয়া উপবেশন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মস্তকে প্রাণ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব অশুচি হইয়া কাহারও মস্তক স্পর্শ করিবে না। অন্যের মস্তকে প্রহার ও কেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। করদ্বয় পরস্পর সংহত করিয়া আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্নানকালে নিরন্তর সলিলমধ্যে মস্তক নিমগ্ন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কৃতস্নান হইয়া দেহে তৈল প্রদান করিবে না। তিল-মিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বাত্যা উপস্থিত ও পূতিগন্ধ বিস্তীর্ণ হইলে বেদ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহস্তে বেদপাঠ ও শাস্ত্রীয় আলাপ করেন, তাঁহার আয়ু ও বংশক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালেও মোহবশতঃ বেদ অভ্যাস করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন বিফল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে। অতএব অনধ্যায়ে বেদ অধ্যয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে।

যাহারা সূর্য্য অগ্নি গো ব্রাহ্মণের অভিমুখে এবং পথিমধ্যে মল পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অল্পায়ু হইতে হয়। দিবাভাগে উত্তরাস্য ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলে আয়ুক্ষয় হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন জাতিরই সুতীক্ষ্ণ বিষ আছে; অতএব যিনি দীর্ঘায়ু হইতে বাসনা করিবেন, তিনি ঐ তিন জাতি নিতান্ত কৃশ হইলেও উহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। দৃষ্টিবিষ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টি দ্বারা ও ক্ষত্রিয় ক্রুদ্ধ হইয়া তেজোদ্বারা মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যান ও দৃষ্টি দ্বারা বংশনাশ করিতে সমর্থ হয়েন; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক এই তিন জাতির উপাসনা করিবেন। গুরুর সহিত কোন বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত। যদি গুরু সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী হয়েন, তথাপি তাঁহাকে অভক্তি করা বিধেয় নহে। যাঁহারা গুরুনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ক্ষীণায়ু হইতে হয়।

বাসগৃহের নিকট অতিথিশালা নির্ম্মাণ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট বস্তু নিক্ষেপ করা হিতকামী পুরুষদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শুক্লমাল্য ধারণ করাই উচিত। রক্তমাল্য এবং শ্বেতপদ্ম ও কুবলয়ের[1] মাল্য ধারণ করা কখনই বিধেয় নহে। মস্তকে কুঙ্কুম ও বানেয় নামক গন্ধদ্রব্য ধারণ করা কখনই দোষাবহ নহে। প্রত্যহ স্নাত ব্যক্তিকে আর্দ্র বর্ণক[2] দান করা আবশ্যক। বিপরীতভাবে বস্ত্র পরিধান করা বুদ্ধিমান্দিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

১। মনুষ্যের হাড়ের। ২। স্নানাবশিষ্ট।

১। লাল পদ্মের। ২। চন্দনাদির লেপন দ্রব্য।

অন্যের পরিহিত ও দশাবিহীন[১] বস্ত্র[২] পরিধান করা কদাপি বিধেয় নহে। শয়ন, চতুষ্পথাদিতে গমন ও দেবপূজার সময় পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। চন্দন, প্রিয়ঙ্গু বিল্ব, তগর ও কেশর দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত করা উচিত। স্নাত, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া অনশনব্রত আশ্রয় এবং সমুদয় পর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সমকক্ষ[৩] ব্যক্তির সহিতও এক পাত্রে ভোজন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। রজস্বলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন ও উদ্ধৃতসার[৪] দুগ্ধাদি পান করা কদাপি বিধেয় নহে। যাচক ব্যক্তিদিগকে অন্নাদি দান না করিয়া কদাপি ভোজন করিবে না। অশুচি ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট হইয়া ও সাধু ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ভোজন করা শাস্ত্র-বিহিত নহে।

যে সমুদয় দ্রব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গোপনেও তৎসমুদয় ভক্ষণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অশ্বত্থ ও বটের ফল, শণশাক এবং উডুম্বর ভোজন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ছাগ, গো ও ময়ূরের মাংস, শুষ্ক মাংস এবং পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করা গর্হিত। দৃষ্ট[৫] লবণ[৬] এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৃথামাংস ভোজন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সমাহিত হইয়া কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার ভোজন করা উচিত। বালকের সহিত ভোজন এবং আদ্যশ্রাদ্ধে[৭] ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। একবস্ত্রধারী, শয়ান ও দণ্ডায়মান হইয়া এবং ভূমিতে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া কখনই ভোজন করিবে না। শব্দসহকারে ভোজন করা শাস্ত্রসম্মত নহে। মহাত্মারা প্রথমে অতিথিদিগকে অন্নপান প্রদান করিয়া পরিশেষে ভোজন করিবেন। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত একপংক্তিতে ভোজন করাই শাস্ত্রসম্মত। সুহৃদ্বর্গকে ভোজ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে হলাহল বিষ ভক্ষণ করা হয়। শক্তু ভক্ষণ এবং পানীয়, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধু পান করিয়া ঐ সমুদয় দ্রব্যের শেষভাগ অন্যকে প্রদান করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কিতমনে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনান্তে দধিপান নিতান্ত নিষিদ্ধ।

ভোজনের পর এক হস্ত দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিয়া সেই জল দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠে অর্পণ করিবে। ভোজনান্তে আচমনের পর মস্তকে হস্ত প্রদান ও সমাহিতচিত্তে অগ্নিস্পর্শ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করা যায়। জল দ্বারা নাভি, করতল ও নাসিকাদি প্রক্ষালন করা বিধেয়; কিন্তু আর্দ্র হস্তে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠের অগ্রভাগ দেবতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থল পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অন্যের নিন্দাসূচক ও অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং ক্রোধ উদ্দীপন করা কদাপি বিধেয় নহে। পতিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও সংসর্গ করা দূরে থাকুক, তাহার মুখাবলোকন করাও অকর্ত্তব্য। দিবাবিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষণীয়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমুদয়ের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান দ্বারা তিনবার আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন-পূর্ব্বক নাসিকাদি ইন্দ্রিয়স্থান স্পর্শ ও তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদবিহিত নিয়ম অনুসারে বেদ-কার্য্যের ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ব্রাহ্মণের পবিত্র ও হিতকর শৌচবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনান্তে এবং অন্যান্য সমুদয় শৌচকার্য্যে ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। নিষ্ঠীবন[১] ও ক্ষুত[২] কার্য্যের পরক্ষণে আচমন করিলেই পবিত্রতালাভ হয়। বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারাবত, শুক, সারিকা ও তৈলপায়িক[৩] ইহারা গৃহে থাকিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। খদ্যোত[৪], গৃধ্র, বনকপোত, উৎক্রোশ[৫] ও ভ্রমর গৃহে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্যক্তিদিগের গোপনীয় বিষয়-সমুদয় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। রাজা, বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি[৬] কর্ত্তৃক

১—২। বস্ত্রের দুই ধারে যে সূতা বাহির হইয়া থাকে, তাহার নাম দশা; সেই দশাযুক্ত বস্ত্র। থান কাটা কাপড়ে তাহা থাকে না বলিয়া তাদৃশ বস্ত্র নিন্দিত। ৩। সমান জাতি। ৪ মাখন তোলা। ৫—৬। কাঁচা লবণ। ৭। আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন।

১। থুথু ফেলা। ২। হাঁচি ৩। আরসুলা। ৪। জোনাকী পোকা। ৫। বাজ। ৬। গৃহনির্ম্মাণকার্য্যের শিল্পী।

নির্ম্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাত্রিকালে পিতৃকার্য্য, স্নান ও শক্তু ভোজন এবং ভোজনান্তে কেশবিন্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত নিষিদ্ধ। পানভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। রাত্রিকালীন আহারসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আহার করা বিধেয় নহে। নিশাকালে ও ভোজনান্তে কেশচ্ছেদন নিতান্ত নিষিদ্ধ।

সৎকুলসম্ভূত সুলক্ষণাক্রান্তা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয়। বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মশিক্ষার্থ তাহাকে বিদ্বান ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সৎকুলসম্ভূত ধীশক্তিসম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে। সদ্বংশসম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মস্তক নিমজ্জনপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অবিধেয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমাহিতচিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করা উচিত। গ্লানি করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আপনার বা পরের গ্লানি করা কদাপি বিধেয় নহে। বিকলাঙ্গ, কুমারী, স্বগোত্রা বা মাতামহ-গোত্রসমুৎপন্না, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা[১], পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টবর্ণজা ও অজ্ঞাতকুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অঙ্গহীনা, পতিতা এবং অপস্মারী[২] ও শ্বিত্রীর কুলে সম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা প্রিয়দর্শনা মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। যত্নপূর্ব্বক বহ্নি সংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণ-বিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

১। সন্ন্যাসিনী। ২। অপস্মার বায়ুরোগগ্রস্তা।

স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পরম যত্নসহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষ্যাপ্রদর্শন আয়ুক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য সতত ঈর্ষ্যা-পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে।

দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ু-ক্ষয়কর হয়, সন্দেহ নাই। প্রত্যুষে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ম্ম-সমাধানান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তৎকালে কোন বিষয় অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযতভাবে অবস্থান করিবে। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবগণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অনিমন্ত্রিত হইয়া কোন স্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলে অনিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। একাকী দেশান্তরে গমন ও রজনীযোগে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। কোন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত না হইতেই গৃহে আগমন করিয়া বাস করা কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অবিচারিতচিত্তে প্রতিপালন করা উচিত।

ধনুর্ব্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে যত্নবান্ হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা শত্রু, ভৃত্য ও স্বজনবর্গের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং যিনি প্রজারঞ্জন-পরায়ণ, তাঁহাকে কদাচ হীন হইতে হয় না। যুক্তি-শাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যায়িকা ও মহাত্মাদিগের জীবনচরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যাসম্ভোগ ও তাহাকে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত। ঋতুস্নান-দিবসে রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবসে ভার্য্যাসম্ভোগ করিলে কন্যা ও তৎপরদিবস স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীসংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্মদিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন

হইয়া থাকে। জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে সতত সমাদর করিবে। প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ এই সমস্ত গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, আমি তোমার নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। যাহা অবশিষ্ট রহিল, তুমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রবণ করিবে। ফলতঃ আচার-প্রভাবেই মনুষ্যের কীর্ত্তি ও আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। আচার অলক্ষণ-সমুদয় দূর করিয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসমুদয়ের মধ্যে আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় এবং ধর্ম্মপ্রভাবেই আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা আয়ুস্কর, যশস্কর ও মঙ্গলজনক। ইহারই প্রভাবে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা অনুকম্পাপূর্ব্বক বর্ণ-সমুদয়কে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।"

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

ভ্রাতৃগণের পরস্পর ব্যবহারনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠের সহিত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি ভীমসেনাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; অতএব গুরু শিষ্যদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তোমারও ভীমাদির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অগ্রজভ্রাতা[১] অকৃতজ্ঞ হইলে অনুজ[২] কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। অগ্রজের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে অনুজেরও দীর্ঘদর্শিতালাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। অগ্রজভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও অনুজদিগের কার্য্যবিশেষে তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। অনুজেরা কুপথ-গামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা অগ্রজের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি অগ্রজভ্রাতা প্রকাশ্যে অনুজদিগকে দমন করিতে

১। জ্যেষ্ঠ। ২। কনিষ্ঠ।

চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে অনুজ-দিগের দমন করা কর্ত্তব্য। অগ্রজ হইতেই কুল সমুজ্জল থাকে আবার অগ্রজ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি অগ্রজ হইয়া অনুজদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি অগ্রজপদবাচ্য ও অগ্রজাংশের[১] অধিকারী নহেন; রাজদ্বারে তাহার দণ্ড হওয়াই উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে, তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

বেতসপুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক। যে কুলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তি বিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ সহোদরগণ কুপথগামী হইলে তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ প্রদান করা অগ্রজের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা সচ্চরিত্র হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাদিগকে যৌতুকলব্ধ ধনের অংশও প্রদান করিবেন। জ্যেষ্ঠ যদি পৈতৃক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জ্জিত ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি পিতা জীবিত থাকিতে ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পিতা তাহাদিগকে সমান অংশে ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাপনিরত ও দুরাত্মা হইলেও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা অনুজসহোদর দুশ্চরিত্র হইলে তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা শ্রেয়ঃ-সাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। পিতার পরলোকলাভ

১। সমস্ত পৈত্রিক ধনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ জ্যেষ্ঠের সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্য, ইহার নাম অগ্রজাংশ। এই বিশেষ ভাগ উদ্ধৃত হইলে সমস্ত সম্পত্তি আবার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তুল্যরূপে বিভক্ত হওয়া উচিত, ইহাই প্রাচীন প্রথা।

হইলে অগ্রজই পিতৃস্বরূপ হইয়া অনুজদিগকে প্রতিপালন করেন; অতএব পিতার ন্যায় অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করা অনুজদিগের পরমধর্ম্ম। জনক-জননী অচিরস্থায়ী শরীর-নির্ম্মাণের হেতুমাত্র, কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর[১] ও অমর[২] জ্ঞান লাভ করা যায়; অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তন্য দ্বারা দেহের পুষ্টিসম্পাদন করেন, তাঁহাকে এবং অগ্রজা ভগিনী ও ভ্রাতৃভার্য্যাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

উপবাস-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও বিধি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং ম্লেচ্ছজাতিরাও উপবাস-পরায়ণ হইয়া থাকে? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতির ব্রতাদি নিয়মপ্রতিপালনেরই বিধি বিহিত আছে; কিন্তু উপবাস করিয়া তাঁহাদিগের কি ফললাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে মনুষ্য নিয়মানুষ্ঠান ও পরম পুণ্যজনক সদগতিলাভের একমাত্র উপায় উপবাস করিয়া কিরূপ কার্য্যপ্রভাবে সে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধার্ম্মিক হয়, কিরূপে তাহার স্বর্গ ও পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, উপবাস করিয়া কোন্ বস্তু দান করা কর্ত্তব্য। এবং কোন্‌রূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মনুষ্য সুখলাভ করিতে পারে, আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! উপবাস করিলে যে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, তাহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে যেমন আমাকে উপবাস-বিধি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ আমি পূর্ব্বে তপোধন অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত হইয়াছে। তিন রাত্রির অধিক উপবাস করা উঁহাদিগের নিতান্ত অনুচিত। উঁহারা দুই রাত্রি ও এক রাত্রি উপবাস করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে। তিন রাত্রি উপবাস উঁহাদিগের নিতান্ত নিষিদ্ধ। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একবারমাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। সে কদাচ বংশহীন বা দরিদ্র হয় না, দেবপূজায় তাহার অনুরাগ জন্মে এবং সে সতত সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্ব্যাধি ও বলবীর্যসম্পন্ন হয়েন।

যিনি অগ্রহায়ণ মাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান, তিনি ব্যাধি ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; তাঁহার সমস্ত বিষয়েই কল্যাণলাভ হয় এবং তিনি নিতান্ত ধনধান্যপরিপূর্ণ ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হয়েন। যিনি পৌষ মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী, প্রিয়দর্শন ও যশোভাগী হইয়া থাকেন। যিনি একাহার দ্বারা মাঘ মাস অতিক্রম করেন, তিনি সুসমৃদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি ফাল্গুন মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি মহিলাগণের নিতান্ত প্রিয় হয়েন এবং মহিলাগণ সতত তাঁহার বশীভূত থাকে। যিনি একাহার করিয়া চৈত্র মাস অতিবাহিত করেন, তিনি সুসমৃদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখ মাস অতিক্রম করেন, তিনি জ্ঞাতিগণ-মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি একাহার করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস অতিবাহিত করেন, তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। যিনি একাহার করিয়া আষাঢ় মাস অতিক্রম করেন, তিনি ধনধান্যসম্পন্ন ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি একাহার করিয়া শ্রাবণ মাস অতিক্রম করেন, তিনি যে দেশে বাস করিয়া থাকেন, সেই দেশেই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহা হইতে তাঁহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্র মাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার স্থিরলক্ষ্মীলাভ হয়। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিন মাস অতিক্রম করেন, তিনি শুদ্ধিযুক্ত, বাহনাঢ্য ও বহু পুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া কার্ত্তিক মাস অতিক্রম করেন, তিনি শূর, বহুভার্য্যাসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ হয়েন। এই আমি

১। অটল। ২। বাবজ্জীবন স্থায়ী।

তোমার নিকট মাসোপবাসের বিধি ও ফল কীর্ত্তন করিলাম।

যিনি পক্ষান্তরে[1] অন্নভোজন করেন, তিনি গোসম্পদ, বহুপুত্রযুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গণাধিপত্যলাভ হয়। এক্ষণে আমি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিলাম, তাহা দ্বাদশ বৎসর প্রতিপালন করিবে। যিনি কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবারমাত্র ভোজন করেন এবং অহিংসানিরত হইয়া হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন; তাঁহার অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হয়; তিনি নৃত্যগীত-নিনাদিত স্ত্রীসহস্র-সঙ্কুল অপ্সরোলোকে রজোগুণশূন্য হইয়া বিহার ও সুবর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার সহস্র বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং ব্রহ্মলোকে বাসকাল অতীত হইলে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে গমন করিয়া মাহাত্ম্য লাভ করেন। যিনি এক বৎসর কাল একাহারী হইয়া থাকেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মাহাত্ম্যলাভ করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসানিরত, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংবৎসরকাল ত্রিরাত্রি উপবাসের পর চতুর্থ দিবসে আহার করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন। যিনি এক বৎসর কাল পাঁচ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে আহার করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি চক্রবাকবাহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি সংবৎসরকাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার করেন, তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া পঞ্চশত সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি এক বৎসরকাল পক্ষান্তে আহার করেন, তাঁহার ছয় মাস অনশনের তুল্য ফললাভ হয় এবং তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া বীণা ও বেণুর মধুর শব্দে প্রতিবোধিত[2] হইয়া থাকেন। যিনি সংবৎসরকাল মাসে মাসে সলিলমাত্র পান করেন, তাঁহার বিশ্বজিৎযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র-জন্তুগণবাহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া সপ্ততি সহস্র বৎসর বাস করেন। এক মাসের অধিককাল উপবাস কাহারও পক্ষে বিহিত হয় নাই। যিনি ব্যাধিরহিত হইয়া অকাতরে এই সমুদয় উপবাস করেন, তাঁহার পদে পদে যজ্ঞফললাভ হয়; তিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং বহুসংখ্যক অপ্সরা তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকে। আর যিনি ব্যাধিগ্রস্ত ও কাতর হইয়াও এই সমুদয় উপবাস করেন, তিনি সহস্র হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং তিনি নিদ্রিত হইলে স্বর্গীয় মহিলাগণ কাঞ্চী ও নূপুর শব্দে তাঁহাকে জাগরিত করে।

স্বর্গার্থী ব্যক্তি ইহলোকে ক্ষীণ হইলে বলাধান, ক্ষতাঙ্গ হইলে প্রতীকারবিধান, ব্যাধিত হইলে ঔষধসেবন, ক্রুদ্ধ হইলে প্রসাদন ও দুঃখিত হইলে অর্থাদি দ্বারা দুঃখাপনোদন প্রীতিকর জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত তিনি দেহান্তে দেবলোকে সুবর্ণবর্ণ স্ত্রীশতসমাকীর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং অলঙ্কৃত, বিশুদ্ধচিত্ত, সুস্থ, সফলকাম ও পাপহীন হইয়া যার পর নাই সুখলাভে সমর্থ হয়েন। যিনি অনাহারে[1] প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার গাত্রে যতগুলি রোমকূপ বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বৎসর তাঁহার স্বর্গবাস হয় এবং তিনি তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ, বৈদূর্য্যমুক্তাখচিত, বীণামুরজনিনাদিত, পতাকাপরিশোভিত, দিব্যঘণ্টামুখরিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ এবং ভূলোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরম পাবন[2] আর কিছুই নাই। দেবগণ উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ এবং ঋষিগণ উপবাস করিয়াই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একাহারী হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত তাঁহার ব্রাহ্মণ্যলাভ হয়। আর মহর্ষি চ্যবন, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু

১। পনর দিন অন্তর। ২। জাগরিত।

১। দৈব [illegible]। ২। পবিত্র।

এই সমস্ত ক্ষমাশীল মহাত্মারা উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অন্যান্য মহর্ষিগণকে এই উপবাসবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি অন্যকে এই উপবাসব্রতে দীক্ষিত করেন, তাঁহার কদাচই দুঃখ উপস্থিত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবর্ত্তিত উপবাসবিধি পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার সমুদয় পাপ নাশ হয়; তাঁহার মন কোন দোষে অভিভূত হয় না, তিনি অনায়াসে পশু-পক্ষ্যাদির[১] শব্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন[২] এবং তাঁহার কীর্ত্তিলাভ হয়।"

—

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

উপবাসে যজ্ঞফল সিদ্ধি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি যে সকল যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদয়ের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। যজ্ঞীয় বিবিধ উপকরণ আয়োজনপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা ধনসম্পন্ন গুণবান্ রাজা বা রাজপুত্র ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব এক্ষণে দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপ নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে রাজকৃত যজ্ঞের তুল্য ফললাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাস দ্বারা যজ্ঞের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি হিংসাপরিশূন্য ও নিত্যহোমানুষ্ঠান নিরত হইয়া প্রতিদিন দিবসে একবার ও রজনী-যোগে একবারমাত্র ভোজন করেন, তদ্ভিন্ন আর কখন কিছুমাত্র আহার করেন না, তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হয় এবং তিনি তপ্তকাঞ্চনসদৃশ বিমানে আরূঢ় হইয়া নৃত্যগীতসংযুক্ত দেবাঙ্গনাগণ পরিপূর্ণ ব্রহ্মলোক গমনপূর্ব্বক পদ্মসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। যিনি ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণানুরক্ত, অসূয়াপরিশূন্য ও ধর্ম্মপত্নীনিরত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর একাহারে অতিবাহিত করেন, তাহার অগ্নিষ্টোম ও বহুসুবর্ণক যজ্ঞের ফললাভ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিসাধন করা হয়। তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক গমন করিয়া দুই পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল এক দিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিবসে একাহার করেন ও প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হুতাশনে আহুতি-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্যাঙ্গনাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দুই দিন উপবাসের পর তৃতীয় দিবসে একবারমাত্র আহার ও পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তর্ষিলোকে গমন করিয়া তিন পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক শত বৎসরকাল তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থ দিনে একবার মাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দেব-কন্যাধিষ্ঠিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক এক কল্প পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের ক্রীড়া-সন্দর্শনে সমর্থ হয়েন।

যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল লোভপরিশূন্য, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত ও হিংসাদ্বেষাদিপাপরিবর্জ্জিত হইয়া চারি দিন উপবাসের পর পঞ্চম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি সূর্য্যপ্রভাসদৃশ সমুজ্জ্বল, হংসযুক্ত, সুবর্ণময়, দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তথায় একপঞ্চাশৎ পদ্ম বৎসর অবস্থান করেন। যে মহর্ষি এক বৎসরকাল ত্রিকালস্নায়ী, ব্রহ্মচারী ও অসূয়াশূন্য হইয়া পাঁচ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতিপ্রদান করেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় দুই মহাপদ্ম, অষ্টাদশ পদ্ম, এক সহস্র তিন শত কোটি পঞ্চাশৎ অযুত এবং এক শত ভল্লুক-চর্ম্মে যে পরিমাণ লোম থাকে, তাবৎসংখ্যক বৎসর বাস করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত

১—২। পশুপক্ষী প্রভৃতির শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন।

ও তাঁহাদের নূপুর ও মেখলাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। ৬

যে ব্যক্তি বাগ্যত, ব্রহ্মচারী এবং স্রক্[1], চন্দন ও মধুমাংসাদি-পরিত্যাগী হইয়া এক বৎসরকাল ছয় দিন উপবাসের পর সপ্তম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বহুসুবর্ণক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দেবলোক ও ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অসংখ্য বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক দেবকন্যাগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হয়েন। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল হইয়া এক বৎসরকাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার ও প্রতিদিন দেবকার্য্যপরায়ণ হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পদ্মবর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়া হাবভাবশালিনী নবযৌবনসম্পন্না কামিনীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি এক বৎসর অষ্টাহ[2] উপবাসের পর নবম দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং পুণ্ডরীকসপ্রভ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, দিব্যমালাসমলঙ্কৃত, রুদ্রলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় এক কল্প এবং এক কোটি এক লক্ষ অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পরমসুখে বিহার করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি এক বৎসর দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং নীলরক্তোৎপল সদৃশ, স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত, বেদিসম্পন্ন, চিত্রিত মণিমালাসমলঙ্কৃত, শঙ্খনিনাদানিনাদিত[3], হংসসারসযুক্ত, দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় অর্ব্বুদ বৎসর বাস করিয়া রূপবতী অপ্সরাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি এক বৎসর দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন এবং যিনি প্রাণান্তেও পরস্ত্রীগমনের বাসনা ও জনকজননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিমানস্থ দেবদেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হয় এবং তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া রূপলাবণ্যবতী অপ্সরোগণের সহিত রমণীয় রুদ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত অসংখ্য বৎসর পরমসুখে বিহার ও প্রতিদিন ভগবান্ রুদ্রকে নমস্কার করিতে সমর্থ হয়েন; যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একাদশ দিন উপবাসের পর দ্বাদশ দিনে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার সর্ব্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক মণিমুক্তা-প্রবালাদিখচিত, হংসময়ূর-চক্রবাক-পরিশোভিত, স্ত্রীপুরুষসমাকীর্ণ, ব্রহ্মলোকস্থ দিব্যধামে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার দেবসত্র নামক যজ্ঞফললাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাগণ-সমাকীর্ণ নানারত্ন-বিভূষিত সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ুলোকে গমন করিয়া অসংখ্যকাল ভেরী ও প্রণব প্রভৃতি বাদিত্রসমুদয়ের মনোহর ধ্বনি, গন্ধর্ব্বদিগের গান ও অপ্সরোগণের শুশ্রূষা দ্বারা যার পর নাই প্রীতিলাভ করেন।

যে ব্যক্তি এক বৎসর ত্রয়োদশ দিন উপবাসের পর চতুর্দ্দশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না, দিব্যাভরণভূষিতা, মার্জ্জিত-কেয়ূরধারিণী দেবকন্যাগণের সহিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় অসংখ্যকাল বাস করিয়া দেবনারীদিগের কলহংসরবসদৃশ কণ্ঠস্বর এবং মেখলা ও নূপুরনিনাদে জাগরিত হয়েন। যে ব্যক্তি এক বৎসর চতুর্দ্দশ দিবস উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি দান করেন, তাঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত, দিব্যাভরণভূষিত দেবাঙ্গনাগণে সমাকীর্ণ, একস্তম্ভ, চতুর্দ্বার, সপ্তবেদিসমন্বিত, সহস্রপতাকাসম্পন্ন, সঙ্গীতশব্দমুখরিত, মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত সেই সুবর্ণময় বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক সহস্রযুগ তথায় বাস করেন। ঐ স্থানে খড়্গী ও কুঞ্জরগণ তাহার বাহন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এক বৎসর পঞ্চদশ দিন উপবাসের পর ষোড়শ দিবসে

১। মাল্য। ২। আট দিন। ৩। বহু শঙ্খধ্বনিযুক্ত।

একবারমাত্র আহার করেন, তাঁহার সোমযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি চারুদর্শনা সুরকামিনীগণের সহিত চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক অসংখ্যকাল তাহাদের সহবাস ও দিব্যগন্ধে সমাযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি এক বৎসর ষোড়শ দিন উপবাসের পর সপ্তদশ দিবসে ঘৃতভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, শুক্র ও ব্রহ্মলোকলাভ হইয়া থাকে। তথায় দেবকন্যাগণ আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তিনি তথায় ভূর্ভুব লোকে দেবর্ষি ও বিশ্বরূপ সন্দর্শনে সমর্থ হয়েন এবং যত কাল গগনমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকেন, তত কাল সুধাপান করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বিধ রূপধারিণী দিব্যাভরণভূষিতা দেবকুমারীদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল সপ্তদশ দিন উপবাসের পর অষ্টাদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি সিংহব্যাঘ্রাদিযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক পরিভ্রমণ এবং অমৃততুল্য সুধারস পান করিয়া সহস্রকল্প দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ বন্দিঘোষনিনাদিত[১] অলঙ্কারসমুজ্জ্বল রথসমুদয়ে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল অষ্টাদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোকদর্শন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধর্ব্বগণের গীতশব্দে মুখরিত সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণ করিয়া, ক্লেশপরিশূন্য ও দিব্যাম্বরধারী হইয়া অপ্সরোগণসমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট লোকে গমনপূর্ব্বক দশ কোটি বৎসর দেবাঙ্গনাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন।

যে ব্যক্তি মাংসপরিত্যাগী, ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভূতহিতৈষী, সত্যবাদী ও ব্রতধারী হইয়া এক বৎসরকাল ঊনবিংশতি দিবস উপবাসের পর সাত দিবস ভোজন করেন, তাহার অতি সুবিস্তীর্ণ আদিত্যলোক লাভ হয়। দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কাঞ্চনময় দিব্য বিমান লইয়া তাহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল বিংশতি দিবস উপবাসের পর একবিংশ দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম সুখে দেবাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিতে করিতে শুক্র, ইন্দ্র, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হিংসাপরিশূন্য, সত্যবাদী ও ঈর্ষ্যাবিহীন হইয়া এক বৎসরকাল একবিংশতি দিবস উপবাসের পর দ্বাবিংশতি দিবসে একবার ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি কামাচারী হইয়া দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক বসুদিগের লোকে গমন করিয়া পরমসুখে সুধা ভক্ষণ ও দেবকন্যাদিগের সহিত বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দ্বাবিংশ দিবস উপবাসের পর ত্রয়োবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি কামাচারী হইয়া দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শুক্র ও রুদ্রলোকে গমন করিয়া দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন।

যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ত্রয়োবিংশতি দিবস উপবাসের পর চতুর্ব্বিংশতি দিবসে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য মাল্য, বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য ধারণপূর্ব্বক অনন্তকাল মহা আহ্লাদে আদিত্য লোকে অবস্থান এবং হংসসংযুক্ত সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অযুত সহস্র দেবকন্যার সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসের পর পঞ্চবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় সহস্র কল্প সুধাপান ও শত শত দেবাঙ্গনার সহবাসে কালাতিপাত করেন এবং তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ সিংহব্যাঘ্রাদিযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন, কাঞ্চনময় দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল পঞ্চবিংশতি দিবস উপবাসের পর ষড়্‌বিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় ও বীতস্পৃহ হইয়া প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্ফটিকনির্ম্মিত, বিবিধ রত্নসমলঙ্কৃত, দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তমরুৎ ও অষ্টবসুর লোকে গমন করিয়া দেবপরিমাণের ত্রিসহস্র বৎসর গন্ধর্ব্ব ও

১। স্তুতিপাঠকাদির গীতশব্দে নিনাদিত।

অপ্সরোগণ সৎকৃত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন।

যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষড়্‌বিংশতি দিবস উপবাসের পর সপ্তবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ফল ও দেবলোকে সম্মানলাভ হয়। তিনি দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তথায় অসংখ্যকাল সুধাভক্ষণ ও মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসরকাল সপ্তবিংশতি দিবস উপবাসের পর অষ্টাবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার সূর্য্যসদৃশ তেজস্বিতালাভ হয়। তিনি সূর্য্যসন্নিভ দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক অযুতশত কল্প নিবিড়নিতম্বিনী, দিব্যাভরণভূষিতা, পীনপয়োধরশালিনী কামিনীকুলের সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসরকাল অষ্টাবিংশতি দিবস উপবাসের পর একোনবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার দেবতা ও রাজর্ষিপূজিত বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, ব্রহ্ম ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোকলাভ হয়; তিনি দিব্যশরীরসম্পন্ন ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া সুবর্ণময় বিবিধ রত্নবিভূষিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক মনোহারিণী কামিনীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন।

যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একোনত্রিংশৎ দিবস উপবাসের পর ত্রিংশৎ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকলাভ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজ ও অতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সুধারস পান, দিব্যমাল্য ধারণ, দিব্যবস্ত্র পরিধান ও দিব্যগন্ধ অনুলেপন করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। নানা রূপধারিণী মধুরভাষিণী রুদ্রকন্যা ও দেবর্ষিকন্যাগণ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তিনি অপ্সরাদিগের সহিত পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রসন্নিভ, বামভাগে মেঘসদৃশ, দক্ষিণভাগে রক্ত, অধোভাগে নীল ও ঊর্দ্ধভাগে বিচিত্রবর্ণে সুশোভিত, সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বর্ষাকালে আকাশ হইতে যে পরিমাণে জলবিন্দু নিপতিত হয়, তিনি তত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া এক মাস উপবাসের পর একত্রিংশ দিবসে ভোজন এবং নিয়ত সন্ধ্যোপাসনা ও হুতাশনে আহুতি প্রদানাদি বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান করেন, তিনি দশ বৎসরের পর মহর্ষিত্ব লাভপূর্ব্বক মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন হইয়া অমরের ন্যায় অনায়াসে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় স্বেচ্ছানুসারে সমুদয় সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়েন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপে নিয়মশীল, অপ্রমত্ত, শুচি, বিশুদ্ধবুদ্ধি দম্ভদ্রোহশূন্য হইয়া উপবাস দ্বারা যজ্ঞফল ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না।”

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

মানসতীর্থের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কোন্ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই পৃথিবীতে যতগুলি তীর্থ আছে, সকলই ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরম পবিত্র আমি অগ্রে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় ও ধৃতিরূপ হ্রদসংযুক্ত মানসতীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনর্থিত্ব[১], সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, আনৃশংস্য, ইন্দ্রিয়দমশক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়েন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। যাঁহাদিগের মন হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, যাঁহারা বাহ্য শৌচে ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হয়েন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহাদিগের চরিত্র পরম

১। অনর্থিত্ব—প্রয়োজনরাহিত্য।

পবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যাঁহার দেহ সলিল দ্বারা ক্ষালিত হয়, তাঁহাকে স্নান বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; যাঁহার ইন্দ্রিয়সমুদয় নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিসম্পন্ন। যাঁহারা অতীত বিষয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরিগ্রহ করেন না এবং যাঁহাদিগের বিষয়লাভে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তাঁহারাই পরম পবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাসক্তি ও তীর্থাদিস্নান বহির্ভাব ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমুদয়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ সলিল দ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি ভক্তিযুক্ত, গুণসম্পন্ন ও বিশুদ্ধস্বভাব, তিনিই যথার্থ পবিত্র।

এই আমি শরীরস্থ তীর্থের বিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। শরীরস্থ তীর্থসমুদয় যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থানবিশেষ ও নদীবিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থান সমুদয় কীর্ত্তন, তীর্থে স্নান ও তীর্থে পিতৃতর্পণ পাপসমুদয় বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানসমুদয় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধুলোকের গমনাগমননিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমস্ত পার্থিবতীর্থ ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন, তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদয় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ ও শরীর তীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবা দ্বারাই মনুষ্যের আশু সিদ্ধিলাভ হয়।"

নবাধিকশততম অধ্যায়

উপবাসসহ দ্বাদশমাসিক বিষ্ণুপূজা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সমুদয় উপবাসের মধ্যে যাহার ফল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও অসন্দিগ্ধ, আপনি এক্ষণে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান স্বয়ম্ভু এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে পরম সুখলাভ হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্রি কৃষ্ণের কেশব নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহার সমুদয় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি পৌষ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের নারায়ণ নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও পরম সিদ্ধিলাভ হয়। যিনি মাঘ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মাধব নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ ও আপনার কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল ও সোমলোকলাভ হয়। যিনি চৈত্র মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বিষ্ণু নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ ও দেবলোকলাভ হইয়া থাকে। যিনি বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মধুসূদন নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ ও সোমলোকলাভ হয়। যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের ত্রিবিক্রম নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি আষাঢ় মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বামন নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি নরমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শ্রাবণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের শ্রীধর নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি পঞ্চ যজ্ঞের ফললাভ ও বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি ভাদ্র মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের হৃষীকেশ নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল ও পবিত্রতালাভ হয়। যিনি আশ্বিন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া

অহোরাত্র কৃষ্ণের পদ্মনাভ নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই গোসংপ্রদানের ফললাভ হয়। যিনি কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের দামোদর নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি সকল যজ্ঞের অতি পবিত্র ফললাভে সমর্থ হয়েন।

যিনি এইরূপে সংবৎসরকাল ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের আরাধনা করেন, তাঁহার জাতিস্মরত্ব ও প্রভূত সুবর্ণলাভ হয় এবং তিনি অনতিকালমধ্যে বিষ্ণুভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন। এই দ্বাদশ মাসিক বিষ্ণুপূজা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণভোজন করান অথবা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপবাস আর কিছুই নাই।"

দশাধিকশততম অধ্যায়

নক্ষত্রযোগঘটিত মাস-ব্রতাদি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। বিজ্ঞান, রূপ, সৌভাগ্য ও প্রিয়ত্ব কিরূপে লাভ হয় এবং অর্থ ও কামসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারেই বা সুখভোগী হইতে পারা যায়, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। অগ্রহায়ণ মাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ আষাঢ়া[১] নক্ষত্রদ্বয় ঊরুযুগল, ফাল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কটি, ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখা-নক্ষত্র বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুনর্ব্বসু অঙ্গুলী, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতী দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরা চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা কেশনিচয়রূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে ঘৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য। যিনি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তিনি সুন্দর, জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যশালী হয়েন এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।"

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

বৃহস্পতিবর্ণিত পরলোকবার্ত্তা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে, কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের নরকভোগ হয় এবং তাহারা এই লোষ্ট্রবৎ ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাহাদিগের অনুগামী হয়, এই সমুদয় বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

পাণ্ডুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র মহাত্মা ভীষ্ম আকাশে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে আগমন করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস। ঐ দেখ, উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি এই স্থানে আগমন করিতেছেন। তুমি উঁহার নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর। উঁহার তুল্য সদ্বক্তা আর কেহই নাই। উঁনি ভিন্ন অন্য কেহ কখনই ইহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইবেন না।"

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বৃহস্পতি সুরলোক হইতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তত্রত্য অন্যান্য সভাসদগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্। কোন ধর্ম্মই আপনার অবিদিত নাই; অতএব মনুষ্য পরলোকগমন করিলে পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রবর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহার সহিত পাপ-পুণ্য ভোগ করে এবং মনুষ্য বিনশ্বর দেহত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলে কে-ই বা তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। মনুষ্য একাকীই জন্ম-মরণের বশীভূত হয় এবং স্বর্গনরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত সুখ-দুঃখ ভোগ করে না। মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে, ঐ সময় একমাত্র ধর্ম্মই

১। পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া।

তাহার অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইলে নরকভোগ করিতে হয়। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ন্যায়ানুগত অর্থ দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। অনেকানেক জ্ঞানবান ব্যক্তিও অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা লোভ, মোহ, দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহা কোনরূপেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি জীবনের ফলস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মানুসারে এ সমুদয়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার মুখে ধর্ম্মযুক্ত হিতকর বাক্য সমুদয় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মৃতদেহ চক্ষুর অগোচর হইলে ধর্ম্ম কিরূপে তাহার অনুসরণ করে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, মন, যম, বুদ্ধি, ও আত্মা ইহারা সমুদয় প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। জীব ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিত-নির্ম্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উহারা উহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ধর্ম্ম উহাদের সহিত অলক্ষিতভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় উহার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদয় দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা উভয়লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! ধর্ম্ম যেরূপে জীবাত্মার অনুগমন করেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যেরূপে রেতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মন শরীরস্থ এই সমুদয় ইন্দ্রিয় অন্নাদি ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেতঃ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীপুরুষের সহযোগসময়ে ঐ রেতঃ-প্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার মুখে গর্ভের উৎপত্তি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম জীব কি প্রকারে রেতঃসম্ভূত স্থূলদেহের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! জীব রেতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চভূত উহাকে আবরণ করে, তন্নিবন্ধনই উহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্ম্যলাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে, আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকে গমন করে। কর্ম্ম-প্রভাবে ঐ পরলোক হইতে পুনরায় তাহাকে ইহলোক আগমনপূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন করিতে থাকেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথম রেতঃ আশ্রয় করিয়া পরিশেষে স্ত্রীদিগের গর্ভকোষে প্রবেশপূর্ব্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত ও পরলোকগত হয়। এইরূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারংবার সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদয় প্রাণীকেই জন্মাবধি স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সতত সুখভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি নিরন্তর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে দেহান্তে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, যমলোকে দেবতাদিগের বাসোপযোগী স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র স্থান এবং তির্য্যগ্‌যোনিদিগের বাসোপযোগী স্থান অপেক্ষাও অপবিত্র স্থান-সমুদয় বিদ্যমান আছে। যাঁহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে তথায় নিরন্তর সুখভোগ এবং যাহারা

ইহলোক অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তথায় নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয়।

কর্ম্মবিপাক—কর্ম্মানুযায়ী ফল

এক্ষণে মানবগণ যে যে কর্ম্ম দ্বারা যে যে প্রকার দুর্গতি লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহপ্রযুক্ত পতিত ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করেন, তিনি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ পঞ্চদশবর্ষ খর[১]যোনি, তৎপরে সাত বৎসর গোযোনি, তৎপরে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষসযোনি[২] লাভ করিয়া পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণ-যোনি প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনি দেহান্তে প্রথমতঃ পঞ্চদশ বৎসর কৃমিযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর গর্দ্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুক্কুরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শৃগালযোনি ও তৎপরে এক বৎসর কুক্কুরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, সে দেহত্যাগের পর প্রথমে কুক্কুর, তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দ্দভযোনি পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে।

যে পাপাত্মা মনে মনে গুরুপত্নীহরণের চিন্তা করে; সে সেই অধর্ম্মচিন্তানিবন্ধন দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ তিন বৎসর কুক্কুর ও এক বৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে উপাধ্যায় কোন কারণ ব্যতীত পুত্রতুল্য প্রিয় শিষ্যকে প্রহার করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই হিংস্রযোনিলাভ হয়। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, দেহান্তে তাহাকে দশ বৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্টসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করে, সে দেহান্তে প্রথমতঃ দশ মাস গর্দ্দভ, পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর ও তৎপরে সাত মাস বিড়ালযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতাকে তিরস্কার করিলে দেহান্তে সারিকাযোনিতে এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমতঃ দশ বৎসর কচ্ছপ, তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী[১] ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনিলাভ হয়।

যে ব্যক্তি রাজভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মূষিক ও তৎপরে ছয় মাস কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্পিত[২] ধন অপহরণ করে, তাহাকে দেহান্তে ক্রমে ক্রমে শতযোনি পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তি মানবলীলা-সংবরণের পর খঞ্জন[৩] পক্ষী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারি মাস মৃগ, পরে এক বৎসর ছাগ ও তৎপরে কিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনি লাভ করে। যে ব্যক্তি ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদগ, গোধূম ও অতসী[৪] প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, তাহার দেহান্তে প্রথমতঃ মূষিকযোনি লাভ হয়। তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিছুকালের পর প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে।

যে ব্যক্তি পরস্ত্রী অপহরণ করে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বৃক, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র, কঙ্ক ও বকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে এক বৎসরকাল পুংস্কোকিল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নী অপহরণ করে, তাহাকে প্রথমতঃ পাঁচ বৎসর শূকর, পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশ বৎসর কুক্কুট, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কীটযোনিতে পরিভ্রমণের পর কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। পরিশেষে সে ঐ যোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে

১। গর্দভ। ২। ব্রহ্মদৈত্যযোনি।

১। সজারু। ২। গচ্ছিত। ৩। চাতকপক্ষী। ৪। তিসি।

দেহত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় মানব-দেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি মোহ প্রযুক্ত বিবাহ, যজ্ঞ ও দানকার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবদেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ একমাত্র কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে দান করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে দেহান্তে কৃমিযোনি লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপভোগ করিতে হয়। পরে পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে।

যে ব্যক্তি দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন না করিয়া ভোজন করে, দেহান্তে তাহাকে কাক-যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে হয়। তৎপরে সে কিয়ৎকাল কুক্কুটযোনি ও একমাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার দেহান্তে দুই বৎসর বকযোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করিলে তাহাকে প্রথমতঃ কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, পরে সেই কৃমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শূকরযোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুর-যোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয়ে গমন করিলে, যমদূতেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দণ্ড, মুদ্গর, শূল, অগ্নিকুণ্ড, খড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টকযুক্ত শাল্মলী[1] প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তু দ্বারা তাহাকে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক নিপাতিত করে। তখন সে প্রথমতঃ কৃমিযোনি পরিগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া বারংবার গর্ভগত ও তন্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃতঘ্ন এইরূপে বহুবিধ গর্ভযন্ত্রণাভোগের পর তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ঐ যোনিতে বহুকাল দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে কূর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হয়।

দধি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত[1] মৎস্য[2] হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ[3], ফলমূল ও পিষ্টক হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাষ[4] হরণ করিলে হলগোলক নামক কীট, পায়স হরণ করিলে উলূক, লৌহ হরণ করিলে বায়স, কাংস্যপাত্র হরণ করিলে হারিত[5], রৌপ্যপাত্র অপহরণ করিলে কপোত, সুবর্ণপাত্র অপহরণ করিলে কৃমি; ধৌত কৌষেয়-বস্ত্র অপহরণ করিলে কৃকর[6] পক্ষী, কৌষেয়-বস্ত্র হরণ করিলে বর্ত্তক[7] পক্ষী, বিচিত্র বস্ত্র অপহরণ করিলে শুক, পট্টবস্ত্র অপহরণ করিলে হংস, কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ[8], ক্ষৌম ও মেষলোমজ বস্ত্র অপহরণ করিলে শশ, বর্ণক অপহরণ করিলে ময়ূর ও রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুছুন্দরী[9] যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অপহরণ করিলে বকযোনি ও তৈল অপহরণ করিলে তৈলপায়িকযোনি প্রাপ্ত হয়।

যে নরাধম সশস্ত্র হইয়া অর্থলাভ বা বৈর-নির্য্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে খরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ মৃগযোনিতে তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয়। তৎপরে এক বৎসর অতীত হইলে সে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাকে ব্যাঘ্রযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। এইরূপে বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ দ্বারা অধর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধমকে দেহান্তে যমলোকে গমনপূর্ব্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতিপ্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে পরি-ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরকভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়

১। [illegible]

১—২। কাঁচা-মাছ। ৩। ডাঁশ। ৪। মাষকলাই। ৫। [illegible]। ৬। [illegible] পাখী। ৭। [illegible]। ৮। বক। ৯। ছুঁচো।

থাকে। ভোজনদ্রব্য-অপহারী ব্যক্তি দেহান্তে মক্ষিকাযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বহুদিন মক্ষিকাদিগের সহিত বাস করিয়া পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় মানুষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ধান্য অপহরণ করিলে পরজন্মে অতিশয় লোমশ হইতে হয়। যে ব্যক্তি তিলকল্ক-মিশ্রিত ভোজনদ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃত দ্রব্যপরিমিতাকার মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহুদিনের পর পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঘৃত অপহরণ করিলে দাত্যূহ[১]যোনিতে, মৎস্য অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, লবণ অপহরণ করিলে দণ্ডকাক[২]যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে, সে দেহান্তে মৎস্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই মৎস্যযোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অল্পায়ু হয়।

মানবগণ এইরূপে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া বিবিধ তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা লোভমোহপ্রযুক্ত পাপানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাদি দ্বারা তাহা নিরাকরণে[৩] প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিরন্তর সুখদুঃখযুক্ত ও ব্যথিত হইয়া কালযাপন এবং দেহান্তে লোভমোহপরায়ণ ও পাপশীল ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল মহাত্মা জন্মাবধি পাপকর্ম্মে যথোচিত ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা রোগশূন্য, ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বোক্তরূপ পাপে আসক্ত হইলে উঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোনি পরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কয়েকটি পাপকর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তুমি কথাপ্রসঙ্গে অন্যান্য পাপকর্ম্মের দোষ সবিস্তর শ্রবণ করিবে। পূর্ব্বে আমি সুরর্ষিগণের[৪] সমীপে ব্রাহ্মণমুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার এই সমস্ত বাক্য অনুধাবনপূর্ব্বক[৫] ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও।"

১। ডাকপাখী। ২। দাঁড়কাক। ৩। নিবারণে। ৪। দেবর্ষিদিগের—নারদাদির। ৫। স্মরণ করিয়া।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

স্বর্গাদিজনক কর্ম্ম কীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আপনি অধর্ম্মের ফল সবিস্তর কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মের ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব লোকে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিরূপে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে এবং কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যাহারা সর্ব্বদা বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তাহারা নিরয়গামী[১] হইয়া থাকে, আর যাঁহারা অজ্ঞানবশতঃ অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযমপূর্ব্বক অনুতাপিত হয়েন, তাঁহাদিগকে কখনই স্বীয় দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির মন যে পরিমাণে স্বীয় দুষ্কৃতের নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত ব্যক্ত করে, অবিলম্বে তাহার অধর্ম্মকৃত অপবাদ তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্য সম্যক্‌রূপে স্বীয় অধর্ম্ম ব্যক্ত করিলে নির্ম্মোক[২]নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পাপবিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়া সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার পরলোকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়।

এক্ষণে মনুষ্য পাপাচার করিয়াও যে যে বস্তু দান করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান সমুদয় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সরল হৃদয়ে অন্নদান করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ন মানবগণের প্রাণস্বরূপ; অন্ন হইতেই প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্নেই সমুদয় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে; সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ দান কিছুই নাই। দেবতা, পিতৃগণ ও মানবগণ অন্নদানেই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহারাজ রন্তিদেব অন্নদান করিয়াই স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। অতএব প্রহৃষ্টমনে স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়লব্ধ অন্ন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১। নরকগামী। ২। খোলস।

যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্নভোজন করান, তাঁহাকে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয় না। পাপনিরত ব্যক্তিও দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালব্ধ অন্নদান করিলে নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্বগ্রহণপরাঙ্মুখ হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে ভুজবলার্জ্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহাকে কখনই পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। যে বৈশ্য কৃষিলব্ধ দ্রব্য ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে, সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় আর যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করে, তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পরিশ্রম দ্বারা অন্ন উপার্জ্জনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে, সে কখনই দুঃখে অভিভূত হয় না। মনুষ্য ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে।

যে ব্যক্তি নিরন্তর অন্নদান করে, সে সৎপথাবলম্বী, বলশালী ও নিষ্পাপ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিদিগের পথ অবলম্বন করেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সনাতন ধর্ম্ম অন্নদাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন ও সর্ব্বদা সৎপাত্রে দান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নই লোকের পরম গতি। অন্নদান করিলে কখনই মনুষ্যকে নিরয়গামী হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। অন্নদান দ্বারা দিবসকে সফল করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্ম, ন্যায় ও ইতিহাসবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাহাকে কখনই সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষ সুখভোগ এবং পরজন্মে রূপবান্, কীর্ত্তিমান্ ও ধনবান্ হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সমুদয় ধর্ম্ম ও দানের মূলস্বরূপ অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।"

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

অহিংস-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! অহিংসা, বেদোক্ত কার্য্য ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে?"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অহিংসাধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না। যিনি সমুদয় প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনি দেহান্তে পরম সুখলাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগাভিলাষী ও দুঃখভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতিনির্দ্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। ফলতঃ যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না।

এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের সংক্ষেপে লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন, তাঁহার অধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। প্রত্যাখ্যান, দান, সুখদুঃখ, প্রিয়কার্য্য ও অপ্রিয়কার্য্য এই কয়েকটি হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আত্মপর্য্যালোচনা দ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইবে। মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলে প্রতিপালিত হইয়া থাকে; অতএব হিংসা না করিয়া সকলের প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। যিনি কোন

লোকের প্রতিপালনেই নিরত থাকেন, তিনি সাধুগণের উপদিষ্ট ধর্ম্মের স্থায় জীবলোকের প্রমাণস্থল হইয়া থাকেন।"

সুরগুরু বৃহস্পতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

অহিংসধর্ম্মব্যাখ্যাচ্ছলে দানাদির প্রশংসা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুরাচার্য্য প্রস্থান করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান শান্তনুতনয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণুসারে অহিংস-ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসধর্ম্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে অহিংসধর্ম্ম আর আস্পদ[1]লাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই অহিংস-ধর্ম্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত[2] হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম-সমুদয় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না এবং কদাপি মাংসভক্ষণ করেন না, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণ দ্বারা হিংসাজনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মহর্ষিগণ। মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংসভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি মোহপ্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বাই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংস-ভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হয়, ভেরী, মৃদঙ্গ ও তন্ত্রী শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। সংসাভিলাষী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত, অসংকল্পিত ও অনির্দ্দিষ্ট সন্দেহ নাই। ফলতঃ মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ। পূর্ব্বে অনেকানেক মহাত্মা আপনার মাংস প্রদান-পূর্ব্বক অন্যের দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অহিংসধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।"

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

মাংসবিশেষ ভক্ষণের দোষতারতম্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি ইতি-বারংবার অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে বিবিধ মাংস প্রদান করা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু হিংসা না করিলে মাংস লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং শ্রাদ্ধে কিরূপে মাংস প্রদান করা যাইতে পারে? এক্ষণে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মে আমার অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি ঐ সংশয় ছেদন এবং মাংসভক্ষণ করিলে কি দোষ, ভক্ষণ না করিলে কি গুণ, আর ভক্ষণার্থ স্বয়ং পশু-বিনাশ, অন্য কর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংসভোজন, অন্যের ভোজনার্থ বিনাশ ও ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মাংসভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফললাভ হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন

১। স্থান—ক্ষেত্র। ২। মধ্যে বিলীন।

করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদয় মহাত্মা রূপবান্, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, যতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধুমাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংসপরিত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে, সে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, সর্ব্বজন্তু বিশ্বাসপাত্র ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়।

তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান ও মাংসভোজনে বিরত হয়, সে অনায়াসে যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও তপশ্চরণ করিতে পারে। মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেইরূপ ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহার মাংসের আস্বাদগ্রহণ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংস পরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সন্দেহ নাই। মনীষিগণ এই অহিংসারূপ পরম ধর্ম্মেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া থাকেন।

মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহার বিচিত্র কি? মাংসভোজন-পরিত্যাগ ধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ; অতএব অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণবিধ ভিন্ন তৃণ, কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা নাই, সেই নিমিত্ত মাংসভোজন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে।

স্বধা, স্বাহা ও অমৃতভোজী দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না। যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাকে কোনকালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি বা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা এককালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে, যদি মাংসভোজন না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যে নিরত হয় না।

যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়; অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিংস্রজন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশিগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। লোভ, বুদ্ধিমোহ, বলবীর্য্যলাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশতঃ মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকল জন্মেই উদ্বিগ্নচিত্তে কালহরণ করিতে হয়। যতব্রত মহর্ষিগণ মাংস-পরিত্যাগকেই যশ, আয়ু ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংসভোজনের যে সমুদয় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি

করে মৃত বা অন্য কর্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংসভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপে তিন প্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংসভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধ ভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যিনি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হয়েন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে পারেন।

মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়। যে জন বিধিবিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। যে জন ব্রাহ্মণের অনুমতি অনুসারে প্রোক্ষিত[১] মাংস ভোজন করেন, তাঁহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে। পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহাকে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়, ভোক্তাকে তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না। যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমতঃ মাংসভোজনে নিরত থাকিয়া পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

এক্ষণে অন্য এক ঋষিগণসমাদৃত বেদসম্মত পুরাণপ্রমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা হয়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদয় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জন আপনার ইষ্টকামনা করে, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোকলাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহিসমুদয়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংসভক্ষণবিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমনপূর্ব্বক মাংস অভক্ষ্য কিনা, এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধের জন্য তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে পাতালতলে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ একেবারে আরণ্য পশুসমুদয় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অদ্যাপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না।

মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদয় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ এক শত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, মাংসভোজন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে মধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারি মাস মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি, বল ও যশোলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদয় কার্ত্তিক মাস মাংসভোজন না করে, তাহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা সমুদয় কার্ত্তিক মাস বা কার্ত্তিক মাসের এক পক্ষ মাংসভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে।

পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা নাভাগ, অম্বরীষ, গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, পুরু, কার্ত্তবীর্য্য, অনিরুদ্ধ, নহুষ, যযাতি, নৃগ, বিষ্বক্সেন, শশবিন্দু, যুবনাশ্ব, শিবি, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, শ্যেনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, কৃপ, ভরত, দুষ্মন্ত, করূষ, রাম, অলর্ক, নল, বিরূপাক্ষ, নিমি, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত,

১। জলসিক্ত উৎসর্গীকৃত।

সগব, অজ, ধুন্ধু, সুবাহু, হর্য্যশ্ব ও ক্ষুপ প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিকমাস ও কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে। তাঁহারা সহস্র কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমসুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন।

যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট অহিংসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধু, মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যাঁহারা এই অহিংসধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহাদিগের সমুদয় পাপবিনাশ ও জ্ঞাতমধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। এই অহিংসধর্ম্ম প্রভাবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয় না, প্রত্যুত তাহাদিগের বিপুল অর্থ ও কীর্ত্তিলাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষিকথিত মাংসভক্ষণ ও মাংসপরিত্যাগের ফল কীর্ত্তন করিলাম।"

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়

বৈধমাংসে দোষাভাব—ক্ষত্রিয়ের মাংসভক্ষণবিধি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। ইহলোকে মাংস-লোলুপ নৃশংসেরা রাক্ষসের ন্যায় মাংসেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে; বিবিধ অপূপ, শাক ও খণ্ড প্রভৃতি নানাপ্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি তাদৃশ প্রীতি প্রদর্শন করে না। তাহাদিগের তাদৃশ ভাব দর্শনে আমার মন মোহে অভিভূত হইতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হয় যে, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাংসভক্ষণ ও অভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। মাংস অপেক্ষা যে সুস্বাদু দ্রব্য আর কিছুই নাই, এ কথা নিতান্ত অলীক নহে। স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ ও পথগমনক্লেশক্লিষ্ট ব্যক্তিব পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মাংস ভক্ষণ করিলে অচিরাৎ বল ও পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে। মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়। যে ব্যক্তি অন্যের মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাশয় নিষ্ঠুর আর নাই। এই জীব-লোকে জন্তুগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের প্রিয় প্রাণ-সংহার করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন হয়, অতএব উহা ভক্ষণ করা নির্দ্দোষ কর্ম্ম। মাংসভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশু-সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব সেই যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগেব পশুহিংসাবিষয়ে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় পরাক্রমোপার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদয় আরণ্য মৃগকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। 'হয় মৃগেরা আমাকে বিনাশ করুক না হয় আমি উহাদিগকে সংহার করিব' মৃগয়াকালে মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই কারণে মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাণিগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে জন দয়াবান্, তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াবান্‌দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই।

মাংসভক্ষণ-নিবৃত্তির প্রশংসা—প্রবৃত্তির পরিণাম

ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। প্রাণিগণ সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন, সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্রজন্তু, রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কখন হয় নাই, হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহার-নিরত, তাহারা প্রথমতঃ কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্য্যগ্‌জাতির গর্ভে অবস্থান-পূর্ব্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস এবং মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পাতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বারংবার অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়।

পৃথিবীতে আত্মাপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদয় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান্ হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থানলাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মা জীবিতপ্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্ত্তৃক আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞের দান ও সমস্ত তীর্থস্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতা-মাতা-স্বরূপ।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যতঃ অহিংসার ফল কীর্ত্তন করিলাম, ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।"

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

আত্মপ্রাণের উন্নতিকামনা—ব্যাস-কীট সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করা যে নিতান্ত দুষ্কর, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ইহলোকে কি ধনবান, কি নির্দ্ধন, কি পুণ্যবান, কি পাপাত্মা সকলেরই মৃত্যু হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি উহার কারণ এবং সমরে প্রাণত্যাগ করিলে কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি বেদব্যাস-কীটসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তনচ্ছলে উহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা সর্ব্বজন্তুর ভাষাভিজ্ঞ ও গতিজ্ঞ বেদবেত্তা বেদব্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কীটকে শকটমার্গে[১] ধাবমান হইতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কীট! তোমাকে নিতান্ত ভীত ও ত্বরান্বিত দেখিতেছি, অতএব তুমি স্বীয় ভয়ের কথা ব্যক্ত কর।'

তখন কীট কহিল, 'ভগবন! ঐ দূরবর্ত্তী শকটের যেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং শকটবাহী বৃষগণ সারথির কশাঘাতে তাড়িত

১। গাড়ী-চলাচল করার পথে।

হইয়া যেরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, মাদৃশ ক্ষুদ্র কীট যখনই উহা শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। আমি ঐ শব্দশ্রবণে নিতান্ত আকুলিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। ইহলোকে সমুদয় প্রাণীরই জীবন সুদুর্লভ এবং মৃত্যু নিতান্ত দুঃখজনক। এই নিমিত্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

কীট এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কীট! তুমি যখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার সুখলাভের প্রত্যাশা কি? তুমি রূপরসাদি বিষয়-সমূহের সম্যক্‌রূপে আস্বাদগ্রহণ করিতে সমর্থ হও না, সুতরাং আমার মতে তোমার মরণই শ্রেয়স্কর'

তখন কীট কহিল, 'ভগবন্! জীবমাত্রেই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত আমি এই নিকৃষ্ট জন্মেও সুখলাভের প্রত্যাশা করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। কি মনুষ্য কি তির্য্যগযোনিগত প্রাণিগণ সকলেই জন্মাবধি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ভোগের অধিকারী হয়। পূর্ব্ব জন্মে আমি এক বিপুল ধনশালী শূদ্র ছিলাম। ঐ জন্মে আমি সতত ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতাম। আমার তুল্য নৃশংস, কদর্য্যস্বভাব, বৃদ্ধিজীবী, দুর্ম্মুখ, ছলগ্রাহী, হিংসা-পরতন্ত্র, বঞ্চক, পরস্বাপহারী প্রায় কেহই ছিল না। আমি ভৃত্য ও অতিথিদিগকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং সুস্বাদু বস্তু ভোজন করিতাম। অর্থলালসা-নিবন্ধন দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কখন অন্নদান করি নাই। যাহারা ভীত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইত, আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ না করিয়া অকারণে পরিত্যাগ করিতাম। লোকের ধনধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যান ও বস্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেই আমার অসূয়া উপস্থিত হইত। আমি কদাপি অন্যের সুখ বা ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম না। সর্ব্বদা আত্মকামনা পরিপূর্ণ এবং অন্যের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমাকে সেই পূর্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহার সমুদয় স্মরণ করিয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে হইতেছে। আমি এইরূপে পূর্ব্বজন্মে সৎকার্য্যের ফল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কদাচ কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই; কেবল বৃদ্ধা জননীর সেবা ও একদিন এক কুলশীলসম্পন্ন অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত সৎকার করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত অদ্যাপি জন্মান্তরীণ কার্য্যসমুদয় আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সৎকর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার সুখলাভের বাসনা করিতেছি. অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সময়োচিত হিতোপদেশ প্রদান করুন।'

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

কীটের প্রতি ব্যাসের আশ্বাস—ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান

হে ধর্ম্মরাজ! তখন মহর্ষি বেদব্যাস সেই কীটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে কীট! তুমি তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াও কেবল আমার দর্শনলাভনিবন্ধনই একেবারে মুগ্ধ হইতেছ না। আমি তপোবলে দর্শনমাত্রেই সকলকে পরিত্রাণ করিতে পারি। তপোবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর কিছুই নাই। আমি তপোবলে বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি যে তুমি স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপপ্রভাবে কীটত্বলাভ করিয়াছ। যদি তুমি এক্ষণে ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনর্ব্বার ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। কি দেবতা, কি তির্য্যগ্‌যোনি, কি মনুষ্য, সকলকেই এই কর্ম্মভূমিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হউক বা মূঢ়ই হউক, দেহান্তে কর্ম্মফল কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যের পূজা করে, অতঃপর তুমি সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে রূপ-রসাদি বিষয়-সমুদয় উপভোগ করিতে পারিবে। ঐ সময় আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব এবং তুমি যে লোকে গমন করিতে বাসনা করিবে, তথায় লইয়া যাইব।'

মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে কীট তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শকট তথায় সমুপস্থিত হইলে তাহার চক্রাঘাতে উহার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন সে ক্রমে ক্রমে শল্লকী, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুলে

জন্মগ্রহণ করিল। শল্লকী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় যোনিতেই সে বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 'ভগবন্। আমি আপনার প্রসাদবলে কীটত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া রাজা হইয়াছি। এক্ষণে আমি সুবর্ণমাল্যধারী মহাবলপরাক্রম কুঞ্জরগণের পৃষ্ঠে এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণযুক্ত বিবিধ যানে আরোহণ করিতেছি। প্রতিদিন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত একত্র পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি; নির্ব্বাত গৃহমধ্যে অতি উৎকৃষ্ট মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করি। রজনীশেষে দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করেন, তদ্রূপ সূত, মাগধ ও বন্দিগণ আমার স্তব পাঠ করিয়া থাকে। হে ভগবান্। আমি এইরূপে আপনার তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছি; অতএব আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে আমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ করুন।'

তখন ব্যাসদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্। আজ তুমি বিবিধ বাক্যবিন্যাস দ্বারা আমাকে স্তব করিলে। পূর্ব্বে কীটযোনিতে তোমার স্মরণশক্তি কলুষিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তুমি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে আততায়ী ও অতি নৃশংস হইয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলে, অদ্যাপি তোমার সে পাপ ধ্বংস হয় নাই। পূর্ব্বজন্মে, তোমার যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয় ছিল বলিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার এবং আমার অর্চ্চনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্বলাভ হইয়াছে। অতঃপর তুমি গোধন ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে সদক্ষিণ যজ্ঞসমুদয়ের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পরলোকে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে।'

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

যুদ্ধমৃত্যুতে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই রাজা আপনার জন্মান্তরীণ ভাব সমুদয় স্মরণপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস সেই ধর্ম্মার্থবেত্তা ভূপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কঠোর তপস্যা দর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয়, শুভাশুভবিচারক ও স্বধর্ম্মনিরত হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলেই পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।'

মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ভূপতি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বেদব্যাস ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না। ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহাকে উৎকৃষ্টযোনিতে এবং যে ব্যক্তি অশুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।' তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার প্রসাদেই আমার দুর্লভ জন্মলাভ হইয়াছে। আজ আমি উৎকৃষ্ট জাতি লাভ করিয়া সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতাসহকারে মহর্ষি বেদব্যাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ। এইরূপে সেই কীট ভগবান্ বেদব্যাসের প্রসাদে দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। সে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ব্রাহ্মণত্বলাভ হয়। অতএব যাহারা সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের

নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত ক্ষত্রকুলোদ্ভব মহাত্মা এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।”

—

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দানধর্ম্মের প্রাধান্য—মৈত্রেয়-ব্যাস সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! বিদ্যা, তপস্যা ও দান এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে মৈত্রেয়-বেদব্যাসসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি বেদব্যাস ছদ্মবেশে বারাণসীমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবংশসম্ভূত মৈত্রেয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে মুনিবর মৈত্রেয় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহারদ্রব্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই উৎকৃষ্ট সামগ্রী-সমুদয় ভোজনপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিবার সময় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মৈত্রেয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘ভগবন্‌! আমি অতি বিনীতভাবে আপনাকে অভিবাদন করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যশীল হইয়াও এরূপ আহ্লাদিতচিত্তে হাস্য করিতেছেন কেন? এক্ষণে আপনাকে এরূপ আহ্লাদিত দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে আমার তপস্যার মহাফল দর্শন করিয়াছেন। আপনি জীবন্মুক্ত ও আমি সামান্য তপস্বী; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে এতাদৃশ হৃষ্ট দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, আপনার সহিত আমার অধিক বিভিন্নতা নাই।’

তখন বেদব্যাস কহিলেন, ‘মহাত্মন্‌! বেদপ্রমাণানুসারে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়, তুমি সামান্য অন্নাদি দান করিয়াই সেই গতি লাভ করিবে বিবেচনা করিয়া আমি এতাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছি। বেদে অদ্রোহ, দান ও সত্যবাক্য প্রয়োগ এই তিন কার্য্যই পুরুষের অতি উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদোক্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগেরও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে ভোজন দান করা অপেক্ষা মহাফলপ্রদ কার্য্য অতি অল্পই আছে। তুমি অকপট হৃদয়ে আমাকে এই উৎকৃষ্ট ভোজনদ্রব্য প্রদান করিয়া মহাযজ্ঞসাধ্য লোকসমুদয় জয় করিয়াছ। আমি তোমার পবিত্র দান ও তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি। কেবল দানপ্রভাবেই তোমার শরীর ও গাত্রগন্ধ অতি পবিত্র হইয়াছে। তোমাকে দর্শন করিলেও পুণ্য জন্মে।

দান, তীর্থস্নান ও তীর্থমৃত্তিকা লেপন প্রভৃতি সমুদয় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শুভফলপ্রদ। বেদে যে সকল কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান সে সমুদয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দাতা ব্যক্তিরাই যথার্থ প্রাণদাতা, তাঁহাদিগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান সুন্দররূপে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সর্ব্বত্যাগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য। হে বৎস! তুমি এই দানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, অতঃপর তুমি সমধিক সুখলাভে সমর্থ হইবে।

বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরাই যে দান, যজ্ঞ, সম্পত্তি ও অশেষ সুখলাভে অধিকারী হয়, ইহা আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে দুঃখ এবং যে ব্যক্তি তপস্যাদি কষ্টসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে সুখভোগ করিয়া থাকে।

এই ভূমণ্ডলে যে সমুদয় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত। যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যাহারা অন্যের বিদ্রোহাচরণ প্রভৃতি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি সৎকার্য্য ও পরদ্রোহাদি অসৎকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে যত্নবান্‌ হয়েন,

তাঁহাদিগকেই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কতকগুলি লোক পাপপুণ্য নাই মনে করিয়া অনায়াসে পরদ্রব্যহরণাদি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে কখনই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ দুরাত্মারা নিতান্ত পাপপরায়ণ। উহাদিগকে নিশ্চয়ই দেহান্তে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পুণ্যলাভে অধিকারী হইয়াছ, অতএব পরমাহ্লাদিতচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি কর।'

—

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সৎপাত্রে দানের প্রশংসা

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও এই বিষয়ে কিছু কহিতে ইচ্ছা করি।'

ব্যাস কহিলেন, 'মৈত্রেয়! এই বিষয়ে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রকাশ কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।'

তখন মৈত্রেয় কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি বিদ্বান ও তপঃপরায়ণ; আপনি যে দানসংক্রান্ত কথা কহিয়াছিলেন, উহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ। আপনি অতি সদাশয় ও পবিত্রস্বভাব। আপনি আমার আলয়ে আতিথ্যস্বীকার করাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমি বুদ্ধিবলে আপনাকে সিদ্ধ তপস্বী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনার দর্শনমাত্রেই যে আমাদিগের অভ্যুদয়লাভ হয়, কেবল আপনার অনুগ্রহই তাহার কারণ। আর আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, তাহাও আমার কর্ম্মফল নিবন্ধন সন্দেহ নাই।

যিনি তপোনিরত, বেদজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে সমুদ্ভূত, তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারিলেই দেবতা ও পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে জ্ঞানবান্দিগের আরাধ্য আর কেহ নাই। ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া থাকে এবং বর্ণচতুষ্টয়-বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না। যেমন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে কৃষক উৎকৃষ্ট ফললাভ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতা উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও দানগ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে ধনীদিগের ধন নিতান্ত অনর্থক হইত। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্ন দ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্মলাভ হয় না প্রত্যুত উহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত উহারা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন: কিন্তু গৃহস্থের পরান্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ, গৃহস্থ যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গ্রহীতা অন্ন গ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতারও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বংশজাত, তপোনিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারাই সকলের পূজ্য। যাঁহারা সেই সমস্ত স্বর্গপ্রদ সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কদাচই মোহিত হইতে হয় না।'

—

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

বিদ্যাদানের বৈশিষ্ট্য

হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি মৈত্রেয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মৈত্রেয়! ভাগ্যবলে তোমার এইরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। সাধুলোক উৎকৃষ্ট গুণেরই

ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। রূপ, বয়স ও সম্পত্তি যে তোমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার কারণ দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে তুমি দান অপেক্ষা যাহা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমুদয় বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আমি সেই বেদপ্রমাণানুসারে দানের প্রশংসা করিতেছি, তুমিও বৈদিক মত অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছি। ফলতঃ তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যে দান অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তপস্যা পরম পবিত্র ও বেদজ্ঞানের সাধন। তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ করা যায়। তপ ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মহত্ত্বলাভ হয়। মনুষ্য যাহা কিছু অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যা দ্বারা তৎসমুদয়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে। যে কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না।

এই জীবলোকে যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদয়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই তপস্যার বল অতি আশ্চর্য্য। মদ্যপায়ী, চৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সকল বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি যথার্থ চক্ষুষ্মান্; আর তপস্বী যেরূপ হউন না কেন, তাঁহাকেও চক্ষুষ্মান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও তপস্বী উভয়কেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত, তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। হিতানুষ্ঠানতৎপর মহাত্মারা অন্নদান করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক-সমুদয় প্রাপ্ত হয়েন। পূজিত ব্যক্তিরা সতত অন্নদাতার পূজা ও সম্মানিত ব্যক্তিরা সতত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। অদাতা ব্যক্তি সর্ব্বত্রই হতাদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ ফললাভ হয়। জীব আকাশে বা পাতালেই অবস্থান করুক, তাহার অবশ্যই স্বকর্ম্মানুরূপ লোকলাভ হইবে। তুমি মেধাবী, সদ্বংশজাত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রহ্মচারী ও ব্রতপরায়ণ; অতএব তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া অভিলাষানুরূপ অন্নপান লাভ করিতে পারিবে।

এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহস্থদিগের প্রশস্ত কার্য্যের উপদেশ দিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও। যে গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতিপ্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয়। যেমন সলিল দ্বারা দেহের মল ক্ষালিত এবং অগ্নিপ্রভা দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ দান ও তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তুমি বিস্মৃত হইও না। আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ হইবে।'

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।"

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

পতিব্রতাধর্ম্ম—শাণ্ডিলী-সুমনার কথোপকথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীদিগের ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী স্বর্গে সমারূঢ় হইলে, দেবলোকবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'দেবি! তুমি কিরূপ সুশীলতা ও সদাচার দ্বারা সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনলশিখা ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল-কলেবরে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে? তোমাকে দিব্য বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃপ্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সমধিক তপস্যা, দান বা নিয়ম দ্বারা তোমার এই লোকলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় সৎকার্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।'

তখন চারুহাসিনী শাণ্ডিলী সুমনার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন জটাধারণ অথবা কষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখন ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষবাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও হইয়া ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিলভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য, কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম; যে সমুদয় ভক্ষ্যবস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত আমি কদাচ তৎসমুদয় ভক্ষণ করিতাম না। পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং অন্য দ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করিতাম; আমার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ-সংস্কার এবং গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযত চিত্তে বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না, পরিবার-প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতাম না; গুপ্তবিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহসমুদয় পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম।

হে দেবি! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়েন।'

হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভাবা শাণ্ডিলী সুমনার নিকট পতিব্রতা-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি প্রতি পর্ব্বে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি দেবলোক লাভ করিয়া নন্দনবনে অতুল সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।'

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সামনীতির প্রশংসা—বিপ্র-রাক্ষস সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সাম ও দান এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ইহলোকে কেহ সাম এবং কেহ বা দান দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া সাম অথবা দান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমার মতে ঐ দুইটির মধ্যে সামই উৎকৃষ্ট। সাম দ্বারা দুর্দ্দান্ত প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ অরণ্যমধ্যে সাম দ্বারা এক রাক্ষসের হস্ত হইতে যেরূপে মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক বুদ্ধিমান্ সদ্বক্তা ব্রাহ্মণ কোন নির্জ্জন বনের মধ্যে দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর নিশাচর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা মুগ্ধ না হইয়া সান্ত্ববাদ দ্বারা বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন নিশাচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ব্রাহ্মণকুমার! আমার শরীর এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইল কেন? যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

রাক্ষস এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ চিন্তা করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নিশাচর! আমার বোধ হয়, কোন বিদেশস্থ উদাসীন ব্যক্তি তোমার সমক্ষেই তোমার অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ তোমা কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়াও আপনাদের দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তুমি গুণবান্, বিনীত ও বিজ্ঞ হইয়াও নির্গুণ মূঢ়গণের সৎকার লাভ করিতে দেখিতেছ।

নীচ ব্যক্তিরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। তুমি গৌরবনিবন্ধন প্রতিগ্রহাদি নীচকার্য্যে বিরত হইয়া অতিকষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ। তুমি স্বীয় মহানুভাবতা নিবন্ধন স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যাহার উপকার করিয়াছিলে, সে তোমায় পরাজিত জ্ঞান করিতেছে। কাম-ক্রোধপরতন্ত্র কুপথগামী মূঢ়দিগকে ক্লেশভোগ করিতে দেখিয়া তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। তুমি জ্ঞানবান্ হইয়াও প্রজ্ঞাবিহীন দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছ। কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি মিত্রভাবে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক তোমাকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি অর্থফলজ্ঞ[১], শাস্ত্রকুশল ও কৃতী হইয়াও তোমার গুণজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মানিত হইতেছ না। তুমি অসৎসমাজে স্বীয় গুণসমুদয় ব্যক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হও নাই। বল, বুদ্ধি ও বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া কেবল তেজস্বিতানিবন্ধন মহৎপদলাভের বাসনা করিতেছ।

তুমি বনবাসী হইয়া তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিলেও তোমার বান্ধবগণ ঐ কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে না। তোমার একজন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যুবা কামবিমোহিত প্রতিবাসী আছে, সে পাছে তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করে, এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত তোমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। তুমি ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট যথাসময়ে উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিলেও ঐ বাক্য গৌরববিহীন হইয়া থাকে। তোমার একজন পরমাত্মীয় স্বীয় মূঢ়তা-নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তুমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইতেছ না। কোন ব্যক্তি তোমাকে প্রথমে তোমার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ সতত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছে। তুমি স্বীয় গুণপ্রভাবে লোকসমাজে পূজিত হইলে তোমার বান্ধবগণ তাহাদিগেরই প্রভাবে তোমাকে পূজিত জ্ঞান করিয়া থাকে। তুমি লজ্জাবশতঃ স্বীয় অন্তর্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শিথিলপ্রযত্ন[২] হইয়াছ। তুমি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোক-সমুদয়কে স্বীয় গুণ দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। স্বয়ং অবিদ্বান্ ও অল্পধন হইয়াও বিদ্যাবিক্রয় ও দানলভ্য যশোলাভে তোমার বাসনা হইয়াছে। কখন তুমি চিরাভিলষিত ফললাভে সমর্থ হও নাই।

যখন তুমি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা কর, তখন অন্যে তোমার সেই বিষয়ের বিঘ্ন করিয়া থাকে। তুমি নিরপরাধ হইয়াও অকারণে অন্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ। তুমি গুণবিহীন ও নির্দ্ধন হইয়া স্বীয় সুহৃদ্বর্গের দুঃখমোচন করিতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি সাধুদিগকে গৃহস্থ, অসাধুদিগকে বনচারী ও মুক্ত পুরুষদিগকে গৃহবাসে আসক্ত দেখিয়াছ। তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সময়োচিত বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি মনীষী হইয়া কৃপণের দত্ত অর্থ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ। পাপাত্মাদিগের উন্নতি ও পুণ্যবান্দিগের অবসাদ দর্শন করিয়া তোমার মনে সর্ব্বদা অনুতাপ হইতেছে। তুমি সুহৃদ্বর্গের অনুরোধে পরস্পর-বিরোধী ব্যক্তিদিগের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ অথবা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে কুমার্গশালী ও জ্ঞানবান্দিগকে অজিতেন্দ্রিয় দেখিয়া তোমাকে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইতেছে। হে নিশাচর এই সমুদয়ের অন্যতর কারণবশতঃই তোমার শরীর এরূপ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।'

বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে রাক্ষস তাঁহার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে যথোচিত সৎকার ও অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া বিদায় করিল।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দেবাপতৃপ্রীতিকর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বর্ণন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! শ্রেয়োলাভার্থী দরিদ্র এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে, উৎকৃষ্ট দান কি, কোন্ স্থলে কিরূপ দান করা কর্ত্তব্য, আর কাহাদিগকেই বা সম্মান করিতে হয়, আপনি এই সমুদয় বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস আমাকে এই সমস্ত বিষয় যেরূপ কহিয়াছেন, আমি তোমার সমক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর।

১। অর্থসিদ্ধিবিষয়ে অভিজ্ঞ। ২। যত্নহীন।

মহাত্মা যম নিয়মপরতন্ত্র ও যোগযুক্ত হইয়া তপস্যার মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে কার্য্য দ্বারা দেবগণ, পিতৃলোক, ঋষি, প্রমথ ও দিগ্‌গজগণ এবং লক্ষ্মী ও চিত্রগুপ্ত প্রীতিলাভ করেন, এবং যে শাস্ত্রে সরহস্য মহাফলজনক ঋষিধর্ম্ম, মহাদানফল ও সর্ব্বযজ্ঞফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহারা সেই কার্য্য ও সেই শাস্ত্র অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দোষশূন্য ও গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। একটি তৈলিক দশ পশুঘাতকের তুল্য একটি শৌণ্ডিক দশটি তৈলিকের তুল্য, একটি বেশ্যা দশটি শৌণ্ডিকের সদৃশ ও একটি ক্ষুদ্র রাজা দশটি বেশ্যার অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজা দশ সহস্র পশুঘাতীর তুল্য হয়েন। সুতরাং যে রাজা প্রধান, তিনি পঞ্চসহস্র পশুঘাতকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। অতএব ইঁহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। সাধু ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত অপবিত্র লোকের নিকট প্রতিগ্রহ না করিয়া ত্রিবর্গশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যে শাস্ত্রে পিতৃগণ ও দেবরহস্য কীর্ত্তিত আছে, সেই দেবরচিত শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। যে শাস্ত্রে মহাফলজনক সরহস্য, ঋষিধর্ম্ম, মহাযজ্ঞফল ও সর্ব্বদানফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন, উত্তমরূপে ধারণ ও অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি নারায়ণস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়েন। যে মহাত্মা ভক্তিসহকারে অতিথিসেবা করেন, তাঁহার গোদান, তীর্থযাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন ও যাঁহাদিগের মন পরম পবিত্র, সেই সমস্ত সাধু ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে উৎকৃষ্ট লোক সমুদয় অধিকার ও ধর্ম্মজনিত বিবিধ সুখভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানাদির পারিপাট্য

একদা এক দেবদূত মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণপরিবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের সভায় অলক্ষিতভাবে গমনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'সুররাজ! আমি অভীষ্টগুণসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে তিনটি সন্দেহ জন্মিয়াছে, আপনারা অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা ভঞ্জন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা কি নিমিত্ত শ্রাদ্ধদিবসে স্ত্রীসম্ভোগে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন? কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, আর ঐ তিন পিণ্ড কাহার কাহার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে? ইহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য হইয়াছে।'

পিতৃগণ কহিলেন, 'দেবদূত! তুমি যে আমাদিগের নিকট তিনটি প্রশ্ন করিলে, আমরা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর। যে পুরুষ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধাহ অবধি এক মাসকাল তাহার শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন। আর শ্রাদ্ধকালে অনুক্রমে যে তিনটি পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি জলে নিক্ষেপ, দ্বিতীয়টি প্রধান ভার্য্যাকে আহারার্থ প্রদান ও তৃতীয়টি হুতাশনে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য; শ্রাদ্ধবিধি এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ইহা প্রতিপালন করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বংশ ও ধনসমৃদ্ধির সমধিক বৃদ্ধি হয়।'

দেবদূত কহিলেন 'পিতৃগণ! আপনারা জল, পত্নী ও বহ্নিতে পিণ্ডসংস্থাপনের কল্পনা করিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে পিণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কোন দেবতাকে পরিতৃপ্ত করে ও কিরূপেই বা পিতৃগণের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয়? প্রধানা ভার্য্যা যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিয়মানুসারে ভক্ষণ করে, পিতৃগণ তদ্দারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার কি শুভকার্য্যে সাধন করিয়া থাকেন এবং যে পিণ্ডটি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা কাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আপনারা এই কয়েকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন।'

তখন পিতৃগণ কহিলেন, 'দেবদূত! তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, উহা অতি বিস্ময়কর। আমরা তোমার এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। দেবতা ও মহর্ষিগণ পিতৃকার্য্যের সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু উঁহাদের মধ্যে চিরজীবী পিতৃভক্তিপরায়ণ স্বয়ম্ভূপ্রতিম লব্ধবর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত পিতৃকার্য্যের বিধি আর কেহই অবগত নহেন। যে পিণ্ডটি সলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তদ্দারা ভগবান্ চন্দ্রের প্রীতি জন্মে। চন্দ্র ঐ পিণ্ড দ্বারা স্বয়ং প্রীত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে

প্রীত করিয়া থাকেন। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই পত্নীর গর্ভে পুত্র প্রদান করেন; আর যে পিণ্ডটি অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবদূত! তিন পিণ্ড দ্বারা যেরূপ ফললাভ হয়, আমরা তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে শ্রাদ্ধদিবসে শ্রাদ্ধভোক্তার কি নিমিত্ত মৈথুন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধদিবসে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃস্বরূপ হইয়া শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, ঐ দিবস তাঁহার স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করা এবং স্নাত, ক্ষমাশীল ও শুচি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার নিশ্চয়ই বংশবৃদ্ধি হয়।'

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে বিদ্যুৎপ্রভ নামে আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী এক মহর্ষি ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া কীট, পিপীলিকা, সর্প, মেষ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক যে বিপুল পাপসঞ্চয় করে, তাহাদিগের সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি?' মহর্ষি বিদ্যুৎপ্রভ এইরূপ প্রশ্ন করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! যিনি তিন দিন কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করতীর্থ স্মরণপূর্ব্বক স্নান করিয়া গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, গোপুচ্ছে নমস্কার ও আহার পরিত্যাগ করেন, তিনি রাহুবদনবিমুক্ত শশধরের ন্যায় তির্য্যগ্‌যোনি-বধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, সন্দেহ নাই।'

দেবরাজ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমি এক্ষণে সূক্ষ্মতর ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বটকষায়[১] ও প্রিয়ঙ্গু[২] দ্বারা অনুলিপ্ত ও সুবাসিত হইয়া ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক[৩] ধান্যের[৪] অন্ন ভোজন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। একদা বৃহস্পতি ভগবান্ স্থাণুর নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্য পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক নিরাহার, ঊর্দ্ধবাহু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নি দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম ও শীতকালে সূর্য্যের রশ্মিজালে সন্তপ্ত হয়, তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয় সন্দেহ নাই।'

মহাত্মা বিদ্যুৎপ্রভ এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণের মধ্যে অবস্থিত সুরগুরু বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! যে ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।'

অবশ্য বর্জ্জনীয় কতিপয় কদাচার কীর্ত্তন

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! যাহারা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করে, যাহারা বায়ুর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, যাহারা দুগ্ধপানের অভিলাষে বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ দোহনে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহারা হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের যে দোষ জন্মে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্য, অনিল, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনুসমুদয় স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা মনুষ্যগণের দেবতা। ইঁহারাই মনুষ্যগণকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে সমস্ত স্ত্রী বা পুরুষ সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে ষড়শীতিবৎসর দুর্ব্বৃত্ত ও কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া কালযাপন করিতে হয়। যাহারা বায়ুর দ্বেষ করে, তাহাদিগের সন্তান গর্ভস্থাবস্থাতেই বিনষ্ট হয়। যাহারা হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের অগ্নিকার্য্যসময়ে হুতাশন হব্য ভোজন করেন না এবং যাহারা বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধপান করে, তাহাদিগের বংশে পুত্র উৎপন্ন হয় না। কুলবৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ এই সমস্ত পাপের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাহা নিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; আর যাহা কর্ত্তব্য, প্রাণপণে তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া উচিত। এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে যেন আপনাদিগের কদাচ কোন সংশয় না জন্মে।'

১। বটের আটা। ২। সুবাসক গন্ধদ্রব্য। ৩—৪। ষেটেন ধানের।

পিতৃতৃপ্তিকর সদাচার বর্ণন

শাস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহাত্মা সুরাচার্য্য এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে দেবতা ও ঋষিগণ পিতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহানুভবগণ। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের কোন্ কার্য্য দ্বারা আপনারা তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন?'

তখন পিতৃগণ কহিলেন, 'হে মহাভাগগণ। সৎকর্ম্মশীল মনুষ্যগণের প্রতি আমরা যে কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন, বর্ষাকালে দীপদান ও অমাবস্যাতে তিলোদকপ্রদান দ্বারা আমাদের নিকট আনৃণ্যলাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ দান অক্ষয় ও মহৎফলজনক, সন্দেহ নাই। আমরা ঐরূপ দান দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগের পিতৃ-পিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।'

পিতৃগণ এই কথা কহিলে বৃদ্ধ মহর্ষি গার্গ্য তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ। নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন করিলে কিরূপ ফলোদয় হয় এবং অমাবস্যাতে তিলোদক ও বর্ষাকালে দীপদান করিলেই বা কি ফললাভ হইয়া থাকে?'

পিতৃগণ কহিলেন, 'তপোধন। যদি নীলবর্ণ বৃষ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুক্তবন্ধন হইয়া লাঙ্গুল দ্বারা সরোবর হইতে সলিল সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে সেই সলিল দ্বারা বন্ধনমোচয়িতার পিতৃলোক ষষ্টি সহস্র বৎসর তুষ্টিলাভে সমর্থ হয়েন। আর যদি ঐ বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা নদ্যাদির কূল হইতে পঙ্ক সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে উহার বন্ধনমোচয়িতার পিতৃগণ সোমলোক লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য বর্ষাকালে দীপদান করিলে চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হয় এবং কদাচ তমোগুণে অভিভূত হয় না। যে সমস্ত মনুষ্য অমাবস্যাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে তাম্রপাত্রে করিয়া মধুমিশ্রিত তিলোদক দান করে, তাহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। তাহাদের সন্তানগণ সতত হৃষ্টমনে কালযাপন করে এবং তাহাদের বংশ সন্তানসন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পিতৃলোকের নিকট আনৃণ্যলাভে সমর্থ হয়েন।'

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

বিষ্ণুপ্রীতিকর কতিপয় কার্য্য

হে ধর্ম্মরাজ। পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্। কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

বিষ্ণু কহিলেন, 'পুরন্দর। ব্রাহ্মণের নিন্দা আমার নিতান্ত অসহ্য। ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেই আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই। যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণদিগের অভিবাদন, ভোজনান্তে আমার পাদদ্বয় বন্দন ও চক্রপূজা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট থাকি। যাহারা, উৎখাত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ এবং বামন ব্রাহ্মণ ও সলিলোত্থিত বরাহ দর্শন করিয়া নমস্কার করে, তাহাদিগের অমঙ্গল বা পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা অশ্বত্থবৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীকে পূজা করে, তাহাদিগের জগৎসংসার পূজা করা হয়। আমি ঐ সমুদয় পদার্থেই অধিষ্ঠান করিয়া পূজা গ্রহণ করি। যত দিন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তত দিন অবধি আমি ঐ প্রকার পূজাতে প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। যাহারা অশ্বত্থবৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজায় পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যপ্রকারে আমার পূজা করে, আমি কখনই তাহাদিগের পূজা গ্রহণ করি না; সুতরাং তাহাদের কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্। আপনি প্রজাবর্গের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনি সমুদয় ভূতের প্রকৃতিস্বরূপ; তবে কি নিমিত্ত কেবল বামন ব্রাহ্মণ, সলিলোত্থিত বরাহ, চক্র, উৎখাত মৃত্তিকা ও পাদদ্বয়ের প্রশংসা করিলেন?'

তখন ভগবান্ বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'আমি চক্র দ্বারা দৈত্যগণের সংহার, চরণ দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ, বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে পরাজয় করিয়াছি; এই নিমিত্ত ঐ সমুদয়ের সংহার

করিলে আমি পূজিত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা ঐরূপে আমার পূজা করে, কুত্রাপি তাহাদিগের পরাভব নাই। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অগ্রভাগ প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করিলে অমৃতভোজন করা হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সূর্য্যাভিমুখে অবস্থান করে, তাহার সমুদয় তীর্থস্নানের ফললাভ হয় এবং পাপের লেশমাত্রও থাকে না। এই আমি পরম গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে আর কি করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।'

বিষ্ণু এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, বলদেব কহিলেন, 'এক্ষণে মানবগণের এক সুখাবহ রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ঐ রহস্য অবগত না হইয়া নিতান্ত ক্লেশে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গাভী, ঘৃত, দধি, সর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত ভূতগণের অপসারণ করা এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট দর্শন না করা তপোধনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

ধর্ম্মাদি দেবগণ-নির্দ্দিষ্ট বিবিধ সৎকার্য্য

দেবগণ কহিলেন, "যে ব্যক্তি উদকপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া উপবাস ও ব্রতের সঙ্কল্প করে, আমরা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকি এবং তাহার সমুদয় কামনা সফল হয়। অল্পবুদ্ধি মানবগণই ইহার অন্যথাচরণ করিয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়। উপবাসের সঙ্কল্প এবং বলিপ্রদানবিষয়ে তাম্রপাত্রই প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে করিয়াই বলি, ভিক্ষা, অর্ঘ ও পিতৃলোকের উদ্দেশে তিলোদক দান করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পফললাভ হয়। আমরা যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।'

ধর্ম্ম কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ, স্তুতিপাঠক, পরিচারক, গোরক্ষক, বণিক্, শিল্পী, নট, মিত্রদ্রোহী, বেদাধ্যয়নবিমুখ বা শূদ্রাপতি হইলে তাহাকে হব্য কব্য প্রদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ কখনই পরিতৃপ্ত হয়েন না; প্রত্যুত বংশনাশ হইয়া থাকে। যাহার গৃহ হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করে, তাহার গৃহ হইতে অগ্নি, দেবতা ও পিতৃগণও নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। যে ব্যক্তি অতিথির সমাদর না করে, তাহাকে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীহরণ ও কৃতঘ্নতাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়।'

অগ্নি কহিলেন, 'এক্ষণে ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলের উপর পদাঘাত করিলে যে দোষ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলের উপর পদাঘাত করে, তাহার অযশের পরিসীমা থাকে না। তাহার পিতৃগণ ভীত এবং দেবগণ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন। হুতাশন কখনই তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না। তাহাকে শতজন্ম নরকভোগ করিতে হয় এবং কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতিলাভ হয় না। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।'

বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় মঘা ত্রয়োদশীতে গজচ্ছায়াযোগে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পিতৃগণকে পরমান্ন প্রদান করে, তাহার ত্রয়োদশ বৎসরকৃত শ্রাদ্ধের ফললাভ হয়।'

গাভীগণ কহিল, 'যে ব্যক্তি "হে সমঙ্গে। হে অকুতোভয়ে। হে ক্ষেমে। হে সখি। হে ভূয়সি। তুমি বৎসরের সহিত বিদ্যমান হইয়া ব্রহ্মপুরে ইন্দ্রের যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়াছিলে; তুমি আকাশপথ ও অগ্নিপথে অবস্থান করিলে দেবগণ নারদের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে সর্ব্বসহা নাম প্রদান করিয়াছেন," এই বলিয়া গাভীর অর্চ্চনা করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। সে ইন্দ্রলোক, গোলোক ও চন্দ্রসদৃশ কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্বসময়ে গোষ্ঠমধ্যে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার পাপ, ভয় ও শোকের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে।' গাভীগণ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইল।

ঐ সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সপ্তমহর্ষি কমলযোনি ব্রহ্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিজবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি সচ্চরিত্র অথচ দরিদ্র,

তাহাদিগের কিরূপে যজ্ঞফললাভ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'তপোধনগণ। তোমরা মানবগণের শ্রেয়স্কর অতি উৎকৃষ্ট গূঢ় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পৌষ মাসে শুক্লপক্ষে রোহিণী নক্ষত্রে স্নাত ও পবিত্র হইয়া একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অনাবৃত প্রদেশে নির্ম্মিত মঞ্চাদির উপর শয়ন করিয়া সমাহিতচিত্তে চন্দ্রের কিরণ পান করে, তাহার নিশ্চয়ই মহর্ষিযজ্ঞের ফললাভ হয়। হে তপোধনগণ। তোমরা আমাকে যে পরম রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।'

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সূর্য্যপ্রমুখ অঙ্গিরা আদি মহর্ষিগণের মহোপদেশ

সূর্য্য কহিলেন, 'পূর্ণিমাতে চন্দ্রোদয় হইলে যে ব্যক্তি ভগবান নিশানাথের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল ও ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান করেন, তাঁহার গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদানের ফললাভ হয়। অমাবস্যাতে ফলপুষ্প-পরিশোভিত পাদপের কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র পত্রসম্পন্ন বৃক্ষচ্ছেদন করিলেও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অমাবস্যায় দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে চন্দ্রমার হিংসা করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়েন। দেবগণ পূর্ব্বকালে তাহার প্রদত্ত হবিঃ পরিগ্রহ করেন না এবং তাহার বংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।'

শ্রী কহিলেন, 'যে ব্যক্তির গৃহে মহিলাগণ প্রহারযন্ত্রণা ভোগ করে এবং পানভোজনপাত্র ও আসনসমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ পর্ব্ব উপলক্ষে তাহার সেই পাপময় গৃহে কদাচ হব্যকব্য ভোজন করেন না।'

অঙ্গিরা কহিলেন, 'যে ব্যক্তি সংবৎসরকাল সুবর্চ্চলা লতার[১] মূল হস্তে ধারণপূর্ব্বক করঞ্জক[২] বৃক্ষের মূলে দীপ প্রদান করেন, তাঁহার প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত হয়।'

গার্গ্য কহিলেন, 'অতিথিসৎকার, যজ্ঞশালায় দীপদান, পুষ্করতীর্থের নামকীর্ত্তন এবং দিবানিদ্রা' মাংসভোজন ও গোব্রাহ্মণের হিংসা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা ঐ সমুদয় কার্য্যকে মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তৎসমুদয়ের ফল ক্ষীণ হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত অতিথিসৎকারাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তাহার ফল কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈব্যকার্য্য তীর্থযাত্রা বা পর্ব্ব উপলক্ষে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে যদি রজস্বলা, শ্বিত্ররোগগ্রস্তা বা পুত্রবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার ঐ দ্রব্যভোজনে পরাঙ্মুখ হয়েন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশ বর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্রমনে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচক ও ভারত পাঠ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অক্ষয়ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।'

ধৌম্য কহিলেন, 'ভগ্নভাণ্ড[১], ভগ্নখট্বা[২], কুক্কুট, কুক্কুর ও আবাসমধ্যে সঞ্জাত বৃক্ষ নিতান্ত অমঙ্গল-জনক। যে ব্যক্তির গৃহে ভগ্নভাণ্ড থাকে, তাহাকে সতত কলহে কালাতিপাত করিতে হয়; যাহার গৃহে ভগ্নখট্বা থাকে, তাহার ধনক্ষয় হয় এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে কুক্কুট ও কুক্কুরদিগকে পোষণ করে, দেবগণ তাহার হবনীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব ভগ্নভাণ্ড ও ভগ্নখট্বা পরিত্যাগ করা এবং কুক্কুর ও কুক্কুটদিগের পোষণ না করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আর বৃক্ষমূলে সর্প ও বৃশ্চিকাদি বাস করিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আবাসমধ্যে বৃক্ষ রোপণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।'

জমদগ্নি কহিলেন, 'যে ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র, সে এক অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও অন্যান্য নানাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা অধঃশিরা হইয়া তপস্যা করিলেও তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। মনের শুদ্ধি, যজ্ঞ ও সত্যের সমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধমনে

১। সূর্য্যমুখী পুষ্পবৃক্ষের লতার। ২। করঞ্জা।

১। ভাঙ্গা পাত্র। ২। ভাঙ্গা খাট।

ব্রাহ্মণকে একপ্রস্থ শক্তু দান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।'

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

বায়ুবর্ণিত কতিপয় ধর্ম্মাধর্ম্ম

বায়ু কহিলেন, 'আমি এক্ষণে মানবগণের সুখাবহ ধর্ম্ম এবং দোষের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি, সকলে সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বর্ষাকালে চারি মাস পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দীপ ও তিলোদক দান, সাধ্যানুসারে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আহারার্থ পরমান্ন প্রদান ও হোমানুষ্ঠান করে, তাহার একশত পশুবন্ধযাগের ফললাভ হয়। এক্ষণে আর এক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, শূদ্র যজ্ঞাগ্নি আহরণ করিলে এবং স্ত্রীলোক ভ্রমবশতঃ যজ্ঞীয় ও যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যজাত মিশ্রিত করিলে তদ্বিষয়ে দোষের আশঙ্কা না করিয়া সেই অগ্নি ও দ্রব্যজাত দ্বারা হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। অগ্নিত্রয় তাঁহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়েন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন না এবং চরমে তাঁহাকে শূদ্রযোনি লাভ করিতে হয়। এক্ষণে মানবগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপ হইতে মুক্ত ও সুখী হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তিন দিন গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক বৎসর পরে দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধকালেও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হয়েন। এই আমি স্বর্গাভিলাষী মানবদিগের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।'

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

লোমশকথিত পিতৃগণের হিতাহিত অনুষ্ঠান

লোমশ কহিলেন, 'যাহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া পরস্ত্রীসংসর্গে একান্ত আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ। যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ডগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাহাদিগের প্রদত্ত হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না। অতএব পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ প্রদর্শন ও ব্রহ্মস্ব অপহরণে পরাঙ্মুখ হওয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও আতপতণ্ডুল প্রদান করে, তাহার চন্দ্র ও মহোদধিকে[1] পরিবর্দ্ধিত করা হয়, সে তেজস্বী ও বলবান্ হইয়া থাকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অশ্বমেধযজ্ঞফলের চতুর্থাংশ ও ভগবান্ চন্দ্রমা প্রীত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফল প্রদান করেন।

এক্ষণে কলিযুগে মনুষ্যগণের যে যে ধর্ম্ম সুখাবহ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবগাহন ও শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে তিলপাত্র প্রদান এবং যাহারা পিতৃগণকে মধুমিশ্রিত তিলোদক, দীপ ও কৃষর দান করে, তাহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। সুররাজ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করে, তাহার গোদান, ভূমিদান ও ভূরিদক্ষিণ[2] অগ্নিষ্টোমযজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ হয়। পিতৃগণ তিলোদকদানকে অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত করেন। দীপ ও কৃষর প্রদান করিলে তাহাদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। এই আমি দেবতা ও পিতৃলোকপূজিত মহর্ষিপ্রদর্শিত পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।'

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

অরুন্ধতীবর্ণিত গোমাহাত্ম্য

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহর্ষি, পিতৃলোক ও দেবগণ তপঃপরায়ণা ভগবতী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবতি! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রতচারিণী, সচ্চরিত্রা ও তপোবৃদ্ধা। এই

১। সমুদ্রকে। ২। প্রচুর দক্ষিণাযজ্ঞ।

নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব আপনি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদয় কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।'

তখন অরুন্ধতী কহিলেন, 'মহানুভবগণ! আপনারা যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের অনুগ্রহে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যাঁহাদিগের মন অতিশয় পবিত্র, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা অশ্রদ্ধান্বিত, অভিমানী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামী, তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন এক একটি কপিলদান, প্রতিমাসে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং শ্রেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে শত-সহস্র গোদান করিয়া থাকেন, তিনিও অতিথির সন্তোষসম্পাদক মহাত্মার সদৃশ উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইতে পারেন না। এক্ষণে মনুষ্যগণের সুখাবহ আর একটি ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে মনুষ্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সলিলের সহিত কুশ গ্রহণপূর্ব্বক গোশৃঙ্গ অভিষিক্ত করেন এবং নিরাহারে সেই গোশৃঙ্গস্খলিত সলিল আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণসেবিত যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদয়ে স্নান করা হয়, সন্দেহ নাই। অতএব পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।'

মহানুভবা অরুন্ধতী এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য যাবতীয় দেবতা পিতৃলোক ও অন্যান্য প্রাণিগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিয়াছ। অতএব আমি প্রীতমনে বরপ্রদান করিতেছি, তোমার তপস্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হউক।'

যমকর্ত্তৃক বিবিধ দানধর্ম্ম কীর্ত্তন

যম কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি যে ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলে, তাহা পরম রমণীয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত যাহা কহিয়াছেন, আমার প্রীতিকর সেই সমস্ত ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ কর। মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যদিগের শ্রদ্ধা সহকারে ঐ সমুদয় শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই জীবলোকে মনুষ্য যে সমস্ত পাপ-পুণ্য সঞ্চয় করে, তৎসমুদয় কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না। ঐ সমুদয় পূর্ব্বকালে সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রামিত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে, মনুষ্য লোকান্তরিত[১] হইলে সূর্য্যদেব তাঁহার শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সাক্ষ্যপ্রদান করিলে মনুষ্যকে আপনার পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। অতঃপর যদ্দ্বারা মনুষ্যের ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

মনুষ্য সতত পানীয়, দীপ, পাদুকাযুগল ও ছত্র প্রদান করিবে। পুষ্করতীর্থে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান ও পরম যত্নসহকারে অগ্নিহোত্র রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। কালক্রমে সকলকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হয়। তথায় অহঙ্কারপরিপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত নিপীড়িত হইয়া যার পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুর্গতি হইতে মুক্ত হওয়া তাহাদের কোনরূপেই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব ইহলোকে যে কার্য্য করিলে পরলোকে ঐ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পানীয়দানই ঐ বিপদ্ উদ্ধারের উৎকৃষ্ট উপায়। উহা অল্পব্যয়েই সম্পাদিত হইতে পারে। পানীয়দান পরলোকে সুখজনক ও উহার ফল অতি মহৎ। যাঁহারা পানীয় দান করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পরলোকে পবিত্রসলিলা নদী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জল অক্ষয়, শীতল ও অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর। পানীয়দাতা পরলোকে সেই নদীর জল পান করিয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রদীপ দান করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দীপদান করেন, তাঁহাকে আর তমোময়[২] প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন তাঁহাকে অত্যুৎকৃষ্ট প্রভা প্রদান করিয়া থাকেন। দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল দর্শন করেন এবং তিনি স্বয়ং

১। পরলোকপ্রাপ্ত। ২। অন্ধকারময়।

ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হয়েন। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতঃপর বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলদান, বিশেষতঃ পুষ্কর-তীর্থে কপিলাদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি পুষ্করতীর্থে কপিলাদান করেন, তাঁহার বৃষের সহিত এক শত গাভীদানের ফললাভ হয়। পুষ্করতীর্থে একমাত্র কপিলাদান ব্রহ্মহত্যা সদৃশ ভীষণ পাতক সমুদয় বিলুপ্ত করিয়া থাকে। অতএব পুষ্করতীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে কপিলাদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগল দান করেন, তাঁহার দুঃখ বা বিঘ্ন কিছুই থাকে না। যিনি ছত্র দান করেন তিনি পরলোকে সুখজনক ছায়ালাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্য পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া যাহা দান করে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিত হয়।'

তখন ভগবান দিবাকর যমের মুখে চিত্রগুপ্তকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহানুভবগণ। আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিলেন। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এই সমস্ত বস্তু প্রদান করেন, তাহাদিগের আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণঘাতী, গোঘ্ন, পরদারপরায়ণ, বেদে শ্রদ্ধাশূন্য ও মায়াজীবী, সেই সমস্ত পাপাচারনিরত, পামরদিগের সহিত কথোপ-কথন করাও অনুচিত। যাহারা অতিশয় কদাচারী, তাহাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই। উহারা লোকান্তরিত হইয়া নিশ্চয়ই পূয়শোণিতভোজী কৃমির ন্যায় নরকে নিপাতিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ, দেবতাগণ, স্নাতক ব্রাহ্মণ ও তপোধনগণ এরূপ দুরাচারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিহার করিতে সতত যত্নবান্ হইবেন।'

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

প্রেত-পিশাচাদির অধিকার-স্থান

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর দেবতা, পিতৃলোক ও মহর্ষিগণ প্রমথদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে নিশাচর প্রমথগণ! তোমরা কিরূপ উচ্ছিষ্টশরীর, অপবিত্র ও নীচ ব্যক্তিদিগের হিংসা কর? লোকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমাদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমরা মনুষ্যের গৃহে উপদ্রব করিতে পার না? এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তোমরা ঐ সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন কর।'

তখন প্রমথগণ কহিল, 'যাহারা স্ত্রীসম্ভোগের পর পবিত্র না হয় এবং যাহারা প্রধান লোকের অপমান, মোহবশতঃ অবৈধমাংস ভোজন, বৃক্ষমূলে শয়ন, মস্তকে আমিষসংস্থাপন, জলে শ্লেষ্মা প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ অথবা মস্তকসংস্থাপন স্থানে পদ ও পদসংস্থাপন স্থানে মস্তক সংস্থাপন করিয়া শয়ন করে, সেই সমুদয় বহুচ্ছিদ্রসম্পন্ন অপবিত্র লোকেরাই আমাদিগের বধ্য ও ভক্ষ্য। আমরা তাহাদিগকেই সর্ব্বদা নিপীড়িত করিয়া থাকি। কিন্তু যে সমুদয় মহাত্মার গাত্রে গোরোচনা ও হস্তে বচ বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহারা মস্তকে ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করেন, আমরা কখনই তাঁহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হই না। যে সকল গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত হয় আর যে সমুদয় গৃহে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম ও দন্ত, গিরিগুহাশায়ী বৃহৎ কচ্ছপ, যজ্ঞীয় ধূম, বিড়াল অথবা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বিদ্যমান থাকে, অস্মাদৃশ[১] পিশিতাশন দারুণ নিশাচরগণ কখনই সে সমস্ত গৃহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এই আমরা আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।'

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দিগ্গজগণ কর্ত্তৃক বলিকর্ম্ম বর্ণন

হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুরগণ! ঐ যে অবিদূরে[২] রসাতলবাসী তেজস্বী মহানাগ অবস্থান করিতেছে, উহার নাম রেণুক। যদি তোমাদিগের ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা থাকে, তাহা

১। আমাদের মত—প্রেত পিশাচাদি। ২। নিকট।

হইলে যে সমুদয় মহাবলপরাক্রান্ত মহাগজ শৈলকানন-সমাকীর্ণ পৃথিবী ধারণ করিতেছে: তাহাদিগের নিকট রেণুককে প্রেরণ কর। রেণুক তাহাদের নিকট গমন করিলেই সমুদয় সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অবগত হইয়া তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।'

ভগবান ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ অবিলম্বে মহানাগ রেণুককে দিগ্‌গজদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন রেণুক তাহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাগজগণ। আমি দেবতা ও পিতৃগণের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনারা আমার নিকট উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।'

তখন দিগ্‌গজগণ রেণুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে মহানাগ। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্লেষা নক্ষত্রের যোগ হইলে দ্বেষ ও ক্রোধবিহীন হইয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপূর্ব্বক সায়ংকালে অনন্ত প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অক্ষয় নাগ-সমুদয় ও তাহাদিগের বংশোদ্ভব ভুজঙ্গমগণ আমার বল ও তেজোবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে বলি প্রদান করুন এবং ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর উদ্ধারসময়ে যেরূপ বলশালী হইয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ বললাভ হউক," এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বল্মীকোপরি হস্তিপলাশপুষ্প, নীলবস্ত্র ও নীলানুলেপনের সহিত গুড়তণ্ডুল বলি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে রসাতলবাসী ভূভারপীড়িত প্রাণিগণের নিতান্ত প্রীতিলাভ হয় এবং আমাদিগেরও ধরাধারণজনিত পরিশ্রম বিনষ্ট হয়। আমাদিগের মতে এ প্রকার বলিদানের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর নাই। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি সংবৎসরকাল এইরূপে বলি প্রদান করেন, তাঁহার ত্রিলোকবাসী মহাবল পরাক্রান্ত নাগ সমুদয়ের শত বৎসর আতিথ্য করা হয়, তিনি অনায়াসে প্রভূত ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকেন।'

মহানাগ রেণুক দিগ্‌গজদিগের মুখে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ঋষিগণের নিকট গমনপূর্ব্বক উহা নিবেদন করিলে তাঁহারা উঁহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

মহাদেব কর্ত্তৃক গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, 'হে মহানুভবগণ। তোমরা ধর্ম্মের সারাংশ কীর্ত্তন করিলে। এক্ষণে আমিও কিঞ্চিৎ ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদিগের নিকটেই সরহস্য মহাফল ধর্ম্ম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এক মাস প্রশস্তমনে গোসমুদয়কে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান ও দিবসের মধ্যে একবারমাত্র ভোজন করে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। গোসমুদয়ের তুল্য পরম পবিত্র আর কিছুই নাই। উহারা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসমাকীর্ণ ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহাদিগের শুশ্রূষা ও উহাদিগকে ভক্ষ্য প্রদান করেন, তাঁহার প্রতিদিনই প্রচুর ধর্ম্মলাভ হয়। সত্যযুগে আমি গোসমুদয়কে আমার নিকটবর্ত্তিনী হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও আমার যথোচিত সৎকার করিয়া আমাকে একটি বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বৃষ আমার ধ্বজস্থানে অবস্থান করিতেছে। আমি নিরন্তর গোসমুদয়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বদা গোসমূহের পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনা দ্বারা উহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে উহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি গোসমুদয়কে এক দিনের আহারোপযোগী ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করে, সে সমুদয় কর্ম্মফলের চতুর্থাংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

কার্ত্তিকেয়াদির ধর্ম্মাচার কথন

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, 'এক্ষণে আমি স্বীয় অভিপ্রেত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

যে ব্যক্তি নীল বৃষের শৃঙ্গ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় কলেবরে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস স্নান করে, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয়

না; সে সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে এবং যতবার সে ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে, ততবারই পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এক্ষণে আর এক ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতে তাম্রপাত্রে মধুমিশ্রিত পক্কান্ন গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রকে বলিপ্রদান করে, তাহার সেই বলিপ্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, বায়ু ও বসুগণ পরম পরিতুষ্ট এবং চন্দ্র ও সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হয়েন। এই আমি পরম সুখাবহ ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম।'

বিষ্ণু কহিলেন, 'যে ব্যক্তি ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক একতানমনে দেবতা ও ঋষিদিগের ধর্ম্মরহস্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন, ভয় বা পাপের লেশমাত্র থাকে না; সে সমুদয় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ফললাভ করে এবং দেবতা ও পিতৃগণ চিরকাল তদ্দত্ত হব্য কব্য ভোজন করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করেন, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হয়েন এবং ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ়ভক্তি হয়। লোকে মহাপাতক ভিন্ন অন্য যে কোন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয়ই ধর্ম্মরহস্য শ্রবণমাত্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।'

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদেবপূজিত ব্যাসনির্দ্দিষ্ট দেবগণের ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা রত্নপূর্ণ বসুন্ধরা[১] অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।[২] ভক্তিবিহীন, নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নির্দ্দয়, হেতুবাদনিরত[৩], গুরুদ্বেষ্টা ও আত্মম্ভরি ব্যক্তির নিকট ইহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

অন্নগ্রহণের ও বর্জ্জনের ক্ষেত্রনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও ইহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে। বৈশ্য যদি সাত্ত্বিক ও চাতুর্ম্মাস্যনিরত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে ইঁহাদিগের পৃথিবীর, জলের ও মনুষ্যগণের মল ভক্ষণ করা হয়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যের একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে উঁহাদিগকে নিশ্চয়ই চরমে নরকে নিপতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন ও মানবগণের স্বস্ত্যয়ন[১], ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা লোকের পুষ্টিসাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষণাদি কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র নিন্দা নাই। কিন্তু যে বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ। তাহার অন্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্রজীবী, চিকিৎসক, পুরাধ্যক্ষ, দৈবজ্ঞ ও দেবল এবং যাঁহারা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা শূদ্রতুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উঁহাদিগের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অভোজ্যভোজন-নিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হয় এবং দেহান্তে তাঁহারা কুক্কুরের ন্যায় বীর্য্য তেজ ও নিকৃষ্ট যোনি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে চিকিৎসকের অন্ন বিষ্ঠা, পুংশ্চলীর[২] অন্ন মূত্র, বিদ্যোপজীবীর অন্ন, শূদ্রার এবং শিল্পজীবী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ; অতএব ঐ সকল লোকের অন্ন ভক্ষণ না করা সাধু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। খলের অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসংস্কৃত ও অবজ্ঞাত অন্ন ভোজন করিলে সহসা তাঁহার পীড়া ও কুলক্ষয় উপস্থিত হয়; অতএব তাহা ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুরাধ্যক্ষের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালগৃহে; গোহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, সুরাপান-নিরত ও গুরুতল্পগামীর অন্ন ভোজন করিলে রাক্ষসকুলে এবং অর্পিত-ধনাপহারী ও কৃতঘ্নের-

১। পৃথিবী। ২। বহুমূল্য ও জ্ঞানসদৃশ। ৩। কেবল যুক্তিবাদী।

১। মঙ্গলচিন্তা। ২। বেশ্যার।

অন্ন ভক্ষণ করিলে দেশবহিষ্কৃত শবরের[১] গৃহে জন্মপরিগ্রহ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যাহার অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য এবং যাহার অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ আছে, তাহা প্রকাশ কর।"

ষট্‌ত্রিংদশধিকশততম অধ্যায়

প্রতিগ্রহজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি ভোজ্যাভোজ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে আমার আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা ছেদন করুন। ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভোজ্য ও হব্যকব্য প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহাদের যে পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ ঘৃত ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সাবিত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে সামধ আহুতি প্রদান করিবেন। তিনি মাংস, মধু ও লবণ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগ্রহের সময় অবধি সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও প্রকাশ্যে লৌহ ধারণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। ধন, বস্ত্র, স্ত্রী, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরস প্রতিগ্রহেরও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড ও তৈল প্রতিগ্রহ করিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে হয়। ধান্য, পুষ্প, ফল, পিষ্টক, জল, যাবক[২], দধি ও দুগ্ধ প্রতিগ্রহ করিলে শতবার সাবিত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। প্রেতোদ্দেশে দত্ত পাদুকা ও বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে সমাহিতচিত্তে শতবার সাবিত্রী জপ করা বিধেয়। প্রেতোদ্দেশে দত্ত ও জন্মাশৌচগ্রস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে পাপবিনাশ হয়।

যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যোপাসনা, জপানুষ্ঠান ও পুনরায় ভোজন না করিলেই পবিত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অপরাহ্ণে ভোজন করিলে তাঁহার রজনীযোগে আহারে প্রবৃত্তি জন্মিবে না বলিয়াই অপরাহ্ণে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যিনি মৃতাশৌচের তৃতীয় দিবসে মৃতাশৌচসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তিনি দ্বাদশাহ প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণগণকে হবিঃ প্রদানপূর্ব্বক শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি মৃতাশৌচের দশ দিবস অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি অশৌচান্তে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণমন্ত্র[১] জপ এবং রেবতী-যাগ ও কুষ্মাণ্ড-হোম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যিনি মৃতাশৌচের চতুর্থ দিবসে অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি সাত দিবস ত্রিকালীন স্নান করিয়া পবিত্র হন এবং তাঁহার আপদ্ বিনষ্ট হয়।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের আর উপায় নাই। যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শূদ্র শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও বান্ধবনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ, রেবতী-যাগ ও কুষ্মাণ্ড-হোম এবং দূর্ব্বা ও হরিদ্রা প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য স্পর্শ করা উচিত; তাহা হইলেই ঐ পাপের শান্তি হয়।"

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দানধর্ম্মের মহিমা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দান ও তপস্যা উভয় দ্বারাই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এই

১। শবরাদিভোজ্যের। ২। যবনির্ম্মিত খাদ্য।

১। সন্ধ্যাহ্নিকে বিহিত পাপনাশক বৈদিকমন্ত্রবিশেষ।

উভয়ের মধ্যে ইহলোকে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ। দান ও তপস্যা উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। এক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত তপঃপরায়ণ নরপতিগণ দান দ্বারা যে সমুদয় লোক লাভ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি আত্রেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। উশীনরপুত্র নরপতি শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় পুত্র প্রদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রহ্মণার্থ স্বীয় তনয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার যশোরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। মহাত্মা দেবাবৃধ ব্রাহ্মণকে এক শত কাঞ্চনময় শলাকাসংযুক্ত ছত্র প্রদান করিয়া স্বর্গে বাস করিয়াছেন। নরপতি অম্বরীষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। জনমেজয় ব্রাহ্মণকে দিব্য যান এবং মহারথ কর্ণ ব্রাহ্মণকে স্বীয় কুণ্ডল প্রদান করাতে তাঁহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট লোকলাভ হইয়াছে।

রাজর্ষি বৃষাদর্ভি ব্রাহ্মণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে সুখসম্ভোগ করিয়াছেন। বিদর্ভাধিপতি নিমি মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া বন্ধুবান্ধববর্গের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র পৃথিবী দান করাতে তাঁহার প্রার্থনাধিক উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ হইয়াছে। অনাবৃষ্টিসময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছেন বলিয়া অক্ষয় সুখসম্ভোগ করিতেছেন। দশরথতনয় রাম যজ্ঞে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি-পতাকা উড্ডীন হইতেছে। নরপতি কক্ষসেন বশিষ্ঠকে ধনদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোকলাভ হইয়াছে। করন্ধমের পৌত্র বীক্ষিতের পুত্র মহাত্মা মরুত্ত মহর্ষি আঙ্গিরাকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পাঞ্চালপুত্র পরমধার্ম্মিক নরপতি ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রিয়ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

মনুপুত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট লোকলাভ হইয়াছে। মহাযশাঃ রাজর্ষি সহস্রচিত্য ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদয় সম্ভোগ করিতেছেন। মহীপতি শতদ্যুম্ন মহাত্মা মৌদগল্যকে নানাবিধ দ্রব্য-পরিপূর্ণ হিরণ্ময় গৃহ, মহাত্মা ভূমন্যু শাণ্ডিল্যকে পর্ব্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্যদ্রব্য, শাল্বরাজ দ্যুতিমান ঋচীককে রাজ্য, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে স্বীয় সুমধ্যমা কন্যা, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্থ ও শান্তানাম্নী তনয়া এবং রাজর্ষি ভগীরথ কৌৎসকে হংসীনাম্নী যশস্বিনী কন্যা ও কোহলকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

হে ধর্ম্মরাজ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহাত্মা দান ও তপস্যাপ্রভাবে বারংবার স্বর্গে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যে সকল গৃহস্থ দান ও তপস্যাবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় পরাজয় করিয়াছেন, যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন তাঁহাদিগের কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে। এই আমি তোমার নিকট শিষ্টাচরিত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণ কেবল দান, যজ্ঞ ও সন্তান উৎপাদন দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমিও সতত দানযজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমার অন্য কোন সন্দেহ থাকে, কল্য তাহা ভঞ্জন করিব।”

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দানলক্ষণ ও দানপাত্র নির্ণয়

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রজনীযোগে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন এবং পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “পিতামহ। দানপ্রভাবে যে সমুদয় নরপতি স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দান কয় প্রকার, তাহার

ফল কি, কাহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য এবং দান করিবার কারণই বা কি?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সমুদয় বর্ণকে অর্থদান করিবার প্রথা যথার্থরূপে কর্ত্তিন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য এই পঞ্চবিধ কারণনিবন্ধন দান পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঈর্ষ্যাপরিশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অতি উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয়। ইহাকেই ধর্ম্মনিমিত্তক দান কহে। 'আমাকে দান করিতেছেন, আমাকে দান করিবেন ও আমাকে দিয়াছেন' অর্থীদিগের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে অর্থনিমিত্তক দান কহে। 'উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব ও ব্যক্তি অপমানিত হইলে ক্রোধ প্রযুক্ত আমার অনিষ্টসাধন করিবে', এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাকে ভয়নিমিত্তক দান কহে। 'উহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে, উহাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করা কর্ত্তব্য', এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বয়স্যকে যে দান করা যায়, তাহাকে কামনিমিত্তক দান কহে। আর ঐ 'ব্যক্তি দরিদ্র, উহাকে অল্পমাত্র দান করিলেই ও ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইবে', এইরূপ বিবেচনা করিয়া দয়াবশতঃ যে দান করা যায়, তাহাকে কারুণ্যনিমিত্তক দান কহে।

হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ দান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দান করিলে পুণ্য ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, যথাসাধ্য দান করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।"

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি আমাদিগের কুলপ্রদীপ। কোন শাস্ত্রই আপনার অবিদিত নাই। আমাদের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে আপনিই আমাদিগের একমাত্র উপদেষ্টা। অতঃপর আপনার নিকট ধর্ম্মার্থসংযুক্ত পরিণাম সুখকর আশ্চর্য্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব যদি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই আপনার সম্মানকারী সর্ব্বপার্থিবপূজিত মহাত্মা মধুসূদন ও এই সমুদয় নরপতির সমক্ষেই উহা কীর্ত্তন করুন।"

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা শান্তনুতনয় সস্নেহবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে আমি এই মহাত্মা বাসুদেব ও ভগবান্ ভবানীপতির যেরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং রুদ্র ও রুদ্রাণীর যেরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিচিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কোন পর্ব্বতে এই ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব দ্বাদশবার্ষিক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নারদ, পর্ব্বত, বেদব্যাস, ধৌম্য, দেবল, কাশ্যপ ও হস্তিকাশ্যপ প্রভৃতি অসংখ্য দীক্ষাসম্পন্ন মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ স্ব স্ব শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হয়েন। ইনি সেই দেবতুল্য মহর্ষিগণকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন কেহ কেহ ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও কেহ কেহ বা অন্যান্যপ্রকার নূতন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর প্রীতমনে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা মধুসূদনের মুখ হইতে হঠাৎ ব্রহ্মচর্য্যজনিত তেজোরাশি বিনির্গত হইয়া তত্রত্য রাজর্ষি, মহর্ষি ও দেবগণের সমক্ষেই সেই মৃগপক্ষিশ্বাপদসঙ্কুলিত বৃক্ষলতাদিসমাকীর্ণ পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণ দারুণ দহনদাহে বিচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর সেই সুদারুণ বহ্নি ক্রমে ক্রমে সেই পর্ব্বতের শিখরসমুদয় ভস্মীভূত করিয়া শিষ্যের ন্যায় এই বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ইঁহার পাদদ্বয়ে অবনত হইল। তখন ভগবান্ মধুসূদন সেই পর্ব্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে উহার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাসুদেব দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পর্ব্বত পূর্ব্ববৎ পুষ্পিত বৃক্ষলতাতে সমাকীর্ণ এবং পক্ষী, শ্বাপদ ও সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুসমুদয়ে পরিপূর্ণ হইল।

ঐ সময় মহর্ষিগণ সেই অচিন্তনীয় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে

ভক্তিভাবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, 'হে তপোধন! আপনারা নিঃশঙ্ক, নির্ম্মম১ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কেন?'

মহর্ষিগণ কহিলেন, 'প্রভো! আপনা হইতেই লোকসমুদয়ের সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে, আপনিই শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাস্বরূপ এবং ইহলোকে যে সমুদয় স্থাবরজঙ্গম বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনিই তৎসমুদয়ের পিতা, মাতা, প্রভু ও উৎপত্তির কারণ, সন্দেহ নাই! এক্ষণে আপনার মুখ হইতে হুতাশন নির্গত হইতে দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি; অতএব আপনি অগ্রে এই বহ্নির উৎপত্তির কারণ আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন; পরে আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎসমুদয় আপনার নিকট নিবেদন করিব।'

তখন বাসুদেব কহিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় যে তেজ আমার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়া এই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিল, উহা বৈষ্ণব তেজ। আপনারা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও দেবতুল্য হইয়াও ঐ তেজোদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই আমার মুখ হইতে বহ্নি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আমি আত্মতুল্য পুত্রলাভের বাসনায় এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। আমার দেহস্থিত আত্মা অগ্নিরূপে বিনির্গত হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার নিকট মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ আমার পুত্ররূপে পরিণত হইবে শ্রবণ করিয়া আমার সমীপে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের ন্যায় আমার পাদদ্বয় বন্দনপূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে।

এই আমি আপনাদিগের নিকট স্বীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম; আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আপনারা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ। আপনাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অতএব এক্ষণে আপনারা আকাশে বা পৃথিবীতে যে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনাদিগের বদনবিনিঃসৃত বচনসুধা পান করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আমি স্বীয় অপ্রতিহত প্রকৃতিভাবে কি পৃথিবীস্থ কি স্বর্গস্থ সমুদয় অদ্ভুত বিষয়ই অবগত হইতে পারি যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আপনার প্রকৃতিভাবে যাহা অবগত হই, তাহা আমার আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না। বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা যে সমুদয় বাক্য কীর্ত্তন করেন, তৎসমুদয় অতিশয় শ্রদ্ধেয় এবং পাষাণলিপির ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত আপনাদিগের মুখবিনির্গত বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমি আপনাদিগের মুখে লোকের নির্ম্মল বুদ্ধিপ্রদ বাক্য-সমুদয় শ্রবণ করিয়া উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিব, সন্দেহ নাই।'

এই মহাত্মা বাসুদেব তৎকালে মুনিগণকে এই কথা কহিলে তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেহ ইঁহার পূজা ও কেহ ইঁহার স্তব করিতে করিতে ইঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন! আমরা তীর্থযাত্রাকালে হিমালয়পর্ব্বতে যে অচিন্তনীয় বিষয় দর্শন করিয়াছি, আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই মহাত্মা বাসুদেবের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।'

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

হরমাহাত্ম্য—হরপার্ব্বতী-সংবাদ

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষিগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে নারায়ণসুহৃৎ দেবর্ষি নারদ হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মাধব! পূর্ব্বে ভগবান ভূতনাথ সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধিসমাযুক্ত অতি রমণীয় পুণ্যাশ্রম হিমালয়পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট যে সমুদয় ভূত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিকটাকার, কেহ দিব্যমূর্ত্তি, কেহ বা অতি কদাকার, কেহ কেহ সিংহ, কেহ কেহ ব্যাঘ্র ও কেহ কেহ গজ

১। মায়াতীত—মমতা-মোহহীন।

হস্তীর ন্যায় আকারসম্পন্ন এবং কেহ কেহ শৃগাল, কেহ কেহ দ্বীপী, কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ উলূক, কেহ কেহ শুক, কেহ কেহ শ্যেন, কেহ কেহ মৃগ ও কেহ কেহ অন্যান্য পশুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ভগবান্ ভূতনাথ যে আশ্রমে বাস করিতেন, তাহা অসংখ্য মহোরগ, দিব্য পুষ্প, দিব্য জ্যোতি, দিব্য ধূপ, গন্ধ, অতি উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গ, পণব ও বিবিধ ভেরী-শব্দে পরিপূর্ণ ছিল। উহার কোন দিকে ভূতগণ ও কোন দিকে অপ্সরাগণ নৃত্যকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং কোথাও বা ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুন গুন শব্দে মধুপান করিতেছিল। মহাত্মা মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতা সিদ্ধগণ এবং মরুৎ, বসু, সাধ্য, হুতাশন, বায়ু, বিশ্বদেব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও লোকপালগণ সকলেই সমাহিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সমুদয় ঋতু সর্ব্বদা তথায় বিরাজমান ছিল। ওষধি-সকল প্রজ্বলিত হইয়া একেবারে সেই বনকে আলোকময় করিয়াছিল এবং সুবর্ণ বিহঙ্গমগণ সুমধুর অব্যক্তধ্বনি করিতে করিতে আহ্লাদে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। ফলতঃ মহাত্মা দেব-দেবের তপঃপ্রভাবে ঐ পর্ব্বতের শোভার আর পরিসীমা ছিল না।

হরের তৃতীয় নেত্র-উৎপত্তির কারণ

ঐ সময় আমরা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে একদা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ভূতনাথকে সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে জীবগণের অভয়দাতা, দৈত্যসংহারকর্ত্তা, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাজুটধারী, ভগবান্ বৃষভধ্বজ ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিধেয়, সিংহচর্ম্মের উত্তরীয়, সর্পের যজ্ঞোপবীত ও লোহিতবর্ণ অঙ্গদ ধারণ করিয়া সেই বিচিত্র ধাতুশোভিত পর্য্যঙ্কসদৃশ গিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া একেবারে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলসুতা পার্ব্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সমুদয় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া, প্রথমপত্নীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে গিরিনদী সকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেবসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া পরিহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যবদনে স্বীয় করতল দ্বারা সহসা প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্কারশূন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সহসা মহাত্মা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মৃগ সমুদয় ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে সেই দ্বাদশদিবাকরসন্নিভ যুগান্তকালীন দহনসদৃশ ভীষণ হুতাশন একেবারে গগনস্পর্শী হইয়া অচিরাৎ বিবিধ ধাতু, শিখর ও বনৌষধির সহিত হিমালয়পর্ব্বত ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। ঐ সময় শৈলরাজপুত্রী পার্ব্বতী হিমালয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতপতি পার্ব্বতীর স্ত্রীস্বভাবসুলভ মৃদুভাব এবং তাঁহার পিতার দুরবস্থা দর্শননিবন্ধন কাতরভাব অবলোকন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেশ্বর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র হিমালয় পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও পরমরমণীয় হইয়া উঠিল।

তখন পতিপরায়ণা পার্ব্বতী স্বীয় পিতা হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভূতভাবন ভগবান মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার ললাটে তৃতীয় নেত্র সমুত্থিত হইল এবং কি নিমিত্তই বা আপনি আমার পিতা হিমালয়কে বৃক্ষলতাদির সহিত দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব উহা আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! তুমি অজ্ঞানবশতঃ হস্ত দ্বারা আমার নেত্রদ্বয় সমাবৃত করাতে সমুদয় লোক আলোকবিহীন ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার এই নেত্রেরই তীক্ষ্ণতেজে তোমার পিতা হিমালয় দগ্ধ হইয়াছিল। আমি তোমার প্রীতি

উৎপাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্। কি নিমিত্ত আপনার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকের মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং দক্ষিণদিকের মুখ অতি ভীষণ হইল? আপনার জটাসমুদয় কপিলবর্ণ ও ঊর্দ্ধগত হইল কেন? আপনার কণ্ঠদেশ যে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়াছে, ইহার কারণ কি এবং আপনি কি নিমিত্তই বা পিনাকপাণি, জটিল ও ব্রহ্মচারী হইলেন, এই সমুদয় বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অতএব আপনি এই একান্ত অনুরক্ত সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।'

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

শিবের চতুর্ম্মুখ ও বৃষারোহী হওয়ার কারণ

নারদ কহিলেন, "শৈলরাজদুহিতা এই কথা কহিলে ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদয় রত্ন হইতে তিল তিল প্রমাণ সারাংশ গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমা নামে এক স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদা সেই অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী রমণী আমাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলাম; সুতরাং সে যে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে আমার সুচারু বদন বিনির্গত হইল। এইরূপে সেই তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি চতুর্ম্মুখ হইয়াছি। আমি পূর্ব্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তরমুখ দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া, পশ্চিমমুখ দ্বারা প্রাণিগণের সুখসমৃদ্ধি সম্পাদন ও এই ভয়ঙ্কর দক্ষিণমুখ দ্বারা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকি। আমি লোকসমুদয়ের হিতসাধনার্থ জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পিনাকপাণি হইয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ আমার শ্রীলাভের বাসনায় আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বজ্রের তেজে আমার কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়; এই নিমিত্ত আমি তদবধি নীলকণ্ঠ হইয়াছি।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'হে দেবদেব! হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অসংখ্য উৎকৃষ্ট বাহন বিদ্যমান থাকিতে বৃষভ আপনার বাহন হইল কেন?'

মহেশ্বর কহিলেন, 'হে দেবি! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পয়স্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর ঐ সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে উহাদের সকলেরই বর্ণ এক প্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভীর বৎসরে মুখবিনির্গত ফেনসমুদয় আমার গাত্রে নিপতিত হওয়াতে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া গোসমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। তাহাতেই গোসমুদয় আমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় অর্থতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক আমার বাহনের নিমিত্ত এই বৃষভ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আমি অন্যান্য বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃষে আরোহণ করিয়া থাকি।'

শ্মশানবাসাদি বিরুদ্ধ বিভূতির হেতু কথন

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! দেবলোকে পরমরমণীয় বাসস্থানসমুদয় বিদ্যমান থাকিতেও আপনি কি নিমিত্ত কপাল, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত, বসা ও অস্ত্রসমূহে সমাকীর্ণ, গৃধ্র-গোমায়ুসঙ্কুল, চিতানলপরিব্যাপ্ত, অপবিত্র শ্মশানে বাস করেন?'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! আমি পবিত্রস্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই আমার পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্মশানে বাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। বিশেষতঃ আমার ভূতগণ ন্যগ্রোধশাখাসমাচ্ছন্ন ছিন্নমাল্যবিভূষিত শ্মশানেই বিহার করিয়া থাকে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ আমার মতে এই শ্মশান অপেক্ষা পবিত্র স্থান নিতান্ত দুর্লভ। পবিত্রস্থানলাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র মহাশ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিবে, এই সমুদয় বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি আমার ও এই সমুদয় তপোনুষ্ঠাননিরত বিবিধবেশধারী মহর্ষিগণের হিত-সাধনের নিমিত্ত ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।'

মহাদেব কর্ত্তৃক বিবিধ গৃহস্থধর্ম্ম কথন

দেবী পার্ব্বতী এই প্রশ্ন করিবামাত্র আমরা বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলাম। তখন মহেশ্বর পার্ব্বতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবি! অহিংসা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শম ও দান এই সমুদয় গৃহস্থদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, পরদারবিরতি[১], অর্পিত স্ত্রীর রক্ষা, অদত্তবস্তুর গ্রহণে অভিলাষ ও মধুমাংসপরিত্যাগ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্মের মূল। অন্যান্য ধর্ম্ম-সমুদয় এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মের শাখাস্বরূপ। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা যত্নসহকারে এই সমুদয় ধর্ম্ম পালন করিবেন।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ। উপবাসই ইঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। ইঁহারা ধর্ম্মার্থসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন কদাচ ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।'

তখন উমা কহিলেন, 'ভগবন্! চারিবর্ণের ধর্ম্ম-বিষয়ে আমার মহা সন্দেহ আছে, অতএব বিস্তারিত-রূপে উহা আপনাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'পার্ব্বতি! ধর্ম্মরহস্য-শ্রবণ, হোমানুষ্ঠান, গুরুকার্য্যসাধন, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, সতত যজ্ঞোপবীত-ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করা ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনান্তে সমাবর্ত্তনস্নান করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্বীয় অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। শূদ্রান্ন পরিত্যাগ, সৎপথ অবলম্বন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, সাগ্নিক হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, বিঘসান্ন ভোজন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, অতিথিসেবা, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়রক্ষা এবং বিধিপূর্ব্বক পশুবন্ধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যজ্ঞানুষ্ঠান, একাহার ও অহিংসা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পরিজনগণ ভোজন করিলে পর স্বয়ং ভোজন করা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা ও স্বামীর চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। গৃহদেবতা-দিগকে নিত্য পুষ্প ও বলিদান এবং নিত্য গৃহে গোময়লেপন, উপবাস ও হোম করা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞফললাভে সমর্থ হয়েন। যে নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার সেই প্রজাপালনজনিত পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় অধিকৃত হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদাধ্যয়ন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীতধারণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভৃত্যগণের ভরণপোষণ, আরব্ধ কার্য্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায়-প্রকাশ, অপরাধানুরূপ দণ্ড-বিধান, বেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান, সদ্বিচার, সত্যবাক্য-প্রদর্শন[১] এবং আর্ত্তব্যক্তিকে সাহায্যদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ সংগ্রামে নিহত হয়েন, তাঁহার অশ্বমেধ-যজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গলোকলাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সতত পশুপালন, কৃষিবাণিজ্য-সম্পাদন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, সৎপথে অবস্থান, অতিথিসৎকার, জিতেন্দ্রিয়তা, শান্তিগুণ অবলম্বন এবং ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাশ্বত ধর্ম্ম। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধদ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

অতিথিসৎকার, ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। যে

১। পরনারীগ্রহণে বিরক্তি।

১। সত্য কথা বলা প্রভৃতি সত্যধর্ম্মের প্রচার।

শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অতিথিসেবাতৎপর, সদাচারপরায়ণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজায় তৎপর হয়, তাহার তপঃসঞ্চয় ও অভিলষিত ফললাভ হইয়া থাকে। হে গিরিনন্দিনি! এই আমি তোমার নিকট চারিবর্ণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি চারিবর্ণের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদয় বর্ণের হিতকর, তাহা কীর্ত্তন করুন'

মহেশ্বর কহিলেন, 'প্রিয়ে! সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ বিধাতা এই ভূমণ্ডলে সমুদয় লোকের পরিত্রাণার্থ ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহারা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ; অতএব আমি অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সাধারণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিব। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে মানবদিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভু বৈদিক[১], স্মার্ত্ত[২] ও শিষ্টাচার-সম্ভূত এই তিন প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদপারদর্শী, যিনি দান, অধ্যয়ন ও যজন-কার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী ও অধ্যয়নজীবী না হয়েন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ছয় প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। নিয়ত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ জনসমাজে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট পুণ্যফলভাগী হইতে পারেন।

সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম

অতঃপর সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নিয়ত শান্তিগুণ অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, ঈর্ষ্যাপরিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত আবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা-পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্যবিন্যাস, অতিথিসৎকারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই পরম ধার্ম্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও আচমন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দিবারাত্রি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্ম্মলাভ হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদিলাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে; সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান পুণ্যজনক কার্য্যের সাধন ও ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলব্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয়, এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বিশেষ ধর্ম্ম—মোক্ষধর্ম্ম

অতঃপর নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তি-লক্ষণ-ধর্ম্ম কহে। এক রাত্রির অধিক কাল এক গ্রামে বাস না করা এবং সমুদয় জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী-দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয়বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধনবিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ[১] হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রামে বা এক নদীতীরে অনেক দিন অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মোক্ষার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম্ম অতি সৎপথ-স্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না।

১। বেদবিহিত। ২। স্মৃতিশাস্ত্রোদিত।

১। নিশ্চল।

মোক্ষধর্ম্মাবলম্বীরা কুটীচক[1], বহূদক[2], হংস[3] ও পরমহংস[4] এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।'

ঋষিধর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদি

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি জীবলোকের শ্রেয়স্কর পথস্বরূপ গার্হস্থ্য, মোক্ষ ও সজ্জনাচরিত ধর্ম্ম বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ঋষিধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। মহর্ষিগণের যজ্ঞীয় ধূমের সৌরভে সমুদয় তপোবন আমোদিত হয়; আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি; অতএব আপনি আমার নিকট উঁহাদিগের ধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! মহর্ষিগণ যেরূপ ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে পদ্মযোনি কর্ত্তৃক পীত, যজ্ঞসম্পাদক, পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন জলের ফেন পান করিয়া দিনযাপন করেন, তাঁহারাই ফেনপায়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমিত দেহসম্পন্ন মহর্ষিদিগকে বালখিল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তপঃসিদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ পান ও কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম, চীর[5] বল্কল[6] পরিধান করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐ সকল তপোনুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা সমুদয় লোক আলোকিত করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন।

দয়াধর্ম্মপরায়ণ চক্রচর[1] সোমলোকচারী[2] ও পিতৃলোকনিবাসী মহর্ষিগণ চন্দ্রকিরণ পান করিয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয়, সংপ্রক্ষাল[3] অশ্মকুট্ট ও দন্তোলূখলিক মহর্ষিগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে উঞ্ছবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদান, পিতৃগণের অর্চ্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই ইঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। কাম-ক্রোধ পরাজয় করিয়া আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া সমুদয় মহর্ষিরই কর্ত্তব্য। উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ অর্থ দ্বারা অগ্নিহোত্রযজ্ঞ, ধর্ম্মযজ্ঞ ও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান, নিত্যযজ্ঞ সম্পাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা এবং অতিথিদিগের সৎকার করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঁহারা গোরসপানের বাসনা পরিত্যাগ, শমগুণ আশ্রয়, স্থণ্ডিলে শয়ন, যোগাবলম্বন এবং শাক, পর্ণ, ফল, মূল, বায়ু, সলিল ও শৈবাল ভোজন করিবেন। এই সমুদয় নিয়ম দ্বারা ইঁহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। যখন গৃহ ধূমবিহীন, মুষলধ্বনিবিবর্জ্জিত ও অঙ্গারশূন্য হইবে, পরিজনগণ ভোজন করিয়া ভোজনপাত্রসমুদয় পরিত্যাগ করিবে এবং ভিক্ষুকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিবে, সত্যধর্ম্মনিরত মহাত্মারা সেই সময়ে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। যাঁহারা গর্ব্ব ও অভিমান-বিহীন, সতত আহ্লাদিত ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।'

১—৪। সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ আচারগত পৃথক্ পৃথক্ নাম। কুটীচক সন্ন্যাসীরা পর্ণশালাপ্রিয়, ভিক্ষাজীবী, কেহ কেহ বা বন্ধুর অন্নে জীবনধারণকারী, শিখা, সূত্র ও দণ্ডকমণ্ডলুধারী, বল্কলবস্ত্রপরিধায়ী। ইঁহারা ভস্ম মাখেন, গায়ত্রী জপ করেন এবং শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বহূদক—আত্মশুদ্ধির জন্য অনেক জল ব্যবহারে অভ্যস্ত, ইঁহারা অন্নদানে তুষ্ট পুণ্যাত্মজনগণের সাত ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ, গোপুচ্ছ লোমের রজ্জু দ্বারা নির্ম্মিত কৌপীনধারণ, বেদাধ্যয়নাদি ও বেদবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন। হংস—কামনা-বাসনাহীন, নির্লিপ্ত, পূর্ব্বাশ্রমচিন্তাত্যাগী, যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা প্রাণধারণকারী। পরমহংস—মহাযোগী, সংযত, শুদ্ধচিত্ত, সমদর্শী, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার ও ব্রহ্মীভূত। ৫—৬। গাছের বাকলের বস্ত্র।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

বনবাসী ঋষির ধর্ম্ম

পার্ব্বতী কহিলেন, 'নাথ! যে সমস্ত বানপ্রস্থাবলম্বী মহাত্মা নদীতট, নিকুঞ্জ, বন, পর্ব্বত ও ফলমূলসম্পন্ন অতি পবিত্র প্রদেশ সমুদয়ে বাস করিয়া থাকেন, সেই স্বশরীরোপজীবী মহাত্মাদিগের নিয়ম শ্রবণ করিতে

১। চক্রবৎ বিচরণশীল। ২। চন্দ্রলোকবাসী। ৩। ত্রিকালস্নায়ী।

আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! বানপ্রস্থদিগের যেরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ কর। বনবাসী সিদ্ধ মহাত্মাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া ত্রিকালীন অভিষেক, ইঙ্গুদী ও এরণ্ড তৈল ব্যবহার, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, যজ্ঞসম্পন্ন এবং ফলমূল ও নীবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর যোগানুষ্ঠান, অরণ্যমধ্যে বীরাসনে অবস্থান, মণ্ডূকযোগসাধন, স্থণ্ডিলে শয়ন এবং শীতকালে সলিলে অবস্থান ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসেবন করিবেন। উঁহাদিগের অব্ভক্ষ[১], বায়ুভক্ষ, শৈবলভক্ষ, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখলিক বা সংপ্রক্ষালন হইয়া, চীর বল্কল বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। হোম, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান, পোষ্যবর্গের প্রতিপালন, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ, দর্শপৌর্ণমাস যাগ ও নিত্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উঁহাদের পরম ধর্ম্ম। উঁহাদের মধ্যে অনেকে দারসংযোগ-বিমুক্ত হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। স্রুক্ ও ভাণ্ড ইঁহাদিগের পরম ধন। ইঁহারা অগ্নিত্রয়ের আরাধনা ও সৎপথে অবস্থান করিয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হয়েন। ইঁহারাই শাশ্বত ব্রহ্মলোক ও পবিত্র সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বানপ্রস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'নাথ! বনবাসী জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারী[২] ও কেহ কেহ দারবিহারী[৩] হইয়া থাকেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।'

মহাদেব কহিলেন, 'দেবি! যে সমস্ত তপস্বী স্বেচ্ছাচারী, মস্তকমুণ্ডন ও কাষায়বস্ত্রধারণই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। আর যাঁহারা দারসংযুক্ত, তাঁহারা রজনী উপস্থিত হইলেই গৃহে উপস্থিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় যথেষ্ট বিহার উঁহাদের ধর্ম্ম নহে। ত্রিকালীন স্নান স্বেচ্ছাচারী ও দারবিহারী উভয়েরই বিহিত আছে। কিন্তু ঋষিনির্দ্দিষ্ট হোমের অনুষ্ঠান, সমাধি, সৎপথে অবস্থান ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসাধন প্রভৃতি পূর্ব্বকথিত যে সমস্ত বনবাসীদিগের ধর্ম্ম আছে, তৎসমুদয় কেবল দারনিরত ব্যক্তিদিগেরই বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

স্বদারনিরত ঋতুকালাভিগামী বানপ্রস্থগণ ঋষিকৃত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। স্বেচ্ছানুসারে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যিনি সকলকেই অভয় প্রদান করেন, যিনি হিংসাদ্বেষশূন্য এবং যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও সরলতা প্রদর্শন ও সকল প্রাণীকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারাই যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়। সমস্ত বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক স্নান ও সমুদয় প্রাণীকে সরলতা প্রদর্শন এই উভয়ই তুল্য, বরং বেদপাঠান্তে স্নান অপেক্ষা সরলতা প্রদর্শন অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সরলতাই যথার্থ ধর্ম্ম, কপটতাচরণ অপেক্ষা অধর্ম্মজনক কার্য্য অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি সরলতা অবলম্বন করেন, তাহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ হয়। যে মহাত্মা সরলতায় সমধিক তৎপরতা প্রদর্শন করেন, তিনি দেবগণের সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ হইবার অভিলাষ থাকে, সরলস্বভাব হওয়া তাহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও হিংসাপরিশূন্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অধিকারী হয়েন। যিনি অনলস, সৎপথাবলম্বী ও সচ্চরিত্র, তিনি ক্রমে পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! আশ্রমপ্রতিপালননিরত তাপসেরা কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া থাকেন, মহাধন রাজা বা নির্দ্ধন দরিদ্রগণ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, আর বনবাসী তাপসগণ কি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোকে দিব্যস্থান অধিকার করিয়া দিব্যচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া থাকেন, আমার এই সমস্ত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।'

মহাদেব কহিলেন, 'দেবি! যাহারা উপবাসব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন এবং যাঁহারা অহিংসক ও সত্যবাদী হয়েন, তাঁহারা নিষ্কলঙ্ক-পূর্ব্বক দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিহার

১। কেবল জলপায়ী। ২। সন্ন্যাসী। ৩। বিবাহিত।

করিয়া থাকেন। যাঁহারা মণ্ডূকযোগ-নিরত[১] ও বিধানানুসারে নানাপ্রকার সংকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে নাগগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি মৃগগণের সহিত বাস করিয়া মৃগমুখোৎসৃষ্ট তৃণসমুদয় ভক্ষণ করেন, তিনি পরম আনন্দে সুরলোকে বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শীতক্লেশসহিষ্ণু হইয়া শৈবাল ও বৃক্ষের শীর্ণপত্র ভক্ষণপূর্ব্বক কালযাপন করেন, তাঁহার চরমে পরম গতিলাভ হয়।

যিনি বায়ু বা ফলমূল ভক্ষণ অথবা সলিলমাত্র পান করিয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যক্ষলোকের ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি দ্বাদশ বৎসরকাল বিধানানুসারে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, অথবা যিনি দ্বাদশ বৎসরকাল পানভোজন পরিত্যাগী হয়েন, তাঁহার পরজন্মে পৃথিবীর সাম্রাজ্য-লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনাবৃত-প্রদেশস্থ স্থণ্ডিলে নিরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অনশনে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবলোকে গমনপূর্ব্বক বিবিধ যান, শয়ন ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ গৃহসমুদয় উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষাবসানে মহাসাগরে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বরুণলোক-লাভ হয়। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপনপূর্ব্বক প্রস্তর দ্বারা আপনার চরণদ্বয় ভেদ করেন, তিনি গুহ্যকগণের মধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হয়েন।

যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া আত্মসাধন-পূর্ব্বক দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়া দেবগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষান্তে অগ্নিমধ্যে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকলাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আত্মাতে আত্মসমাধানপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ ও মমতাশূন্য হইয়া দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপন করিয়া বৃক্ষে অগ্নি নিক্ষেপ পুরঃসর সবৎসমক্ষে দেহত্যাগবাসনায় গমন করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বকামসম্পন্ন, দিব্যপুষ্প-সমাকীর্ণ ও দিব্যচন্দনচর্চ্চিত হইয়া দেবগণের সহিত পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। যিনি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া দেহত্যাগে উৎসুক হয়েন তাঁহার অক্ষয়লোকলাভ হইয়া থাকে এবং কামচারী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে দেবলোকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন।'

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ক্ষত্রিয়াদি জাতির উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণ

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি সূর্য্যের নেত্র ও দন্ত উৎপাটন এবং দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন। আপনার তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। এক্ষণে আমার এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। ভগবান্ ব্রহ্মাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈশ্য কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া শূদ্রত্ব এবং কোন্ সুকর্ম্মবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শূদ্রযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্বলাভ হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেই বা ব্রাহ্মণ্যলাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ; ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণত্বলাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অথবা লোভমোহ বশতঃ বৈশ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহপ্রভাবে স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়েন। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা পরজন্মে স্বজাতিপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্বলাভ করিয়া থাকে।

হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এইরূপে শূদ্রত্বলাভ হয়। যে বিজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্

১। ভেকের ন্যায় আহারে নিবৃত্তিবিষয়ে বাক্‌নিয়ত।

ব্যক্তি স্বধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হয়েন, তাঁহার অবশ্যই অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে ধর্ম্মার্থী সাধুদিগের আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উগ্রজাতির অন্ন, বহু জনের আহারার্থ পরিপক্ক অন্ন, আদ্যশ্রাদ্ধীয় অন্ন, অশৌচান্ন, দূষিতান্ন ও শূদ্রান্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন পরিপাক না হইতে হইতে কালকবলে নিপতিত হয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অন্নভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোহবশতঃ তাহাকে অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক অভোজ্য অন্ন ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন। ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, ভগ্নব্রত, অপবিত্র, বেদবিবর্জ্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ, শঠ, শূদ্রাপতি, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, নীচসেবানিরত, গুরুদ্বেষী ও গুরুদারাপহারী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হয়।

বৈশ্য সদাচারনিরত হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে অবস্থান করিয়া অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্র যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথির প্রতি সমাদর ঋতুস্নানের পর পত্নীর সহবাস, নিয়মিত ভোজন, শৌচাবলম্বন, শুচি ব্যক্তির অন্বেষণ, পরিবারবর্গের আহারান্তে ভোজন ও বৃথামাংস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যত্বলাভ হয়। বৈশ্য যদি সত্যবাদী অহঙ্কারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবিহীন, শান্তিগুণাবলম্বী, যজ্ঞপরায়ণ, বেদানুরক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণের সৎকর্ত্তা ও সমুদয় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন, কামনাপরিত্যাগ, অগ্নিহোত্রে অনুষ্ঠান, অতিথিসৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করে, তাহা হইলেই সে অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জন্মাবধি সমুদয় সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়ন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা, আর্ত্তব্যক্তিদিগকে সাহায্যদান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ প্রদান, বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের শস্যের ষষ্ঠাংশগ্রহণ, পরস্ত্রীগমনবাসনা পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবারমাত্র আহার, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রগৃহে কুশোপরি শয়ন, সমাহিতচিত্তে ত্রিবর্ণ-সেবা, শূদ্রগণকে অন্নদান, পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথির তৃপ্তিসাধন, স্বীয় গৃহে অতিথির ন্যায় বাস, ত্রিকালে হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং গোব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার্থ সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্বীয় কর্ম্ম প্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হয়।

হে দেবি! এইরূপে অতি হীনবর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্মপ্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে এবং ব্রাহ্মণ নীচবর্ণের অন্নভক্ষণাদি অসৎকর্ম্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার মতে শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাহার হৃদয়ে নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব প্রকাশিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ শ্রেণীবিভাগমাত্র। বেদপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণ চরণবিশিষ্ট জঙ্গম ক্ষেত্রস্বরূপ। ঐ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আপনার মঙ্গলবাসনা করেন, তাহার সাত্ত্বিকা বৃত্তিশালী, সৎপথাবলম্বী, সংহিতাধ্যায়ী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হওয়া উচিত। অধ্যয়নজীবী হওয়া তাঁহার কদাপি

বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ এইরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী হইলেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া শূদ্রাদি নীচজাতির সংসর্গ পরিত্যাগ, দান, প্রতিগ্রহে অস্বীকার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূদ্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্বলাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।'

চতুশ্চত্বারিংশধিকশততম অধ্যায়

স্বর্গলাভের অধিকারি-নির্ণয়

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! মানবগণ কার্য্য, মন ও বাক্যপ্রভাবে কখন বন্ধনযুক্ত এবং কখন বা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে; এক্ষণে মনুষ্য কিরূপ চরিত্র, কার্য্য ও গুণসম্পন্ন হইলে স্বর্গলাভে অধিকারী হয়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! তুমি আমার নিকট যে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা সত্যধর্ম্মনিরত ও আশ্রম সমুদয়ের লক্ষণবিহীন হইয়া ধর্ম্মলব্ধ অর্থ ভোগ করেন, তাঁহারাই স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা প্রশ্নোত্তরপারগ, সর্ব্বদা ও সংশয়বিহীন হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কদাচ ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যাঁহারা বীতরাগ হইয়া কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে আসক্তি না জন্মে এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান, সচ্চরিত্র ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন, তাঁহারাই কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান, সকলের বিশ্বাসপাত্র হিংসাবিহীন, সদাচারনিরত, পরধনে নিস্পৃহ, চৌর্য্য-বিমুখ, স্বধনসন্তুষ্ট, স্বভাগোপজীবী, সংযতেন্দ্রিয়, সত্যনিরত ও বেদবিরুদ্ধ সুখসম্ভোগে বিরত হয়েন, যাঁহারা ধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও ঋতুস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন, এবং যাঁহারা পরস্ত্রীসংসর্গের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাহাদিগকে মাতা, ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়। জীবিকানির্ব্বাহ বা ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা এই নির্ম্মল পথ অবলম্বন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বর্গলাভের বাসনা করেন, তাঁহারা কদাচ ইহা অতিক্রম করিবেন না।'

স্বর্গ-নরকজনক সদসৎ কার্য্য

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে স্বর্গভোগ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! যাঁহারা আপনার বা অন্যের হিতসাধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, ধর্ম্মলাভ ও কামবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, যাঁহারা নির্দ্দোষ মধুর লোকের বাক্যে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও সর্ব্বতোভাবে কপটতা পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা কাহারও প্রতি কটুবাক্য বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন না, মিত্রভেদকর[১] পিশুনবাক্য প্রয়োগ করিতে যাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না, যাঁহারা পরদ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়বাদী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হয়েন, যাঁহারা শঠতা ও অসদ্ব্যবহার না করিয়া সর্ব্বদা মধুরবাক্যে লোকের সহিত আলাপ করেন এবং যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াও মর্ম্মভেদী পরুষবাক্য উচ্চারণ না করিয়া মিষ্টকথা কহেন, তাঁহারা স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব সর্ব্বদা এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের বাসনা করিবেন না।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিলে মানবগণের স্বর্গলাভ এবং কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা, উহাদের নরকভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলাভ করেন এবং কুটিলপ্রকৃতি মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক নরকভোগ করিয়া থাকে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা নির্জ্জন গ্রাম, গৃহ বা অরণ্যমধ্যে[২] পরধন দর্শন করিয়া

১। বন্ধুবিচ্ছেদজনক। ২। অরণ্য।

উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, নির্জনে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াও যাঁহাদিগের মন বিচলিত না হয়, যাঁহারা কি শত্রু কি মিত্র সকল লোকেরই সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা বিদ্বান্, পবিত্রস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বধনসন্তুষ্ট, শত্রুতাবিহীন, আয়াসশূন্য, সকলের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে যত্নশীল, প্রশান্তচিত্ত, সর্ব্বভূতে দয়াবান, শ্রদ্ধান্বিত, পবিত্র, পবিত্র ব্যক্তিদিগের প্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবেত্তা, শুভাশুভ কার্য্যের পরিণামদর্শী, ন্যায়পরায়ণ গুণবান, দেবদ্বিজভক্ত এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়েন, তাঁহারাই স্বর্গলাভের যথার্থ অধিকারী। এই আমি তোমার নিকট স্বর্গলাভের পথ সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। ইহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নরকভোগ করিতে হয়। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা ব্যক্ত কর।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন! মনুষ্য কিরূপ কার্য্য বা তপস্যা দ্বারা দীর্ঘায়ু ও কিরূপ কার্য্য দ্বারা ক্ষীণায়ু হয় এবং ইহলোকে কি নিমিত্ত কেহ ভাগ্যবান, কেহ কুলীন, কেহ কুলভ্রষ্ট, কেহ প্রিয়দর্শন, কেহ অপ্রিয়দর্শন, কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত কেহ মূর্খ এবং কেহ অল্প ক্লেশযুক্ত হইয়া কালহরণ করিয়া থাকে, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি। যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা উগ্রস্বভাব, প্রাণিগণের প্রাণহন্তা, উদ্যতদণ্ড, শস্ত্রপ্রহারে সমুদ্যত, নির্দ্দয়, জীবগণের উদ্বেগজনক এবং কীট-পতঙ্গেরও আশ্রয়দানে বিরত হয়, তাহারাই নরকে গমন করে। আর যাঁহারা এই সমুদয় আচরণে বিরত হয়েন, তাঁহারা সৎকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন। লোকে হিংসাপরায়ণ হইলে নরক এবং হিংসাবিহীন হইলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নরকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কোনক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহাকে ঐ মনুষ্যজন্মে ক্ষীণায়ু হইতে হয়। যাহারা পাপকার্য্যনিরত, হিংস্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হয়, তাহারাই পরজন্মে [illegible] হইয়া থাকে। আর যাঁহারা সত্যশীলবাদী, সর্ব্বভূতে দয়াশীল, হত্যাবিমুখ এবং দণ্ডবিধান ও শস্ত্রপ্রহারে পরাঙ্মুখ হইয়া কাহারও হিংসা বা পরহিংসার অনুমোদন না করেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভপূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ ও পরিশেষে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৎকার্য্যনিরত সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের দীর্ঘায়ু হইবার এই প্রাণিহিংসানিবৃত্তিরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।'

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

পুণ্য-পাপজনক কার্য্যাবলী

পার্ব্বতী কহিলেন, 'দেব। মনুষ্য কিরূপ স্বভাবসম্পন্ন, কি প্রকার কার্য্যানুষ্ঠাননিরত ও কি প্রকার দানশীল হইলে তাহার স্বর্গলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি। যিনি ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকার এবং দীন, অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্নপান ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি গৃহ, সভা কূপ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং যিনি প্রীতমনে আসন, শয্যা, যান, রত্ন, ধন, ধেনু, ক্ষেত্র ও স্ত্রী প্রভৃতি প্রার্থনীয় বস্তুসকল অকাতরে দান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও অপ্সরাদিগের সহিত নন্দন-কাননে বিহার করিয়া পরিশেষে পুনরায় জীবলোকে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ জন্মে তাঁহার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হয়। তিনি ধনী ও ভোগশীল হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবান্ প্রজাপতি মহাত্মাদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ধনসত্ত্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাদিগকে অর্থপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহাদিগকে দানকৃপণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমস্ত লুব্ধস্বভাব পামরের নিকট দীন, অন্ধ, ভিক্ষুক, অতিথি প্রভৃতি যথার্থ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও ধন, বস্ত্র, সুবর্ণ, গো ও ভোজ্য

প্রকার খাদ্যদ্রব্য কদাপি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল দানপরাঙ্মুখ অধার্ম্মিক নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকে নিপতিত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে নির্দ্ধন লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। ঐ জন্মে উহারা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে; উহারা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া লোকের দ্বারে গমন করিলেও লোকে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। হে দেবি! অদাতা কৃপণদিগের এইরূপই দুর্গতিলাভ হয়। যাহারা ধনমদমত্ত হইয়া আসনার্হ ব্যক্তিদিগকে আসন, পাদ্যার্হ ব্যক্তিকে পাদ্য, অর্ঘ্যার্হ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য, আচমনীয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আচমনীয় ও পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান না করে; আর যাহারা অভ্যাগত গুরুর প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে বিরত, অভিমানসম্ভূত লোভের একান্ত বশীভূত এবং মান্য ব্যক্তির অবমাননা ও বৃদ্ধবর্গের পরাভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। এই পামরেরা যদি কোনক্রমে বহুকালের পর নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে উহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট চণ্ডালাদির বংশে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি অভিমানপরতন্ত্র নহে, যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত অর্চ্চনা করেন, যিনি লোকের পূজনীয়, বিনয়ী, মধুরভাষী ও সকল বর্ণের প্রিয়কার্য্যে নিরত, যিনি কখন কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না এবং যিনি সকলকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যর্থনা, সকলকেই যথোচিত সৎকার, পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান, গুরুকে যথোচিত সম্মান ও সতত অতিথি-সংগ্রহে যত্ন প্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে ভূলোকে অতি উৎকৃষ্ট কুলে সমুৎপন্ন হয়েন। ঐ জন্মে তিনি অতিশয় ভোগশালী, ধর্ম্মপরায়ণ, সকলের মাননীয় ও আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত দান করেন। বিধাতা স্বয়ং এই ধর্ম্মফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মনোমধ্যে ভয় উত্তেজিত করিয়া থাকে, যে নরাধম হিংসাপরবশ হইয়া হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্রণা প্রদান এবং ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জন্তুগণকে আক্রমণ করে, সেই পাপাত্মা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঐ দুরাত্মা বহুকালের পর যদি কালক্রমে পুনরায় মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে উহাকে বিপজ্জাল-পরিপূর্ণ অতি নীচ বংশে উদ্ভূত হইয়া সকলের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। আর যিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুভাবিহীন, সকলের পিতৃতুল্য ও দয়াবান হইয়া সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, যিনি হস্তপদাদি দ্বারা কোন জন্তুকেই যন্ত্রণা প্রদান করেন না এবং যিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া দিব্য ভবনে দেবতার ন্যায় পরম সুখে বাস এবং পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আর কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সাধুদিগের গতির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।'

কর্ম্মবশে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক-উৎপত্তি

পার্ব্বতী কহিলেন, 'নাথ! এই জীবলোকে কতকগুলি তর্কবিতর্কসুনিপুণ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও কতকগুলি লোক প্রজ্ঞাবিহীন মূর্খ হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? আর কি নিমিত্তই বা কতকগুলি লোক জন্মাবধি অন্ধ, রোগার্ত্ত ও ক্লীব হইয়া থাকে? আমার এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! যে সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বেদবিৎ ধর্ম্মপরায়ণ সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অশুভ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উহার প্রভাবে ইহলোকে সুখ ও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মাই কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবান্ ও কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে পরজন্মে জন্মান্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসৎ অভিসন্ধি করিয়া বিবসনা কামিনীকে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে নিরন্তর রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে সকল দুরাত্মারা পশ্বাদির সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীসংসর্গে অনুরক্ত হয় প্রভৃ-

যাহারা গুরুদারাপহরণ ও গুরুহত্যা করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! মনুষ্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে?'

মহাদেব কহিলেন, 'দেবি! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সতত শ্রেয়োলাভের পথ জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও গুণাকাঙ্ক্ষী[১] হয়েন, তিনি দেহান্তে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া অসাধারণ মেধাবী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়েন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের হিতার্থ শুভফলজনক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।'

পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্! এই ভূমণ্ডলে কতকগুলি মনুষ্য ধর্ম্মবিদ্বেষী, স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রতহীন নিয়মভ্রষ্ট, রাক্ষসসদৃশ, হিংসাপরায়ণ ও অযাজ্ঞিক হয়, উহারা প্রাণান্তেও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ গমন করে না। আর কতকগুলি লোক ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রতনিরত, শ্রদ্ধাবান্ ও যাজ্ঞিক হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'দেবি! বেদে লোকধর্ম্মের মর্য্যাদা[২] স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা সেই বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ব্রতশীল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই সমস্ত ব্রহ্মরাক্ষস সদৃশ পাপাত্মা দেহান্তে নরকভোগের পর কোনক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া হোম, বষট্কার ও ব্রতবিহীন হইয়া কালযাপন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের শুভাশুভ বিষয় সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।'

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

নারীগণের ধর্ম্মনিরূপণ

নারদ কহিলেন, "ভগবান্ ভূতভাবন প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইবার বাসনায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি উৎকর্ষ ও ধর্ম্মবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান। তুমি সাধ্বী, সুকেশী, কার্য্যদক্ষ, দম ও শান্তিগুণযুক্ত, মমতাপরিশূন্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত। ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, ইন্দ্রের শচী, মার্কণ্ডেয়ের ধূমোর্ণা, কুবেরের ঋদ্ধি, বরুণের গৌরী, সূর্য্যের সুবর্চ্চলা, চন্দ্রের রোহিণী, অগ্নির স্বাহা এবং কশ্যপের পত্নী অদিতি; ইঁহাদের সকলেরই সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ও সহবাস[১] হইয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি শীলতা, কি ব্রত, কি সারাংশ, কি বীর্য্য, কোন বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা ন্যূন নহ। তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি। ভূমণ্ডলস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত কামিনীগণ তোমারই চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে। তোমার অর্দ্ধশরীর দ্বারা আমার অর্দ্ধশরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনুষ্যদিগের মঙ্গলসাধন করিয়া থাক। স্ত্রীজাতির শাশ্বত ধর্ম্মবিষয় তোমার অবিদিত নাই। অতএব তুমি এক্ষণে উহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কারণ, তুমি যাহা কীর্ত্তন করিবে, তাহা অবশ্যই এই জগতে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।'

ভগবান্ ভূতভাবন এই কথা কহিলে, পার্ব্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি সমুদয় জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। আপনার প্রসাদবলেই আমার বাক্‌শক্তি প্রতিভাসিত[২] হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার স্নানার্থ সন্নিহিত সরস্বতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ইরাবতী, শতদ্রু দেবিকা, সিন্ধু, কৌশিকী, গোমতী এবং স্বর্গ হইতে সমাগত সমুদয় তীর্থে পরিবেষ্টিত দেবনদী গঙ্গা, ইহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আনুপূর্ব্বিক স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব স্ত্রীজাতিরা স্বজাতিরই অনুধাবন করিয়া থাকে বিশেষতঃ আমি নদীসমুদয়ের সহিত পরামর্শ করিলে উঁহাদের সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইবে; অতএব উঁহাদের সহিত পরামর্শ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' ভগবতী মহাদেবকে এই কথা কহিয়া হাস্যবদনে স্ত্রীধর্ম্মকুশল সরিদগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে নদীগণ! ভগবান্ ভূতপতি আমাকে স্ত্রীধর্ম্ম-বিষয়ক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া

১। জানিবার ইচ্ছুক। ২। সীমা—যাহার কোন্ ধর্ম্ম কর্ত্তব্য।

১। একত্র বাস। ২। স্ফূর্তিপ্রাপ্ত।

উঁহাকে তাহার উত্তর প্রদান করিবার বাসনা করি। এই ভূমণ্ডলে বা স্বর্গমধ্যে কেহই একাকী বিজ্ঞান-বিষয় স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমি তোমাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

ভগবতী পার্ব্বতী অতি পবিত্র সরিদ্‌গণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে স্ত্রীধর্ম্মজ্ঞা সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি জগন্মান্যা হইয়াও নদীদিগকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যে ব্যক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়াও অন্যকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সম্মাননা করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্কপারদর্শী, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন বক্তার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি আত্মাভিমাননিবন্ধন অন্যকৃত সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সভায় বক্তৃতা করে, সে বুদ্ধিমান হইলেও তাহার বাক্য দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেবি! তুমি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও স্বর্গমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত; অতএব তুমি স্বয়ং স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন কর।'

সুরতরঙ্গিণী ভগবতী পার্ব্বতীকে সমাদরপূর্ব্বক এই কথা কহিলে তিনি বিস্তারিতরূপে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 'আমি স্ত্রীধর্ম্ম যতদূর অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পিতা, মাতা প্রভৃতি বন্ধু-বর্গের অনুমতি-অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান কর্ম্ম। যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হয়েন এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্রবদন-দর্শনজনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দাম্পত্য-ধর্ম্মশ্রবণে অনুরাগিণী, ভর্ত্তৃতুল্য ব্রতচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হয়েন এবং স্বীয় স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন, যিনি একান্তচিত্তে স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহার মন স্বামিচিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়, স্বামী দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন, অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না, স্বামী দরিদ্র, ব্যাধি-পীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপটভাবে সমাদর প্রকাশ করেন, যিনি কার্য্যদক্ষা, প্রযতা, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী, যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন, যাঁহার মন স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে। যিনি প্রতিনিয়ত অন্নদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন, যিনি বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন, যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহমার্জ্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলিপ্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন, পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন, যাঁহা দ্বারা লোকসকল সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষসাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাঁহার হিতসাধনে নিরত হয়েন, তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্মের ফললাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গলাভে কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। হে দেবাদিদেব! এই আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাতিব্রত্য-ধর্ম্মভাগিনী হয়েন।'

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবতী পার্ব্বতী এই কথা কহিলে ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া স্বীয় অনুচর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তথা হইতে বিদায় করিলেন। তখন যাবতীয় গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত ও নদীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।"

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

শঙ্কর কর্ত্তৃক বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

নারদ কহিলেন, "অনন্তর মহর্ষিগণ সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্। আপনার নিকট মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।'

মহেশ্বর কহিলেন, 'হে মহর্ষিগণ। সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, দশবাহু, দৈত্যনিসূদন, শ্রীবৎসাঙ্ক, সর্ব্বদেবের পূজিত, সনাতন বাসুদেব পিতামহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মস্তক হইতে আমার, উদর হইতে ব্রহ্মার, কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থ-সমুদয়ের, রোম হইতে দেবতা ও অসুরগণের এবং দেহ হইতে মহর্ষি ও নিত্যলোকসমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ব্রহ্মা ও দেবগণের সাক্ষাৎ গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনিই স্থাবর জঙ্গমসঙ্কুলিত পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দেবশ্রেষ্ঠ, দেবগণের অরাতিনিপাতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, সর্ব্বগ, সর্ব্বতোমুখ, পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহই নাই। তিনি সনাতন, মধুনিপাতন ও গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে অসংখ্য নরপতির বিনাশসাধন করিবেন। তিনি ভিন্ন কোন দেবতারই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই।

তিনি সর্ব্বনমস্কৃত ও সর্ব্বভূতের নায়কস্বরূপ। কি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, কি আমি, কি অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে পরম সুখে বাস করিয়া থাকি। সেই শার্ঙ্গচক্রখড়্গধারী গরুড়ধ্বজ পুণ্ডরীকাক্ষ সতত লক্ষ্মীর সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। তিনি শীলসম্পন্ন, শম, দম ও বলবীর্য্যসমন্বিত, পরমসুন্দর, সর্ব্বোন্নত, ধৈর্য্যশীল, সরল, অনৃশংস, অলৌকিক অস্ত্রসমুদয়ে সুশোভিত, যোগমায়াযুক্ত, সহস্রাক্ষ, অনিন্দনীয়, মহামনা, বীর, মিত্রদিগের প্রশংসাকারী, জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহঙ্কারবিহীন, ব্রাহ্মণগণের হিতকর, বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়হর্ত্তা, মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বভূতের শরণ্য, দীনগণের প্রতিপালক, বিদ্বান্, অর্থসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের নমস্কৃত, আশ্রিত, শত্রুদিগেরও পরিত্রাতা, ধর্ম্মবিদ, নীতিজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয়।

যাদববংশ-বিবরণ—বাসুদেব-মাহাত্ম্য

তিনি দেবগণের মঙ্গলবিধানার্থ মহাত্মা মনুর বিশুদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে অঙ্গ, অঙ্গ হইতে অন্তর্দ্ধামা, অন্তর্দ্ধামা হইতে হবির্দ্ধামা, হবির্দ্ধামা হইতে প্রাচীনবর্হি, প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতা, প্রচেতা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতি হইতে দাক্ষায়ণী, দাক্ষায়ণী হইতে আদিত্য ও আদিত্য হইতে বৈবস্বতমনু সমুৎপন্ন হইবেন। সেই বৈবস্বতমনুর বংশে ইলা জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে পুরূরবার উৎপত্তি হইবে। পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি, যযাতি হইতে যদু, যদু হইতে ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টা হইতে বৃজিনীবান্, বৃজিনীবান্ হইতে ঋষদ্গু ও ঋষদ্গু হইতে চিত্ররথ সমুদ্ভূত হইবে। ঐ চিত্ররথের পরম পরিশুদ্ধ বংশে শূর নামে এক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাযশস্বী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই শূর হইতে মহাত্মা বসুদেবের এবং বসুদেব হইতে বাসুদেবের উৎপত্তি হইবে।

ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ জরাসন্ধকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার প্রভাবে গিরিগহ্বরে রুদ্ধ নরপতিদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পরিশেষে অপ্রতিহত-বলবীর্য্যপ্রভাবে সমুদয় নরপতির শাসনকর্ত্তা হইয়া দ্বারকায় অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন। অতএব তোমরা তৎকালে শাস্ত্রানুসারে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় সেই সনাতন বাসুদেবের পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিও। যে ব্যক্তি আমাকে বা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে বাসনা করিবে, সে যেন সেই সনাতন বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার করে। ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মাকে ও আমাকে দর্শন করা হইবে। ভগবান বাসুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি

সেই মধুসূদনের আশ্রয়গ্রহণ করিবেন, তিনি কীর্ত্তি, জয় ও স্বর্গলাভে সমর্থ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। অতএব সৎকার্য্যনিরত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা সর্ব্বদা সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করিবেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্মলাভ হইবে।

মহাত্মা হৃষীকেশ প্রজাগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যে মহর্ষিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিয়া তপস্যা করিতেছেন। অতএব সেই ধর্ম্মপরায়ণ সনাতন হৃষীকেশকে নমস্কার করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি সজ্জনের ন্যায় বন্দিত হইলে বন্দনা, মানিত হইলে মাননা, পূজিত হইলে প্রতিপূজা, দৃষ্ট হইলে দর্শন এবং আশ্রিত হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। লোকপূজিত দেবগণও তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। অতএব প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বলরামের মাহাত্ম্য বর্ণন

হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদের নিকট বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সকল দেবতাকে দর্শন করা হয়। আমিও সেই সর্ব্বলোকপিতামহ মহাবরাহমূর্ত্তিধর জগৎপতিকে নিয়ত নমস্কার করিয়া থাকি। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শনলাভ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করি। এ মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই বলদেবের রথে ত্রিশির সুবর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান থাকিবে এবং তাঁহার মস্তক মহানাগগণে পরিবেষ্টিত হইবে। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্রশস্ত্রসমুদয় তাঁহার নিকট সমাগত হইবে। পূর্ব্বে দেবগণ কশ্যপাত্মজ বলবান্ গরুড়কে ঐ মহাত্মার অন্তদর্শনে অনুরোধ করাতে গরুড় তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই অনন্তদেব স্বীয় শরীর দ্বারা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া পরম আহ্লাদে রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। যিনি বিষ্ণু তিনিই অনন্তদেব এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব চক্রধারী কৃষ্ণ ও লাঙ্গলধারী বলদেব এই উভয়কে যত্নপূর্ব্বক দর্শন ও সম্মান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

হে তপোধন! এই আমি তোমাদিগের নিকট যত্নপূর্ব্বক যদুবংশাবতীর্ণ নারায়ণকে পূজা করিবার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।'

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণের কৃষ্ণ-অভিনন্দন

নারদ কহিলেন, "বাসুদেব! মহাত্মা মহাদেব এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে জলদজাল[১] উদিত, বিদ্যুদ্দাম[২] স্ফুরিত ও মেঘের গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হইল। মেঘ হইতে মুষলধারে বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র দেবগিরিতে মহর্ষিগণ মহাদেব বা ভূতগণকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর অবিলম্বেই নভোমণ্ডল হইতে জলদজাল অপসারিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শঙ্করের সহিত পার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তীর্থপর্য্যটন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে বাসুদেব! গিরিপৃষ্ঠে ভগবান্ মহাদেব যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিই সেই সনাতন ব্রহ্ম। পূর্ব্বে মহাদেব হিমালয় দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার তেজঃপ্রভাবে পুনরায় সেইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলাম। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।"

দেবকীনন্দন ভগবান্ বাসুদেব নারদের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কৃষ্ণ! তোমাকে দর্শন করিলে আমাদিগের যেরূপ আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, দেবলোকেও আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিলাভ হয়

১। মেঘমালা। ২। বিদ্যুৎশ্রেণী।

না. অতএব তুমি আমাদিগকে বারংবার দর্শন প্রদান করিও। ভগবান্ মহাদেব তোমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অণুমাত্রও মিথ্যা নহে। তুমি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছ এবং আমরা তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাক; এই নিমিত্তই আমরা তোমার প্রতি প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় এই তোমার নিকট হরপার্ব্বতীসংবাদবিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমরা নিতান্ত চপলস্বভাব, কোন গোপনীয় বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আমরা স্বীয় লঘুত্বনিবন্ধনই তোমার নিকট নানাপ্রকার কহিয়া থাকি। এই বিশ্বমধ্যে তোমার অবিদিত কোন বিস্ময়কর পদার্থই বিদ্যমান নাই। কি ভূলোকে, কি দ্যুলোকে, যে কোন স্থানে যে কোন পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ই তুমি অবগত আছ। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্টিলাভ হউক, অবিলম্বেই তোমার এক মহাপ্রভাবসম্পন্ন, দীপ্তিশীল, কীর্ত্তিমান্ ও তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবে। আমরা চলিলাম।' মহর্ষিগণ এই বলিয়া বাসুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

কৃষ্ণকীর্ত্তিপ্রসঙ্গে ভীষ্মের যুধিষ্ঠিরসমীপে নিদেশ

ভীষ্ম বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর শ্রীমান্ বাসুদেব হৃষ্টমনে বিধানানুসারে ব্রত সমাপন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে দেবী রুক্মিণী গর্ভধারণপূর্ব্বক দশম মাস পূর্ণ হইলে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অন্তরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, উঁহার নাম কাম।

হে যুধিষ্ঠির! এই সেই মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রীতিপূর্ব্বক তোমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমরাও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। ইনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্বর্গপথ বিদ্যমান থাকে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, এই বাসুদেব ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতার সমষ্টি। ইনি দেবাদিদেব মহাদেব ও সকল ভূতের আশ্রয়স্থান। ইঁহার আদি ও অন্ত নাই। ইনি অব্যক্তস্বরূপ। এই বাসুদেব সুরগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি দুষ্কর কার্য্যের বক্তা ও কর্ত্তা। ইঁহারই আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার জয়, কীর্ত্তি ও সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে। ইনি তোমার নাথ ও পরম গতি। তুমি হোতৃস্বরূপ হইয়া যুগান্তানলকল্প কৃষ্ণরূপ স্রব দ্বারা সমরাগ্নিতে অনেকানেক নৃপতিকে আহুতি প্রদান করিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন যখন জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিতান্ত শোচনীয়, সন্দেহ নাই। যখন এই কৃষ্ণের চক্রে মহাবল মহাকায় দানবগণ দাবানলে শলভের ন্যায় প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে, তখন হীনবল মনুষ্যেরা কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে?

এই যুগান্তানলতুল্য মহাযোগী সব্যসাচী অর্জ্জুনও সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি নারায়ণের অংশ। এই মহাবীর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অনায়াসে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে হিমাচলে ভগবান্ শঙ্কর তপোধনগণের নিকট কৃষ্ণের যেরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণের পুষ্টি, তেজ, পরাক্রম প্রভাব ও নম্রতা অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। কৃষ্ণের ঐ সমুদয় গুণ অতিক্রম করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অধিক কি কহিব, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ হয় সন্দেহ নাই। আমরা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ও পরাধীন, সেই নিমিত্তই জানিয়া শুনিয়াও মৃত্যুর পথে পাদপ্রসারণ করিয়াছি। তুমি নিতান্ত সরলস্বভাবসম্পন্ন; সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে এবং প্রিয়তর প্রাণের বিনিময়ে প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হইয়া এত দিন রাজ্যগ্রহণ কর নাই।

যাহারা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কালপ্রভাবেই কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে। আমিও কালপ্রভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছি। কালই সকলের ঈশ্বর। তুমি সেই কালকে বিলক্ষণ অবগত আছ। অতএব কাল যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

এই কৃষ্ণই সেই লোহিতলোচন দণ্ডধর কাল। এক্ষণে তুমি জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত শোকে কাতর হইও না। আমি তোমার নিকট মহর্ষি ব্যাস ও দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিও বিগতশোক হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছ। আমি উহা যতদূর কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতেই উঁহার মহিমার একপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

আমি তোমার নিকট অনেকানেক মহর্ষির প্রভাব, বিশেষতঃ হরপার্ব্বতীসংবাদ কহিয়াছি। যিনি ঐ পবিত্র সংবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধারণ করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ, সমুদয় অভীষ্টসিদ্ধি ও দেহান্তে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি আপনার মঙ্গলকামনা করেন, কৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকে অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ উমাপতি যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন তুমি নিরন্তর তৎসমুদয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। তুমি প্রজাপালননিরত হইয়া ধর্ম্মানুসারে জীবিতকাল অতিবাহিত করিলে দেহান্তে অবশ্যই তোমার স্বর্গলাভ হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধানই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সজ্জনসন্নিধানে আমি যে হর-পার্ব্বতী-সংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া বা শ্রবণ করিবার অভিলাষে বিশুদ্ধমনে শঙ্করের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবর্ষি নারদ শঙ্করের আরাধনা করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হও। বাসুদেবই মহাদেবের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত বদরিকাশ্রমে দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তুমি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, ব্যাস ও আমার নিকট ইহা সম্যক্ অবগত হইয়াছ। এই বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণার্থ কংসের বিনাশসাধন করিয়াছেন। শাশ্বত পুরাণপুরুষের অদ্ভুত কার্য্যের ইয়ত্তা করা নিতান্ত দুষ্কর। যখন বাসুদেব তোমার প্রিয়সখা, তখন অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। দুর্য্যোধন লোকান্তরিত হইলেও আমি তাহার নিমিত্ত নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। সেই দুর্ম্মতির দুর্ব্বুদ্ধিবশেই এই পৃথিবীর লোকক্ষয় হইয়াছে। তাহারই অপরাধে মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।"

মহাত্মা ভীষ্ম সেই মহামান্য ব্যক্তিগণমধ্যে এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নৃপতিগণ কৃষ্ণের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণে মনে মনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

বিষ্ণুর সহস্রনাম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভীষ্মের নিকট নানাবিধ ধর্ম্ম ও পবিত্র বিষয় সমুদয় শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে প্রধান দেবতা কে, কাহার স্তব ও কাহার অর্চ্চনা করিলে শুভফল হয়, কোন্ ধর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে মানবগণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে দেবাদিদেব পরমপুরুষ বাসুদেবই অদ্বিতীয়। উঁহার সহস্র নাম উল্লেখ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উঁহার স্তব ও অর্চ্চনা করিলেই শুভফললাভ হয়। সেই অনাদিনিধন ত্রিলোকাধিপতি নারায়ণকে ধ্যান, নমস্কার ও তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, লোকনাথ ও সমুদয় ভূতের উৎপত্তির আদিকারণ। ভক্তিপূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষের স্তব করাই সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যিনি সমুদয় তেজ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট তেজ, সমুদয় তপস্যা অপেক্ষা প্রধান তপস্যা, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ

ব্রত অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত, যিনি সমুদয় মঙ্গলের মঙ্গল, যিনি দেবতাদিগের দেবতা, যিনি সমুদয় জীবের পিতা ও পরব্রহ্মস্বরূপ এবং কল্পান্তে যাঁহাতে সমুদয় জীব বিলীন হয়, আমি এক্ষণে সেই লোক-প্রধান বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে পাপ ও ভয় এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ ঐ বিখ্যাত নাম সমুদয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্‌কার, ভূতভব্যভবৎপ্রভু, ভূতকর্ত্তা, ভূতভর্ত্তা, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, পূতাত্মা, পরমাত্মা, মুক্ত ব্যক্তিদিগের পরম গতি, অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর, যোগ, যোগবেত্তা-দিগের নায়ক, প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর, নরসিংহ, শ্রীমান, কেশব, পুরুষোত্তম, শর্ব্ব, সর্ব্ব, শিব, স্থাণু, ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, সম্ভাব, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, স্বয়ম্ভূ, শম্ভু, আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহাস্বন, অনাদিনিধন, ধাতা, বিধাতা, ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, অমরপ্রভু, বিশ্বকর্ম্মা, মনু, ত্বষ্টা, স্থবিষ্ঠ, স্থবির, ধ্রুব, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, কৃষ্ণ, লোহিতাক্ষ, প্রতর্দ্দন, প্রভূত, ত্রিককুৎ, ধাম, পবিত্র, মঙ্গল, পর, ঈশান, প্রাণদ, প্রাণ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, মাধব, মধুসূদন, ঈশ্বর, বিক্রমী, ধন্বী, মেধাবী, বিক্রম, ক্রম, অনুত্তম, দুরাধর্ষ, কৃতজ্ঞ, কৃত আত্মবান, সুরেশ, শরণ, শর্ম্ম, বিশ্বরেতা, প্রজাভব, অহঃ, সংবৎসর, ব্যাল, প্রত্যয়, সর্ব্বদর্শন, অজ, সর্ব্বেশ্বর, সিদ্ধ, সিদ্ধি, সর্ব্বাদি, অচ্যুত, বৃষাকপি, অমেয়াত্মা, সমুদয় যোগ হইতে নির্গত, বসু, বসুমনা, সত্য, সমাত্মা, সম্মিত, সম, অমোঘ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃষকর্ম্মা, বৃষাকৃতি, রুদ্র, বহুশিরা, বভ্রু, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা, অমৃত, শাশ্বত, স্থাণু, বরারোহ, মহাতপা, সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, ভানু, বিশ্বক্‌সেন, জনার্দ্দন, বেদ, বেদজ্ঞ, অব্যঙ্গ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, কবি, লোকাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, কৃতাকৃত্য, চতুরাত্মা, চতুর্ব্যূহ, চতুর্দংষ্ট্র, চতুর্ভুজ, ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন, ভোক্তা, সহিষ্ণু, জগতের আদি, অনঘ, বিজয়, জেতা, বিশ্বযোনি, পুনর্ব্বসু, উপেন্দ্র, বামন, প্রাংশু, অমোঘ, শুচি, উর্জ্জিত, অতীন্দ্র, সংগ্রহ, সর্গ, ধৃতাত্মা, নিয়ম, যম, বেদ্য, বৈদ্য, যোগী, বীরঘাতী, মাধব, মধু, অতীন্দ্রিয়, মহামায়, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাশক্তি, মহাবীর্য্য, মহাদ্যুতি, অনির্দ্দেশ্যবপু, শ্রীমান্‌, অমেয়াত্মা, মহাপর্ব্বতধারী, মহাধনুর্দ্ধর, মহীভর্ত্তা, শ্রীনিবাস, সাধুদিগের গতি, অনিরুদ্ধ, সুরানন্দ, গোবিন্দ, ইন্দ্রিয়তত্ত্ববেত্তাদিগের পতি, মরীচি, দমন, হংস, সুপর্ণ, ভুজগোত্তম, হিরণ্যনাভ, সুতপাঃ, পদ্মনাভ, প্রজাপতি, অমৃত্যু, সর্ব্বদৃক, সিংহ, সন্ধাতা, সন্ধিমান্‌, স্থির, অজ, দুর্ম্মর্ষণ শাস্তা, বিশ্রুতাত্মা, দৈত্যঘাতী, গুরু, গুরুতম, ধাম, সত্য, সত্যপরাক্রম, নিমিষ, অনিমিষ, স্রগ্বী, বাচস্পতি, উদারধী, অগ্রণী, গ্রামণী, শ্রীমান্‌, ন্যায়, নেতা, সমীরণ, সহস্রমূর্দ্ধা, বিশ্বাত্মা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, আবর্ত্তন, নিবৃত্তাত্মা, সংবৃত, সংপ্রতর্দ্দন, অহঃ, সংবর্ত্তক, বহ্নি, অনিল, ধরণীধর, সুপ্রসাদ, প্রসন্নাত্মা, বিশ্বধারী, বিশ্ব-ভোক্তা, বিভু, সৎকর্ত্তা, সৎকৃত, সাধু, জহ্নু, নারায়ণ, নর, অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়াত্মা, বিশিষ্ট, শাসনকর্ত্তা, শুচি, সিদ্ধার্থ, সিদ্ধসংকল্প, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিসাধন, বৃষাহী, বৃষভ, বিষ্ণু, বিষপর্ব্বা, বৃষোদর, বর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, বিবিক্ত, শ্রুতিসাগর, সুভুজ, দুর্দ্ধর, বাগ্মী, মহেন্দ্র, বসুদ, বসু, বহুরূপী, বৃহদ্রূপ, শিপিবিষ্ট, প্রকাশন, ওজ, তেজ, দ্যুতিধর, প্রকাশাত্মা, প্রতাপন, ঋদ্ধ, স্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র, চন্দ্রাংশু, ভাস্করদ্যুতি, অমৃতাংশূদ্ভব, ভানু, শশবিন্দু, সুরেশ্বর, ঔষধ, জগৎসেতু, সত্যধর্ম্মপরাক্রম, ভূতভব্যভবন্নাথ, পবন, পাবন, অনল, কামঘাতী, কামকারী, কান্ত, কাম, কামদাতা, প্রভু, যুগাদিকর্ত্তা, যুগাবর্ত্ত, অনেকমায়, মহাশন, অদৃশ্য, অব্যক্তরূপ, সহস্রজিৎ, অনন্তজিৎ, ইষ্ট, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শিখণ্ডী, নহুষ, বৃষ, ক্রোধাহা, ক্রোধকারী, কর্ত্তা, বিশ্ববাহু, মহীধর, অচ্যুত, প্রোথিত, প্রাণ, প্রাণদ, বাসবানুজ, জলনিধি, অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত, প্রতিষ্ঠিত, স্কন্দ, স্কন্দধর, ধুর্য্য, বরদ, বায়ুবাহন, বাসুদেব, বৃহদ্ভানু, আদিদেব, পুরন্দর, অশোক, তারণ, তার, শূর, শৌরি, জনেশ্বর, অনুকূল, শতাবর্ত্ত, পদ্মী, পদ্মনিভেক্ষণ, পদ্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ, পদ্মগর্ভ, শরীরপোষক, মহর্দ্ধি, ঋদ্ধ, বৃদ্ধাত্মা, মহাক্ষ, গরুড়ধ্বজ, অতুল, শরভ, ভীম, সময়জ্ঞ, হরি, হবি, সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, লক্ষ্মীবান্‌, সমিতিঞ্জয়, বিক্ষর, রোহিত, মার্গ, হেতু, দামোদর, সহ, মহীধর, মহাভাগ বেগবান, অমিতাশন, উদ্ভব, ক্ষোভণ, দেব, শ্রীগর্ভ, পরমেশ্বর, কারণ, কর্ত্তা, করণ, বিকর্ত্তা, গহন, গুহ, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, সংস্থান,

স্থানদাতা, ধ্রুব, পরার্দ্ধি, পরমস্পষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট, শুভেক্ষণ, রাম, বিরাম, বিরজ, মার্গ, নেয়, নয়, অনয়, বীর, বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষ, প্রাণ, প্রাণদ, প্রণব, পৃথু, হিরণ্যগর্ভ, শত্রুঘ্ন, ব্যাপ্ত, বায়ু, অধোক্ষজ, ঋতু, সুদর্শন, কাল, পরমেষ্ঠী, পরিগ্রহ, উগ্র, সংবৎসর, দক্ষ, বিশ্রাম, বিশ্বদক্ষিণ, বিস্তার, স্থাবর, স্থাণু, প্রমাণ, অব্যয়, বীজ, অর্থ, অনর্থ, মহাকোশ, মহাভোগ, মহাধন, অনির্ব্বিণ্ণ, স্থবিষ্ঠ, ধর্ম্মযূপ, মহামখ, নক্ষত্রনেমি, নক্ষত্রী, ক্ষম, ক্ষাম, সমীহন, যজ্ঞ, ইজ্য, মহেজ্য, ক্রতু, সাধুদিগের গতি, সর্ব্বদর্শী, বিমুক্তাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, উত্তমজ্ঞান, সুব্রত, সুমুখ, সূক্ষ্ম, সুঘোষ, সুখদাতা, সুহৃৎ, মনোহর, জিতক্রোধ, বীরবাহু, বিদারণ, স্বাপন, স্ববশ, ব্যাপী, অনেকাত্মা, অনেকধর্ম্মকৃৎ, বৎসর, বৎসল, বৎসী, রত্নগর্ভ, ধনেশ্বর, ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মকর্ত্তা, ধর্ম্মী, স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষর, অক্ষর, অবিজ্ঞাতা, সহস্রাংশু, বিধাতা, কৃতলক্ষণ, গভস্তিনেমি, সত্ত্বস্থ, সিংহ, ভূতমহেশ্বর, আদিদেব, মহাদেব, দেবেশ, দেবপালক, গুরু, উত্তর, গোপতি, গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, শরীরস্থিত পঞ্চভূতের পালক, ভোক্তা, কপীন্দ্র, ভূরিদক্ষিণ, সোমপ, অমৃতপ, সোম, পুরজিৎ, পুরুত্তম, বিজয়, জয়, সত্যসন্ধ, দশার্হ, সাত্বতদিগের অধিপতি, জীব, বিনয়িতা, সাক্ষী, মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, অম্ভোনিধি, অনন্তাত্মা, মহাসমুদ্রশায়ী, অন্তক, অজ, মহার্হ, স্বভাবসিদ্ধ, শত্রুবিজয়ী, প্রমোদন, আনন্দ, নন্দন, নন্দ, সত্যধর্ম্মা, ত্রিবিক্রম, মহর্ষি, কপিলাচার্য্য, কৃতজ্ঞ, মেদিনীপতি, ত্রিপদ, ত্রিদশাধ্যক্ষ, মহাশৃঙ্গ, কৃতান্ত-ঘাতী, মহাবরাহ, গোবিন্দ, সুষেণ, কনকাঙ্গদী, গুহ্য, গভীর, গহন, গুপ্ত, গদাচক্রধারী, বেধা, স্বাঙ্গ, অজিত, কৃষ্ণ, দৃঢ়, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, বরুণ, বারুণ, বৃক্ষ, পুষ্করাক্ষ, মহামনা, ভগবান, ভগঘ্ন, নন্দী, বনমালী, হলায়ুধ, আদিত্য, জ্যোতিঃপ্রধান, সহিষ্ণু, গতিসত্তম, সুধন্বা, খণ্ডপরশু, দারুণ, দ্রবিণপ্রদ, দিবস্পৃশী, সর্ব্বদৃক্, ব্যাস, বাচস্পতি, অযোনিজ, ত্রিসামা, সামগ, সাম, নির্ব্বাণ, ভেষজ, ভিষক, সন্ন্যাসকারী শম, শান্ত, নিষ্ঠা, শান্তি, পরায়ণ, শুভাঙ্গ, শান্তিদ, স্রষ্টা, কুমুদ, কুবলেশয়, গোহিত, গোপতি, গোপ্তা, বৃষভাক্ষ, বৃষপ্রিয়, অনিবর্ত্তী, নিবৃত্তাত্মা, সংক্ষেপ্তা, ক্ষেমকৃৎ, শিব, শ্রীবৎসবক্ষা, শ্রীবাস, শ্রীপতি, শ্রীমান্

ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাতা, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধি, শ্রীবিভাবন, শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রেয়, শ্রীমান, ত্রিলোকের আশ্রয়, স্বক্ষ, স্বঙ্গ, শতানন্দ, নন্দী, জ্যোতি, গণেশ্বর, বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা, সৎকীর্ত্তি, ছিন্নসংশয়, উদীর্ণ, সর্ব্বতশ্চক্ষু, অনীশ, শাশ্বত, স্থির, ভূশায়ী, ভূষণ, ভূতি, বিশোক, শোকনাশন, অর্চিষ্মান, অর্চিতকুম্ভ, বিশুদ্ধাত্মা, বিশোধন, অনিরুদ্ধ, অপ্রতিরথ, প্রদ্যুম্ন, অমিতবিক্রম, কালনেমি, নিহন্তা, বীর, শৌরি, শূরজনেশ্বর, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকেশ, কেশব, কেশিহা, হরি, কামদেব, কামপাল, কামী, কান্ত, কৃতাগম, অনির্দ্দেশ্যবপু, বিষ্ণু, বীর, অনন্ত, ধনঞ্জয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিবর্দ্ধন, ব্রহ্মবিৎ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, মহাক্রম, মহাকর্ম্মা, মহাতেজা, মহোরগ, মহাক্রতু, মহাযজ্বা, মহাযজ্ঞ, মহাহবি, স্তব্য, স্তবপ্রিয়, স্তোত্র, স্তুতি, স্তোতা, রণপ্রিয়, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুণ্য, পুণ্যকীর্ত্তি, অনাময়, মনোজব, তীর্থকর, বসুরেতা, বসুপ্রিয়, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বসু, বসুমনা, হবি, সদ্গতি, সৎকৃতি, সত্তা, সদ্ভূতি, সৎপরায়ণ, শূরসেন, যদুশ্রেষ্ঠ, সন্নিবাস, সুযামুন, ভূতবাস, বাসুদেব, সর্ব্বাসুনিলয়, অনল, দর্পহা, দৃপ্ত, দুর্দ্ধর, অপরাজিত, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, দীপ্তমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিমান, অনেকমূর্ত্তি, অব্যক্ত, শতমূর্ত্তি, শতানন, এক, অনেক, সব, ক, কিং, যত্তদ্বাচ্য, লোকবন্ধু, লোকনাথ, মাধব, ভক্তবৎসল, সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, বীরহা, বিষম, শূন্য, ঘৃতাশী, অচল, চল, অমানী, মানদ, মান্য, লোক-স্বামী, ত্রিলোককৃত, সুমেধা মেধজ, ধন্য, সত্যমেধা, ধরাধর, তেজ, বৃষ, দ্যুতিধর, সর্ব্বশস্ত্রধরাগ্রগণ্য, প্রগ্রহ, নিগ্রহ, অব্যগ্র, অনেকশৃঙ্গ, গদাগ্রজ, চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্যূহ, চতুর্গতি, চতুরাত্মা, চতুর্ভাব, চতুর্ব্বেদবিৎ, একপাৎ, সমাবর্ত্ত, নিবৃত্তাত্মা, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্গ, দুরাবাস, দুরারিহা, শুভাঙ্গ, লোকসারঙ্গ, সুতন্তু, তন্তুবর্দ্ধন ইন্দ্রকর্ম্মা, মহাকর্ম্মা, কৃতকর্ম্মা, কৃতাগম, উদ্ভব, সুন্দর, সুন্দ, রত্ননাভ, সুলোচন, অর্ক, বাজসন, শৃঙ্গী, জয়ন্ত, সর্ব্ববিৎ, জয়ী, সুবর্ণবিন্দু, অক্ষোভ্য, সর্ব্ববাগ্‌, ঈশ্বরেশ্বর, মহাহ্রদ, মহাগর্ত্ত, মহাভূত, মহানিধি, কুমুদ, কুন্দর, কুন্দ, পর্জ্জন্য, পবন, অনিল, অমৃতাশ, অমৃত-বপু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, সুলভ, সুব্রত, সিদ্ধ,

পাঠ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সর্ব্বদা ভূতভাবন কেশবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই পরাভূত হইতে হয় না।"

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

সাবিত্রীমন্ত্র ও পুণ্যশ্লোকগণের নামকীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সমুদয় শাস্ত্রপারদর্শী ও বিজ্ঞতম। অতএব কোন্ মন্ত্র জপ করিলে ধর্ম্মফললাভ হয়? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, কার্য্যারম্ভ ও শ্রাদ্ধকালে কোন মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শত্রুবিনাশ ও ভয়নাশ হয়, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! আমি বেদব্যাস-কীর্ত্তিত মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, অবিহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সাবিত্রী দেবী ঐ মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে ঐ মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিষ্পাপ এবং যিনি ঐ মন্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী, কৃতার্থ ও উভয় লোকে সুখী হয়েন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত রাজর্ষিগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে অতি উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। ঐ মন্ত্র এই— "মহাব্রতধারী বশিষ্ঠদেব, বেদনিধি পরাশর, মহাসর্প অনন্ত, অক্ষয় সিদ্ধগণ, ঋষিগণ এবং দেবাদিদেব বরদাতা সহস্রশীর্ষ ও সহস্রনামধারী জনার্দ্দনকে নমস্কার। অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র, ইঁহারাই আবার শতরুদ্র নামে কীর্ত্তিত হয়েন। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য ইঁহারা সকলেই কশ্যপতনয়। ধব, সোম, সাবিত্র, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আট মহাত্মা বসুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাসত্য, দস্র, ইঁহারা উভয়ে অশ্বিনীকুমার। উঁহারা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অশ্বরূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর।

অতঃপর লোকদিগের যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ও চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের সা ্যদাতা মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মারা জীবমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া লোকের শুভাশুভ কার্য্য সমুদয় প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যু, কাল এবং বিশ্বদেব, পিতৃলোক, তপোধন, ও সিদ্ধমহর্ষিগণ ইঁহারাই কার্য্যের সাক্ষ্যদাতা। ইঁহাদিগের নাম-কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রযতভাবে বিধাতৃবিহিত দিব্য লোক-সমুদয়ে অবস্থান করেন। নিত্য এই মহাত্মা-দিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ত্রিবর্গ ও পুণ্যলোক-সমুদয় লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা, নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণপতি, বিনায়কগণ, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, ভূতগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সরিদ্গণ, আকাশ, সুপর্ণ, পন্নগেশ্বর, সিদ্ধগণ, স্থাবর, জঙ্গমগণ, হিমালয় পর্ব্বত, চারি সমুদ্র, মহাদেবের অনুরূপ পরাক্রমযুক্ত অনুচরগণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, স্কন্দ, এবং অম্বিকা ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না।

অতঃপর ঋষিশ্রেষ্ঠগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষীবান্, আঙ্গিরার পুত্রবর্গ এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, এই সপ্ত মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন। ইঁহারা ভূমণ্ডলে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে স্বর্গে দেবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইন্দ্রলোকে সম্মানলাভ করা যায়। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, ঊর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রভাবশালী অগস্ত্য ইঁহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত। দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা বরুণের পুরোহিত। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকবংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র ও ঋচীকতনয় জমদগ্নি ইঁহারা উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু। এই সমুদয় ভিন্ন আর সাত জন মহর্ষি আছেন, তাঁহারা সমুদয় দিকে

অবস্থান করিয়া থাকেন। এই সমুদয় মহর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলে মানবগণের কীর্ত্তি ও মঙ্গললাভ হয়।

সাবিত্রীমন্ত্রাদি পাঠের ফল

ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত, কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা যে যে দিকে অবস্থান করেন, সেই সেই দিকের অভিমুখীন হইয়া ইঁহাদিগের শরণাগত হওয়া উচিত। পরশুরাম, বেদব্যাস, দ্রোণাচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামা, লোমশ ও পূর্ব্বোল্লিখিত ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। সংবর্ত্ত, মেরু, সাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, সাংখ্যযোগ, নারদ ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইঁহারা তপঃ-প্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদয় এবং ব্রহ্মলোকনিবাসী রুদ্রতুল্য প্রভাবশালী অন্যান্য মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পুত্রলাভে সমর্থ হয়।

মানবগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পৃথিবীর পিতা বেণরাজতনয় মহারাজ পৃথু, ইলার গর্ভে বুধের ঔরসে সমুৎপন্ন সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাত্মা পুরূরবা, ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ ভরত, সত্যযুগে গোমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা রন্তিদেব, বিশ্বজিৎ-যজ্ঞকর্ত্তা তপোবলসমন্বিত দ্যুতিমান্ রাজর্ষি শ্বেত, মহাদেবের প্রসাদে গঙ্গার আনয়নকর্ত্তা অন্ধকবধের হেতুভূত সগরবংশের উদ্ধারকরণ[১] রাজর্ষি ভগীরথ এবং হুতাশনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর অন্যান্য কীর্ত্তিমান্ দেবতা, ঋষি ও ভূপতিদিগের নাম কীর্ত্তন করিবে। সাংখ্যযোগ, হব্যকব্য ও সর্ব্বশ্রুতির আশ্রয় পরব্রহ্ম। এই সমুদয় শব্দ সায়ং ও প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে মনুষ্যের মঙ্গললাভ, ব্যাধিনাশ ও সকল কার্য্যে উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা সৃষ্টি পালনকর্ত্তা এবং বারি-বর্ষণ ও বায়ুবহনের[২] কারণ। ঐ মহাত্মারা শ্রেষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ, ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয়। উঁহারা মনুষ্যের সমুদয় দুরদৃষ্ট দূর করিতে পারেন। উঁহারা পাপ-পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের পথ অবিরুদ্ধ[১] থাকে এবং তাঁহারা অগ্নিভয়, চৌরভয় ও দুঃস্বপ্নদর্শন প্রভৃতি সমুদয় অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ যজ্ঞদীক্ষা-সময়ে সংযত হইয়া এই সমুদয় পবিত্র নাম পাঠ করেন, তাঁহারা ন্যায়বান্, আত্মনিরত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াবিহীন সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও স্বাস্থ্যমান্ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হয়েন। রোগার্ত্ত ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিলে সমুদয় রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। গৃহমধ্যে উহা পাঠ করিলে কুলের মঙ্গল, ক্ষেত্রমধ্যে পাঠ করিলে শস্যসম্পত্তি ও বিদেশগমনসময়ে পাঠ করিলে পথিমধ্যে মঙ্গললাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব স্ত্রী, পুত্র, ধন, বীজ, ওষধি ও আপনা হিতের নিমিত্ত উহা পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় সংগ্রামকালে ঐ সমুদয় নাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া অক্ষতশরীরে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হয়েন।

যে ব্যক্তি দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে উহা পাঠ করেন, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার যজ্ঞে হব্যকব্য ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হয়েন। তাঁহাকে কখনই ব্যাধি, হিংস্রজন্তু ও তস্কর হইতে ভীত হইতে হয় না এবং তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহারা অর্ণবযান, যান, প্রবাস ও রাজগৃহে এই সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের বালকগণ কখনই অকালে কালকবলে নিপতিত হয় না এবং তাঁহাদিগকে ভূপতি, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, অগ্নি, জল, পবন ও হিংস্র জন্তু হইতে কখনই ভীত হইতে হয় না। ফলতঃ সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করিলে চারি-বর্ণেরই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা পরম-পবিত্র সাবিত্রমন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে পরমগতি লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা গোসমূহের মধ্যে এই মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের গাভীগণ বহুবৎসা হয়। কি বিদেশযাত্রা, কি প্রবাসে অবস্থান, সমুদয় সময়েই এই মন্ত্র পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য জপ-হোমপরায়ণ প্রযতাত্মা মহর্ষিগণের উহার তুল্য পরম জপ্য মন্ত্র আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে মহর্ষি পরাশর

১। উদ্ধারকর্ত্তা। ২। বায়ু প্রবাহিত হওয়ার।

১। মুক্ত।

এই সনাতন মন্ত্র ইন্দ্রের নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমি উহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঐ মন্ত্রকে সর্ব্বভূতের হৃদয় ও পুরাতন শ্রুতিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশোদ্ভব ভূপতিগণ পবিত্র হইয়া প্রাণিগণের পরম গতিস্বরূপ ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা দেবগণ, সপ্তর্ষি ও মহাত্মা ধ্রুবের নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য স্বয়ং সমুদয় বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ ও অন্যের অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারে। কাশ্যপ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সর্ব্বদা সাবিত্রীমন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষি ঋচীকের পুত্রগণ ভগবান্ বশিষ্ঠের নিকট ঐ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ সাবিত্রীমন্ত্র আশ্রয় করিয়াই দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বেদবেত্তা জ্ঞানবান ব্রাহ্মণকে সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন শত গাভী প্রদান করেন আর যিনি লোকসমাজে দিব্য ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়ের তুল্যফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগুর নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মলাভ, বশিষ্ঠকে নমস্কার করিলে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, মহারাজ রঘুকে নমস্কার করিলে সংগ্রামে জয়লাভ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নামকীর্ত্তনে রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাবিত্রীমন্ত্র সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর।"

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ব্রাহ্মণসৎকারের শুভফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই জীবলোকে কাহারা পূজনীয় এবং কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণকে অবমানিত করিলে দেবতাদিগকেও অবসন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণকেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগের নিকট পুত্রের ন্যায় অবস্থান করা সকলেরই পক্ষে শ্রেয়স্কর। ঐ মনীষিগণ সমুদয় লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ। নিঃস্ব ভাবেই তাঁহাদিগের সুখের কারণ। তাঁহারা প্রাণিগণের প্রিয়দর্শন, সকলের আশ্রয়স্বরূপ, ব্রতধারী, লোকস্রষ্টা, শাস্ত্রপ্রণেতা ও যশস্বী। উঁহারা সংযতবাক্য হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তপস্যাই তাঁহাদের পরম ধন এবং বাক্যই তাঁহাদিগের পরম বল। তাঁহারা ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থী ও সূক্ষ্মদর্শী। প্রজাগণ তাঁহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। উঁহারা সৎপথপ্রদর্শক, যজ্ঞনাশক ও সনাতন। উঁহারা নিরন্তর পিতৃপিতামহধৃত দুর্ব্বহ ব্রাহ্মণ্যভার বহন করিয়া থাকেন; অতি দুঃসময়েও ঐ ভারবহনে অবসন্ন হয়েন না। উঁহারা হব্যকব্যের অগ্রভাগভোক্তা এবং দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের মুখস্বরূপ। উঁহারা ভোজনদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেই ত্রিলোককে মহাভয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন। উঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, শ্রুতিনিষ্ঠ, সকল বিষয়ে সুনিপুণ, মোক্ষদর্শী সকলের গতিজ্ঞানবিশারদ, অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ এবং সকল লোকের দীপ ও চক্ষুষ্মানদিগেরও চক্ষুঃস্বরূপ। আদি, মধ্য ও অন্ত সকলই উঁহাদের বিদিত আছে। উঁহারা সংশয়বিরহিত ও উৎকর্ষাপকর্ষ জ্ঞানসুনিপুণ; উঁহাদের চরমে পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। উঁহারা বিগতপাপ নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, সম্মানের উপযুক্ত ও সম্মানিত। চন্দন ও পঙ্ক এবং ভোজন ও অভোজনে উঁহাদের সমান জ্ঞান উঁহারা দুকূল শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম ও রুরুচর্ম্ম অভিন্নবোধে পরিধান করেন। উঁহারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অনাহারে বহুদিবস অতিক্রমপূর্ব্বক দেহ শুষ্ক করিতে পারেন। উঁহারা কুপিত হইলে দেবতার অদেবত্ব প্রসন্ন হইলে অদেবতার দেবত্ব সম্পাদন এবং নূতন লোক সমুদয় ও লোকপালগণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ মহাত্মাদিগের শাপপ্রভাবেই সাগরজল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। উঁহাদিগের কোপানল দণ্ডকারণ্যে অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। উঁহারা দেবগণের দেবতা কারণের কারণ ও প্রমাণের প্রমাণ। অতএব উঁহাদিগকে অবমানিত করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। উঁহাদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ, কি বালক, সকলেই সম্মানের উপযুক্ত। উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তপ ও বিদ্যায় সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা স্বজাতীয়দিগের নিকটে সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।

যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন; সুতরাং যিনি বিদ্বান, তিনি যে পরম পাবন, তাহার আর বিচিত্র কি? ফলতঃ ব্রাহ্মণ বিদ্বান বা অবিদ্বান হউক, তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। অগ্নি সংস্কৃতই হউন বা অসংস্কৃতই হউন, তাঁহার দেবত্ব কদাচ বিলুপ্ত হয় না, যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞগৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।"

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

বিপ্রপূজার ফল—পবন-কার্ত্তবীর্য্য-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কি ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থানে পবন-কার্ত্তবীর্য্যসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হৈহয়বংশোদ্ভব সহস্রভুজসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং সমুদয় শাসন করিয়াছিলেন। মাহিষ্মতীপুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিনীতভাবে বহুদিন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা ও তাঁহাকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের ভক্তিভাবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যখন সমরাঙ্গনে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিব, তখন যেন আমার সহস্রবাহু উৎপন্ন হয়। আমি যেন স্বীয় বিক্রমবলে সমুদয় পৃথিবী পরাজয় ও ধর্ম্মানুসারে উহা শাসন করিতে পারি। আর আপনার নিকট আমার এই এক প্রার্থনা যে, আমি সৎপথ হইতে বিচলিত হইলে যেন সাধু ব্যক্তিরা আমাকে শাসন করেন।'

বরলাভে উদ্দীপ্ত কার্ত্তবীর্য্যের দর্প

কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে দ্বিজবর্য্য দত্তাত্রেয় 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন তখন মহাবীর মহর্ষির বরপ্রভাবে সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করিয়া সূর্য্য ও অনলসদৃশ রথে আরোহণপূর্ব্বক বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া কহিলেন, 'ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশ ও পরাক্রমে কেহই আমার তুল্য নাই।' মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, 'রে মূঢ়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরা কখন প্রজাশাসন করিতে পারে না।'

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, 'আমি সন্তুষ্ট হইলে জীবগণের সৃষ্টি এবং রোষাবিষ্ট হইলে সমুদয় জীবকে বিনাশ করিতে পারি। অতএব ব্রাহ্মণ কখনই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। "ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় কখন প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয় না" তুমি এই হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়কে তদপেক্ষা হীন বলিয়া কীর্ত্তন করিলে; কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদিচ্ছলে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখনই ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রজা-প্রতিপালন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা সেই ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? তুমি আকাশ হইতে যাহা কহিলে, উহা মিথ্যা। অতঃপর আমি ভিক্ষোপজীবী আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয় পরাজিত ও বশীভূত করিব। ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কেহই আমাকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমি যখনই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহি। আজ আমি নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণপ্রধান জগৎকে ক্ষত্রিয়প্রধান করিব। সমরাঙ্গনে কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে।'

মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিলে আকাশবাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী তাঁহার বাক্য-শ্রবণে একান্ত শঙ্কিত হইলেন।

তখন পবনদেব অন্তরীক্ষ হইতে কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন। তুমি এক্ষণে এই দূষিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার কর। উঁহাদিগের অপকার-চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে। উঁহারা তোমাকে হয় বিনষ্ট, না হয় রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিবেন।'

তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্র। তুমি কে?'

পবন কহিলেন, 'আমি দেবদূত বায়ু, তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে আগমন করিয়াছি।'

তখন কার্ত্তবীর্য্য পবনদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সমীরণ। আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণ অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, জল, পৃথিবী না আপনার সদৃশ।'

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

কার্ত্তবীর্য্যের প্রতি পবনবর্ণিত ব্রাহ্মণ-প্রভাব

তখন পবন কহিলেন, 'মূঢ়। আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের যৎকিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও আকাশ প্রভৃতি যাঁহার যাঁহার নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অঙ্গরাজের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলে মহর্ষি কশ্যপ উঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অনায়াসে পৃথিবীস্থ সমুদয় সলিল পান করিয়া পরিশেষে সমুদয় পৃথিবী সলিলপূর্ণা করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা কোন সময়ে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমি তাঁহার ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্রমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার পাতিব্রত্য বিনষ্ট করিলে তাঁহার পতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই। সমুদ্র অগাধসলিলপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে লবণোদক হইয়াছে। নির্ধূম হুতাশনসদৃশ তেজস্বী রূপবান্ শুক্রাচার্য্য মহর্ষি অঙ্গিরার অভিশাপে তেজোবিহীন হইয়াছেন। মহাত্মা কপিলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমধ্যে সগর সন্তানদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণের তুল্য জ্ঞান না করিয়া আপনার শ্রেয়োলাভের উপায় চিন্তা কর। অশেষক্ষমতাশালী মহাত্মারা গর্ভস্থ ব্রাহ্মণদিগকেও নিরন্তর নমস্কার করিয়া থাকে। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য সুবিস্তীর্ণ দণ্ডক-রাজ্য এবং মহাত্মা ঔর্ব্ব ক্ষত্রকুলোদ্ভব তালজঙ্ঘকে বিনষ্ট করিয়াছেন। তুমি কেবল মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের প্রসাদেই দুর্লভ রাজ্য, বল, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বদেবের হব্যবাহী ভগবান্ হুতাশনের উপাসনা করিয়া থাক। তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন। অতএব ব্রাহ্মণকে সর্ব্বভূতানুপালক ও জীবলোকের কর্ত্তা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াও এরূপ মুগ্ধ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থাবরজঙ্গমসঙ্কুলিত সমুদয় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা হইতে শৈল, দিক্, সলিল, পৃথিবী ও আকাশ সমুদ্ভূত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা অণ্ডজ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্মাণ্ডজ নহেন। তিনি যখন অজনাম ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম কোনরূপেই সম্ভাবিত হয় না। তিনি অণ্ড অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অণ্ডজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা সর্ব্বপ্রথমে সমুদ্ভূত হইয়া, অহঙ্কারাত্মক দেহ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সকলের আদিভূত ব্রাহ্মণ। অতএব তাঁহার তুল্য হইতে বাসনা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।'

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ক্ষাত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণপ্রভাবের প্রাধান্য-নির্ণয়

তখন বায়ু পুনরায় কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ। পূর্ব্বে মহীপাল অঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান

করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই পৃথিবী দান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি ব্রহ্মার কন্যা, সকল প্রাণীকে ধারণ করিয়া আছি, এই মহীপাল আমাকে প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে আমাকে ব্রাহ্মসাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ইনি রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হয়েন, আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে আমি এই অধিষ্ঠানভূত ভূমিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করি।'

ভগবতী ধরিত্রী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত জানিতে পারিয়া যোগবলে স্বীয় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কশ্যপ ভূমির মধ্যে প্রবেশ করাতে উহার পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি হইল। উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে তৃণ ও ওষধি উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ভয় ও অধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া গেল। মহর্ষি কশ্যপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর সেই ভূমির মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন পৃথিবী ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ! মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব বল দেখি, সেই কশ্যপ হইতে কোন ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ?'

ভগবান্ সমীরণ কশ্যপের এইরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবন পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি উতথ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ চন্দ্রের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ছিল। চন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের পর মহর্ষি উতথ্যকেই ঐ কন্যার অনুরূপ পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাও উতথ্যকে আপনার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিলাষে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি অত্রি উতথ্যকে আহ্বানপূর্ব্বক চন্দ্রের সেই কন্যাটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন; উতথ্যও বিধানানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। জলাধিপতি বরুণের পূর্ব্বাবধিই ঐ সোমকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ ছিল। এক্ষণে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং একদা ঐ কন্যাকে যমুনাজলে অবগাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন। ঐ পুরী ছয় লক্ষ হ্রদে সুশোভিত, বিবিধ প্রাসাদ-সমাকীর্ণ ও সর্ব্বকামসম্পন্ন। উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী আর কুত্রাপি নাই। জলেশ্বর বরুণ সেই রমণীরত্নকে সেই পুরমধ্যে সমানীত করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এদিকে দেবর্ষি নারদ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতথ্যের কর্ণগোচর করিলেন। উতথ্য নারদের মুখে স্বীয় পত্নীহরণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'নারদ! তুমি অবিলম্বে বরুণের নিকট গমন করিয়া বল যে, হে জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত উতথ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ? তুমি লোকপালক, লোকের ত বিলোপক নহ। ভগবান চন্দ্র উতথ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন; তুমি কেন সেই কন্যা অপহরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি শীঘ্র উতথ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর।' উতথ্য এইরূপ আদেশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'জলেশ্বর! তুমি মহর্ষি উতথ্যের পত্নী অপহরণ করাতে তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিলে?' বরুণ তাঁহার মুখে উতথ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই মহর্ষিকে কহিও যে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী আমার নিতান্ত প্রিয়া। আমি ইহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।' জলাধিপতি এই কথা কহিলে মহর্ষি নারদ অচিরাৎ উতথ্যের নিকট গমনপূর্ব্বক অপ্রফুল্লমনে তাঁহাকে কহিলেন, 'তপোধন! বরুণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তোমার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহাতে সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে গলহস্ত প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছে। সে কিছুতেই তোমার ভার্য্যা তোমাকে প্রদান করিবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর।' দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি উতথ্য বরুণের প্রতি নিতান্ত

ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ সলিল সমুদয় স্তম্ভনপূর্ব্বক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় নীরাধিপতি বরুণ উতথ্য কর্ত্তৃক সলিল-সমুদয় পীয়মান দেখিয়া এবং সুহৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও সেই সোমকন্যাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর মহর্ষি উতথ্য ক্রোধভরে ভূমিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধরিত্রি! এখন তোমার সেই ছয় লক্ষ হ্রদযুক্ত স্থান কোথায়?' মহর্ষি উতথ্য এই কথা কহিবামাত্র সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বরুণের পুর হইতে অপসৃত হইল এবং সেই স্থান উষরক্ষেত্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি উতথ্য সরস্বতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত হও। এই স্থানটি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অপবিত্র হউক।' স্রোতস্বতী উতথ্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন বরুণ স্বীয় পুরী নিতান্ত জলশূন্য দেখিয়া ভীতচিত্তে সেই সোমকন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক উতথ্যকে প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। মহর্ষি উতথ্য ভার্য্যাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নভাব ধারণপূর্ব্বক সমুদয় জগৎকে জলকষ্ট হইতে ও বরুণকে এই বিপজ্জাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি বরুণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'জলাধিরাজ! এই আমি স্বীয় তপোবলে তোমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা প্রত্যাহরণ করিলাম। অতঃপর আর তোমার ইহার নিমিত্ত রোদন করা বৃথা।' মহর্ষি উতথ্যের এইরূপ প্রভাব ছিল, এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?'

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ-প্রভাব প্রসঙ্গে অগস্ত্যাদির বিভূতি

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে নরপতি কার্ত্তবীর্য্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ, পিতৃগণের স্বধা ও মানবগণের কর্ম্মকাণ্ড-সমুদয় বিলুপ্ত করিলে, দেবগণ ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ভাস্করপ্রতিম মহাতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তখন দেবগণ ঐ মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্নান্তে কহিলেন, ভগবন্! দানবগণ আমাদিগকে পরাস্ত ও ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করিয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগকে এই উপস্থিত ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।

দেবগণ এই কথা কহিলে মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের অসুরহস্তে পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহর্ষির সেই ক্রোধানলপ্রভাবে অসংখ্য দানব দগ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া শমনসদনে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় যে সকল দানব পৃথিবী ও পাতালতলে অবস্থান করিয়াছিল, কেবল তাহারাই জীবিত রহিল। নরপতি বলি ঐ সময় পাতালতলে অবস্থানপূর্ব্বক অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এইরূপে অগস্ত্যের প্রভাবে স্বর্গস্থ দানবগণ দগ্ধ হইলে দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; মহর্ষি অগস্ত্যেরও ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল। অনন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভূমিস্থিত অসুরগণকে পরাজিত করুন। তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি তোমাদের অনুরোধে স্বর্গস্থ অসুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আর আমি অসুরবিনাশে সম্মত নহি; কারণ, বারংবার দানবদলন করিলে আমার তপোবল ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দানবগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় অগস্ত্য হইতে শ্রেষ্ঠ?'

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবতাগণ মানসসরোবরতীরে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে খলী নামে পর্ব্বতাকার দানবসমুদয় উহা দর্শন করিয়া যাজ্ঞিকগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ দানবগণের মধ্যে যাহারা কোনক্রমে বিনষ্ট হইত তাহারা তাহাদের আত্মীয় কর্ত্তৃক ঐ মানসসরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া ভীষণাকার পর্ব্বত ও বৃক্ষসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক সেই শতযোজন-সমুত্থিত সলিলরাশি বিলোড়িত করিতে করিতে তীরে গাত্রোত্থান করিত। ঐ দৈত্যগণ বলগর্ব্বে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাঁহারা ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদের পরাক্রমপ্রভাবে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠদেব দেবগণকে নিতান্ত দুঃখিত বোধ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয়প্রদান এবং অবলীলাক্রমে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই দৈত্যদিগকে এককালে ভস্মসাৎ করিলেন।

ঐ সময় ঐ মহর্ষির তপঃপ্রভাবে মহানদী গঙ্গা মানসসরোবর ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ নদী দ্বারা সরোবর বিদীর্ণ হওয়াতে উহার নাম সরযূ হইয়াছে। যে স্থানে সেই খলী নামে দৈত্য-সমুদয় নিহত হইয়াছিল, ঐ স্থান অদ্যাপি খলীন নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে ব্রহ্মার বরে একান্ত গর্ব্বিত দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় বশিষ্ঠদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?'

ষট পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

অত্রি ও চ্যবনঋষির প্রভাববর্ণন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমার নিকট মহর্ষি অত্রির কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যখন অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হয়, তৎকালে রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং ঐ সময়ে সমুদয় দেবগণকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে হইয়াছিল। পরাক্রান্ত দানবগণ ঐ সুযোগে অন্ধকারাবৃত দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ অসুরগণের শরে একান্ত কাতর হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অত্রির সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! চন্দ্র-সূর্য্য অসুরগণের শরজালে বিদ্ধ হওয়াতে আমরা এই অন্ধকারময় প্রদেশে শত্রুবাণে বিদ্ধ হইতেছি; কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ বিধান করুন।

তখন অত্রি কহিলেন, দেবগণ! আমি কিরূপে তোমাদিগের রক্ষাবিধান করিব, তাহা নির্দ্দেশ কর। দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি চন্দ্রসূর্য্যরূপী হইয়া তিমিরসমুদয় ধ্বংস করিয়া আমাদিগের শত্রুগণকে নিপাতিত করুন।' দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে মহাত্মা অত্রি তাঁহাদের বাক্যানুসারে প্রথমে প্রিয়দর্শন চন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় তপোবলে দানবগণের শরনিকরে বিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যকে উদ্ভাসিত করিলেন। তখন সমুদয় জগৎ তিমিরশূন্য ও দেবগণের অস্ত্রজাল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ অত্রি এইরূপে তিমিররাশি ধ্বংস করিয়া আপনার তেজোবলে দেবগণের প্রবল শত্রু দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণও অসুরদিগকে মহাত্মা অত্রির তেজে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা অত্রির কার্য্য সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ঐ অগ্নিসহায়, চর্ম্মাম্বরধারী, ফলমূলভোজী মহাত্মা অত্রি হইতে এইরূপে দেবগণের রক্ষা ও অসুরগণের সংহার হইয়াছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা অত্রি হইতে শ্রেষ্ঠ?'

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন পবন পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে আমি মহাত্মা চ্যবনের

কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা চ্যবন দেবসমাজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, দেবরাজ! তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত সোমরস পান করিতে অনুমতি প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! উঁহারা আমাদিগের পরিত্যাজ্য ও অসম্মানিত, সুতরাং আমরা কখনই উঁহাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারিব না; অতএব আপনার এরূপ অনুরোধ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাকে অন্য যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।

চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! ইঁহারা সূর্য্যের পুত্র। সুতরাং ইঁহারা অবশ্যই তোমাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারেন। অতএব তোমরা আমার বাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। যদি তোমরা আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে তোমাদের বিপদের পরিসীমা থাকিবে না।

ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি কখনই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব না। অন্যের যদি ইচ্ছা হয়, উঁহাদিগের সহিত সোমরস পান করুক।

তখন চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! যদি তুমি সহজে আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভূমিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করাইব। মহর্ষি চ্যবন এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হিতসাধনার্থ সহসা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রবলে সুরগণকে অভিভূত করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি চ্যবনের সেই কার্য্য দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপুল শৈল ও বজ্র সমুদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভগবান্ চ্যবন ইন্দ্রকে ঐরূপ পর্ব্বত ও বজ্রহস্তে ধাবমান দেখিয়া সহসা জলনিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে বজ্র ও পর্ব্বতের সহিত স্তম্ভিত করিয়া মদ নামে এক মহাজ্যোতির্ময় ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষের দন্তসমুদয় শতযোজন বিস্তৃত ও দংষ্ট্রাসকল দ্বিশত যোজন বিস্তৃত। উহার বদনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে অতি ভীষণ হইয়া উঠিল এবং অধর ভূমিতল ও ওষ্ঠ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন মহার্ণবে তিমি-মৎস্যের মুখে যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য-সমুদয় বাস করে, তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার জিহ্বামূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেবগণের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমরা সকলেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব, এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অসম্মত না হইয়া মহাত্মা চ্যবনকে নমস্কারপূর্ব্বক উঁহার ক্রোধশান্তি করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ অগত্যা মহাত্মা চ্যবনের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার অভিলষিত বিষয়ে স্বীকার করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন সেই যজ্ঞে সমুদয় দেবতার সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইয়া অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্য ও স্ত্রীগণে সেই ভীষণমূর্ত্তি মদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই নিমিত্ত অক্ষক্রীড়াদিতে আসক্ত হইলে মনুষ্যমাত্রেরই অবসন্ন হইতে হয়; অতএব ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা চ্যবনের মাহাত্ম্য সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা চ্যবন হইতে শ্রেষ্ঠ?'

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে কপ নামক দানববধ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান সমীরণ এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ চ্যবনের আহুতিময় মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হয়েন, ঐ সময় মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক এবং কপ নামক অসুরগণ স্বর্গ অপহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়লোক অপহৃত হওয়াতে দেবগণ নিতান্ত দুঃখিতমনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, পিতামহ! আমরা মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হইলে কপগণ স্বর্গ ও মহর্ষি

চ্যবন আমাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক অপহরণ করিয়াছেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে সুরগণ! তোমরা অচিরাৎ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে পূর্ব্বের ন্যায় উভয়লোক অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। কমলযোনি এই উপদেশ প্রদান করিলে দেবতারা ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! আমরা কাহাদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিব? দেবগণ কহিলেন, আপনারা কপদিগের সংহারার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করুন। তখন দ্বিজগণ কহিলেন, আমরা অনায়াসে ঐ দুরাত্মাদিগকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন ও পরাজিত করিতে পারিব।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিয়া কপদিগের বিনাশ-সাধনার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন কপগণ ঐ বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট ধনী নামে একজন দূতকে প্রেরণ করিল। ঐ দূত ব্রাহ্মণগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে দ্বিজগণ! কপগণ কোন অংশেই আপনাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন, তবে কেন বৃথা আপনারা তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন? তাঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, প্রাজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও সত্যব্রতপরায়ণ। লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের নিকট বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহারা রজস্বলা সংসর্গ, অসময়ে স্ত্রীসম্ভোগ বা বৃথামাংস ভোজন করেন না। প্রতিদিন প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন, বালকদিগকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান, সকলে মিলিত হইয়া শকটে গমন ও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন গর্ভবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধজন অভুক্ত থাকিতে ভোজন, প্রাতঃকালে ক্রীড়া ও দিবাভাগে শয়ন করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ গুণে বিভূষিত। অতএব আপনারা কেন বৃথা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে আপনারা এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হউন। তাহা হইলেই সুখী হইতে পারিবেন।

কপগণপ্রেরিত দূত এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দূত! আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব আমরা সেই দেবগণের শত্রু কপগণকে অবশ্যই বিনাশ করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে দূতের বাক্য অস্বীকার করিলে দূত কপগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাশয়গণ! ব্রাহ্মণেরা কোনরূপেই আপনাদিগের হিতসাধনে সম্মত নহেন। দূত এই কথা কহিলে কপগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ধ্বজ উন্নত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রাণবিনাশার্থ প্রজ্বলিত পাবক নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ হুতাশন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কপদিগকে বিনাশ করিয়া মেঘমণ্ডলের ন্যায় আকাশ-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবতারা ও সকলে সমবেত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এদিকে বিপ্রগণ যে কপদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কপগণের নিধন-বৃত্তান্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন। তখন দেবগণ নারদের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণগণকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া পুনরায় ত্রিলোকমধ্যে আধিপত্য লাভ করিলেন।'

বিপ্রপ্রভাব শ্রবণে কার্ত্তবীর্য্যের দম্ভ ত্যাগ

হে ধর্ম্মরাজ! পবনদেব এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সমীরণ! আমি ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থই জীবনধারণ করিয়াছি, অতঃপর প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নমস্কার করিব। আমি মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের প্রসাদবলেই এইরূপ যশোলাভ ও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, আমি যত্নপূর্ব্বক তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছি।'

তখন পবনদেব কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম

অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন কর।' তুমি ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ, সেই অপরাধনিবন্ধন কালক্রমে ভৃগুবংশ হইতে তোমার ঘোরতর ভয় সমুপস্থিত হইবে।'

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ধর্ম্মকথনে ভীষ্মের বিশ্রাম—কৃষ্ণমাহাত্ম্যকীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। আপনি কিরূপ ফল ও কিরূপ উন্নতিলাভের প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। এই মহামতি বাসুদেব তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে যেরূপ ফল ও উন্নতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবেন। দেখ, অদ্য আমার বাক্য, মন, চক্ষু ও কর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে এবং আমার জ্ঞানেরও তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই। বোধ হইতেছে, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই; অতি অল্পদিনমধ্যেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইবে। অতঃপর আর আমি তোমাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইতেছি না। তোমার নিকট ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম প্রায় সমুদয়ই কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এই বাসুদেবের মুখে শ্রবণ কর।

আমি এই বাসুদেবকে বিলক্ষণ অবগত আছি। ইঁহার পূর্ব্বতন বলও আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে তোমার ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে ইনিই তাহা নিরাকরণ করিবেন। এই কৃষ্ণ স্বর্গ ও আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইঁহার দেহ হইতে পৃথিবী সম্ভূত হয় এবং ইনিই বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধন করেন। দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে ইঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত। ইঁহা হইতে এই সমস্ত বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে। এই বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গাঢ়তর অসীম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণ সত্যযুগে ধর্ম্মস্বরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে বলরূপে ও কলিতে অধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হয়েন। ইনিই দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। ইনিই বলিরূপে দানবগণের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই বাসুদেব হইতে ভূত সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। ইনি এই জগতের রক্ষক, যখন ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখনই ইনি দেবতা ও মনুষ্যরূপে আবির্ভূত ও ধর্ম্মনিরত হইয়া লোক সমুদয়কে রক্ষা করেন। ইনি অসুরসংহারার্থ কার্য্য ও অকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, করিয়াছেন ও করিবেন। ঐ অসুরগণের মধ্যে যাহারা ইঁহার শরণাপন্ন হয়, ইনি কদাচ তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। ইনি, সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্য, রাহু ও ইন্দ্রস্বরূপ। এই বাসুদেব বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বসংহারক। ইনি শূলধারী, মনুষ্যরূপী ও ভীমমূর্ত্তি। লোকে ইঁহার অদ্ভুত কর্ম্মপ্রভাব অবগত হইয়া ইঁহাকে স্তব করিয়া থাকে। রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দেবগণও প্রতিনিয়ত ইঁহার স্তব করেন। ইনি ধনের পুষ্টিকর্ত্তা ও একমাত্র বিজিগীষু। যজ্ঞকালে ঋত্বিক্‌গণ ইঁহার স্তব করিয়া থাকেন। সামবেদ ইঁহারই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা ইঁহারই গুণানুবাদ করেন। যজ্ঞে ইঁহার নিমিত্ত হবির্ভাগ কল্পনা করিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কালে ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ইনি গবাদি পশুর অধিপতি। ইনি ব্রহ্মরূপ পুরাতন গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিব্যাদি মহাভূত সমুদয়ের প্রলয় দর্শন করিয়াছিলেন।

এই বাসুদেব অসুরগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারসাধন করেন। লোকে ইঁহাকেই নানাপ্রকার ভোজ্য নিবেদন এবং ইঁহাকেই সমরবিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ ইঁহারই হস্তগত। ইনিই কুম্ভমধ্যে রেতঃসৃষ্টি করিয়া ঐ রেত হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপাদন করেন। ইনি বায়ু, অশ্ব, হস্তী, প্রভামণ্ডলসম্পন্ন সূর্য্য ও আদিদেব। ইনি পাদক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগের সমক্ষেই প্রাদুর্ভূত থাকেন। ইনিই যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ইনি সূর্য্যরূপে প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া কাল বিভাগ করেন। ইঁহারই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। ইঁহারই করজাল ঊর্দ্ধভাগ, অধঃপ্রদেশ ও তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ এবং জীবলোকে আলোক প্রদান করে।

বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। সূর্য্য ইঁহারই কিরণলাভ করিয়া ভূমণ্ডলে করজাল

বিস্তার করেন। ইনি প্রতি মাসে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইনি বেদরূপী। [illegible] ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইঁহারই মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইনি শীত, উত্তাপ ও বৃষ্টিরূপ তিন নাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক কালচক্রকে বহন করিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি মহাতেজস্বী, সর্ব্বগামী ও সকলের শ্রেষ্ঠ। ইনি একাকীই সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সৃষ্টিকর্ত্তা বাসুদেবের শরণাপন্ন হও। ইনি একদা হুতাশনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থানপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইনিই উরগ ও রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া অগ্নিতে সমুদয় বস্তু আহুতি প্রদান করেন। ইনি অর্জ্জুনকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ইনিই অশ্বগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ যে রথের চক্র, ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃপ্রদেশে যাহার গতি, কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প এই চারিটি যাহার অশ্ব এবং শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিনটি যাহার বর্ণ সেই সংসাররথ ইঁহারই অধিকৃত। ইনিই বিশ্বসংসারের পুষ্টিসংহারকারক। ইনি অরণ্য ও পর্ব্বত সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই বাসুদেব নদী লঙ্ঘনপূর্ব্বক বজ্রপ্রহরণোদ্যত শক্রকে পরাভব করিয়াছিলেন। ইনিই ইন্দ্রস্বরূপ। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে ঋক্‌সহস্র দ্বারা ইঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। ইনি ব্যতিরেকে আর কেহই মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে গৃহে অবস্থাপন[1] করিতে[2] সমর্থ হয়েন নাই। ইনি একমাত্র পুরাতন ঋষি।

ইনি আপনা হইতে সমুদয়ের সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি বেদজ্ঞ। ইনি প্রাচীন বিধিসমুদয় লঙ্ঘন করেন না। ইনি বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম্মের ফলস্বরূপ। ইনি শুক্ল, জ্যোতি, তিন লোক, তিন লোকের পালক, তিন অগ্নি ও তিন[3] ব্যাহৃতি[4] বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি সংবৎসর, ঋতু, অর্দ্ধমাস, অহোরাত্র, কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, লব ও ক্ষণ। ইঁহা হইতেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, পর্ব্বত, পূর্ণিমা নক্ষত্র, যোগ ও ঋতু-সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদগণ, প্রজাপতিগণ, দেবমাতা অদিতি, দিতি ও সপ্তর্ষিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা।

ইনি বায়ুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দগ্ধ করিতেছেন; সলিলস্বরূপ হইয়া সমুদয় বস্তু নিমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ হইয়াও বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়-সমুদয় জ্ঞাত হইতেছেন। ইনি বিধিস্বরূপ হইয়াও ধর্ম্ম, বেদ ও বলবিষয়ে যে সমস্ত বিধি বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অবলম্বন করেন। ইনি চরাচর বিশ্ব। ইনি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া প্রভা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন। ইনি পূর্ব্বে সলিল সৃষ্টি করিয়া পরে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি ঋতু, উৎপাত, বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবত ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূত। ইনি বিশ্বের আধারস্বরূপ। ইনি নির্গুণ ও জীবস্বরূপ। ইনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইনি সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। ইনি এই পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিবার অভিলাষে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি আপনার মহিমায় দেবতা, অসুর, মনুষ্য, ঋষি ও পিতৃগণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ। ইনি প্রাণিগণের অন্তকাল মৃত্যুমুখে আবির্ভূত হয়েন। এই জীবলোকে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ ও অশুভ, ইনিই তৎসমুদয়স্বরূপ। ইনি অচিন্তনীয়, ইঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা জল্পনামাত্র।"

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিপ্রপূজা প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বাসুদেব! পিতামহ তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।"

বাসুদেব কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ব্রাহ্মণের গুণসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। একদা দ্বারাবতী নগরে প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পিতঃ! ব্রাহ্মণের

[illegible]

কি নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোকের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়েন এবং তাঁহাদিগের পূজা করিলেই বা কি ফললাভ হয়, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।'

প্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে, আমি তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, 'বৎস; ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলে যে ফললাভ হয়, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুশীলন, মোক্ষলাভের উদ্‌যোগ, যশ ও শ্রীলাভ, রোগশান্তি এবং দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রের ন্যায় জগতের আনন্দজনক এবং উভয়লোকে সুখদুঃখদাতা। ব্রাহ্মণগণ হইতে সমুদয় কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। উঁহাদের অর্চ্চনা করিলে আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও বল পরিবর্দ্ধিত হয়। উঁহারাই সকলের আদি ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং আমি স্বয়ং ঈশ্বর মনে করিয়া কখনই উঁহাদিগকে অনাদর করিতে পারি না। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ করা তোমার কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের অগোচর কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে সমুদয় জগৎ ভস্মসাৎ করিয়া নূতন লোক ও লোকেশ্বর-সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব পরম তেজস্বী জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উপাসনা করিবেন।

রুক্মিণীসহ কৃষ্ণের দুর্ব্বাসা ঋষির সেবা

পূর্ব্বে চীরবাসা বিল্বদণ্ডধারী, দীর্ঘকলেবর, দীর্ঘশ্মশ্রু, কৃশাঙ্গ, মহাত্মা দুর্ব্বাসা মনুষ্যলোক ও দেবলোকের সমুদয় চত্বর ও সভাতে এই কথা কহিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যে, আমি দুর্ব্বাসা, বাসার্থী হইয়া নানাস্থানে বিচরণ করিতেছি; অতএব আমাকে স্বীয় গৃহে বাস করাইতে যাহার বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর। কিন্তু অণুমাত্র অপরাধ দেখিলেই আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় দান করিবে, তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইবে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিয়া পরিভ্রমণ করাতে কেহই তাঁহাকে আশ্রয়দান করিতে সমর্থ হইল না। তখন আমি তাঁহাকে পরম যত্নসহকারে আহ্বানপূর্ব্বক আত্মগৃহে বাস করাইলাম।

ঐ মহাত্মা কোন দিন বহু সহস্র ব্যক্তির ভোজ্য, কোন দিন অতি অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিতেন এবং কোন দিন বা আমার আবাস হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক আর প্রত্যাগমনও করিতেন না। তিনি অকস্মাৎ হাস্য ও অকস্মাৎ রোদন করিতেন। একদা তিনি স্বীয় শয়নমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যা, আস্তরণ ও নানালঙ্কার-সমলঙ্কৃত কন্যাগণকে দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে বিনির্গত হইয়া আমাকে কহিলেন, বাসুদেব! আমি পরমান্ন ভোজন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমাকে উহা প্রদান কর।

আমি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার মনোবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পরিজনদিগের দ্বারা বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় বস্তু প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহার আজ্ঞামাত্র উত্তপ্ত পায়স আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন তিনি সেই পায়স ভোজন করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বে আপনার সর্ব্বাঙ্গে এই পায়স লেপন কর। দুর্ব্বাসা ঐরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র আমি অবিচারিতচিত্তে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট উত্তপ্ত পায়স লেপন করিলাম। ঐ সময় তোমার জননী রুক্মিণী সেই স্থানে সমুপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সহাস্য-বদনে তাঁহার গাত্রে পায়স লেপনপূর্ব্বক তাঁহাকে রথে নিয়োজিত করিয়া আমার আবাস হইতে বহির্গত হইলেন এবং সারথি যেমন বাহনদিগকে প্রহার করে, তদ্রূপ আমার সমক্ষেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে রুক্মিণীকে কষ্ট প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইল না।

অনন্তর মহর্ষি সেই রথে সমারূঢ় হইয়া রাজমার্গে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় কতিপয় যদুবংশীয় ব্যক্তি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই ভূমণ্ডলে যেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ জন্মগ্রহণ না করে। ব্রাহ্মণের অতি অদ্ভুত প্রভাব। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি মহানুভাবা রুক্মিণীকে রথে যোজিত করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? আশীবিষের বিষ তীক্ষ্ণ; কিন্তু ব্রাহ্মণকে তাহা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের

আশীবিষ কর্তৃক নিপীড়িত হয়, তাহার চিকিৎসক কেহই নাই।' পরম দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপে রথারূঢ় হইয়া রাজমার্গে ধাবমান হইলে তোমার জননী পথিমধ্যে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিলেন। মহর্ষি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে যখন রুক্মিণী কোনরূপেই গমন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কুৎসিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে ধাবমান হইলেন। আমিও পায়সদিগ্ধ-কলেবরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কহিতে লাগিলাম, 'ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।'

দুর্ব্বাসার নিকট কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বরলাভ

তখন সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি ক্রোধকে একেবারে পরাজিত করিয়াছ; তোমার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অপরাধ লক্ষিত হইল না, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, অন্ন যেমন দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রিয়, তুমিও তদ্রূপ সমুদয় লোকের প্রিয়পাত্র হইবে। কোন লোকে তোমার পবিত্র কীর্ত্তি অপ্রচারিত থাকিবে না এবং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সকলের প্রিয় হইবে। তোমার যে সমুদয় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন হইয়াছে, তুমি তৎসমুদয় পূর্ব্ববৎ বা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন করিতে পারিবে। ঐ পায়স লেপন করাতে তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। তুমি যত কাল ইচ্ছা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে। তুমি কেবল স্বীয় পদতলে[১] পায়স[২] লেপন[৩] না করিয়া আমার অপ্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।'

ভগবান্ দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া আমাকে এইরূপ কহিলে, আমি স্বীয় শরীরকে অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন দেখিলাম। অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি ইহলোকে স্ত্রীজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট যশ ও কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তুমি পবিত্র [illegible] হইয়া তোমার পতি কেশবের শুশ্রূষা ও তাঁহার সালোক্য লাভ করিবে। বাসুদেব ষোড়শসহস্র বধূর মধ্যে তোমার প্রতিই নিতান্ত অনুরক্ত হইবেন।' অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপে ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কাল হরণ কর।'

ভগবান দুর্ব্বাসা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি 'ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। তৎপরে তোমার জননীর সহিত মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক প্রীতমনে স্বীয় গৃহে আগমন করিয়া দেখিলাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা যে সমুদয় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আমি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম।'

হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রদ্যুম্নের নিকট মহাত্মা দুর্ব্বাসার মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট তাহা কহিলাম। অতএব আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে গোসমুদয় ও ধন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করুন। মহাত্মা ভীষ্ম আমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণগণের প্রসাদেই ঐ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছি।"

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

কৃষ্ণের রুদ্রপ্রভাববর্ণন—দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মধুসূদন! তুমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত এবং মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও নাম সমুদয় অবগত হইয়াছ, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি উহা কীর্ত্তন কর।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং

১—৩। ঋষির আদিষ্ট বস্তুর অবজ্ঞাভরে পদতলে পায়স লেপন না করায় জরা-ব্যাধের বাণ তদীয় পদতল বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রহৃষ্টভাবে যাহা পাঠ করিয়া থাকি, এক্ষণে ভগবান্ ভূতপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি এই ত্রিলোকের আদি-কারণ। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ নহেন। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিলে শত্রুগণ তাঁহার গাত্রগন্ধেই ভীত, কম্পিত সংজ্ঞাহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে রণস্থলে দেবগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিকটমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না।

প্রজাপতি দক্ষ অতি সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভাগ কল্পনা না করাতে তিনি রোষভরে শরাসনে শরসংযোগপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই যজ্ঞ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সহসা দক্ষযজ্ঞ বিদ্ধ হইলে দেবগণের সুখলাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দুঃখের পারসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাদেবের জ্যাশব্দে সমুদয় লোক সমাকুল, দেবতা ও অসুরগণ বিষণ্ণ, জল সংক্ষুব্ধ ও বসুন্ধরা বিকম্পিত হইয়া উঠিল। পর্ব্বত-সমুদয় চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও আকাশমণ্ডল এককালে বিনষ্ট হইল। সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির কিছুমাত্র প্রভা রহিল না এবং লোকসমুদয় গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময় ঋষিগণ একান্ত ভীত হইয়া সমুদয় জগতের হিতকামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রবলপরাক্রম রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ভগের নয়নদ্বয় উৎপাটিত ও পদাঘাত দ্বারা পূষার দন্তপংক্তি বিপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ রুদ্রের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু পিনাকপাণি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত বিপদ্গ্রস্ত বোধ করিয়া শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবাদিদেব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবকে শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিমিত্ত উত্তমরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুনরায় যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া তাহার যে সমুদয় অঙ্গ অপহৃত হইয়াছিল, তৎসমুদয় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

ত্রিপুরাসুর প্রভাবপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের বাহুস্তম্ভ

পূর্ব্বে অসুরগণের লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিন পুরী ছিল। দেবরাজ ইন্দ্রও স্বীয় সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ঐ অসুরপুরী বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অনন্তর দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবাদিদেব। দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ আমাদিগের সমুদয় কার্য্যেই উপদ্রব করিবে, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দৈত্যগণের পুরত্রয়ের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।'

দেবগণ এই কথা কহিলে ভগবান্ ভূতপতি তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শল্য, সূর্য্যপুত্র যমকে পুঙ্খ, চারি বেদকে শরাসন, সাবিত্রীদেবীকে জ্যা এবং ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া পর্ব্বত্রয়সংযুক্ত ত্রিশূল দ্বারা অসুরদিগের সহিত সেই পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন পঞ্চশিখা-সংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া সহসা পার্ব্বতীর ক্রোড়দেশে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বালকটি কে?' ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র পার্ব্বতীর ক্রোড়ে এই বালককে উপবিষ্ট দর্শন করিবামাত্র ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ ভূতপতি সহসা তাঁহার সেই বজ্রসংযুক্ত পরিঘাকার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ

একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবলে সেই বালককে ভুবনেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিলে, দেবগণ সকলেই তাঁহাকে ও পার্ব্বতীকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহু পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল।

ঐ মহেশ্বর শ্বেতঃপুঞ্জকলেবর দুর্ব্বাসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া বহুকাল আমার দ্বারকাপুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ উপদ্রব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি অবিকৃতচিত্তে তৎকৃত সমুদয় উপদ্রবই সহ্য করিয়াছিলাম। তিনি রুদ্র, শিব, অগ্নি সর্ব্ব, সর্ব্বজিৎ, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঈশান, কাল, অনন্ত, মৃত্যু, ভব, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, বিদিক্, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াত্মা। তিনি কখন একধা, কখন দ্বিধা, কখন সহস্রধা, কখন শতসহস্রধা ও কখন বা তদপেক্ষা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। এক শত বৎসরেও কেহ তাঁহার সমুদয় গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।"

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

মূর্ত্তিভেদে রুদ্রমাহাত্ম্যভেদ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি বহুরূপ ও বহুনামধারী মহাত্মা রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য আরও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ[1], ত্র্যম্বক[2], বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্ত্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক মূর্ত্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভীষণমূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এবং সৌম্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং উগ্রমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকে।

মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বনিবন্ধন মহাদেবকে মহেশ্বর নামে নির্দ্দেশ করা যায়। উনি তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবলপ্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা ও শোণিত-মিশ্রিত মজ্জামাংসভক্ষক বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র; উনি দেবগণের মধ্যে মহান্, উঁহার বিষয়ের পরিসীমা নাই ও উনি বিশ্বসংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া উঁহার নাম মহাদেব। উনি ধূম্ররূপী বলিয়া উঁহার নাম ধূর্জ্জটি; উনি মনুষ্যগণের মঙ্গলকামনা করিয়া নিয়ত বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া উঁহার নাম শিব; উনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ ও স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করেন বলিয়া উঁহার নাম স্থাণু; উনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া উঁহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেব উঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উঁহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে। উনি কখন সহস্রাক্ষ ও কখন অযুতাক্ষ হয়েন এবং কখন বা উঁহার শরীরের সর্ব্বত্র চক্ষু বিদ্যমান থাকে। উনি পশুদিগের অধিপতি হইয়া সতত তাহাদিগের প্রতিপালন ও তাহাদিগের সহিত বিহার করেন বলিয়া পশুপতি নামে অভিহিত হয়েন।

উঁহার লিঙ্গ প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া সকলেই উঁহার পূজা করিয়া থাকে। লিঙ্গপূজায় উঁহার পরম প্রীতিলাভ হয়। যে ব্যক্তি উঁহার মূর্ত্তি এবং উঁহার লিঙ্গ পূজা করে, ঐ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গপূজয়িতারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতিলাভ হইয়া থাকে। ঋষি, দেবতা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ উঁহার ঊর্দ্ধসমাহিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। লিঙ্গপূজা করিলে মহেশ্বর পরমাহ্লাদিত হইয়া পূজয়িতাকে উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করেন। শ্মশানভূমি উঁহার আবাসস্থান। যাঁহারা ঐ স্থানে উঁহার অর্চ্চনা করেন, তাহারা চরমে বীরলোকগমনে সমর্থ হয়েন। ভগবান্ ভূতপতি দেবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থিত প্রাণ ও অপানবায়ুস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ উঁহার নানাপ্রকার বিকটমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও চরিত্রনিবন্ধন বেদে উঁহার নানাপ্রকার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ উঁহার বেদোক্ত ও ব্যাসোক্ত শতরুদ্রীয় পাঠ করিয়া থাকেন। উনিই সমুদয় লোককে অভিলাষত বস্তু প্রদান করেন।

১। একনেত্র। ২। ত্রিনেত্র।

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণ উঁহাকে বিশ্বরূপী, মহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উনি দেবগণের আদি। উঁহার মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছে। উনি প্রাণান্তেও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করেন না। উনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও বিবিধ কামনা প্রদান করেন; আবার উনিই তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের যে সমুদয় ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, তৎসমুদয় উঁহারই ঐশ্বর্য্য। উনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের শুভাশুভ-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সমুদয় ভোগ্যবস্তুতে উঁহার প্রভুত্ব আছে বলিয়া উঁহাকে ঈশ্বর এবং উনি যাবতীয় মহদ্‌-বিষয়ের অধীশ্বর বলিয়া উঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উনি স্বীয় বিবিধ রূপ দ্বারা এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমুদ্রমধ্যস্থিত বড়বামুখ উঁহারই বক্ত্র।"

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

ধর্ম্মের প্রামাণ্য-নির্ণয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষ ও আগম এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ হইবে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমার বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। যাহাই হউক, তোমার যদি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, আমি তাহা নিরাকরণ করিয়া দিতেছি। প্রত্যক্ষ ও আগম এই উভয় প্রমাণে অনায়াসে সংশয় জন্মিতে পারে, কিন্তু সেই সংশয়টি ছেদন করা নিতান্ত সুকঠিন। প্রজ্ঞাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ কারণ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের এককালে অসদ্ভাব স্বীকার বা তাহার অস্তিত্ব-বিষয়ে সংশয় করিয়া থাকে। সেই সমস্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত[১] সন্দেহ নাই। যদি ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক হইল, তাহা হইলে আগমকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু অনলস, প্রাণযাত্রানির্ব্বাহে অভিনিবেশশূন্য ও তৎপর না হইলে আগমপ্রমাণ স্থির করা সহজ হয় না। হেতুবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল লোকের জ্যোতিঃস্বরূপ আগম অবলম্বন করিলে বিপুল জ্ঞানলাভ করা যায়। হেতুবাদ নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অমূলক। উহা কদাচই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! প্রত্যক্ষ, আগম ও বহুবিধ শিষ্টাচার এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি প্রধান হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বলবান্ দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্ম হ্রিয়মাণ[১] হইলে, যদিও যত্ন সহকারে তৎকালে তাহার মর্য্যাদারক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহা কালসহকারে নিশ্চয়ই ভিন্ন[২] হইয়া যায়। ঐ সময় তৃণ দ্বারা যেমন কূপ সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন দুষ্ট লোকেরা অতএব ঐ সময় ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে ঐ সমস্ত শিষ্টাচার উচ্ছিন্ন করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হয়। অসচ্চরিত্র, শ্রুতিত্যাগপরায়ণ, ধর্ম্মবিদ্বেষী পামরের বাক্য কদাচ সপ্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা বেদপরায়ণ, সন্তুষ্টচিত্ত ও ঐ সমস্ত পামরের বিদ্বেষী—অর্থ, কাম, লোভ ও মোহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত মহাত্মার নিকট গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করা উচিত। ঐ সমস্ত মহাত্মার চরিত্র কদাচ দূষিত হয় না এবং উঁহারা যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন কখনই পরিত্যাগ করেন না। ফলতঃ প্রত্যক্ষ, বেদ ও শিষ্টাচার এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি সংশয়-রূপ দুস্তর-সাগরে নিপতিত হইয়াছি, উহার পার নিরীক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদ, প্রত্যক্ষ ও আচার এই তিনটিই ধর্ম্মের প্রমাণ হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মেও তিন প্রকার স্বীকার করিতে হইবে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম একমাত্র। ঐ তিনটি উহার প্রমাণ। ঐ তিন প্রমাণ প্রত্যেকেই যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে; উঁহারা সমবেত হইয়াই ধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তিনটি যে ধর্ম্মের প্রমাণস্থল, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি আর কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা

১। ভ্রান্তিপ্রসূত চালিত।

১। লুপ্তপ্রায়। ২। ভগ্ন—বিচ্ছিন্ন।

করিও না। তুমি আপনিই ঐ তিন প্রমাণানুসারে সংশয়চ্ছেদন করিবে। আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে যেন তোমার সংশয় উপস্থিত না হয়। অন্ধ ও জড়ের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে উহার অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত।

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম। তুমি এই সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, তোমার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার কর। যে ব্যক্তি প্রমাণকে অপ্রমাণ বলে, সে নিতান্ত অপণ্ডিত; তাহার বাক্য কদাচ প্রমাণ হইতে পারে না; সে সকলেরই শোচনীয়; অতএব তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের সৎকার ও সমাদর কর। ব্রাহ্মণেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। উঁহারাই এই তিন লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।”

ধর্ম্মদ্বেষী ও ধর্ম্মানুরাগীর গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যাহারা ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ঐ উভয়বিধ লোকদিগের মধ্যে কাহাদের কিরূপ গতিলাভ হয়?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী, তাহারা রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। আর যাঁহারা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন, সেই সমস্ত সত্য ও সরলতাপরায়ণ সাধু ব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন। তাহারা নিরন্তর আচার্য্যদিগের সেবা করিয়া ধর্ম্মকেই একমাত্র গতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যই হউক আর দেবতাই হউক, যাঁহারা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, সেই সমস্ত লোভমোহশূন্য মহাত্মারা নিশ্চয়ই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ব্রহ্মার প্রধান পুত্র ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মস্বরূপ। ধার্ম্মিকগণ একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কাহাদিগকে সাধু ও কাহাদিগকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহাদিগের উভয়ের কার্য্যই বা কি প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

সাধু ও অসাধুর লক্ষণ

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! অসাধু দুরাচার ও দুর্ম্মুখ। সাধু ব্যক্তিরা সুশীল ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। উঁহারা কখন রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্য মধ্যে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করেন না; দেবতা, পিতৃগণ, ভূত, অতিথি ও কুটুম্বদিগকে আহার প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনারা আহার করেন; ভোজনকালে কথোপকথন বা আর্দ্রহস্তে শয়ন করেন না; উঁহারা সূর্য্য, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ; ভারাক্রান্ত বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, নগরাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও নরপতিদিগকে পথ প্রদান এবং সমাগত অতিথি, পোষ্যবর্গ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সায়ংকাল[১] ও প্রাতঃকাল[২] এই উভয়কালই ভোজনের প্রকৃত সময়। এই সময়ের মধ্যে আর আহার গ্রহণ না করিলেই উপবাস করা হয়। হোমকালে বহ্নি যেমন আজ্যপাত্রের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষসংসর্গ প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্ত্তব্য। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পত্নীসংসর্গ না করিলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। সত্যবাক্য, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিনই তুল্য পদার্থ। অতএব নিয়ত নিয়মানুসারে গো-ব্রাহ্মণের পূজা করা কর্ত্তব্য।

যজুর্ব্বেদানুসারে যে মাংসের সংস্কার করা হয়, তাহা ভক্ষণ করা দোষাবহ নহে। পৃষ্ঠমাংস ও বৃথামাংস পুত্রমাংসের তুল্য। স্বদেশেই হউক আর ভিন্ন দেশেই হউক, অতিথিকে উপবাসী রাখা কদাচ বিধেয় নহে। উপাধ্যায়কে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান, পাঠসমাপনান্তে দক্ষিণা দান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাধ্যায়কে অর্চ্চনা করিলে দেহপুষ্টি, আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অবমাননা ও দূরদেশে প্রেরণ করা কদাচ বিধেয় নহে। উঁহারা দণ্ডায়মান থাকিলে উপবেশন করা নিতান্ত অনুচিত। উহা করিলে আয়ুঃক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিবস্ত্রা স্ত্রী ও উলঙ্গ পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গোপনেই স্ত্রীসম্ভোগ ও আহার করা উচিত। গুরুজন অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র

১। রাত্রি। ২। দিবা।

বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্বেষণের বিষয় ও সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছুই নাই।

বৃদ্ধজনের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বৃদ্ধগণের সেবা করিলে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয়। বেদাধ্যয়ন ও ভোজনকালে দক্ষিণপাণি উত্তোলন করা বিধেয়। প্রতিনিয়ত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংস্কৃত পায়স, যাবক, কৃশর ও হবির্দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, গ্রহগণের পূজা, ক্ষৌরকর্ম্মে মঙ্গলাচরণ, ক্ষুতকারীকে আশীর্ব্বাদ এবং ব্যাধিত ব্যক্তিদিগকে 'দীর্ঘায়ুরস্তু' বলিয়া অভিনন্দন করা উচিত। বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি 'তুমি' এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বিদ্যাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে 'তুমি' এই বাক্য মৃত্যুতুল্য। বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি 'তুমি' বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। পাপাত্মাদিগের মনোমধ্যে নিয়ত পাপকার্য্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সজ্জনসমাজে তাহা গোপন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

অসাধু ব্যক্তিরা 'আমি যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, ইহা দেবতা বা মনুষ্য কেহই জ্ঞাত হইতে পারে নাই', এই মনে করিয়া কত পাপকার্য্য গোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু উহা নিতান্ত দোষাবহ। পাপাচরণ করিয়া গোপনে রাখিলে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি হয়। অতএব পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহা গোপনে না রাখিয়া সাধুসমাজে প্রকাশ করাই উচিত। সাধু ব্যক্তিদিগের নিকট পাপকার্য্য প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোন না কোন উপায় দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করিতে পারেন। যেমন লবণের উপর জলসেক করিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়, তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিক ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত অল্প পাপের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে।

আশাগ্রস্ত হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে কাল সহকারে উহা বিনষ্ট, না হয় সঞ্চয়কর্ত্তার দেহনাশের পর অন্য ব্যক্তি উপভুক্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কহেন যে, মনের দ্বারাই লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। অতএব অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সকলেরই উচিত। একাকী ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ধর্ম্মের বণিক্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। গর্ব্বিতভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবার্চ্চনা, অকপটভাবে গুরুজনের সেবা এবং সৎপাত্রে দান করিয়া পরলোকের হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

কর্ম্মাধীন জীবের সৎপুরুষকার সার্থকতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। এই জীবলোকে হতভাগ্য মনুষ্য বলবান্ হইলেও কদাচ অর্থলাভ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ভাগ্যবান, সে নিতান্ত দুর্ব্বল ও বালক হইলেও অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। লাভের সময় উপস্থিত না হইলে যত্ন করিলেও অর্থ হস্তগত হয় না; কিন্তু লাভকাল উপস্থিত হইলে অনায়াসেই বিপুল বিত্ত হস্তগত হইয়া থাকে। অনেকে বহু যত্ন করিয়াও কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার অনেকে অনায়াসে প্রভূত ধনের আধিপত্য লাভ করে। যদি মনুষ্য যত্নবান্ হইলেই সমুদয় ফললাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের উপাসনা করিতেন না। যখন মনুষ্য যত্ন করিয়াও ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে উহা লাভ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কোন ব্যক্তি অর্জ্জনস্পৃহার অধীন হইয়া প্রভূত আয় সত্ত্বেও অর্থলাভের চেষ্টা করিয়া দুঃখভোগ করে এবং কোন ব্যক্তি অর্থান্বেষণে বিরত হইয়াও পরমসুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে, কোন কোন নির্ধন ব্যক্তি নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ধনবান এবং কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নির্ধন হইতেছে।

কেহ কেহ প্রযত্নসহকারে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও নীতিজ্ঞ হইতে পারে না, আবার কেহ কেহ নীতিশাস্ত্র স্পর্শ না করিয়াও মন্ত্রিত্বলাভে সমর্থ হয়। কখন কখন বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয়কেই ধনবান, আবার কখন কখন ঐ উভয়কেই নির্ধন হইতে দেখা

যায়। যদি বিদ্যালাভ করিলেই লোকের সুখলাভ হইত, তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। জল দ্বারা যেমন লোকের পিপাসাশান্তি হয়, তদ্রূপ যদি ইচ্ছাবলেই লোকের সমুদয় কার্য্যসাধন হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, কেহ বিদ্যোপার্জ্জনে অযত্ন করিত না। আয়ুঃসত্ত্বে শতবাণে বিদ্ধ হইলেও লোকের প্রাণবিয়োগ হয় না, কিন্তু আয়ুক্ষয় হইলে লোকে তৃণাগ্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং আপনার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? এই বিষয়ে আমি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি বহু যত্ন করিয়াও ধনলাভ করিতে না পারে, কঠোর তপোনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজবপন না করিলে কেহই ফলভোগের অধিকারী হয় না। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, মনুষ্য দান দ্বারা ভোগশীল, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা দ্বারা মেধাবী ও অহিংসা দ্বারা দীর্ঘায়ু হয়। অতএব মনুষ্য সতত প্রিয়বাদী, লোকের হিতানুষ্ঠাননিরত’ বিশুদ্ধস্বভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া যাত্রা পরিত্যাগ, দান ও ধার্ম্মিকগণের পূজা করিবে। দংশকীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব প্রাণিমাত্রকেই কর্ম্মের অধীন বিবেচনা করিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ কর।”

চতুঃষষ্ট্যাধিকশততম অধ্যায়

কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বয়ং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে অথবা অন্যকে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, তাহার ধর্ম্মলাভের আশা থাকে; আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, সে কখনই ধর্ম্মলাভ করিবার প্রত্যাশা করিবে না। কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা। কালই প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। লোকে যখন ধর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, সেই সময়েই তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। অদৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কখনই ধর্ম্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যত্নসহকারে সময়ানুরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা আর এই ভূমণ্ডলে রজোগুণসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না মনে করিয়াই বুদ্ধি দ্বারা আত্মার উন্নতি করিয়া থাকেন। কাল কখনই যথার্থ ধর্ম্মকে অবিশুদ্ধ ও দুঃখের হেতুভূত করিতে পারে না অতএব ধর্ম্মচারী ব্যক্তিদিগের আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, কাল কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ধর্ম্মকে স্পর্শও করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মপ্রভাবেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকের প্রকাশক বলিয়া অভিহিত হয়।

কেহ কাহাকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে লোকভয়বশতঃই ছলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। শূদ্রবংশীয় সাধুব্যক্তিরা ‘আমাদিগের কোন আশ্রমধর্ম্মেই অধিকার নাই’, এইরূপ ছলবাক্য প্রয়োগ না করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণই পঞ্চভূতময় দেহ ধারণ করে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে উহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। উহারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই সকলে একভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি বল যে, ধর্ম্ম নিত্যপদার্থ, কিন্তু উহার ফল স্বর্গাদি অনিত্য হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম্ম দুই প্রকার; সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্ম অনিত্য; সুতরাং তাহার ফল অনিত্য; আর নিষ্কাম ধর্ম্ম নিত্য, সুতরাং তাহার ফলও নিত্য। সমুদয় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মবলে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মসংযুক্ত সঙ্কল্প উদিত হইয়া গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ফলতঃ প্রাক্তন কার্য্যই লোকের সুখ-দুঃখে কারণ; সুতরাং তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণেরও সুখ-দুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।”

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

পাপনাশন সুর-নরাদির নাম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি, কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভ হয় এবং কি প্রকার কার্য্য দ্বারাই বা লোকের পাপ অপনীত হইয়া থাকে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট দেবতা, ঋষি, নদী ও পর্ব্বত-সমুদয়ের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ নাম-সমুদয় ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য অবুদ্ধিপূর্ব্বক বা বুদ্ধিপূর্ব্বকই হউক, ইন্দ্রিয় দ্বারা দিবা রাত্রি ও সন্ধিক্ষণে যে পাপানুষ্ঠান করে, শুচি হইয়া এই নাম-সমুদয় কীর্ত্তন করিলে তৎসমুদয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই নাম-সমুদয় পাঠ করে, তাহাকে কদাচ অন্ধ ও বধির হইতে হয় না। তাহার সতত মঙ্গল লাভ হয়; সে কদাচ তির্য্যগ্‌যোনি, সঙ্করযোনি ও নরক প্রাপ্ত হয় না; তাহার দুঃখ ও ভয় এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাহাকে মৃত্যুকালেও বিমোহিত হইতে হয় না। এক্ষণে আমি ঐ নামসমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সর্ব্বভূতনমস্কৃত দেবাসুরগুরু ভগবান ব্রহ্মা, ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী, বেদসমুদয়ের উৎপাদক লোককর্ত্তা ভগবান বিষ্ণু, বিরূপাক্ষ উমাপতি মহাদেব, সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শচীপতি ইন্দ্র, যম ও তাহার পত্নী ধূমোর্ণা, বরুণ ও তাঁহার পত্নী গৌরী, কুবের ও তাঁহার পত্নী ঋদ্ধি, সুশীলা সুরভী, মহর্ষি বিশ্রবা, সঙ্কল্প, সাগর, গঙ্গা, মরুদ্‌গণ, তপঃসিদ্ধ বালখিল্যগণ, মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু, চিত্রসেন, দেবদূত, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু একাদশ রুদ্র, পিতৃগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দীক্ষা ব্যবসায়, পিতামহ, দিবারাত্রি, মরীচিতনয় কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, গরুড়, সমুদ্র, কদ্রুপুত্র পন্নগগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুষ্কর, গঙ্গা, বেণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, কুলম্পুনা, বিশল্যা, করতোয়া, অম্বুবাহিনী সরযূ, গণ্ডকী, মহানদ লৌহিত্য, তাম্রা, অরুণা, বেত্রবতী, কাবেরী, বক্ষু, মন্দাকিনী, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, বিশ্বেশ্বরস্থান, বিমলসরোবর, পুণ্যতীর্থসঙ্কুল কুরুক্ষেত্র, ক্ষীরোদসমুদ্র, তপস্যা, দান, জম্বুমার্গ, হিরণ্বতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী, বেদস্মৃতি, বেদবতী, মালব্য অশ্ববতী, ভূমিভাগ, গঙ্গাদ্বার, ঋষিকুল্যা, চিত্রবহা, চর্ম্মণ্বতী, কৌশিকী, যমুনা, ভীমরথী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, সরস্বতী, নন্দা, অপরনন্দা, মহাহ্রদ, গয়া, ফল্গু, দেবগণসহলিত ধর্ম্মারণ্য, মন্দাকিনী, ত্রিলোকবিক্রান্ত সর্ব্বপাপবিনাশন মানসসরোবর, দিব্যৌষধিসমন্বিত হিমালয়, বিচিত্র ধাতুসম্পন্ন ঔষধান্বিত বিন্ধ্য, সুমেরু, মহেন্দ্র, মলয়, রজতপূর্ণ শ্বেতশৃঙ্গবান, সুন্দর, নীল, নিষধ, দর্দ্দুর, চিত্রকূট, অঞ্জনাভ, গন্ধমাদন, সোমগিরি, দিক্‌বিদিক্, পৃথিবী, বৃক্ষগণ, বিশ্বদেব, আকাশ, নক্ষত্র ও গ্রহগণের নাম উচ্চারণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমি এক্ষণে সমুদয় দেবতার নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, প্রার্থনা করি, তাঁহারা সকলেই আমাকে রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি এই সমুদয় দেবতার নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সমুদয় পাপ ও ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হয়েন সন্দেহ নাই।

মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের নামকীর্ত্তন

অতঃপর সর্ব্বপাপবিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষীবান, ঔশিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইঁহারা পূর্ব্বদিক্; মহর্ষি উন্মুচু, প্রমুচু, মুমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু, ও ঊর্দ্ধবাহু ইঁহারা দক্ষিণদিক্, উষদগু ও তাঁহার সহোদরগণ, পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতম, কশ্যপ, একত, দ্বিত, ত্রিত, দুর্ব্বাসা ও সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিক্ এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, বেদব্যাস, বিশ্বামিত্র ভরদ্বাজ, ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, পরশুরাম, উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য হস্তিকাশ্যপ, লোমশ, নাচিকেত, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ও ভৃগুপুত্র চ্যবন ইঁহারা উত্তরদিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই আমি তোমার নিকট

বেদবেত্তা সর্ব্বপাপবিনাশন মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ নৃগ, যযাতি, নহুষ, যদু, পুরু, সগর, ধুন্ধুমার, দিলীপ, কৃশাশ্ব, যৌবনাশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান্, দুষ্মন্ত, ভরত, চ্যবন, জনক, ধৃষ্টরথ রঘু, দশরথ, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র মরুত্ত, দৃঢ়রথ, মহোদয়, অলর্ক, ঐল, দক্ষ, অম্বরীষ, কুকুর, রৈবত, কুরু, সংবর, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, জহ্নু, বেণপুত্র পৃথু, মিত্রভানু, প্রিয়ঙ্কর, ত্রসদস্যু, শ্বেত, মহাভিষ, নিমি, অষ্টক, আয়ু, ক্ষুপ, কক্ষেয়ু, প্রতর্দ্দন, দিবোদাস, সুদাস, ঐল, নল, মনু হবিধ্র, পৃষধ্র, প্রতীপ, শান্তনু অজ, প্রাচীনবর্হি, ইক্ষ্বাকু, অনরণ্য, জানু, জভ ও কক্ষসেন।

যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শুচি হইয়া এই সমুদয় ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদয় দেবতা মহর্ষি ও রাজর্ষির স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন যে, আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ু, যশ ও স্বর্গ প্রদান করুন। আমাকে যেন কখন শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারি।”

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মের আদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় প্রবেশ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্ব-পিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবধুরন্ধর বীর-জনোচিত-শরশয্যার-শয়ান মহাবীর ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র ও দানবিধি শ্রবণপূর্ব্বক সংশয় সমুদয় অপনোদ করিয়া পরিশেষে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলে পার্শ্বস্থিত নরপতি সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ সময় সত্যবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “গাঙ্গেয়! এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য নরপতির সহিত তোমার সমীপে উপস্থিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ইঁহাকে হস্তিনাগমনে অনুমতি কর।” ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “রাজন্! তুমি অচিরাৎ অমাত্যগণের সহিত স্বীয় পুরমধ্যে প্রবেশ কর। আর যেন তোমার মনোমধ্যে কোন গ্লানি উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি মহাত্মা যযাতির ন্যায় শ্রদ্ধা ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মনিরত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন, প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন এবং সুহৃদগণের যথোচিত সম্মান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গললাভ হইবে। বিহঙ্গম যেমন বলবান্ চৈত্য-বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ তোমার সুহৃদ্‌গণ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া জীবন-যাপন করুন। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে হস্তিনায় গমন কর; ভগবান্ ভাস্করের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে, পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।”

মহাত্মা শান্তনুতনয় অনুমতি করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভি-বাদনপূর্ব্বক মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিব্রতা গান্ধারীকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, ঋষিগণ, মহাত্মা কেশব, পৌরবর্গ, জনপদবাসিগণ, অমাত্য সমুদয় ও অন্যান্য পরিবারদিগের সহিত হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন।

আনুশাসনিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায়[১]—ভীষ্মের স্বর্গারোহণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৌর ও জানপদগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিয়া যাহাদিগের পতি-পুত্রাদি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান সহকারে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া

১। স্বর্গারোহণ মহাভারতের অন্তিম পর্ব্ব; ঐ স্বর্গারোহণ হইবে যুধিষ্ঠিরাদির। উহা তাঁহাদের সম্বন্ধে মানসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ভীষ্মের স্বর্গারোহণে তাদৃশ বৈচিত্র্য কিছুই নাই। অতএব এস্থলে "স্বর্গারোহণিক" শিরোনামের সার্থকতা নাই।

প্রজাদিগের সম্মানবর্দ্ধন এবং ব্রাহ্মণ, বলপ্রধান ও নগরবাসীদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক সেই হস্তিনায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে ধর্ম্মনন্দন সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া, ভীষ্মের মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া যাজকগণসমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে ভীষ্মের মৃতদেহ সংস্কার করিবার নিমিত্ত মাল্য, বিবিধ মহামূল্য রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ক্ষৌম, চন্দন, অগুরু ও কালীয়ক প্রেরণপূর্ব্বক পশ্চাৎ ভীষ্মের সংস্কৃতাগ্নিবাহক, পুরোহিত, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রথারোহণে পুর হইতে নির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা জনার্দ্দন, ধীমান্ বিদুর, যুযুৎসু ও যুযুধান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাজযোগ্য পরিচারকগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল এবং বন্দীরা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।

ভীষ্মের মৃত্যুকালে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন

মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই পুরী হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ, ও অসিত-দেবল তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন এবং নানাদেশ-সমাগত হতাবশিষ্ট রাজা ও অন্যান্য রক্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পিতামহকে প্রণাম করিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন দ্বৈপায়ন প্রভৃতি তত্রত্য সমুদয় মহাত্মা তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই ঋষিগণ-পরিবৃত ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ আপনার শ্রবণশক্তি ত অপ্রতিহত আছে? আমি যুধিষ্ঠির, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমি আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। আর আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক ও আমার ভ্রাতৃগণ, কুরুজাঙ্গলবাসী হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ, মহাত্মা বাসুদেব এবং আপনার পুত্রস্বরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আমাদিগের সকলকে অবলোকন করুন। আপনার মৃত্যুর পর যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, আমি তৎসমুয় প্রস্তুত করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি ভীষ্মের শেষ উপদেশ

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। তখন তিনি ধর্ম্মরাজের হস্তধারণপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি তোমাকে অমাত্যগণের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। আমি অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস এই সমুদয় নিশিত শরনিকরে শয়ান রহিয়াছি। ঐ অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস আমার শতবর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্য বশতঃ পবিত্র মাঘ মাস ও শুক্ল পক্ষ সমাগত হইয়াছে।"

মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তোমার সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব সুনির্ণীত হইয়াছে। তুমি অনেক দিন বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াছ; সূক্ষ্ম-বেদশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট তৎসমুদয় ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়াছ; ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ। অতএব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া গুরুশুশ্রূষানিরত পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন কর। গুরুবৎসল সরলস্বভাব বিশুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। তোমার আত্মজগণ নিতান্ত ক্রোধান্বিত, লোভপরায়ণ, ঈর্ষ্যাভিভূত ও দুরাত্মা ছিল; অতএব তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না।"

কৃষ্ণের নিকট ভীষ্মের সুগতি কামনা

মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! তুমি দেবদেবেশ, সুরাসুরনমস্কৃত

ত্রিবিক্রম, শঙ্খচক্রগদাধারী, বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরম পুরুষ, সবিতা, বিরাটরূপী, জীবস্বরূপ, অণুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন। এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ ও তোমার একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। আমি পূর্ব্বে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়; অতএব তুমি এক্ষণে বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর; সন্ধি করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনকে ঐরূপ কথা বারংবার কহিলেও সে তৎকালে দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমার বাক্য রক্ষা করিল না; সেই নিমিত্তই এক্ষণে তাহাকে কালকবলে নিপতিত হইতে হইল। ঐ দুরাত্মার দোষেই পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে। আমি তোমাকে পুরাণ পুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছি। আমি তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও বেদব্যাসের মুখে শুনিয়াছি যে, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা উভয়ে পূর্ব্বে নর-নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বদর্য্যাশ্রমে বাস করিয়াছিলে। এক্ষণে আমার দেহত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহান্তে পরমগতি লাভ করিতে পারি।"

ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বাসবাক্য

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ অনুনয় করিলে বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মন্! আমি আপনাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই বসুলোক লাভ করিবেন। আপনার পাপের লেশমাত্রও নাই। আপনি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃভক্ত। মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আপনার অনুগত রহিয়াছে।"

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসগণ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছি, অতএব তোমারা আমাকে অনুজ্ঞা কর। সত্য হইতে তোমাদিগের বুদ্ধি যেন কখন বিচলিত না হয়। সত্যের তুল্য পরম বল আর কিছুই নাই। সংযতাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত, ধর্ম্মশীল ও ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ হওয়া তোমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

শান্তনুতনয় এই বলিয়া সুহৃদগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি প্রতিদিন জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ঋত্বিক্‌গণের সবিশেষ সৎকার করিবে।"

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

যোগমার্গে ভীষ্মের তনুত্যাগ—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম তত্রত্য ব্যক্তিগণকে এইরূপ কহিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক যথাক্রমে মূলাধারাদি[১] স্থানে চিত্তকে সন্নিবেশিত করিয়া[২] যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণরহিত হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ, পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদয় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় আকাশপথে উত্থিত হইল। ঐ সময় দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া শান্তনুনন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সেই ভীষ্মের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আকাশদেশে সমুত্থিত তেজোরাশি সকলের সমক্ষে বিলীন হইয়া গেল।

এইরূপে ভারতকুলধুরন্ধর মহাত্মা শান্তনুনন্দন দেহ পরিত্যাগ করিলে বিদুর ও পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়া কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য আহরণপূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে যুযুৎসু ও অপরাপর লোকসমুদয় দর্শকশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বিদুর ইঁহারা উভয়ে মহার্হ পট্টবস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদন করিলেন। তখন যুযুৎসু অতি উৎকৃষ্ট ছত্রধারণ, ভীমসেন ও অর্জ্জুন চামর গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান ও মাদ্রীতনয়দ্বয় তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করিলেন। কামিনীগণ তালবৃন্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন।

১। [illegible] ২। ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া।

অনন্তর কৌরবগণ সকলে সমবেত হইয়া নিয়মানুসারে তৎকালোচিত শ্রাদ্ধ[১], হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং সামবেদবেত্তারা সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি মহাত্মারা ভীষ্মকে চিতায় আরোপিত করিয়া চন্দন-কাষ্ঠ এবং কালীয়ক ও কালাগুরু প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক চিতা প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। কৌরবগণ এইরূপে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক চিতার বামপার্শ্ব দিয়া ঋষিগণের সহিত ভাগীরথী-তীরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস নারদ, বাসুদেব এবং কুলকামিনী ও পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গার পুত্রশোকজন্য বিলাপ—কৃষ্ণের সান্ত্বনা

অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবতী ভাগীরথী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া শোকভরে রোদন করিতে করিতে কৌরবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কৌরবগণ! আমার পুত্র রাজোচিত সদ্ব্যবহার, প্রজ্ঞা ও বিনয়াদি গুণে বিভূষিত, বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগের সৎকারনিরত, পিতৃভক্ত ও মহাব্রতপরায়ণ ছিল। পূর্ব্বে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও বিবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; ঐ মহারথ কাশীপুরীতে স্বয়ংবরসময়ে সমুদয় নরপতিকে পরাস্ত করিয়া কন্যাগণকে আনয়ন করিয়াছিল; এই পৃথিবীতে উহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীর কুরুক্ষেত্রে অনায়াসে পরশুরামকে পরাস্ত করিয়াছিল; এক্ষণে শিখণ্ডী আমার সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রকে নিহত করিল। হায়! যখন আজ সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না, তখন নিশ্চয়ই উহা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।"

মহানদী গঙ্গা এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও বেদব্যাস তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি! আর শোক করিবেন না। আপনার পুত্র অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উনি অষ্টবসুর মধ্যে একজন, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শাপপ্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। মহাবীর ধনঞ্জয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাকে বিনাশ করা কখনই শিখণ্ডীর সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অস্ত্র ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় বসুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।"

ভগবান বাসুদেব ও মহর্ষি বেদব্যাস উভয়ে জাহ্নবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন বাসুদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। চিতাপিণ্ডদানাদি।

অনুশাসনপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত

আশ্বমেধিকপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

আশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্যাকুলিতচিত্তে গঙ্গার গর্ভ হইতে তীরে উত্থিত হইয়া ব্যাধবিদ্ধ মাতঙ্গের[১] ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন ভীম বাসুদেবের নির্দেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব, "মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন" এই বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন, অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাকে দুঃখিতচিত্তে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া যার পর নাই শোকাকুল হইলেন এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

শোকাকুল যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা

ঐ সময় পুত্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষু[২] ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে এই ধরাশয্যা[৩] হইতে উত্থিত হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হও। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী অধিকার করিয়াছ; অতঃপর ভ্রাতা ও অন্যান্য সুহৃদগণ সমভিব্যাহারে উহা উপভোগ কর। এক্ষণে তোমার ত শোক করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখি না। আমার ও গান্ধারীর শত পুত্র স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগের শোক করা কর্ত্তব্য।

আমি পূর্ব্বে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বজ্ঞ বিদুরের হিতকর বাক্য গ্রহণ করি নাই। ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর আমাকে দ্যূতক্রীড়া সময়ে কহিয়াছিল, 'মহারাজ! দুর্য্যোধনের অপরাধে আপনার কুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে। এক্ষণে যদি আপনার কুলরক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার বাক্যানুসারে অনতিবিলম্বেই ঐ দুর্ব্বুদ্ধিকে পরিত্যাগ এবং যাহাতে উহার সহিত কর্ণ ও শকুনির সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার উপায়বিধান করুন। এক্ষণে অবিবাদে[১] দ্যূত নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করা আপনার কর্ত্তব্য। ঐ মহাত্মাই ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিবেন। অথবা যদি ধর্ম্মরাজের রাজ্যলাভে আপনার অভিমত না হয়, তাহা হইলে আপনি স্বয়ংই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করুন। জ্ঞাতিগণ আপনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হউন।'

তৎকালে দূরদর্শী[২] মহাত্মা বিদুর আমাকে বারংবার এইরূপ কহিলে আমি তাহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া দুর্য্যোধনেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বিদুরের বাক্য উল্লঙ্ঘনের সমুচিত ফল লাভ করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই এই বৃদ্ধাবস্থায়

১। হস্তীর। ২। জ্ঞান যাঁহার চক্ষুর কার্য্যকারী। ৩। ভূতল।

১। বিনাতর্কে। ২। ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ।

শোকদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক একবার আমাদিগের প্রতি নেত্রপাত কর।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা—যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ধীমান ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তুষ্ণীম্ভাব[1] অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে নিতান্ত বিমনায়মান[2] দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সমধিক শোক করিলে তাঁহারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। সোমরস দ্বারা দেবগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণের এবং প্রার্থনাধিক অর্থদান দ্বারা দরিদ্রগণের তৃপ্তিসাধন করুন। যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছেন এবং যাহা কর্ত্তব্য, তাহারও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম, ব্যাস, নারদ ও বিদুরের অনুগ্রহে রাজধর্ম্ম সমুদয় আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। অতএব মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করা আপনার বিধেয় হইতেছে না; এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অধ্যবসায়[4] সহকারে রাজ্যভার বহন করুন। যশোদ্বারা স্বর্গলাভ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, ভবিতব্যই এই লোকক্ষয়ের কারণ। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। রণক্ষেত্রে যাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, আপনি কখনই তাহাদিগের দর্শনলাভ করিতে পারিবেন না।"

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি আমার প্রতি সুহৃদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাক। এক্ষণে তুমি যদি প্রীতমনে আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি প্রদান কর তাহা হইলে আমার যার পর নাই প্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। মহাবীর কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্মের লোকান্তরপ্রাপ্তি হওয়াতে আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, এক্ষণে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে আমি এই ঘোরতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, যাহা দ্বারা আমার মনে পবিত্রতার সঞ্চার হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায়বিধান কর।"

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসসান্ত্বনা—কর্ত্তব্যের উদ্বোধ

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ শোকাবহ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই। তুমি এখনও বাল্যভাবে বিমোহিত হইতেছ। কিন্তু আমরা তোমাকে এইরূপ দেখিয়াই বারংবার বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছি। যাহাদিগের যুদ্ধই জীবিকা, তুমি সেই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছ। স্বধর্ম্মনিরত নরপতিগণ কখনই শোকদুঃখে নিমগ্ন হয়েন না। তুমি আমার নিকট মোক্ষধর্ম্মসমুদয় শ্রবণ করিয়াছ। আমি বারংবার তোমার বিবিধ বিষয়ে সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে যখন উপদেশে কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই, তখন বোধ হইতেছে যে, তুমি আমার নিকট যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছ, তদ্বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা না থাকাতে, তুমি তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অজ্ঞানতা তোমাকে অচিরাৎ[1] পরিত্যাগ করুক। তুমি সকল বিষয়েরই প্রায়শ্চিত্ত অবগত আছ এবং রাজধর্ম্ম ও দানধর্ম্মও সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ। অতএব সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ[2] হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় বিমোহিত হওয়া নিতান্ত অনুচিত।"

তৃতীয় অধ্যায়

বেদব্যাস কর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান-উপদেশ

ব্যাস বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অদ্যাপি বিশেষরূপ জ্ঞানলাভে সমর্থ হও নাই। ইহলোকে

১। মৌন। ২। [illegible]। ৩। বর্ণ। ৪। উদ্যম।

১। শীঘ্র। ২। সর্বপারগ।

কেহই স্বয়ং কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সকলেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সাধু বা অসাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব অনুতাপ পরিত্যাগ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকে পাপপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। অতএব যে যে কার্য্য দ্বারা মনুষ্যের পাপ ধ্বংস হয়, আমি তৎসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তিরা দান, তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবাসুরগণও পুণ্যলাভের নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভাবেই সমধিক পরাক্রান্ত হইয়া দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। অতএব তুমি দশরথাত্মজ শ্রীরাম ও তোমার পূর্ব্বপিতামহ শকুন্তলা-গর্ভসম্ভূত মহারাজ ভরতের ন্যায় যথাবিধানে রাজসূয়, সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। অশ্বমেধ-যজ্ঞ অতি উৎকৃষ্ট। যথাবিধি দক্ষিণাদান সহকারে ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত।"

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসাধক অর্থাভাবজ্ঞাপনে ব্যাসোক্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপালদিগের নিশ্চয়ই পবিত্রতালাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে উহা অনুষ্ঠান করা আমার পক্ষে সহজ নহে। আমার অল্পমাত্রও ধন নাই, আমি এই সমুদয় জ্ঞাতিবধের হেতুভূত হইয়াও কিছুমাত্র দান করিতে পারিলাম না। আমার ঐশ্বর্য্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। আর যে সমুদয় রাজপুত্র এই স্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাও নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করা আমার নিতান্ত অনুচিত। দুর্য্যোধনের অপরাধেই পৃথিবীর ভূপালগণের সংহার ও আমাদিগের অকীর্ত্তিলাভ হইয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অর্থলালসায় পৃথিবী একেবারে বীরশূন্য ও ধনশূন্য হইয়াছে। সুতরাং এ সময় অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ অশ্বমেধ-যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা দান করাই প্রধান কল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অন্যান্য প্রকার দক্ষিণাদান উহার অনুকল্প; কিন্তু অনুকল্প অবলম্বন করিলে আমার কিছুতেই প্রীতি হয় না; অতএব আপনি এক্ষণে আমাকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করুন।"

তখন ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি চিন্তাকুল হইও না। তোমার ধনাগার এক্ষণে ধনশূন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অচিরাৎ উহা বিবিধ ধনে পরিপূর্ণ হইতে পারে। পূর্ব্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্ব্বতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ প্রদান করাতে ব্রাহ্মণগণ তৎসমুদয় বহন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সমুদয় সুবর্ণ অদ্যাপি সেই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে তৎসমুদয় আনয়ন করিলে অনায়াসে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।"

চতুর্থ অধ্যায়

মরুত্তরাজের যজ্ঞবৃত্তান্ত—বংশানুকীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! মহাত্মা মরুত্ত কোন্ সময়ে পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহার তাদৃশ সুবর্ণরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

বেদব্যাস কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে করন্ধম-বংশসম্ভূত মহাত্মা মরুত্তের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগে প্রথমতঃ বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে মহারাজ প্রসন্ধির উৎপত্তি হয়। প্রসন্ধির ঔরসে মহাত্মা ক্ষুপ ও ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর এক শত ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের সকলকেই রাজপদে অভিষিক্ত করেন। উঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম বিংশ; ধনুর্ব্বিদ্যায় উঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। উনি বিবিংশ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা বিবিংশের ঔরসে পঞ্চদশ পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশারদ, সত্যবাদী, দানধর্ম্মনিরত ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খনীনেত্র সমুদয় ভ্রাতাকে নিপীড়িত করিয়া বাহুবলে সমুদয় রাজ্য পরাজয়পূর্ব্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করেন।

খনীনেত্র এইরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন, তথাপি প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল। মহাত্মা সুবর্চ্চাও পিতাকে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে যথোচিত যত্নসহকারে প্রতিনিয়ত প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, পবিত্র ও শমদমাদি[১]-গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সমুদয় প্রজাই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার কোষ ও বাহন-সমুদয় বিনষ্ট হইল। ঐ সুযোগে অধীনস্থ ভূপালগণ চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও পীড়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুবর্চ্চা ঐ সময় ভৃত্য ও পুরবাসিগণের সহিত যার পর নাই বিপদ্গ্রস্ত হইলেন। শত্রুগণ কেবল তাঁহার ধার্ম্মিকতানিবন্ধন তাঁহার প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে করদ্বয় সংপুটিত[২] করিয়া তাহাতে মুখমারুত[৩]-সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক পরাক্রম প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি অনায়াসে সমুদয় বিপক্ষ-ভূপতিকে পরাজিত করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি সেই মহাত্মা সুবর্চ্চার নাম করন্ধম বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে।

ঐ মহাত্মা ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে অবিক্ষিৎ নামে এক ইন্দ্রতুল্য রূপবলসম্পন্ন দুর্জ্জয় পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ অবিক্ষিৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে সমুদয় প্রজাই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞশীল, ধৈর্য্যশীল, সংযতেন্দ্রিয়, শমদমাদিগুণসম্পন্ন, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও হিমালয়ের ন্যায় স্থির-প্রকৃতি ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক যথাবিধানে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা অঙ্গিরা স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মাই অযুত-নাগের তুল্য পরাক্রমশালী, মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ, মহারাজ মরুত্তকে উৎপাদন করেন। মহাত্মা মরুত্ত যজ্ঞাভিলাষী হইয়া হিমালয়ের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী সুমেরু-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অসংখ্য সুবর্ণময় পাত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সুমেরুর অনতিদূরবর্ত্তী এক সুবর্ণময় পর্ব্বতের নিকটেই তাঁহার যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থানে স্বর্ণকারগণ নৃপতির আজ্ঞানুসারে অসংখ্য সুবর্ণময় কুণ্ড, পাত্র, স্থালী[৪] ও আসন প্রস্তুত করিয়াছিল। মহারাজ মরুত্ত সেই উৎকৃষ্ট স্থানে নানাদিগ্‌দেশস্থ ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

মরুত্তের পৌরোহিত্যে বৃহস্পতিকে অনুরোধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! মহীপতি মরুত্ত কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন? কি প্রকারে তাঁহার প্রভূত সুবর্ণলাভ হইল? এক্ষণেই বা সেই সুবর্ণরাশি কোন্ স্থানে নিপতিত হইয়াছে? আর কিরূপেই বা তাহা আমাদিগের হস্তগত হইবে, আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দেবতা ও অসুরগণ যেমন উভয়-পক্ষই প্রজাপতি দক্ষের দৌহিত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ও তপোধন সংবর্ত্ত ইঁহারা উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন। কিয়দ্দিন পরে বৃহস্পতি বিদ্বেষবশতঃ বারংবার সংবর্ত্তকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বর[৫]বেশে অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরা নরপতি করন্ধমের কুলপুরোহিত ছিলেন। এই ভূমণ্ডলমধ্যে করন্ধমের তুল্য বলবান্ ও সদ্ব্যবহারসম্পন্ন আর কেহই ছিল না। তিনি ধার্ম্মিক, ব্রতপরায়ণ ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ধ্যানবল ও মুখমারুতপ্রভাবে উৎকৃষ্ট বাহন, যোদ্ধা, নানাবিধ বস্ত্র ও মহার্হ শয়নীয় সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় অসাধারণ গুণরাশি দ্বারা অন্যান্য সমুদয় নরপতিকে বশীভূত করিয়া আপনার অভিলাষানুরূপ দীর্ঘকাল

১। ইন্দ্রিয়-সংযমাদি। ২। অঞ্জলি বদ্ধাকারে মিলিত। ৩। ফুৎকার।

৪। [illegible]

জীবিত থাকিয়া পরিশেষে সশরীরে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পুত্র অবিক্ষিৎ মহাবলপরাক্রান্ত যযাতির ন্যায় ধার্ম্মিক এবং পিতার ন্যায় বিক্রম ও সদ্‌গুণশালী হইয়া বসুন্ধরাকে স্ববশে সমানীত করিয়াছিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মরুত্ত রাজা সেই অবিক্ষিৎ নরপতির পুত্র। সসাগরা পৃথিবী মরুত্তের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

মরুত্ত-পৌরোহিত্যে ইন্দ্রের বাধাদান

ঐ মহীপাল দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরিশেষে সুররাজ মরুত্তকে অতিক্রম করিবার মানসে বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া দেবগণসমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু[১] হন, তাহা হইলে কখনই মরুত্ত রাজার পৌরোহিত্য-কার্য্য স্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর; কিন্তু মরুত্ত কেবল মর্ত্ত্যলোকের অধিপতি। অতএব আপনি মৃত্যুবিহীন সুরগণের যাজক হইয়া কিরূপে মৃত্যুর বশবর্ত্তী মরুত্ত রাজার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন? যাহা হউক, যদি আপনি মরুত্তের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে আপনি হয় মরুত্তকে পরিত্যাগ করিয়া আমার, না হয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মরুত্তের পুরোহিত হউন।'

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবেন্দ্র! তুমি জীবগণের অধিপতি। সমুদয় লোকই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি নমুচি, বিশ্বরূপ ও বলদৈত্যের নিহন্তা। তোমা হইতেই দৈত্যগণের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের ভরণপোষণ করিতেছ; অতএব তোমার পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া কিরূপে মর্ত্ত্যলোকস্থিত মরুত্তের যাজনক্রিয়া স্বীকার করিবে? এক্ষণে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে, আমি কদাচ মনুষ্যের যজ্ঞকার্য্যের স্রুব গ্রহণ করিব না। যদি অনল শীতল, পৃথিবী পরিবর্ত্তিত ও সূর্য্য প্রভারহিত হয়েন, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।'

সুরগুরু বৃহস্পতি এই কথা কহিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৃহস্পতি-প্রত্যাখ্যাত মরুত্তের নারদ-সাক্ষাৎকার

ব্যাস বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর বৃহস্পতি-মরুত্ত সংবাদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট 'মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, নরপতি মরুত্ত সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ বৃহত্তর যজ্ঞের আয়োজনপূর্ব্বক বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! পূর্ব্বে আমি আপনার বাক্যানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত যজ্ঞ আরম্ভ করিতে উৎসুক হইয়া উপকরণসমুদয় আহরণ করিয়াছি, অতএব আপনি আগমনপূর্ব্বক আমার যজ্ঞ সমাধান করুন।'

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, 'বৎস! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্যে বৃত ও তাঁহার নিকট মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমি তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব না।'

মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনার পৈতৃক যজমান, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি; অতএব আপনাকে অবশ্যই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।'

বৃহস্পতি কহিলেন, 'রাজন্! আমি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়া কিরূপে মনুষ্যের পৌরোহিত্য করিব? অতএব তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, আমি কখনও তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিব না; অতঃপর তোমার যাহাকে অভিলাষ, যজ্ঞে বরণ কর।'

বৃহস্পতি এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে নরপতি মরুত্ত একান্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে পথিমধ্যে

১। হিতকামী।

দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! আজ তোমাকে এরূপ দুঃখিত দেখিতেছি কেন? কোন অমঙ্গল ত' হয় নাই? তুমি কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলে এবং তোমার অপ্রসন্নতারই বা কারণ কি? যদি বক্তব্য হয়, আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি সাধ্যানুসারে তোমার দুঃখাপনোদন করিব।'

দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিলে নরপতি মরুত্ত তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবর্ষে! আমি যজ্ঞের সমুদয় উপকরণ আহরণ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতএব আর আমার জীবন ধারণ করিতে বাসনা নাই। যখন গুরু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি দূষিত হইয়াছি।'

নরপতি মরুত্ত এইরূপ দুঃখপ্রকাশ করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্র পরমধার্ম্মিক সংবর্ত্ত দিগম্বরবেশে[১] মানবদিগের বিস্ময়োৎপাদনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলে তিনিই তোমার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।'

তখন নরপতি মরুত্ত নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবর্ষে! আপনি আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাণদান করিলেন। এক্ষণে সংবর্ত্ত কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, কিরূপে আমি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইব এবং তাঁহার নিকট কিরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে আমি কদাচ জীবন ধারণ করিব না।"

মরুত্তের সংবর্ত্ত-সাক্ষাৎকার—পৌরোহিত্য প্রার্থনা

তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে মহাত্মা সংবর্ত্ত উন্মত্তের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের দর্শনবাসনায় বারাণসীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তথায় গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ সংস্থাপন কর। যিনি প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বরের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিয়া সেই মৃতদেহ দর্শন করিবামাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত্ত। ঐ মহাত্মা শবদর্শনানন্তর যে দিকে গমন করুন না কেন, তুমি তাঁহার অনুগমন করিবে। পরে কোন নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কাহার নিকট আমার বিষয় অবগত হইলে? তাহা হইলে তুমি কহিবে, আমি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। তুমি ঐ কথা কহিলে যদি তিনি আমার নিকট আগমন করিবার মানসে আমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তুমি নির্ভীকচিত্তে কহিও, নারদ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।'

দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে নরপতি মরুত্ত তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের পুরীর দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ পুরীর দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া শবদর্শন করিবামাত্র তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত তাঁহাকে পৌরোহিত্যে স্বীকার করাইবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত নির্জ্জন স্থানে মহারাজ মরুত্তকে সম্মুখীন অবলোকন করিয়া তাঁহার গাত্রে পাংশু,[১] কর্দ্দম[২], শ্লেষ্মা[৩] ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মরুত্ত তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহর্ষি সংবর্ত্ত সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া এক বহুশাখাসমাকীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সমাসীন হইলেন; মহারাজ মরুত্তও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন।

১। দিগম্বরবেশে—বস্ত্রবিহীন অবস্থায়।

১। ধুলা। ২। কাদা। ৩। কফ।

সপ্তম অধ্যায়

সংবর্ত্তের মরুত্ত-পৌরোহিত্য-প্রত্যাখ্যান

তখন মহর্ষি সংবর্ত্ত নরপতি মরুত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! যদি তুমি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও, তাহা হইলে তুমি কাহার নিকট আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলে, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। সত্যকথা কহিলে তোমার সমুদয় মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে; আর যদি তুমি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।'

মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! আমি পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার গুরুপুত্র। আমি আপনাকে অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।'

সংবর্ত্ত কহিলেন, 'রাজন্! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারদ আমাকে যজ্ঞকুশল বলিয়া অবগত আছেন, এক্ষণে নারদ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।'

তখন মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! তিনি আমার নিকট আপনার বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমাকে আপনার নিকট আগমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।'

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত অতি কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আমি যজ্ঞকার্য্যে সমর্থ বটি; কিন্তু আমি বায়ুরোগগ্রস্ত ও বিকৃতবেশধারী, আমার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই; অতএব কিরূপে আমা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে তোমার বাসনা হইতেছে? আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৃহস্পতি ইন্দ্রের যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি কার্য্যদক্ষ; অতএব তাঁহা দ্বারা যজ্ঞাদি কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি আমার পরম পূজ্য; সুতরাং যদি আমি তোমার যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত হইব না। অতএব যদি তোমার আমা দ্বারা যজ্ঞ করাইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে বৃহস্পতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন কর। তাহা হইলে আমি তোমার যাজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিব।'

সংবর্ত্তের যজ্ঞীয় নিয়মবন্ধন—পৌরোহিত্য স্বীকার

তখন মরুত্ত কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি ইতিপূর্ব্বে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। ইন্দ্র যজমান হওয়াতে তিনি আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বাসনা করেন না। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, আমি দেবপুরোহিত; মনুষ্যের যজ্ঞসম্পাদন করা আমার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ইন্দ্র আমায় তোমার পৌরোহিত্য করিতে নিষেধ করিয়া কহিয়াছেন যে, মরুত্ত রাজা সর্ব্বদাই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে; অতএব তাহার যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। হে ব্রহ্মন্! আপনার ভ্রাতা ইন্দ্রের সেই বাক্যে সম্মত হইয়াছেন। আমি স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ইন্দ্রের অনুরোধে আমার পৌরোহিত্য-সম্পাদনে সম্মত হয়েন নাই। এক্ষণে সর্ব্বস্ব করিয়াও আপনার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ইন্দ্রকে অতিক্রম করিতে আমার বাসনা হইতেছে। আর আমার বৃহস্পতির নিকট গমন করিবার অভিলাষ নাই। তিনি নিরপরাধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।'

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, 'রাজন! যদি তুমি আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। আমি তোমার যাজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি ইঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার বিদ্বেষাচরণ করিবেন। সেই সময় আমার প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি থাকে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহভঞ্জন কর। নতুবা আমি কুপিত হইলে তোমাকে সবান্ধবে ভস্মসাৎ করিব।'

মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! আমি যদি আপনাকে কখন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে যতদিন সূর্য্য তাপপ্রদান করিবেন ও যতকাল পর্ব্বত-সমুদয় বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল যেন আমার নরকভোগ হয় এবং আমি যেন কদাচ সুমতিলাভে ও বিষয়বাসনা-পরিত্যাগে সমর্থ না হই।'

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, 'রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার যজ্ঞকার্য্যে হিত উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। [আমি] [যেরূপ] উৎকৃষ্ট অক্ষয়

যজ্ঞোপকরণের উপদেশ প্রদান করি, তুমি সেইরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিলে অনায়াসে গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভব করিতে পারিবে। ধন বা যজ্ঞীয় উপকরণে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, কেবল যাহাতে আমার ভ্রাতা বৃহস্পতি ও সুররাজ ইন্দ্রের অপকার হয় এবং যাহাতে তুমি ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হও, আমি তদ্বিষয়েই সবিশেষ চেষ্টা করিব।'

অষ্টম অধ্যায়

সংবর্ত্তের যজ্ঞোপকরণ-সংগ্রহব্যবস্থা

সংবর্ত্ত কহিলেন, 'হে মহারাজ! অতঃপর তুমি যেরূপে উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয়ের অনতিদূরে মুঞ্জবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি পার্ব্বতীর সহিত ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ, বৃক্ষমূল ও গুহাতে পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, দেবর্ষি, আদিত্য, মরুৎ ও রাক্ষসগণ এবং যম, বরুণ, কুবের ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সতত তাঁহার উপাসনা করেন। কুবেরের বিকৃতাকার অনুচরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাঁহার রূপ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার রূপ, আকার, তেজ, তপস্যা ও বীর্য্য নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

তিনি মুঞ্জবান পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঐ পর্ব্বতের কোন স্থানেই শীত, গ্রীষ্ম, প্রচণ্ড বায়ু, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, জরা, ক্ষুৎপিপাসা, মৃত্যু ও ভয় বিদ্যমান নাই। ঐ পর্ব্বতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণরাশি বিদ্যমান আছে। কুবেরের প্রিয়চিকীর্ষু অনুচরগণ সর্ব্বদা উহা রক্ষা করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভগবান ভূতভাবনকে "হে দেবাদিদেব! তুমি সর্ব্ববেধা, রুদ্র, শিতিকণ্ঠ, সুরূপ, সুবর্চ্চা, কপর্দ্দী, করাল, হরিচ্চক্ষু, বরদ, ত্রিনয়ন, পূষার দন্তবিপাটক, বামন, শিব, যাম্য, অব্যক্তরূপ, সদ্বৃত্ত, শঙ্কর, ক্ষেম্য, হরিকেশ, স্থাণু, পুরুষ, হরিনেত্র, মুণ্ড, কৃশ, উত্তারণ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, সহস্রাক্ষ, কামপূরক, গিরীশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, বিল্বদণ্ডধারী, সিদ্ধ, সর্ব্বদণ্ডধর, মৃগভেত্তা, মহান্, ধনুর্দ্ধারী, ভব, বর, ব্যোমবক্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র, চক্ষুঃস্বরূপ, হিরণ্যবাহু, উগ্র, দিক্‌পতি, লেলিহান, গোষ্ঠ, বৃষ্টি, পশুপতি, ভূতপতি, বৃষ, মাতৃভক্ত, সেনানী, মধ্যম, স্রুবহস্ত, যতি, বৃদ্ধিস্বরূপ, ভার্গব, অজ, কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, তীক্ষ্ণ, বৈশ্বানরমুখ, মহাদ্যুতি, অনঙ্গ, সর্ব্বস্বরূপ, বিলোহিত, দীপ্ত, দীপ্তাক্ষ, মহৌজা, কপালমালাসম্পন্ন, সুবর্ণমুকুটধারী, মহাদেব, কৃষ্ণ, ত্র্যম্বক, অনঘ, ক্রোধন, নৃশংস, মৃদু ক্রোধশালী, উগ্র, পতি, পশু, কৃত্তিবাসাঃ, দণ্ডী, তপ্ততপা, অক্রূরকর্ম্মা, সহস্রশিরা, সহস্রচরণ, ত্রিপুরহন্তা, বসুরূপ, দংষ্ট্রী, সুবর্ণরেতা, স্বরূপ, অনন্ত, মহাদ্যুতি, পিনাকী, মহাযোগী, অব্যয়, ত্রিশূলহস্ত, ভুবনেশ্বর, ত্রিলোকেশ, মহৌজা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ধারণ, ধরণীধর, ঈশান, শিব, বিশ্বেশ্বর, ভব, উমাপতি, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, দশভুজ, দিব, বৃষধ্বজ, উগ্র, রৌদ্র, গৌরীশ্বর, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, পৃথু, পৃথুহর, বর ও চতুর্ম্মুখ, তোমাকে নমস্কার" বলিয়া প্রণাম কর। তুমি সেই সনাতন দেবাদিদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অবশ্যই তোমার সেই সুবর্ণরাশি লাভ হইবে। তাহা হইলেই তুমি তদ্দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট যজ্ঞপাত্র-সমুদয় নির্ম্মাণ করাইতে পারিবে; অতএব তুমি অবিলম্বে স্বীয় দূতগণকে সুবর্ণহরণার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং তথায় গমন কর।'

মহাত্মা সংবর্ত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ মরুত্ত অচিরাৎ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন ও ভগবান ভবানীপতির সন্তোষসম্পাদনপূর্ব্বক সেই সুবর্ণরাশি লাভ করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিল্পকরেরা সুবর্ণময় পাত্রসমুদয় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে সুরপুরোহিত বৃহস্পতি মহারাজ মরুত্তের দেবতুল্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তাপিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা সংবর্ত্ত ঐ যজ্ঞ পৌরোহিত্য করিয়া অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন, বিবেচনা করিয়া তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায়

ভ্রাতৃসমৃদ্ধিতে অসহিষ্ণু বৃহস্পতিকে ইন্দ্র-সান্ত্বনা

ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সন্তপ্ত জানিয়া তাঁহার সন্তাপের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সুরগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুরাচার্য্য! আপনি ত' পরমসুখে নিদ্রিত হইয়া থাকেন? আপনার পরিচারকেরা ত' আপনাকে যথোচিত পরিচর্য্যা করে? আপনি ত' সতত সুরগণের সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকেন? দেবতারা ত' আপনাকে সতত প্রতিপালন করিতেছেন?

বৃহস্পতি কহিলেন, 'সুররাজ! আমি পরমসুখে নিদ্রিত হই। আমার পরিচারকেরা যথোচিত পরিচর্য্যা দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমি নিরন্তর দেবগণের সুখ প্রার্থনা করি এবং দেবগণও আমাকে প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করিয়া থাকেন।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'সুরাচার্য্য! তবে আপনার মুখশ্রী কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ হইল? আর আপনার শারীরিক ও মানসিক দুঃখেরই বা কারণ কি? আপনি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করুন। যাহারা আপনার দুঃখের কারণ, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব।'

বৃহস্পতি কহিলেন, 'দেবরাজ! আমি শুনিয়াছি, রাজা মরুত্ত প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছে। আমার ভ্রাতা সংবর্ত্ত সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, সংবর্ত্ত মরুত্তের যাজনকার্য্য না করে।

ইন্দ্র কহিলেন, 'সুরাচার্য্য! আপনি দেবগণের পুরোহিত, আপনার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে এবং আপনি স্বপ্রভাববলে জরামৃত্যু উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব সংবর্ত্ত হইবে আপনার কি অপকারের সম্ভাবনা?'

অগ্নির বৃহস্পতি-পৌরোহিত্যে অনুরোধ

বৃহস্পতি কহিলেন, 'সুররাজ! তুমি অসুরগণের মধ্যে যাহাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখ, দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদিগকেই সংহার করিয়া থাক। সুতরাং শত্রুর সমৃদ্ধিদর্শন যে নিতান্ত দুঃখাবহ, তাহা তোমার অবিদিত নাই। সংবর্ত্ত আমার প্রধান শত্রু, এক্ষণে তাহার সমৃদ্ধিদর্শনই আমার অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমার শত্রু পরিবর্দ্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়াই আমি এইরূপ বিবর্ণ হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে যে কোন উপায়ে হউক হয় সংবর্ত্ত, না হয় রাজা মরুত্তের নিগ্রহ কর।'

সুরগুরু এই কথা কহিলে, দেবেন্দ্র অগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হুতাশন! তুমি এক্ষণে বৃহস্পতিকে রাজা মরুত্তের নিকট লইয়া গিয়া বল, এই সুরগুরু তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিবেন।'

দেবরাজ এইরূপ অনুরোধ করিলে অগ্নি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! আমি তোমার বাক্য রক্ষা ও বৃহস্পতির সৎকারের নিমিত্ত দূতবেশে রাজা মরুত্তের নিকট ইঁহাকে লইয়া চলিলাম।' এই বলিয়া হুতাশন গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বন, উপবন সমুদয় বিমর্দ্দিত করিয়া অচিরাৎ বৃহস্পতির সহিত মরুত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন মরুত্তরাজ হুতাশনকে সমুপস্থিত দেখিয়া সংবর্ত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষে! আজ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। হুতাশন স্বয়ং আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র উঁহাকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ ও মধুপর্ক প্রদান করুন।'

অগ্নি কহিলেন, রাজন! আমি তোমার বাক্যেই আসন ও পাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ইন্দ্র আমাকে দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।'

মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন! দেবরাজ ইন্দ্র ত' সুখে অবস্থান করিতেছেন? তিনি ত' আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং দেবগণ ত' তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন না?'

অগ্নি কহিলেন, 'রাজন! পুরন্দর পরমসুখে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি এক্ষণে তোমার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর এই সুরগুরু বৃহস্পতি তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করুন।'

মরুত্তের বৃহস্পতি-পৌরোহিত্য প্রত্যাখ্যান

মরুত্ত কহিলেন, 'মহাত্মন্! মহর্ষি সংবর্ত্ত আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। অতএব আমি বৃহস্পতির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে, উনি অমর পুরন্দরের পুরোহিত হইয়া এক্ষণে মৃত্যুবশবর্ত্তী মরুত্তের পৌরোহিত্য না করেন।'

তখন অগ্নি কহিলেন, 'রাজন্! যদি তুমি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই যশস্বী হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও প্রজাপতিলোক-সমুদয় পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সুরপতি ইন্দ্রের প্রসাদবলে স্বর্গমধ্যে কোন উৎকৃষ্ট লোকই তোমার অপ্রাপ্য থাকিবে না।'

অগ্নি এইরূপে মরুত্তকে প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হুতাশনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'অনল! তুমি অচিরাৎ প্রস্থান কর। আর কখন মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে লইয়া এ স্থলে আগমন করিলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধদৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব।' মহর্ষি সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে হুতাশন তাঁহার বাক্যে একান্ত ভীত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বৃহস্পতির সহিত তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক দেবসভায় সমুপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হুতাশন! আমি মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তুমি কি নিমিত্ত উঁহাকে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে? যজ্ঞদীক্ষিত নরপতি মরুত্ত তোমাকে কি কহিয়াছে, তাহ ব্যক্ত কর।'

অগ্নি কহিলেন, 'দেবরাজ! নরপতি মরুত্ত আপনার বাক্যে সম্মত হয় নাই। সে কৃতাঞ্জলিপুটে বৃহস্পতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মরুত্তকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে কহিল, সংবর্ত্তই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। বৃহস্পতি যজ্ঞ করিলে যদি আমার উৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও প্রজাপতি লোকসমুদয় লাভ হয়, তথাপি আমি সুরগুরু দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিব না।'

ইন্দ্রক্রোধ—শাপভয়ে অগ্নির দৌত্যে অনিচ্ছা

ইন্দ্র কহিলেন, 'হুতাশন! তুমি পুনর্ব্বার মরুত্ত রাজার নিকট গমন করিয়া তাহাকে আমার অনুরোধ বিজ্ঞাপন কর। যদি সে তাহাতেও আমার বচন রক্ষা না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব।'

অগ্নি কহিলেন, 'রাজন্! গন্ধর্ব্বাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র তথায় গমন করুন। আমার তথায় গমন করিতে শঙ্কা হইতেছে। ব্রহ্মচারী মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে কহিয়াছেন যে, যদি তুমি পুনরায় মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে আগমন কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধ-দৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'হুতাশন! তুমিই সকলকে দগ্ধ করিয়া থাক। তোমা ভিন্ন দাহকর্ত্তা আর কেহই নাই। তোমার সংস্পর্শে সমুদয় লোক ভীত হয়; অতএব সংবর্ত্ত যে তোমাকে ভস্ম করিবেন, এ কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না।'

অগ্নি কহিলেন, 'দেবেন্দ্র! আপনি অসংখ্য সৈন্য দ্বারা সসাগরা পৃথিবী ও সমুদয় স্বর্গলোক পরিবেষ্টিত করিতে পারেন, তবে বৃত্রাসুর কিরূপে আপনার স্বর্গলোক অপহরণ করিয়াছিল?'

ইন্দ্র কহিলেন, 'হুতাশন! আমি সামান্য যুদ্ধে ঐরাবতকে প্রেরণ, শত্রুদত্ত সোমরস পান ও দুর্ব্বলের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করি না। আমি স্বীয় বাহুবলে পৃথিবী হইতে কালকেয়গণকে, অন্তরীক্ষ হইতে দানবগণকে এবং স্বর্গ হইতে প্রহ্লাদকে দূরীভূত করিয়াছি। অতএব মর্ত্তলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া অস্ত্রপ্রহার করিতে সমর্থ হইবে?'

অগ্নি কহিলেন, 'রাজন্! আপনি শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞ স্মরণ করুন। মহর্ষি চ্যবন ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইয়া যখন অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমরস পান করেন, তখন আপনি তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। ঐ সময়ে আপনি সেই মহর্ষি কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাকে ঘোরতর বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহর্ষি চ্যবন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তপোবলে

অনায়াসে আপনার বাহু স্তম্ভিত করিয়া মদ নামে এক ভীষণমূর্ত্তি অসুরের সৃষ্টি করিলেন। সে অসুরের বিকটমূর্ত্তি দর্শনে তৎকালে আপনাকে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিতে হইয়াছিল। ঐ অসুরের অধর পৃথিবী ও ঊর্দ্ধ স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার শতযোজন বিস্তৃত ঘোরতর সহস্র দন্ত, রজতস্তম্ভসদৃশ দুই শত যোজন বিস্তীর্ণ দংষ্ট্রাচতুষ্টয় দর্শনে তত্রত্য সকলেরই মনে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল। সেই অসুর আপনার বিনাশবাসনায় ঘোরতর শূল উদ্যত করিয়া আপনার প্রতি ধাবমান হয়। সেই সময় আপনি সেই বিকটমূর্ত্তি অসুরকে অবলোকন করিয়া যার-পর-নাই ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব হে দেবেন্দ্র! ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নাই। আমি ব্রহ্মতেজ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব আমার সংবর্ত্তকে পরাজয় করিতে কিছুতেই বাসনা হয় না।'

—

দশম অধ্যায়

ইন্দ্রপ্রেরিত ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে উপেক্ষা

তখন ইন্দ্র কহিলেন, 'হুতাশন! ব্রহ্মবল যে অতি উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যে আর কেহই নাই, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু মরুত্ত রাজার পরাক্রম আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব।' সুররাজ পুরন্দর অনলকে এই কথা কহিয়া গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! তুমি শীঘ্র মরুত্ত রাজার নিকট গমন করিয়া সংবর্ত্তের সমক্ষে তাহাকে বল যে, মহারাজ! তুমি অচিরাৎ বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর, নচেৎ দেবরাজ তোমাকে বজ্রপ্রহার করিবেন।'

সুররাজ এইরূপ আদেশ করিলে গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র অচিরাৎ মরুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমার নাম ধৃতরাষ্ট্র; আমি গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে লোকাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যে নিমিত্ত আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, যদি আপনি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বজ্রপ্রহার করিবেন।'

তখন মরুত্ত কহিলেন, 'গন্ধর্ব্বরাজ! মিত্রদ্রোহী যে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার যে কোন কালে নিষ্কৃতিলাভ হয় না, ইহা কি তোমার, কি ইন্দ্রের, কি বসুগণের, কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, কি মরুদ্গণের কাহারই অবিদিত নাই; অতএব আমি কখনই আমার পরম মিত্র সংবর্ত্তকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে পারিব না। সুরগুরু বৃহস্পতি বজ্রধর দেবরাজের পৌরোহিত্য করুন। মহাত্মা সংবর্ত্তই আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। আমি কদাচ ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।'

ইন্দ্রভীত মরুত্তের প্রতি সংবর্ত্তের অভয়বাণী

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহারাজ! ঐ দেখুন, ভগবান্ শতক্রতু আপনার প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আকাশপথে ভীষণ সিংহনাদ্ করিতেছেন; অতএব এই সময়ে স্বীয় হিতচিন্তা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে মহারাজ মরুত্ত আকাশে ইন্দ্রের ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মবিদগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা সংবর্ত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! সুররাজ অধিক দূরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না। কিন্তু উনি বজ্রপ্রহার করিলে নিশ্চয়ই আমাকে কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে অভয় প্রদান ও আমার মঙ্গলবিধান করুন। ঐ দেখুন, দেবরাজ বজ্রধারণপূর্ব্বক দশদিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিতেছেন। উঁহার ভয়ঙ্কর নিনাদে সভাস্থ সমস্ত লোকই নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে।'

সংবর্ত্ত কহিলেন, 'মহারাজ! ইন্দ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অবিলম্বে সংস্তম্ভনী বিদ্যাপ্রভাবে উঁহার সমুদয় কার্য্য স্তম্ভিত করিয়া তোমার ভয় নিবারণ করিব। আমি সমুদয় দেবতার অস্ত্র বিনষ্ট করিতে পারি। বজ্র দিক্‌সমূহে নিক্ষিপ্ত, বায়ু প্রবাহিত, কাননে বারিধারা নিপতিত, সমুদ্র প্লাবিত ও আকাশপথে সৌদামিনী লক্ষিত

হউক, তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। হুতাশন তোমার মঙ্গলবিধান করুন বা না করুন এবং ইন্দ্র তোমার কামনা পূর্ণ করিতে বা বজ্রপ্রহার করিতে সমুদ্যত হউন, তাহার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই।'

মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! বাসবের বায়ুঘোষ[১]-সম্বলিত ভীষণ বজ্রনিস্বন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বারংবার ব্যথিত হইতেছে। আমি কোনরূপে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইতেছি না।'

সংবর্ত্ত কহিলেন, 'মহারাজ! ইন্দ্রের ভীষণ বজ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি বায়ুভূত হইয়া অবিলম্বে ঐ বজ্র সংহার করিতেছি। এক্ষণে তোমার আর কোন্ কার্য্যসাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর।'

ইন্দ্রের মরুত্ত-যজ্ঞে আগমন—যজ্ঞভাগ গ্রহণ

মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! এক্ষণে দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সহসা এই যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসন সমুদয়ে উপবেশনপূর্ব্বক স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।'

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিয়া মরুত্তকে কহিলেন, 'মহারাজ! ঐ দেখ, দেবরাজ আমার মন্ত্রবলে হরিদশ্বযুক্ত[২] রথে সমারূঢ় হইয়া দেবগণের সহিত এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিতেছেন।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র মরুত্ত রাজার যজ্ঞীয় সোমরস পান করিতে অভিলাষী হইয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত দেবগণপরিবেষ্টিত সুররাজকে সমাগত দেখিয়া পুরোহিতসমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সৎকার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সংবর্ত্ত পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবরাজ! আপনি ত' সুখে আগমন করিয়াছেন? আপনার আগমনে এই যজ্ঞ সমধিক শোভাসম্পন্ন হইল, এক্ষণে আপনি এই সোমরস পান করুন।'

অনন্তর মহারাজ মরুত্ত পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রশান্তভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আজ আপনার আগমনে আমার যজ্ঞ ও জীবন সফল হইল। এই দেখুন, বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবন্ সংবর্ত্ত আমার যজ্ঞ সমাপন করিতেছে।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ! এই দীপ্ততেজা ভগবান্ সংবর্ত্তের মাহাত্ম্য আমার অবিদিত নাই। আজ আমি এই মহাত্মা কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া তোমার প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনে এই যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছি।'

সংবর্ত্ত কহিলেন, 'দেবরাজ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি এই সমাজমধ্যে ভাগসমুদয় যথাযোগ্য কল্পনা ও এই যজ্ঞে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।'

মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে, দেবরাজ দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুরগণ! তোমরা অবিলম্বে স্বর্গীয় সভার তুল্য অতি সমৃদ্ধ বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে অসংখ্য স্তম্ভ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের নৃত্যগীতাদির স্থান প্রস্তুত কর। ঐ সভাতে গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করুক।'

সুররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিলে দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দেবরাজ প্রীতমনে মরুত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি, তোমার পিতৃলোক ও অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তোমার প্রতি প্রীত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ অগ্নির প্রীতির নিমিত্ত লোহিত ছাগ, বিশ্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অন্যান্য দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করুন।'

দেবরাজ এই কথা কহিবামাত্র যজ্ঞের উৎসব পরিবর্দ্ধিত হইতে আরব্ধ হইল, দেবগণ স্বয়ং অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ স্বয়ং সদস্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বহনাক্ষম বিপ্রগণের মরুত্ত-দত্ত স্বর্ণত্যাগ

অনন্তর দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় পরমতেজস্বী মহাত্মা সংবর্ত্ত দেবগণের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাগ্রে দেবরাজ ও তৎপরে অন্যান্য দেবগণ সোমরস পান

১। বায়ুবেগতুল্য শব্দ। ২। সবুজবর্ণ অশ্বযুক্ত।

করিয়া প্রীতিলাভপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞভূমির নানা স্থানে রাশি রাশি সুবর্ণ সংস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই অপরিমিত সুবর্ণবহনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা উহার অধিকাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অল্লাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে তিনি সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণের পরিত্যক্ত সুবর্ণসমুদয় স্তূপাকার করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মরুত্ত এইরূপ গুণশালী ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রভূত সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি সেই সমুদয় সুবর্ণ আনয়ন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর।"

মহাত্মা বেদব্যাস এই বাক্য কহিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার এই বাক্য-শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার মানসে অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণ-উপদেশ—জীবাহঙ্কার-কথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, সধূম অনলের ন্যায়, নিতান্ত নিষ্প্রভ, দুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মরাজকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মরাজ! 'কুটিলতাই মৃত্যুর এবং সরলতাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ', এই বাক্যটি বিশেষরূপে বোধগম্য হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য, সকলই প্রলাপ মাত্র। আপনার কোন কার্য্যই সমাহিত হয় নাই। আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না? হে মহারাজ! এক্ষণে আমি জীবের সহিত অহঙ্কারের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে অহঙ্কার পৃথিবীসমুৎপন্ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে সুগন্ধ আঘ্রাণরূপ বিষয়ভোগে নিতান্ত উৎসুক করিয়াছিল। তখন জীবাত্মা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অহঙ্কারের প্রতি বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার জলসমুৎপন্ন রসনেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে রসাস্বাদনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীবাত্মা অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। তখন অহঙ্কার জ্যোতিঃসমুৎপন্ন নয়নেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবাত্মাকে বস্তুদর্শনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীবাত্মা অহঙ্কারের প্রতি বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে অপসারিত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার বায়ুসমুৎপন্ন ত্বগিন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবকে স্পর্শানুভবে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীবাত্মা পুনরায় তাহার প্রতি বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। পরে অহঙ্কার আকাশসম্ভূত কর্ণেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবাত্মাকে শব্দশ্রবণে সমুৎসুক করিল। তখন জীবাত্মা ক্রোধভরে পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরিশেষে অহঙ্কার গত্যন্তর না দেখিয়া জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অহঙ্কার প্রবেশ করিবামাত্র জিবাত্মা মোহে একান্ত অভিভূত হইলেন। ঐ সময় গুরু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত করিলেন। তখন জীবাত্মা সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ বজ্র দ্বারা অহঙ্কারকে এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিগণের নিকট ও তৎপরে ঋষিগণ আমার নিকট এই রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

যজ্ঞকার্য্যে যুধিষ্ঠিরের উদ্বোধন

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার,—শারীরিক ও মানসিক। এই দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সহিত পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাকে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত

ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ। যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্য-লাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহারও দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখ-দুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়। অথবা যদি সুখদুঃখ জীবের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া আপনি এককালে উহা পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তথাপি সভামধ্যে পণ্ডিতগণ সমক্ষে রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ[১], আপনাদিগের অজিনধারণপূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গমন, মহারণ্যমধ্যে অবস্থান, জটাসুর বর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ, চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ, সিন্ধুরাজ-কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর অপমান, অজ্ঞাতবাস এবং দ্রৌপদীর গাত্রে কীচকের পদাঘাতজনিত অতীব দুঃখসমুদয় স্মরণ করা আপনার কদাপি উচিত নহে।

পূর্ব্বে ভীষ্ম-দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্যসমুদয় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়-পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈত্রিক রাজ্য প্রতিপালন করুন।”

১। কেশ ও বস্ত্র আকর্ষণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কামনাত্যাগের উপদেশ—কামগীতা

কৃষ্ণ কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয়সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়-ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ আপনার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদয়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতা-নিবন্ধন জগতে অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না, যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসঙ্কুলিত সমুদয় জগতের আধিপত্যলাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয়সমুদয় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঐ সমুদয়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন।

কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়, উহা সমুদয় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদয় মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, 'নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহ আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত-সমালোচন দ্বারা আমাকে শাসন করিতে যত্নবান্ হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমাকে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমাকে সর্ব্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।'

হে ধর্ম্মরাজ। এই আমি আপনার নিকট কামগীতা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। অতএব কামনাকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুখসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাকে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দর্শনলাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুখসমৃদ্ধ যজ্ঞ-সমুদয়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।"

—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের মনঃশান্তি—রাজ্যপালন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। ভগবান কৃষ্ণ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জ্জুন ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এককালে বন্ধুবিয়োগজনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় আত্মীয়-স্বজনদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকার করিয়া প্রশান্ত মনে পৃথিবী শাসন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পরে একদা তিনি মহর্ষি ব্যাস, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধনগণ। আমি আপনাদিগের বিবিধ উপদেশ-প্রভাবে সম্পূর্ণ আশ্বাস লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার আর অণুমাত্রও দুঃখ নাই। হে পিতামহ বেদব্যাস। আপনি আমাকে প্রভূত অর্থ প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি অচিরাৎ ঐ অর্থ লাভ করিয়া উহা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। অতঃপর আমরা আপনার প্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়া অবলহে বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ-পরিপূর্ণ হিমালয়ে গমন করিব। আপনি, দেবর্ষি নারদ ও দেবস্থান আপনারা আমাকে বহুবিধ শুভবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে ব্যক্তির অদৃষ্ট মন্দ, সে দুঃখে নিপতিত হইলে কদাচ এইরূপ সদ্গুরুলাভে সমর্থ হয় না।"

মহাত্মা যুধিষ্ঠির অনুনয়সহকারে এই কথা কহিলে, তাঁহারা কৃষ্ণের ও অর্জ্জুনের অনুজ্ঞা লাভপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের পারলৌকিক শুভসাধনোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান ও শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সেই প্রজ্ঞাচক্ষু মহাত্মাকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

—

পঞ্চদশ অধ্যায়

সদুপদেশদানান্তে কৃষ্ণের দ্বারকাগমনাভিলাষ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্। পাণ্ডবদিগের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ইঁহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন পরমাহ্লাদে নন্দনবনে বিচরণ করেন, তদ্রূপ মহা আহ্লাদে বিচিত্র বন, পর্ব্বতগুহা, পবিত্র তীর্থ, পল্বল[১] ও নদী প্রভৃতি রমণীয় স্থান-সমুদয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনপূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং ঋষি ও দেবতাদিগের বংশকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাসুদেব বিবিধ বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া ধনঞ্জয়ের সহস্র সহস্র জ্ঞাতি এবং পুত্রবিনাশজন্য শোকাপনোদনপূর্ব্বক তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত, মধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "পার্থ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবল এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রম-প্রভাবেই এই সসাগরা ধরণী পরাজিত করিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারে এই রাজ্য অকণ্টক হইয়া তাঁহার হস্তগত এবং ধর্ম্মানুসারেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। যে সকল অধর্ম্ম-প্রবৃত্ত রাজ্যলোলুপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সর্ব্বদা অপ্রিয়বাক্য ব্যবহার করিত, এক্ষণে তাহারা সকলেই পরলোকে গমন করিয়াছে। এখন রাজা যুধিষ্ঠির তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অকণ্টকে এই সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতেছেন। তোমার সহিত এই জনসমাজে বাস করিবার কথা দূরে থাকুক, অরণ্যে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীতি হইয়া থাকি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান আমার একান্ত প্রিয়।

আমি তোমার সহিত এই স্বর্গতুল্য পরম পবিত্র রমণীয় সভামধ্যে অবস্থান করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলাম। এ কাল পর্য্যন্ত আমি পুত্র, বলদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে দ্বারকা নগরীতে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অতএব তুমি আমার দ্বারকাগমনে অনুমোদন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার উপদেষ্টা হইলেও যে সময়ে ভীষ্মদেব তাঁহাকে যুক্তি-যুক্ত উপদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আমিও তাঁহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছি। তিনি ধর্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান্ ও স্থিরনিয়ম-সম্পন্ন। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকা-গমন প্রস্তাব কর। দ্বারকা নগরীতে গমনের কথা দূরে থাকুক, প্রাণরক্ষার নিমিত্তও আমি তাঁহার অপ্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সম্মত নহি। আমি সত্য কহিতেছি, কেবল তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত এই যুদ্ধাদিকার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমার এ স্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন সবলে নিহত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিবিধ রত্নপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী স্ববশে সমানীত করিয়াছেন, অতঃপর উনি সিদ্ধ মুনিগণে পরিবেষ্টিত বন্দিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সমুদয় পৃথিবী প্রতিপালন করুন। এক্ষণে তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকাগমন প্রস্তাব কর। আমি ধন, প্রাণ প্রভৃতি সমুদয়ই যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার পরম প্রিয় ও মান্য। এখন তোমার সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকা-গমন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অমিতপরাক্রম অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলে, তিনি অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

আশ্বমেধিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা মধুসূদন ও অর্জ্জুন বিপক্ষগণকে সংহারপূর্ব্বক সেই সভায় বাস করিয়া কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগের পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিয়া বাসুদেবের সহিত সেই সভাতে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা একদা সজ্জনগণ-সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের ন্যায় রমণীয় সেই সভার কোন এক প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ

১। ক্ষুদ্র জলাশয়।

সময় অর্জুন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই সভার শোভা সন্দর্শন করিয়া বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মধুসূদন। যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্ব নিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনরায় আমার কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে, অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের পুনরায় গীতা-উপদেশ

অর্জুন এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়। আমি তোমার নিকট নিগূঢ় ধর্ম্ম ও নিত্যলোক-সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি যে বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তৎসমুদয় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; অতএব আমি আর কোনক্রমেই তোমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। সেই ধর্ম্মোপদেশপ্রভাবে ব্রহ্মপদ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায়। এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারি না। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানসম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর। তুমি ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে।

একদা কোন এক ব্রাহ্মণ স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক পরিভ্রমণপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিয়া মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মধুসূদন। তুমি প্রাণীদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমাকে যে মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা শ্রবণ করিলে প্রাণিগণের মোহ নিরাকৃত হইয়া যায়। এক্ষণে আমি তাহা যথার্থতঃ কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর।

সিদ্ধিপথের উপদেশ—কাশ্যপ-সিদ্ধপুরুষ সংবাদ

পূর্ব্বে কাশ্যপ নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ লোকতত্ত্বার্থকুশল[১], সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও পাপ-পুণ্যতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মী-শ্রীসম্পন্ন[২], অন্তর্দ্ধানগতিবেত্তা[৩], সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল ও শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ। উনি প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে যেরূপ গতিলাভ করিয়া থাকে, তৎসমুদয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। উনি চক্রধারী[৪] সিদ্ধগণের সহিত গমনাগমন, উপবেশন ও নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেন। তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহতপ্রভাবে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান কাশ্যপ তাঁহার এইরূপ গুণগ্রাম অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিয়া শিষ্যের ন্যায় সেই মহর্ষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

তখন সেই সিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপের গাঢ়তর ভক্তিদর্শনে অনতিকালমধ্যে তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কাশ্যপ। আমি এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা বিবিধ কার্য্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতিলাভ ও দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি নিরন্তর সুখলাভ করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় অতিকষ্টে উপলব্ধ হইলেও তাহা হইতে বারংবার পতন হইয়া থাকে। আমি কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ও মোহপ্রভাবে সতত পাপে লিপ্ত হইয়া অতি কষ্টকর অশুভ গতিসমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বারংবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমাকে বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য উপভোগ ও বিবিধ স্তনদুগ্ধ পান করিতে হইয়াছে। আমি বহুসংখ্যক জনকজননী দৃষ্টিগোচর করিয়াছি এবং বিবিধ সুখ ও

১। জগতের তত্ত্বনির্ণয়ে অভিজ্ঞ। ২। ব্রহ্মতেজোযুক্ত। ৩। সহসা অদৃশ্য হওয়া ব্যাপারে কুশলী। ৪। চক্রাকারে একত্র উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মধ্যানকারী।

বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবার আমার প্রিয় বিচ্ছেদ ও অপ্রিয়সংযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বহু যত্নে ধনসঞ্চয় করিয়াও তাহার উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছি। আত্মীয়-স্বজন ও ভূপতিগণ বারংবার আমার অবমাননা করিয়াছেন।

আমি কতবার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কতবার বধবন্ধন যাতনা অনুভব করিয়াছি, কতবার আমাকে নরকযন্ত্রণা, যমযন্ত্রণা ও জরাব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। লৌকিক বিপদ্-সমুদয় কতবার আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি এইরূপে বারংবার বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া লোকতন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। এক্ষণে মনঃপ্রসাদ[১] নিবন্ধন আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। ঐ সিদ্ধিপ্রভাবে আর আমাকে এই সংসারে আগমন করিতে হইবে না। অতঃপর যে পর্য্যন্ত আমার মুক্তিলাভ ও জগতের প্রলয় না হইবে, তৎকাল আমি আপনার ও এই লোকসমূহের শুভগতি-সমুদয় প্রত্যক্ষ করিব।

আমি দেহত্যাগের পর এই সংসার হইতে একবারে সত্যলোকে গমন করিব এবং সেই সত্যলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। আমি আর কখনই এই মর্ত্ত্য-লোকে আগমন করিব না। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব বল, আমাকে তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে? তুমি যাহা লাভ করিবার অভিলাষ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, এক্ষণে তোমার তাহা প্রাপ্ত হইবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি, তাহা স্বয়ং ব্যক্ত কর। আমি অচিরাৎ এই সংসার পরিত্যাগ করিব, এই নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ ত্বরা প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমার চরিত্র দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাকে যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ, তখন তোমার বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই'।"

১। মনের প্রসন্নতা।

সপ্তদশ অধ্যায়

জীবাত্মার দেহ-আশ্রয় ও দেহ-ত্যাগ

কৃষ্ণ কহিলেন, "মহাত্মা সিদ্ধ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ কাশ্যপ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্। জীবাত্মা কিরূপে এক দেহ পরিত্যাগ ও অন্য দেহ আশ্রয় করে আর কিরূপেই বা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই ক্লেশকর সংসার হইতে বিমুক্ত হয়? কিরূপে উহার শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর উহার কর্ম্মসমুদয় কোন্ স্থানে অবস্থান করে, এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

মহর্ষি কাশ্যপ এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাত্মা সিদ্ধ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষে। জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদয় আয়ুষ্করকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমুদয় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। তখন সে বিপরীতবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে; স্বীয় শরীরের অবস্থা, বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু-ভোজনে প্রবৃত্ত হয়; কোন দিন অতিভোজন ও কোন দিন একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করে; কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ ও পরস্পর-বিরোধী গুরুতর বস্তু-সমুদয় ভোজনে আসক্ত হয়; কোন দিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে; কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয়; কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে; কোন দিন অনবরত বিষয়-কর্ম্ম সম্পাদন বাসনায় মল-মূত্রাদির বেগধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্যসেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশ নিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহত্যাগ করে।

এই আমি তোমার নিকটে যে নিমিত্ত জীবের দেহত্যাগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর জীবাত্মা যেরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা কীর্ত্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরাভ্যন্তর্গত উষ্মা[১] বায়ুবেগবশতঃ প্রকোপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদয় মর্ম্মস্থান ভেদ করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মর্ম্মভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হয়।

সমুদয় জীবই বারম্বার জন্মমরণের বশীভূত হইয়া থাকে। জীব মৃত্যুসময়ে যেরূপ কষ্টভোগ করে, তাহাকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়। ঐ সময় সে তীব্র বায়ুপ্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্লেদে নিমগ্ন হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের পৃথগ্‌ভাবসময়ে[২] শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে। তখন সেই দেহ বিশ্রী, বিচেতন এবং উষ্মা ও উচ্ছ্বাসবিহীন হইয়া মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। জীবাত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয়সমুদয়ের আস্বাদগ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু উহা দ্বারা আহারসম্ভব[৩] প্রাণকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সনাতন জীবই শরীরের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করে। পণ্ডিতেরা শরীরের সন্ধিস্থানসমুদয়কে মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় মর্ম্ম ভিন্ন হইলে জীব ঐ সমুদয়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিকে রুদ্ধ করে। বুদ্ধি রুদ্ধ হইলে জীবাত্মা সচেতন হইয়াও কোন বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় সমীরণ সেই নিরধিষ্ঠান[৪] জীবকে মহাবেগে চালিত করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা সুদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনির্গত হয়।

কর্ম্মবশে স্বর্গ-নরকগামী জীবের কর্ম্মভেদ

জীব এইরূপে দেহচ্যুত হইলেও তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সমুদয় কর্ম্মে সমাবৃত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে। তখন জ্ঞানবান্ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ লক্ষণ দ্বারা উহাকে পুণ্যবান্ বা পাপাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা চক্ষু দ্বারা অন্ধকারে উড্‌ডীয়মান খদ্যোতকে দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞানাপন্ন সিদ্ধ মহাত্মারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম, মরণ ও গর্ভপ্রবেশ দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। শাস্ত্রে জীবের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক এই ত্রিবিধ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ এই কর্ম্মভূমিতে শুভাশুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানেই তাহার ফলভোগ করে. কেহ কেহ পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অশেষ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল নরকভোগ করিয়া থাকে। জীব একবার নরকে নিপতিত হইলে তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন, অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে জীবসমুদয় স্বর্গগামী হইয়া যে যে স্থানে অবস্থান করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে কর্ম্মগতি তোমার অবিদিত থাকিবে না। যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেহান্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য অথবা নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই সেই স্থান হইতে নিপতিত হইতে হয়। পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ বারংবার ঐ সমুদয় স্থানে গমন ও ঐ সমুদয় স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গেও উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নীচ ত্রিবিধ স্থান বিদ্যমান আছে, সুতরাং যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারাও আপনা অপেক্ষা অন্যের শ্রীদর্শন করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয়েন। এই আমি তোমার নিকট জীবসমুদয়ের গতি কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর জীবের দেহপরিগ্রহের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।'

অষ্টাদশ অধ্যায়

জীবের গর্ভপ্রবেশ-বিবরণ

সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'ইহলোকে ফলভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভ কার্য্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহপ্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। বনস্পতি হইতে যেমন ফলকালে বহু ফল সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পুণ্যফল এবং

১। তাপ। ২। পরস্পর পৃথক্ হওয়ার সময়। ৩। ভুক্তদ্রব্যজাত। ৪। আশ্রয়চ্যুত।

দুষ্টান্তঃকরণে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পাপফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

আত্মা মনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে মনুষ্য যেরূপ স্বকর্ম্মে পরিবৃত হইয়া জন্মান্তরে গর্ভে প্রবেশ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শোণিতমিশ্রিত শুক্র স্ত্রীজাতির গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়। পরে জীব সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষ্মতা ও অলক্ষ্যত্ব নিবন্ধন তিনি কুত্রাপি লিপ্ত হয়েন না। ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ জীবই সমুদয় লোকের বীজস্বরূপ, প্রাণিগণ উঁহারই প্রভাবে জীবিত থাকে। তাম্রাদি ধাতু যেমন সুবর্ণরসে সিক্ত হইলে তাহার সমুদয় অঙ্গ সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হয়, লৌহপিণ্ডমধ্যে বহ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমুদয় অবয়ব উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদয় শরীর জীবময় ও সচেতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অন্ধকার সময়ে প্রজ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত সমুদয় বস্তু প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীবসমুদয় অঙ্গের পরিচালন করিয়া থাকে। জীবমাত্রেই শরীর আশ্রয়পূর্ব্বক জন্মগ্রহণের পর জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফলভোগ ও বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এইরূপে জীব যত কাল মোক্ষধর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ না হয়, তত কাল তাহার ফলভোগ দ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্যক্ষয় ও বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কার্য্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে মানবগণ বিবিধ জন্মপরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, ব্রতচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাভ্যাস, শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, জীবের প্রতি দয়া, সরলতা, পরধনাপহরণে নিস্পৃহতা, প্রাণিগণের অহিতচিন্তা পরিত্যাগ, পিতামাতার শুশ্রূষা, দয়া, শুদ্ধতা এবং গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের পূজা প্রভৃতি শুভকার্য্য-সমুদয়ের অনুষ্ঠান সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবেই প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দানাদি সদাচার-সমুদয় সাধুদিগের নিকট নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সদাচারই সনাতন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা ঐ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। মানবগণ ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে একমাত্র সদাচার-উপদেশ দ্বারাই তাহাদিগকে সৎপথে সমানীত করা যায়। অতএব সদাচারপরায়ণ হওয়া লোকের অবশ্য বিধেয়।

যোগী ব্যক্তিরা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ, উঁহারা যোগবলে অচিরাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিরা বহুকালে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। জীবগণ সকল জন্মেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই আত্মার জীবরূপে পরিণত হইবার প্রধান কারণ।

হে দ্বিজবর! সর্ব্বপ্রথমে কে শরীর গ্রহণ করিল, এই বলিয়া মানবগণের মনোমধ্যে মহা সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সেই সংশয় অপনোদন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শরীরধারণপূর্ব্বক পরিশেষে অন্যান্য শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেহের অনিত্যত্ব ও জীবের বিবিধ দেহ-পরিগ্রহের নিয়ম করিয়াছেন। শরীরীদিগের দেহকে ক্ষর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অক্ষর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই তিন পদার্থমধ্যে দেহ ও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসার-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। যিনি এই জন্মমৃত্যু ও রোগের অধীন অচিরস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া সমুদয় জীবে সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে যেরূপে সেই শাশ্বত অব্যয় পরম পুরুষকে অবগত হওয়া যায়, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়

মুক্ত মানবের লক্ষণ

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে তপোধন! যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তাশূন্য হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়েন, যিনি সকলের মিত্র, সর্ব্বসহিষ্ণু, শান্তিনিরত, বীতরাগ, জিতেন্দ্রিয়, ভয়ক্রোধশূন্য ও অভিমানবিহীন, যিনি সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার এবং যিনি জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, প্রিয় ও অপ্রিয় সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, যিনি কাহারও দ্রব্যে স্পৃহা এবং কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, যাঁর শত্রু ও মিত্র নাই, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনই পরিত্যাগ করিতে পারেন, যিনি অপত্যস্নেহশূন্য, যিনি ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক নহেন, যাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়, অপুনরাগমননিবন্ধন যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি কাম্যকর্ম্মবিহীন, যিনি এই জন্মমৃত্যু-জরাযুক্ত জগৎকে অনিত্য বলিয়া আলোচনা করেন, যাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যবুদ্ধি নিরন্তর জাগরূক থাকে, যিনি সতত আত্মদোষ দর্শন করেন এবং যিনি অগন্ধ, অরস, অস্পর্শ, অশব্দ, অরূপ, অপরিগ্রহ, অনভিজ্ঞেয়[১], অহঙ্কারশূন্য, স্বয়ম্ভু, নির্গুণ ও গুণভোক্তা পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হয়েন, তিনি এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি বুদ্ধিবলে দৈহিক ও মানসিক সঙ্কল্প সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি দাহ্য-পদার্থ[২]বিহীন অনলের ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বসংস্কারনির্ম্মুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন, তিনিই মুক্ত হইয়া সনাতন প্রশান্ত নিত্য পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।'

যোগপথে মুক্তির উপায় প্রদর্শন

হে তপোধন! অতঃপর যোগিগণ যোগযুক্ত হইয়া যেরূপে বিশুদ্ধ চৈতন্যকে দর্শন করেন এবং যে সমস্ত নিগ্রহোপায়[৩] দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তীব্রতপোনুষ্ঠান সহকারে ইন্দ্রিয়সমুদয়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে চিত্তকে ধারণপূর্ব্বক মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। তপস্বী ব্রাহ্মণ যোগবলে সতত মন দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি হৃদয়ে আত্মাকে যোগ করিতে পারিবেন, তখনই তিনি একান্তমনে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবেন।

যেমন স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর[১] বস্তু দর্শনপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলে পুনরায় তাহার জ্ঞানলাভ হয়, সেইরূপ সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার অভিজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মুঞ্জা[২] হইতে[৩] ঈষীকা[৪] নিষ্কাশনপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ যোগীব্যক্তি দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যখন যোগী যোগবলে আত্মাকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করেন, তখন ত্রিলোকের অধিপতিও তাঁহার নিকট আধিপত্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ সময় স্বেচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন। জরা, মৃত্যু, শোক ও হর্ষ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও দেবতা হইতে পারেন ও অচিরাৎ এই অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

লোকক্ষয় আরম্ভ হইলে তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। সমুদয় প্রাণী ক্লিশ্যমান হইলেও তাঁহার কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। সেই শান্তচিত্ত, নিস্পৃহ যোগী সংসর্গ ও স্নেহসমুৎপন্ন ভয়ঙ্কর দুঃখ ও শোকপ্রভাবে কখনই বিচলিত হয়েন না। শস্ত্রজাল তাঁহাকে সংহার ও মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহা অপেক্ষা এই জীবলোকে আর কাহাকেও সুখী বলিয়া গণ্য করা যায় না। তিনি নিরুপাধিক আত্মাতে মনঃসংযোগপূর্ব্বক জরাজনিত দুঃখ পরিহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যোগৈশ্বর্য্য উপভোগপূর্ব্বক যোগে শিথিল-প্রযত্ন হওয়া যোগীর কদাপি উচিত নহে। যোগীর যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন স্বয়ং সুররাজ ইন্দ্র উপস্থিত হইলেও তিনি তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না।

ধ্যানযোগে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার

এক্ষণে ধ্যানপরায়ণ হইয়া যেরূপ গতি লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর জীব

১। ব্যাপারহীন—নিকর্ম্মা। ২। কাষ্ঠাদি দ্রব্য। ৩। সংযম।

১। অদৃষ্টপূর্ব্ব। ২—৪। মুঞ্জতৃণজাত অতি সূক্ষ্ম তীরতুল্য অস্ত্র।

শরীরের মধ্যে মূলাধার প্রভৃতি যে যে চক্রে অবস্থান করিবে, মনকে সেই সেই চক্রে সংস্থাপন করা আবশ্যক। মনকে দেহের বহির্ভাগে স্থাপন করা কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। যখন জীব সেই মূলাধারাদি চক্রে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সেই সময়ে সে কদাচই বহির্বিষয়ে সংসক্ত হয় না। সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিঃশব্দ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মকে চিন্তা করাই যোগী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সনাতন ব্রহ্ম শরীরের সমুদয় অংশই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে চিন্তা করাই আবশ্যক। আপনার গৃহমধ্যে রত্ন সঞ্চিত থাকিলে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক মনকে দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অপ্রমাদে হৃদয়নিহিত পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এইরূপে নিরন্তর উদ্‌যোগসম্পন্ন ও প্রীতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিলে অনতিকালমধ্যেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীব তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিলেই সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিতে পারে। সেই পরমাত্মাও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। মনঃস্বরূপ চক্ষু-প্রদীপকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু, মুখ, মস্তক ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ এই বিশ্বের আদ্যন্তমধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, যোগী সর্ব্বাগ্রে দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত আত্মাকে দর্শন করিবেন এবং তৎপরে সেই আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া চিত্তনিরোধপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলেই মোক্ষলাভ হয়।

হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সমুদয় রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম; তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর।' সিদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে অর্জ্জুন! দ্বারকায় সমাগত ব্রাহ্মণ আমাকে মোক্ষধর্ম্মমূলক এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। আমি এক্ষণে তোমার নিকট যে যে উপদেশ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ। তুমি সংগ্রামকালে রথারূঢ় হইয়া আমার নিকট অবিকল এই সমুদয় উপদেশই শ্রবণ করিয়াছিলে। অকৃতপ্রজ্ঞ ও চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি কদাপি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। এই ধর্ম্মোপদেশ দেবগণেরও গোপনীয়। তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই ইহা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহে।

যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাত্মারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদ-সাধনপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করা দেবগণের অভিপ্রেত নহে। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরম গতি। জীব জ্ঞানমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মে লীন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রও এই আত্মদর্শন-রূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসে পরম গতিলাভে সমর্থ হয়।

এই আমি তোমার নিকট এই যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মসাধনোপায় ও সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অপেক্ষা সুখকর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই অসার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করে, সে এই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ পরম গতিলাভে সমর্থ হয়। ছয় মাসকাল প্রতিনিয়ত যোগসাধন করিলে যোগের ফললাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।"

বিংশতিতম অধ্যায়

জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! এক্ষণে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক জ্ঞানবিজ্ঞান-পারদর্শী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বিজনপ্রদেশে সমাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নাথ! শুনিয়াছি, কামিনীগণ পতির কর্ম্মানুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় কালহরণ করিতেছেন; অতএব জানি না, আপনার এই কর্ম্মপরিত্যাগনিবন্ধন চরমে আমার কিরূপ দুর্গতি লাভ হইবে।

প্রশান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ-পত্নী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে! ইহলোকে যে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা তন্মধ্যে কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় গুণহীন ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন করে। উহারা মুহূর্ত্তকালও কর্ম্মবিহীন হইয়া কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণিগণ যত কাল মোক্ষলাভ করিতে না পারে, তত কাল বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দুরাত্মারা প্রায়ই উহার বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই নিমিত্তই আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা হৃদগত স্থান দর্শন করিতেছি। ঐ স্থানে নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্ম, চন্দ্র ও হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছেন। জীবাত্মা ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া পঞ্চভূতকে ধারণপূর্ব্বক সংহার-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ব্রতপরায়ণ প্রশান্তমূর্ত্তি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারা সেই রূপরসাদি বিষয়াতীত, চক্ষু, কর্ণ ও মনের অগোচর, হৃদগত, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম হইতে সমুদয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

যোগিগণের অন্তর-প্রাণায়াম

প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হয়। সমান ও ব্যান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান-বায়ু বিচরণ করে; সুতরাং প্রাণ ও অপান-বায়ু রুদ্ধ হইলে সমান ও ব্যানবায়ুও রুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু উদান-বায়ু কোন বায়ুর আয়ত্ত নহে। ঐ বায়ু আপনিই প্রাণ-বায়ুকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে। এই নিমিত্ত প্রাণ ও অপান-বায়ু নিদ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে না। ফলতঃ উদান-বায়ু প্রাণাদি সমুদয় বায়ুকেই আয়ত্ত করিয়া রাখে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মারাই ঐ বায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। শরীরস্থ সমুদয় বায়ুর অন্তর্গত সমানবায়ুমধ্যে জঠরানল সপ্তধা প্রদীপ্ত রহিয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি উহার শিখা-স্বরূপ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটি সমিধ এবং ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা এই সাতটি ঋত্বিক্ শরীরস্থ অগ্নিতে রূপরসাদি সপ্ত বিষয়কে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন। সুষুপ্তিকালে গন্ধাদি গুণসমুদয় ইতর ব্যক্তির চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করিয়া জাগ্রদ্দশায় নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয়, কিন্তু যোগিগণের সেরূপ হয় না। স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের অন্তরেই ঐ সমুদয় গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব নিবন্ধন সতত আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ যোগশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।'

একবিংশতিতম অধ্যায়

অন্তর্যাগ—সূক্ষ্মবায়ুর স্বরূপে পরিণত

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে ভামিনি! এক্ষণে দশহোতৃ-বিহিত অন্তর্যাগের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, মুখ, চরণ, কর, উপস্থ ও পায়ু এই দশবিধ হোতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতি, ত্যাগ, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ, এই দশবিধ হবনীয় দ্রব্য। দিক্, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মিত্র এই দশবিধ অগ্নি। কর্ণাদি দশবিধ হোতা দিগাদি দশবিধ অগ্নিতে শব্দাদি দশবিধ হবনীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করেন। চিত্ত ঐ যজ্ঞের স্রুব এবং পাপপুণ্য উহার দক্ষিণাস্বরূপ। এই যজ্ঞ সমাপন হইলে অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হয়। ঐ জ্ঞান জগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞাতব্য বস্তুকে জ্ঞেয়, সমুদয় দ্রব্যের প্রকাশককে জ্ঞান এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঐ জ্ঞাতা জীবাত্মা গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ। উনি শরীর হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আস্যদেশ আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। ঐ অগ্নিতে অন্নাদি বস্তু সমুদয় প্রক্ষিপ্ত হইলেই বাক্যরূপে পরিণত হয় (*) মন প্রাণবায়ু সহকারে সেই বাক্যের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'ভগবন্! যখন মনোমধ্যে বাক্যের পর্য্যালোচনা না করিলে কখন তাহার আবির্ভাব হয় না, তখন বাক্য মনেরই অধীন; কিন্তু আপনার কথা দ্বারা বোধ হইতেছে, মন বাক্যের অধীন। এক্ষণে মন বাক্যের অধীন, কি বাক্য মনের অধীন, তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। আর সুষুপ্তিকালে প্রাণ মনের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও মনের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয় না কেন? ঐ সময়ে কে উহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! সুষুপ্তিকালে অপান-বায়ু প্রাণকে আপনার বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়া রাখে। মনই প্রাণের গতির অধীন; কিন্তু প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই নিমিত্তই মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। অতঃপর তুমি বাক্য ও মনের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা বাক্য ও মন জীবাত্মার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভো! আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?' তখন জীবাত্মা কহিলেন, 'আমার মতে মনই শ্রেষ্ঠ।' জীবাত্মা এই কথা কহিলে বাক্য তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রভো! আমার প্রভাবে ত' আপনার অশেষবিধ বিষয়ভোগ হইয়া থাকে, তবে মন কি নিমিত্ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল?' বাক্য এই কথা কহিলে জীবাত্মা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মন জীবাত্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বাক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভদ্রে! ইহলৌকিক দৃশ্যপদার্থ-সমুদয় ও পারলৌকিক স্বর্গাদি এই উভয়েই আমার অধিকার আছে। তন্মধ্যে ইহলৌকিক দৃশ্যপদার্থ-সমুদয় আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে অধিকার করিয়া থাকি; কিন্তু পারলৌকিক স্বর্গাদিতে তোমার সাহায্য দ্বারাই আমার অধিকার জন্মে। তুমি মন্ত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয়-সমুদয় প্রকাশ না করিলে উহাতে আমার অধিকার হয় না। অতএব ইহলৌকিক বিষয়ে আমার ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমার প্রাধান্য আছে। তুমি আপনার প্রাধান্য-লাভের নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলে বলিয়াই আমি এই কথা কহিলাম।'

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীর নিকট বাক্য ও মনের বিষয়ভেদে প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! মন অপেক্ষা বাক্যের প্রাধান্য কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। প্রাণ ও অপান মনের বৃত্তিবিশেষ। বাক্য সেই প্রাণ ও অপানের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাক্য প্রাণ-ব্যাপারের অভাবে নিতান্ত নীচ-ভাবাপন্ন হইয়া প্রজাপতির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে প্রজাপতি প্রাণকে সতত বাক্যের সাহায্য করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রাণ সর্ব্বদা বাক্যের সাহায্য করিয়া তাহাকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করে। প্রাণের সাহায্য ব্যতীত বাক্য কখনই উচ্চারিত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই কুম্ভককালে কোন বাক্যই উৎপন্ন হয় না।

বাক্য দুই প্রকার;—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। তন্মধ্যে ব্যক্ত বাক্যই প্রাণের অধীন। অব্যক্ত বাক্য জাগ্রৎ, স্বপ্নাদি সমুদয় অবস্থাতেই মনুষ্যের অন্তরে হংসমন্ত্র[১]-রূপে বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্তই অব্যক্ত বাক্যকে ব্যক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু ব্যক্ত বাক্য মনুষ্যের অশেষবিধ শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ধেনু যেমন দুগ্ধ দ্বারা লোকের সবিশেষ হিতসাধন করে, তদ্রূপ আগ-নরূপ ব্যক্ত বাক্য স্বর্গাদি ফলপ্রদানপূর্ব্বক তাহার সবিশেষ উপকারক হয়। ব্রহ্মপ্রকাশক উপনিষৎরূপ মহাবাক্য মনুষ্যগণকে মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকে।'

ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'নাথ! বাক্য কি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক উচ্চারিত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! আত্মা প্রথমতঃ বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মন জঠরানলে সন্ধুক্ষিত করে। জঠরানল সন্ধুক্ষিত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে। তৎপরে ঐ বায়ু উদানবায়ুর প্রভাবে ঊর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যানবায়ুর প্রভাবে কণ্ঠতাল্বাদি স্থানে অভিহত হইয়া বেগবশতঃ বর্ণোৎপাদনপূর্ব্বক বৈখরীরূপে[২] লোকের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমানভাবে পরিণত হয়।'

১। 'হং' মন্ত্রে বায়ুঃ গ্রহণ ও 'সঃ' মন্ত্রে বায়ু ত্যাগরূপ প্রাণায়াম মন্ত্র। ২। স্বরূপ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

অন্তর্যাগসাধ্যযোগায়

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে শোভনে! অনন্তর অন্তর্যাগাদিবং সপ্ত হোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঘ্রাণ, চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি অন্তর্যাগ নিরত হোতা। ইহারা সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিয়া থাকে, কদাপি পরস্পর পরস্পরের গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।'

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! ঐ সপ্ত হোতা লোকের সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে পরস্পর পরস্পরের অপ্রত্যক্ষে কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং উঁহাদের স্বভাবই বা কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'ভদ্রে! পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই সকলের গুণ অবগত আছেন। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বজ্ঞ নহে, সুতরাং উহারা কখনই পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত হইতে পারে না। দেখ, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে সমর্থ নহে; একমাত্র নাসিকাই উহা আঘ্রাণ করিয়া থাকে। নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ত্বক্, মন ও বুদ্ধি রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না; একমাত্র জিহ্বাই উহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি কখনই রূপ দর্শন করিতে পারে না; একমাত্র চক্ষুই উহা দর্শন করিয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বুদ্ধি কদাপি স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র ত্বক্ই উহা অনুভব করে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি কখনই শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না; একমাত্র কর্ণই উহা শ্রবণ করিয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ ও বুদ্ধি কদাপি সংশয় করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র মনই উহা করিয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, ও মন কখন নিশ্চয়জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; একমাত্র বুদ্ধিই উহা লাভ করে।

এক্ষণে আমি ইন্দ্রিয়মনঃসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 'হে ইন্দ্রিয়গণ! আমা ব্যতীত তোমরা কোন কার্য্য করিতে পার না, আমি না থাকিলে নাসিকা আঘ্রাণ, জিহ্বা রসাস্বাদন, চক্ষু রূপদর্শন, ত্বক্ স্পর্শানুভব এবং কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। আমরা ভিন্ন তোমরা সকলেই জনশূন্য গৃহের ন্যায়, প্রশান্তশিখ[১] অগ্নির ন্যায় একবারে প্রভাশূন্য হইয়া থাক। আমি না থাকিলে জীবগণ কেবল তোমাদিগের সহায়বলে কখনই বিষয়জ্ঞানে সমর্থ হয় না; অতএব আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।'

মন গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভদ্র! যদি তুমি আমাদিগের সাহায্য ব্যতীত সমুদয় বিষয় সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতে, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতাম। যদি আমাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে তুমি ঘ্রাণ দ্বারা রূপদর্শন, চক্ষু দ্বারা রসাস্বাদন, শ্রোত্র দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা স্পর্শানুভব, ত্বক্ দ্বারা শব্দ শ্রবণ এবং বুদ্ধি দ্বারা স্পর্শানুভব করিতে যত্নবান্ হও। বলবান্ ব্যক্তিরা কখনই নিয়মের বশীভূত হয় না, দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকে। যদি তুমি আপনাকে বলবান্ বোধ কর, তাহা হইলে এক্ষণে অপূর্ব্ব ভোগ সমুদয় সম্ভোগ করাই তোমার উচিত। আমাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোগ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। শিষ্য যেমন গুরু-প্রদর্শিত বেদার্থের অনুগমন করে, তদ্রূপ তুমি নিদ্রাবস্থায় হউক, আর জাগরণাবস্থায় হউক, আমাদিগের প্রদর্শিত অতীত ও অনাগত বিষয়-সমুদয় সম্ভোগ করিয়া থাক।

বিমনায়মান সামান্যবুদ্ধি জীবগণ কেবল আমাদিগের প্রভাবেই প্রাণধারণ করিয়া থাকে। মনুষ্য বিবিধ সঙ্কল্প ও স্বপ্নজনিত বিষয় ভোগ করিয়া ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমাদের সাহায্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর দেখ, আমরা বিষয়ভোগে নিবৃত্ত হইলেও জীব কেবল তোমারই নিমিত্ত সঙ্কল্পজনিত বিষয়ভোগে ব্যাপৃত হইয়া মুক্তিলাভের সমর্থ হয় না। তোমার লয় হইলেই জীব নিরিন্ধন[২] হুতাশনের ন্যায় নির্ব্বাণপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত নহি, সতত স্ব স্ব বিষয়েই অবস্থান করিয়া থাকি যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদিগের সহায়তা ভিন্ন তোমার কোন জ্ঞানলাভ হয় না। তোমার অভাবে আমাদিগের কেবল হর্ষেরই হানি হয়।'

১। শিখারহিত—নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। ২। কাষ্ঠহীন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

বায়ু-সমীকরণ—প্রাণাদি বায়ুর প্রাধান্য-বিতর্ক

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! অতঃপর অন্তর্যাগ-নিরত প্রাণাদি পঞ্চহোতার বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণ, অপান উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চহোতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।'

ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'নাথ! আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার মুখে স্ব স্ব বিষয়ে অবস্থিত নেত্র-কর্ণাদি সাত জন হোতার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণাদি পঞ্চ হোতার বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! বায়ু প্রাণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া অপানরূপে, অপান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া ব্যানরূপে, ব্যান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া উদানরূপে ও উদান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া সমানরূপে পরিণত হয়। উহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। নিকট গমনপূর্ব্বক কহিয়াছিল, ভগবন্! আমাদের মধ্যে কোন্ বায়ু প্রধান, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি যাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, আমরা সকলেই তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিব। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, যে বায়ুগণ! তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় হইলেই অন্য চারি জন লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চারিত হইলেই অন্য চারি জন সঞ্চরণ করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এক্ষণে তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।

ব্রহ্মা এই কথা কহিলে প্রাণ অপানাদি অন্য বায়ুচতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে বায়ুগণ! আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমার লয় হইলেই তোমরা সকলে লয় প্রাপ্ত হও এবং আমি সঞ্চারিত হইলেই তোমরা সকলে সঞ্চরণ কর। এই দেখ, আমি লয় প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমাদিগকে লীন হইতে হইবে।'

প্রাণ-বায়ু অপানাদি বায়ু-চতুষ্টয়কে এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন সমান ও উদান-বায়ু তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'প্রাণ! তুমি আমাদের ন্যায় অপানাদি সমুদয় বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান কর না, একমাত্র অপানই তোমার বশবর্ত্তী; তোমার লয় হওয়াতে আমাদের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে প্রধান নহ।' সমান ও উদান এই কথা কহিলে প্রাণ তাহাদের বাক্যে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন অপান-বায়ু অন্যান্য বায়ু-চতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব আমিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলে তোমাদিগকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।'

অপান-বায়ু এই কথা কহিবামাত্র ব্যান ও উদান তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'অপান! একমাত্র প্রাণই তোমার বশবর্ত্তী, সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।' ব্যান ও উদান এই কথা কহিলে অপান তাহাদের বাক্যে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন ব্যান-বায়ু অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলেরই লয় হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।'

ব্যান-বায়ু এই কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ব্যান! একমাত্র সমানই তোমার বশবর্ত্তী, সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।' প্রাণাদি বায়ুগণ এই কথা কহিলে ব্যান তাহাদের বাক্যে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন সমান-বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই

দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলে তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হইবে।'

সমান-বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তন্নিবন্ধন অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়ের কিছুমাত্র হানি হইল না। তখন উদান-বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল, 'হে বায়ুগণ। আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলে তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি সংলীন হই, তাহা হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।'

উদান-বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'উদান, একমাত্র ব্যানই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।'

এইরূপে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু প্রত্যেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে ব্রহ্মা তাহাদিগের সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বায়ুগণ। তোমরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তোমাদের মধ্যে একের লয় হইলে সমুদয়ের লয় হয় না, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের সকলকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছি। কিন্তু তোমরা কেহই স্বাধীন নহ। এই নিমিত্ত তোমাদের সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যায়। তোমরা আমার আত্মার স্বরূপ। তোমরা একমাত্র হইয়া স্থান ও কার্য্যভেদে পাঁচ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। এক্ষণে তোমরা সকলে পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে নিরত হইয়া পরমসুখে অবস্থান কর। তোমাদের মঙ্গললাভ হউক।'

—

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

জীবদেহ-গঠন—বায়ু-বিন্যাস ব্যবস্থা

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে প্রিয়ে। অতঃপর দেবমত-নারদসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি দেবমত দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্। শরীরী জন্মগ্রহণ করিবার সময় প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর মধ্যে কোন্ বায়ু সর্ব্বপ্রথমে তাহার শরীরে সঞ্চারিত হয়?'

নারদ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। শরীরী কোন কারণ-বিশেষ দ্বারা জড়রূপে নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে অন্য কারণ আবির্ভূত হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ ও অপান-বায়ু উহাতে সঞ্চারিত হয়। ঐ বায়ুদ্বয় দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে অবস্থিত থাকে।'

দেবমত কহিলেন, 'ভগবন্। কোন্ কারণ দ্বারা জড়দেহ নির্ম্মিত হয়? ঐ দেহ নির্ম্মিত হইলে তাহার মধ্যে যে অন্য কারণের আবির্ভাব হয়, তাহাই বা কি এবং প্রাণ ও অপান-বায়ু কিরূপে সর্ব্বপ্রথমে জড়দেহে সঞ্চারিত হয়?'

নারদ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। পরমাত্মা দেহ-পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলে তাঁহার সঙ্কল্প-প্রভাবে শুক্রশোণিতরূপ পঞ্চভূত দ্বারা দেহের সৃষ্টি ও তন্মধ্যে জীবরূপে পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। শুক্র গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে প্রাণবায়ু উহাতে সঞ্চারিত হইয়া উহা বিকৃত করে। শুক্র প্রাণবায়ু দ্বারা বিকৃত হইলেই উহাতে অপান-বায়ুর সঞ্চার হয়। এইরূপে জড়দেহ নির্ম্মিত হইলে পরমাত্মা সেই দেহ ও তাহার কারণে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষিস্বরূপ দেহমধ্যে অবস্থান করেন। সমান ও ব্যান-বায়ুর প্রভাবে শুক্রশোণিতের সৃষ্টি ও কামপ্রভাবে ঐ পদার্থদ্বয়ের উদ্রেক হয়। ঐ দুই পদার্থ উদ্রিক্ত হইয়াই স্থূলদেহের সৃষ্টি করে। স্থূলদেহ সৃষ্ট হইলে তন্মধ্যে প্রাণ ও অপান-বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি এবং ব্যান ও সমান-বায়ুর প্রভাবে উহার তির্য্যগ্‌গতি ও ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে।

শান্তির লক্ষণ—পরমাত্মার পরিচয়

পরমাত্মা অগ্নিস্বরূপ, উঁহাতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন, বেদ উঁহার আজ্ঞা। ঐ বেদপ্রভাবেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তম ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভস্ম-স্বরূপ। জীবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আহুতিরূপ অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণ ও অপান ঐ হুতাশনরূপী পরমাত্মার আজ্যভাগদ্বয়-স্বরূপ। উনি বিদ্যা, অবিদ্যা, উৎপত্তি, প্রলয় ও কার্য্য কারণ প্রভৃতি

হুন বিষয়সমুদয়ে নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। 'উঁন যে সম্বন্ধ দ্বারা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকাশিত হয়েন, সেই সম্বন্ধ দ্বারাই কর্ম্ম সমুদয় বিস্তৃত হয়। অতএব ঐ সম্বন্ধকে বোধ করিতে পারিলেই পরমাত্মার যথার্থ ভাব অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কার্য্য, কারণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মের একত্বসম্পাদনের নাম শান্তি। ঐ শান্তির উদয় হইলেই সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন।'

—

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

আধ্যাত্মিক যজ্ঞ

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে প্রিয়ে! অতঃপর চাতুর্হোত্রবিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ এই চারটি হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ ত্বক, শ্রোত্র, মনঃ ও বুদ্ধি এই সাতটির নাম করণ; ইহারা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটির নাম কর্ম্ম; ইহারা পাপ-পুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা এই সাতটির নাম কর্ত্তা; ইহারা পূর্ব্বতন কর্ম্মানুরূপ শব্দাদির উৎপাদনকর্ত্তা জীব হইতেই উৎপন্ন হয়। আর ঐ ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা প্রভৃতি সাত জন যখন ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করে, তখন ঐ সাত জনকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঘ্রাণাদি ক্রিয়ার অভিমান পরিত্যাগই উহাদের উৎপত্তির কারণ।

যে সকল তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত ঘ্রাণাদির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হয়েন, তাঁহাদের নাসিকাদি ইন্দ্রিয়সমুদয়ই গন্ধঘ্রাণ প্রভৃতি ক্রিয়া-সমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকে; জীবাত্মা কখনই উহাতে লিপ্ত হয় না। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শব্দাদির উপভোগ করিতে বা উপভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া 'আমরা গন্ধাদি উপভোগ করিতেছি; আমাদিগের নিমিত্ত গন্ধাদি প্রস্তুত হইতেছে' বিবেচনা করিয়া মমতা-নিবন্ধন মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। ঐরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয়পাননিবন্ধন নরকে নিপতিত হইতে হয়। উহারাই বিষয়ভোগনিবন্ধন বারংবার মৃত্যুমুখে প্রবেশ ও বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জগতের সমুদয় পদার্থের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। তাঁহারা অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে অনায়াসে বিষয়সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। বিষয়ভোগনিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট জন্মে না। অতএব মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদয়কে সংযত করিয়া মন্তব্য, বক্তব্য, শ্রোতব্য, দৃশ্য, স্পৃশ্য ও ঘ্রেয় বিষয়সমুদয় ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতিপ্রদান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ

আমার অন্তঃকরণে সতত যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। পরব্রহ্ম ঐ যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ উহার স্তোত্র, অপান উহার শাস্ত্রমন্ত্র, সর্ব্বত্যাগ উহার দক্ষিণা, সত্যবাক্য প্রশাস্তার[১] বাক্য ও অপবর্গ[২] উত্তরাঙ্গ[৩] কর্ম্মস্বরূপ। অহঙ্কার, মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদগাতার স্বরূপ হইয়া ঐ যজ্ঞে স্তবপাঠ করিতেছে। হে প্রিয়ে! আমি এক্ষণে যেরূপ যজ্ঞবিধি কীর্ত্তন করিলাম, ঋগ্বেদে এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সামবেদেও অন্তর্যাগানুষ্ঠানপূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে পশুস্বরূপ রিপুসমুদয়ের ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে। ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বময়।'

—

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

গুরুরূপে নারায়ণের জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠান

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'ভগবান্ নারায়ণ সতত জীবের হৃদয়মধ্যে বাস করেন। তিনিই সকলের শাসনকর্ত্তা। তিনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ মহাত্মাই অদ্বিতীয় গুরু, উনিই[৪] অদ্বিতীয় শিষ্য[৫] এবং উনিই সকলের দ্বেষ্টা[৬]। উঁহার প্রভাবেই দানবগণ দম্ভযুক্ত হইয়াছে, উঁহার প্রভাবেই সপ্তর্ষিমণ্ডল দমগুণসম্পন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট শোভা

১। যজ্ঞবিধিসমূহের পরিচালকের। ২। মোক্ষ। ৩। চরম ক্রিয়া। ৪—৬। সেই গুরু কর্ত্তৃক সকলে শিক্ষিত হইবে। যাহারা লোকবিদ্বেষী, তাহারা সকলেই সর্পসদৃশ ক্রুর।

ধারণ করিয়াছেন। দেবরাজ উঁহাকেই গুরু বোধ করিয়া উঁহার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্পগণ উঁহার প্রভাবে সকল লোকের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সর্প, দেবতা, ঋষি ও অসুরগণের যেরূপে দ্বেষভাবাদি লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্। যাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি আমাদিগকে এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। তাঁহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে প্রজাপতি তাঁহাদের সমক্ষে 'ওঁ' এই একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ সকলেই ঐ একাক্ষর শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সর্পদিগের মনে দংশন প্রবৃত্তি, অসুরদিগের মনে দম্ভভাব, দেবতাদিগের চিত্তে দানপ্রবৃত্তি ও মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে দমগুণের সঞ্চার হইল।

এইরূপে পূর্ব্বকালে একমাত্র উপদেষ্টার মুখে একমাত্র একাক্ষর শব্দ শ্রবণ করিয়া সর্প, দেবতা, ঋষি ও দানবগণের চিত্তে পৃথক্ পৃথক ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বময় নারায়ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি আপনিই আপনার গুরু। তিনি শিষ্যরূপে প্রশ্ন করিয়া গুরুরূপে উহা শ্রবণ ও অবধারণপূর্ব্বক উহার উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারই অভিলাষানুসারে সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি একাকী গুরু, বোদ্ধা, শ্রোতা ও দ্বেষ্টা। তিনি সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পাপকার্য্যে নিরত হইয়া পাপাচারী, পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইয়া পুণ্যচারী, ইন্দ্রিয় সুখে নিরত হইয়া কামচারী এবং ইন্দ্রিয় পরাজয় ও ব্রতাদিকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সাহায্যে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ সমিধ প্রদান ও ব্রহ্মরূপ জল প্রোক্ষণ করেন। পণ্ডিতগণ তাঁহারই উপদেশানুসারে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য অবগত হইয়া থাকেন।'

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

বদ্ধের গহনকানন—মুক্তের আনন্দকানন

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! এক্ষণে আমি সঙ্কল্পরূপ দংশমশকসম্পন্ন, শোকহর্ষরূপী শীতভাপযুক্ত মোহরূপ তিমির পরিপূর্ণ এবং লোভ ও ব্যাধিরূপ সরীসৃপে সমাকীর্ণ সংসার-রূপ অরণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। ঐ সংসারারণ্যের পথে কাম ও ক্রোধরূপ দুইটি শত্রু সতত অবস্থান করিয়া থাকে এবং উহাতে একাকীই গমনাগমন করিতে হয়।'

ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'নাথ! আপনি যে মহাবনের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই বন কোথায়? ঐ বনে কিরূপ বৃক্ষ, নদী ও পর্ব্বত সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কতদূর গমন করিলেই বা ঐ বন উপলব্ধ হইয়া থাকে?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! ঐ বন হইতে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং সুখকর ও দুঃখজনক পদার্থ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহাদের আর শোক বা হর্ষের লেশমাত্র থাকে না। তৎকালে তাঁহারা আর কাহা হইতেও ভীত হয়েন না এবং তাঁহাদিগের হইতেও কেহ ভয় প্রাপ্ত হয় না। ঐ বনমধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি সাতটি মহদ্বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটি ঐ বৃক্ষ সমুদয়ের ফল; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সপ্ত দেবতা ঐ সমুদয় ফলভক্ষক অতিথি; মন, বুদ্ধি ও কর্ণনেত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ঐ অতিথিদিগের আশ্রয় এবং ঐ সপ্তবিধ ফলভোগজনিত দুঃখ সপ্তবিধ দীক্ষাস্বরূপ।

ঐ বনমধ্যে আর কতকগুলি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মনোরূপ পাদপ শব্দাদির অনুভবরূপ পঞ্চবিধ পুষ্প ও তজ্জনিত প্রীতিরূপ পঞ্চবিধ ফল; চক্ষুরূপ বৃক্ষ, শ্বেতপীতাদি বর্ণরূপ পুষ্প ও তদ্দর্শনজনিত সুখদুঃখরূপ ফল; বিহিত-নিষিদ্ধ কার্য্যরূপ বৃক্ষ, পুণ্যকর্ম্মরূপ পুষ্প ও স্বর্গনরকরূপ ফল; ধ্যানরূপ বৃক্ষ, সুখরূপ পুষ্প ও ফল এবং মন ও বুদ্ধিরূপ বৃক্ষদ্বয় মন্তব্য ও বোদ্ধব্যরূপ বহুসংখ্য পুষ্প ও ফল উৎপাদন করিতেছে। ঐ বনে জীবাত্মারূপ ব্রাহ্মণ মন ও বুদ্ধিরূপ স্রুক্ ও স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ সমিধ আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

ঐ সমুদয় সমিধ্ আহুত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ আবির্ভূত হয়। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় জীবাত্মারূপ ব্রাহ্মণ যে দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই দীক্ষাও নিষ্ফল হয় না। ঐ দীক্ষার ফল পুণ্য, কিন্তু ঐ পুণ্য যজ্ঞকারী জীবাত্মাকে ভোগ করিতে হয় না; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বা ঐ যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির আত্মীয়গণই উহা ভোগ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ঐ দীক্ষার ফলরূপ পুণ্য ভোগ করিয়া, লয় প্রাপ্ত হইলে পরিশেষে নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ মহাবন সুপ্রকাশিত হয়।

ঐ বনে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ বৃক্ষ মোক্ষরূপ ফল ও শান্তিরূপ ছায়া উৎপাদন করিয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান ঐ বনে আশ্রয়স্থান ও তৃপ্তি উহার জলপূর্ণ জলাশয়স্বরূপ। আত্মা ভাস্কররূপে সতত ঐ বন প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ঐ বনে গমন করিলে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। ঐ বন সর্বব্যাপী; উহার অন্ত নাই। ঘ্রাণাদি বৃত্তিরূপ সাতটি স্ত্রী পৃথিবীর অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অনায়াসে বশীভূত করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ বনপ্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। উহারা ঐ মহাত্মাদিগের নিকট সহসা সমুপস্থিত হইয়া, কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখে অবস্থান করে। ঐ মহাত্মাদিগের ইচ্ছানুসারে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ সমুদয়ের সহিত সমুদিত ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মারা কি যশস্বী, কি দীপ্তিশীল, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি বিজয়ী, কি সিদ্ধ, কি তেজস্বী সকলকেই আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। উঁহাদের অতি নিগূঢ় হৃদয়াকাশে উপদেশরূপ পর্ব্বত হইতে জ্ঞানরূপ নদী-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরব্রহ্মে সঙ্গত হইয়া থাকে। উঁহারা ঐ প্রবাহ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদয় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা সতত শান্তিলাভেই অভিলাষী হয়েন, তাঁহারাই বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে লীন করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন।

হে প্রিয়ে! শাস্ত্রে এইরূপ ব্রহ্মবন নির্দ্দিষ্ট আছে। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ঐ বনের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির উপদেশানুসারে উহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।"

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

হিংসা ও অহিংসা—যাজ্ঞিক-যতিসংবাদ

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে ভদ্রে! আমি স্বয়ং গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ ও বিষয়কামনা করি না। প্রাণ ও অপান বায়ু যেমন প্রাণিগণের সুষুপ্তিকালে কামদ্বেষের প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও স্বভাববশতঃ তাঁহাদের শরীরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অন্নপাকাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়গণই পূর্ব্বতন সংস্কারবশতঃ গন্ধাঘ্রাণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা আপনাদিগের দেহমধ্যে যে বাহ্য-বিষয়াতীত জীবাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, জরা ও মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। পদ্মপত্রে যেমন সলিলবিন্দু লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি কামদ্বেষশূন্য হওয়াতে বিষয় সমুদয় আমাতে লিপ্ত হইতে পারিতেছে না। জীবাত্মা জন্তুদিগের শরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক স্বভাবসমুদয় দর্শন করিতেছেন, তিনি ভিন্ন আর সমুদয় পদার্থই অনিত্য। নভোমণ্ডল যেমন সূর্য্যের কিরণজালে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না।

এক্ষণে আমি এই উপলক্ষ্যে অধ্বর্য্যু-যতিসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে পশুপ্রোক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মন্! এরূপ হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে।' সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আমি যজ্ঞে এই ছাগকে ছেদন করিলে ইহার কিছুমাত্র অপকার হইবে না; প্রত্যুত যথেষ্ট উপকারই

হইবে। এই পশু যজ্ঞে নিহত হইলে ইহার উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইবে। শাস্ত্র যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে প্রোক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিলে ইহার পার্থিবাংশ পৃথিবীতে, জলীয়ভাগ জলে, চক্ষু সূর্য্যে, শ্রোত্র দিক্‌সমুদয়ে এবং প্রাণ আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। আমি যখন শাস্ত্রানুসারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তখন কখনই আমাকে এই বিষয়ে অপরাধী হইতে হইবে না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। যদি এই যজ্ঞে ছাগের প্রাণবিয়োগ হইলে কেবল ইহার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা হইলে আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এই পশু পরাধীন। ইহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহাকে বধ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর যদি আপনি মন্ত্র দ্বারা এই পশুর প্রাণ সমুদয়কে যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার নিশ্চেষ্ট শরীরমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব ইহাতে ও কাষ্ঠে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার বাধা কি?

পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অহিংসাকেই সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব হিংসাবিহীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। যদি আমি কখন হিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতাম, তাহা হইলে আপনি আমার কার্য্যের অশেষ দোষ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমি সেরূপ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমার মতে যথাসাধ্য প্রাণিগণের হিংসা না করাই পরম ধর্ম্ম। আমি কেবল প্রত্যক্ষ হিংসাকেই দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।'

যাজ্ঞিক কহিলেন, 'প্রভো। এই জগতীতলস্থ সমুদয় পদার্থেরই প্রাণ আছে। অতএব যখন আপনি গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, বায়ুসেবন, শব্দশ্রবণ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেছেন, তখন আপনাকে কিরূপে হিংসাবিহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হিংসা ভিন্ন কখনই আত্মাণাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ইহলোকে হিংসা ভিন্ন কাহারও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে আপনার মতে অহিংসা কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'ব্রহ্মন। আত্মা দুই প্রকার; ক্ষর ও অক্ষর। পণ্ডিতেরা উপাধিযুক্ত আত্মাকে ক্ষর ও উপাধিবিহীন সনাতন আত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তির আত্মা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যক্তিরই হিংসাজনিত ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তির আত্মা ঐ প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, তাহাকে কদাপি হিংসাজনিত ভয়ে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানই অহিংসা।'

তখন যাজ্ঞিক কহিলেন, 'ভগবন্। আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহলোকে সাধুসংসর্গ লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল হইয়াছে। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আমার আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে। সুতরাং এই বেদবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠাননিবন্ধন আমাকে কখনই অপরাধী হইতে হইবে না।'

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্যের উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণও মোহবিহীন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে প্রিয়ে। এই আমি তোমার নিকট সন্ন্যাসী ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মার প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।'

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়

হিংসার দোষ—কার্ত্তবীর্য্য-সমুদ্র সংবাদ

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে বরবর্ণিনি। অতঃপর আমি এই উপলক্ষে কার্ত্তবীর্য্য-সমুদ্রসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সহস্রবাহুসম্পন্ন মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় শরপ্রভাবে সসাগরা পৃথিবী পরাজিত

করিয়াছিলেন। তিনি একদা সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদ্র মূর্তিমান্ হইয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া প্রণতি-পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, 'বীরবর! আপনি আর আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন না, এক্ষণে আমাকে আপনার কোন কার্য্যসাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন, আমার আশ্রিত জীবজন্তুগণ আপনার ভীষণ শরপ্রভাবে নিহত হইতেছে; এক্ষণে আপনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করুন।'

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, 'জলনিধে! আমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে পাই নাই, এই নিমিত্তই তোমার উপর শরনিক্ষেপ করিতেছি। এক্ষণে যদি ইহলোকে কেহ আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্র তাহার নাম নির্দ্দেশ কর, আমি অবিলম্বে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।'

পরশুরাম সহ সমরে কার্ত্তবীর্য্য বধ

সমুদ্র কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি মহর্ষি জমদগ্নির নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্র পরশুরামই আপনার সমকক্ষ।' সমুদ্র এই কথা কহিলে, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে পরশুরামের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিয়া ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। ঐ সময় তাঁহার কোপানলপ্রভাবে কার্ত্তবীর্য্যের সৈন্য-সমুদয় দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল এবং তিনি অচিরাৎ পরশু গ্রহণ-পূর্ব্বক বহুশাখাসমাকীর্ণ বিটপীর ন্যায় সহস্রবাহু-সম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্যকে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য নিপতিত হইলে, তাঁহার বান্ধবগণ এককালে সকলে খড়্গ ও শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক পরশুরামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর পরশুরামও সত্বর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া একাকী তাহাদিগকে বাহুবলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভার্গব এইরূপে অলৌকিক বীরত্ব-প্রকাশ করিলে, সেই সমরাঙ্গনস্থ হতাবশিষ্ট ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ প্রায় সকলেই সিংহার্দ্দিপীড়িত মৃগের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যে সকল ক্ষত্রিয় গ্রাম বা নগরমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পরশুরামের ভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং বেদ তিরোহিতপ্রায় হইল এবং প্রজাগণ শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের ব্যতিক্রমনিবন্ধন দ্রাবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শবর-দেশীয় সমুদয় ব্যক্তিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ

এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের হস্তে নিহত ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে, ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর দুর্দ্দশানিবারণের নিমিত্ত বিধবা ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর পরশুরাম তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে যতবার ক্ষত্রিয় সমুদয় সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মহাবীর ভার্গব ততবারই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে পর একদা এই আকাশবাণী সর্ব্বসমক্ষে পরশুরামের কর্ণগোচর হইল যে, বৎস! বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করাতে তোমার কিছুমাত্র ফলোদয় নাই; অতএব তুমি এ ব্যবসায় হইতে অচিরাৎ নিবৃত্ত হও।

ঐ সময় পরশুরামের পূর্ব্বপুরুষ ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারাও আকাশ হইতে তাঁহাকে বারংবার নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে ক্ষত্রিয়-বিনাশের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপে বারংবার ক্ষত্রিয়বধে নিবারণ করিলেও পরশুরাম পিতৃবধজনিত ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ও ঋষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি ক্ষত্রিয়সংহারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে নিবারণ করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে।'

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ঋচীক ঋষির উপদেশে পরশুরামের হিংসাত্যাগ

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তখন সেই ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় পরশুরামকে কহিলেন, বৎস!

ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমরা তোমার নিকট এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

পূর্ব্বকালে অলর্ক নামে এক মহাতপস্বী, পরম ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়া পরিশেষে বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ব্বক অতিসূক্ষ্ম পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিতে বাসনা করিয়া চিন্তা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, অতএব বাহ্য-শত্রু পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতি শরনিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মন চপলতানিবন্ধন মনুষ্যদিগকে বিবিধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ঐ দুরাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; অতএব উহাকে জয় করিলেই সমুদয় ইন্দ্রিয়কে জয় করা হইবে। এক্ষণে আমি মনের প্রতিই এই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

অলর্ক এইরূপ অভিসন্ধি করিলে, মন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অলর্ক! তুমি ঐ নরকলেবরভেদী শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর পরিত্যাগ করিলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে নাসিকাকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন, এই নাসিকা বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পুনরায় আমাকে সেই সকল গন্ধ আঘ্রাণে প্রলোভিত করে; অতএব আমি নাসিকার প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন নাসিকা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, অলর্ক। ঐ নরকলেবরভেদী শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল উহা চিন্তা করিয়া রসনাকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন, এই রসনাই বিবিধ সুস্বাদু বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া পুনরায় সেই সমুদয় বস্তুতে আমাকে প্রলোভিত করে; অতএব আমি ইহার প্রতি এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন রসনা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, অলর্ক! তুমি ঐ সকল শর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি ঐ সমুদয় বাণ আমার প্রতি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি তোমার আমাকে পরাজিত করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

রসনা এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্পর্শেন্দ্রিয়কে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন, এই ত্বকই বিবিধ স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় সেই সমুদয়ে আমাকে প্রলোভিত করে; অতএব আজ আমি এই কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে ত্বক্‌কেই নিপীড়িত করিব।

তখন স্পর্শেন্দ্রিয় কহিল, অলর্ক! তুমি এতাদৃশ ভূরি ভূরি শরনিক্ষেপ করিয়াও আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে; অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

স্পর্শেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কর্ণকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন, এই কর্ণই বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া বারংবার আমাকে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে; অতএব আজ আমি কর্ণের প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন কর্ণ কহিল, অলর্ক! ঐ সমুদয় নরদেহভেদী শর দ্বারা তুমি কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। যদি তুমি আমাকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

কর্ণ এই কথা কহিলে, অলর্ক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া নেত্রকে পরাজিত করিবার মানসে কহিলেন এই নেত্রই বিবিধ রূপ দর্শন করিয়া বারংবার আমাকে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে ; অতএব আজ আমি এই শাণিত শরনিকর দ্বারা নেত্রকেই নিপীড়িত করিব।

তখন নেত্র কহিল, অলর্ক। ঐ সমুদয় নরদেহ-বিদারক শর দ্বারা তুমি কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় বাণ নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে ; অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।

চক্ষু এই কথা কহিলে, অলর্ক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিকে জয় করিবার মানসে কহিলেন, বুদ্ধি স্বীয় জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিবিধ কার্য্য নিশ্চয় করিয়া থাকে ; অতএব আমি বুদ্ধির প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন বুদ্ধি কহিল, অলর্ক। তুমি ঐ সামান্য শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় বাণ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে ; অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

মন, বুদ্ধি ও আঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে অলর্ক তাহাদিগের নিপীড়নে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া অলৌকিক বাণ লাভ করিবার অভিলাষে সেই বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই ইন্দ্রিয়নিপীড়ক অলৌকিক শরের অনুসন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে তিনি সমাহিতচিত্তে বহুকাল অনুধ্যানপূর্ব্বক যোগকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া একাগ্রমনে স্তিমিত ভাবে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যোগবলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদয় ইন্দ্রিয় বশীভূত ও উৎকৃষ্ট সিদ্ধি হস্তগত হইল। তখন তিনি একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে, এ কাল পর্য্যন্ত আমি বৃথা ভোগসুখে আসক্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও বিবিধ বাহ্যাড়ম্বর করিয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, যোগ অপেক্ষা পরম সুখকর পদার্থ আর কিছুই নাই।

ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারা এইরূপে অলর্কের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া পরশুরামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস পরশুরাম। তুমি এক্ষণে এই সমুদয় পর্য্যালোচনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়বধে বিরত হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন কর ; তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

পিতৃপুরুষগণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে মহাত্মা ভার্গব যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ পরমসিদ্ধি লাভ করিলেন।"

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

হিংসাপ্রবর্ত্তক লোভের দমন-উপায়

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি মনুষ্যের শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বৃত্তিভেদে ঐ তিনটিই আবার নয় প্রকার হয়। প্রহর্ষ, প্রীতি ও আনন্দ এই তিনটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। বিষয়বাসনা, ক্রোধ ও দ্বেষাভিনিবেশ এই তিনটি রজোগুণের বৃত্তি। শ্রম, তন্দ্রা ও মোহ এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি। সর্ব্বশুদ্ধ এই তিন গুণের নয়টি বৃত্তি হইল। প্রশান্তস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে শমাদিরূপ শরসমূহ দ্বারা এই সমস্ত অন্তঃশত্রুর বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ বাক্য প্রভৃতি বাহ্য শত্রুদিগের বিনাশে যত্ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে শান্তিগুণাবলম্বী মহারাজ অম্বরীষ এই বিষয়ে যেরূপ কার্য্য ও আত্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

মহাত্মা অম্বরীষের চিত্তে রাগাদি দোষ সমুদয় প্রবল ও শমদমাদি গুণসকল উচ্ছিন্নপ্রায় হইলে তিনি জ্ঞানবলে রাগাদির উপর আপনার আধিপত্যবিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি আপনার দোষ-সমুদয়কে যথোচিত নিগ্রহ ও শমদমাদির সমুচিত সমাদর করিয়া অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি দোষ-সমুদয়কে সম্যক্ পরাজিত করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যে একটি দোষ আছে, সে বধার্হ হইলেও আমি তাহাকে সংহার করিতে পারিলাম না। ঐ দোষপ্রভাবে মনুষ্য কোন বিষয়েই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্য উহার বশবর্ত্তী হইয়া সতত নীচ

কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কখনই উহা অনুধাবন করিতে পারে না। উহার প্রভাবেই জীব নানাপ্রকার অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ দোষের নাম লোভ। উহাকে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঐ লোভ হইতেই বিষয়-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়তৃষ্ণাপ্রভাবেই চিন্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে সমগ্র রাজসগুণ অধিকার করিয়া পশ্চাৎ তামসগুণ-সমুদয় প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সমুদয় গুণের প্রভাবেই বারংবার জন্মমৃত্যু স্বীকারপূর্ব্বক বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে। অতএব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে লোভকে নিগ্রহ করিয়া দেহরূপ রাজ্যে রাজত্বলাভের চেষ্টা করিবে। এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব, স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা।'

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

মমতাত্যাগে সমতাবোধ—জনক দ্বিজ-সংবাদ

বিপ্র বলিলেন, 'হে প্রিয়ে! অতঃপর আমি ব্রাহ্মণ জনক সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার অধিকারমধ্যে বাস করিতে পারিবেন না। মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সে সমুদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে মহারাজ জনক তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদিও এই পুরুষপরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলানগরীতে ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলীমধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রতীত হইল না। এইরূপে আমি কোন পদার্থেই আপনার অধিকার নাই দেখিয়া মোহে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার মোহ নির্ম্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই অথবা আমি সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে অথবা সমুদয় পৃথিবীই আমার। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আপনি নিরুদ্বেগে যথা ইচ্ছা অবস্থান ও যথা ইচ্ছা ভোজন করুন।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনার এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত বিশালরাজ্য বশীভূত থাকিতে আপনি কিরূপে সমুদয় পদার্থে মমতাবিহীন হইয়াছেন এবং কিরূপ বুদ্ধিপ্রভাবেই বা আপনার রাজ্যসম্পর্ক ভিন্ন অন্য পদার্থসমুদয় আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

জনক কহিলেন, ভগবন্! সমুদয় পদার্থই অচিরস্থায়ী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে এবং শাস্ত্রানুসারে কোন পদার্থেই কাহারও অধিকার নাই, এই নিমিত্তই কোন পদার্থ আপনার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। আমি এইরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই সমুদয় বিষয়ে মমতাবিহীন হইয়াছি। এক্ষণে যে বুদ্ধিপ্রভাবে আমি স্বয়ং সমুদয় বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ ও মন্তব্যবিষয়ে সমালোচনা করি না। এই নিমিত্তই পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও মনঃ আমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সমুদয় বিষয়েই আমার অধিকার আছে। ফলতঃ আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। জগতের সমুদয় পদার্থই দেবতা, পিতৃলোক, ভূত ও অতিথিগণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করি।

মহাত্মা জনক এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্ম, আজ তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-বেশে তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, এই ভূমণ্ডলমধ্যে তুমিই সত্ত্বগুণরূপ নেমি[1]যুক্ত ব্রহ্মলাভরূপ দুষ্পরিচাল্য চক্রের প্রধান পরিচালক।'

—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

চরম মুক্তির উপায়

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'শোভনে! তুমি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে আমাকে দেহাভিমানী সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি সেরূপ নহি। তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত[2], সন্ন্যাসী গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারী যাহা ইচ্ছা বলিয়া উল্লেখ করিতে পার। আমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পুণ্যপাপে আসক্ত নহি। এই জগতে যে সমুদয় পদার্থ অবলোকন করিতেছ, আমি তৎসমুদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছি। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের নাশক, তদ্রূপ আমি এই জগতের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থেরই সংহারকর্ত্তা। আমার বুদ্ধি কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য সর্ব্বত্রেই[3] আমার রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে। ফলতঃ বুদ্ধিই আমার ধনস্বরূপ।

ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ভিক্ষু যিনি যে আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, সকলেরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ একপ্রকার। উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লিঙ্গ[4] ধারণ করিয়া একমাত্র বুদ্ধিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উঁহাদের সকলেরই বুদ্ধি শান্তিগুণযুক্ত। পৃথিবীস্থ নদীসমুদয় যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াও একমাত্র সাগরে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে যিনি যে প্রকার আচরণ করুন না কেন, চরমে সকলেই একমাত্র জ্ঞানপথে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যদিগকে ঐ পথে সমানীত করিয়া থাকে। শরীর দ্বারা কখনই ঐ পথে গমন করা যায় না। শরীর উৎপত্তি ও ক্ষয়শীল কর্ম্মপ্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই সমুদয় উপদেশবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমাকে কখনই পরলোকের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না। তুমি অনায়াসেই চরমে আমার আত্মাতে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।'

১। বেষ্টন—বেড়। ২। জীবদ্দশাতেই মুক্ত—সিদ্ধিকার। ৩। সর্ব্বত্রই। ৪। চিহ্ন।

—

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস প্রদান করিলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নাথ! আপনি সংক্ষেপে যেরূপ সুবিস্তীর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অল্পবুদ্ধি ও অকৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিও কোনরূপে উহার মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ হইতেছে না। এক্ষণে কি উপায়ে আপনার ন্যায় জ্ঞানাত্মমা বুদ্ধি লাভ করা যায় এবং ঐরূপ বুদ্ধি কোন কারণ হইতেই বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! বুদ্ধি প্রথম অরণী-কাষ্ঠ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণীকাষ্ঠস্বরূপ। বেদান্ত-শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঐ উভয় কাষ্ঠ মথিত হইলে ঐ কাষ্ঠদ্বয় হইতে জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হয়।'

ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'নাথ! জীব ব্রহ্মের অধীন, তবে কিরূপে লোক জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! জীব নির্গুণ ও দেহপরিশূন্য, কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ উহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে। এক্ষণে যাহাতে ভ্রম দূর হয় ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়, আমি সেই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ আত্মাকে অজবান্[1] বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ভ্রমর যেমন পুষ্পের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তন্মধ্যস্থিত মধু লক্ষ্য করে, তদ্রূপ যোগীরা শ্রবণমননাদি উপায় দ্বারা শরীরস্থিত আত্মাকে

১। দেহপ্রাপ্তির অধীনযুক্ত।

পৃথগ্‌ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা মোক্ষধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মীদিগের স্থায় কোন বিষয়েই বিধি বা নিষেধ-ব্যবস্থা নাই। ইহলোকে সাধ্যানুসারে পৃথিব্যাদি যত প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তৎসমুদয়ই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদয় উত্তমরূপে অবগত হইয়া পরিশেষে যে পদার্থকে ঐ সমুদয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই নাম পরব্রহ্ম। শমদমাদির অভ্যাসনিবন্ধনই ঐ পরম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।'

বাসুদেব কহিলেন, "ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণ এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণীর জীবোপাধিজ্ঞান তিরোহিত ও ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইল।"

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "বাসুদেব! যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বাসুদেব কহিলেন, "অর্জ্জুন! আমার মনঃ ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি ব্রাহ্মণী এবং আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ।"

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

জীবন্মুক্তি—জীব-ঈশ্বরের ঐক্য

অর্জ্জুন কহিলেন, "বাসুদেব! এক্ষণে তোমার প্রসাদবলে সূক্ষ্ম-বিষয় অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব তুমি যথার্থরূপে আমার নিকট পরম ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন কর।"

তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! আমি এই উপলক্ষ্যে গুরুশিষ্যসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক শিষ্য আসনোপবিষ্ট স্বীয় উপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি মুক্তি-পরায়ণ হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম; অতএব এক্ষণে আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।'

শিষ্য এই কথা কহিলে আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'বৎস! যে সমুদয় বিষয়ে তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্যক্ত কর, আমি একাদিক্রমে তোমার সমুদয় সংশয় অপনোদন করিব।' তখন শিষ্য কহিলেন, 'ভগবন্! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার, আমার এবং এই অন্যান্য স্থাবরজঙ্গম পদার্থ-সমুদয়ের উৎপত্তির কারণ কে? জীবগণ কাহার প্রভাবে জীবিত রহিয়াছে? প্রাণিগণের পরমায়ু এবং সত্য ও তপস্যা কি পদার্থ? সাধুগণ কোন্ কোন্ গুণের প্রশংসা করেন? কোন্ কোন্ পথ মঙ্গলজনক এবং কাহাকে পুণ্য ও কাহাকেই বা পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি আমার এই সমুদয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন। আপনি ভিন্ন এ সমুদয় প্রশ্নের সদুত্তরদাতা আর কেহই নাই। লোকে আপনাকে মোক্ষধর্ম্ম-পারদর্শী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমিও মুমুক্ষু হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার এই সমুদয় সংশয় অপনোদন করুন।'

শান্তিগুণাবলম্বী, দমগুণসম্পন্ন, ছায়ার স্থায় গুরুর একান্ত অনুগত, ব্রহ্মচর্য্যনিরত শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রতাবলম্বী, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি বেদবিদ্যানুসারে আমার নিকট যে সমুদয় প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানই পরব্রহ্ম এবং সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহার সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন ও ভিন্নভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতাপরিশূন্য হইয়া মায়া, সত্ত্বাদিগুণ ও সর্ব্বভূতের কারণকে অবগত হইতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ বীজপ্রভাবে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত, বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশারূপ পত্র, সংকল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভঘটনারূপ ফলসম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া জ্ঞানরূপ মহাখড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিতে হয় না।

এক্ষণে মনীষিগণ যাঁহাকে অবগত হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আদি, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের নিশ্চয়জ্ঞ, সিদ্ধি-সমূহের পরিজ্ঞাত, নিত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা প্রজাপতি দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভার্গব, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও অত্রি কর্ম্মপথ পরিভ্রমণনিবন্ধন একান্ত শ্রান্ত হইয়া বৃহস্পতিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! কিরূপে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? কি প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়? কোন্ পথ আমাদিগের মঙ্গলজনক? সত্য ও পাপের লক্ষণ কি? মৃত্যু ও মোক্ষপথের বৈলক্ষণ্য কি এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

মুক্তিকামীর কর্ত্তব্যনির্ণয়—বর্ণাশ্রমসেবা

মহর্ষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে তপোধনগণ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে জীবিত থাকে। উহারা কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের নিত্যমুক্ত স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মমৃত্যুভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ। যখন উহা সগুণ হয়, তখন উহাকে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই হেতু ব্রাহ্মণেরা নিত্য যোগপরায়ণ, ক্রোধশূন্য, সন্তাপবিমুক্ত ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

এক্ষণে যাঁহারা পরস্পরের তমঃপ্রভাবে কদাচই ধর্ম্ম অতিক্রম করেন না, সেই বিদ্যাবান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক লোকভাবন ব্রাহ্মণগণের শুভসম্পাদনার্থ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের নিত্য চতুষ্পাদ ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ এবং বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মভাবলাভের নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই শুভজনক পথের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম, গার্হস্থ্য দ্বিতীয়, বানপ্রস্থ তৃতীয় ও সন্ন্যাস চতুর্থ। যে কাল পর্য্যন্ত যোগীদিগের আত্মজ্ঞানলাভ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা জ্যোতি, আকাশ, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন রূপ দর্শন করেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর তাঁহাদিগের বিভিন্নজ্ঞান থাকে না। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র ব্রহ্মই উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এক্ষণে মোক্ষের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ঐ ধর্ম্মত্রয়ে অধিকার আছে। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সমুদয় বর্ণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাকে ঐ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই আমি তোমাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত পথ-সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। সাধু ব্যক্তিরা সৎকর্ম্ম সহকারে ঐ সমুদয় পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া ঐ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্যতম আশ্রয় করেন, তিনি কালসহকারে মুক্ত হইয়া প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু দর্শনে সমর্থ হয়েন। অতঃপর যথার্থরূপে তত্ত্ব সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয় এবং জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতিকে তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ফলতঃ যিনি ঐ সমুদয় তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সবিশেষ অবগত হয়েন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। তিনি সমুদয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমুদয় লোকলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।'

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

গুণবৈষম্যে জীবের বদ্ধাবস্থা

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! ঐ সমুদয়ের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে উহাদিগকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। আর যখন সেই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে

পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে একজন ইন্দ্রিয় অবস্থানপূর্ব্বক জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া বিষয়-সমুদয় অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিবশতঃ এই পুরকেই জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি প্রণালী স্ব স্ব বিষয় প্রবাহিত করিয়া এই পুরমধ্যস্থ জীবাত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ঐ গুণত্রয়[১] অপেক্ষা পরিহীন[২] নহে। যে স্থানে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে রজঃ ও তমোগুণের এবং যে স্থানে রজোগুণের বা তমোগুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে সত্ত্বগুণের হীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তমোগুণের হ্রাস হইলেই রজোগুণ প্রকাশিত ও রজোগুণের হ্রাস হইলেই সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়।

তমোগুণের কার্য্য

তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক[৩], উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহার প্রভাবেই মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং উহার প্রাদুর্ভাব দর্শনে মনুষ্যকে পরমাত্মা বলিয়া পরিগণিত করা যায়। রজোগুণ সৃষ্টির কারণস্বরূপ। উহা প্রথমতঃ আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতসমুদয় উৎপাদন করিয়া তৎপরে তৎসমুদয় হইতে পৃথিব্যাদি স্থূলভূতসমুদয় উৎপাদন করে। রজোগুণ সকল ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছে। দৃশ্য পদার্থ-সমুদয় এই গুণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক। উহার প্রভাবে জীবের গর্ব্বরাহিত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা জন্মে।

এক্ষণে আমি এই তিন গুণের কার্য্য-সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চয়তা, স্বপ্ন, স্তম্ভ[৪], ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্যদূষণ[১], অস্মৃতি, অবলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্বিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান ও অতিথি প্রভৃতিকে দান না করিয়া ভোজন, এইগুলি তমোগুণের কার্য্য। যে সকল পাপাত্মা ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহাদিগকেই তামসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট, পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু এবং উন্মত্ত, বধির, মূক ও অন্যান্য পাপরোগাক্রান্ত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহাদিগের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট, তাহারাই তামস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাদিগের যেরূপে ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ ও পুণ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

স্বকর্ম্মনিরত শুভার্থী ব্রাহ্মণেরা মূকাদি তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈদিক সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিলে উহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা তামস প্রকৃতিপ্রভাবে পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ পরিগ্রহ করে, তাহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে নিহত হইলে, প্রথমতঃ চণ্ডালাদি যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তৎপরে সেই সমস্ত যোনি হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার পরজন্মে অপকৃষ্ট যোনি[২]-লাভ হয় সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অবিবেকরূপ তমঃ, চিত্তবিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াসক্তিরূপ মহামোহ, ক্রোধাত্মক তামিস্র ও মৃত্যুসংজ্ঞক অন্ধতামিস্র।

এই আমি স্বরূপ, গুণ ও যোনি অনুসারে তোমাদিগের নিকট এই তমোগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরা কখনই উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি

১—২। গুণত্রয়যুক্ত। ৩। আবরণধর্ম্মা—জ্ঞানের আচ্ছাদক। ৪। গর্ব্ব।

১। সৎকার্য্যের নিন্দা। ২। জন্ম।

উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে, সে কদাপি উহাতে অভিভূত হয় না।'

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

রজোগুণের কার্য্য

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াস, সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্মের অনুভব, ঐশ্বর্য্য, বিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, দোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষ্যা, ইচ্ছা, খলতা, অতিমমতা, পরিবারপোষণ, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভপ্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞা-পালন, সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয়গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরীবাদ, স্বীকার[১], স্ত্রী, পুরুষ, দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্‌কার, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা[২] এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি এই সমুদয় গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমুদয় ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভূত, ভব্য ও বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনাযুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয়ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমুদয় চরিতার্থ করে, তাহাদিগকেই রাজস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এই আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের কার্য্য-সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আর কখনই ঐ সমুদয়ে লিপ্ত হইতে হয় না।'

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

সত্ত্বগুণের কার্য্য

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট সর্ব্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্ত্বগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃশংসতা, অসংমোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপকার্য্যে নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা-পরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন, এই সমুদয় কার্য্য সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ ঐ সমুদয় অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয় জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রম, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, পরিগ্রহ, ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তাহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য্যসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্রকায় হইতে সমর্থ হয়েন। উঁহাদিগকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং উঁহারা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভিলষিত দ্রব্যসমুদয় লাভ ও অন্যের সুখসাধন করিয়া থাকেন।

এই আমি তোমাদিগের নিকট সত্ত্বগুণের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ঐ গুণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত ও বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন।'

১। দারপরিগ্রহ—বিবাহ করা। ২। স্ত্রীতে অত্যন্ত আসক্তি।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

একত্র মিলিত গুণত্রয়ের কার্য্য

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে ঋষিগণ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহারা নিরন্তর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সত্ত্বে, তমোগুণ এবং তমঃ ও সত্ত্বগুণ সত্ত্বে, রজোগুণ কদাচ তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পাপ-পুণ্য নিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে উহাদিগের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণের তমোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের রজঃ ও সত্ত্বগুণের, মনুষ্যগণের রজোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তমঃ ও সত্ত্বগুণের এবং দেবগণের সত্ত্বগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তমঃ ও রজোগুণের ন্যূনতা হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে শব্দাদি বিষয়-সমুদয় প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের তুল্য পরম ধর্ম্মের সাধন আর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গতি, রজোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যম গতি ও তমোগুণসম্পন্ন মনুষ্য-দিগের অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। তমোগুণ শূদ্রকে, রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে এবং সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে, কিন্তু উহাদিগের মিশ্রভাবনিবন্ধন কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে।

সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তস্করসমূহে তমো-গুণের আধিক্য এবং আতপতাপিত পথিকগণে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান থাকে; এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলে তস্করগণ ভীত এবং পথিকগণ সমধিক দুঃখিত হয়। সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ, তাপ রজোগুণ এবং রাহুকৃত গ্রাস তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রকাশ ও অপ্রকাশনিবন্ধন পর্য্যায়ক্রমে গুণত্রয়ের প্রকাশ ও অপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়।

স্থাবর-সমুদয়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহারা রজঃ ও সত্ত্বগুণে একেবারে বিরহিত নয়। মধুরাদি রস উহাদিগের রজোগুণ এবং স্নেহপদার্থ উহাদিগের সত্ত্বগুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি কাল এবং দান, যজ্ঞ, স্বর্গাদি লোক, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ত্রৈকালিক বিষয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং প্রাণ, অপান ও উদানাদি বায়ু এই সমুদয়ই ত্রিগুণাত্মক। বস্তুতঃ ইহলোকে যে সমুদয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়েই তিন গুণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে এই গুণ-ত্রয়ের উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্মচিন্তানিরত পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, লয়, অনুদ্রিক্ত অন্যূন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ ও ত্রিগুণাত্মক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতির এই সমুদয় নাম ও সত্ত্বাদি গুণের গতি সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বগুণবিমুক্ত হইয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন।'

—

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি—মহত্তত্ত্ব

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঋষিগণ! প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ মহত্তত্ত্বকে সমুদয় সৃষ্টির আদি-সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। লোকে উহাকে মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ মহত্তত্ত্বকে সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ঐ মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উনি সমুদয় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহত্তত্ত্ব সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। উনি অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অব্যয় ও জ্যোতিঃ-স্বরূপ। ইহলোকে যাঁহারা বুদ্ধিমান, সদ্ভাবনিরত, ধ্যানপরায়ণ, যোগী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান, লোভপরিশূন্য, ক্রোধবিহীন, প্রসন্নচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি

এবং মমতা ও অহঙ্কারপরিশূন্য, তাঁহারাই ঐ মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়া থাকেন। ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন, পরমপুরুষ মহত্তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থান করেন এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন।'

—

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সৃষ্টির ক্রমবিকাশ—অহঙ্কার

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে ঋষিগণ। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। উহা দ্বিতীয় সৃষ্টি। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। উহা চেতনাযুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত হয়। উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। "অহং" এই অভিমানকেই অহঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞে নিরত অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ ঐ অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকেন। জীব বিষয়ভোগে অভিলাষী হইলে, তামস অহঙ্কার পৃথিব্যাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া জীবের দর্শনাদি ক্রিয়াসম্পাদন এবং রাজস অহঙ্কার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের সৃষ্টি করিয়া উহার সন্তোষসাধন করিয়া থাকে।'

—

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সূক্ষ্ম স্থূল ভূতাদির সৃষ্টি-বিস্তার

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে তপোধনগণ। অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণিগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে। ঐ মহাভূতসমুদয় নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয়। ঐ প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভয়ের আর পরিসীমা থাকে না। ঐ সময় যে যে মহাভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই মহাভূত তৎসমুদয়েই বিলীন হইয়া থাকে। এইরূপে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূত বিলীন হইলেও স্মরণজ্ঞানযুক্ত যোগিগণের লয় হয় না। উঁহারা সূক্ষ্মশরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। শব্দাদি বিষয়সমুদয় সূক্ষ্ম; এই নিমিত্ত প্রলয়কালে উহাদিগের ধ্বংস হয় না। সুতরাং উহাদিগকে নিত্য আর স্থূল পদার্থ-সমুদয়কে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্মসমুৎপন্ন, মাংসশোণিতসংযুক্ত, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য শরীর সমুদয় স্থূল পদার্থ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু আর বাক্য, মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি অন্তরস্থিত পদার্থ সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘ্রাণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি অনায়াসেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য ও মন এই একাদশটিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি এই ইন্দ্রিয়সমুদয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার হৃদয়েই পরমপদার্থ পরব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ঐ ইন্দ্রিয়সমুদয়ের মধ্যে নেত্র-কর্ণাদি পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদাদি পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে সকল পণ্ডিত এই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতালাভে সমর্থ হয়েন।

অতঃপর আমি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আকাশ প্রথম ভূত; কর্ণ উহার অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয়), শব্দ উহার অধিভূত (বিষয়) এবং দিক্‌সমুদয় উহার অধিদেবতা (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। বায়ু দ্বিতীয় ভূত; ত্বক্ উহার অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বিদ্যুৎ উহার অধিদেবতা। তেজ তৃতীয় ভূত; চক্ষু উহার অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিদেবতা। জল চতুর্থ ভূত; জিহ্বা উহার অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিদেবতা। পৃথিবী পঞ্চম ভূত; ঘ্রাণ উহার অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিদেবতা।

অতঃপর প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চরণ অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থান উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিদেবতা। পায়ু

অধ্যাত্ম, পুরীষ-পরিত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিদেবতা। উপস্থ অধ্যাত্ম শুক্র উহার অধিভূত ও প্রজাপতি উহার অধিদেবতা। হস্ত অধ্যাত্ম, কর্ম্ম উহার অধিভূত ও ইন্দ্র উহার অধিদেবতা। বাক্য অধ্যাত্ম, বক্তব্য উহার অভিভূত ও বহ্নি উহার অধিদেবতা। মনঃ অধ্যাত্ম- সঙ্কল্প উহার অধিভূত ও চন্দ্রমাঃ উহার অধিদেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত ও রুদ্র উহার অধিদেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, মন্তব্য উহার অধিভূত, ও ব্রহ্মা উহার অধিদেবতা।

জীবগণের জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন বাসস্থান নাই। উহারা অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ চারি প্রকার জীবমধ্যে পক্ষী ও সরীসৃপগণ অণ্ডজ, কৃমিগণ স্বেদজ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্য ও চতুষ্পদ প্রাণিগণ জরায়ুজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার ;—তপস্বী ও যাজ্ঞিক। বৃদ্ধ জনেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধানুশাসন বিলক্ষণরূপে অবগত হয়েন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না।

হে ঋষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট অধ্যাত্মবিধি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই অধ্যাত্মবিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি বিষয় ও পঞ্চমহাভূতের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনঃ নিস্তেজ হইলে কখন জন্মজন্য সুখলাভ হয় না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসেই সেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

নিবৃত্তিধর্ম্ম কথন

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তি-বিষয়ক উপদেশ সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পণ্ডিতেরা গুণবিহীন,[১] অভিমানশূন্য, অভেদদর্শী[২] ব্রাহ্মণের সুখকে সর্ব্বসুখের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কূর্ম্ম যেমন দেহমধ্যে স্বীয় অঙ্গ-সমুদয় সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ যে মহাত্মা রজোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় কামনাসমুদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, সমাহিত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইয়া কামনাসমুদয় সংযমিত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারাই নিঃশঙ্ক মহাত্মাদিগের বিজ্ঞানানল প্রজ্বলিত হয়। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা হুতাশনের জ্যোতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগপরায়ণ মহাত্মা যখন নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্মহৃদয়ে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে অগ্নি বর্ণরূপে, সলিল শোণিতাদিরূপে, বায়ু স্বকরূপে, পৃথিবী অস্থি ও মাংসাদিরূপে এবং আকাশ শ্রবণরূপে অবস্থান করে। ঐ দেহে রোগ, শোক, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্রোত, নবদ্বার, ত্রিগুণ ও তিন ধাতু সতত বিদ্যমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উহা বিনশ্বর বুদ্ধির অধীন, ব্যাধিসমাক্রান্ত ও মলিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অমরগণসহলিত[১] সমুদয় জগতের উৎপত্তি, বিনাশ ও রোধের কারণস্বরূপ কালচক্র ঐ শরীরের উদ্দেশেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্য ঐ শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অপরিহার্য্য কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, অভিদ্রোহ ও মিথ্যাপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনিই হৃদয়াকাশে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ মহাকূলযুক্ত,[২] মনোবেগরূপ সলিলরাশি দ্বারা সমাকীর্ণ, মোহহ্রদসঙ্কুলিত, ভয়ঙ্কর দেহনদী উত্তীর্ণ হইয়া কামক্রোধ পরাজয় করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন। যোগশীল ব্যক্তি হৃৎপদ্মে মনকে সংস্থাপিত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মের

১। গুণাতীত। ২। সমদর্শী।

১। দেবগণের সহিত। ২। প্রশস্ত তীরযুক্ত।

প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা বিষ্ণু, মিত্র[১], বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের হৃদয় ও আত্মা বলিয়া অভিহিত হয়েন। ব্রাহ্মণ, সুর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত ও মহর্ষিগণ নিরন্তর উঁহার স্তব করিয়া থাকেন।'

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অসাধারণ বিভূতিযুক্ত পদার্থের পরিচয়

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! রজোগুণযুক্ত ক্ষত্রিয় মনুষ্যগণের; হস্তী বাহনগণের; সিংহ বনজন্তুগণের; মেষ গ্রাম্য পশুগণের; সর্প গর্ত্তবাসীদিগের; বৃষভ গো-সমুদয়ের; পুরুষ স্ত্রী-সমূহের; বট, জম্বু, অশ্বত্থ, শাল্মলী, শিংশপা, মেষশৃঙ্গ ও কীচকবেণু[২] বৃক্ষসমুদয়ের; হিমালয়, পারিপাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস, কোষ্ঠবান, গুরুস্কন্ধ, মহেন্দ্র ও মাল্যবান পর্ব্বতদিগের; সূর্য্য উষ্ণ পদার্থ গ্রহসমুদয়ের; চন্দ্র ওষধি, ব্রাহ্মণ ও নক্ষত্রসমুদয়ের; যম পিতৃলোকের; সাগর নদীগণের; বরুন জলজন্তুদিগের; অগ্নি পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের; বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের; বিষ্ণু বলবানদিগের; ত্বষ্টা রূপসমুদয়ের; শিব প্রাণিগণের; যজ্ঞ দীক্ষিত দেবতাদিগের, উত্তরদিক্ দিক্‌সমুদয়ের; কুবের রত্নসমুদয়ের এবং প্রজাপতিগণ প্রজাদিগের অধিপতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবতী পার্ব্বতীকে কামিনীগণের মধ্যে এবং অপ্সরাগণকে বেশ্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়।

আমি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ও ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমার ও বিষ্ণুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কেহই নাই। ব্রহ্মময় বিষ্ণু দেবতা, নর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও দানব প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর ঈশ্বর ও নারদাদি যোগিগণের পরম ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। ব্রাহ্মণ উঁহাকে সতত হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া পরমসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

ভূপতিগণ সতত ধর্ম্মলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মের হেতুভূত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল রাজার রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ নিয়ত কষ্টভোগ করেন, তাঁহারা ইহলোকে নিতান্ত নিন্দনীয় ও পরলোকে নীচগতি প্রাপ্ত হয়েন। আর যে সমুদয় ভূপতির রাজ্য মধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ সতত পরিরক্ষিত হয়েন, তাঁহারা উভয়লোকেই অতি উৎকৃষ্ট সুখভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন।

অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ-সমুদয়ের অসাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা পরম ধর্ম্মের; হিংসা অধর্ম্মের অকস্মাৎ আবির্ভাব দেবতাদিগের, যজ্ঞাদিকর্ম্ম মনুষ্যগণের, শব্দ আকাশের, স্পর্শ বায়ুর, রূপ তেজের, রস জলের, গন্ধ ধরিত্রীর, বর্ণাত্মক শব্দ বাক্যের, সংশয় মনের, নিশ্চয় বুদ্ধির, ধ্যান চিত্তের, স্বপ্রকাশত্ব জীবের, প্রবৃত্তি কাম্যকর্ম্মের ও সন্ন্যাস জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই মোহ, জরা, মৃত্যু ও সুখদুঃখাদি হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হয়েন। এই আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ-সমুদয়ের অসাধারণ ধর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রিয়-দেবতা ও গুণধর্ম্ম

অতঃপর যে যে দেবতার সাহায্যে যে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে যে গুণ পরিগৃহীত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ পৃথিবীর গুণ; উহা নাসিকাস্থিত বায়ুর সাহায্যে নাসিকা দ্বারা আঘ্রাত হইয়া থাকে। রস জলের গুণ; উহা জিহ্বাস্থিত চন্দ্রের সাহায্যে জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত হয়। রূপ তেজের গুণ; উহা নেত্রস্থিত আদিত্যের সাহায্যে নেত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পর্শ বায়ুর গুণ; উহা ত্বক্‌স্থিত বায়ুর সাহায্যে ত্বক্ দ্বারা অনুভূত হয়। শব্দ আকাশের গুণ; উহা কর্ণস্থিত দিক্‌সমুদয়ের সাহায্যে কর্ণ দ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে। চিন্তা মনের গুণ; উহা হৃদয়স্থিত জীবের সাহায্যে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বুদ্ধি নিশ্চয়-জ্ঞান দ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব চৈতন্য-প্রতিবিম্ব দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। আত্মার জ্ঞাপক কিছুই নাই। উহা নির্গুণ ও একমাত্র

১। সূর্য্য। ২। ফলদা বাঁশ।

অনুভবস্বরূপ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থকে ক্ষেত্রশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এক্ষণে আমি সেই ক্ষেত্রকে পুরুষ হইতে অভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছি। পুরুষ ক্ষেত্রকে সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হয়েন। ক্ষেত্রজ্ঞ আদিমধ্যান্তবিশিষ্ট অচেতন গুণসমুদয়কে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; কিন্তু গুণসমুদয় বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ক্ষেত্রজ্ঞকে অবগত হইতে পারে না। ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি প্রভৃতি সমুদয় তত্ত্ব হইতে অতীত। উঁহাকে কেহই অবগত হইতে পারে না। উনি আপনি আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন; এই নিমিত্তই ধর্ম্মতত্ত্বকুশল পণ্ডিতেরা গুণসমুদয় ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন।'

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সৃষ্ট পদার্থের আদিভূত বস্তু-নির্ণয়

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে তপোধনগণ! এক্ষণে যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের আদি এবং যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের অন্ত, আমি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দিবস রাত্রির, শুক্লপক্ষ মাসের, শ্রবণা নক্ষত্র-সমুদয়ের, শিশির[1] ঋতুনিচয়ের, ভূমি গন্ধের, জল রসের, তেজঃ রূপের, বায়ু স্পর্শের, আকাশ শব্দের, সূর্য্য জ্যোতিঃপদার্থ-সমুদয়ের, অগ্নি[2] দৃশ্য[3] ভূতত্রয়ের[4] সাবিত্রী বিদ্যাসমুদয়ের, প্রজাপতি দেবগণের, ওঁকার বেদ-সকলের, প্রাণবায়ু বাক্যের, গায়ত্রী ছন্দের, সৃষ্টির পূর্ব্বকাল প্রজাগণের, গাভী চতুষ্পাদদিগের, ব্রাহ্মণ মনুষ্যসমুদয়ের, শ্যেন পক্ষীদিগের, আহুতি যজ্ঞসমুদয়ের, সর্প সরীসৃপগণের, সত্যযুগ সমুদয় যুগের, সুবর্ণ সমুদয় রত্নের, যব ওষধিনিচয়ের, অন্ন ভক্ষ্যদ্রব্যের, জল দ্রব দ্রব্য ও পানীয়-সমুদয়ের, ব্রহ্মার আবাস-স্থান প্লক্ষপাদপ[5] স্থাবর-সমুদয়ের, আমি প্রজাপতিদিগের, অচিন্ত্যাত্মা স্বয়ম্ভু ভগবান্ বিষ্ণু আমার, সুমেরু পর্ব্বতগণের, পূর্ব্বদিক্ দিক্‌সমুদয়ের, গঙ্গা নদীগণের, সাগর জলাশয়-সকলের, ভগবান্ বিষ্ণু দেব-দানব-ভূত-পিশাচ-উরগ-রাক্ষস-নর-কিন্নর-যক্ষগণসংবলিত সমুদয় জগতের এবং গার্হস্থ্য সমুদয় আশ্রমের আদি। প্রকৃতি সমুদয় লোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। সূর্য্যের অস্তগমনসময় দিবসের, সূর্য্যের উদয়কাল রাত্রির, সুখ দুঃখের, দুঃখ সুখের, ক্ষয় সঞ্চিত বস্তুর, পতন উন্নত বস্তুর, বিয়োগ সংযোগের এবং মরণ জীবিতকালের অন্ত। ইহলোকে কি স্থাবর কি জঙ্গম, কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। উৎপন্ন পদার্থমাত্রেরই ধ্বংস হইবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম-সমুদয়ের ফলও কালক্রমে ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস হয় না। প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কারবিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞানপ্রভাবেই সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।'

১। শীত ঋতু। ২। জঠরাগ্নি। ৩—৪। জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ পদার্থের। ৫। অশ্বত্থ বৃক্ষাদি।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

কালচক্রের পরিচয়

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে ঋষিগণ! পণ্ডিতেরা জরা-শোকসমাক্রান্ত, ব্যাধিব্যসনসঙ্কুল, অনিয়মিত কালস্থায়ী, বিবিধাকারে পরিণত, সর্ব্বপাপের হেতুভূত, রজোগুণের প্রবর্ত্তক, দর্পের আধার, ত্রিগুণাত্মক, মৃত্যুর বশীভূত, ক্রিয়াকারণসংযুক্ত, মায়াময়, ভয়-মোহ-সমাকীর্ণ, কামক্রোধে পরিপূর্ণ, বাহ্যসুখাসক্ত, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-নির্ম্মিত, সংসারকারণ, পাঞ্চভৌতিক জড়দেহকে কালচক্রস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ চক্র মনের ন্যায় ভীষণবেগে নিরন্তর লোকসমুদয়ে বিচরণ করিতেছে। বুদ্ধি উহার সার, মন উহার স্তম্ভ, ইন্দ্রিয়-সমুদয় উহার বন্ধন, ভূত উহার নেমি, শ্রম ও ব্যায়াম[1] উহার নিঃস্বন[2], দিবা ও রাত্রি উহার পরিচালক, শীত ও গ্রীষ্ম উহার মণ্ডল, সুখ-দুঃখ উহার অর[3], ক্ষুৎপিপাসা উহার কীলক[4], ছায়া ও আতপ উহার রেখা[5], পরিতাপ উহার বন্ধনপট্টিকা[6] এবং লোভ

১। ব্যাসদণ্ড। ২। শব্দ। ৩। চক্র। ৪। চাকা আটকাইবার খোঁটা। ৫। চক্র ঘূর্ণনজনিত ভূপৃষ্ঠে অঙ্কিত চিহ্ন। ৬। বন্ধন-পটি-কাপড় ও শকটের পরস্পর সংযোগ রজ্জু।

জানিবে উহার নিম্নোন্নত[1] প্রদেশে পতনজনিত আস্ফালন-সেতু[2]। এই কালচক্রই সমুদয় জগতের সৃষ্টি, সংহার ও রোধের[3] কারণ। যে ব্যক্তি এই দেহরূপ কালচক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বসংস্কারবিহীন, সুখদুঃখাদি বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হয়েন।

শাস্ত্রে গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহস্থাশ্রম ঐ সমুদয় আশ্রমের মূল। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, বেদবিহিত শাস্ত্র-সমুদয় অধ্যয়ন করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। স্বদারনিরত, শিষ্টাচারসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা দেবতা ও অতিথিদিগের অবশিষ্টান্ন ভোজন, যথাশক্তি বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও দান করিবেন। কদাপি নিষিদ্ধ দেশে গমন, নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ, নিষিদ্ধ বিষয় দর্শন ও নিষিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিবেন না। যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন শুক্লবস্ত্রধারী পবিত্র এবং দান ও তপোনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা শিষ্টসংসর্গে বাস করা উঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা শিষ্টাচারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বেণুনির্ম্মিত যষ্টি ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবেন। উঁহাদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে যজন, অধ্যাপন ও সাধুদিগের নিকট প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা উঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহ এবং দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অসাবধান হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। নিয়মধারী পবিত্রস্বভাব গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আচারপরায়ণ হইলে অনায়াসে স্বর্গলোক পরাজয় করিতে পারেন।'

১—২। উচ্চে-নীচে উঠা পড়ার আশ্রয়স্থল। ৩। জন্মসংপ্রতিরোধ।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ব্রহ্মচারী প্রভৃতির কর্ত্তব্যনির্ণয়

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

স্বধর্ম্মনিরত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, গুরু-হিতৈষী, পরম পবিত্র ব্রহ্মচারিগণ যথাবিধি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন। পবিত্র ও সমাহিত হইয়া উভয়কালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিল্ব বা পলাশদণ্ড ধারণ এবং ক্ষৌম, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম বা কাষায়বস্ত্র পরিধান করা উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। উঁহারা যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, স্বাধ্যায়নিরত, নিত্যস্নায়ী, অলুব্ধ ও যতব্রত হইয়া কটিদেশে শরমুঞ্জাদিনির্ম্মিত মেখলা[2] ও মস্তকে জটা ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা পবিত্র জল দ্বারা দেবগণের তর্পণ করিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেই সকলের প্রশংসার আস্পদ হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সমাপনপূর্ব্বক বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সমুদয় লোক জয় করিয়া পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। উঁহাদিগকে কখনই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যের পর দারপরিগ্রহ না করিয়াই বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বনে অবস্থানপূর্ব্বক জটা-বল্কল ধারণ করিয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে স্নান করা বানপ্রস্থাশ্রমী মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য হইতে গ্রামে প্রত্যাগমন করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা বন্য ফল, মূল, পত্র ও শ্যামাক দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া যথাকালে অতিথিসৎকার ও উদাসীনদিগকে বাসস্থান প্রদান করিবেন। স্বধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া যথানিয়মে বনের[3] জল পান ও বায়ু সেবন করা উঁহাদিগের আবশ্যক। ভিক্ষার্থীদিগকে ভিক্ষা প্রদান, ফলমূলাদি দ্বারা দেবার্চ্চনা ও অতিথিদিগের সৎকার করিয়া পরিশেষে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা স্পর্দ্ধাবিহীন, যজ্ঞাদিনিরত, পবিত্র, কার্য্যনিপুণ, জিতেন্দ্রিয়,

১। সাবুই। ২। কটিসূত্র। ৩। জলের স্থানভেদ।

সর্ব্বভূতে দয়াবান, ক্ষমাশীল, কেশশ্মশ্রুধারী, হোমনিরত, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ও সমাহিত হইলে সমুদয় লোক জয় করিতে পারেন।

হে ঋষিগণ। এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ যে কোন ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিতে বাসনা করেন, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসধর্ম্মনিরত মহাত্মারা সর্ব্বভূতে দয়াবান, জিতেন্দ্রিয় ও কর্ম্মত্যাগী হইবেন। উঁহারা কোন ব্যক্তির নিকট ভক্ষ্য-বস্তু যাচ্ঞা না করিয়া অপরাহ্নে যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করিবেন। যখন গৃহস্থ-দিগের গৃহ-সমুদয় ধূমশূন্য হয় এবং পরিবারগণ আহারান্তে ভোজনপাত্রসমুদয় পরিত্যাগ করে, সেই সময় তাঁহাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান হওয়া সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা কদাচ লাভে পরিতুষ্ট বা অলাভে দুঃখিত হইবেন না। কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত উঁহাদিগের উক্ত প্রকারে ভিক্ষা করা আবশ্যক। প্রাকৃত লোকের ন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া কোন ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিবেন না। যে সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহাকে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতে হয়। কটু, তিক্ত, কষায় বা মিষ্ট বস্তু ভক্ষণসময়ে মনঃসংযোগপূর্ব্বক আস্বাদগ্রহণ করা সন্ন্যাসীদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উঁহারা কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবেন; শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে কষ্ট প্রদান করা উঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

উঁহারা কদাচ নীচলোকের নিকট ভিক্ষালাভের বাসনা করিবেন না, সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম গোপন করিয়া বিজন স্থানে বিচরণ করিবেন। শূন্যাগার, অরণ্য, বৃক্ষমূল, নদীতট অথবা পর্ব্বতগুহায় বাস করাই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে এক গ্রামমধ্যে এক রাত্রির অধিক বাস করা উঁহাদের নিতান্ত অনুচিত, কিন্তু উঁহারা সমুদয় বর্ষাকাল এক গৃহস্থের ভবনে অতিবাহিত করিতে পারেন। সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইয়া দিবসে কীটের ন্যায় নানাস্থানে বিচরণ করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা রাত্রিকালে ভ্রমণ করিলে উঁহাদের অজ্ঞাতসারে পদাঘাতে কীটাদি জীবগণের প্রাণনাশ হইতে পারে, এই নিমিত্ত রজনী-যোগে পরিভ্রমণ করা উঁহাদের কখনই উচিৎ নহে। উঁহারা কদাপি কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না এবং স্নেহের বশীভূত হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করিবেন না। উদ্ধৃত পবিত্র জল দ্বারা স্নান ও অন্যান্য কার্য্য-সমুদয় সম্পাদন এবং অহিংসানিরত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সরল, ক্রোধশূন্য, অসূয়া-বিহীন, শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিষ্পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। উঁহারা নিস্পৃহ হইয়া কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত উপস্থিত ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করিবেন। ধর্ম্মলব্ধ অন্ন ভক্ষণ করাই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য। উঁহারা কদাচ কোন বিষয়ে কামনা করিবেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উঁহারা কেবল আত্মোদর পূরণের উপযুক্ত ভোজ্য গ্রহণ করিবেন। অন্যের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করা উঁহাদিগের উচিত নহে। আপনাদিগের ভোজ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দরিদ্র-দিগকে প্রদান করা উঁহাদিগের কর্ত্তব্য।

অযাচিত হইয়া কাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা একবার উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ভোগ করিবার অভিলাষ করিবেন না। কোন ব্যক্তির অধিকারস্থ মৃত্তিকা, সলিল, পত্র, পুষ্প ও ফলমূলাদি গ্রহণ করা কখনই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা কদাপি শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুবর্ণ-লাভের বাসনা করিবেন না। দ্বেষশূন্য, উপদেশবিহীন ও নির্ব্বিকার হওয়া উঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। উঁহারা অনুরোধ পরিত্যাগ, পবিত্র বস্তু ভোজন ও নিষ্কাম হইয়া প্রাণিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। হিংসাযুক্ত কাম্যকর্ম্ম ও লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অন্যকে ঐ সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও বাহ্যাড়ম্বরবিহীন হইয়া অল্পমাত্র পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবেন।

স্বয়ং উদ্বিগ্ন হওয়া ও অন্যকে উদ্বেগযুক্ত করা উঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে। সর্ব্বভূতের বিশ্বাসপাত্র ও সমাহিত হইয়া অতীত, অনাগত ও উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুকালে প্রতীক্ষা করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা চক্ষুঃ, মনঃ ও বাক্য

দ্বারা কোন বস্তু দূষিত করিবেন না। পরলোকে বা ইহলোকে কাহারও অনিষ্ট করা উঁহাদিগের নিতান্ত অনুচিত। উঁহারা নিরীহ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কর্ম্মত্যাগী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগক্ষেম-বিহীন, নির্গুণ, প্রশান্তচিত্ত, শঙ্কাবিহীন নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে দেহমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

যাঁহারা রূপরসাদি বিষয়াতীত, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বভূতস্থ নির্লিপ্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, তাহাদিগকেই কখনই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় না। পরমাত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দেবতা, বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপস্যা ও ব্রতসমুদয়ের অগোচর। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সমাধিবলেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, অতএব সমাধির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া উহা আশ্রয় করা জ্ঞানবান্দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া গৃহে বাস করেন, জ্ঞানীদিগের ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা অমূঢ় হইয়াও মূঢের[১] ন্যায় ব্যবহার করিবেন। যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকসমাজে অবজ্ঞাস্পদ[২] হইতে হয়, সেইরূপ[৩] কার্য্যের[৪] অনুষ্ঠানসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুচরিত ধর্ম্মের নিন্দা করা উঁহাদিগের বিধেয় নহে।

যে মহাত্মা এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও মহাভূত সমুদয় এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ এই সমুদয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া একান্তমনে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, তিনিই সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত বায়ুর ন্যায় নিঃসঙ্গ ও শঙ্কাবিহীন হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।'

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রশংসা

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে তপোধন! নিশ্চয়বাদী[৫] জ্ঞানবৃদ্ধ, ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাসকেই উৎকৃষ্ট তপস্যা ও জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পরব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, নির্গুণ, নিত্য, অচিন্ত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বেদবিদ্যাতীত। উঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পণ্ডিতগণ রজোগুণবিমুক্ত ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা উঁহাকে অবলোকন ও উঁহার সমীপে গমন করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সন্ন্যাসরূপ উৎকৃষ্ট তপস্যাকে মোক্ষমার্গপ্রকাশক প্রদীপ, সদাচারকে ধর্ম্মের সাধন ও জ্ঞানকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জ্ঞানময় পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ হয়েন। যিনি দেহের সহিত জীবের একীভাব ও পৃথগ্‌ভাব এবং পরমাত্মার সহিত জীবের একত্ব ও পৃথগ্‌ভাব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা কোন বিষয়ে অভিলাষ বা কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, তিনি ইহলোকে অবস্থান করিয়াই ব্রহ্মের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি প্রকৃতির গুণসমুদয় বিশেষরূপে অবগত, মমতাপরিশূন্য, নিরহঙ্কার ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববিহীন হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মসমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই শান্তিগুণের সাহায্যে নিত্য, নির্গুণ পরব্রহ্মকে অবগত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি মমতাপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ বীজ হইতে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত, বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশারূপ পত্র, সঙ্কল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফলসম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাখড়গ দ্বারা উহা ছেদন করিতে পারেন, তাহার নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়। ঐ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী অবস্থান করে। উঁহাদের নাম জীব ও ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বর বুদ্ধি ও মায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়েন বলিয়া উঁহাদিগকে চৈতন্যময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঐ উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই পরমাত্মাই চৈতন্যময়। জীবাত্মা লিঙ্গশরীর হইতে বিমুক্ত হইলেও সর্ব্বদোষবিমুক্ত ও নির্গুণ হইয়া বুদ্ধ্যাদির চেতনকর্ত্তা পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন।'

১। নিরীহের—নিশ্চেষ্টের। ২। ঘৃণার পাত্র। ৩। ৪। অলৌকিক কার্য্যের। ৫। অদ্বিতীয়বাদী—ব্রহ্মনিষ্ঠ।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

আত্মবিষয়ক সাংখ্য বেদান্তবাদ

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে মহর্ষিগণ। কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মকে জগদাকারে পরিণত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তকালে উচ্ছাসমাত্র কালও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। নিমেষমাত্রও জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে নিরুদ্ধ করিলে চিত্তপ্রসন্নতা দ্বারা মুক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে দশ বা দ্বাদশবার প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণসমুদয় সংযত করেন, তাহার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধ হয়, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যক্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া উদ্রিক্ত[১] হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণজ্ঞ মহাত্মারা সত্ত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন না। পুরুষ যে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, আমরা তাহা অনুমান দ্বারা অবগত হইয়া থাকি। পুরুষের সত্ত্বগুণ নাই, ইহা কোনরূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদৃষ্টি, সত্য, ঋজুতা, জ্ঞান ও সন্ন্যাস এই কয়েকটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণসমুদয় আত্মার নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং আত্মার সহিত সত্ত্বের একীভাব-সম্পাদন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। এই মত নিতান্ত দূষণীয়। কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণসমুদয় যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহাদিগের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে? সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু আত্মার সহিত উহার সবিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া উহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন মশক ও উডুম্বরের, সলিল ও মৎস্যের এবং পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর একত্ব ও পৃথক্ত্ব উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্বগুণ ও আত্মার একত্র ও পৃথক্ত্ব প্রতীত হয়।'

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

আত্মার নানাত্ববাদ—সাধনার বিবিধ পথ

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! ধর্ম্মের বিবিধ গতি দর্শন করিয়া আমাদের মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগের কোনরূপেই বোধগম্য হইতেছে না। ইহলোকে কেহ কেহ দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ কহেন যে, দেহের নাশ হইলেই আত্মার ধ্বংস হয়। কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য, কেহ কেহ ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ একমাত্র, কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বিবিধ, কেহ কেহ প্রকৃতির সহিত মিলিত, কেহ কেহ পঞ্চবিধ ও কেহ কেহ বহুবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আবার কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ মত নিতান্ত হেয়, কেহ কেহ জটাবল্কলধারী, কেহ কেহ মুণ্ডিত এবং কেহ কেহ দিগম্বর হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজনে আসক্ত ও কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজন-পরিত্যাগী হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্ম্মত্যাগের, কেহ কেহ মোক্ষের ও কেহ কেহ বিবিধ ভোগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রভূত ধনলাভের বাসনা করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি নির্ধন হইতে নিতান্ত অভিলাষী হয়েন। কেহ কেহ সতত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ সমুদয় নিতান্ত অলীক বলিয়া পরিগণিত হয়। কেহ কেহ সতত অহিংসাধর্ম্মে নিরত থাকেন, আবার কেহ কেহ যার পর নাই হিংসাপরায়ণ হন। কেহ কেহ পুণ্যবান ও কেহ কেহ যশস্বী হইয়া কালহরণ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যযো

১। বিরক্ত—বিষয়বাসনায় পরাঙ্মুখ।

অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিকে সদ্ভাবনিরত ও কোন কোন ব্যক্তিকে সংশয়মার্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ দুঃখনিবৃত্তি ও কেহ কেহ সুখপ্রাপ্তির অভিলাষে ধ্যান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যজ্ঞের, কেহ কেহ দানের, কেহ কেহ তপস্যার, কেহ কেহ বেদাধ্যয়নের, কেহ কেহ সন্ন্যাসলব্ধ জ্ঞানের ও কেহ কেহ স্বভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাহার কাহার মতে ঐ সমুদয় বিষয়ই প্রশংসনীয়, আবার কেহ কেহ ঐ সমুদয়ের মধ্যে একটিরও প্রশংসা করেন না।

হে পিতামহ! আমরা ধর্ম্মের এইরূপ বিবিধ গতি দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। ইহলোকে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন, তিনি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সতত অনুরক্ত থাকেন। এই সমুদয় কারণবশতঃ আমাদিগের মন ও বুদ্ধি নানা দিকে ধাবমান হইতেছে; সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি এবং সত্ত্বগুণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কোনরূপেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা সবিস্তর আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।'

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অহিংসধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ

মহর্ষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রহ্মা তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'হে তপোধনগণ! আমি এই উপলক্ষে এক গুরু স্বীয় শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

সর্ব্বভূতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ও প্রধান কার্য্য। ঐ ধর্ম্মে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধগণ জ্ঞানকে মোক্ষসাধক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হইলেই মনুষ্য সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা হিংসাপরায়ণ, নাস্তিক ও লোভ-মোহে একান্ত আসক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। যাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কামনাপূর্ব্বক বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পরমসুখে কালাতিপাত করেন। আর যাঁহারা কামনাপরিশূন্য হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সাধুদর্শী ব্যক্তিদিগকে কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অতঃপর সত্ত্বগুণ ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণকে বিষয় এবং পুরুষকে বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উডুম্বরমধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ, উহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। পুরুষ যে ঐ গুণকে সর্ব্বদা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা ঐ গুণ কোনক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষ ঐ বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন।

পণ্ডিতগণ সত্ত্বগুণকে দুঃখাদিসংযুক্ত এবং পুরুষকে সুখদুঃখাদিবিহীন ও নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া উহা ভোগ করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক উহা উপভোগ করিয়া থাকেন। উনি সমুদয় গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়াও পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় উহাদের সহিত লিপ্ত হয়েন না। স্থূলদেহ ও পুরুষ যেমন পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ সত্ত্বগুণ ও পুরুষ ইঁহারা পরস্পর নির্লিপ্ত হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন প্রদীপের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশস্থিত পদার্থ দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের সাহায্যে সংসারমধ্যে পুরুষের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপে তৈলাদি বর্ত্তমান থাকিলেই উহা বস্তু-সমুদয় প্রকাশিত করে এবং তৈলাদি নিঃশেষিত হইলেই উহা নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ কর্ম্মে সংযুক্ত থাকিলেই আত্মাকে প্রকাশ করে এবং কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইলেই বিনষ্ট হয়। যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও পদার্থ-সমুদয় বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইলেও পুরুষের বিনাশ হয় না।

জ্ঞানলাভে যোগের প্রয়োজনীয়তা

যেমন সহস্র উপদেশ প্রদান করিলেও নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কোনরূপে প্রকৃত বিষয় বোধগম্য করিতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অল্পমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই অনায়াসে প্রকৃত বিষয়বোধে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যাঁহারা বুদ্ধিমান্ হয়, তাঁহারা অনায়াসেই ধর্ম্ম-পথ অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহাদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। পাথেয়পরিশূন্য ব্যক্তি যেমন পথিমধ্যে অতিকষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রাক্তনপুণ্যবিহীন ব্যক্তি যোগমার্গ অবলম্বন করিলে, যোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকের প্রাক্তন পুণ্যসঞ্চয় না থাকিলে সে কোনক্রমেই সম্যক্‌রূপে যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাদচারে অপরিচিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ অদূরদর্শী ব্যক্তিরাই শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সংসারমার্গ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেমন দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সেই পথ অতিশীঘ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসারপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। যেমন পর্ব্বতশিখরে আরোহণোদ্যত ব্যক্তি ভূতল-স্থিত রথারূঢ় ব্যক্তিকে রথ দ্বারা পর্ব্বতারোহণে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া রথারোহণবাসনা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরমপদ ব্রহ্মপদলাভের অধিকারী মহাত্মা শাস্ত্রের সাহায্যে ঐ পদ লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রত্যাগ করিবেন। রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন রথগমনোপযোগী পথ নিঃশেষিত হইলেই রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে গমন করে, তদ্রূপ ধীমান্ ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত শাস্ত্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যোগতত্ত্ব অবগত হইলেই উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হংস, পরমহংসাদির পদে গমন করিয়া থাকেন। মূঢ় ব্যক্তি যেমন নৌকারোহণ না করিয়া মোহবশতঃ বাহুমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোরতর অর্ণব সমুত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনভিজ্ঞ লোক উপদেষ্টা ব্যতীত সংসার-সাগর সমুত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আর বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অতি উৎকৃষ্ট ক্ষেপণী[১]সংযুক্ত নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক অনবরত পোত সঞ্চালন করিয়া পরিশেষে পরপারে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপদেষ্টার সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যেমন সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে গমন করিবার সময় নৌকা পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবার সময় উপদেষ্টাকে পরিত্যাগ করা উচিত। নাবিক যেমন স্নেহপ্রযুক্ত সর্ব্বদা নৌকাতে অবস্থান-পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তি মোহজালে জড়িত হইয়া সতত এই সংসারমধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যেমন নৌকারোহণ করিয়া স্থলপথে এবং রথারোহণ করিয়া জলপথে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারকার্য্যে পরিভ্রমণ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফললাভ করিবেন।

যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় হইতে অতীত, মুনিগণ তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ প্রধানের অপর নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে।

শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ পঞ্চ মহাভূতের গুণ। প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চমহাভূত ইহারা সকলেই কার্য্য ও কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূতই মনের অগোচর নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ। তন্মধ্যে গন্ধ সুখকর, দুঃখজনক, মধুর, অম্ল, কটু, দূরগামী, মিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রূক্ষ ও বিশদ এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি জলের গুণ। তন্মধ্যে রসকে পণ্ডিতেরা মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ এই ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি তেজের গুণ। তন্মধ্যে

১। দাঁড়।

শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও বর্ত্তুল এই দ্বাদশবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ। তন্মধ্যে স্পর্শকে রূক্ষ, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ কঠিন, চিক্কণ, সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃদু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। ঐ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, সুখকর, অসুখকর ও দৃঢ় এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ। ঐ আকাশ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সনাতন পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যের বিধিজ্ঞ অধ্যাত্মকুশল ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন, তিনিই সেই পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।'

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেক—জীবাত্ম-পরমাত্ম বোধ

ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে তপোধনগণ! আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টিসংহারের কারণ; বিবেকজা[১] প্রজ্ঞা[২] আত্মার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সারথি যেমন অশ্বগণকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমুদয়, মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা সর্ব্বদাই আত্মার ভোগের নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। দেহাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসংযুক্ত বুদ্ধিরূপ প্রতোদযুক্ত, মনোরূপ সারথিসম্পন্ন, দেহময় রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়া থাকেন। যখন ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসমুদয় মনোরূপ সারথি কর্ত্তৃক বুদ্ধিরূপ প্রতোদ দ্বারা বশীভূত হয়, তখনই ঐ দেহরূপ রথ জীবের ব্রহ্মময়ত্বনিবন্ধন ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে ব্রহ্মময় রথের বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনি কদাচ মোহপ্রাপ্ত হয়েন না। কি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূলপদার্থ; কি প্রকৃত্যাদি সূক্ষ্ম পদার্থ, সমুদয় পদার্থই পরব্রহ্মস্বরূপ; ঐ পরম পুরুষ সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। জীবাত্মা উহাতেই পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন।

প্রলয়কালে অগ্রে স্থাবরাদি বাহ্যপদার্থ সমুদয় লয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ ভূতকৃত গুণ শব্দাদি সমুদয় বিলীন হইয়া যায় এবং পরিশেষে সূক্ষ্মদেহারম্ভক পঞ্চভূতের লয় হয়। দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃই সৃষ্ট হইয়া থাকেন। যজ্ঞাদি বা ব্রহ্মাদি উহাদিগের সৃষ্টির মূল কারণ নহেন। মরীচি প্রভৃতি ভূতস্রষ্টা মহর্ষিগণ মহাভূত হইতে বারংবার উৎপন্ন হইয়া সাগরোত্থিত ঊর্ম্মিমালার ন্যায় যথাসময়ে মহাভূতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুক্ত ব্যক্তি সূক্ষ্মভূত হইতেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়েন। ভগবান্ প্রজাপতি তপোবলে মন দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলেই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলমূলাশী তপঃাসক্ত মহাত্মারা ক্রমশঃ সঙ্কল্প দ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্য দর্শন করিয়া থাকেন। আরোগ্য ঔষধ ও বিবিধ বিদ্যা তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধ হয়। ফলতঃ সিদ্ধিলাভ তপস্যারই আয়ত্ত। যে বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ ও দুর্দ্ধর্ষ, তৎসমুদয়ই তপোবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপোবলকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, সুবর্ণ-চৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরা তপঃপ্রভাবেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পিতৃলোক, দেবতা, পশুপক্ষী ও বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় তপঃপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। দেবগণ তপোবলেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

যাঁহারা অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া সকামকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরহঙ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্যানযোগ দ্বারা মমতাশূন্য হয়েন, তাহারা মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন; আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভপূর্ব্বক ধ্যানযোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়েন। যাঁহারা ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া উহা সম্যক্ অনুষ্ঠান না হইতে হইতেই প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে পুনরায় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া

১—২। বিবেক হইতে জাত জ্ঞান।

প্রথমতঃ অজ্ঞান আবৃত্ত হইতে হয়। পরিশেষে উঁহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মকে স্বরূপত্ব লাভ করেন। যিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। জ্ঞানবান ব্যক্তি চিত্ত হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া সংযতভাবে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহারই নাম মন। ইহা পরম রহস্য। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয়কে জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণানুসারে এই সমুদয়ের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। মমতা, মৃত্যু ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনও কর্ম্মের প্রশংসা করেন না; কেবল মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কর্ম্মপ্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হয়েন। বিদ্যাশক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা কার্য্যের অনুষ্ঠানে একেবারে বিরত হইয়া থাকেন।

পুরুষ বিদ্যাময়। উঁহাকে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি ভিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয় সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন। ফলতঃ ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বভূতে মিত্রভাব প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি-সমুদয়কে সুদৃঢ় করিয়া হৃৎপদ্মে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই অলৌকিক পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন। সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই মনুষ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদয় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদয় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি। যোগিগণ ঐ আত্মপ্রসাদ প্রভাবে অতীত ও অনাগত কর্ম্মসমুদয় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিবৃত্তিধর্ম্মস্থ বিষয়-রাগবিহীন জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরম গতি, পরম ধর্ম্ম, পরম লাভ ও যার পর নাই উৎকৃষ্ট কার্য্য।

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তিধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা এই সনাতন ধর্ম্ম আশ্রয় কর তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

উপাধ্যায় এইরূপে শিষ্যের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের কথোপকথন কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'বৎস! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা মহাত্মগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তপোধনগণ উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে অভীষ্ট-লোক লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও তাঁহাদিগের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হও; নিশ্চয়ই সিদ্ধি-লাভ করিতে সমর্থ হইবে।' উপাধ্যায় এইরূপ আদেশ করিলে মেধাবী শিষ্য তাঁহার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অচিরাৎ মোক্ষলাভ করিলেন।"

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে বাসুদেবের মুখে গুরু-শিষ্যসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! তুমি যে গুরুশিষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলে, উঁহারা কে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন কর।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "বয়স্য! আমিই গুরু এবং আমার মনই শিষ্য। এক্ষণে আমি কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই রহস্যবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি যুদ্ধকালেও তোমাকে এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার এই উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; অচিরাৎ সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। যাহা হউক, বহুদিন হইল, আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই; অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে দ্বারকায় প্রস্থান করি।"

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! চল, অদ্য আমরা হস্তিনায় গমন করি, তথায় তুমি ধর্ম্মপরায়ণ

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিবে।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

হস্তিনাপ্রস্থিত কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রিয়ালাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহামতি ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে ভগবান বাসুদেব দারুককে রথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। দারুকও অচিরাৎ রথ সংযোজিত করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তিনাগমনের নিমিত্ত অনুযাত্রী[১]দিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলে তাহারা অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "মহাশয়! আমরা সকলেই হস্তিনাগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছি।"

তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে রথারোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির তোমারই প্রসাদবলে জয়লাভ করিয়াছেন। তোমারই অনুগ্রহে আমাদের শত্রুসমুদয় নিহত ও রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমিই আমাদের পরম সহায়। আমরা নৌকাস্বরূপ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া এই দুস্তর কৌরব সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বময়! তুমি আমাকে যেরূপ অবগত আছ, আমিও তোমাকে তদ্রূপ অবগত আছি। তোমার তেজঃপ্রভাবেই সমুদয় জীব সমুৎপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তোমারই ক্রীড়া এবং স্বর্গমর্ত্ত্য তোমারই মায়ামাত্র। এই চরাচর বিশ্বসংসার তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জরায়ুজাদি চারি প্রকার জীব তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার হাস্যই নির্ম্মল জ্যোৎস্না, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামই সমুদয় ঋতু, তোমার প্রাণই সমীরণ, তোমার ক্রোধই মৃত্যু এবং তোমার প্রসন্নতাই লক্ষ্মীস্বরূপ। রতি, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বুদ্ধি, কান্তি ও চরাচর বিশ্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কল্পান্তকালে তুমিই নিধন[১] বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। অতি সুদীর্ঘকালেও তোমার গুণের ইয়ত্তা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। আমি দেবর্ষি নারদ, অসিতদেবল, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত হইয়াছি। তুমিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছ আমি তৎসমুদয়ই প্রতিপালন করিব।

তুমি আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু হওয়াতেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। তুমি কৌরবসৈন্যগণকে ক্রোধানলে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার কর্ম্ম, তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরাক্রমপ্রভাবেই আমার সংগ্রামে জয়লাভ হইয়াছে। তুমি দুরাত্মা দুর্য্যোধন, মহাবীর কর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার বধোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি দ্বারকাগমনের নিমিত্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উহা আমার অভিমত। আমি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া যাহাতে তোমার দ্বারকায় গমন করা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তুমি অচিরাৎ আমার মাতুল বসুদেব এবং বলদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে।'

কৃষ্ণার্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরাদির সাক্ষাৎকার

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হস্তিজনসমাকীর্ণ হস্তিনায় গমন করিয়া প্রথমে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রালয়তুল্য রম্য ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, অপরাজিত যুযুৎসু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব এবং পারচারিকাগণপরিবৃতা পাণ্ডবপরায়ণা গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতি কৌরবকামিনীগণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই মহাপুরুষদ্বয় অন্ধরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে এবং গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে অভিবাদন ও বিদুরকে আলিঙ্গন

১। অনুযাত্রী—অনুযায়ী লোকজন।

১। নিধন—মৃত্যু।

পুরঃসর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমাগত সমুদয় ব্যক্তিকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন করিয়া পরম সমাদরে পান-ভোজন সমাপন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তখন অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "হে মহাবীরদ্বয়! আমার বোধ হইতেছে, তোমরা কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমার নিকট আগমন করিয়াছ। অতএব এক্ষণে শীঘ্র আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিবে, আমি অবিচারিতচিত্তে তাহা সম্পাদন করিব।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ মহাত্মা অর্জ্জুন বিনীতবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! বহুদিন হইল, আমাদিগের পরমসুহৃদ বাসুদেব দ্বারকা হইতে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে ইনি স্বীয় আবাসে গমন করেন।"

যুধিষ্ঠিরানুমোদনে কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মনন্দন কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! এক্ষণে তুমি পিতৃদর্শনার্থ নির্ব্বিঘ্নে দ্বারকায় গমন কর। মাতুল বাসুদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলদেবের সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট আমার, ভীমসেনের, অর্জ্জুনের ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রণাম জানাইবে। আমাকে এবং আমার ভ্রাতৃগণকে যেন একেবারে বিস্মৃত হইও না। তোমার গমনবিষয়ে আমার কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু যখন আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন অবশ্যই তোমাকে এই স্থানে আগমন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বিবিধ রত্ন এবং স্বীয় মনোনীত বস্তু সমুদয় গ্রহণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা কর। আমরা তোমার প্রভাবেই শত্রু নিপাত ও পৃথিবী লাভ করিয়াছি।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আজ আমি আপনাকে পৃথিবীর অধীশ্বর দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলাম। আপনি আমার গৃহস্থিত রত্নসমুদয়কেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবেন।" মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ অনুনয় করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পিতৃষ্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীমসেন, বিদুর, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে মধুরবাক্যে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া দারুক ও সাত্যকিকে বেগে রথচালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

শাপপ্রদানোদ্যত উতঙ্কের প্রতি কৃষ্ণের বিনয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব অনুগামিগণকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলে, অনুযাত্রিগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সকলেই তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যতক্ষণ নয়নগোচর করিতে পারিলেন, ততক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মহাত্মা মধুসূদনও প্রিয়সখা ধনঞ্জয়কে নির্নিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে অর্জ্জুন অতিকষ্টে তথা হইতে

প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহামতি বাসুদেবও সুহৃদ্বিচ্ছেদনিবন্ধন অনতিপ্রফুল্লচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণের গমনমার্গে বহুবিধ শুভলক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। পবনদেব প্রবলবেগে বাসুদেবের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি, কর্কর[১] ও কণ্টকসমুদয় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধ বারি ও দিব্য কুসুমসমুদয় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব গমন করিতে করিতে ক্রমে মরুধন্বপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সেই মহর্ষিকে পূজা করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব। তুমি ত কুরুপাণ্ডবদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগের পরস্পর সন্ধি ও অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র[২] সংস্থাপন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছ? তাহারা ত সকলেই এক্ষণে তোমার সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হইবে? কৌরবগণ এখন ত শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে? নরপতিগণ এখন স্ব স্ব রাজ্যমধ্যে পরমসুখে অবস্থান করিতে পারিবে? আমি এত দিন যে প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি, তাহা ত সফল হইয়াছে?"

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ঋষিবর। আমি পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের সন্ধি-সংস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলাম, কিন্তু কৌরবগণকে কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে সম্মত করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাহারা সকলেই সবান্ধবে নিহত হইয়াছে। বুদ্ধি বা বল দ্বারা কেহ কখন অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে পারে না। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর মহাবীর ভীষ্ম, বিদুর ও আমি আমরা সকলেই কৌরবগণকে বারংবার সন্ধি করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা আমাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পাণ্ডুনন্দনদিগের সহিত সমরসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক[৩] শমনসদনে গমন করিল[৪]। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পুত্রগণও নিহত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা জীবিত আছেন।"

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহর্ষি উতঙ্ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কেশব। তুমি বলপূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও তাহাদের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছ এবং বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলেও তুমি তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছ। ফলতঃ তোমার কপটতাপ্রভাবেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। অতএব আমি অচিরাৎ তোমাকে শাপ প্রদান করিব।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "তপোধন। আমি অতি বিনীতভাবে কহিতেছি, আপনি আমাকে শাপ প্রদান করিবেন না। এক্ষণে আমি আপনার নিকট বিস্তারিতভাবে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করুন। সামান্য তপঃপ্রভাবে আমাকে পরাভব করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আপনি যে কৌমার ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া অতি নির্ম্মল তপোলাভ এবং ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে গুরুর তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আপনি আমাকে শাপপ্রদান করিলে আপনার সেই বহুশ্রমার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় হইবে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার তপস্যা বিনষ্ট হওয়া আমার অভিমত নহে।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উতঙ্ক-নিকটে কৃষ্ণের অধ্যাত্মতত্ত্ব কথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কেশব। তুমি অচিরাৎ আমার নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন কর, আমি উহা শ্রবণ করিয়া হয় তোমার মঙ্গলবিধান, না হয় তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "তপোধন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন ভিন্নভাব আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আর রুদ্র, বসু, অপ্সরা, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও নাগগণ আমা হইতে উৎপন্ন

১। কাঁকর। ২। ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ—ভ্রাতাদিগের পরস্পর ভালবাসা। ৩। ঝাঁপ দিয়া। ৪। করিয়াছে।

হইয়াছে। ভূতসমুদয় আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আমিও সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি। সৎ, অসৎ, অব্যক্ত, ক্ষর, অক্ষর এবং আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্ম এই সমস্তই আমার স্বরূপ। আমি দেবতাদিগেরও দেবতা এবং নিত্য। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আমিই ওঁকারপ্রমুখ বেদ, যূপ, সোম, চরু দেবগণের তৃপ্তিকর হোম, হোতা, হব্য, অধ্বর্য্যু ও সদস্য। যজ্ঞকালে উদগাতা সামগান দ্বারা আমাকেই স্তব করিয়া থাকেন। শান্তিমঙ্গল-বাচক মহাত্মারা প্রায়শ্চিত্তকালে নিরন্তর আমাকেই স্তব করিবেন। সর্ব্বভূতে দয়ারূপ প্রধান ধর্ম্ম আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় মানসপুত্র। আমি সেই ধর্ম্মরক্ষার্থ ত্রিলোকমধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সহিত বিবিধ রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি।

আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রস্বরূপ এবং আমিই ভূতসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি যুগে যুগে নানাপ্রকার দেহ-পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধার্ম্মিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি। আমি যখন দেবযোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার ন্যায়, যখন গন্ধর্ব্ব যোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্ব্বের ন্যায়, যখন নাগযোনিতে অবস্থান করি, তখন নাগের ন্যায় এবং যখন যক্ষ ও রাক্ষসযোনিতে অবস্থান করি, তখন যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কৌরবগণের নিকট অতি দীনভাবে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। পরিশেষে আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকারে ভয়প্রদর্শনও করিয়াছিলাম। সেই অধর্ম্মপরায়ণ দুরাত্মারা তাহাতেও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হয় নাই; এক্ষণে তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে এবং পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপরায়ণতা নিবন্ধন ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে তপোধন! এই আমি আপনার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উতঙ্ক-প্রার্থনায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভগবান বাসুদেব এইরূপে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আজ তোমার প্রসাদেই আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমাকে শাপপ্রদান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। আমার চিত্ত তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতঃপর তুমি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া চরিতার্থ কর।"

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট যে রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটেও সেই রূপ প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবের সেই সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন! তোমাকে নমস্কার। তোমার পদযুগল দ্বারা ভূমণ্ডল, মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, জঠর দ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোকের[১] মধ্যভাগ এবং ভুজযুগল দ্বারা দিক্‌সমুদয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই ভীষণ বিশ্বরূপ সংবরণপূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ কর।"

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ বিশ্বরূপ সংবরণ করিতে কহিলে ভগবান বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! আমি আপনার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি অচিরাৎ স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।"

তখন মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমি তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইয়াছি; আর আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই।" মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপে বরগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! আমার বিশ্বরূপ দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে; অতএব আপনি অবিচারিত চিত্তে বর গ্রহণ করুন।"

১। স্বর্গলোক প্রভৃতির।

কৃষ্ণের বরদান— উতঙ্কের কৃষ্ণবিশ্বাসপরীক্ষা

মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মধুসূদন! এই মরুভূমিতে জল লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, অতএব যদি আমাকে বর প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন আমি ইচ্ছা করিলেই এই মরুভূমিতে অনায়াসে জললাভ করিতে পারি।"

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বাসুদেব তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপ সংবরণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! আপনার সলিলের আবশ্যক হইলেই আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন।" বৃষ্ণিবংশাবতংস কেশব এই বলিয়া অবিলম্বে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহর্ষি উতঙ্ক নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জললাভের নিমিত্ত বাসুদেবকে স্মরণ করিলেন। ঐ সময় এক কুক্কুরযূথপরিবৃত[১] শরকার্ম্মুকধারী[২] ভীষণাকার দিগম্বর চণ্ডাল তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ চণ্ডাল অনবরত মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল। সে উতঙ্ককে পিপাসার্ত্ত দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "মহর্ষে! আপনাকে তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করিয়া আমার এই প্রস্রাব পান করুন।"

চণ্ডাল এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তাহার মূত্র পান করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া বরপ্রদ বাসুদেবকে বিবিধরূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চণ্ডালও তাঁহাকে বারংবার মূত্র পান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মহর্ষি উতঙ্ক কিছুতেই তাহাতে সম্মত না হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন চণ্ডাল মহর্ষিকে মূত্রপানে নিতান্ত অসম্মত বিবেচনা করিয়া তাহার সমক্ষেই কুক্কুরগণের সহিত অন্তর্হিত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে ভগবান্ তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। চণ্ডাল প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের মূত্র প্রদান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।" মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহামতি বাসুদেব তাঁহাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "মহর্ষে! মনুষ্যকে প্রকাশ্যভাবে অমৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত আমি চণ্ডালরূপী ইন্দ্র দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে তোমার নিকট অমৃত প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তোমাকে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করাতে তিনি প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে অসম্মত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'বাসুদেব! মনুষ্যকে অমরত্ব প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব তুমি তাঁহাকে অন্য বর প্রদান কর।' দেবরাজ এইরূপে অসম্মতি প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে পুনরায় ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কেশব! যদি মহর্ষি উতঙ্ককে অমৃত প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তবে আমাকে অগত্যা ঐ বিষয়ে স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু আমি চণ্ডালরূপী হইয়া অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইব। যদি তিনি অমৃতগ্রহণে অভিলাষী হয়েন তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা প্রদান করিব। আর যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমৃতলাভে বঞ্চিত হইবেন।'

দেবরাজ আমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া চণ্ডালবেশে আপনাকে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আপনাকে বর প্রদান করিতেছি যে, আপনি সলিললাভের বাসনা করিলেই মরুভূমিতে সজল জলধর সমুদিত হইয়া আপনাকে সুস্বাদু জল প্রদান করিবে। ভূমণ্ডলে ঐ মেঘের নাম উতঙ্কমেঘ বলিয়া বিখ্যাত হইবে।" ভগবান হৃষীকেশ এইরূপ বর প্রদান করিলে মহাত্মা উতঙ্ক যার পর নাই প্রীত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি উতঙ্কমেঘ সেই মরুভূমিতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে।

১। কুক্কুরেচান দল। ২। ধনুর্ব্বাণধারী।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উতঙ্কের তপোবল-বৃত্তান্ত

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন! মহর্ষি উতঙ্ক এমন কি তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি গর্ব্বিত হইয়া জগদ্‌গুরু বিষ্ণুকেও শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি উতঙ্ক ঘোরতর তপস্যায় আসক্ত ও একান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি গুরু ভিন্ন আর কাহারও অর্চ্চনা করিতেন না। ঐ মহাত্মার গুরুগৃহে বাসের সময় অন্যান্য ঋষিপুত্রগণ তাঁহার গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা-দর্শনে তাঁহার ন্যায় গুরুভক্তিপরায়ণ হইতে সতত বাসনা করিতেন। মহর্ষি গৌতম সমুদয় শিষ্য অপেক্ষা উতঙ্কের প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন। তিনি উতঙ্কের দমগুণ, পবিত্রতা, সাহসিক কার্য্য ও পূজা দ্বারা যার পর নাই প্রীত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদের সকলকে কৃতবিদ্য দেখিয়া গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত উতঙ্ককে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন না। ক্রমে উতঙ্কের বৃদ্ধাবস্থা সমুপস্থিত হইল, কিন্তু একান্ত গুরুভক্তিপ্রভাবে উতঙ্ক উহা অবগত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর একদা ঐ মহাত্মা কাষ্ঠানয়নার্থ গমন করিয়া অনতিবিলম্বে মস্তকে এক বৃহৎ কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ কাষ্ঠভার বহননিবন্ধন তিনি একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া অতি সত্বর উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার রৌপ্যশলাকা-সদৃশ একটি জটা সেই মস্তকস্থিত কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি ব্যগ্রতাসহকারে কাষ্ঠভার নিক্ষেপ করাতে উহা সেই কাষ্ঠের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই জটার শুক্লতা দর্শনে আপনাকে নিতান্ত বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি গৌতমের কন্যা স্বীয় পিতার আদেশানুসারে ক্রতবেগে আগমনপূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার নয়নজল ধারণ করাতে অচিরাৎ তাঁহার করযুগল দগ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন পৃথিবী অতি কষ্টে উতঙ্কের সেই নয়নবারি ধারণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উতঙ্কের অসাধারণ তেজঃ প্রকটিত হইলে মহর্ষি গৌতম যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আজ তুমি কি নিমিত্ত শোকাকুল হইলে?" তখন উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবন! আমি আপনার প্রিয়চিকীর্ষা, আপনার প্রতি একান্ত ভক্তি ও একাগ্রচিত্ততা নিবন্ধন আমার যে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও অনুধাবন করিতে সমর্থ হই নাই। আমি অদ্যাপি সুখের লেশমাত্রও অনুভব করিতে পারিলাম না। আপনার নিকট আমার একশত বৎসর অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ কত শত শিষ্যকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এ কাল পর্য্যন্ত আমাকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন না। এই নিমিত্ত আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।"

উতঙ্কের সমাবর্ত্তন—গুরুদক্ষিণাদানে প্রবৃত্তি

মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার শুশ্রূষায় একান্ত প্রীত হইয়াছিলাম বলিয়া এত দীর্ঘকাল যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার গৃহে গমনের বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ গৃহে গমন কর। আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবন্! আমি গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ আপনাকে কি প্রদান করিব, তাহা আদেশ করুন। আমি আপনার আদেশানুসারে অচিরাৎ উহা আহরণপূর্ব্বক আপনাকে অর্পণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব।"

তখন গৌতম কহিলেন, "বৎস! সাধুব্যক্তিরা গুরুর সন্তোষসাধনকেই গুরুদক্ষিণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি তোমার আচার-ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুতরাং তোমাকে আর কোন প্রকার দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে না। আজ তোমার বার্দ্ধক্য অপনীত ও তুমি ষোড়শবর্ষীয় যুবার

ন্যায় রূপবান হইবে। আমি এই স্বীয় কন্যাটিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে বিবাহ কর। এই কন্যা ব্যতীত আর কেহই তোমার তেজঃ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না।"

মহর্ষি গৌতম এই কথা বলিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেই যশস্বিনী গৌতমকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় গৌতমকে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করুন।" তখন গৌতম কহিলেন, "বৎস। তুমি তোমার গুরুপত্নীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিলষিত অর্থ প্রদান কর।" গৌতম এইরূপ আদেশ করিলে, উতঙ্ক অহল্যার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমি ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে সম্মত আছি; অতএব গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি আজ্ঞা করিলে ইহলোকে যে বস্তু একান্ত দুর্লভ, আমি স্বীয় তপঃপ্রভাবে তাহাও আনয়ন করিব।"

তখন অহল্যা কহিলেন, "বৎস। তোমার অকপট ভক্তি দ্বারা আমি একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব আর তোমার অন্য দক্ষিণা-প্রদানের প্রয়োজন নাই; এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে অভিলষিত স্থানে গমন কর।"

অহল্যা এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাহাতে প্রীত না হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! যথাসাধ্য আপনার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমাকে কি প্রদান করিতে হইবে, আপনি তাহা আদেশ করুন।"

গুরুদক্ষিণার্থ উতঙ্কের সৌদাসসমীপে গমন

উতঙ্ক এইরূপে বারংবার দক্ষিণা প্রদান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে অহল্যা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তবে যদি একান্তই আমাকে ধনদান করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি অবিলম্বে সৌদাসরাজমহিষীর কর্ণে যে মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আছে, তাহা আনয়ন কর।" গৌতমপত্নী অহল্যা এই কথা কহিবামাত্র উতঙ্ক তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় আনয়নার্থ রাক্ষসরূপী সৌদাস রাজার নিকট গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গৌতম উতঙ্ককে দেখিতে না পাইয়া পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! উতঙ্ককে দেখিতেছি না কেন?" তখন অহল্যা কহিলেন, "ভগবন! উতঙ্ক আমার আজ্ঞানুসারে সৌদাসরাজমহিষীর কুণ্ডল আনয়নার্থ গমন করিয়াছে।" অহল্যা এই কথা কহিলে, মহর্ষি গৌতম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! সৌদাস রাজা বশিষ্ঠদেবের শাপে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহার নিকটে উতঙ্ককে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। আমার বোধ হয়, এই রাক্ষসরূপী ভূপাল উতঙ্ককে বিনাশ করিবে।" অহল্যা কহিলেন, "ভগবন্! আমি না জানিয়াই তাহাকে প্রেরণ করিয়াছি। যাহা হউক, আপনার প্রসাদবলে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই।" তখন গৌতম কহিলেন, "জগদীশ্বর করুন, যেন উতঙ্কের কোন বিঘ্ন না হয়।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উতঙ্ক-ভক্ষণোদ্যত রাক্ষস সৌদাসসহ সন্ধি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এদিকে মহাত্মা উতঙ্ক বনমধ্যে গমন করিতে করিতে মনুষ্যশোণিতলিপ্ত-কলেবর[১], সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারী বিকৃতদর্শন[২] মহারাজ সৌদাসকে নিরীক্ষণ করিলেন। সৌদাসের সেই ভীষণমূর্ত্তি-দর্শনে উতঙ্কের মনে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখ উপস্থিত হইল না; প্রত্যুত তিনি অসাধারণ সাহসসহকারে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ মহারাজ সৌদাস উতঙ্ককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! দিবসের ষষ্ঠকাল আমার আহারকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; এক্ষণে সেই ষষ্ঠকাল উপস্থিত হওয়াতে আমি ভক্ষ্যদ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আপনি ভাগ্যক্রমে আমার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছেন।"

সৌদাস এই কথা কহিলে উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা-আহরণার্থ এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, গুরুদক্ষিণা-আহরণার্থী ব্যক্তিকে হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি আমাকে বধ করিবেন না।" তখন সৌদাস কহিলেন,

---

১। মানুষের রক্তে মাখা দেহ। ২। কদাকার।

"তপোধন! দিবসের ষষ্ঠভাগ আমার আহারকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব এ সময়ে আমি আপনাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

উতঙ্ক সৌদাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! যদি আমাকে ভক্ষণ করিতে আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তদ্বিষয়ে অসম্মতি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমার একটি বাক্য আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। দেখুন, আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থে নির্গত হইয়াছি; এক্ষণে সেই দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় আপনার নিকট আগমন করিব। আর আমি গুরুর নিকট যাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনারই আয়ত্ত। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অত্যুৎকৃষ্ট রত্নসমুদয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভূমণ্ডলে দাতা বলিয়া আপনার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। অতএব আপনি আমাকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। আমি ধর্ম্মবিষয়েও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না।"

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা আমারই আয়ত্ত হয়, তবে তাহা অবশ্যই আপনি প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে আমার নিকট প্রতিগ্রহ করা যদি আপনার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন।"

তখন উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! আমি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র, এই নিমিত্তই আপনার নিকট মণিকুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছি।'

সৌদাস কহিলেন, "তপোধন! আপনি যে মণিকুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা আমার পত্নীর অধিকৃত। অতএব এক্ষণে অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি তাহা আপনাকে অবশ্যই প্রদান করিব।"

তখন উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! যদি আমাকে দান করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এরূপ ছল প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনি অনতিবিলম্বেই সেই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া সত্য প্রতিপালন করুন।"

মহারাজ সৌদাস উতঙ্ক কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! আপনি এক্ষণে আমার মহিষীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করুন। তিনি আমার অনুরোধ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনাকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিবেন।"

উতঙ্ক রাজা সৌদাসের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "মহারাজ! আমি কোন স্থানে আপনার পত্নীর সন্দর্শন পাইব, আর আপনি স্বয়ংই বা কি নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন না?"

তখন সৌদাস কহিলেন, "তপোধন! অদ্য আপনি তাঁহাকে এই কাননের কোন নির্ঝর-সমীপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি দিবসের ষষ্ঠকালে তাঁহার সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।"

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক অবিলম্বে রাজমহিষী মদয়ন্তীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার সন্নিধানে আপনার প্রয়োজন ও সৌদাসের অনুরোধ ব্যক্ত করিলেন। দীর্ঘলোচনা মদয়ন্তী উতঙ্কের মুখে স্বামীর অনুরোধ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! মহারাজ আপনাকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা ত মিথ্যা নহে? যাহাই হউক আপনি এক্ষণে আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনয়ন করুন। দেবতা, যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার এই মণিময় কুণ্ডলযুগল অপহরণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। কুণ্ডলযুগল ভূতলে সংস্থাপন করিলে রত্নলোলুপ ভুজঙ্গেরা, অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যক্ষেরা এবং ধারণ করিয়া নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলে দেবতারা উহা অপহরণ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত সতত সাবধান হইয়া আমাকে

ইহা ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলদ্বয় দিবারাত্রি অনবরত সুবর্ণ উৎপাদন করে। রজনীযোগে ইহার প্রভায় গ্রহনক্ষত্র-সমুদয়ের প্রভা তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা পরিধান করিলে ক্ষুৎপিপাসাজনিত যন্ত্রণা এককালে নিবারণ হয় এবং বিষদ ও অগ্নিদ প্রভৃতি দুরাত্মা ব্যক্তিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকে না; খর্ব্বাকার ব্যক্তি এই কুণ্ডল ধারণ করিলে ইহা খর্ব্ব ও দীর্ঘাকার ব্যক্তি ধারণ করিলে ইহা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আমার এই কুণ্ডলের গুণ ত্রিলোকে প্রথিত আছে। এক্ষণে আপনি মহারাজের অভিজ্ঞান আনয়ন করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে ইহা প্রদান করিব।"

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উতঙ্কের অভীষ্ট কুণ্ডলদ্বয় লাভ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সৌদাস-রাজমহিষী মদয়ন্তী এইরূপে ভর্ত্তার অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ সৌদাসের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! রাজ্ঞী আপনার অভিজ্ঞান ভিন্ন আমাকে কুণ্ডল প্রদান করিবেন না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন।'

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি রাজ্ঞীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিবেন যে, সৌদাস কহিয়াছেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ দুরবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছি, কখন যে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই, অতএব তুমি আমার মঙ্গলবিধানার্থ এই ব্রাহ্মণকে তোমার মণিময় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর।"

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিবামাত্র মহাত্মা উতঙ্ক মদয়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক ভূপতির বাক্য অবিকল কীর্ত্তন করিলেন। রাজ্ঞীও উতঙ্কের মুখে ভর্ত্তার অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উতঙ্ককে স্বীয় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই কুণ্ডলযুগল গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সৌদাসের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি রাজ্ঞীর নিকট আপনার অভিজ্ঞানবাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি আমাকে এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সেই অভিজ্ঞানবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই, অতএব আপনি আমার নিকট উহার তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করুন।'

তখন সৌদাস কহিলেন, "ভগবন্! ক্ষত্রিয়েরা চিরকালই ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই উঁহাদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। এই দেখুন, আমি ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়াও ব্রাহ্মণের শাপেই এইরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছি। আমি কখন যে এই অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সুখে অবস্থান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই। ফলতঃ কোন রাজাই ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিয়া ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। আমি এইরূপ বিচার করিয়াই আমার একান্ত প্রিয় এই মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আপনাকে প্রদান করিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করুন।' ভূপতি সৌদাস এই কথা কহিলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আমি অবশ্য পুনরায় আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন।'

তখন সৌদাস কহিলেন, "ভগবন্! আপনি অচিরাৎ আমার নিকট স্বীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় ব্যক্ত করুন, আমি অবশ্যই যথাসাধ্য উহার উত্তর প্রদান করিব।'

উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগের সত্যবাদী হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতে আমার বাসনা নাই, আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। কিন্তু আজ আপনার সহিত আমার মিত্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আমাকে বিনাশ করিলে আপনার মিত্রবিনাশজন্য পাতক হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মিত্রের অনিষ্টাচরণ করিলে স্বর্ণ-চৌর্য্যজনিত পাপে লিপ্ত

হইতে হয়; সুতরাং আমাকে বিনাশ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি যখন রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, আমি আপনার নিকট প্রত্যাগত হইলেই আপনি আমাকে সংহার করিবেন। আপনার নিকট আমার প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য কি না, আমি আপনাকেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আত্মমত কীর্ত্তন করুন।”

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে আপনাকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি কদাচ আর আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবেন না।”

নাগ কর্ত্তৃক উতঙ্কের কুণ্ডল অপহরণ

সৌদাস রাজা এইরূপে উতঙ্ককে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিলে মহাত্মা উতঙ্ক পরম পরিতুষ্ট হইয়া রাজমহিষী মদয়ন্তীর বাক্যানুসারে তৎপ্রদত্ত কুণ্ডলযুগল স্বীয় উত্তরীয় কৃষ্ণাজিনে বন্ধনপূর্ব্বক মহাবেগে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সেই পথিমধ্যস্থিত ফলভারাবনত এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক উহার শাখাতে সেই কুণ্ডলসংহিত মৃগচর্ম্ম বন্ধন করিয়া বিল্বফলসমুদয় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার অনবধানতা বশতঃ কতকগুলি বিল্বফল সেই অজিনে নিপতিত হওয়াতে উহার বন্ধন শ্লথ ও উহা সেই কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল।

ঐ সময়ে ঐরাবতবংশসম্ভূত একটি ভুজঙ্গ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে ঐ ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র তরুতলে সমুপস্থিত হইয়া মুখ দ্বারা সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই ব্যাপার-দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট ও খিদ্যমান হইয়া অবিলম্বে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নাগলোকের পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই বল্মীক খনন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পঞ্চত্রিংশদ্দিবস অতীত হইল; তথাপি উতঙ্ক ঐ পথ প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠতাড়নে বসুন্ধরা নিতান্ত কাতর হইয়া, সহ্য করিতে না পারিয়া সাতিশয় বিচলিত হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা উতঙ্কের খেদে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ব্রহ্মন্! এ স্থান হইতে নাগলোক সহস্র যোজন অন্তর; সুতরাং আপনি এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিয়া কখনই তথায় গমন করিতে পারিবেন না।”

ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! যদি আমি নাগলোকে গমন করিয়া কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।”

কুণ্ডল-অন্বেষণার্থ উতঙ্কের নাগলোকগমন

উতঙ্ক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বজ্রপাণি সুররাজ তাঁহাকে দৃঢ়সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাঁহার দণ্ডের অগ্রভাগে বজ্রাস্ত্র সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন সেই বজ্রের প্রহারে পৃথিবী অচিরাৎ বিদীর্ণ হওয়াতে নাগালোকগমনের দিব্য পথ প্রস্তুত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই পথ দ্বারা অবিলম্বে নাগলোকে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, ঐ লোক বহুযোজনবিস্তৃত, উহার চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্নবিভূষিত দিব্য প্রাকারনিচয়, স্ফটিকসোপান সুশোভিত দীর্ঘিকা, নির্ম্মল সলিলপূর্ণ নদী ও বিহঙ্গম-মুখরিত বিবিধ বনস্পতি-সমুদয় বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ নাগলোকের দ্বারদেশ ঊর্দ্ধে শতযোজন এবং বিস্তারে পঞ্চযোজন। ঐ সুবিস্তৃত নাগলোক দর্শন করিবামাত্র উতঙ্ক একান্ত বিষণ্ণ হইয়া কুণ্ডল-প্রত্যাহরণবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইলেন। ঐ সময় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর অশ্ব তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ অশ্বের পুচ্ছ শ্বেত ও কৃষ্ণলোমে বিভূষিত এবং মুখ ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ। অশ্ব অচিরাৎ উতঙ্কের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “উতঙ্ক! তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুৎকার প্রদান কর, তাহা হইলেই কুণ্ডললাভে সমর্থ হইবে।

ঐরাবতবংশসম্ভূত এক নাগ তোমার কুণ্ডল আনয়ন করিয়াছে। তুমি আমার ব্যবহারে ফুৎকারদানে ঘৃণা করিও না, তুমি পূর্ব্বে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে বারংবার ঐ কার্য্য করিয়াছ।"

তখন উতঙ্ক কহিলেন, "তুরঙ্গম। উপাধ্যায়ের আশ্রমে কিরূপে তোমার সহিত আমার সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।"

অশ্ব কহিল, "বিপ্র। আমি তোমার উপাধ্যায়েরও গুরু. আমার নাম অগ্নি। তুমি গুরুর প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার হিতসাধন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব শীঘ্র আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।"

উতঙ্কের কুণ্ডল-উদ্ধার—গুরুদক্ষিণা প্রদান

অশ্বরূপী ভগবান্ হুতাশন এই কথা কহিলে উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন। তখন হুতাশন উতঙ্কের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় তাঁহার রোমকূপ হইতে অতি ভীষণ ধূমরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূম ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে নাগলোক একেবারে অন্ধকারময় হইয়া গেল। ঐরাবতগৃহে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। নাগরাজ অনন্ত ও অন্যান্য সর্পগণের গৃহ-সকল ধূমে পরিপূর্ণ হওয়াতে নীহারসমাচ্ছন্ন পর্ব্বত ও বনপ্রদেশের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন নাগগণ হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে সকলেই একান্ত উত্তপ্ত ও ঐ ধূমপ্রভাবে আরক্তনেত্র হইয়া উহার তথ্যানুসন্ধানার্থ উতঙ্কের নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার মুখে উহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্। আমরা আপনার কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিতেছি; আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।" নাগগণ এইরূপে উতঙ্ককে প্রীত করিয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি প্রদান-পূর্ব্বক সেই অপহৃত দিব্য কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ। নাগগণ এইরূপে প্রবলপ্রতাপশালী উতঙ্ককে পূজা করিলে পর তিনি হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুগৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গুরুপত্নীকে কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক গুরুর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

হে মহারাজ। মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপে বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দিব্য কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট উতঙ্কের আশ্চর্য্য তপঃপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম।

——

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী প্রবেশ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্। মহাত্মা বাসুদেব উতঙ্ককে বর প্রদান করিবার পর কি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। ভগবান বাসুদেব মহর্ষি উতঙ্ককে বর প্রদান করিয়া সাত্যকির সহিত বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নদ, নদী, বন ও পর্ব্বত-সমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারকানগরীর উপকণ্ঠে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় রৈবতকপর্ব্বতে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। বাসুদেব সাত্যকির সহিত ঐ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ বিচিত্র রত্নময় কোষ, অতি মনোহর বহুমূল্য রত্নমাল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও কল্পবৃক্ষসমূহে বিভূষিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। গুহা ও নির্ঝরপ্রদেশ-সমুদয়ে অসংখ্য দীপবৃক্ষ[১] নিহিত থাকাতে দিবসের ন্যায় শোভা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুবর্ণময় ঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র পতাকা-সমুদয় উড্ডীন হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। ক্রীড়ানিরত, মদমত্ত ও আহ্লাদিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের বাহুবাস্ফোট, পরস্পর আকর্ষণ এবং কিলকিলা শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র গৃহ, বিপণি[২], আপণ[৩], আহারবিহারসামগ্রী, বস্ত্র, মাল্য, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ এবং সুরা ও মৈরেয়[৪]মিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত দীন, অন্ধ ও দরিদ্র-দিগকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতেছেন। ঐ সময়

১। আলোকস্তম্ভ—প্রদীপযুক্ত স্তম্ভ। ২। বাজার। ৩। দোকান। ৪। পানীয়—মদ্য।

বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা সকলেই ঐ পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন। ভগবান্ বাসুদেব ঐ পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়াতে উহা ইন্দ্রালয়সদৃশ হইয়া উঠিল।

মহাত্মা বাসুদেব কিয়ৎক্ষণ সেই পর্ব্বতের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া মহাহ্লাদে সাত্যকির সহিত স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা মধুসূদন স্বীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে অভ্যর্থনা ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিনম্র-বদনে পিতামাতার চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহারাও উঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে, বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়

বসুদেবসমীপে কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বর্ণন

এইরূপে মহাত্মা কেশব আসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে, বসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি অনেকানেক ব্যক্তির মুখে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসংবাদ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু তুমি ঐ অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; এই নিমিত্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ এবং নানাদেশনিবাসী বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়ের সহিত ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ দ্রোণ ও শল্যাদির কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তোমার মুখে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।"

পদ্মপলাশলোচন হৃষীকেশ পিতা বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জননী দেবকীর সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য অতি অদ্ভুত ও বহুল। শত বৎসর কীর্ত্তন করিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা যায় না। অতএব আমি উহা অতি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ, মহাবীর ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী ও মহাবীর শিখণ্ডী ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধ দশ দিবস হইয়াছিল। ঐ দশ দিবসের মধ্যে উভয়পক্ষীয় অসংখ্য বীর কালকবলে নিপতিত হয়েন। পরিশেষে মহাবীর শিখণ্ডী অর্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া অনবরত শরনিকরবর্ষী মহাত্মা ভীষ্মকে সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন। ভীষ্মদেব সূর্য্যের উত্তরায়ণকাল পর্য্যন্ত শরশয্যায় শয়ান ছিলেন; পরে উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

শান্তনুনন্দন শরশয্যায় শয়ান হইলে পর অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কৌরবগণের সেনাপতি হইয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হতাবশিষ্ট নয় অক্ষৌহিণী সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মিত্রপ্রতিপালিত বরুণের ন্যায় ভীমসেন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সেনা-সমুদয়ের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ঐ মহাবীর পিতৃপরাভববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দ্রোণসংহারাভিলাষে রণস্থলে অতি ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধকালে দিগ্দিগন্ত হইতে আগত বীরগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হয়েন। এই উভয় বীরের পাঁচ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পরিশেষে মহাবীর দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ পাঁচ অক্ষৌহিণী কৌরবসেনা ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন তিন অক্ষৌহিণী পাণ্ডবসেনা লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দুই দিবস ঐ মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশেষে মহাবীর কর্ণ বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অর্জ্জুনের হস্তে নিপতিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমরে নিপতিত হইলে, কৌরবগণ নিতান্ত উৎসাহশূন্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে হতাবশিষ্ট তিন অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্যে স্থাপন করিলেন। পাণ্ডবেরাও স্বপক্ষীয় বহুসংখ্যক বীর নিহত হওয়াতে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে হতাবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্য প্রদানপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত মদ্ররাজের অর্দ্ধ দিবসমাত্র সংগ্রাম হইয়াছিল। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ সংগ্রামস্থলে ভীষণ

শরনিক্ষেপপূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিহত করিলেন। মদ্ররাজের নিধনের পর মহাবীর সহদেব জ্ঞাতি-বিচ্ছেদের অদ্বিতীয়-কারণ দুষ্ট শকুনিকে বিনষ্ট করেন।

শকুনি রণশয্যায় শয়ন করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক রণস্থল হইতে নিক্রান্ত হইয়া দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কুরুরাজকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই হ্রদমধ্যে নিরীক্ষণ করিলেন এবং পাণ্ডবেরা হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সেই হ্রদ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজা দুর্য্যোধন ভীমের বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া গদাহস্তে সেই হ্রদমধ্য হইতে যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক গদাযুদ্ধে তাঁহাকে সংহার করিলেন। ঐ দিন রজনীযোগে হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্যগণ শিবিরমধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সেই অবস্থায় বিনাশ করেন।

এক্ষণে পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র ও সৈন্যসমুদয় নিহত হইয়াছে, কেবল তাঁহারা পাঁচ জন, যুযুধান ও আমি আমরা এই কয়েক ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট আছি। আর কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা এই তিন জন জীবিত আছেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুও পাণ্ডবগণের আশ্রয়লাভ করিয়াছিল বলিয়া সমর হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। বিদুর ও সঞ্জয় দুর্য্যোধনের নিধনানন্তর ধর্ম্মরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হে তাত! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে যে সমুদয় ভূপতি নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে স্বর্গলাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছেন।"

একষষ্টিতম অধ্যায়

অভিমন্যুনিধন শ্রবণে বসুদেবের বিলাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে পিতার নিকট সমুদয় ভারত-যুদ্ধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু পাছে তিনি দৌহিত্রবধ শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হয়েন, এই ভয়ে অভিমন্যুর বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন না। ঐ সময় অভিমন্যুজননী সুভদ্রা তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পুত্রের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল না দেখিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার অভিমন্যুর নিধনবিষয় কীর্ত্তন করিলে না কেন?" বসুদেবনন্দিনী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা বসুদেব কন্যাকে ধরাশায়িনী দেখিয়া দৌহিত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি সত্যবাদী হইয়াও কি নিমিত্ত অভিমন্যুর বধ কীর্ত্তন করিলে না? যাহা হউক, এক্ষণে সুভদ্রানন্দনের নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব তুমি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

শত্রুগণ আমার দৌহিত্রকে কিরূপে সংহার করিল? হায়! যখন অভিমন্যুকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, কাল পূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার প্রিয় অভিমন্যু মৃত্যুসময়ে সংগ্রামমধ্যে তাহার জননী সুভদ্রা এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া কি কথা কহিয়াছিল? সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া ত সে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয় নাই? মরণকালে তাহার মুখমণ্ডল কি নিতান্ত বিকৃত হইয়াছিল? যে মহাতেজাঃ অভিমন্যু বিনীতভাবে আমার নিকট আত্মপরাক্রমের শ্লাঘা করিত, যে সর্ব্বদাই আমার নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত; দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি মহাবীরগণ অন্যায় যুদ্ধে ত সেই বালককে বিনাশ করেন নাই?"

কৃষ্ণের বসুদেব-সান্ত্বনা

মহাত্মা বসুদেব দৌহিত্রশোকে এইরূপে নানা-প্রকার বিলাপ করিলে, ভগবান্ হৃষীকেশ দুঃখিতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! অভিমন্যু সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কখন পলায়ন করে নাই। তাহার মুখ সততই অবিকৃত ছিল।

সেই মহাবীর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতিকে নিপাতিত করিয়াছে। যদি এক এক বীর তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই পরাজিত হইত না। বজ্রধারী ইন্দ্রও একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অর্জ্জুন আমার উপদেশানুসারে সংশপ্তকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণ প্রভৃতি সপ্তরথী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বালক সুভদ্রা-নন্দনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক এককালে তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। তাহাতেই দুঃশাসন-তনয় তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। আপনার সেই প্রিয় দৌহিত্র যখন সমরে অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলাভ হইয়াছে; অতএব তাহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মারা কদাচ শোক-মোহের বশীভূত হয়েন না। মহাবীর অভিমন্যু মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং তাহার যে বীরগতিলাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করুন।

বসুদেব-শোকলাঘবার্থ সুভদ্রাদির শোক-উল্লেখ

ঐ মহাবীর সমরশয্যায় শয়ন করিলে ভগিনী সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অন্যান্য কৌরবকুল-কামিনীগণের সহিত রণস্থলে গমনপূর্ব্বক উহার মৃতদেহ ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রুপদ-নন্দিনী তাহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া শোকা-কুলিতচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আর্য্যে। এক্ষণে পুত্রগণ কোথায়? তাহাদিগকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।' দ্রৌপদী এই কথা কহিবামাত্র সমুদয় কুরুবনিতা ভুজ দ্বারা তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুভদ্রা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে। এক্ষণে তোমার ভর্ত্তা কোথায়? তুমি অবিলম্বে তাহার নিকট আমার আগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন কর। বৎস অভিমন্যু প্রতিদিন আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইত; আজ কি নিমিত্ত আগমন করিতেছে না? হা বৎস। তুমি যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে আগমন করিলে তোমার মহারথ মাতুলগণ বারংবার তোমাকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তুমি প্রতিদিন আমার নিকট সমুদয় যুদ্ধবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে; কিন্তু আজ আমাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়াও উত্তর প্রদান করিতেছে না কেন?' এই বলিয়া সুভদ্রা শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন।

তখন পাণ্ডবজননী কুন্তী সুভদ্রাকে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে। বাসুদেব, সাত্যকি ও অর্জ্জুন অভিমন্যুকে জীবিত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। মনুষ্যমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। অতএব তুমি পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। তোমার পুত্র সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছে। মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রশোকে এরূপ ব্যাকুল হওয়া তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমার বধূ উত্তরা গর্ভবতী হইয়াছেন, ইনি অবিলম্বেই এক সুকুমার নবকুমার প্রসব করিবেন।'

মহানুভবা কুন্তী সুভদ্রাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া শোকসংবরণপূর্ব্বক অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ-বিধি সমাপন এবং যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেবের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন ও অসংখ্য ধেনুদান করিলেন। তৎপরে তিনি বিরাট-দুহিতা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে। তুমি পতির নিমিত্ত আর শোক করিও না। এক্ষণে গর্ভস্থ বালককে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' যশস্বিনী কুন্তী এই বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সুভদ্রার সহিত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এই আমি আপনার নিকট অভিমন্যুর নিধনবৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শোক সংবরণ করিয়া মনস্থির করুন।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

অভিমন্যু-শোকে ব্যাসের যুধিষ্ঠিরাদি-সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভগবান্ হৃষীকেশ এইরূপে অভিমন্যুবধের আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন

করিলে মহাত্মা বসুদেব তাঁহার বাক্য-শ্রবণে শোক পরিত্যাগ করিয়া দৌহিত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্য[১] নির্ব্বাহ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পিতার প্রিয়পাত্র স্বীয় ভাগিনেয়ের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া বস্ত্র ও অভিলষিত ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ, গাভী, শয়নীয়[২] ও পরিধেয় বস্ত্রাদি লাভ হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া "আপনার ঐশ্বর্য্য সমধিক পরিবর্দ্ধিত হউক" বলিয়া বাসুদেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বলদেব, সাত্যকি ও সত্যক ইঁহারা সকলেই অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ সমাপনপূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন।

এ দিকে হস্তিনানগরে পাণ্ডবগণ অভিমন্যু-বিয়োগজনিত শোকে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। বিরাটনন্দিনী উত্তরা স্বামিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বহুদিন অনাহারে কালাতিপাত করাতে তাঁহার গর্ভস্থিত বালকের বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল। তখন মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় জ্ঞানচক্ষুঃ প্রভাবে ঐ বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্ব্বক কুন্তীকে সান্ত্বনা করিয়া উত্তরাকে কহিলেন, "ভদ্রে। শোক পরিত্যাগ কর। ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্যানুসারে তুমি অচিরাৎ পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে। তোমার ঐ পুত্র পাণ্ডবদিগের পরলোক-গমনের পর অনায়াসে পৃথিবী প্রতিপালন করিবে।"

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উত্তরাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়। অচিরাৎ তোমার এক পৌত্র জন্মিবে। উহার প্রভাবে এই সসাগরা ধরিত্রী ধর্ম্মানুসারে রক্ষিত হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে শোক পরিত্যাগ কর। আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। পূর্ব্বে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা মধুসূদনও তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ মহাবীর অভিমন্যু নিশ্চয়ই দেবগণসেবিত অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে; সুতরাং তাহার নিমিত্ত তোমার ও অন্যান্য কৌরবগণের শোক করা কখনই বিধেয় নহে।"

মহর্ষি বেদব্যাস ধনঞ্জয়কে এইরূপ সান্ত্বনা করিলে তিনি শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁহার আদেশানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানোপযোগী ধন আহরণার্থ একান্ত সমুৎসুক হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

মরুত্ত-পরিত্যক্ত ধনাহরণার্থ পাণ্ডবযাত্রা

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞের নিমিত্ত কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? মরুত্ত-রাজা ভূগর্ভে যে অর্থরাশি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে উঁহার হস্তগত হইল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। ব্যাসদেব প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ। আমাদিগের পরম-হিতৈষী অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব, আমাদিগের পরমগুরু ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ও পিতামহ ভীষ্ম যাহা কহিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। উহা করিলে উত্তরকালে আমাদিগের সকলেরই মঙ্গল-লাভ হইবে। ব্রহ্মবেত্তা বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে মঙ্গললাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি এই পৃথিবী ক্ষীণরত্না দেখিয়া আমাদিগকে মরুত্ত-রাজার সঞ্চিত ধন আহরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই ধন আহরণ করিতে সমর্থ ও সম্মত হও, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এক্ষণে ভীমের এ বিষয়ে মত কি' উনি তাহা ব্যক্ত করুন।"

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাবীর বৃকোদর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ। আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, উহা আমার অভিমত। যদি আমরা সেই

১। শ্রদ্ধার সহিত দানাদি কার্য্য। ২। শয্যা।

মরুত্ত রাজার নিহিত ধনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবান্ ভূতভাবন ও তাঁহার অনুচরগণকে প্রসন্ন করিয়া সেই ধন আনয়ন করিব। যে সকল ভীষণমূর্ত্তি কিন্নর ঐ ধন রক্ষা করিতেছে, ভগবান বৃষধ্বজ পরিতুষ্ট হইলে তাহারা অবশ্যই আমাদের আয়ত্ত হইবে।"

মহাবীর ভীমসেন এইরূপে মরুত্ত-নিহিত অর্থ আনয়নে সম্মতি প্রকাশ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণে যার পর নাই প্রীত হইলেন। অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ভীমসেনের সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ সকলে রত্নাহরণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া শুভদিনে শুভনক্ষত্রে সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণও আদেশপ্রাপ্তি মাত্র অবিলম্বে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ, ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুকে রাজ্যরক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন, মোদক, পায়স ও মাংস-নির্ম্মিত পিষ্টক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সমাধান, সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ এবং শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও পৃথার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ আনয়নার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিক লোক-সমুদয় পরম আহ্লাদে উঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

হিমালয়স্থ ধনসংগ্রহে যুধিষ্ঠিরাদির যত্ন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে পাণ্ডবগণ কিরণজালমণ্ডিত আদিত্যগণের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া রথনির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিয়া পরমানন্দে হিমালয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র সুশোভিত হওয়াতে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন. অনুযাত্রিকগণ পুলকিত হইয়া 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং সৈনিকগণের কোলাহলে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সরোবর, নদী, বন ও উপবন অতিক্রমপূর্ব্বক সেই সুবর্ণরাশিসম্পন্ন পর্ব্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তপোবলসমন্বিত ব্রাহ্মণগণ ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রসর করিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে উহাতে আরোহণ ও শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেই শিবিরে শান্তিকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক রাজা, অমাত্য ও সৈনিকগণের যথোচিত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া আপনারা যথাস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে মদোন্মত্ত মাতঙ্গদিগের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র শিবির সন্নিবেশিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়গণ। আমাদিগের এ স্থানে অধিককাল বাস করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনারা অবিলম্বে দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিবার এক শুভনক্ষত্রযুক্ত পবিত্র দিন নিরূপণ করুন।" ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, তাঁহার হিতচিকীর্ষু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ। আজ অতি উত্তম দিন। অতএব আজ আমরা সলিল পান করিয়া অবস্থান করি; আপনারাও উপবাসী থাকুন।" ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই দিন উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়নপূর্ব্বক বিপ্রগণের শাস্ত্রীয় আলাপ শ্রবণ করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ধনপ্রাপ্তির জন্য যুধিষ্ঠিরের শিবপূজা

বিভাবরী প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে ভগবান ভূতনাথকে পূজোপকরণ প্রদানপূর্ব্বক স্বার্থসাধনবিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।" ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহাদেবের অর্চ্চনার্থ উপকরণসামগ্রী-সমুদয় আহরণ করিলেন। তখন বেদপারদর্শী

পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক চরু প্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপূত চরু এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স ও মাংস দ্বারা প্রথমতঃ মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে ভূতগণ, যক্ষেন্দ্র কুবের মণিভদ্র এবং অন্যান্য ভূতপতি ও যক্ষপতিদিগকে কৃশর[১], মাংস, তিল ও বহুকলসপরিপূর্ণ ওদন[২] প্রদত্ত হইল। পরিশেষে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গাভী প্রদান করিয়া নিশাচরদিগকে বলি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় ভগবান ভূতনাথের সেই আবাসস্থান ধূপ ও নানাজাতীয় পুষ্পের গন্ধে পরিপূরিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে ভগবান রুদ্রদেব ও অন্যান্য[৩] গণপতি দলের[৪] পূজা সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ গন্ধাদি পূজোপকরণ লইয়া, যে স্থানে স্বীয় অভিলষিত অর্থরাশি নিহিত ছিল, অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে বিচিত্র পুষ্প, অপূপ[৫] ও কৃশর প্রদান পুরঃসর ধনাধ্যক্ষ কুবের এবং শঙ্খাদি নিধি ও নিধিপালদিগের পূজা সমাধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তখন দ্বিজাতিগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সংগৃহীত সুবর্ণ হস্তিনায় আনয়ন

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ভৃত্যগণকে সেই প্রদেশ খনন করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র খনন করিতে আরম্ভ করিল। উহারা কিয়ৎক্ষণমাত্র ঐ প্রদেশ খনন করিলেই উহা হইতে সুবর্ণময় বহুবিধ বৃহৎ ভাণ্ড, ক্ষুদ্র ভাণ্ড, ভৃঙ্গার[৬], কটাহ[৭], কলস, শরাব[৮] ও অন্যান্য অসংখ্য বিচিত্র পাত্র সমুদ্ভূত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনা হইতে আগমন করিবার সময় ধনরক্ষণোপযোগী সিন্দুক প্রভৃতি বিবিধ পাত্র এবং অর্থবহনের নিমিত্ত ষষ্টি লক্ষ উষ্ট্র, এক শত বিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট, এক লক্ষ হস্তিনী, অসংখ্য মনুষ্য ও বহুসংখ্যক গর্দ্দভ আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই সমুদয় পাত্রে সেই সুবর্ণরাশি সংস্থাপন করিয়া বাহনগণের উপর সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন প্রত্যেক উষ্ট্রে অষ্ট সহস্র, প্রত্যেক শকটে ষোড়শ সহস্র ও প্রত্যেক গজে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র সুবর্ণ[১] পরিমিত ভার[২] এবং ঘোটক, গর্দ্দভ ও মনুষ্যগণের উপর যথাযোগ্য ভার সন্নিবেশিত হইল। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সেই বিপুল সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে বাহনগণ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি প্রতি দিন দুই ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

উত্তরা-গর্ভ হইতে মৃতাবস্থায় পরীক্ষিতের জন্ম

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময় উপস্থিত জানিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞের সাহায্য এবং দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা ও অন্যান্য অনাথা ক্ষত্রিয়-কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত বলদেবকে অগ্রসর করিয়া সুভদ্রা এবং প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, চারুদেষ্ণ, শাম্ব, গদ, কৃতবর্ম্মা, সারণ, নিশঠ ও উল্মুক প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর ও যুযুৎসু যদুবীরদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। তাঁহারাও পূজিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন।

বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা উপবেশন করিবামাত্র আপনার পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শবরূপে উত্তরার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময়ে অন্তঃপুরস্থ লোক-সমুদয় উত্তরার পুত্র হইয়াছে দেখিয়া প্রথমতঃ পুলকিতচিত্তে হর্ষসূচক শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু অবিলম্বেই উহারা সেই পুত্রকে মৃত দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন

১। খিচুড়ি। ২। ভাত। ৩—৪। গণপতি আদি অন্যান্য দেবতাদিগের। ৫। পিষ্টক। ৬। গাড়ু। ৭। কড়া। ৮। সরা।

১। ১ তোলায় ১ সুবর্ণ। ২। উষ্ট্রে ২ মণ ২০ সের, গজে ৬ মণ এবং শকটে ১ মণ ২০ সের পরিমাণ ভার।

মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে যুযুৎসুর সহিত সত্বর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহানুভবা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুবনিতাদিগের সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে মহাবেগে ধবমান হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আগমন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন।

মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিবামাত্র সত্বর তাঁহাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কুন্তী বাসুদেবের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাদিগের পরমগতি; তোমার প্রভাবেই এই কুল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এক্ষণে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে গতজীবিত[১] হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাকে জীবিত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পূর্ব্বে ইহার জীবনদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; অতএব সম্প্রতি সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আমাকে ও আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর। আমরা এই বালকের আশাতেই জীবিত রহিয়াছি, এই বালক আমার পতি ও শ্বশুর এবং তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর জলপিণ্ডের স্থল। অতএব আজ ইহাকে জীবিত করিয়া অভিমন্যুর প্রেতত্ব-মুক্তির উপায়বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অভিমন্যু উত্তরাকে কহিয়াছিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার গর্ভজাত পুত্র মাতুলালয়ে[২] আগমনপূর্ব্বক বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নিকট ধনুর্ব্বেদ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যার পর নাই প্রতাপশালী হইবে সন্দেহ নাই।' তোমার ভাগিনেয়বধূ উত্তরা সর্ব্বদা অভিমন্যুর ঐ কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই বালকের জীবনদান করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর।" এই বলিয়া কুন্তী ও অন্যান্য কুরুবনিতাগণ শোকাকুলিতচিত্তে হাহাকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট বালকের জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কুন্তীকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। মৃতপ্রায়। ২। [illegible]

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

পরীক্ষিতের প্রাণদানে সুভদ্রার কৃষ্ণ-প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর বসুদেবনন্দিনী সুভদ্রা একান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "মধুসূদন! এই দেখ, আজ অর্জ্জুনের পৌত্রও অন্যান্য কৌরব-গণের ন্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা ভীমসেনের নিমিত্ত যে ঈষীকাস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, আজ সেই ঈষীকা উত্তরার, অর্জ্জুনের ও আমার উপর নিপতিত হইল। হায়! আজ আমি অভিমন্যুর পুত্রকেও নিহত দেখিলাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই অভিমন্যুকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন। এক্ষণে তাঁহারাই সেই অভিমন্যুর মৃতপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কি বলিবেন? আর অভিমন্যুর পুত্রকে মৃত নিরীক্ষণ করা তোমারও অল্প কষ্টের বিষয় নহে। হায়! আজ দ্রোণপুত্রের প্রভাবে পাণ্ডবগণকে নিতান্ত অবসন্ন হইতে হইল। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমি, দ্রৌপদী ও আর্য্যা কুন্তী আমরা সকলে অবনত মস্তকে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

পূর্ব্বে অশ্বত্থামা ঈষীকাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবকুল-কামিনীগণের গর্ভস্থ সন্তানদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলে যে, 'হে নরাধম ব্রাহ্মণাপসদ[১]! তোমার অভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না। আমি উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর পুত্রকে নিশ্চয়ই সঞ্জীবিত করিব।' হে মাধব! আমি তোমার পরাক্রম বিলক্ষণ অবগত আছি। এক্ষণে তোমার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অভিমন্যুতনয়কে জীবিত কর। যদি তুমি আজ সেই পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। যদি তুমি জীবিত থাকিতে উত্তরার তনয় পুনরুজ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে তোমা হইতে আমার আর কি উপকার হইবে? অতএব জলধর যেরূপ বারিবর্ষণ করিয়া শস্যের

১। [illegible]

জীবনদান করে, তদ্রূপ তুমি আজ কৃপা বিতরণপূর্ব্বক অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবন প্রদান কর। তুমি ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম, অতএব সত্য প্রতিপালন করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি মনে করিলে ত্রিলোকের জীবন প্রদান করিতে পার; অতএব মৃত ভাগিনেয়পুত্রের জীবন প্রদান করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আমি তোমার মাহাত্ম্য উত্তমরূপে অবগত আছি, এই নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর ও এই পুত্রহীনা ভগিনীর প্রতি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের কুলরক্ষা কর।"

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

উত্তরার বিলাপ—পুত্র-রক্ষার্থ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মনস্বিনী সুভদ্রা এইরূপে করুণস্বরে বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া "অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবিত করিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন তাঁহার সেই অমৃতময় বাক্যশ্রবণে অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদয়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাত্মা হৃষিকেশ অবিলম্বে অভিমন্যু-তনয়ের জন্মভবনে[১] প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ গৃহ বিবিধ মাল্য দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়াছে; উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃত, তিন্দুক[২]কাষ্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ ও শাণিত অস্ত্র প্রভৃতি রক্ষোঘ্ন দ্রব্য-সমুদয় বিকীর্ণ[৩] রহিয়াছে, স্থানে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন।

বাসুদেব ঐ গৃহের ঐরূপ সজ্জা দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদী সত্বর বিরাটতনয়া উত্তরার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! এই দেখ, তোমার শ্বশুর[৪] অচিন্ত্যাত্মা অপরাজিত ভগবান্ মধুসূদন তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন।"

যাজ্ঞসেনী এই কথা কহিবামাত্র বাষ্পাকুললোচনা বিরাটনন্দিনী উত্তরা অশ্রুসংবরণ করিয়া, বস্ত্রাবৃত হইয়া, ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শনপূর্ব্বক করুণস্বরে কহিলেন, "ভগবন্! কেবল আমার পতি অভিমন্যু যে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, এরূপ নহেন, আজ আমাকেও পুত্রশোকে তাঁহার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল। এক্ষণে আমি বারংবার আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার এই ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ কুমারকে জীবিত করুন। যদি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি অশ্বত্থামাকে কহিতেন যে, এই ঈষীকা দ্বারা উত্তরার প্রাণনাশ হউক, তাহা হইলে আমার প্রাণবিয়োগই হইত, কিন্তু আমাকে কখনই এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।

হায়! ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমার এই গর্ভস্থ বালককে নিপাতিত করিয়া ব্রাহ্মণাধম দুর্ব্বুদ্ধি অশ্বত্থামার কি ফললাভ হইল? যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যদি আপনি আমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি এই কুমারে যাহা যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, দ্রোণপুত্র তৎসমুদয়ই উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আমার আর জীবনধারণে প্রয়োজন কি? আমি মনে করিয়াছিলাম যে, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে আপনার চরণে প্রণিপাত করাইব, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ফলতঃ আমার মনে যে সমুদয় আশা ছিল, মৃতপুত্রনিরীক্ষণে তৎসমুদয়ই এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনি একবার আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র-নিপাতিত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই পুত্র ইহার পিতার ন্যায় নৃশংস ও কৃতঘ্ন। তাহা না হইলে আজ এই পাণ্ডবকুলের বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিল কেন? হায়! আমার তুল্য জীবিতপ্রিয় নৃশংস রমণী আর কেহই নাই। আমার পতি অভিমন্যু সংগ্রামশায়ী হইলে আমি অচিরাৎ তাঁহার অনুগামিনী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা পূর্ণ করিলাম না। এক্ষণে আমি দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে কি বলিবেন?"

১। সূতিকাগৃহে—আতুরঘরে। ২। গাব—গাব কাঠের অগ্নির উগ্র উত্তাপ সদ্যঃপ্রসূত শিশুর তাপদানে বিশেষ উপযোগী। ৩। চারি দিকে বিক্ষিপ্ত। ৪। মামা-শ্বশুর।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের প্রাণদান

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পুত্রশোকাকুলা উত্তরা এইরূপে উন্মত্তার ন্যায় করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন তত্রত্য যাবতীয় কৌরবরমণী তাঁহাকে শোকসন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের সমুদয় গৃহ একেবারে আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিরাট-কুমারী উত্তরা পুনরায় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, "বৎস। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অভিমন্যুর পুত্র। তোমাতে ত অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। তবে আজ তুমি কি নিমিত্ত ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিয়াও ইঁহাকে অভিবাদন করিতেছ না। এক্ষণে তুমি তোমার পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিবে, 'পিতঃ। কাল পরিপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য আমার জননী উত্তরা মৃত্যুকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়াও আপনার ও আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে দীনভাবে জীবনধারণ করিতেছেন।' অথবা তোমারও কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। আজ আমি ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বিষভোজন বা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

হায়। আমার হৃদয় কি কঠিন। এক্ষণে পতি ও পুত্র উভয়ের বিরহেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। হা পুত্র। তুমি একবার গাত্রোত্থান কর। তোমার প্রপিতামহী কুন্তী, পিতামহী পাঞ্চালী ও সুভদ্রা এবং জননী আমি, আমরা সকলেই তোমার শোকে ব্যাধবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। ঐ তোমার পিতামহসখা ভগবান বাসুদেব তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত রহিয়াছেন, তুমি গাত্রোত্থান করিয়া উঁহার মুখকমল দর্শন কর।" বিরাটকুমারী উত্তরা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপতিত হইলে কৌরববনিতারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন। তখন উত্তরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিষ্ঠ হইয়া বারংবার বাসুদেবকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

বিরাটতনয়া এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আচমনপূর্ব্বক সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তরাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে। আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিও না। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। এই দেখ, আমি সর্ব্বসমক্ষে তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি।"

ভগবান বাসুদেব উত্তরাকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বসমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন যে, "আমি কদাপি যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই নাই, সত্য ও ধর্ম্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমি ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি সতত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি, প্রিয়-সুহৃৎ অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাপি বিরোধ হয় নাই এবং আমি ধর্ম্মানুসারে কংস ও কেশীকে নিপাতিত করিয়াছি; অতএব আমার সেই সমুদয় পুণ্যবলে এই অভিমন্যুর মৃতপুত্র অচিরাৎ জীবনলাভ করুক।" মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র সেই উত্তরাগর্ভসম্ভূত বালক সচেতন হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সপ্ততিতম অধ্যায়

পরীক্ষিতের জন্মোৎসব—নামকরণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিসংহারপূর্ব্বক অভিমন্যুতনয়ের জীবন-দান করিলে, ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং সেই বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকাগৃহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য রাক্ষসগণ[১] অচিরাৎ সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল[২] এবং অন্তরীক্ষ হইতে বাসুদেবের প্রতি বারংবার সাধুবাদ হইতে লাগিল। ঐ সময় উত্তরা-গর্ভসম্ভূত বালককে হস্তপাদসঞ্চালনাদি কার্য্য করিতে দেখিয়া কুরুকামিনীগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা বাসুদেবের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। জলনিমগ্ন

১—২। যাহার সন্তান হইয়া মরিয়া যাওয়ার যোগ থাকে, তাহার সূতিকাগৃহে রাক্ষসজাতীয় একপ্রকার ভূতযোনির প্রাদুর্ভাব হয়; মন্ত্রবলে রাক্ষস বিতাড়িত হইলে শিশু বাঁচিয়া যায়।

ব্যক্তি নৌকা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং কৌরব-পত্নীগণ মহা আনন্দিত হইয়া বারংবার কেশবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মল্ল, নট, দৈবজ্ঞ এবং সূত ও মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ কুরুবংশ-সমুচিত স্তুতিবাদ দ্বারা জনার্দ্দনকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর উত্তরা যথাকালে উখিত হইয়া পুত্রের সহিত মহা আহ্লাদে বাসুদেবকে অভিবাদন করিলেন। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রফুল্লচিত্তে সেই সুকুমার নবকুমারকে বিবিধ মহামূল্য রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "যখন কুল পরিক্ষীণ[১] হইবার সময় এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন ইঁহার নাম পরীক্ষিৎ হউক।" অনন্তর সেই বালক শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে হস্তিনানগরস্থ সমুদয় লোকের মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

সুবর্ণাদি ধনসহ পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশ

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পিতা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার এক মাস পরে পাণ্ডবগণ সেই অর্থরাশি-সমভিব্যাহারে হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা, পাণ্ডবগণ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদগমনার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। বিবিধ মাল্য, বিচিত্র পতাকা ও নানাপ্রকার ধ্বজ দ্বারা হাস্তিনানগর সমলঙ্কৃত হইল এবং ধনাঢ্য পুরবাসীরা স্ব স্ব গৃহ-সমুদয় বিবিধ গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ দেবালয়ে পূজা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। রাজমার্গ[২] সমুদয় বিবিধ বিচিত্র পুষ্প দ্বারা সমলঙ্কৃত হইল। নগরের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে গায়কগণ সঙ্গীত ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করাতে ঐ নগর অলকাপুরীর ন্যায় শোভমান হইল এবং ইতস্ততঃ পতাকাসমুদয় পবনবেগে পরিচালিত হইয়া যেন কৌরবগণকে দিগ্‌দর্শন করাইতে লাগিল। ঐ সময় রাজপুরুষগণ রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজ সমুদয় রাজ্য রত্নাভরণে বিভূষিত হইবে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

অশ্বমেধযজ্ঞে বেদব্যাসের অনুমতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর শত্রুতাপন বাসুদেব অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকট সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডুতনয়গণ তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের সহিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণের পদশব্দ ও রথচক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে ভূমণ্ডল, স্বর্গমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এককালে সমাচ্ছন্ন হইল। পাণ্ডবগণ এইরূপে মহা-আহ্লাদে সেই ধনরাশি লইয়া অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণের সহিত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক তাহার চরণবন্দনা করিয়া পরিশেষে গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং বিদুর ও যুযুৎসুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর অভিমন্যু-তনয়ের অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। তখন তাঁহারা বাসুদেবের সেই অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে সত্যবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস হস্তিনানগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা যথানিয়মে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে যে অর্থরাশি আহরণ করিয়াছি, উহা অশ্বমেধ-যজ্ঞে পর্য্যবসিত[১] করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। এক্ষণে আপনি ঐ বিষয়ে অনুজ্ঞা করুন। আমরা সকলেই আপনার ও মহাত্মা বাসুদেবের একান্ত অধীন।"

তখন বেদব্যাস কহিলেন, "রাজন্! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ প্রভূতদক্ষিণ[২] অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

১। কুল [illegible] ক্ষীণ [illegible]। ২। রাজপথ।

১। যথার্থ নিয়োজিত। ২। বহুদক্ষিণাযুক্ত।

অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমুদয় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তুমি ঐ যজ্ঞ সমাধান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইবে।"

কৃষ্ণসহ যজ্ঞবিষয়ক পরামর্শ

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠানে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "কেশব। তুমি জন্মগ্রহণ করাতে দেবকী সুসন্তানজননী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমি তোমাকে যে বিষয় অনুমতি করি, তুমি তাহাই সম্পাদন করিয়া থাক। আমি তোমার প্রভাবেই এই রাজ্যাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতেছি। তুমিই স্বীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিকৌশলে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি আমাদিগের পরম গুরু। তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই আমি নিষ্পাপ হইব। তুমিই যজ্ঞ, তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই প্রজাপতি এবং তুমিই সমুদয় জীবের একমাত্র গতি, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।"

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্। আপনি নিতান্ত সৎস্বভাবসম্পন্ন ও বিনয়ী বলিয়াই আমাকে প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু আমার মতে আপনিই সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। আপনি ধর্ম্মপ্রভাবেই কৌরবদিগের মধ্যে বিরাজিত হইয়াছেন। আপনার অশেষবিধ গুণ দ্বারাই আমি গুণবান্ হইয়াছি। আপনি আমাদিগের রাজা ও গুরু। এক্ষণে আপনিই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আপনার যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, আমাকে নিয়োগ করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, আপনি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, আমি তাহাই নির্ব্বাহ করিব। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাদিগের সকলের যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

যজ্ঞায়োজন—দিগ্বিজয়ে অর্জ্জুনের নির্ব্বাচন

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে। এক্ষণে আপনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রকৃত কাল বিবেচনা করিয়া আমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করুন। আমার যজ্ঞ আপনারই আয়ত্ত।"

বেদব্যাস কহিলেন, "রাজন্। যে সময়ে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পৈল, যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি, আমরা তিন জনে নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। চৈত্র-পৌর্ণমাসীতে তোমায় যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে যজ্ঞীয় সামগ্রীসমুদয় আহরণ এবং অশ্ববিদ্যাবিশারদ সারথি ও ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞীয় অশ্ব পরীক্ষা করিতে আদেশ কর। ঐ অশ্ব শাস্ত্রানুসারে উন্মুক্ত হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক তোমার প্রদীপ্ত যশঃশশাঙ্কের[1] জ্যোতি বিস্তার করিয়া প্রত্যাগমন করিবে।"

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশানুসারে সমুদয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদয় যজ্ঞীয় সামগ্রী সমাহৃত হইলে, তিনি বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্। যজ্ঞীয় উপকরণ-সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে।" তখন মহর্ষি কহিলেন, "আমরাও যথাকালে তোমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছি। এক্ষণে ঐ যজ্ঞে কূর্চ্চ[2] প্রভৃতি আর আর যে সমুদয় দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, তুমি তৎসমুদয় সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করাও। অদ্যই তোমাকে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিতে হইবে। ঐ অশ্ব যেন সুরক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করে।"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্। সেই অশ্বকে কিরূপে উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং তুরঙ্গম পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে, আপনি তদ্বিষয়ে আদেশ করুন।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্। ভীমসেনের কনিষ্ঠ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, আজানুলম্বিতবাহু, অভিমন্যুর পিতা, নিবাতকবচান্তক, মহাবীর অর্জ্জুনই

১। [illegible] ২। যজ্ঞীয় কুশ-ঘাস প্রভৃতি।

এ অশ্বকে রক্ষা করিবেন। তিনি অনায়াসে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিতে পারেন। তাঁহার নিকট দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র, দিব্য শরাসন ও দিব্য তূণীর বিদ্যমান আছে। তিনি ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব তাঁহারই উপর এই গুরুভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। ভীমসেন ও নকুল ইঁহারাও পরম তেজস্বী ও অমিত পরাক্রমশালী; অতএব ঐ বীরদ্বয় রাজ্য প্রতিপালন করুন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হউন।"

মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি এই যজ্ঞীয় অশ্বের প্রতিপালনে নিযুক্ত হও। তুমি ভিন্ন আর কেহই এই অশ্বরক্ষায় সমর্থ নহে। যে যে ভূপতি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ না করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদিগের নিকট আমার এই যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিও। অতঃপর তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্ব লইয়া গমন কর।"

রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেন ও নকুলের প্রতি রাজ্যভার এবং সহদেবের প্রতি কুটুম্বদিগের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্প করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞদীক্ষা—অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দীক্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে পুরোহিতগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। তখন তিনি ঋত্বিক্‌গণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ সুবর্ণমাল্য, কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ করাতে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষিত প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ ও মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার তুল্য বেশভূষা ধারণ করিয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন; অনন্তর মহাত্মা বেদব্যাস শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বের অনুগমনে উদ্যত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "অশ্ব! তোমার মঙ্গললাভ হউক, তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ এই স্থানে প্রত্যাগমন করিও।" মহাবীর ধনঞ্জয় এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অঙ্গুলিত্র[১] ধারণপূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন কম্পিত করিয়া মহাহ্লাদে সেই অশ্বের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় হস্তিনা-নগরস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ও অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। তাহাদিগের গাত্রসংমর্দ্দে[২] দারুণ উত্তাপ সমুত্থিত এবং কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় উহারা "ঐ অশ্ব গমন করিতেছে, ঐ ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন; মহাবীর অর্জ্জুন ঘোটকের সহিত নির্ব্বিঘ্নে গমন ও প্রত্যাগমন করুন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিল, "অত্যন্ত জনতা হওয়াতে আমরা অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইতেছি না; উহার সর্ব্বলোক-বিশ্রুত ভীমনিনাদ[৩] গাণ্ডীব-শরাসনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পথিমধ্যে উহার ও ঐ অশ্বের যেন কোন বিপদ্ না হয়। উনি নিশ্চয়ই অশ্ব লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন আমরা উঁহাকে দর্শন করিব।"

উদারবুদ্ধি মহাবীর ধনঞ্জয় পুরবাসী স্ত্রী-পুরুষদিগের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বেদ-পারদর্শী শিষ্য ধনঞ্জয়ের শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং অন্যান্য বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমতঃ উত্তরদিকে গমন করিয়া অসংখ্য রাজ্য বিমর্দ্দিত করিতে করিতে পূর্ব্ব-দিকে গমন করিল। মহাত্মা অর্জ্জুনও ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে কত শত নরপতি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও আর্য্য প্রভৃতি যে সমুদয় ধনুর্দ্ধর পরাজিত হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা

১। দস্তানা। ২। পরস্পর গাত্র সংস্পর্শে—ঘেঁসাঘেঁসিতে। ৩। ভীষণ শব্দযুক্ত।

সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে নানাদেশসমাগত নরপতিদিগের সহিত অর্জ্জুনের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ সমুদয় যুদ্ধে কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করেন নাই। অতঃপর যে যে যুদ্ধ উভয়পক্ষের সন্তাপকর হইয়াছিল, সেই ঘোরতর সংগ্রাম-সমুদয়ের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের ত্রিগর্ত্তদেশ জয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ত্রিগর্ত্তদেশীয় যে সমুদয় বীর নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মহারথ পুত্রপৌত্রগণ আপনাদিগের অধিকারমধ্যে পাণ্ডবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সকলে সুসজ্জিত হইয়া ঐ অশ্বকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় যখন যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হয়েন, সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত ভূপতিগণের পুত্রপৌত্রাদিগকে বিনাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ হওয়াতে অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদিগের শরবৃষ্টি সহ্য করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে অধার্ম্মিক ত্রিগর্ত্তগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও; প্রাণরক্ষা করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প।" মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বারংবার নিবারণ করিলেও ত্রিগর্ত্তগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল না। তখন অর্জ্জুন শরজাল দ্বারা ত্রিগর্ত্তাধিপতি সূর্য্যবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিগর্ত্তগণ রথচক্রের ঘর্ঘর-ঘোষে দিক্‌সমুদয় প্রতিধ্বনিত করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূর্য্যবর্ম্মাও স্বীয় হস্তলাঘব[১] প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি এক শত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় সূর্য্যবর্ম্মার অনুচরগণ অর্জ্জুনের বিনাশকামনায় তাঁহার প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদয় শর ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর কেতুবর্ম্মা ভ্রাতার সাহায্যার্থ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ ধনঞ্জয় কেতুবর্ম্মাকে সমাগত দেখিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কেতুবর্ম্মা পার্থশরে নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহারথ ধৃতবর্ম্মা রথারূঢ় হইয়া সংগ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক শরজাল দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ঐ বালকের অসামান্য হস্তলাঘব দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় ধৃতবর্ম্মা যে কোন্ সময়ে শরগ্রহণ, কোন্ সময়ে শরসন্ধান ও কোন্ সময়ে শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে ধৃতবর্ম্মার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিতান্ত বালক দেখিয়া দয়া করিয়া উঁহার প্রাণ সংহার করিলেন না।

অনন্তর মহাবীর ধৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনের হস্তে এক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন ঐ শরে বিদ্ধহস্ত ও বিমোহিত হওয়াতে তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব-শরাসন ভূতলে নিপতিত হইয়া ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃতবর্ম্মা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত হইতে রুধির মার্জ্জন ও পুনরায় সেই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামদর্শক লোকসমুদয় তদ্দর্শনে ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় ত্রিগর্ত্তদেশীয় অন্যান্য বীরগণ অর্জ্জুনকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া ধৃতবর্ম্মার সাহায্যার্থ ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য লৌহ-নির্ম্মিত শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে অষ্টাদশ যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। ঐ অষ্টাদশ যোদ্ধা নিহত হইলে অন্যান্য যোধগণ নিতান্ত ভীত

১। বাণনিক্ষেপে হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা—হস্ত শরনিক্ষেপ শক্তি।

হইয়া সংগ্রাম হইতে নানা দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পুনরায় তাহাদিগের প্রতি আশীবিষ-তুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ অর্জ্জুন-শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! আজ আমরা আপনার কিঙ্কর হইলাম। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব।"

ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভূপালগণ! তোমরা যখন আমার বশীভূত হইলে, তখন আমি কখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিব না। অতঃপর আমাদের আজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে।' এই বলিয়া পাণ্ডুনন্দন সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধীশ বজ্রদত্তসহ যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশে সমুপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগদত্তপুত্র মহাবীর বজ্রদত্ত সেই অশ্বকে স্বীয় অধিকারমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া উহাকে গ্রহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ব্যাপার-দর্শনে অচিরাৎ গাণ্ডীব আস্ফালনপূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু ঐরূপে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তখন তিনি পুনর্ব্বার নগরমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক বর্ম্মধারণ ও এক মত্তমাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত-চামর বীজন করিতে করিতে তাঁহার সমভি-ব্যাহারে আগমন করিতে লাগিল।

মহাবীর বজ্রদত্ত এইরূপে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে সেই পর্ব্বতাকার যুদ্ধদুর্ম্মদ মত্তমাতঙ্গকে তাঁহার অভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। গজরাজ বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে নিপীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের সমীপে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই নাগেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া কোপাবিষ্ট-চিত্তে ভূতলে অবস্থানপূর্ব্বক বজ্রদত্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনলতুল্য অসংখ্য তোমর[১] পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তোমর সমুদয় শলভ[২]সমূহের ন্যায় মহাবেগে অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অর্দ্ধপথেই সেই সমুদয় অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তোমর সমুদয় ছিন্ন হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য সুবর্ণপুঙ্খ শর পরিত্যাগ করিলেন।

মহাতেজাঃ বজ্রদত্ত সেই শরনিকরে বিদ্ধ ও নিতান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন, কিন্তু ঐ সময় তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। তখন তিনি পুনরায় সেই মত্তমাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া বিজয়লাভের বাসনায় তাহাকে অর্জ্জুনাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গের প্রতি আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। গজবর সেই সব্যসাচি-নির্ম্মুক্ত শরজালে বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণপূর্ব্বক গৈরিক-ধাতুধারাবর্ষী ভূধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর জয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে তিন দিন বজ্রদত্তের সহিত ধনঞ্জয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল।

১। শূলাকার শর। ২। পতঙ্গ—ফড়িং।

পরিশেষে চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত বজ্রদত্ত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পাণ্ডুনন্দন! আর অধিকক্ষণ তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না; আমি অবিলম্বেই তোমাকে নিপাতিত করিয়া তোমার শোণিত দ্বারা পিতার যথাবিধি তর্পণক্রিয়া সম্পাদন করিব। তুমি আমার বৃদ্ধ পিতা ভগদত্তকে সংহার করিয়াছ, কিন্তু আজ এই বালকের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।" এই বলিয়া বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে হস্তিসঞ্চালন করিলেন। গজবর বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে তাড়িত হইয়া দূর হইতে অর্জ্জুনের উপর মদবারি নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল।

মহাবীর ধনঞ্জয় সেই মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডাগ্রবিনির্গত সলিলে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত সলিলশীকরে সমাকীর্ণ নীলপর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতাকার গজরাজ মেঘের ন্যায় বারংবার গভীর শব্দ ও নৃত্য করিতে করিতে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইল। গাণ্ডীবধারী মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রদত্তের ভীষণ হস্তীকে সমাগত দেখিয়া কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। ঐ সময় পূর্ব্ববৈর স্মরণ ও কার্য্যের ব্যাঘাত দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধের উদয় হওয়াতে তিনি বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা সেই ভীষণ বারণকে[১] নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মত্তমাতঙ্গ অর্জ্জুনশরনিকরে সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর[২] ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে সেই মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুনও সুশাণিত শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার বাণসমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ সেই বীরদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের প্রতি সেই পর্ব্বতোপম হস্তীকে প্রেরণ করিলেন।

ধনঞ্জয় ঐ নাগেন্দ্রকে পুনর্ব্বার সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া তাহার প্রতি এক অগ্নিতুল্য নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন গজরাজ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া বজ্রবিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

হস্তী ভূতলশায়ী হইলে মহাবীর বজ্রদত্তও তাহার সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বজ্রদত্ত! তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। আমার আগমনসময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে ভূপতিগণ বা যোদ্ধাদিগকে নিপাতিত না করিয়া বিনয়পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিবে, মহাশয়গণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিবেন।' হে ভগদত্তকুমার! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে তোমাকে বিনাশ করিব না। তুমি নির্ভয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন কর। আগামী চৈত্র-পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। তোমাকে ঐ দিবস হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতে হইবে।"

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মহারাজ বজ্রদত্ত 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

দেবগণ-সাহায্যে অর্জ্জুনের সিন্ধুযুদ্ধ জয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! অতঃপর হতাবশিষ্ট সিন্ধুদেশীয় যোধগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যজ্ঞীয় অশ্ব সিন্ধুদেশে প্রবিষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় ভূপালগণ অর্জ্জুনকে আপনাদিগের অধিকার মধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে নির্ভয়চিত্তে নগর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে ধারণ করিলেন।

১। হস্তীকে। ২। সজারুর।

ঐ সময়ে শ্বেতাশ্বক মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের অবিদূরে[1] ভূতলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত রথারূঢ় সৈন্ধবগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিধন ও আপনাদিগের পরাজয়-বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক জিগীষু[2] হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া স্ব স্ব নাম গোত্র ও বার্য্যসমুদয় কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় তৎকালে তাঁহাদের উপর একটিও শরনিক্ষেপ করিলেন না।

অর্জ্জুন এইরূপে যুদ্ধে অনাস্থা প্রদর্শন করিলেও সৈন্ধবগণ[3] রণে ক্ষান্ত হইলেন না; প্রত্যুত এককালে সহস্র রথ ও অযুত অশ্ব দ্বারা পাণ্ডুতনয়কে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহাহ্লাদে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ঐ বীরগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘপরিবৃত সূর্য্য ও পিঞ্জর[4]মধ্যগত পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার গাত্রে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বাণবিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ত্রিলোকমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাহু এককালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কেই গ্রাস করিল। উল্কাসমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সূর্য্যকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। কৈলাসপর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দেবর্ষিগণ দুঃখশোক-সমন্বিত ও ভীত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমণ্ডল আকাশ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দিক্‌সমুদয় ধূমাচ্ছন্ন হইয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিল এবং নভোমণ্ডল অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ[5]-সম্বলিত অরুণবর্ণ মেঘজাল উদিত হইয়া মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলে মহাত্মা অর্জ্জুন নিতান্ত মোহাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীবশরাসন ও বলয় ভূমিতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সিন্ধুদেশীয় মহারথগণ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবগণ অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও সপ্তর্ষিগণ তাঁহার বিজয়লাভের নিমিত্ত মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেবগণ অর্জ্জুনের বলাধানবিষয়ে[1] যত্নবান্ হইলে অচিরাৎ তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল। তখন তিনি সেই গাণ্ডীব-ধনু গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্ব্বক বারংবার ভীষণ জ্যাশব্দ করিয়া, পুরন্দর যেমন বারি-বর্ষণ করেন, তদ্রূপ সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরগণ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শলভনিচয়সমাকীর্ণ পাদপসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাঁহার জ্যাশব্দে নিতান্ত ভীত ও শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করিয়া সংগ্রামমধ্যে অলাতচক্রের[2] ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিকরে দিক্‌সমুদয় সমাচ্ছন্ন হইল এবং তিনি শরজাল দ্বারা সেই মেঘজালসদৃশ সৈন্যসমুদয়কে বিদারণপূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

সিন্ধুবাসীদিগের সহিত অর্জ্জুনের পুনর্যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সিন্ধুদেশীয় যোধগণকে পরাজিত করিয়া সংগ্রামস্থলে হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে সৈন্ধবগণ পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও মৃত্যুমুখে গমনোদ্যত দেখিয়া হাস্যমুখে তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা কর। এক্ষণে তোমাদিগের মহাভয়

১ নিকটে। ২। জয়াভিলাষী। ৩। সিন্ধুদেশবাসীগণ।

উপস্থিত হইয়াছে। এই আমি তোমাদের শরজাল নিবারণ করিয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। তোমরা অনন্যমনে আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি অবিলম্বেই তোমাদিগের দর্প চূর্ণ করিব।" মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে সৈন্ধবগণকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আগমন সময়ে মহাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি বিজিগীষু ক্ষত্রিয়গণকে নিহত না করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবে।' এক্ষণে তাঁহার সেই বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি এই সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট না করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করি।'

ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সিন্ধুদেশীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণকে এইরূপ সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে যোধগণ! আমি তোমাদিগের শ্রেয়োবিধানার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে, আমি কদাচ তাহার হিংসা করিব না। অতএব তোমরা আমার বাক্যানুসারে আপনাদিগের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হও; নতুবা তোমাদিগকে যার পর নাই ভীত ও বিপন্ন হইতে হইবে।"

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, সিন্ধুদেশীয় বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পরাক্রান্ত সৈন্ধবগণ তাঁহার প্রতি অসংখ্য নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদয় আশীবিষতুল্য তীক্ষ্ণবাণ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া প্রত্যেক বীরকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় বীরগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অসংখ্য প্রাস[১] ও শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন ঐ সমুদয় শস্ত্র অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা[২] সেই বিজয়াকাঙ্ক্ষী সমাগত বীরগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ পলায়নপরায়ণ, কেহ কেহ পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান ও কেহ কেহ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করাতে সংগ্রামস্থলে পরিবর্দ্ধিত সাগরের শব্দের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। সিন্ধুদেশীয় বীরগণ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়াও উৎসাহসহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাঁহাদের অনেককে সংজ্ঞাশূন্য এবং সৈন্য ও বাহন-সমুদয়কে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন।

দুঃশলার অনুরোধে সিন্ধুযুদ্ধে সন্ধি

এইরূপে সৈন্ধবগণ যার পর নাই দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রদুহিতা দুঃশলা সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাল পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক যোধগণের শান্তিসংস্থাপনের নিমিত্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ভগিনী দুঃশলাকে সমাগত দেখিয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভদ্রে! আমাকে তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, কীর্ত্তন কর।"

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে দুঃশলা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই বালকপুত্র তোমাকে অভিবাদন করিতেছে।" তখন অর্জ্জুন কহিলেন, 'ভগিনি! এক্ষণে আমার ভাগিনেয় সুরথ কোথায়?"

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে দুঃশলা নিতান্ত শোকাকুলিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আমার পুত্র সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ইহলোক পরিহার করিয়াছে। এক্ষণে আমি তাহার মৃত্যুবৃত্তান্ত তোমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার ভর্ত্তা সংগ্রামশায়ী হইলে, বৎস সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি অশ্বের অনুসরণক্রমে যুদ্ধার্থী হইয়া এস্থানে সমাগত হইয়াছ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সে নিতান্ত বিষণ্ণ ও ভূতলে নিপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমি তাহাকে এইরূপে নিহত দর্শন করিয়া তাহার এই বালপুত্রকে সমভিব্যাহারে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।"

দুঃশলা এই বলিয়া, নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন

১। ফলকযুক্ত যষ্টি। ২। ভল্লাস্ত্র দ্বারা—ফলকযুক্ত বাণ।

লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তখন দুঃশলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "ভ্রাতঃ! আজ তুমি কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া তোমার এই অভাগিনী ভগিনী ও ভাগিনেয়পুত্রের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর। অভিমন্যু হইতে যেরূপ তোমার পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছে, তদ্রূপ আমার এই পৌত্রটি সুরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজ আমি যোধগণের শান্তিলাভার্থ এই বালকের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এই বালক তোমার হতভাগ্য ভাগিনেয়ের পুত্র; অতএব ইহার প্রতি প্রসন্ন হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই দেখ এই বালক নতশিরাঃ হইয়া তোমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তোমার নিকট শান্তিলাভের প্রার্থনা করিতেছে। এক্ষণে তুমি উহার পিতামহ নৃশংস নরাধম জয়দ্রথের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া এই বান্ধববিহীন অজ্ঞান বালকের প্রতি প্রসন্ন হও।"

দুঃশলা করুণস্বরে এই কথা কহিলে মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মের নিন্দা করিয়া শোকাকুলচিত্তে কহিলেন, "ক্ষাত্রধর্ম্মে ধিক্! আমি ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সমুদয় বন্ধু-বান্ধবকে কালকবলে প্রবেশিত করিলাম।" এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহানুভবা দুঃশলা যোধগণকে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইতে আদেশ ও অর্জ্জুনকে যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক পুনরায় গাণ্ডীবহস্তে সেই কামচারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, মৃগের অনুগামী পিনাকপাণি দেবদেব মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ তুরঙ্গম স্বেচ্ছানুসারে নানা স্থান বিচরণ করিতে করিতে মণিপুরে সমুপস্থিত হইল, তখন মহাবীর অর্জ্জুনও তাহার সহিত এ স্থানে গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়

মণিপুরে অর্জ্জুনযাত্রা—পুত্র বভ্রুবাহন সমাগম

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা ধনঞ্জয় মণিপুরে সমুপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজ বভ্রুবাহন তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রকে বিনীতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না, প্রত্যুত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এরূপ বিনীতভাব আশ্রয় করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যখন আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধকামনায় তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, তখন তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না? তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবহিষ্কৃত[1] বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; তোমাকে ধিক্! যখন তুমি আমাকে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও বিনীতভাবে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন তোমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। তোমাতে কিছুমাত্র পুরুষকার নাই। তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় নিতান্ত অসার। যদি আমি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার নিকট এইরূপ বিনীতভাবে আগমন করা তোমার পক্ষে দোষাবহ হইত না।"

উলূপীর উত্তেজনায় বভ্রুবাহনের যুদ্ধ

মহাবীর অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে এইরূপে তিরস্কার করিলেন তিনি অধোমুখ হইয়া কর্ত্তব্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগকন্যা উলূপী ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া পৃথিবী বিদারণপূর্ব্বক আগমন করিয়া দেখিলেন, তাহার সপত্নীপুত্র[2] অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন। তখন নাগনন্দিনী সপত্নীপুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার বিমাতা উলূপী, তোমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট

১। যুদ্ধবিমুখতা অবলম্বনের দোষযুক্ত। ২। সতীনপুত্র।

সমুপস্থিত হইয়াছি! এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ ও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন উঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে উনি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।”

উলূপী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহাবীর বভ্রুবাহন তাঁহার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং অচিরাৎ কাঞ্চনময় বর্ম্ম ও সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ[1] ধারণ করিয়া অসংখ্য তূণীর[2]সম্পন্ন স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, দ্রুতগামী-অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত, হিরণ্ময়[3], সিংহধ্বজ[4]-পরিশোভিত, বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক পিতার অভিমুখে ধাবমান হইয়া অস্ত্রশিক্ষাবিশারদ অনুচরদিগকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সেই তুরঙ্গমকে ধারণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় প্রীতমনে সেই রথারূঢ় পুত্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন. মহাবীর বভ্রুবাহনও আশীবিষতুল্য নিশিত শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পিতাপুত্রের সংগ্রাম দেবাসুর-যুদ্ধের ন্যায় তুমুল হইয়া উঠিল।

পুত্রহস্তে অর্জ্জুনের পরাজয়

অনন্তর মহাবীর বভ্রুবাহন হাস্যমুখে মহাত্মা কিরীটীর জত্রু[5]দেশ লক্ষ্য করিয়া এক আনতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণ অর্জ্জুনের জত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া, পন্নগ যেমন বল্মীক[6]মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও মৃতকল্প হইয়া গাণ্ডীব-শরাসন অবলম্বন ও দিব্যতেজ ধারণপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস! আজ আমি তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়া তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেছি; তুমি স্থিরভাবে আমার সহিত সংগ্রাম কর।” এই বলিয়া ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনের প্রতি অসংখ্য নারাচ[1] পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও অচিরাৎ ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য নারাচনিকর দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা বভ্রুবাহনের সুবর্ণময় তালতরুসদৃশ ধ্বজযষ্টি[2] ছেদন করিয়া বৃহৎকায় অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এইরূপে রথ ধ্বজশূন্য ও অশ্ববিহীন হইলে মহাবীর বভ্রুবাহন অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে অবস্থানপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও পুত্রের সেই অসাধারণ পরাক্রমদর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন. পরিশেষে মহাবল-পরাক্রান্ত বভ্রুবাহন পিতাকে সংগ্রামে বিমুখ বোধ করিয়া আশীবিষতুল্য[3] শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়নপূর্ব্বক বালসুলভ[4] চপলতানিবন্ধন[5] তাঁহার হৃদয়ে এক সুপুঙ্খ[6] নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণে অর্জ্জুনের মর্ম্মভেদ হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয় মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতৃপূর্ব্বে বহু পরিশ্রম-সহকারে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনকে নিহত দর্শন করিবামাত্র তিনিও মোহাবিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

—

অশীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনপতনে চিত্রাঙ্গদাবিলাপ—উলূপী-তিরস্কার

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ও বভ্রুবাহন সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সমরভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া

১। উষ্ণীব—পাগড়ী। ২। তূণ—বাণাধার। ৩। স্বর্ণময়। ৪। সিংহচিহ্নিত পতাকাদণ্ড। ৫। জত্রু—স্কন্ধের উভয়পার্শ্বের হাড়। ৬। উই মাটির ঢিপি।

১। স্থূলাকার বাণ। ২। পতাকার ধ্বজদণ্ড। ৩। উগ্র বিষধর সর্পতুল্য। ৪—৫। বাল্যোচিত চাঞ্চল্যহেতু। ৬। পাখাযুক্ত।

মহীতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি সম্মুখে নাগরাজ-দুহিতা উলূপীকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "উলূপী! ঐ দেখ সমরবিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় আমার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ। তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। এইত তুমি পতিব্রতা! এই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! আজ তোমার নিমিত্তই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। যাহা হউক, যদি ধনঞ্জয় তোমার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি আমি বিনয়বাক্যে কহিতেছি, তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ উঁহার জীবনদান কর। হায়! পুত্র দ্বারা পতির বিনাশসাধন করিয়া তোমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তুমি ত্রিলোকমধ্যে ধার্ম্মিকা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ! সমরনিহত পুত্রের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, কিন্তু তুমি ঐ পুত্রদ্বারা যাঁহাকে আজ সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিয়াছ, আমি কেবল তাঁহারই নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি।"

শোকার্ত্তা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! তুমি কৌরবনাথ যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয়। এক্ষণে অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। এ সময় নিশ্চিন্ত হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান থাকা তোমার উচিত নহে। আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্বকে ত মুক্ত করিয়া দিয়াছি। আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমি কত শত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলে?"

যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনরায় উলূপীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! ঐ দেখ, আমাদিগের পতি ধরাশয্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। তুমি পুত্র দ্বারা উঁহার বিনাশসাধন করিয়াও অনুতাপ করিতেছ না। আমি এই বালক বভ্রুবাহনের জীবন প্রার্থনা করিতেছি না, কেবল লোহিতলোচন ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত হউন, এই আমার প্রার্থনা। উনি বহুপুত্রক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি উঁহার প্রতি অনাদর করিও না। বহু ভার্য্যা পরিগ্রহণ করা পুরুষদিগের দোষাবহ নহে। বিধাতাই পরিণয়কার্য্যের সংঘটন-কর্ত্তা। তাঁহার নিয়মানুসারেই ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই পরিণয় সার্থক কর। আজ যদি তুমি এই পতিকে পুনরুজ্জীবিত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে[১] প্রাণত্যাগ করিব।' শোকবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া বহুতর বিলাপ করিবার পর স্বামীর চরণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার মানসে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

স্বকৃত যুদ্ধে পিতৃপরাজয়ে বভ্রুবাহনের খেদ

ঐ সময় নরপতি বভ্রুবাহনের মোহ অপনীত হইলে, তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বীয় জননীকে সমরভূমিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! আজ আমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরবিজয়ী পিতাকে নিহত করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি! এই বীরপুরুষ সমরাঙ্গনে শয়ান হওয়াতে আমার জননী ইঁহার সহমৃতা হইবার মানসে ইঁহার সমীপে শয়ন করিয়াছেন। আজ যখন এই বিপুলবক্ষা মহাবাহু ধনঞ্জয়কে সমরে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আমার জননীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই উহা পাষাণময়। যখন এখনও আমার ও মাতার প্রাণ-বিয়োগ হইল না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলে কেহই প্রাণত্যাগ করিতে পারে না। আমি যখন পুত্র হইয়া স্বহস্তে পিতার বিনাশসাধন করিলাম, তখন আমাকে ধিক্! হায়! আজ কুরুবীর ধনঞ্জয়ের কাঞ্চনময় কবচ ভূতলে নিপাতিত হইল। হে ব্রাহ্মণগণ! ঐ দেখুন, আমার পিতা অর্জ্জুন আজ মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইঁহার কি শান্তি করিলেন? যাহা হউক, এক্ষণে এই নৃশংস পিতৃঘাতক দুরাত্মাকে আজ কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ শীঘ্র তাহার আদেশ করুন। অথবা এক্ষণে এই মৃত পিতার

১। বৈধ উপবাসে প্রাণত্যাগ-ব্যাপারে।

চর্ম্মে সংবীত[1] হইয়া ইঁহার মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর পরিভ্রমণ ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে নাগনন্দিনী উলূপি! আজ আমি অর্জ্জুনকে সমরে নিহত করিয়া তোমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে আমি আর প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না, অচিরাৎ পিতৃনিষেবিত[2] পদবীতে[3] পদার্পণ করিব[4]। তুমি আমাকে গাণ্ডীবধন্বার[5] সহিত কলেবর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদ অনুভব কর।"

মহারাজ! বভ্রুবাহন এইরূপ বিলাপ করিয়া দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "হে চরাচর ভূতগণ! হে জননীগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আজ আমার পিতা অর্জ্জুন পুনর্জ্জীবিত না হয়েন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আজ এই সমরভূমিতে স্বীয় কলেবর শোষণ করিব। আমি পিতৃঘাতক, আমার উদ্ধারের উপায় নাই। আমাকে নিশ্চয়ই এই পিতৃহত্যা-পাপনিবন্ধন নরকে নিপাতিত হইতে হইবে। এক জন ক্ষত্রিয় অন্য ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিলে এক শত গোদান করিয়া ঐ পাপ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করা যায়, কিন্তু পিতাকে বিনাশ করিলে কিছুতেই এ পাপ হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। এখন আমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, পরম ধার্ম্মিক পিতা ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়াছি, আর কখনই আমার উদ্ধারলাভ হইবে না।'

উলূপীমায়ামোহিত অর্জ্জুনের মোহাপনোদন

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিয়া, পিতার শোকে একান্ত কাতর হইয়া আচমনপূর্ব্বক মাতার সহিত প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন নাগরাজ-কন্যা উলূপী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর ও প্রায়োপবিষ্ট[7] দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবনমণি চিন্তা করিলেন। উলূপী চিন্তা করিবামাত্র ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী উহা গ্রহণপূর্ব্বক সৈনিকদিগের সমক্ষে বভ্রুবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। অর্জ্জুনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও ইঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। তোমার পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই এই মায়াবিস্তার করিয়াছি। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করিয়াছিলাম। বৎস! তুমি এই বিষয়ে অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা করিও না। মহাত্মা ধনঞ্জয় শাশ্বত পুরাতন ঋষি। রণস্থলে ইন্দ্রও উঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। আমি এই দিব্যমণি সমানীত করিয়াছি। এই মণিপ্রভাবেই মৃত পন্নগগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া থাকেন। তুমি এই মণি গ্রহণপূর্ব্বক তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর, তাহা হইলে উঁহাকে পুনর্জ্জীবিত দর্শন করিবে।'

উলূপী এই কথা কহিলে, অমিতপরাক্রম মহারাজ বভ্রুবাহন মহা আহ্লাদে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে সেই দিব্য মণি সংস্থাপিত করিলেন। মণি বিন্যস্ত হইবামাত্র মহাবীর অর্জ্জুন পুনর্জ্জীবিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জন করিতে করিতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতাকে সুস্থিত অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, মেঘগম্ভীর-নিঃস্বন দুন্দুভি-সকল আহত না হইয়াও বাদ্যমান হইয়া উঠিল এবং সাধুবাদশব্দে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর শোককৃশা চিত্রাঙ্গদা এবং পন্নগনন্দিনী উলূপী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র বভ্রুবাহনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আজ আমি সমরভূমিস্থ সমুদয় লোককে হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ান্বিত দেখিতেছি কেন? আর তোমার জননী চিত্রাঙ্গদা ও নগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীই বা কি নিমিত্ত এই সমরভূমিতে সমাগত হইয়াছেন? আমি এইমাত্র অবগত আছি যে, তুমি আমার আদেশানুসারে এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু কামিনীগণের এ স্থলে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? ইহা আমি অবগত নহি। অতএব তুমি আমার নিকট উহার কারণ ব্যক্ত করিয়া বল।" মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা জিজ্ঞাসা

১। আবৃত। ২—৪ পিতার ন্যায় প্রাণপরিত্যাগ করিব। ৫। গাণ্ডীবধনুর্ধারীর। ৬। শীর্ণ। ৭। প্রায়োপবেশনে ব্রত।

করিলে মহাত্মা বভ্রুবাহন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আপনি জননী উলূপীকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন।"

একাশীতিতম অধ্যায়

উলূপীর মুখে অর্জ্জুনের পরাজয় কারণ প্রকাশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নাগকন্যা উলূপীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত এই সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছে, আর বভ্রুবাহন-জননী চিত্রাঙ্গদাই বা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তুমি কি আমার অথবা বৎস বভ্রুবাহনের মঙ্গলকামনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছ? আমি বা আমার পুত্র বভ্রুবাহন আমরা কেহ ত অজ্ঞান-বশতঃ তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই? তোমার সপত্নী[1] রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন।"

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে নাগেন্দ্রদুহিতা উলূপী হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ। আপনি আমার নিকট কোন অপরাধেই অপরাধী নহেন এবং বৎস বভ্রুবাহন ও উহার জননী চিত্রাঙ্গদাও আমার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বদা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি প্রাণপাতপূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পরামর্শানুসারে বভ্রুবাহন আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে পরাজিত করিয়াছিল বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনার হিতসাধনার্থই বভ্রুবাহনকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনি শিখণ্ডীর সাহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা শান্তনুতনয়কে সংহারপূর্ব্বক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; যদি ঐ পাপের শান্তি না হইতে হইতেই আপনার প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতেন। এক্ষণে আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ বিনষ্ট হইল। অতঃপর আর আপনাকে নরকগামী হইতে হইবে না। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপশান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামশায়ী হইলে সমুদয় দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে গমন ও স্নান করিয়া ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবি! মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে বিরত হইলে সব্যসাচী অর্জ্জুন অন্য ব্যক্তিকে সহায় করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আজ আমরা উহাকে শাপ প্রদান করি।' বসুগণ এই কথা কহিলে ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ঐ সময়ে আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম; বসুগণ আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে পিতৃভবনে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতা আমার মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্র নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বসুদিগের নিকট গমনপূর্ব্ব বারংবার আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বসুগণ ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'নাগরাজ! অর্জ্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন উহাকে সংগ্রামস্থলে শরনিকরে নিপাতিত করিলেই তাঁহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।'

বসুগণ এই কথা কহিলে আমার পিতা তাঁহাদিগের এই বাক্য-শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বীয় ভবনে আগমনপূর্ব্বক আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিলেন। আমি সেই নিমিত্তই এক্ষণে বভ্রুবাহনকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম। বোধ হয়, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আপনি ঐ শাপ হইতে বিমুক্ত না হইলে নিশ্চয় আপনাকে নরকভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আপনি বভ্রুবাহনের নিকট পরাজিত

১। সতীন।

হইয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। পুত্র আত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলেন।"

পত্নী পুত্রের সম্ভাষণান্তে অর্জ্জুনের প্রস্থান

নাগনন্দিনী উলূপী এই কথা কহিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মহোপকার করিয়াছ।' এই বলিয়া তিনি উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সমক্ষে মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! মহাত্মা যুধিষ্ঠির আগামী চৈত্র-পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। ঐ দিবস তুমি তোমার মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীকে লইয়া অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিও।"

তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন অশ্রুপূর্ণনয়নে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অশ্বমেধ-যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত হইব। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার মাতা ও বিমাতার সহিত আপনার এই মণিপুরের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আজিকার রাত্রি অতিবাহিত করুন। কল্য প্রাতে অশ্বের অনুসরণ করিবেন।'

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিলে, মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমাকে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হইতেছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আমার এই যজ্ঞীয় অশ্ব ইচ্ছানুসারে নানা স্থানে বিচরণ করিতেছে। এ যে স্থলে গমন করিবে, আমাকে সেই স্থানেই গমন করিতে হইবে; সুতরাং আজ আমি কোনক্রমেই তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। এক্ষণে তোমার মঙ্গললাভ হউক; আমি চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রকে এই কথা কহিয়া তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রিয়তমা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক হস্তিনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে করিতে সহসা মগধপুরে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন করিলেন। তখন মগধাধিপতি সহদেব তনয় মেঘসন্ধি ঐ যজ্ঞীয় অশ্ব স্বীয় অধিকারমধ্যে সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র রথারোহণ ও সশর শরাসন ধারণপূর্ব্বক পুর হইতে নির্গত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বাল-স্বভাবসুলভ চপলতানিবন্ধন ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পাণ্ডুনন্দন! তোমার এই যজ্ঞীয় অশ্বকে অবলাজন কর্ত্তৃক রক্ষিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আমি আজ অবলীলাক্রমে ইহাকে অপহরণ করিব তুমি ইহার মোচনবিষয়ে যত্নবান্ হও। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আমি আজ সমরাঙ্গনে তোমার উপর যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিব।' এক্ষণে আমি তোমাকে অস্ত্রপ্রহার করিতেছি; তুমি আমাকে অস্ত্রপ্রহার কর।'

বলদর্পিত মেঘসন্ধি এই কথা কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাজন্! যাহারা আমার অশ্ব গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিব, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা যুধিষ্ঠির আমাকে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, উহা তোমারও অবিদিত নাই। এক্ষণে তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপর অস্ত্র প্রহার কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি।"

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ মগধরাজ মেঘসন্ধি ধনঞ্জয়ের উপর সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনও গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে মগধরাজের সেই শরসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক সদয়হৃদয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে শরাঘাত না করিয়া, তাঁহার ধ্বজ, পতাকা, রথ, যন্ত্র ও অশ্বের উপর প্রদীপ্তাস্য-সম্পন্ন[১] পন্নগের ন্যায় শরনিকর নিক্ষেপ

১। প্রদীপ্ত বদনযুক্ত—বিষজ্বালার অগ্নিতুল্য মুখ।

করিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় অনুগ্রহ করিয়া মেঘসন্ধিকে কলেবরে[১] রক্ষা[২] করিলে[৩], তিনি স্বীয় বাহুবলে উহা রক্ষিত হইল বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কপিকেতন[৪] তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত আহত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন এতাবৎকাল মেঘসন্ধিকে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করেন নাই বলিয়াই সহদেবতনয় তাঁহার সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার উপর অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিলেও তিনি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হয়েন নাই। কিন্তু এক্ষণে তিনি সেই বালককে বারংবার অত্যাচার করিতে দেখিয়া আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শরনিক্ষেপ করিয়া একেকালে তাঁহার অশ্বগণের প্রাণসংহার, সারথির মস্তকচ্ছেদন, শরাসন কর্ত্তন এবং শরমুষ্টি, ধ্বজ পতাকাসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মগধরাজ মেঘসন্ধি এইরূপে অশ্ব, সারথি ও শরাসনবিহীন হইয়া সুবর্ণময় গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাকে গদা গ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া, অচিরাৎ সেই গদার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। গদা অর্জ্জুনের সেই ভীষণ শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইল। তখন ধীমান ধনঞ্জয় মগধপতিকে রথ, শরাসন ও গদাবিহীন দেখিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিতে সম্মত হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "তুমি বালক হইয়াও ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তোমার পক্ষে উহা যথেষ্ট হইয়াছে। অতএব এক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে নরপতিদিগকে সংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই নিমিত্তই তুমি অপরাধী হইলেও আমি তোমাকে বিনাশ করিলাম না।"

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মগধপতি মেঘসন্ধি আপনাকে পরাজিত বিবেচনা করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহাত্মন্। আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম; আর আমার যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই। এক্ষণে আমাকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।" তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্। তুমি চৈত্রী-পূর্ণিমাতে নরপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইবে।" মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে মগধরাজকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব পুনর্ব্বার সমুদ্রতীর দিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশল দেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও স্বীয় গাণ্ডীবধনুপ্রভাবে বঙ্গাদিদেশীয় ম্লেচ্ছাদিগকে ক্রমশঃ পরাস্ত করিতে লাগিলেন।

১—৩। প্রাণে না মারিলে। ৪। বানরধ্বজ অর্জ্জুন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

চেদী আদি বিবিধ দেশ জয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বের অনুসরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই কামচারী তুরঙ্গম দক্ষিণদিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইতস্ততঃ নানা দেশ বিচরণ করিতে করিতে রমণীয় চেদি-দেশে সমুপস্থিত হইল। তখন শিশুপালপুত্র মহারাজ শরভ প্রথমে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তৎপরে ঐ অশ্ব ক্রমে ক্রমে কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত ও তঙ্গণ দেশে গমন করিল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার সহিত সেই সেই দেশে গমনপূর্ব্বক ভূপতিদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মানলাভ করিলেন।

অনন্তর তিনি সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে দশার্ণ দেশে সমুপস্থিত হইলেন। দশার্ণাধিপতি মহাবীর চিত্রাঙ্গদ তাঁহাকে অধিকার মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাকে অচিরাৎ পরাজিত করিয়া নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি মহারাজ একলব্যের পুত্র অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিষাদগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই নিষাদরাজ-তনয়কে বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে তাঁহার অনুচরগণের সহিত পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণসাগরের তীর দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মহিষক ও কোম্বগিরিনিবাসী বীরগণ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন তিনি তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারকানগরে সমুপস্থিত হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত দ্বারকায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র যদুবংশীয় বালকগণ যুদ্ধার্থী হইয়া সেই অশ্ব ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন বৃষ্ণ্যন্ধকপতি মহাত্মা উগ্রসেন ধনঞ্জয়ের সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সেই বালকগণকে নিবারণপূর্ব্বক বসুদেব-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া প্রীতমনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন মহাত্মা উগ্রসেন ও মাতুল বসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই অশ্ব ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের পশ্চিমকূল ও পঞ্চনদপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে গান্ধারদেশে সমুপস্থিত হইল।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

শকুনিতনয়ের পরাভব—গান্ধার জয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন শকুনির পুত্র মহাবল গান্ধাররাজ অর্জ্জুনকে অধিকারমধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে চতুরঙ্গিণী সেনাসমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকা উড্ডীন করিয়া ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গান্ধারনগরে যে সমুদয় যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শকুনির বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শরাসন ধারণপূর্ব্বক পাণ্ডুতনয়ের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাবে যুধিষ্ঠিরের বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন, কিন্তু উঁহারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অশ্বকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন মহাবীর অর্জ্জুন অম্লানবদনে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শাণিত ক্ষুর দ্বারা তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর গান্ধারদেশীয় যোধগণ তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শাণিত শরনিকরে তাঁহাদের অনেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে গান্ধারদেশীয় যোধগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও নিহত হইলে শকুনিনন্দন স্বয়ং অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারপতিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "গান্ধাররাজ! মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে সংগ্রামে ভূপতিদিগের প্রাণসংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আজ তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হও।"

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, গান্ধারপতি অজ্ঞানবশতঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ দ্বারা গান্ধারপতির মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ অপনীত করিলেন। শিরস্ত্রাণ পার্থশরে অপনীত হইয়া জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় বহু দূরে নিপতিত হইল। গান্ধারদেশীয় বীরগণ এ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জ্জুন জানিয়া গান্ধারপতির প্রাণ সংহার করিলেন না। তখন গান্ধাররাজ পার্থের সেই অসাধারণ কার্য্যদর্শনে যার পর নাই শঙ্কিত হইয়া যোধগণের সহিত সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গান্ধারগণকে বেগে পলায়ন করিতে দেখিয়া নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় অনেকানেক বীর নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে পলায়ন করিতে করিতে গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা আপনাদিগের বাহুসমুদয় ছিন্ন হইলেও তাহা অবগত হইতে পারিল না। পরিশেষে সেই চতুরঙ্গ গান্ধারসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া বারংবার সংগ্রামস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; কেহই অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুনের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না।

এইরূপে গান্ধারসৈন্যগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও নিঃশেষিতপ্রায় হইলে গান্ধাররাজ শকুনিতনয়ের জননী অর্ঘ্যহস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া সত্বর সংগ্রামস্থলে আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় মাতুলানীকে[১] সমরাঙ্গনে সমাগত দেখিয়া প্রযত্ন-সহকারে তাঁহার পূজা করিয়া শকুনিনন্দনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যখন আমার সহিত তোমার ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তখন তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য কর নাই। আমি কেবল জননী গান্ধারী ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়াই তোমাকে বিনাশ করিলাম না। যাহা হউক, তোমার এরূপ বুদ্ধি যেন আর কদাচ উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ দিবস হস্তিনানগরে গমন করিও।"

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রত্যাগমন—যজ্ঞস্থাননির্ম্মাণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন শকুনির পুত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় সেই কামবিহারী[২] অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ অশ্ব ক্রমশঃ হস্তিনাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরগণের নিকট অশ্বের আগমন ও অর্জ্জুনের কুশলবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। গান্ধারাদি দেশে অর্জ্জুনের সহিত যে সমুদয় যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, এ সময় তৎসমুদয় তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট নক্ষত্রযুক্ত মাঘী দ্বাদশীতে ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে আপনার সমীপে সমানীত করিয়া বৃকোদরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আমি চরমুখে শুনিলাম, তোমার অনুজ অর্জ্জুন অশ্বের সহিত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিতেছেন। মাঘ পূর্ণিমা আগতপ্রায়, মাঘ মাসও নিঃশেষিত হইল। যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক দিন বিলম্ব নাই; অশ্বও এক্ষণে নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে আদেশ কর।"

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনের আগমনবৃত্তান্ত-শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞতম স্থপতিদিগের সহিত যজ্ঞভূমি দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণগণের মতানুসারে একখণ্ড বৃহৎ ভূমি মনোনীত করিয়া উহার মধ্যে যজ্ঞকার্য্যের উপযুক্ত স্থান বিশুদ্ধ কাঞ্চন দ্বারা মণ্ডিত করাইলেন। তৎপরে স্থপতিগণ[১] তাঁহার নিদেশানুসারে ঐ ভূমির যথাযোগ্য স্থানে বিবিধ রত্নবিভূষিত মণিময় কুট্টিম[২]যুক্ত শত শত প্রাসাদ, কনকময় বিচিত্র স্তম্ভ, বৃহৎ তোরণ এবং অন্তঃপুরচারিণী কামিনী, নানা দেশ-সমাগত নরপতি ও ব্রাহ্মণগণের বাসোপযোগী গৃহসমুদয় প্রস্তুত করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রিত নরপতিগণের আগমন—অভ্যর্থনা

সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, মহাত্মা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে নরপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নরপতিগণও ধর্ম্মরাজের হিতসাধনার্থ বিবিধ রত্ন, স্ত্রী, অশ্ব ও আয়ুধ লইয়া হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল নরপতি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলে উঁহাদের শিবিরমধ্যে সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় ঘোরতর গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত নরপতিদিগের নিমিত্ত অন্ন, পানীয় ও অলোকসামান্য শয্যা এবং বাহনদিগের নিমিত্ত ধান্য, ইক্ষু ও গোরসপরিপূর্ণ বিবিধ গৃহ-সকল প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর বেদবিদ্যাসম্পন্ন বহুসংখ্যক মুনি ও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণ শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

১। মামীকে। ২। কামচারী—স্বচ্ছন্দগামী।

১। গৃহাদি নির্ম্মাণনিপুণ শিল্পিগণ। ২। চাতাল।

তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের আবাসস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। ঐ সময় স্থপতি ও অন্যান্য শিল্পিগণ যজ্ঞোপকরণ-সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট নিবেদন করিল। ধর্ম্মরাজ তাহা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

নৃপতিগণের সভারোহণ

এইরূপে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে হেতুবাদনিরত[১] বাগ্মিগণ[২] সভায় উপবেশন-পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পরাজয়বাসনায় নানা-প্রকার হেতু প্রদর্শন করিয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং সমাগত নৃপতিগণ সেই ভীমসেন-নির্ম্মিত যজ্ঞভূমির উপকরণসমুদয় দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞভূমির কোন স্থানে রত্নময় বিচিত্র তোরণ[৩], কোন স্থানে বিবিধ শয্যা, আসন ও বিহারসামগ্রী, কোন স্থানে চন্দন, কোন স্থানে সুবর্ণময় ঘট, কটাহ[৪], কলস ও শরাব[৫], কোন স্থানে সুবর্ণ বিভূষিত দারুময়[৬] যূপ, কোন স্থানে স্থলজাত ও জলজাত জন্তু-সমুদয়, কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গম[৭], কোন স্থানে বৃদ্ধা স্ত্রীসমুদয় এবং কোন স্থানে উদ্ভিজ্জ[৮] ও নানাপ্রকার পঞ্চভূত প্রাণিসমুদয় দর্শনে নরপতিগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় তত্রত্য সকল ব্যক্তিই মনে করিতে লাগিলেন যে, বুঝি সমুদয় জম্বুদ্বীপ এই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের আহারসামগ্রীর কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না। চতুর্দ্দিকে অন্নের পর্ব্বত, ঘৃত ও দধির নদী এবং রাশি রাশি অন্যান্য রাজভোগ্য সামগ্রী-সমুদয় বিদ্যমান ছিল। সুবর্ণমাল্যধারী মণিকুণ্ডলমণ্ডিত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র পাত্র-সমুদয়ে সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন সমাপন হইলে, এক একবার দুন্দুভিধ্বনি[৯] হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন যে কত শতবার দুন্দুভিধ্বনি হইল, তাহার সংখ্যা নাই।

১। কেবল যুক্তিবাদিগণ। ২। বক্তৃতাপটুগণ। ৩। বহির্দ্বার—ফটক। ৪। কড়া। ৫। সরা। ৬। কাষ্ঠময়। ৭। পক্ষী। ৮। বৃক্ষ। ৯। স্বর্গস্থ ঢাকের বাদ্য।

ষড়শীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনাগমনে কৃষ্ণের যজ্ঞ-বিষয়ক আশ্বাসবাণী

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভূপালগণকে সমাগত দেখিয়া, ভীমসেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! এই দেখ, পূজার্হ পার্থিবগণ আমার যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন; অতএব তুমি উঁহাদের যথাবিধি সৎকার কর।" ধর্ম্মরাজ এইরূপ অনুজ্ঞা করিবামাত্র মহাত্মা ভীমসেন নকুল ও সহদেব-সমভিব্যাহারে অভ্যাগত ভূপতিদিগের যথাযোগ্য সম্মান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ বাসুদেব বলদেবকে অগ্রসর করিয়া যুযুধান, প্রদ্যুম্ন, গদ, নিশঠ, কৃতবর্ম্মা ও শাম্ব প্রভৃতি বৃষ্ণিগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ ভীমসেন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ভক্তিচিত্তে তাঁহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত সৎকৃত হইয়া রত্নবিভূষিত গৃহসমুদয়ে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! অর্জ্জুন নানা স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অশ্বের সহিত প্রত্যাগমন করিতেছে।" ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! একজন দ্বারকাবাসী পুরুষের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সে আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক উঁহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছে। অতএব আপনি চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে অশ্বমেধ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।"

বাসুদেব এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন যে কুশলে প্রত্যাগমন করিতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে সে যদি আমাদিগকে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া থাকে, তবে তাহা ব্যক্ত কর।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "মহারাজ! সেই দ্বারকাবাসী দূত আমার নিকট সমাগত হইয়া

অর্জ্জুনের অন্যান্য বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ভগবন্! মহাত্মা ধনঞ্জয় কহিয়াছেন যে, সময়ক্রমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও উপদেশ প্রদান করা দোষাবহ নহে; অতএব আমি তাঁহাকে কহিতেছি যে, যে সমুদয় নিমন্ত্রিত ভূপতি অশ্বমেধ-যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবেন, তিনি যেন তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করেন। পূর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞে অর্ঘ্যপ্রদানকালে যেরূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সেইরূপ দুর্ঘটনায় প্রজাগণের ক্ষয় না হয়। মহাত্মা মধুসূদন যেন স্বয়ং এই বিষয়ে সম্মত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সাবধান করিয়া দেন। আর আমার পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন যখন আমাদিগের যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মরাজ যেন আমার অনুরোধে তাহাকে সমধিক সমাদর করেন। সে সর্ব্বদা আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে যার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকে।"

—

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের আজন্ম-ভ্রমণক্লেশের কারণকথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আহ্লাদিতচিত্তে সেই বাক্যে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাসুদেব! তোমার অমৃতময় প্রিয়বাক্য-শ্রবণে আমার চিত্ত প্রফুল্লিত হইল। যাহা হউক, এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া অনেকানেক নরপতির সহিত পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া আমার মনে এই চিন্তা জন্মিয়াছে যে, কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে প্রতিনিয়ত এতাদৃশ দুঃখভোগ করিতে হয়? তাহার সেই সুলক্ষণাক্রান্ত শরীরমধ্যে কি এমন কোন অশুভলক্ষণ বিদ্যমান আছে যে, তন্নিবন্ধন তাহাকে নিয়ত এতাদৃশ কষ্টভোগ করিতে হয়? আমি ত একাল পর্য্যন্ত তাহার গাত্রে কোন অশুভ লক্ষণ দর্শন করি নাই। এক্ষণে যে কারণে ধনঞ্জয়কে বারংবার বহুতর কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, যদি আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর।"

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভোজবংশাবতংস মহাত্মা হৃষীকেশ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! অর্জ্জুনের পিণ্ডিকাদ্বয়[১] কিঞ্চিৎ মাংসল[২], ইহা ব্যতীত আর আমি উহার কোন অশুভ লক্ষণ দেখিতেছি না। ঐ পিণ্ডিকাদ্বয়ের স্থূলতা-নিবন্ধন অর্জ্জুন নিয়ত পথভ্রমণ করিয়া থাকে। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি যথার্থ কহিয়াছ।" ঐ সময় দ্রৌপদী অসূয়া প্রকাশপূর্ব্বক তির্য্যগ্‌ভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুনের সখা মহাত্মা হৃষীকেশও প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার সেই প্রণয়দৃষ্টিপাত প্রতিগ্রহ[৩] করিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরব ও তত্রত্য যাজকগণও অর্জ্জুনের ঐ কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

অশ্বসহ অর্জ্জুনের যজ্ঞভূমিতে আগমন

এইরূপে সকলে ধনঞ্জয়ের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা অর্জ্জুনের এক দূত তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া নগর সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া সেই প্রিয়সংবাদদাতা দূতকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে কৌরবধুরন্ধর[৪] মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া নগরমধ্যে আগমন করিতে আরম্ভ করিলে, উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সেই যজ্ঞীয় অশ্বের পদরেণু[৫] উত্থিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। তখন পুরবাসী লোকসমুদয় মহা আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ধনঞ্জয়! আমরা সৌভাগ্য বশতঃ আজ আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিতে দেখিলাম। আজ মহারাজ যুধিষ্ঠির ধন্য হইলেন। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীস্থ ভূপাল সমুদয়কে পরাজিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারে? সগর প্রভৃতি যে সমুদয় মহাত্মা মহীপতি স্বর্গারোহণ

১। পদদ্বয়ের জানুদেশস্থ মাংসপিণ্ড—মাংসডিম্ব। ২। স্থূল—মোটা। ৩। প্রণয়-প্রীতি-অবলোকন গ্রহণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক অভিনন্দন। ৪। কুরুশ্রেষ্ঠ—কুরুকুলবিখ্যাত। ৫। খুরাঘাতে উত্থিত ধূলি।

করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও এরূপ অদ্ভুত কার্য্য আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং পরে যে সমুদয় ভূপতি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনার ন্যায় এইরূপ দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কদাচ সমর্থ হইবেন না।"

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় হস্তিনাবাসী প্রজাগণের মুখে এইরূপ শ্রুতিসুখকর প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের চরণবন্দনপূর্ব্বক পশ্চাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে যথাবিধি অভিবাদন এবং বাসুদেব, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মণিপুরাধিপতি মহারাজ বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীর সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য বৃদ্ধ কৌরব ও অন্যান্য ভূপতিদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

মাতৃদ্বয়সহ বভ্রুবাহন আগমন—পাণ্ডব-প্রীতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর ভবনে প্রবেশ করিয়া বিনয়-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তাহার জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপী উভয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরব-কামিনীগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও যদুবীরদিগের বনিতাগণ তাঁহাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং মনস্বিনী কুন্তী অর্জ্জুনের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট শয্যা ও আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী এইরূপে স্বয়ং কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর গৃহ হইতে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকট গমন ও তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ স্নেহভাবে প্রীতমনে তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর বভ্রুবাহন প্রদ্যুম্নের ন্যায় বিনীতভাবে বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক হেমখচিত দিব্যাশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিলেন।

ব্যাসের আগমন—যজ্ঞ আরম্ভ

অনন্তর তৃতীয় দিবসে সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! যাজকেরা কহিতেছেন, এক্ষণে যজ্ঞীয় মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আজ অবধি তুমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ কর। তোমার এই যজ্ঞের যেন কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়। এই যজ্ঞ বহুসুবর্ণ যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞের প্রধান কারণ। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণগণকে তিন-গুণ দক্ষিণা প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে তিন-গুণ দক্ষিণা দান করিলে, তোমার তিন অশ্বমেধের ফললাভ ও জ্ঞাতিবধজনিত সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অশ্বমেধযজ্ঞান্তে স্নান করিলে যার পর নাই পবিত্রতা লাভ করা যায়।"

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ দিনেই দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞনিপুণ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কোন কার্য্যই স্খলিত বা অননুষ্ঠিত হইল না। সকল কার্য্যই যথাক্রমে সম্পাদিত হইতে লাগিল। যজ্ঞকার্য্য-নিযুক্ত বিপ্রগণ যথাবিধি বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন করিয়া শাস্ত্রানুসারে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের

মধ্যে কেহই অল্পজ্ঞান ছিলেন না। সদস্যেরা সকলেই ষড়ঙ্গবেত্তা[1], ব্রতপরায়ণ, চরিতব্রহ্মচর্য্য ও তর্কবিতর্ক-সুনিপুণ ছিলেন। এইরূপে সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মহাবীর ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে প্রতিদিন সেই ভোজনার্থীদিগকে অনবরত ভোজন করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ যজ্ঞদর্শনার্থ যে সকল লোক সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই কৃপণ, দরিদ্র, ক্ষুধিত, দুঃখিত বা প্রাকৃত[2] বলিয়া লক্ষিত হয় নাই।

অনন্তর যূপ উচ্ছ্রিত[3] করিবার সময়[4] সমুপস্থিত হইলে, যাজকগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভূমিতে ছয়টি বেল-নির্ম্মিত, ছয়টি খদিরনির্ম্মিত, ছয়টি পলাশনির্ম্মিত, দুইটি দেবদারুনির্ম্মিত ও একটি শ্লেষ্মাতক[5] নির্ম্মিত যূপ সমুচ্ছ্রিত হইল। তখন ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে শোভার নিমিত্ত তথায় অসংখ্য কাঞ্চনময় যূপ সংস্থাপিত করিলেন। ঐ সমুদয় যূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে যাজকেরা তথায় কাঞ্চনময় ইষ্টক দ্বারা এক অষ্টাদশ হস্তপরিমিত, চারি স্তবকে সুসজ্জিত, ত্রিকোণযুক্ত, গরুড়াকার স্থণ্ডিল[6] প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ দ্বারা উহার পক্ষদ্বয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক চয়ন[7] ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ চয়নকার্য্য দক্ষ প্রজাপতির চয়নকার্য্যের ন্যায় সুসম্পন্ন হইল। তখন মনীষী ঋত্বিক্‌গণ[8] শাস্ত্রানুসারে নানা দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ পক্ষী, বৃষ ও জলচরসমুদয়কে সংস্থাপন করিয়া যূপ-সমুদয়ে তিন শত পশুর সহিত সেই অশ্বকে নিবদ্ধ করিলেন।

ঐ সময় ধর্ম্মরাজের সেই যজ্ঞভূমি দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিম্পুরুষ, কিন্নর, সিদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বশাস্ত্র-প্রণেতা ব্যাসশিষ্যগণ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া নানা শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্যাবসানে নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত দ্বারা ব্রাহ্মণগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।

১। সাঙ্গবেদবিৎ—শিক্ষাদি ছয়টি অঙ্গের সহিত সমগ্র বেদে অভিজ্ঞ। ২। বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধি। ৩—৪। খাড়া করিয়া পুতিবার সময়। ৫। শ্লেষ্মাতক বৃক্ষনির্ম্মিত। ৬। যজ্ঞীয় মণ্ডপ। ৭। অগ্নি-সংগ্রহ। ৮। যজ্ঞী পুরোহিতগণ।

একোননবতিতম অধ্যায়

অশ্বমেধসমাপ্তি—দক্ষিণাদানে দ্বিজাতি-সন্তোষ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদয় পশু পাক করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের মহিষী শ্রদ্ধাদিগুণসম্পন্না দ্রৌপদী ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে সেই তুরঙ্গমের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ যথাশাস্ত্র সেই অশ্বের হৃদয়ের মেদ গ্রহণ করিয়া উহা পাক করিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উহার সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ষোড়শ জন ঋত্বিক্ সেই অশ্বের অবশিষ্ট অঙ্গসমুদয় লইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সহস্রকোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং বেদব্যাসকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়া পুনরায় উহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মণেরা ধনেরই অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি আমাকে পৃথিবীর পরিবর্ত্তে ধন দান কর।"

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদয় ভূপতিদিগের সমক্ষে ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধযজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা দান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত এক্ষণে এই অর্জ্জুননির্জ্জিত ধরণী আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি, আপনারা চাতুর্হোত্র-যজ্ঞের বিধানানুসারে ইহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করুন। আমি এক্ষণে অরণ্যে প্রবেশ করিব। ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবগণও 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। তখন সভাস্থ সমুদয় লোকের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আকাশমণ্ডলে

বারংবার সাধুবাদ শ্রুত হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া হর্ষসূচক শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ। আমি তোমার দত্ত পৃথিবী তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি উহা গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দান কর।"

ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা কহিতেছেন, আপনি তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।" তখন ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের বাক্যে ভ্রাতৃগণের সহিত ঋত্বিক্‌গণের উদ্দেশে বারংবার তিন-গুণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত সেই ধন-সমুদয় চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদান করিলেন।

প্রভূত দক্ষিণাদানে পুরোহিত পরিতোষসাধন

এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিক্‌গণকে পৃথিবী-দানের পরিবর্ত্তে সুবর্ণরাশি প্রদানপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঋত্বিক্‌গণ সেই সুবর্ণরাশি বিভাগ করিয়া উৎসাহ সহকারে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যে সমুদয় অলঙ্কার, তোরণ, যূপ, ঘট, পাত্র ও ইষ্টক[১] বিদ্যমান ছিল, ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদয়ও বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ধন গ্রহণ করিবার পর সেই স্থানে যে সমুদয় সুবর্ণময় পাত্র অবশিষ্ট রহিল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক তৎসমুদয় গৃহীত হইল। ফলতঃ ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, তদনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর কেহই করিতে পারিবেন না।

সমাগত নৃপতিগণের বিদায়

এইরূপে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়া প্রীতমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস আপনার অংশ কুন্তীকে প্রদান করিলেন। মহানুভবা কুন্তী শ্বশুরের নিকট সেই প্রভূত সুবর্ণ লাভ করিয়া প্রীতমনে তাহা দ্বারা বিবিধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞান্তস্নান সমাপন করিয়া দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন সমাগত ভূপালগণ সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ সেই নানাদিগ্‌দেশাগত নৃপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণমধ্যবর্ত্তী গ্রহসমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরপতিদিগকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন ও স্ত্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি মহারাজ বভ্রুবাহনকে পরম সাদরে আপনার সমীপে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিয়া মণিপুরে গমন করিতে অনুমতি এবং ভগিনী[২] দুঃশলার প্রীতির নিমিত্ত তাহার বালক পৌত্রকে সিন্ধুরাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন[২]।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব, বলদেব ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট যথোচিত সৎকৃত ও সমাদৃত হইয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকাগমন-মানসে হস্তিনা হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমুদয় ভূপতি বিদায় হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত মহা আহ্লাদে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

হে মহারাজ। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞস্থলে ধনরত্নের পরিসীমা ছিল না। ঐ স্থানে সুরার সাগর, ঘৃতের হ্রদ, অন্নের পর্ব্বত ও রসসমুদয়ের নদী প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে খাণ্ডব[৩] মিষ্টান্ন নির্ম্মাণ ও ভোজন করিয়াছিল এবং কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুবতী কামিনী এবং মত্ত ও প্রমত্ত ব্যক্তিগণ পরম আহ্লাদে

১—২। দিগ্বিজয়ের নীতি অনুসারে যুদ্ধ হওয়ায় অর্জ্জুন সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই যজ্ঞে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃশলাকে তখন তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। এই দিগ্বয়ে দুইটি অন্তরঙ্গের সহিত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হয়। একটি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের তনয় ভাগিনের সুরথ ও অপরটি মণিপুরপতি স্বীয় তনয় বভ্রুবাহন। অর্জ্জুন পত্নীদ্বয়সহ বভ্রুবাহনকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু দুঃশলার নিমন্ত্রণ নাম উল্লেখ না থাকিলেও বিদায়ের বেলায় তাঁর নাম দৃষ্ট হয়। ভ্রাতার প্রতি ভক্তিবশতঃ দুঃশলা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াও আসিতে পারেন; তাঁর প্রতি গৌরব প্রদর্শনার্থ পৃথগ্‌ভাবে নিমন্ত্রণও হইয়া থাকিতে পারে। ৩। মোয়া লাড়ু প্রভৃতি।

নিরন্তর ঐ যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছিল। মৃদঙ্গ ও শঙ্খনিনাদে ঐ স্থান একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তথায় 'দান কর, 'ভোজন কর' এই বাক্য ভিন্ন প্রায় আর কোন কথাই শ্রুতিগোচর হয় নাই; নানাদেশনিবাসী মানবগণ অদ্যাপি ঐ যজ্ঞের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নবতিতম অধ্যায়

নকুলমুখে অশ্বমেধের অপ্রশংসা

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকে, তবে আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধাবসানে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। আমি আপনার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব এবং দীন, দরিদ্র ও অন্ধগণের যথোচিত তৃপ্তিলাভ হইলে ধর্ম্মনন্দনের মহাদানের বিষয় দশ দিকে প্রচারিত ও তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে, এমন সময়ে এক নকুল[১] গর্ব্বিতভাবে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। ঐ নকুলের চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক ও গাত্রের এক পার্শ্ব সুবর্ণময়। নকুল যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ বজ্রের ন্যায় গম্ভীরশব্দে পশু-পক্ষিগণের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক পশ্চাৎ মনুষ্যবাক্যে ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে ভূপালগণ! এই অশ্বমেধ-যজ্ঞকে কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি[২] বদান্য[৩] ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ[৪] শক্তু[৫]দানের তুল্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না।"

নকুল গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাহার বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নকুল! তুমি কে এবং কোথা হইতে এই সাধুজনাকীর্ণ যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমার পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আমাদিগের বিদিত নাই। আমরা শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি। এই যজ্ঞে পূজার্হ মহাত্মারা যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতিসমুদয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া বিবিধ দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের, ন্যায়যুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের, পালন দ্বারা বৈশ্যগণের, অভিলষিত দান দ্বারা কামিনীগণের, অনুগ্রহ দ্বারা শূদ্রগণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, ব্রাহ্মণাবশিষ্ট[১] ধনরত্ন প্রদান দ্বারা অন্যান্য জাতীয় মানবগণের, শুদ্ধাচার দ্বারা জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের, পবিত্র হবনীয় বস্তু দ্বারা দেবগণের এবং রক্ষা দ্বারা শরণাগতগণের সন্তোষসাধন করিয়াছে। তবে তুমি কি নিমিত্ত এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমাকে দিব্যরূপসম্পন্ন ও সুবিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান হওয়াতে তোমার বাক্যে আমাদিগের অশ্রদ্ধা হইতেছে না, এই নিমিত্ত আমরা তোমায় বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি যে যে কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমুদয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর।"

দরিদ্র অথচ বদান্য ব্রাহ্মণের অতিথিসেবা

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে, নকুল হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে বিপ্রগণ! আমি গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকট মিথ্যাকথা কহি নাই। যথার্থই আপনাদের এই অশ্বমেধ যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্ত ব্রাহ্মণের শক্তুপ্রস্থ প্রদানের তুল্য নহে। এক্ষণে সেই বদান্য ব্রাহ্মণ যেরূপে স্ত্রী, পুত্র, ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং যেরূপে আমার এই অর্দ্ধশরীর ও মস্তক সুবর্ণময় হইয়াছে, সেই অদ্ভুত বিষয় আপনাদিগের নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

ইতিপূর্ব্বে অসংখ্য ধার্ম্মিকজনপরিপূর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কপোতের[২] ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পত্নী, এক পুত্র ও

১। বেজী। ২। কৃষক জমির ধান কাটিয়া লইয়া গেলে জমিতে যে দুই একটা ধানযুক্ত তৃণ থাকে, তাহার সংগ্রহ দ্বারা জীবিকাকারী। ৩। দাতা। ৪। ১ প্রসৃতি—১ অঞ্জলি প্রমাণ। ৫। ছাতু।

১। [illegible] ব্রাহ্মণের গ্রহণের পর রক্ষিত শেষ। ২। পায়রার ন্যায়—পায়রা যেমন একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া খায়, তদ্রূপ।

এক পুত্রবধূ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিবারবর্গের সহিত ভোজন করিতেন; কোন কোন দিন তিনি ঐ সময়েও ভক্ষ্যলাভে সমর্থ হইতেন না, সুতরাং সেই সেই দিন তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত উপবাসী থাকিয়া পরদিন ষষ্ঠভাগে আহার করিতে হইত।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তথায় দারুণ দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় ঐ ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র সঞ্চিত বস্তু ছিল না এবং দেশীয় শস্যসমুদয়ও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল, সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রায় প্রতিদিনই ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন উপবাসের পর একদা শুক্লপক্ষীয় মধ্যাহ্ন-সময়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চয়ার্থ নানাস্থানে বিচরণ করিলেন, কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কোথাও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিলেন না; সুতরাং ঐ সময়েও তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত অতিকষ্টে প্রাণধারণ করিতে হইল।

পরিশেষে ক্রমে ক্রমে দিবসের ষষ্ঠভাগ অতীত হইলে তিনি কোনক্রমে একপ্রস্থ যব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পরিবারগণ তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই যব দ্বারা শক্তু প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ জপ, আহ্নিক ও হোমক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সেই শক্তু বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাদিগের আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। বিশুদ্ধ-চিত্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তাঁহার নিকট আপনাদের গোত্র ও ব্রহ্মচর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে কুটীরমধ্যে আনয়ন করিলেন। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সমাগত অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, 'ভগবন্! আমি নিয়মানুসারে এই পবিত্র শক্তু লাভ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।'

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া অতিথিকে আপনার অংশ প্রদান করিলে, অতিথি অবিচারিতচিত্তে উহা ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে অপরিতৃপ্ত দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে কিরূপে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি এই অতিথি ব্রাহ্মণকে আমার ভাগ প্রদান করুন। ইনি ইহা ভোজন করিলেই পরিতুষ্ট হইয়া গমন করিবেন, সন্দেহ নাই।'

পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণীকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! কীটপতঙ্গদিগেরও ভার্য্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি কিরূপে তোমার আহারসামগ্রী গ্রহণ করিব? পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীররক্ষা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃকার্য্য সমুদয়ই ভার্য্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে না পারে, তাহাকে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।'

মহাত্মা ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নাথ! আমাদিগের উভয়েরই ধর্ম্ম ও অর্থ একরূপ। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া এই শক্তু গ্রহণপূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন। স্ত্রীজাতির সত্য, রতি, ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয় সকলই পতির আয়ত্ত। পতিই স্ত্রীগণের পরম দেবতা। আপনি আমার রক্ষা-নিবন্ধন পতি, ভরণ-নিবন্ধন ভর্ত্তা ও পুত্রপ্রদাননিবন্ধন বরদ বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন। অতএব আমার এই শক্তু অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদানপূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন আপনি স্বয়ং জরাগ্রস্ত, দুর্ব্বল ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বীয় ভাগ অতিথিকে প্রদান করিয়াছেন, তখন আমার ভাগ প্রদান করিবার বাধা কি?'

মনস্বিনী ব্রাহ্মণী এইরূপে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আপনার অংশ অতিথিকে প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে, ব্রাহ্মণ পুলকিতচিত্তে সেই শক্তু গ্রহণপূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি এই শক্তুগুলিও ভোজন করুন।' তখন অতিথি

ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তু গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে পুনরায় নিতান্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন।

তখন তাঁহার পুত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পিতঃ! আপনি আমার এই শক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করুন। আমার মতে এই শক্তু অতিথিকে প্রদানপূর্ব্বক আপনার প্রীতিসাধন করা অপেক্ষা পুণ্যকর্ম্ম আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা যথোচিত যত্নসহকারে আপনাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুব্যক্তিরা সর্ব্বদা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ-দশায় পিতাকে পালন করা যে পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আপনি এই শক্তু দ্বারা অতিথির তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া জীবিত থাকিলে, অনেক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা দেহিগণের পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।'

মহানুভব ব্রাহ্মণতনয় এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! যদি তোমার সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম হয়, তথাপি তোমাকে আমার বালকের ন্যায় জ্ঞান হইবে। পিতা পুত্রোৎ-পাদন করিয়া পুত্র হইতে অশেষ শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। বালকের ক্ষুধা অতিশয় বলবান্। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে অনাহারে প্রাণধারণ করা তাদৃশ কঠিন নহে। তুমি বালক, অতএব তোমার এই শক্তুগুলি অতিথিকে দান না করিয়া ভোজন করাই আবশ্যক। আমার বৃদ্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমাকে ক্ষুধায় তোমার ন্যায় ক্লেশভোগ করিতে হয় না এবং আমি দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া মৃত্যুভয়েও নিতান্ত ভীত নাই।'

তখন ব্রাহ্মণকুমার পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পিতঃ! আমি আপনার পুত্র। আপনাকে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনার আত্মস্বরূপ, সুতরাং আমা দ্বারা আত্মরক্ষা করিলে, আপনার আত্মা দ্বারা আত্মরক্ষা করা হইবে। অতএব আপনি অচিরাৎ এই শক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদানপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করুন।'

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমার ন্যায় রূপবান, সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয়। আমি অনেকবার তোমার সৎকার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করিতেছি।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই পুত্রের ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক অম্লানবদনে অতিথি-ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। অতিথি-ব্রাহ্মণ সেই শক্তুগুলি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া যার পর নাই চিন্তাকুল হইলেন।

তখন তাঁহার পবিত্রস্বভাবা পুত্রবধূ মহা আহ্লাদিতচিত্তে স্বীয় শক্তুভাগ গ্রহণপূর্ব্বক শ্বশুরের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি এই শক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের সন্তোষনিবন্ধন আপনার পুত্র হইতে আমার গর্ভে সন্তানোৎপত্তি ও আপনার প্রসাদে আমার অক্ষয় লোকলাভ হইবে। আমার গর্ভে আপনার পৌত্র উৎপন্ন হইলে, সেই পৌত্রপ্রভাবে আপনি পবিত্রলোকে গমন করিতে পারিবেন। শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি[১] ত্রিবর্গ[২] ও দক্ষিণ[৩] ইত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির[৪] ন্যায় ত্রিবিধ স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ ত্রিবিধ স্বর্গ পুত্র ও প্রপৌত্র প্রভাবেই লব্ধ হইয়া হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, আর পৌত্র ও প্রপৌত্র দ্বারা সাধুনিষেবিত লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।'

সুশীলা পুত্রবধূ এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে! তুমি বায়ু ও রৌদ্রসেবনে নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গী ও বিবর্ণা এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতরা হইয়াছ। এ সময়ে আমি কিরূপে তোমার শক্তু গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিব? অতএব আমাকে শক্তু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা তোমার উচিত নহে। তুমি তপস্যায় অনুরক্তা ও ব্রতচারিণী হইয়া প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন করিয়া থাক। আজ আমি তোমাকে অনাহারে

—২। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম। ৩—৪। দক্ষিণ, আহবনীয় গার্হপত্য।

কালহরণ করিতে দেখিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব? বিশেষতঃ তুমি বালিকা, ক্ষুধার উদ্বেগ হওয়াতে তোমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, অতএব এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্ আপনি আমার গুরুর গুরু ও দেবতার দেবতা। এই নিমিত্তই আমি শক্তু প্রদান করিয়া আপনার হিতসাধনচেষ্টা করিতেছি। গুরুশুশ্রূষা করিলে দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সমুদয়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি প্রসন্ন হইলে আমার উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ হইবে। এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও আপনার রক্ষণীয়া বিবেচনা করিয়া এই শক্তুগুলি গ্রহণপূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন।'

পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার ভক্তি-সূচক বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে! তোমার তুল্য সুশীলা ও ধর্ম্মনিরতা রমণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত। অতএব আমি তোমাকে বঞ্চনা না করিয়া তোমার শক্তু গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতেছি।' এই বলিয়া তিনি সেই শক্তু গ্রহণপূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

সময়ানুযায়ী অন্নদানে বহু ফল

তখন সেই অতিথি-ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণের সেই অলোকসামান্য কার্য্যদর্শনে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া প্রসন্নমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে ধার্ম্মিকবর! আমি তোমার ন্যায়োপার্জ্জিত পবিত্র দান দ্বারা তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। স্বর্গনিবাসী দেবগণও তোমার এই দানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ দেখ, আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে স্তব করিতেছেন। দেবদূতগণ তোমার দানদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন এবং ব্রহ্মলোকনিবাসী ব্রহ্মর্ষিগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া, তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে বাসনা করিতেছেন। তুমি বহুযুগ ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃগণের উদ্ধারসাধন করিয়াছ। দেবগণ তোমার তপস্যা ও দানপ্রভাবে তোমার প্রতি যার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি পরম-সুখে স্বর্গে গমন কর। তুমিই এই কষ্টের সময়ে বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে শক্তু-সমুদয় প্রদান করিয়া অতি দুর্লভ স্বর্গলোক জয় করিয়াছ।

ক্ষুধা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি বুভুক্ষাকে[১] জয় করিতে পারেন, তিনি স্বর্গজয় করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তির দানে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় না। তুমি পুত্রকলত্রের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আমাকে শক্তু প্রদান করিয়াছ। ঐ দান দ্বারা তোমার বিপুল পুণ্যলাভ হইয়াছে।

মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহা দান করিলে মহাফললাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গল[২]স্বরূপ। মোহান্ধ ব্যক্তিরা উহাতে গমন করিবার কথা দূরে থাকুক, উহা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। তপোনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যথাশক্তি দান করিয়া অনায়াসে উহা দর্শন ও উহাতে গমন করিতে পারেন। যাহার সহস্র সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে শত সুবর্ণ প্রদান করিয়া যে ফললাভ করে, যাহার শত সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ সুবর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে। আর যাহার কিছুমাত্র ধন সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জলদান করিলেও উহাদের তুল্য-ফললাভে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেব নিতান্ত নির্দ্ধন হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে জলদান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। অতএব ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের যেরূপ প্রীতিসাধন করা যায়, অন্যায়লব্ধ মহামূল্য প্রভূত বস্তু দান করিয়াও তাঁহার তদনুরূপ প্রীতিসাধন করা যায় না। মহারাজ

১। ক্ষুধাকে। ২। কপাটের খিল।

নৃপ ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য গোদান করিয়া প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি পরকীয় গোদান করাতে তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হইয়াছে। মহারাজ শিবি আত্মমাংস প্রদান করিয়া পবিত্রলোকে গমনপূর্ব্বক স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। মনুষ্য কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পুণ্যলাভ করিতে পারে না।

সাধুব্যক্তিরা ন্যায়োপার্জ্জিত বস্তু দ্বারা যেরূপ ফললাভ করিতে পারেন, ভূপতিগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে সমর্থ হয়েন না। মনুষ্য ক্রোধপ্রভাবে দানফলে বঞ্চিত ও লোভপ্রভাবে স্বর্গলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উপযুক্তকালে সৎপাত্রে দান করিয়া অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন। তুমি এই শক্তু দান করিয়া যেরূপ ফললাভ করিলে, বহুদক্ষিণ বিবিধ রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেরূপ ফললাভ হয় না। তুমি এই শক্তুপ্রস্থ দান করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ। অতএব এক্ষণে তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের নিমিত্ত দিব্য যান সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি সপরিবারে উহাতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান কর। আমি ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণবেশে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তোমায় পরীক্ষা করিলাম। তুমি স্বীয় পুণ্যবলে আপনার ও পরিবারবর্গের উদ্ধার-সাধন করিলে। তোমার কীর্ত্তি ইহলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। এক্ষণে তুমি ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ কর।'

সপরিবার বিপ্রের সদ্গতিলাভ

অতিথিরূপী ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দিব্যযানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতাম। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে, আমি বিবর হইতে বিনির্গত হইয়া সেই অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট সলিল-সিক্ত শক্তুর উপর বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণের তপস্যা ও তদ্দত্ত শক্তুর আঘ্রাণ ও তাঁহার আশ্রমে আকাশ হইতে নিপতিত দিব্য পুষ্পসমুদয়ের গন্ধ-প্রভাবে আমার মস্তক ও অর্দ্ধশরীর সুবর্ণময় হইল। আমি তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট অঙ্গ সুবর্ণময় করিবার প্রত্যাশায় তদবধি বারংবার বিবিধ তপোবন ও যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের এই সুসমৃদ্ধ যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত আশ্বাসযুক্ত হইয়া এইখানে সমুপস্থিত হইয়াছি: এখানেও অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমি হাস্য করিয়া আপনাদিগের নিকট কহিয়াছি যে, এই মহাযজ্ঞ সেই মহাত্মা উঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ শক্তুদানেরও তুল্য নহে।"

নকুল সেই যজ্ঞভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া যথাস্থানে গমন করিল। তখন ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞাবসানে সেই যজ্ঞস্থলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এই আমি আপনার নিকট তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। অতএব যজ্ঞই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গর্ব্ব করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অসংখ্য মহর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া কেবল তপস্যা-প্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে অহিংসা, সন্তোষ, সুশীতল, সরল ব্যবহার, তপস্যা, ইন্দ্রিয়পরাজয় ও সত্য, এই সমুদয়ের মধ্যে কোনটিই যজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

একনবতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরযজ্ঞে নকুলের অশ্রদ্ধার কারণ-জিজ্ঞাসা

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভূপতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার মতে যজ্ঞানুষ্ঠান দানাদি সমুদয় কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বকালে অনেকানেক ভূপতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তিসংস্থাপনপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসংখ্য বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই সমুদয় দেবরাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন-সমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, নকুল সেই যজ্ঞের নিন্দা

করিল কেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যজ্ঞের বিধি ও যজ্ঞফলের বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র মহা সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ঋত্বিকগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গুণসমন্বিত হোতারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, দেবগণ আহূত হইতে লাগিলেন এবং অধ্বর্য্যগণ[1] উৎকৃষ্টস্বরে যজুর্ব্বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় পশুবধের সময় সমুপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলকর নহে। পরম ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে। যজ্ঞে পশুহত্যা করা শাস্ত্রসম্মত নহে। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে আপনাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। ইহা দ্বারা কখনই আপনার ধর্ম্মলাভ হইবে না। অতএব যদি আপনি ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে ত্রৈবার্ষিক[2] বীজ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। ঐরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরম ধর্ম্ম ও মহৎ ফল লাভ করা যায়।'

যজ্ঞে পশুবধে বাদানুবাদ—চেদিরাজের অবিচার

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা শতক্রতু মোহবশতঃ তাঁহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন না। তখন তাপসগণ কেহ কেহ স্থাবর[3]-পদার্থ দ্বারা ও কেহ কেহ জঙ্গম[4]-পদার্থ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া ঘোরতর বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত দেবরাজের সহিত চেদিরাজ বসুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানের কিরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। আমরা কেহ কেহ পশু দ্বারা এবং কেহ কেহ বীজ ও ঘৃত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।"

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে চেদিরাজ বসু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! যখন যে বস্তু উপস্থিত হইবে, তখন তদ্দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।"

চেদিরাজ বসু এইরূপ মিথ্যাবাক্য কীর্ত্তন করাতে তাঁহাকে অচিরাৎ রসাতলে গমন করিতে হইল। অতএব সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি যেন বহুদর্শী হইয়াও সহসা সংশয়াত্মক কার্য্যের মীমাংসা না করে। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠাননিরত ও কলুষিতচিত্ত হইয়া অনাস্থাপূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার সমুদয় দানফল বিনষ্ট হইয়া যায়। অধার্ম্মিক হিংসাপরায়ণ দুরাত্মারা দান করিয়া কখনই ইহলোক ও পরলোকে কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে দ্রব্যসমুদয় উপার্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মলাভে সন্দিহান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই ধর্ম্মফলে বঞ্চিত হইতে হয়। কপটব্যবসায়ী পাপপরায়ণ নরাধমেরা কেবল লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচারী ও মোহ-সমন্বিত হইয়া পাপকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাকে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইতে হয়। দুরাত্মারা লোভমোহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত পাপাচরণপূর্ব্বক প্রাণিগণকে উদ্বেজিত করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি মোহাক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মানুসারে অর্থলাভপূর্ব্বক দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে কখনই তাহার ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ ফল, মূল, শাক ও জল দান করিয়াই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন। পণ্ডিতেরা এইরূপ দানকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাযোগ, দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এ সমুদয়ই সনাতন ধর্ম্মের মূল। পূর্ব্বে অসংখ্য মহর্ষি এবং বিশ্বামিত্র, অসিত জনক, কক্ষসেন, আর্ষ্টিসেন ও সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি ভূপালগণ ন্যায়লব্ধ বস্তু-সমুদয় দান ও সত্য ব্যবহার করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই তপস্যার অনুরক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ন্যায়লব্ধ অর্থ

১। যজুর্ব্বেদী পাঠক ২। [illegible] ৩। শস্য। ৪। পশু।

প্রদান করিলে অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

অকিঞ্চন অগস্ত্যের মহাযজ্ঞ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্‌! আপনার মুখে উঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণের বহু-পরিশ্রমলব্ধ শক্তুদান দ্বারা স্বর্গলাভবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনদানই উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের হেতু। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠান অল্প ধনসাধ্য নহে। অতএব কেবল ধর্ম্মলব্ধ ধন দ্বারাই যজ্ঞে অনুষ্ঠান করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভূত অর্থসঞ্চয় না থাকিলেই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা যায় না, ইহা কেবল ভ্রমমাত্র। এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মহাযজ্ঞ-বিষয়ক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলেই তোমার ঐ ভ্রম দূর হইবে।

পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদয় জীবের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়া এক দ্বাদশবার্ষিক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মূলাহারী, ফলাহারী, অশ্মকুট্ট[১], মরীচিপ[২], পরিঘৃষ্টিক[৩], বৈঘসিক[৪] ও অপ্রক্ষাল[৫] প্রভৃতি বিবিধ মহর্ষিগণ হোতৃত্বে বৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুতর সন্ন্যাসী ও যতিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। উঁহারা সকলেই দমগুণসম্পন্ন, হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিত, ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়। ঐ সকল মহাত্মারা ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক শুদ্ধাচারনিরত হইয়া পরম যত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভগবান অগস্ত্যও স্বীয় সাধ্যানুসারে সেই যজ্ঞে উপযুক্ত অন্ন আহরণ করিয়াছিলেন।

১। কাঁকাশেষা শস্যভোজী। ২। মরীচিপায়ী—চন্দ্রকিরণ মাত্র পানে পরিতৃপ্ত। ৩। দাঁতাদি দ্বারা নিস্তুষীকৃত শস্যভোজী—যেমন ঘর্ষণ দ্বারা তিলের খোসা ছাড়াইয়া খাওয়া হয়। টীকাকার মতে পরিপৃষ্টিক, অর্থ—দাতা যাহা দিয়া গ্রহীতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন আপনি মদীয় প্রদেয় যে কোন বস্তুতে সন্তুষ্ট? যে গ্রহীতা তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট। ৪। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে এইরূপ প্রসঙ্গ বলা হইয়াছে বৈঘসিক—বিঘসভোজী অর্থাৎ যজ্ঞে দেবপূজাদির পর দেবতার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদভোজী। বৈঘসিক অর্থ—দাতার সংগ্রহানুসারে গ্রহণ—তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, সামান্য হইলেও তাহার গ্রহণে সন্তুষ্ট। ৫। অসঞ্চয়ী—সমস্ত দ্রব্য দানে ব্যয় করিয়া রিক্তহস্ত।

অগস্ত্যের যজ্ঞে বিঘ্ন—অনাবৃষ্টি

এইরূপে মহর্ষি অগস্ত্যের সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে দেবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ঐ সময় বিষম অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ করিলেন না। তখন একদা তাহার ঋত্বিকগণ আপনাদিগের কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক পরস্পর এই কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষি অগস্ত্য মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞে অন্নদান করিতেছেন, কিন্তু দেবরাজ অদ্যাপি বারিবর্ষণ করিলেন না। তবে কিরূপে অন্ন উৎপন্ন হইবে? বিশেষতঃ এই যজ্ঞ দ্বাদশবর্ষব্যাপী। ইহা সমাপ্ত হইবার এখনও অধিক দিন বিলম্ব আছে। বোধ হয়, দেবরাজ এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, বারিবর্ষণ করিবেন না। অতএব এক্ষণে মহাতপা মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি অনুগ্রহ করা সকলেরই আবশ্যক।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র প্রতাপশালী মহর্ষি অগস্ত্য অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধনগণ! যদি ইন্দ্রদেব নিতান্তই দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি সঙ্কল্প দ্বারা দেবগণ ও ঋষিগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া চিন্তাযজ্ঞের[১], আহৃত দ্রব্যসমুদয় ব্যয় করিবার পরিবর্তে ঐ সমুদয় স্পর্শ করিয়া স্পর্শযজ্ঞের কিংবা ব্যায়ামসাধ্য[২] অন্যবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব; এক্ষণে আমি বহুবৎসরাবধি এই বীজযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব ঐ বীজ দ্বারাই নির্ব্বিঘ্নে এই যজ্ঞ সম্পাদন করিব। দেবরাজ বারিবর্ষণ করুন বা না করুন, কখনই আমার যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যদি দেবরাজ আমার অভ্যর্থনানুসারে বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে জীবন প্রদান করিব। যে যাহা আহার করিয়া থাকে, সে তাহাই আহার করিবে। এক্ষণে ত্রিলোকমধ্যে যে সমুদয় সুবর্ণ ও অন্যান্য ধন বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় অচিরাৎ এই স্থানে সমুপস্থিত হউক। স্বর্গ

১। মানসযজ্ঞের—মানসপূজার মত মনঃকল্পিত উপায়ে দানে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের। ২। পরিশ্রমসাধ্য।

ধর্ম্ম[1] স্বর্গ, অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য স্বর্গবাসিগণ সকলেই এই যজ্ঞস্থলে আগমন করুন।" মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা কহিবামাত্র সেই যজ্ঞভূমিতে প্রভূত ধন ও ধর্ম্মাদি দেবগণের সমাগম হইল।

অগস্ত্য-তপঃপ্রভাবে দেবরাজের বারিবর্ষণ

তখন ঋষিগণ মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবলদর্শনে যুগপৎ হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! আপনার প্রভাবদর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমরা আপনার সঞ্চিত তপোবল বিনাশ করিতে বাসনা করি না। যথার্থ ন্যায়পথে যে সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, আমরা সেই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ন্যায়পথে জীবিকা উপার্জ্জনপূর্ব্বক যজ্ঞ হোম ও অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই আমাদের অভিপ্রেত। আমাদের মতে ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাই শ্রেয়ঃ। আমরাও ন্যায়ানুসারে যথাকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি এবং ন্যায়ানুসারেই তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছি। হিংসাপরিশূন্য বুদ্ধিই আপনার মতে প্রশংসনীয়। অতএব আপনি যজ্ঞস্থলে অহিংসাসহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই আমরা আপনার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইব। আপনার এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে আমরা কখনই এ স্থান হইতে গমন করিব না। এই যজ্ঞসমাপ্তির পর আপনি আমাদিগকে অনুমতি করিলেই আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিব।’

যুধিষ্ঠির যজ্ঞে প্রকটিত নকুলের পরিচয়

তপোধনগণ এই কথা কহিলে দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্যের তপোবলদর্শনে চমৎকৃত হইয়া অচিরাৎ বারিবর্ষণপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে অগ্রে লইয়া সেই মহর্ষির নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ঐ দিবস অবধি অগস্ত্যের যজ্ঞসমাপ্তি পর্য্যন্ত যথাসময়ে ভূমণ্ডলে বারিবর্ষণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি অগস্ত্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া মুনিগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধাবসানে যে সুবর্ণশিরাঃ[1] নকুল যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মনুষ্যবাক্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল, সে কে? উহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি সেই নকুলের বিষয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেন নাই; এই নিমিত্ত আমিও উহা কীর্ত্তন করি নাই। এক্ষণে ঐ নকুল কে এবং কি নিমিত্ত মনুষ্যের ন্যায় উহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত, তাহা আপনার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে মহাত্মা জমদগ্নি শ্রাদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বয়ং হোমধেনু দোহনপূর্ব্বক তাহার দুগ্ধ এক পবিত্র নূতন ভাণ্ডে রাখিয়াছিলেন। ঐ সময় ধর্ম্ম তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রোধরূপী হইয়া সেই দুগ্ধভাণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি এই মহর্ষির অনিষ্টাচরণ করিলে ইনি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা আমাকে জ্ঞাত হইতে হইবে। তিনি মনে মনে এইরূপ অনুধ্যানপূর্ব্বক সেই দুগ্ধ পান করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। কিন্তু মহাত্মা জমদগ্নি তাঁহাকে ক্রোধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন সেই ক্রোধরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! যখন আজ আপনি আমাকে পরাজিত করিলেন, তখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, লোকে ভৃগুবংশীয়দিগকে যে অতিশয় ক্রোধশীল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। আপনার তুল্য তপস্যানিরত ও ক্ষমাশীল আর কেহই নাই। এক্ষণে আমি আপনার একান্ত বশীভূত হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনার তপস্যার বিষয় চিন্তা করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।"

তখন মহাত্মা জমদগ্নি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে ক্রোধ! তুমি আমাকে পরীক্ষা করিলে, এক্ষণে যথাস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। আমিও তোমার

১। স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

১। সুবর্ণময় মস্তকযুক্ত।

এত কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এই দুগ্ধ নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম; অতএব তুমি ত্বরায় গমন করিয়া তাহাদিগকে প্রসন্ন কর।"

জমদগ্নি এই কথা কহিবামাত্র ক্রোধরূপী ধর্ম্ম নিতান্ত ভীত হইয়া তথায় অন্তর্হিত ও অচিরাৎ পিতৃগণের শাপপ্রভাবে নকুলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি শাপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলে তাঁহারা কহিলেন, "তুমি ধর্ম্মের নিন্দা কর, তাহা হইলেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।" পিতৃগণ এই কথা কহিবামাত্র সেই নকুল ধর্ম্মারণ্য ও অন্যান্য যজ্ঞীয় প্রদেশসমূহে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞাদি কার্য্যের নিন্দা করিতে লাগিল; পরিশেষে সে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া, "এ যজ্ঞ পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের শক্তুদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে" বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, সুতরাং তাঁহাকে নিন্দা করিবামাত্র উহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে।

অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত ॥

আশ্বমেধিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

আশ্রমবাসিকপর্ব্বাধ্যায়—যুধিষ্ঠির-রাজ্যপালন

[illegible]রায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] আমার পূর্ব্ব-পিতামহ মহাত্মা [illegible] [illegible] [illegible] কত দিন [illegible] [illegible] [illegible] ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] এবং যশস্বিনী [illegible] [illegible] [illegible] আশ্রয়বিহীন [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible]

বৈশম্পায়ন [illegible] [illegible] শত্রুসমূদ-[illegible] [illegible] [illegible] রাজ্য [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাঁহাদের রাজ্য [illegible] হয়। ঐ সময় বিদুর, সঞ্জয় [illegible] [illegible] যুযুৎসু, ইঁহারা সর্ব্বদা অন্ধরাজের সমীপে সমুপস্থিত থাকিতেন। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা ও [illegible] করিতেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী [illegible] গুরুপত্নীর ন্যায় গান্ধারীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ স্বীয় শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের ন্যায় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রে প্রীতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতিযুক্ত [illegible] শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র, আভরণ ও রাজোচিত বিবিধ [illegible] ভোজ্য দ্রব্য [illegible] ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শ্যালক মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য [illegible] ভগবান্‌ বেদব্যাস [illegible] অন্ধরাজের নিকট সমুপস্থিত থাকিতেন। বেদব্যাসের সহিত তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible], পিতৃলোক ও [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপদেশানুসারে ধর্ম্ম ও ব্যবহার [illegible] [illegible] সন্দর্শন করিতেন। [illegible] [illegible] [illegible] ভাবে অতি সামান্য [illegible] [illegible] [illegible] নিকট হইতে [illegible] [illegible] [illegible] হইত। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] মান্য এবং যথার্হ [illegible] [illegible] ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির [illegible] [illegible] [illegible] করিতেন না। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] উপভোগ্য বস্তু দান [illegible] [illegible] সময় নানাবিধ [illegible] [illegible] [illegible] পাককার্য্যে [illegible] থাকত [illegible] [illegible] বিবিধ [illegible] আহরণ [illegible] [illegible] [illegible] করিতেন; মৈরেয়[illegible], মৎস্য, [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষ্যদ্রব্য [illegible] [illegible] [illegible] প্রস্তুত হইত এবং যে সমুদয় [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] তথায় উপস্থিত হইত। [illegible] [illegible] পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার [illegible] [illegible] কুন্তী, দ্রৌপদী, [illegible] [illegible] [illegible], ধৃষ্টকেতুর ভগিনী, জরাসন্ধের [illegible] ও অন্যান্য [illegible] কামিনীগণ [illegible] [illegible] সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। [illegible] যুধিষ্ঠির [illegible] ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবর্জ্জিত [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible]

১। যজ্ঞহীন। ২। ছড়িশ। ৩। অযাচ্য। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৩। বারাবার—অপারি। ৪। [illegible] [illegible] [illegible] ৫। মদ।

কিছুমাত্র দুঃখভোগ করিতে না হয়, তোমরা তাহাই করিবে" এই বলিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহারাও তাঁহার আদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সর্ব্বদা সবিশেষ যত্ন করিতেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতিনিবন্ধন যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, বৃকোদরের হৃদয় হইতে তখনও তাহা অপনীত হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার সুখসাধনবিষয়ে তত যত্নবান্ হইতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির সেবায় ধৃতরাষ্ট্রের তুষ্টিসাধন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্তু-সমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সরলস্বভাব মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সেই সমুদয় বস্তু প্রদানপূর্ব্বক প্রীতমনে অমাত্য ও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "অন্ধরাজ আমার ও তোমাদিগের পরম পূজনীয়। অতএব যিনি উঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন তিনি আমার সুহৃদ, আর যিনি উঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার শত্রুস্বরূপ হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে উনি স্বীয় পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইচ্ছানুসারে ধনদান করুন।"

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা সকলেই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ ধনদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বৃদ্ধ অন্ধরাজকে আমাদিগের নিমিত্তই পুত্রপৌত্রশোকে অভিভূত হইতে হইয়াছে। অতএব যাহাতে ইনি সেই শোকনিবন্ধন কালবলে নিপাতিত না হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইঁহার পুত্রগণ জীবিত থাকিতে ইনি যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ সুখভোগে কালহরণ করুন।

পাণ্ডবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিনীত, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও ভক্তিমান দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। ঐ সময় মহানুভবা গান্ধারী পিতৃলোকপ্রাপ্ত পুত্রগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ ধনদান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিনিয়ত অন্ধরাজের যথাযোগ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কোন বিষয়ে পাণ্ডবগণের দোষ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাদের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারীও পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন না। অন্ধরাজ ও গান্ধারী তাঁহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদয় কঠিন হউক বা সহজ হউক তিনি তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্ধরাজ ধর্ম্মরাজের এইরূপ সদাচারে পরম প্রীত হইয়া মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে স্মরণপূর্ব্বক যার পর নাই অনুতাপযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান ও জপ সমাপন করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামে অপরাজয় ও ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের আয়ুর্বৃদ্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রীতিলাভ হইল, পূর্ব্বে তিনি স্বীয় পুত্রগণ হইতেও সেরূপ প্রীতিলাভে সমর্থ হয়েন নাই।

এ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রীত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারের বিষয় একবার স্মরণও না করিয়া অন্ধরাজের আজ্ঞানুসারে সমুদয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। এ সময় যে ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, যুধিষ্ঠির তাহার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজের ভয়ে কেহই তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের বা দুর্য্যোধনের দোষকীর্ত্তনে সমর্থ হইত না। মহাত্মা বিদুর ও গান্ধারী ধর্ম্মরাজের সৌজন্যদর্শনে তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু ভীমসেনের

প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হইল না। ভীমসেন অন্ধরাজকে দর্শন করিবামাত্র মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইতেন; কেবল যুধিষ্ঠির উঁহার পরিচর্য্যা করিতেন বলিয়াই নিতান্ত অপ্রীতচিত্তে[১] তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভীমের ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক শোক

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনপিতা ধৃতরাষ্ট্র এই উভয়ের প্রণয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সতত সাবধানে অন্ধরাজের পরিচর্য্যা করিতেন। কেবল মহাবীর বৃকোদর তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র যখন স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিতেন, তখনই তিনি মনোমধ্যে বৃকোদরকে চিন্তা করিয়া যার পর নাই কষ্ট পাইতেন। মহাবীর বৃকোদরও ধৃতরাষ্ট্রের নামগন্ধ হইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। তিনি গোপনে গোপনে অন্ধরাজের অপ্রিয়কার্য্য সাধন এবং কপট পুরুষ দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্মন্ত্রণা ও দুর্ব্ব্যবহারনিবন্ধন যে তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কোনক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে একদা মহাবাহু ভীমসেন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণকে স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনতিদূরে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদীর অজ্ঞাতসারে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে বাহুবাস্ফোটন[২] করিতে করিতে কহিলেন, "হে বন্ধুগণ! আমি এই পরিঘাকার বাহুযুগলপ্রভাবে নানাশস্ত্রপারদর্শী ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে নিহত করিয়াছি; আমার এই চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয়-প্রভাবেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শমন সদনে গমন করিয়াছে।"

মহাবীর ভীমসেন এইরূপ বিবিধ পরুষবাক্য[৩] প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধিমতী গান্ধারী সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না; কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র ভীমের সেই ভীষণ বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইলেন। তখন তিনি অবিলম্বে স্বীয় সুহৃদগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বাষ্পাকুলনয়নে[১] তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বান্ধবগণ! যেরূপে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের অবিদিত নাই। আমিই ঐ ঘোরতর অনর্থের মূল। কৌরবগণ আমার পরামর্শানুসারেই সংগ্রামে সম্মত হইয়াছিল। আমি যে জ্ঞাতিগণের ভয়াবহ[২] দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, মহাত্মা বাসুদেব ঐ দুরাত্মাকে উহার অমাত্যগণের সহিত নিহত করিতে উপদেশ প্রদান করিলে যে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করি নাই—বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভগবান বেদব্যাস, সঞ্জয় ও গান্ধারী আমাকে বারংবার হিতোপদেশ প্রদান করিলেও যে আমি পুত্রস্নেহে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহাদের বাক্যে সম্মত হই নাই এবং মহামতি বাসুদেবের পরামর্শানুসারে যে গুণশালী মহাত্মা পাণ্ডুতনয়গণকে তাহাদের পিতৃপরম্পরাগত রাজ্য প্রদান করি নাই, সেই সমুদয় এক্ষণে সহস্র সহস্র শল্যস্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে।

এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পর অবধি আমি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন আমি কোন দিন দিবার চতুর্থভাগে, কোন দিন বা অষ্টমভাগে ক্ষুধা নিবারণার্থ যৎকিঞ্চিন্মাত্র আহার করিয়া থাকি। গান্ধারী ভিন্ন আর কেহই উহা অবগত নহে। আমার এইরূপ নিয়ম যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অনুতাপ করিবেন বলিয়া আমি কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করি না। প্রতিদিন অজিন[৩] ধারণপূর্ব্বক ভূতলে কুশোপরি শয়ান হইয়া এইরূপ জপানুষ্ঠান করিয়া থাকি। যশস্বিনী গান্ধারীও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার সমরবিশারদ শতপুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কারণ, তাহারা ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে নিহত হইয়া অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।"

যুধিষ্ঠির-সমীপে ধৃতরাষ্ট্রের স্বীয় দুঃখজ্ঞাপন

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস

১। অপ্রসন্নচিত্তে। ২। আস্ফালন। ৩। নিষ্ঠুর-কর্কশবাক্য।

১। অশ্রুযুক্ত নেত্র। ২। জ্ঞাতিগণের ভয়জনক। ৩। মৃগচর্ম।

কুন্তীনন্দন! তোমার মঙ্গললাভ হউক। আমি তোমা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার প্রভূত মহামূল্য বস্তুসমুদয় দান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি। পুত্রবিহীনা গান্ধারী ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তোমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। যে সকল দুরাত্মা তোমার ঐশ্বর্য্য অপহরণ ও দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সকলেই সমরে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তাহাদিগের হিতার্থ আমার কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল আমার আপনার ও গান্ধারীর পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি ধার্ম্মিক দলের অগ্রগণ্য, রাজা ও জীবগণের পরম গুরু, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি আমাকে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে অনুমতি কর। আমি সুবলনন্দিনীর সহিত বল্কল পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে অবস্থান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব। শেষাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করাই আমাদিগের কুলোচিত কার্য্য। আমি তথায় বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া পত্নীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিব। তাহা হইলে তুমিও সেই তপস্যার ফলভাগী হইবে; কারণ, রাজ্যমধ্যে যে সমুদয় শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, রাজা অবশ্যই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন।'

যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র-সান্ত্বনা

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তাত! আপনি দুঃখিতচিত্তে কালহরণ করিলে, রাজ্য আমার কখনই প্রীতিকর হইবে না। হায়! আপনি এত দিন আহার পরিত্যাগ ও ভূতলে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, তাহা আমি বা আমার ভ্রাতৃগণ কেহই জানিতে পারি নাই। আমাকে ধিক! আমার তুল্য দুর্ব্বুদ্ধি রাজ্যলুব্ধ নরাধম আর কেহই নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিতেছেন বলিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে আমার বঞ্চনা করিয়া অনাহারে কালাতিপাত করিয়াছেন। আপনি দুঃখভোগ করিলে, আমার রাজ্য, ভোগ্যবস্তু, যজ্ঞ ও সুখে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার রাজ্য ও আত্মাকে নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হইতেছে। আপনি আমাদিগের পিতা, মাতা ও পরম গুরু; অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা কোথায় অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি আপনার ঔরসপুত্র যুযুৎসুকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে যুবরাজ করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করুন, আমি অরণ্যে গমন করি [illegible] বিলক্ষণ দগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে পুনরায় দগ্ধ করিবেন না। এই রাজ্যে [illegible] আপনার [illegible] প্রদান করিব?

আমি দুর্য্যোধনের [illegible] স্মরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই; [illegible] ভবিতব্যতা- [illegible] বশীভূত হইয়া কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছে। দুর্য্যোধন যেমন আপনার পুত্র ছিল আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ জ্ঞান করিবেন। জননী কুন্তী ও গান্ধারীতে আমার কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান নাই, অতএব যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার অনুগমন করিব। আপনি বনগমন করিলে, এই [illegible] সমস্ত পৃথিবী কখনই আমার প্রীতিকর হইবে না। অতএব আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই রাজ্যস্থ সমুদয় পদার্থে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আমরাও আপনার একান্ত বশবর্ত্তী; অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষাদ পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শুশ্রূষা করিয়া মনের সন্তাপ নিবারণ করিব।"

বানপ্রস্থধর্ম্মে ধৃতরাষ্ট্রের বাসনা

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় অরণ্যবাস আশ্রয় করা আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম। আমি [illegible]

১। [illegible] ২। [illegible]

রাজ্যমধ্যে বাস করিয়াছি এবং তুমিও আমার যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছ। এক্ষণে আমাকে অরণ্যগমনে আদেশ কর।”

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া মহাত্মা সঞ্জয় ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে বীরদ্বয়! এক্ষণে তোমরা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা কর। আমি স্বয়ং আর বাক্য চালনা করিতে পারি না। বার্দ্ধক্য ও বহুক্ষণ বাক্যব্যয় নিবন্ধন আমার মন অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে।” অন্ধরাজ এই বলিয়া গান্ধারীকে অবলম্বনপূর্ব্বক সহসা মৃত ব্যক্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য—বনবাসে অভিলাষ

তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে অকস্মাৎ মৃতকল্প দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হায়! যে মহাত্মা এক লক্ষ হস্তীর বল ধারণ করিতেন, যাঁহার বাহুবলে ভীমের লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ তিনি অবলাকে ধারণপূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিলেন। আমার তুল্য অধার্ম্মিক ও নরাধম আর কেহই নাই। আমাকে ও আমার শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্! আজ আমার নিমিত্তই ইঁহাকে এতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। আজ যদি ইনি এবং জননী গান্ধারী ভোজন না করেন, তাহা হইলে আমিও অনাহারে কালহরণ করিব।” এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সলিলসিক্ত হস্ত দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থল মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই রত্ন ও ঔষধিযুক্ত সুগন্ধময় পবিত্র করস্পর্শ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! তুমি পুনর্ব্বার হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ ও আমাকে আলিঙ্গন কর। তোমার করস্পর্শ দ্বারা আমার জীবনলাভ হইল। আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ ও তোমাকে আলিঙ্গন করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি। আজ আমি দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিব, স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়াতেও তোমাকে বহুক্ষণ বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করাতে আমার শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার অমৃতরসাভিষিক্ত করস্পর্শ দ্বারাই আমার চৈতন্যলাভ হইয়াছে।”

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সৌহার্দ্দনিবন্ধন কর দ্বারা তাঁহার সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তখন অন্ধরাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহারা নিতান্ত শোকাবেগনিবন্ধন যুধিষ্ঠিরকে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তখন পতিপরায়ণা গান্ধারী অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং সমুদয় কৌরবরমণী কুন্তীর সহিত সমবেত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে ধৃতরাষ্ট্রের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন।

বনবাস-সঙ্কল্পত্যাগে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ

অনন্তর অন্ধরাজ পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস! তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমি ভূয়োভূয়ঃ তোমার নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। বারংবার বাক্যব্যয় করিলে আমার মন নিতান্ত অবসন্ন হয়; অতএব আর তুমি আমাকে কষ্ট প্রদান করিও না।”

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে তত্রত্য যোধগণ তাঁহাকে বিবর্ণ, উপবাস-পরিশ্রান্ত ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাশ্রু সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, “পিতঃ! আমি আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যেরূপ উল্লাসিত হই, রাজ্যভোগ ও জীবন রক্ষা করিতে সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আপনি আমাকে প্রিয় জ্ঞান করেন, তাহা হইলে, এক্ষণে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করুন। পরে আমি আপনার বনগমনবিষয়ে বিবেচনা করিব।” ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! আজ আমি তোমার অনুরোধে অবশ্যই পুরমধ্যে ভোজন করিব।”

চতুর্থ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের বনবাসে ব্যাসের অনুমোদন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহামতি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিতেছেন, তুমি অবিচারিত চিত্তে তাহাতে সম্মত হও। ধৃতরাষ্ট্র একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে, ইনি রাজ্যমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কখনই কষ্টভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। যশস্বিনী গান্ধারীও কেবল ধৈর্য্যবশতঃ পুত্রশোক সহ্য করিতেছেন। অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি উঁহাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান কর। উঁহারা কেন বৃথা রাজধানীতে প্রাণত্যাগ করিবেন? অচিরাৎ বনগমন করিয়া পুরাতন রাজাদিগের তুল্য-গতি লাভ করুন। চরমে বনগমন করাই রাজর্ষিদিগের প্রধান ধর্ম্ম।"

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও কুলগুরু। আপনি আমার পিতা ও আমি আপনার পুত্রস্বরূপ। ধর্ম্মানুসারে পুত্র পিতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহার আর সংশয় কি?"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভগবান বেদব্যাস পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! নরপতি ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব আমি ইঁহাকে বনগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। তুমি ঐ বিষয়ে সম্মত হও। ইনি এক্ষণে বনে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করুন। তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যুদ্ধে বা বনমধ্যে বিধিপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা ভূপতিদিগের পরম ধর্ম্ম। তোমার পিতা পাণ্ডু প্রতিনিয়ত পিতার ন্যায় ইঁহার সেবা করিয়াছেন। সেই মহাত্মা যে সময় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেন, সেই সময়ে এই অন্ধরাজ রত্নপর্ব্বত-পরিশোভিত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উৎকৃষ্টরূপে প্রজাপালন ও গোসমুদয়ের বন্ধনমোচন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে তুমি বনগমন করিলে পর ইনি ত্রয়োদশ বৎসর পুত্রপরিরক্ষিত রাজ্যভোগ ও বিবিধ ধনরাশি প্রদান করিয়াছেন। তুমিও এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর ভৃত্যগণের সহিত ইঁহার ও গান্ধারীর যথোচিত সেবা করিবে। এক্ষণে ইঁহার তপোনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি ইঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এখন তোমাদিগের প্রতি উঁহার অণুমাত্র ক্রোধ নাই।"

মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপে বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন-বিষয়ে অনুমতি করিতে অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মরাজ অগত্যা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্মত দেখিয়া অচিরাৎ স্বস্থানে গমন করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "তাত! আপনার যাহা অভিমত এবং ভগবান্ বেদব্যাস, মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। ইঁহারা সকলেই আমার মান্য ও কুরুকুলের হিতৈষী। এক্ষণে আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রথমতঃ আহার করুন; পশ্চাৎ অরণ্যাশ্রমে গমন করিবেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

বনবাসোদ্যত ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যপালনোপদেশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহামতি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত জীর্ণ গজপতির ন্যায় অতিকষ্টে মন্দগমনে আপনার আবাসাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বিদুর, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাহ্নকৃত্য-সমুদয় সমাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারীও কুন্তী ও অন্যান্য বধূগণ কর্ত্তৃক অর্চিত হইয়া আহার করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগের আহার

সমাপন হইলে পাণ্ডবগণ ও বিদুরাদি মহাত্মারা আহার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, "বৎস। তুমি এই অষ্টাঙ্গসংযুক্ত[১] রাজ্যে সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মানুসারে যেরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা বিদ্যা-বৃদ্ধদিগকে[২] উপাসনা, তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণ ও সেই বাক্যানুসারে অবিচারিত চিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ সমস্ত জ্ঞানবান্ লোকের সম্মাননা ও কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহারা সম্মানিত হইলে অবশ্যই তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবেন।

তুমি[৩] অশ্বসমুদয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিবে[৪]; তাহা হইলে উহারা যত্ন-পরিরক্ষিত ধনরাশির ন্যায় উত্তরকালে অবশ্যই হিতকর হইয়া উঠিবে। যে মন্ত্রিগণ ছলপরিশূন্য ও দমগুণসম্পন্ন এবং যাঁহারা পিতা ও পিতামহের সময় অবধি কার্য্য সন্দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সমুদয় কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় অধিকারস্থ পরীক্ষিত চর দ্বারা শত্রুর অজ্ঞাত-সারে সতত তাহার সমাচার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তুমি যে পুরমধ্যে বাস করিবে, তাহার প্রাচীর ও তোরণ সুদৃঢ় হওয়া এবং উহার মধ্যে ছয় প্রকোষ্ঠ, বিবিধ অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গ থাকা উচিত। ঐ পুর সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহার দ্বারসকল বৃহৎ, যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও সুরক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

যে সকল ব্যক্তিদিগের কুলশীল বিশেষরূপে অবগত হইবে তাঁহাদিগের দ্বারাই কার্য্যসাধন করাইবে। আহার বিহার, মাল্যপরিধান, শয়ন ও আসনে উপবেশনসময়ে সাবধানে আত্মরক্ষা করিবে। সৎকুলসম্ভূত সুশীল বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যেন তোমার অন্তঃপুরিকাগণকে[৫] সাবধানে রক্ষা করেন। কুল, শীল ও বিদ্যাসম্পন্ন, বিনীত, সরলস্বভাব, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। এই সকল ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত মন্ত্রণা করা বিধেয় নহে। মন্ত্রণাকালেও হয় সকলের সহিত, নচেৎ কোন কার্য্যব্যপদেশে অভিলষিত ব্যক্তিদিগকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবে। মন্ত্রণাগৃহ নিভৃত[১] হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বন ও অনাবৃত স্থান মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ দুই স্থানে মন্ত্রণা করা কদাপি বিধেয় নহে। বানর, পক্ষী, জড় ও পঙ্গু ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রণাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রভেদ হইলে নরপতিদিগের যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা নিতান্ত সুকঠিন। মন্ত্রভেদ হইলে যে যে দোষ এবং মন্ত্রভেদ না হইলে যে যে শুভফল হয়, তৎসমুদয় তুমি মন্ত্রীদিগের নিকট সতত কীর্ত্তন করিবে।

পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের দোষগুণ অবগত হইবার চেষ্টা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তুষ্টচিত্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে বিচারাসনে নিযুক্ত করিয়া যাহাতে তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করেন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ থাকিবে এবং তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ড করিলেন কি না, চর দ্বারা তাহার তথ্যানুসন্ধান করিবে। যাহারা উৎকোচ[২]-জীবী, পরদারাপহারী, উগ্রদণ্ডকর্ত্তা[৩], মিথ্যাবাদী, অন্যের অনিষ্টকারী, লুব্ধস্বভাব, পরধনাপহর্ত্তা[৪], অসৎকর্ম্মানুষ্ঠাননিরত, সভাভঙ্গকারী ও বর্ণদূষক[৫] দেশকাল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের কখন সুবর্ণ দণ্ড কখন বা প্রাণদণ্ডের আদেশ করা বিধেয়।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ ব্যায়াম কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধারণ এবং তৎপরে অলঙ্কারধারণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের যথোযোগ্য অর্থদানপূর্ব্বক সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালই দূত ও চরদিগের কার্য্যসন্দর্শনের উপযুক্ত সময়। নিশাশেষে নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ণয় এবং মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্নসময়ে স্বয়ং বিচরণপূর্ব্বক প্রজাদিগের কার্য্য দর্শন করা

১। স্বামী, অমাত্য সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সৈন্য, পৌরবর্গ। ২। জ্ঞানে প্রবীণগণকে। ৩—৪। রজ্জুর আকর্ষণ কৌশলে অশ্বগণকে যেমন উত্তম পথে চালিত করা হয়, তদ্রূপ তুমি জ্ঞান প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণকে সৎপথে চালিত করিবে। ৫। অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণকে।

১। নির্জ্জন। ২। ঘুষ। ৩। অত্যধিক দণ্ডদাতা। ৪। পরধন অপহরণকারী। ৫। জাতিনাশকারী।

বিধেয়। তুমি সকল সময়েই কার্য্যের উপায়চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে, আবার উপযুক্ত সময়ে অলঙ্কৃত হইয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিবে। কার্য্যসমুদয় চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তুমি ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদা কোষ[১] পরিবর্দ্ধনে যত্নবান্ হইবে। কোষপরিবর্দ্ধনবিষয়ে ঔদাসীন্য বা অন্যায় ব্যবহার দ্বারা কোষবর্দ্ধন কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চর দ্বারা ছিদ্রান্বেষণতৎপর শত্রুগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূর হইতেই আত্মীয়পুরুষ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশসাধন করা কর্ত্তব্য। ভৃত্যপদাভিলাষী[২] ব্যক্তিদিগের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে অভিলষিত পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আশ্রিত ব্যক্তিগণ কোন কার্য্যে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হউক বা না হউক, তাহাদের দ্বারা কার্য্যসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অধ্যবসায়সম্পন্ন, পরাক্রমশালী, কষ্টসহ[৩], হিতাভিলাষী ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা উচিত। জনপদবাসী, শিল্পী প্রভৃতি লোকসমুদয় গো, গর্দ্দভাদির ন্যায় কেবল আহারমাত্র গ্রহণ করিয়া, যাহাতে তোমার কার্য্যসাধন করে, তুমি তদ্বিষয়ে নিয়ত যত্নবান্ হইবে। সর্ব্বদা কি আপনার, কি শত্রুর উভয়েরই রন্ধ্র[৪] অন্বেষণ করিবে। স্ব স্ব ব্যবসায়ে সুনিপুণ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে বিহারযাত্রাদির উপলক্ষে উৎসাহ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গুণী ব্যক্তিদিগের গুণ যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয় ও যাহাতে তাঁহারা গুণ হইতে বিচলিত না হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র-আদিষ্ট—বিবিধ রাজনীতি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বৎস! তুমি সতত আপনার, শত্রুদিগের, উদাসীনগণের এবং আপনার ও শত্রুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-সমুদয়ের মণ্ডল-সমুদয় পরিজ্ঞাত হইবে। শত্রু, শত্রুমিত্র[৫], শত্রুর পরাজয়ার্থী, শত্রুমিত্রের পরাজয়ার্থী, ছয় প্রকার আততায়ী[৬] এবং মিত্র ও মিত্রের মিত্র এই দ্বাদশবিধ লোকের বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ সুযোগ পাইলে অমাত্য, জনপদ, দুর্গ ও বলসমুদয় অনায়াসে ভেদ করিতে পারে; অতএব যাহাতে তাহারা ঐ কার্য্যে সমর্থ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবিধ লোকও মন্ত্রীদিগের আয়ত্ত। কৃষ্যাদি ষষ্টি প্রকার গুণকে নীতিবিশারদ আচার্য্যগণ মণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ ঐ মণ্ডলের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে রাজ্যরক্ষার ছয়প্রকার উপায় যথাস্থানে যথানিয়মে প্রয়োগ করিতে পারেন।

স্ব স্ব ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন স্বপক্ষ বলবান্ ও শত্রুপক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন নরপতি শত্রুদিগকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ বলবান্ ও স্বীয় পক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা দ্রব্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখা ভূপালদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যখন রাজা যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তখন তিনি বিপক্ষদিগকে অল্পশস্যোৎপাদক ভূমি, পিত্তলাদি ধাতু ও ক্ষীণবল মিত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন; কিন্তু অন্যে যখন তাহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইবে, তখন তিনি উহার নিকট বহুশস্যোৎপাদক ভূমি, সুবর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু ও বলবান্ মিত্রসমুদয় গ্রহণে যত্নবান্ হইবেন। সন্ধি করা আবশ্যক হইলে ভূপতি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশ্বাসার্থ তাহার পুত্রকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া রক্ষা করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া রাজার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি বিবিধ যুক্তি ও উপায় দ্বারা বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিবেন।

দীন, দরিদ্র ও অনাথদিগের প্রতি দয়া করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। যে রাজা স্বয়ং রাজ্যরক্ষা করিতে বাসনা করেন, তিনি শত্রুদিগকে ক্রমে ক্রমে বা এককালে স্তম্ভন[১], বিনাশ ও তাহাদের কোষভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যে রাজার উন্নতিলাভের বাসনা থাকে, অধীনস্থ রাজাদিগের হিংসা করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

১। ধন। ২। ভৃত্যের পদপ্রার্থী। ৩। ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ। ৪। ছিদ্র—ত্রুটি। ৫। শত্রুর মিত্র। ৬। গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ ও বিষপ্রয়োগে বধ প্রভৃতি গুরুতর পাপকারী।

১। নিষ্ক্রিয়—হস্তপদাদির গতিশক্তিহীন।

না হইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক তাহার আত্মীয়ভেদ করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সাধুদিগের প্রতি দয়া ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করা ভূপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক। বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বলদিগের প্রতি কদাচ অত্যাচার করিবেন না। যদি কোন পরাক্রান্ত রাজা দুর্ব্বল রাজাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে দুর্ব্বল ভূপতি প্রথমে মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া বেতসের ন্যায় নম্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক সামাদি[১] উপায়[২] দ্বারা এবং পরিশেষে কোষ, পৌরজন ও অন্যান্য প্রিয়বস্তুদান দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি ঐ সমুদয় উপায় দ্বারাও তাহার কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অগত্যা স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

সপ্তম অধ্যায়

যুদ্ধাদি রাজনীতি

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "সন্ধিবিগ্রহের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবল প্রতিযোগীর[৩] সহিত সন্ধিস্থাপন ও দুর্ব্বল প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। স্থিরচিত্তে আপনার বলাবল বিচার করিয়া পরিশেষে যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য। যদি শত্রু পরাক্রান্ত এবং তাহার সৈন্যসমুদয় বলবান্ ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ নরপতি তাহাকে আক্রমণ না করিয়া তাহার পরাজয়ের উপায় চিন্তা করিবেন। কিন্তু শত্রু যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ তাহার অভিমুখীন হইয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে শত্রুগণ বিপন্ন, ভেদযুক্ত, নিপীড়িত ও ভীত হয়, সতত তাহার উপায় চিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিশারদ ভূপতি আপনার ও শত্রুবর্গের উৎসাহ, প্রভুত্ব ও মন্ত্রণা, এই ত্রিবিধ শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যদি আপনাকে অরাতি[৪]গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল[১] সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মিত্রবল অপেক্ষা ধনবল শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেণীবল ভৃত্যবল ও আচারবল[২] এ তিন বলই পরস্পর সমান।

রাজাদিগকে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয়। ঐ সকল বিপদে উপেক্ষা না করিয়া সামাদি উপায় দ্বারা ঐ সমুদয় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ভূপতি দেশ, কাল এবং আপনার গুণ ও বল সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যে রাজা স্বয়ং উন্নতিশালী ও পরাক্রান্ত এবং যাঁহার সৈন্যসমুদয় হৃষ্টপুষ্ট, তিনি অকালেও যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন। পরাক্রান্ত ভূপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও শরপূর্ণ তূণীরসম্পন্ন বীরগণকে সন্নিবেশিত করিয়া যুক্তিসহকারে শুক্রাচার্য্যের বিহিত নীতিশাস্ত্রানুরূপ শকট, বজ্র বা পদ্মব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। আপনার অধিকারমধ্যেই হউক বা অন্যের অধিকার মধ্যেই হউক, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নরপতি চর দ্বারা শত্রুদিগের ও স্বয়ং আপনার সৈন্য পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বলবান্ ব্যক্তিদিগকে সংগ্রামমুখে প্রেরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্রে আপনার বলাবল পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ সন্ধি সংস্থাপন বা যুদ্ধযাত্রা করাই শ্রেয়ঃ। যে কোনরূপে হউক, আপনার প্রাণরক্ষা ও উভয় লোকের মঙ্গলচিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ভূপতি এই সমুদয় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের হিতসাধন কর, নিশ্চয়ই ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা ভীষ্ম, বিদুর ও বাসুদেব তোমাকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও প্রীতিপূর্ব্বক তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম। সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপতির যেরূপ

১—২। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড। ৩। প্রতিদ্বন্দ্বী। ৪। শত্রু।

১। সাধারণ নাগরিক। ২। চারবল—চরবল।

ফললাভ হয়, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেই তাহার সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।"

অষ্টম অধ্যায়

বনগমনাভিলাষী ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাসম্ভাষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "তাত! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি পুনরায় আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন। পিতামহ ভীষ্ম স্বর্গগমন করিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব এ স্থানে উপস্থিত নাই এবং মহামতি বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনার সহিত বনে গমন করিবেন। সুতরাং আপনার বনগমনের পর আর কে আমাকে উপদেশ প্রদান করিবে? আপনি আমার হিতৈষী হইয়া আজ আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি অবশ্যই তদনুসারে কার্য্য করিব। আপনি সুখী হউন।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব তুমি নিবৃত্ত হও। আর আমি বাক্যব্যয় করিতে পারি না।" অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীর ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী দেবী গান্ধারী সেই প্রজাপতিতুল্য ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনাকে বনগমনে আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি কোন্ দিন বনে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "গান্ধারি! আমি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছি; মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও আমার বনগমন বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি প্রজাগণকে এই স্থানে আনয়ন করাইয়া দ্যূতক্রীড়ানিরত মৃত পুত্রাদিগের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ ধনদান করিয়া অচিরাৎ অরণ্যে গমন করিব।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তাঁহার আদেশানুসারে কুরুজাঙ্গলস্থ প্রজাসমুদয়কে আহ্বান করিলেন। তখন কুরুজাঙ্গলবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহাহ্লাদিত হইয়া রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। উঁহারা সমাগত হইলে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সেই সমুদয় প্রজা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সমবেত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহামান্য ব্যক্তিগণ! আপনারা চিরকাল কৌরবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। আপনাদিগের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। আপনারা কৌরবদিগের পরম হিতৈষী; কৌরবগণও সতত আপনাদের হিতসাধনে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদিগকে অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হইতে হইবে।

আমি মহর্ষি বেদব্যাস ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আমাদিগের সহিত আপনাদিগের যেরূপ চিরসৌহার্দ্দ আছে, বোধ হয় অন্যদেশস্থ নরপতিদিগের সহিত সেরূপ নাই। এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই একে বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে আবার আমাদের পুত্র সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে; বিশেষতঃ আমরা অনেক দিন উপবাস করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়াছি, সুতরাং এ সময়ে বনগমন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমার যথেষ্ট সুখভোগ হইয়াছে। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের অধিকার-সময়ে আমার এরূপ সুখভোগ হয় নাই। যাহা হউক, আমি একে জন্মান্ধ, তাহাতে আবার বৃদ্ধ ও পুত্র-পৌত্রবিহীন হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে বনগমন ভিন্ন আর আমার শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব আপনারা আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।"

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজাসমুদয় বাষ্পাকুল-নয়নে গদ্গদ্‌স্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহই কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিল না।

নবম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের দুষ্টকার্য্যের ক্ষমাপ্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে সেই শোক-পরায়ণ প্রজাগণ কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দণ্ডায়মান থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। নরপতি শান্তনু, ভীষ্মপরিরক্ষিত বিচিত্রবীর্য্য ও আমার প্রিয় ভ্রাতা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি আপনাদিগকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা যদি সুন্দররূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। দুর্য্যোধন যে সময়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, সে সময়ে সেও আপনাদিগের নিকট কোন অপরাধ করে নাই। পরিশেষে তাহারই দুর্নীতি ও আমার অপরাধনিবন্ধন এই অসংখ্য নরপতি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমা হইতে যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আপনারা আর উহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বৃদ্ধ পুত্রবিহীন, দুঃখিত ও পূর্ব্বতন নরপতিদিগের পুত্র বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। এই বৃদ্ধা গান্ধারীও আমার ন্যায় পুত্রহীনা ও শোকে একান্ত কাতরা হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

আপনারা কি সম্পদ্ কি বিপদ্, সকল সময়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবেন। ধর্ম্মার্থকুশল অমিতপরাক্রম লোকপাল সদৃশ ভীমাদি চারি ব্যক্তি যখন উঁহার মন্ত্রী, তখন উঁহাকে কখনই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে না। অতঃপর ভগবান ব্রহ্মার ন্যায় এই মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। আমি ইঁহাকে আপনাদিগের হস্তে এবং আপনাদিগকে ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা পূর্ব্বাবধি কখনই আমার উপর কুপিত হয়েন নাই। আপনারা একান্ত প্রভুভক্ত। এক্ষণে আমি গান্ধারীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেই অস্থিরবুদ্ধি, লোভমুগ্ধ, স্বেচ্ছাচারী, দুরাত্মা পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি করুন।"

দশম অধ্যায়

প্রিয়বাক্যে প্রজাগণের অভিনন্দন জ্ঞাপন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ অনুনয় করিলে পৌর[১] ও জানপদ[২] প্রজাগণ সকলেই বাষ্পাকুললোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিল। তৎকালে তাহাদিগের মুখ হইতে কোন কথাই বিনির্গত হইল না। তখন অন্ধরাজ পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ধার্ম্মিকগণ। আমি নিতান্ত বৃদ্ধ ও পুত্রবিহীন হইয়াছি, পিতা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে অরণ্যগমনে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ধর্ম্মপত্নীর সহিত প্রণিপাতপুরঃসর করুণস্বরে বারংবার আপনাদিগকে কহিতেছি, আপনারা আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।"

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র করুণস্বরে এই কথা কহিলে, প্রজাগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া জনকজননীর ন্যায় শূন্যহৃদয়ে কেহ কেহ কর দ্বারা ও কেহ কেহ বা উত্তরীয়-বসন দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ক্রমে ক্রমে শোকবেগ সংবরণপূর্ব্বক একবাক্য হইয়া শাম্বনামক এক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, "ভগবন্। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের বাক্য অন্ধরাজের নিকট কীর্ত্তন করুন।" তখন সেই বাক্যবিশারদ বেদবেত্তা মহাত্মা শাম্ব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ। প্রজাগণ আপনাকে কহিতেছে, আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কৌরবগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ আছে। আপনার বংশে কোন রাজাই প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ বা প্রজাদিগের অপ্রিয় ছিলেন না। সকলেই পিতা-মাতার

১। পুরবাসী। ২। রাজ্যবাসী।

ন্যায় প্রজা দগকে পালন করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও আমাদিগের অপ্রিয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস আপনাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আপনি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আমরা আপনার অদর্শনে নিতান্ত শোকাকুল হইব। আপনার গুণসমুদয় কদাচ আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না।

পূর্ব্বে মহারাজ শান্তনু, আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ও মহাত্মা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন, আপনার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধনও সেইরূপে রাজ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতাম। এক্ষণেও আমাদিগের যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত হইতেছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। অতএব প্রার্থনা করি, কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহস্র বর্ষ রাজ্যপালন করুন; তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইব। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরু, সম্বরণ ও ভরত প্রভৃতি পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণের রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্র নাই। আমরা আপনার প্রসাদে পরমসুখে কালহরণ করিয়াছি। আপনারা পিতাপুত্রে আমাদিগের কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই। আপনি কুলক্ষয়বিষয়ে দুর্য্যোধনের প্রতি যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক। এ বিষয়ে কি দুর্য্যোধন, কি শকুনি, কি কর্ণ, কি আপনি, আপনাদিগের কাহারও অপরাধ নাই। দৈববলেই কৌরবগণের ক্ষয় হইয়াছে।

দৈব নিতান্ত দুর্নিবার্য্য। পুরুষকার কখনই উহাকে নিবারণ করিতে পারে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় যোধগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অষ্টাদশ দিবসের মধ্যেই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত করিলেন, ইহা দৈববল ভিন্ন কখন কি সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ সংগ্রামে শত্রুসংহার ও কলেবর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই সেই মহাবল-পরাক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী বীরগণ পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব আর পুত্র দুর্য্যোধন, আপনার ভৃত্যগণ, মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও আপনি আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও ভূপতিগণের ক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। দৈববলেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দৈব ভিন্ন উহার অন্য কারণই নাই।

আপনি সমুদয় জগতের গুরু। আমরা আপনাকে ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে কদাচ অধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান করি না। এক্ষণে প্রার্থনা করি, মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে বান্ধবগণের সহিত দুর্লভ স্বর্গসুখ অনুভব করুন। আপনিও তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মসমুদয় পরিজ্ঞাত হউন। পাণ্ডবগণের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টিপাত করিতে হইবে না। ঐ মহাত্মারা পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, সমুদয় স্বর্গলোক প্রতিপালন করিতে পারেন। উঁহারা সম্পন্ন হউন বা বিপন্ন হউন, প্রজাগণ সর্ব্বদা উঁহাদিগের বশীভূত থাকিবে। দীর্ঘদর্শী জিতেন্দ্রিয় মহারাজ যুধিষ্ঠির পুরাতন রাজর্ষিদিগের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উঁহার তুল্য দয়াবান, সরল ও পবিত্রস্বভাব আর কেহই নাই। উনি আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। উঁহার মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্রদৃষ্টি বা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন নহেন। উঁহার ভীমসেন প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণও উঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সুতরাং তাঁহার যে আমাদিগের অপ্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে।

শিষ্টদিগের প্রতি সরলতা ও দুষ্টদিগের প্রতি তেজ প্রকাশ করা তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। আর মহানুভবা কুন্তী, দ্রৌপদী, উলূপী ও সুভদ্রা ইঁহারাও কদাচ আমাদিগের প্রতিকূল ব্যবহার করিবেন না। আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠির এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না। প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলেও মহারথ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। অতএব আপনি এক্ষণে সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন।"

মহামতি শাম্ব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই কথা কহিলে তত্রত্য সমুদয় প্রজাই তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারংবার তাহাদিগের বাক্যে অভিনন্দনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গান্ধারীর সহিত আত্মভবনে প্রবেশ করিলেন।

—

একাদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র-প্রার্থিত ধনদানে ভীমের অনিচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, অন্ধরাজ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাত্রা করিবেন। এক্ষণে তিনি সমরনিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণের শ্রাদ্ধ-সম্পাদনার্থ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ধন দ্বারা সৈন্ধবাপসদ[১] জয়দ্রথেরও শ্রাদ্ধ করিবেন।"

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মাননা করিলেন, কিন্তু জাতক্রোধ ভীমসেন দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য স্মরণ করিয়া বিদুরের সেই বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৃকোদর[২]। আমাদিগের পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়া ভীষ্মাদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আপনা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ধন যাচ্ঞা করিতেছেন। অতএব উহা প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হায়। কালের কি আশ্চর্য্য গতি। পূর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমরা যাচ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে তিনি আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, আজ তিনি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনগমনে অভিলাষী হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে ধনপ্রদানে অনুমতি করুন। উঁহাকে ধন প্রদান না করিলে আমাদের অধর্ম্ম এবং অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। বরং আপনি ধন প্রদান করা উচিত কি না, তাহা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।"

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়। আমরা স্বয়ং মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য বান্ধবগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিব এবং ভোজনন্দিনী কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উঁহাদিগের শ্রাদ্ধার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাই বিধেয় নহে। আমাদিগের শত্রুগণ যেন কোন স্থানেই আহ্লাদিত না হয়। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল কুলাঙ্গার দ্বারা এই পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই ঘোরতর ক্লেশে নিপতিত হয়। তুমি কি দ্রৌপদীর ক্লেশাবহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? যখন তুমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও সোমদত্ত ইঁহারা কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? যখন তুমি ত্রয়োদশ বৎসর বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলে, তখন তোমার জ্যেষ্ঠতাতের পিতৃস্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? দুরাত্মা অন্ধরাজ যে দ্যূতক্রীড়ার সময় 'এইবার আমাদের কি লাভ হইল' বলিয়া বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা তুমি কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ?"

মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে এই কথা কহিলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন।

১। সিন্ধুরাজবংশের অধম। ২। বৃকোদর।

দ্বাদশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির ধনদানে অনুমতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ঐ সময় অর্জ্জুন বৃকোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু। আপনাকে আর অধিক বলা আমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের পূজ্য। বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন।"

ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মনন্দন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ক্ষত্তঃ[১]। তুমি আমার আদেশানুসারে কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, তিনি পুত্র ও ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের শ্রাদ্ধার্থ যে পরিমাণ ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা আমার কোষ হইতে গ্রহণ করুন। ভীমসেন তাহাতে বিরক্ত হইবে না।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ[২] নিক্ষেপ[৩] করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন! যেন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদরের প্রতি কোপ প্রকাশ না করেন। বৃকোদর অরণ্যমধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিনিবন্ধন অনেক কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি আমার বচনানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে কহিবেন যে, তাঁহার যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি তৎসমুদয়ই যেন আমার গৃহ হইতে গ্রহণ করেন। বৃকোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন তিনি হৃদয়মধ্যে স্থানদান না করেন। অর্জ্জুনের ও আমার যে সমুদয় ধন আছে, তিনি সেই সমুদয় ধনেরই অধিকারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণগণকে তাহা দান ও অন্যান্য ব্যয় করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের নিকট ঋণশূন্য হউন। আমার ধনের কথা দূরে থাকুক, আমার এই শরীরও তাঁহার একান্ত অধীন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভীমের কটূক্তি ক্ষমাপণার্থ যুধিষ্ঠির-নিবেদন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে ধীমান বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন! আমি প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি এবং অর্জ্জুন উভয়ে আপনার বাক্যে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমাদিগের রাজ্য, ধন বা প্রাণ যাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের অভিলাষ হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন।' কিন্তু মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন দুঃখসমুদয় স্মরণ করিয়া আপনার বাক্যে অতিকষ্টে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহারা উভয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বৃকোদরকে সম্মত করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ অনেক অনুনয় করিয়া কহিয়াছেন যে, 'মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া আপনার প্রতি যে কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন আপনি দুঃখিত না হন।

ঐ মহাবীর সতত ক্ষাত্রিয়ধর্ম্ম ও যুদ্ধেই ব্যাপৃত থাকেন; এই নিমিত্তই উনি অদ্যাপি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে বৃকোদরের নিমিত্ত আমি ও অর্জ্জুন আমরা উভয়ে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের বিশেষতঃ ভীমের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি এই রাজ্য ও আমাদিগের প্রভু; অতএব পুত্র ও বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ তাহার যাহা অভিরুচি হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনি রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেষ ও ছাগ প্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন। তিনি অন্নদান, পানীয়দান ও গো-সমুদয়ের জলপানার্থ নিপানদান[৪] প্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।' হে কৌরবেন্দ্র! রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ধনঞ্জয় আমাকে এই কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।"

১। হে বিদুর। ২—৩। বিরক্তিপূর্ণ ক্রোধদৃষ্টি।

৪। পথিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানীয় জলের আধার স্থাপন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের যথেচ্ছ ধনদান

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিন অবধি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ধনদান করিয়া বনগমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সুহৃদগণের প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্ব্বক অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, দাস, দাসী, মেষ, ছাগ, কম্বল, গ্রাম, ক্ষেত্র, অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী ও বরাঙ্গনা-সমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই ধৃতরাষ্ট্রানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধযজ্ঞ একস্থানে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গণক ও লেখকগণ দিবারাত্রি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে "মহারাজ! এই যাচক ব্রাহ্মণগণকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন' বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং[১] অন্ধরাজ তাঁহাকে শত মুদ্রা প্রদান করিতে কহিলেন[২], তাহারা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা[৩] এবং যাঁহাকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহাকে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সলিলবর্ষী জলধরের ন্যায় ধনবর্ষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে প্রচুর-পরিমিত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সমুদয় বর্ণের ব্যক্তিগণকে আহার করাইয়া পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে তিনি আপনার ও গান্ধারীর পারলৌকিক হিতসাধনার্থ পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ধনদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি অন্ধরাজ এইরূপে ক্রমাগত দশ দিন অনবরত অর্থদান করিয়া পরিশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া দানযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের আনৃণ্য[৪] লাভ করিলেন। তিনি যে কয়েক দিন ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা নট ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করিয়াছিল।

১—৩। তখন তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের বচনাবসানে যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে শত দানের পাত্রকে সহস্র মুদ্রা। ৪। ঋণমুক্তি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র-বনযাত্রা—যুধিষ্ঠিরাদির অনুতাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর একাদশ দিবসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বল্কলাজিন[১] পরিধানপূর্ব্বক গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরববধূগণের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন ঐ সময় কৌরবকুল-কামিনীগণের আর্ত্তরবে অন্তঃপুর আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন অন্ধরাজ লাজ[২] দ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদানপূর্ব্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে "হা তাত! কোথায় চলিলেন" বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিত-নয়না[৩] গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুররীর[৪] ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের বনিতাগণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল, ফলতঃ পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনেরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়াও তাহাদিগের সেইরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইল।

১। গাছের বাকল। ২। খৈ। ৩। চক্ষুতে কাপড় ঢাকা। ৪। উৎক্রোশ পাখীর।

যে সমুদয় কুলকামিনী পূর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকাভিভূত হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়

বনবাসার্থ কুন্তীর ধৃতরাষ্ট্রসহ গমন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থান-সমুদয় হইতে স্ত্রীপুরুষদিগের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ বিনীতভাবে অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে সেই নরনারীসঙ্কুল রাজমার্গ অতিক্রমপূর্ব্বক হস্তিনানগরের অত্যুচ্চ বহির্দ্বার হইতে বহির্গত হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পিত হইয়া বনগমন-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমুদয় পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞানুসারে কামিনীগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাসনা করিয়া স্বীয় জননী কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! আপনি বধূগণের সহিত নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন, বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অরণ্যে গমন করি। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং উঁহারই এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।"

বনবাসে যুধিষ্ঠিরাদির নিষেধ—কুন্তীর উপেক্ষা

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে গান্ধারীকে ধারণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি সহদেবের প্রতি কখন তাচ্ছিল্য করিও না। সে তোমার ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আর পূর্ব্বে আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ যে মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হয়। হায়! আমার তুল্য অভাগ্যবতী আর কেহই নাই। যখন সূর্য্যতনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, উহা লোহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমাকেই তাহার বধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আর তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার সদগতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। কদাপি দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজ কুরুকুলের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিব।"

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! এক্ষণে আপনার বুদ্ধি এরূপ বিচলিত হইল কেন? আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনই আপনার বনগমনবিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। পূর্ব্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য-সমুদয় কীর্ত্তনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে এরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণ-পূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভূপতিদিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল? আমাকে ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গহনকাননে বাস করিবেন? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।"

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজের এইরূপ করুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে

লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! এক্ষণে পুত্র-নির্জ্জিত[1] রাজ্যভোগ ও রাজধর্ম্মসমুদয় লাভ করিয়া আপনার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কেন? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীকে বীরশূন্যা করিলেন? আর আমরা যৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই বা কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন? এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যভোগ করুন।"

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভবা কুন্তী বনগমন-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী বিষণ্ণবদনে রোদন করিতে করিতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোরুদ্যমান[2] পুত্রাদিগকে বারংবার সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিলাপকারী পুত্রাদির প্রতি কুন্তীর সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া, পুত্রগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসগণ! পূর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র, সুতরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, সুতরাং তোমাদিগের শত্রুর বশীভূত হওয়া কখনই উচিত নহে। ও

তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। অতএব উঁহার চিরকাল বনে অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত। অযুত নাগের তুল্য পরাক্রমশালী পৌরুষান্বিত ভীমসেনের ও বাসব[1]সদৃশ বিক্রমশালী ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কালহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। বালক নকুল ও সহদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভামধ্যে এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করা নিতান্ত অন্যায্য। আমি সমুদয় বিবেচনা করিয়াই তোমাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন পাঞ্চালী দ্যূতে পরাজিত হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর[2] ন্যায় কম্পিতা হইয়াছিলেন, যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞানবশতঃ দাসীর ন্যায় ইঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তখনও আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে। পাপাত্মা দুঃশাসন এই পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি এই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্দ্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম।

তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়, তাহার পুত্রপৌত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ভর্ত্তার[3] রাজত্ব-সময়ে অশেষ সুখভোগ, বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি। আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত নহে; কেবল তোমাদিগকে হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্যভোগের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্রলোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষা করিয়া তপস্যা দ্বারা এই কলেবর শুষ্ক করিব। তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন

১। জিত। ২। অতিশয় রোদনপরায়ণ

১। ইন্দ্র। ২। কলাগাছের পত্রের। ৩। স্বামীর রাজত্ব।

করিয়া পরমসুখে রাজ্য-সম্ভোগ কর। তোমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মন প্রশস্ত হউক।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রাদির বনপ্রবেশ—যুধিষ্ঠিরাদির নিবৃত্তি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধরাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কুন্তীকে বনগমন করিতে অবলোকন করিয়া কামিনীগণ অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন, "তোমরা অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন, সে সমুদয়ই যথার্থ। পাণ্ডবজননী মহাফলপ্রদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা দুর্গম অরণ্যে গমন করিবেন? উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে, অনায়াসে দানব্রতাদি আচরণ করিয়া উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। উঁহার শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা উঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ কর।"

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজা-বাক্য-সমুদয় কীর্ত্তন এবং স্বয়ং তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোনরূপেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবকামিনীগণ কুন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ শোকদুঃখে একান্ত কাতর হইয়া অতি দীনভাবে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে যানারোহণপূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগর একবারে উৎসবশূন্য হইল। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল। পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের ন্যায় একেবারে উৎসাহশূন্য ও শোকে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর গমন করিয়া ভাগীরথী-তীরে অবস্থান করিলেন। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত তপোবনে নিয়মানুসারে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতিপ্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থাপন[১] করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশময় শয্যাদ্বয় প্রস্তুত করিলেন। যুধিষ্ঠির-জননী কুন্তী পরমসুখে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। বিদুর প্রভৃতি অনুগামিগণ তাঁহাদিগের নিকটে এবং যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে শয়ন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য-সমুদয় সমাপন করিয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবস বনে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় কষ্টজনক হইয়াছিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়

বেদব্যাসসমীপে ধৃতরাষ্ট্রের আরণ্যকদীক্ষা[২]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিদুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন অন্ধরাজ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসাধন এবং শিষ্যসমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, তখন বিদুরাদি অন্যান্য অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া-সমুদয় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে তীরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় যাজকগণ অন্ধরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

১। সূর্য্যের উপাসনা। ২। বনবাসোচিত দীক্ষা।

এইরূপে ক্রিয়াসমুদয় সমাপন হইলে অন্ধরাজ অনুযাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্ব্বে কেকয়-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। অন্ধরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শতযূপের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রাদির তপশ্চরণ—বিদুরাদি কর্তৃক শুশ্রূষা

মহামতি শতযূপ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অন্ধরাজকে আরণ্যবিধি[1] সমুদয় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপঃপরায়ণ হইয়া অনুচরগণকে তপোনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তী উভয়ে বল্কলাজিন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ জটা, অজিন ও বল্কল ধারণপূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরমধার্ম্মিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর উভয়ে চীরবল্কল[2] ধারণপূর্ব্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে নারদের রাজর্ষি-স্বর্গ বর্ণন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর নারদ, পর্ব্বত, দেবল, পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি শতযূপ এবং শিষ্যপরিবৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অন্যান্য সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলেই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনোদনার্থ বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কথাপ্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! শতযূপের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি সহস্রচিত্ত কেকয়দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্ম্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোকলাভ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রলোকে গমনাগমন সময়ে অনেকবার তাঁহাকে দেবেন্দ্রসদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈললেয়ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পৃষধ্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। সরিদ্বরা নর্ম্মদা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, সেই মান্ধাতৃতনয় নরপতি পুরুকুৎস এবং পরমধার্ম্মিক রাজা শশলোমা ইঁহারা উভয়ে এই তপোবনে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান কর; অচিরাৎ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার সালোক্য[1] সমর্থ হইবে। ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশঃস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্যলাভে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা[2] বিদুর[3] অচিরাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ এবং মহামতি সঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন। আমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে এই সমুদয় বিষয় অবগত হইয়াছি।'

ধৃতরাষ্ট্রের ভাবী স্বর্গলোকলাভানন্দ

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণও মহা আহ্লাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজর্ষি শতযূপ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবর্ষে!

১। বানপ্রস্থের অনুষ্ঠেয় বিধি—বনবাসী সন্ন্যাসীর আচরণীয় অনুষ্ঠান। ২। বৃক্ষবল্কলের বস্ত্র।

১। সমান লোক—একত্র বাস। ২—৩। বিদুরের আত্মা।

আপনার বাক্য শ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি তত্ত্বদর্শী। মানবগণ যে যেরূপ গতিলাভ করিবে, আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদয় অবলোকন করিতেছেন। আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোকলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

রাজর্ষি শতযূপ এই কথা কহিলে, দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ সেই সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! আমি একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথায় পাণ্ডুরাজকে সমাসীন দেখিয়া আসন-পরিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘোরতর তপস্যার কথা উত্থিত হইল। তখন আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে, ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে। তৎপরে তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কুবেরভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবতা গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে সঞ্চরণ করিবেন। হে শতযূপ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছ, এই নিমিত্তই আমি এই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।"

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে পরিতুষ্ট করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়

মাতা প্রভৃতির বিরহে যুধিষ্ঠিরাদির বিষাদ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এ দিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণ-সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাসনিবন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হস্তিনার আবালবৃদ্ধবনিতা[১] সকলেই শোকাকুল হইয়া পরস্পরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হায়! পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মনস্বিনী[২] গান্ধারী ও কুন্তী কিরূপে দুর্গম অরণ্যে বাস করিতেছেন? পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অসুখের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। পাণ্ডবজননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন এবং অন্ধরাজের শুশ্রূষায় অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।"

পুরবাসী লোকসমুদয় এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ পুত্রবিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ, জননী কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের শোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া কিছুতেই অধিক দিন পুরমধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কি রাজ্যসম্ভোগ, কি স্ত্রীসংসর্গ, কি বেদাধ্যয়ন, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হইল না। তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজের বনবাস, জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা কর্ণ, দ্রৌপদীতনয় ও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের নিধন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা পৃথিবীকে বীরশূন্য ও ধনশূন্য বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে কোনরূপেই তাঁহাদিগের শান্তিলাভ হইল না। পুত্রশোকসন্তপ্তা দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিষণ্ণবদনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে উঁহারা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসম্ভূত মহাত্মা পরীক্ষিৎকে দর্শন করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্‌যোগ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির বিরহে,

১। বালক-বৃদ্ধ-নারী সমস্ত। ২। প্রশস্তচিত্তা।

নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত বিরত হইলেন। ঐ সময় কোন বিষয়েই তাঁহাদিগের আমোদ রহিল না। তাঁহারা সকলেই শোকাবিষ্টের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহারা পাণ্ডিত্যে সাগরতুল্য হইয়াও তৎকালে শোকে একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমাদের জননী নিতান্ত কৃশাঙ্গী; তিনি কিরূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন? পুত্রবিহীন অন্ধরাজ কিরূপে সেই শ্বাপদসঙ্কুল[১] [illegible] কালহরণ করিতেছেন এবং [illegible] কি? সেই দুর্গম বনে বৃদ্ধ দম্পতির শুশ্রূষায় নিরত [illegible]?"

সহদেবাদির মাতৃদর্শনে সমাসক্তি

[illegible] করিয়া [illegible] হইলেন। [illegible] যুধিষ্ঠিরকে [illegible] "মহারাজ! আপনি [illegible] ইহাতে আমার পরম [illegible] তাঁহার দর্শন [illegible][৪] রহিয়াছে। [illegible] আপনার নিকট [illegible] করিতে সমর্থ হই নাই। হায়! পূর্ব্বে যে মাতা রমণীয় অট্টালিকায় অবস্থানপূর্ব্বক পরমসুখে কালহরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে মস্তকে জটাধারণ ও কুশশয্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন? আমার কি কখন এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে যে, আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব? যখন রাজপুত্রী হইয়াও মাতাকে অরণ্যে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহলোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না।"

সহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভাবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! কখন আমি শ্বশ্রূকে[১] দর্শন করিব? তাঁহাকে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আপনার বুদ্ধি ও মন ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয়। আজ আপনার প্রসাদে, আমাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে; আমি শ্বশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।"

মহানুভাবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সেনাধ্যক্ষগণ! তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় সুসজ্জিত কর; সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। আমি অচিরাৎ[২] অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, "তোমরা সত্বর বিবিধ যান, শিবিকা[৩], শকট[৪] ও আপণ[৫] সমুদয় সুসজ্জিত কর। শিল্পকর ও কোষাধ্যক্ষেরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে সুরক্ষিত হইয়া তথায় গমন করিতে[৬] পারেন[৭]। এক্ষণে তোমরা পাচক ও অন্যান্য লোকসমুদয়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্যভোজ্যসমুদয় শকটে সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর এবং আমরা কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব, এই কথা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দেও। আজই যেন পথিমধ্যে আমাদের বাসগৃহ সমুদয় প্রস্তুত করা হয়।"

ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই দিবস পুরমধ্যে অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ[৮] করিবার নিমিত্ত সেই দিন অবধি পাঁচ দিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১। হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ। ২—৩। নির্জ্জন বনে। ৪। জাগ্রত।

১। শাশুড়ীকে। ২। অবিলম্বে। ৩। পাল্কী। ৪। গাড়ী। ৫। [illegible] বাজার। ৬—৭। করেন। ৮। ধৃতরাষ্ট্রদর্শনেচ্ছু লোকদিগের সংগ্রহ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র-দর্শনার্থ সপরিবার যুধিষ্ঠিরের যাত্রা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ষষ্ঠদিবস উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির লোকপালসদৃশ অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদিগকে বনগমন করিতে আদেশ করিবামাত্র সৈন্যগণমধ্যে 'অশ্বযোজনা কর, রথযোজনা কর', এইরূপ ঘোরতর কোলাহল-শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদয় কেহ কেহ প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ কনকময় রথে, কেহ কেহ হস্তিপৃষ্ঠে ও কেহ কেহ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং অনেকে পাদচারেই[১] ধাবমান হইল।

মহাবীর যুযুৎসু ও পুরোহিত ধৌম্য ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে আশ্রম-গমনে ক্ষান্ত হইয়া পুররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সৈন্য-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলে ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল; সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল এবং অসংখ্য রথারোহী সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল।

ভীমকর্ম্মা ভীমসেন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতাকার হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক গজারোহী সৈন্য-সমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অনলসঙ্কাশ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি কুলকামিনীগণ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক অপরিমিত ধনদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীণাবেণুনিনাদযুক্ত[২] হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল পাণ্ডবসৈন্যের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে রমণীয় নদীতীরে ও সরোবরসমীপে বাস[১] করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্রতোয়া যমুনানদী অতিক্রমপূর্ব্বক দূর হইতে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপের আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমদ্বয়দর্শনে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সকলেই মহা কোলাহল করিতে করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র সাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের অনতিদূরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনীতভাবে পাদচারে সেই আশ্রমে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের সৈন্য, পুরবাসী ও অন্তঃপুরিকাগণ সকলেই যান পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ কুরুরাজের সেই মৃগসমাকীর্ণ কদলীবনসুশোভিত আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে নিয়তব্রত তাপসগণ মহাকৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। নরপতি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বাষ্পাকুললোচনে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তাপসগণ! এক্ষণে সেই কৌরববংশধর আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত[২] কোথায়?" তখন তাপসগণ কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে তিনি যমুনায় অবগাহন, পুষ্পচয়ন ও জল আনয়নের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আপনারা এই পথে গমন করুন।

তাপসগণ এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ধাবমান হইয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়কে দর্শনপূর্ব্বক সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। সহদেব কুন্তীকে অবলোকন করিবামাত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া তারস্বরে[৩] রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তীও সেই

১। পাদচারেই—হাঁটিয়াই। ২। বীণাবেণুনিনাদযুক্ত।

১। বিশ্রাম। ২। ধৃতরাষ্ট্র। ৩। করুণস্বরে।

প্রিয়পুত্রকে অবলোকন করিবামাত্র বাষ্পাকুল-নয়নে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া গান্ধারীকে কহিলেন "মাতঃ! সহদেব আসিয়াছে।" তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠির ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ জননীকে, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আকর্ষণ[1]পূর্ব্বক সত্বর আগমন করিতে দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ দ্বারা পাণ্ডবগণকে চিনিতে পারিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অশ্রুমোচনপূর্ব্বক কৌরবেন্দ্র, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও স্বীয় মাতা কুন্তীর নিকট যথোচিত বিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের বারিপূরিত[2] কলস-সমুদয় গ্রহণ করিলেন।

ঐ সময় কৌরবকুলবাসিনী ও অন্যান্য কুলরমণীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক-সমুদয় এক দৃষ্টে অন্ধরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নাম ও গোত্র উল্লেখ-পূর্ব্বক সমুদয় লোকের পরিচয় প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ সেই সমুদয় লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সকল আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে হস্তিনানগরাস্থিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় সিদ্ধচারণ-সেবিত দর্শকগণ-সমাকীর্ণ স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

ঋষিগণের যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয়-গ্রহণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপবিষ্ট হইলে, নানাদেশবাসী মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনার আশ্রমে যে সমুদয় স্ত্রীপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাদিগের মধ্যে কাহার নাম যুধিষ্ঠির, কাহার নাম ভীমসেন, কাহার নাম অর্জ্জুন, কাহার নাম নকুল, কাহার নাম সহদেব ও কাহার নাম দ্রৌপদী, ইহা পরিজ্ঞাত হইতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য কৌরবরমণীদিগের পরিচয়প্রদানার্থ তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মহর্ষিগণ! ঐ যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ দীর্ঘনেত্র মহাত্মা সিংহের ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, উঁহার নাম যুধিষ্ঠির। ঐ যে মত্তমাতঙ্গগামী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, উঁহার নাম বৃকোদর। ঐ মহাবীরের পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উঁহার নাম অর্জ্জুন এবং ঐ কুন্তীর সন্নিধানে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে যুবকদ্বয় অবস্থান করিতেছেন, উঁহাদিগের নাম নকুল ও সহদেব। ঐ দুই বীরপুরুষের তুল্য পরমসুন্দর, বলবান ও সচ্চরিত্র আর কেহই নাই।

ঐ যে পদ্মপলাশাক্ষী শ্যামবর্ণা পরমসুন্দরী রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন, উঁহার নাম দ্রৌপদী। উঁহার পার্শ্বে চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গৌরবর্ণা, পরমরূপবতী, বাসুদেবভগিনী সুভদ্রা অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী পরমরূপবতী রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন, উনি অর্জ্জুনের ভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা। উঁহার অনতিদূরে যে নীলোৎপলবর্ণা রমণী অবস্থান করিতেছেন, উনিই ভীমসেনের কলত্র, উঁহার নাম কালী। এই যে চম্পকদামের ন্যায় গৌরবর্ণা রূপবতী রমণী লক্ষিত হইতেছে, উনি মহারাজ জরাসন্ধের দুহিতা; মাদ্রীর কনিষ্ঠ পুত্র সহদেব উঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। উঁহার অনতিদূরে মাদ্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র নকুলের ভার্য্যা অবস্থান করিতেছেন; উঁহার নাম করেণুমতী। ঐ যে পরমসুন্দরী রমণী বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করিতেছেন, উনি অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাটনন্দিনী উত্তরা। পূর্ব্বে দ্রোণ প্রভৃতি সপ্তরথী উঁহারই ভর্ত্তাকে অন্যায়-যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। আর ঐ যে শুক্লাম্বরধারিণী সধবাচিহ্ন-বিবর্জ্জিতা রমণীগণকে দর্শন করিতেছেন, উঁহারা এই বৃদ্ধ অন্ধরাজের পুত্রবধূ। উঁহাদের পতি-পুত্রগণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

১। হস্তধারণ। ২। জলভরা।

হে তপোধনগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সবিস্তর ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলাম।"

মহামতি সঞ্জয় এই কথা কহিলে তাপসগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈন্য-সমুদয় বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক আশ্রমের অদূরে উপবেশন করিল।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-ধৃতরাষ্ট্রের পরস্পর কুশলপ্রশ্নোত্তর

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অন্ধরাজ একে একে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি ত ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? তোমার অনুজীবী, প্রজা, মন্ত্রী, ভৃত্য ও গুরুজনদিগের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? তাঁহারা ত নির্ভয়ে তোমার অধিকারমধ্যে বাস করিতেছেন? তুমি ত পূর্ব্বতন ভূপতিদিগের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছ? অন্যায়লব্ধ ধন দ্বারা ত তোমার কোষ পরিপূরিত হয় নাই? তুমি ত কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাক? ব্রাহ্মণগণ ত তোমার নিকট যথাবিধি দানগ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হয়েন? কি শত্রু, কি পৌরবর্গ, কি ভৃত্য কি আত্মীয়স্বজন সকলেই ত তোমার চরিত্রদর্শনে প্রীত হইয়া থাকে? তুমি ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাক? তোমার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ত স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন? তোমার রাজ্যে বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ত অর্থের নিমিত্ত লালায়িত ও শোকাকুল হইতে হয় না? তোমার গৃহে কুলস্ত্রীগণ ত যথোচিত সৎকৃত হইয়া থাকেন? আর তোমার রাজ্যাধিকারলাভ হওয়াতে আমাদের নিষ্কলঙ্ক রাজবংশের ত যশোহানি হয় নাই?"

নীতিবিশারদ অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রসাদে আমার সমুদয় বিষয়েই মঙ্গললাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার তপস্যা ও শমদমাদিগুণ ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে? আমার জননী কুন্তী ত আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত হইয়া বনবাসক্লেশ সফল করিতে পারিবেন? শীতবাতবিশীর্ণা তপঃপরায়ণা জননী গান্ধারী ত পুত্রশোকে কাতর হইয়া আমাদিগকে অপরাধী জ্ঞান করেন না? মহাত্মা সঞ্জয় ত কুশলে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন? এক্ষণে মহাত্মা বিদুর কোথায়? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তোমার পিতৃব্য অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহাকে এই কাননের অতি নির্জ্জন প্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন।"

বিদুরের সূক্ষ্মদেহ যুধিষ্ঠির দেহে প্রবেশ

অন্ধরাজ এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ[১] জটাধারী দিগম্বর[২] মহাত্মা বিদুর সেই আশ্রমের অনতিদূরে লক্ষিত হইলেন। ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র সত্বর একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ক্রমে ক্রমে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তদ্দর্শনে "হে মহাত্মন! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি" বলিয়া মহাবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বিদুর সেই নির্জ্জন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মহাত্মা ক্ষত্তার নিকট সমুপস্থিত হইয়া, "মহাশয়! আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়াছি" বলিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন।

মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজকে সেই নির্জ্জন প্রদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া যোগবলে তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয় সমুদয়

১। [illegible]। ২। [illegible]।

সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর স্তব্ধলোচন[১] ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াই রহিল। ঐ সময়ে ধর্মরাজ আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বেদব্যাসবিধি স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত সমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুর-বিষয়ক দৈববাণী

অনন্তর তিনি বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, অতএব আপনি উঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না। উনি সান্তানিক নামক লোকসমূহ লাভ করিতে পারিবেন। উঁহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে।"

ধর্ম্মরাজ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিদুরের দেহ দগ্ধ করিলেন না। তিনি পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণে ধীমান ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য লোকসকলে বিস্ময়ে সমাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। অন্ধরাজ এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার প্রদত্ত জল, মূল ও ফল গ্রহণ কর। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে, তখন তাহাকে সেই অবস্থানুরূপ আতিথ্য করিতে হয়।"

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অনুযাত্রিকদিগের সহিত তাঁহার প্রদত্ত ফল-মূল ভোজন ও জলপানপূর্ব্বক সে রাত্রি বৃক্ষমূলে অতিবাহিত করিলেন। ঐ রজনীতে আশ্রমবাসীদিগের সহিত পাণ্ডবগণের শাস্ত্রবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল। তাঁহারা মহামূল্য শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক জননীর চতুর্দ্দিকে ধরাশয্যায় শয়ন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ফলমূলাদি দ্বারা আহারকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির আশ্রম ভ্রমণ— তাপসতৃপ্তিসাধন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শর্ব্বরী[১] প্রভাত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য সমুদয় সমাপন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরবাসিনী, ভৃত্য, পুরোহিত ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে আশ্রমসমুদয় অবলোকনে অভিলাষী হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, মুনিগণ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বেদীমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতেছেন। বেদীসমুদয় বানেয়[২] পুষ্প, ফল-মূল ও আজ্য ধূমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মৃগগণ অশঙ্কিতচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের বেদাধ্যয়নশব্দ, ময়ূরগণের কেকারব, দাত্যূহ[৪]দিগের রব, কোকিলগণের কুহুরব ও অন্যান্য পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর সুমধুর নিস্বনে আশ্রম-অঞ্চল পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণের নিমিত্ত আনীত কাঞ্চনময় কলস, উদুম্বর, অজিন, মাল্য, স্রুক্, স্রুব, কমণ্ডলু, স্থালী, লৌহপাত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসমুদয় তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে তাপস যাহা প্রার্থনা করিলেন, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে তাহা প্রদান করিলেন।

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির আশ্রমের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুতর ধন দান করিয়া পুনর্ব্বার ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, অন্ধরাজ স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গান্ধারীর সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। মনস্বিনী কুন্তী শিষ্যার ন্যায় অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে কুশাসনে সমাসীন হইলেন। কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সেই আত্মীয় পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণসমাবৃত বৃহস্পতির ন্যায় অতি মনোহর শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর শতযূপ প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রনিবাসী ঋষিগণ এবং শিষ্যসমবেত ভগবান বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত

১। স্থিরনেত্র—স্পন্দনাদিরহিত চক্ষু।

১। রাত্রি। ২। বন্য। ৩। ঘৃতাহুতি। ৪। ডাকপাখী। ৫

হইলেন। উঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি সকলে গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদের অভিবাদন করিলেন। তখন বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশপূর্ব্বক সমাগত ব্রাহ্মণগণকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্র-তপঃপরীক্ষাসূচক প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ কুশাসনে সমাসীন হইলে মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "রাজন! এক্ষণে ত নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপোনুষ্ঠান হইতেছে? এখন ত তুমি বনবাসের সুখ অনুভব করিতেছ? আর ত এখন তোমার হৃদয়ে পুত্রশোক নাই? তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞান-সমুদয় ত নির্ম্মলরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে? তুমি ত দৃঢ়তর অধ্যবসায়-সহকারে অরণ্যবিধির অনুষ্ঠান করিতেছ? ধর্ম্মার্থতত্ত্বদর্শিনী দুর্য্যোধনজননী গান্ধারী ত আর শোকে অভিভূত হয়েন না? যিনি গুরুজনের শুশ্রূষার নিমিত্ত পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দেবী কুন্তী ত অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া তোমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন? তুমি ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়াছ? ইঁহাদিগের আগমনে তোমার মন ত আহ্লাদিত হইতেছে? আর ত তোমার মনের মালিন্য নাই? এখন ত তুমি জ্ঞানলাভ করিয়া বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছ? নির্ব্বৈর, সত্য ও অক্রোধ এই তিনটি গুণ সমুদয় প্রাণীর পক্ষেই হিতকর। তোমার ত ঐ তিন গুণের কোন ব্যাঘাত হয় নাই? এখন ত আর তোমার বনবাসজন্য কোন কষ্ট উপস্থিত হয় না? বন্য ফলমূল আহার ও উপবাস করা ত সহ্য হইয়াছে?

সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা বিদুর যেরূপে ধর্ম্মরাজের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ। মহাত্মা ধর্ম্ম মাণ্ডব্যশাপে নরকলেবর ধারণপূর্ব্বক বিদুররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেবগণমধ্যে বৃহস্পতি ও অসুরগণমধ্যে শুক্রাচার্য্য যেরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন, তোমাদের মধ্যে মহাত্মা বিদুরও তদ্রূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। মহর্ষি মাণ্ডব্য চিরসঞ্চিত তপোবল নষ্ট করিয়া ধর্ম্মকে শাপে অভিভূত করাতেই ঐ মহাত্মার জন্ম হয়। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে উঁহাকে উৎপাদন করিয়াছিলাম। ঐ মহামতি তোমার ভ্রাতা। উঁহার অসাধারণ ধ্যান ও মনের ধারণা নিবন্ধন কবিগণ উঁহাকে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উনি সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমগুণ দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম্ম, যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করিয়াছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী যেমন ইহলোক ও পরলোকে বিদ্যমান আছেন, ধর্ম্মও তদ্রূপ উভয় লোকেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ-কলেবর সিদ্ধগণই উঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয়েন। যিনি ধর্ম্ম, তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর, তিনিই যুধিষ্ঠির।

এই দেখ, সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠির তোমার নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। যোগবলসম্পন্ন ধীমান্ বিদুর উঁহাকে দর্শন করিয়া উঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। আমি কেবল তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ এক্ষণে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। পূর্ব্বে কোন মহর্ষি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আমি স্বীয় তপোবলপ্রভাবে সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিব। অতঃপর আমার নিকট তোমার যে কোন বস্তু দর্শন বা শ্রবণ করিতে বাসনা হইবে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করাইব

আশ্রমবাসিকপর্ব্বাধ্যায় সম্পূর্ণ।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়

পুত্রদর্শনপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! এইরূপে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত অরণ্যবাস আশ্রয়, মহাত্মা বিদুর সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের দেহমধ্যে

প্রবেশ ও পাণ্ডবগণ সেই ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে অবস্থান করিলে, ভগবান বেদব্যাস স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে কিরূপ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করাইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরই বা সেই সমুদয় পুরবাসী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় কিরূপে কত দিন বাস করিলেন, এই সমুদয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনি ঐ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহার আশ্রমে বিবিধ পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য পানভোজনপূর্ব্বক পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মাস অতীত হইলে একদা ভগবান বেদব্যাস পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ তাঁহার যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনারাও উপবেশন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ, পর্ব্বত ও দেবল এবং গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও চিত্রসেন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র আসনসমুদয় প্রদান করিলেন

মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরের সৎকারলাভে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সমুদয় আসনে উপবিষ্ট হইলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরবরমণীগণ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষিগণের দেবতা, অসুর ও পুরাতন মহর্ষি-বিষয়ক বিবিধ ধর্ম্মকথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদিগের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্চর্য্য দর্শন করাইবার মানসে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তোমার হৃদয়ের ভাব আমার অবিদিত নাই। তুমি গান্ধারীর সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছ এবং কুন্তী দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন। আমি তোমার পরিবারগণের সহিত একত্র বাসের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ কর। আজ এই দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ আমার চিরসঞ্চিত তপোবল দর্শন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্রাদির স্ব স্ব মৃত সন্তানদর্শনাকাঙ্ক্ষা

অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আজ আমি আপনাদিগের সমাগমলাভে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আজ আমার জীবন সফল হইল। আর আমার ইষ্টপ্রাপ্তিলাভে কিছুমাত্র সংশয় ও পরলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই। আজ আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম। এক্ষণে কেবল সেই মন্দমতি দুর্য্যোধনের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। ঐ পাপাত্মা অকারণে এই নিষ্পাপ পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান এবং পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। মহাত্মা ভূপালগণ তাহারই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়! আমার পুত্র পৌত্রগণের সুহৃৎ যে সমুদয় বীর আমার মিত্রের সাহায্যার্থ পিতা, মাতা ও পুত্রকলত্র[1] প্রভৃতিকে পরিত্যাগ[2] করিয়া পরলোক পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি গতিলাভ হইল? আমি সেই বলশালী মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণকে স্মরণ করিয়া দিবারাত্রি স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্র পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজ্যলোভেই কুরুকুল ক্ষয় করিয়াছে, আমি ঐ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিবারাত্র দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি; কোনরূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার শান্তিলাভের উপায়বিধান করুন।"

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ করুণবাক্য প্রয়োগ করিলে গান্ধারী, কুন্তী, সুভদ্রা ও অন্যান্য বধূগণের শোক পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উঠিল। তখন পুত্রশোকাকুলা বস্ত্রনয়না[3] গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে শ্বশুর বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! অদ্য ষোড়শ বর্ষ হইল, অন্ধরাজের পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি কোনরূপেই ইঁহার শান্তিলাভ হইতেছে না। ইনি সর্ব্বদাই পুত্রশোকে

১। স্ত্রী-পত্নী। ২। পরিত্যাগ ৩। বস্ত্রনয়না—কাপড়ে ঢাকা। দু

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কখনই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। অতএব আপনি ইঁহার সহিত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইয়া ইঁহাকে সুস্থ করুন। আপনি যখন তপোবলে নূতন লোকসমুদয়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন এই অন্ধরাজের সহিত ইঁহার পরলোকগত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইবেন, তাহা বিচিত্র কি?

এই দেখুন, আপনার পুত্রবধূগণের প্রিয়পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। ভূরিশ্রবার ভার্য্যা পতিশোকে নিতান্ত অভিভূতা হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন। ইঁহার শ্বশুর মহারাজ সোমদত্ত সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে আপনার যে এক শত পৌত্র সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এই দেখুন, তাহাদের বনিতাগণ হাহাকারশব্দে রোদন করিয়া পুনঃ পুনঃ আমার ও [illegible] পুত্রশোকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। হায়! আর সোমদত্ত প্রভৃতি যে শ্বশুরগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদের কি গতিলাভ হইয়াছে? যাহা হউক এক্ষণে [illegible] দ্বিজ, আমি ও কুন্তী আমরা আপনার প্রসাদে যাহাতে শোক হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।'

গান্ধারী ব্যাসের নিকট এই কথা কহিলে, কৃশাঙ্গী কুন্তী স্বীয় প্রচ্ছন্নজাত[২] পুত্র কর্ণকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার ব্যাকুলভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! এক্ষণে তুমি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।"

—

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

কুন্তীর কর্ণজন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ—কর্ণদর্শনকামনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন ভোজনন্দিনী কুন্তী পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অতি লজ্জিতভাবে বেদব্যাসকে প্রণতিপুরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি দেবদেব[৩] ও আমার শ্বশুর, অতএব আপনার নিকট আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে একদা অতি কোপনস্বভাব[১] মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভিক্ষার্থ আমার পিতার ভবনে সমুপস্থিত হইলে আমি পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময় এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার কোপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি স্বীয় বিশুদ্ধচিত্ত ভাবে কিছুতেই কোপাবিষ্ট হই নাই। তখন সেই বরদাতা মুনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বারংবার বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন [illegible] বারংবার [illegible] আমি শাপভয়ে [illegible] সম্মত হইলাম।

তখন তিনি আমাকে সম্মান করিয়া [illegible] হইবে এবং দেবগণ [illegible] এই কথা কহিয়া [illegible] হইলেন। [illegible] বিস্মিত হইলাম। [illegible] এখনই [illegible]

অনন্তর একদা আমি [illegible] সেই ঋষিবাক্য আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন আমি বাল্যনিবন্ধন ঐ [illegible] নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া [illegible] আহ্বান করিলাম। আমি আহ্বান করিবামাত্র ভগবান্ সহস্ররশ্মি[২] স্বীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকে তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অপরার্দ্ধ দ্বারা আমার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দিবাকরকে দেখিবামাত্র আমার কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বরাননে! বর প্রার্থনা কর।"

তখন আমি কহিলাম, "ভগবন্! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করুন।"

১। স্ত্রী। ২। গূঢ়োৎপন্ন—গোপনে উৎপন্ন। ৩। জ্ঞানে মহাদেব তুল্য।

১। [illegible] কোপশীল। ২। সূর্য্য।

আমি এই কথা কহিলে, তিনি আমাকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমাকে অবশ্যই বরগ্রহণ করিতে হইবে। আমার আগমন কখনই নিরর্থক হইবে না। যদি তুমি বরগ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিব।' ভগবান্ ভাস্কর এইরূপে ভয়প্রদর্শন করিলে, আমি সেই নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলাম, 'ভগবন্! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে বর দান করিবেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার অনুরূপ পুত্রলাভ করিতে পারি।' আমি এই কথা কহিবামাত্র দিবাকর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমাকে মুগ্ধ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরিশেষে 'শোভনে! তুমি আমার অনুরূপ পুত্রলাভে সমর্থ হইবে' বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

তিনি স্বর্গে গমন করিবার পর আমার এক সুকুমার নবকুমার জন্মিল। তখন আমি ঐ বৃত্তান্ত গোপন করিবার নিমিত্ত পিতার অন্তঃপুরে আগমন করিয়া সেই গূঢ়োৎপন্ন[১] পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলাম এবং অচিরাৎ সূর্য্যদেবের প্রভাবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কন্যকাবস্থা[২] প্রাপ্ত হইলাম। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধসময়ে আমি সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকিয়াও কেবল স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলাম, সপাপই হউক, আর নিষ্পাপই হউক, এক্ষণে আপনার নিকট উহা ব্যক্ত করিলাম। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার ও নরপতির[৩] মনোগত ভাবসমুদয় অবগত আছেন; অতএব আমাদিগের উভয়ের পুত্রদর্শন-বাসনা পরিপূর্ণ করুন।"

কুন্তীদেবী এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শোভনে! তুমি যাহা কহিলে, সে সমুদয়ই সত্য। তুমি কন্যকাবস্থায় সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই। দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, উঁহারা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও প্রীতি উৎপাদন এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তুমি মানুষী, অতএব দেবসম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন করাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে তুমি মনোদুঃখ বর। বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদয় দ্রব্যই পথ্য, সমুদয় বস্তু পবিত্র, সমুদয় কার্য্যই ধর্ম্ম্য[১] এবং সমুদয় দ্রব্যই স্বকীয়।"

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

ব্যাস-আদেশে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির গঙ্গাতীরে গমন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কুন্তীকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি অদ্য রজনীতে পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সন্দর্শন করিবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে এবং দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদিগকে দর্শন করিবেন। আমি পূর্ব্বেই পরলোকগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার করাইতে বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্ঞী কুন্তী ও নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিতে আমার সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। অতএব সেই সমস্ত মহাত্মাদের নিমিত্ত শোক করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। উঁহারা অবশ্যম্ভাবী দেবকার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে সমুদয় বীর নিহত হইয়াছেন, উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ কেহ অপ্সরা কেহ কেহ পিশাচ, কেহ কেহ গুহ্যক, কেহ কেহ রাক্ষস, কেহ কেহ যক্ষ, কেহ কেহ সিদ্ধ, কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ দানব এবং কেহ কেহ বা দেবর্ষি।

ধৃতরাষ্ট্র নামে যে গন্ধর্ব্বাধিপতি বিখ্যাত আছেন, তিনিই এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পতি হইয়াছেন। পাণ্ডুরাজ দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদুর ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহারা ধর্ম্মের অংশ। দুর্যোধন কলি, শকুনি দ্বাপর, দুঃশাসনাদি তোমার অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষস, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন বায়ু, মহাত্মা ধনঞ্জয় পুরাতন ঋষি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সপ্ত

১। গুপ্তভাবে জাত। ২। কুমারী ভাব। ৩। ধৃতরাষ্ট্রের।

১। ধর্ম্মযুক্ত।

মহারথীতে পরিবেষ্টন করিয়া যে মহাবীরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু চন্দ্রস্বরূপ। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, দ্রৌপদীর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির, শিখণ্ডী রাক্ষসের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অশ্বত্থামা রুদ্রদেবের এবং গাঙ্গেয় ভীষ্ম বসুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেবগণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বকার্য্যসাধনপূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যাহা হউক, আজ আমি তোমাদিগের চিরসঞ্চিত মনোদুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে গমন কর। সেই স্থানে সমর-নিহত বন্ধুবান্ধবগণকে সন্দর্শন করিবে।"

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য সকল লোকেই সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ, অমাত্যগণ, মুনিগণ ও সমাগত গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই সমুদয় লোক ক্রমশঃ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সস্ত্রীক হইয়া পাণ্ডব ও স্বীয় অনুচরগণের সহিত অভিলষিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে মৃত নরপতিদিগের দর্শনবাসনায় গঙ্গাতীরে অবস্থানপূর্ব্বক নিশাসমাগম প্রতীক্ষা করাতে সেই দিবাভাগ তাঁহাদিগের পক্ষে শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টিশক্তি—সকলের মৃত-আত্মীয়দর্শন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ভগবান ভাস্কর ক্রমে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তত্রত্য লোকসমুদয় সায়ংকালীন বিধি সমাপনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্যাসদেবের নিকট সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় মহর্ষি ও পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত হইয়া পবিত্রচিত্তে সেই গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন এবং গান্ধারী প্রভৃতি কৌরবরমণীগণ ও অন্যান্য লোকসমুদয় তথায় উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া সংগ্রামনিহত কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদয় ও নানাদেশ-নিবাসী ভূপালদিগকে আহ্বান করিবামাত্র সেই জলমধ্যে পূর্ব্ববৎ কুরুপাণ্ডবসৈন্যের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্যসামন্ত-সমুদয়, পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয়গণ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, মহাবীর ঘটোৎকচ, কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব, মহাবীর ভগদত্ত, জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব, অনুজের সহিত বৃষসেন, দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, শিখণ্ডীর পুত্রগণ, অনুজের সহিত ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, নিশাচর অলায়ুধ এবং মহারাজ সোমদত্ত ও চেকিতান প্রভৃতি বীরসমুদয় সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বীরের যেরূপ বেশ, যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তৎকালে তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। ঐ সময় তাহারা সকলেই নিরহঙ্কার, নির্ব্বৈর ও নির্ম্মৎসর হইয়া দিব্য বস্ত্র, দিব্য কুণ্ডল ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের নিকট গান ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল।

তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস তপোবলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রভাবে দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া পরমাহ্লাদে পুত্রগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারী সংগ্রামনিহত পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরসমুদয়কে দর্শন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তত্রত্য অন্যান্য লোকসমুদয় সেই অচিন্তনীয় লোমহর্ষণ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দোৎফুল্ললোচনে অবস্থান করিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তিগণের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সেই নিষ্পাপ ক্রোধমাৎসর্য্যবিহীন কুরু-পাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদয় দেবগণের ন্যায় পুলকিতচিত্তে পরস্পর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পুত্র পিতামাতার সহিত, ভার্য্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার

সহিত ও সখা সখার সহিত মিলিত হইল। পাণ্ডবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ, অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণের সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে পরস্পর সুহৃদ্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যোধগণ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে বৈরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বন করিয়া অগাধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে কৌরব ও অন্যান্য ভূপালগণ স্ব স্ব পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়া স্বর্গবাসী রাজাদিগের ন্যায় পরমসুখে সে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে তথায় শোক, ভয়, ত্রাস, অসন্তোষ ও অযশের লেশমাত্রও ছিল না। সমাগত রমণীগণ স্ব স্ব পিতা ও পতির সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, সমাগত বীরগণ স্ব স্ব পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসও তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে গমনে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রথধ্বজের সহিত ভাগীরথীর সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া কেহ কেহ দেবলোকে, কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে, কেহ কেহ বরুণলোকে, কেহ কেহ কুবেরলোকে ও কেহ কেহ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। রাক্ষস ও পিশাচদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরকুরুতে এবং কেহ কেহ অন্যান্য স্থানে প্রস্থান করিল।

কুরুকামিনীগণের কলেবরত্যাগ—পতিলোকলাভ

এইরূপে সেই বীরসমুদয় অদৃশ্য হইলে, কুরুকুলহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বিধবা রমণীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সীমন্তিনীগণ। তোমাদের মধ্যে যাঁহার যাঁহার পতিলোকলাভে বাসনা আছে, তাহারা অবিলম্বে এই জাহ্নবীজলে অবগাহন কর।" বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র পতিব্রতা কৌরবকামিনীগণ সেই গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া অচিরাৎ মানুষ-দেহ হইতে মুক্তিলাভ ও দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত হইয়া বিমানারোহণে পতিলোকে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা পরলোকে গমন করিলে তত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে যাহা প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই নিহত ভূপতিদিগের পুনরাগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নানা দেশস্থ মানবগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই প্রিয়সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি উভয়লোকেই প্রিয়বস্তুসমুদয় লাভ করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুস্থশরীরে পরমসুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যে মহাত্মা অন্যকে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহার ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। মানবগণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তপোনুষ্ঠাননিরত, শমগুণান্বিত, সদাচার, দানশীল, সরলস্বভাব, শুচি, হিংসাবিহীন, সত্যপরায়ণ, আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিলে নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

মৃতশরীরে আত্মার আবির্ভাবের যুক্তি

সৌতি কহিলেন মহর্ষিগণ। মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে দুর্য্যোধনাদির পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন। আপনার বাক্যশ্রবণে আমার পরম পরিতোষ হইল। এক্ষণে আমার মনে এই সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে যে, আমার পূর্ব্বপিতামহ দুর্য্যোধনাদি মহাত্মারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে সেই শরীরে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করিলেন?

মহারাজ জনমেজয় এই কথা কহিলে, মহাপ্রভাবসম্পন্ন ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ। ভোগ ব্যতীত কখনই কর্ম্মসমুদয়ের বিনাশ হয় না। কর্ম্মপ্রভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শরীর যে সমুদয় মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদয়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহনাশ হইলেও তাহাদের নাশ হয় না। লোকে পূর্ব্বতন অদৃষ্টপ্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয়।

আত্মা সেই কর্ম্ম ও মহাভূত-সমুদয়ে লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাভূত-সমুদয়কে কখন পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পূর্ব্বতন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়; কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহার রূপের অন্যথা হইয়া থাকে। লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় বটে; কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর পূর্ব্বতন শরীরের মহাভূত-সমুদয় দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ শরীর যে পূর্ব্বতন শরীর, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বচ্ছেদনসময়ে এই শ্রুত্যনুযায়ী[১] বাক্য পঠিত হইয়া থাকে যে,—"জন্তুগণ লোকান্তরে গমন করিলেও উহাদের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।" আর তুমিও যজ্ঞভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিয়াছ যে, পশুগণ যজ্ঞে নিহত হইয়া দেবতাদিগের পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করে। তুমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তোমার হিতার্থী দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমনপূর্ব্বক নিহত পশুদিগকে স্বর্গে নীত করিয়াছেন। যখন পঞ্চভূত ও আত্মা নিত্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন লোকের শরীর অনিত্য হইবে কেন? যাহারা মোহবশতঃ আত্মা নানা শরীর পরিগ্রহ করেন বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই আত্মীয়বিয়োগে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া থাকে। যাঁহারা সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়কে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অবস্থান করেন, তাহাদিগকে কখনই সংযোগজনিত সুখ ও বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না।

জীবাত্মা কেবল অভিমান নিবন্ধন পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়েন না। উনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিপ্রভাবে মোহ হইতে বিমুক্ত হইলে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্যের শরীর ও আত্মা উভয়ই অবিনশ্বর। লোকে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সে মনঃ দ্বারা মানসিক ও শরীর দ্বারা শারীরিক কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

জনমেজয়ের পরলোকগত পিতার দর্শন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা বিদুর স্বীয় তপোবলে সিদ্ধিলাভ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদবলে আত্মতুল্য রূপসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। কুরুরাজ জন্মান্ধনিবন্ধন পূর্ব্বে কখনই পুত্রগণকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তৎকালে কেবল মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহেই উঁহার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ হইল। ঐ সময় মহর্ষির প্রভাবে অন্ধরাজের রাজধর্ম্ম, বেদ, উপনিষৎ ও বুদ্ধিনিশ্চয়বিষয়ে বিলক্ষণ অধিকার হইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা বৈশম্পায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ জনমেজয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। এক্ষণে যদি বরদাতা মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে আমার পিতার রূপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত ও কৃতার্থ হই এবং আপনার বাক্যেও আমার সমধিক আস্থা জন্মে। অতঃপর ঐ মহর্ষির প্রসাদবলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক।

মহারাজ! জনমেজয় এই কথা কহিবামাত্র তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুত্রের ন্যায় বয়োরূপসম্পন্ন[১] অমাত্যগণ-পরিবৃত রাজা পরীক্ষিৎকে এবং শমীক ও তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীকে পরলোক হইতে তথায় সমানীত করিলেন। তদ্দর্শনে জনমেজয়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতাকে যজ্ঞান্ত স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নান সমাপনপূর্ব্বক জরৎকারুপুত্র আস্তীককে কহিলেন, "ভগবন্! এই যজ্ঞস্থলে শোকনাশন পিতা সমুপস্থিত হওয়াতে আমার এই যজ্ঞ অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

তখন আস্তীক কহিলেন, "মহারাজ! যাঁহার যজ্ঞে মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বয়ং সমুপস্থিত থাকেন, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই তাঁহার হস্তগত হয়। এক্ষণে তুমি বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া

১। বেদানুযায়ী।

১। বয়সে প্রবীণ ও রূপবান্।

বিপুল ধর্ম্মলাভ করিলে তোমার প্রভাবে সর্পসমুদয় ভস্মসাৎ হইল এবং তোমার সত্যবাক্যনিবন্ধন তক্ষক কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিল। এক্ষণে মহৎসংসর্গ-নিবন্ধন তোমার মনের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। তুমি ঋষিগণের যথোচিত পূজা করিয়াছ। চরমে নিশ্চয়ই তোমার, তোমার পিতার সালোক্য[১]লাভ হইবে। অতঃপর যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও সদ্ব্যবহারনিরত এবং যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে পাপবিনাশ হয় তুমি তাঁহাদিগকে নমস্কার কর।"

মহাত্মা আস্তীক এই কথা কহিলে রাজা জনমেজয়[২] তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনা-গমনে ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ

জনমেজয় পরীক্ষিৎনন্দন ধৃতরাষ্ট্রাদির কথার শেষ বৃত্তান্ত শ্রবণে অভিলাষী হইয়া বৈশম্পায়নকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মন্। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহারা উভয়ে পুত্রপৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া শোকশূন্য হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ও অন্যান্য লোকসমুদয় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণও স্ব স্ব পত্নী ও পরিমিত সৈন্যসমভিব্যাহারে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করিলেন।

ঐ সময় ত্রিলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কৌরবেন্দ্র! তুমি বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষিদিগের নিকট বিবিধ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে আর শোকে সমাকৃষ্ট হইও না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখন স্বীয় দুরদৃষ্ট নিবন্ধন ব্যথিত হয়েন না। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট দেবরহস্য-সমুদয় শ্রবণ করিয়াছ এবং এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশায়ী পুত্রগণকে সুগতি লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে দেখিলে। অতঃপর ধীমান যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পত্নী, সুহৃদগণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যগমনে অনুমতি কর। ইঁহারা সকলেই তোমার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক মাসের অধিক কাল অতীত হইল, ইঁহারা এই তপোবনে অবস্থান করিতেছেন। আর অধিক দিন অবস্থান করা ইঁহাদের কর্ত্তব্য নহে; রাজ্য বিবিধ বিঘ্নের আস্পদ, অতএব নিয়ত যত্নপূর্ব্বক উহা রক্ষা করা ইঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

অমিতপরাক্রম[১] মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার মঙ্গললাভ হউক। তোমার অনুগ্রহে আমার শোকসন্তাপ সমুদয় দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে যেন আমি তোমাদিগের সহিত হস্তিনানগরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমার পুত্রের কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আর আমার শোকের লেশমাত্র নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তোমাকে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন আমার তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে। আমি কেবল তোমার দর্শনে এ কাল পর্য্যন্ত এই তপঃকৃশ[২] শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি। শীর্ণপত্রজীবিনী[৩] কুন্তী ও গান্ধারীও আর অধিক কাল ইহলোকে অবস্থান করিবেন না। মহর্ষি বেদব্যাসের প্রভাব ও তোমার সমাগমে আমি পরলোকগত দুর্য্যোধনাদিকে দর্শন করিলাম। আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর আমি তোমার আদেশানুসারে ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিব। এক্ষণে তোমাতে আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও কুল প্রতিষ্ঠিত রহিল। তুমি কল্যই হউক বা অদ্যই হউক, হস্তিনানগরে গমন কর; আর বিলম্ব করিও না। তুমি অনেকবার রাজনীতি শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমাকে আর কিছু উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না।"

হস্তিনা-প্রত্যাবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তাত! আমি

১। সমান লোক—তুল্য স্থান। ২। জনমেজয়।

১। অমিততেজা—অসীম তপঃপ্রভাবসম্পন্ন। ২। তপস্যা-ক্লেশে শীর্ণ। ৩। শুষ্ক বৃক্ষপত্র মাত্র ভোজনে জীবনধারণকারিণী।

নিরপরাধী[১], আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরগণ হস্তিনানগরে গমন করুন। আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার ও জননীদ্বয়ের শুশ্রূষা করিব।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে গান্ধারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! অমন কথা কহিও না। তুমি কৌরবদিগের বংশধর ও আমার শ্বশুরের জলপিণ্ডস্থল[২]। তুমি এ কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের যথেষ্ট সেবা করিলে, এক্ষণে অচিরাৎ রাজধানীতে গমন কর। রাজার বচন রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

অন্ধরাজমহিষী গান্ধারী এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বাষ্পাকুলিত নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! রাজা ও যশস্বিনী গান্ধারী আমাকে রাজধানীগমনে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত; আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গমন করিব? আপনার তপোবিঘ্ন করিতেও আমার বাসনা নাই। তপস্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। তপস্যা দ্বারা অতিমহৎ ফললাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভোগে অভিলাষ নাই। আমার মন সম্পূর্ণভাবে তপস্যায় অনুরক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পৃথিবী লোকশূন্যা হওয়াতে আর উহার প্রতিপালনে আমার কিছুমাত্র উৎসাহ হইতেছে না। আমাদিগের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, আর তাদৃশ সৈন্যসামন্তও নাই। পাঞ্চালগণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদের বংশরক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই। দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গনে উহাদিগকে নিঃশেষিতপ্রায় করিলে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, আচার্য্যতনয় রজনী-যোগে তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। চেদি ও মৎস্যবংশও নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে কেবল বাসুদেবের প্রভাবে একমাত্র বৃষ্ণিবংশই অবশেষ রহিয়াছে। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কেবল ধর্ম্মসাধনার্থই রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয়। এক্ষণে আপনি নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের সকলকে দর্শন করুন। সকলের সহিত আর আপনার দর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে। জ্যেষ্ঠতাত এক্ষণে আপনাদের সহিত ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।"

কুন্তী-সান্ত্বনায় যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবাহু সহদেব বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন! আমি ত কোনক্রমে মাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব আপনি অবিলম্বেই রাজধানীতে গমন করুন; আমি এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক রাজা ও মাতৃদ্বয়ের পদসেবা এবং ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিশুষ্ক করি।" সহদেব বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার বাক্যানুসারে হস্তিনাপুরে গমন কর। তোমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হউক এবং তোমরা পরম সুখে অবস্থান কর। তোমরা এ স্থলে অবস্থান করিলে আমাদিগের তপস্যার ব্যাঘাত হইবে, তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হওয়াতে আমার উৎকৃষ্ট তপস্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে। আমাদিগের পরলোকগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই। অতএব তুমি এক্ষণে রাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হও।"

মনস্বিনী কুন্তী এইরূপে বহুবিধ সান্ত্বনা করিলে, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত স্থির হইল। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া অন্ধরাজের চরণবন্দনপূর্ব্বক অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যখন আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমরা অবশ্যই আহ্লাদসহকারে নগরে প্রতিগমন করিব।" ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ তাঁহাকে অভিনন্দন, ভীমসেনকে সান্ত্বনা এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে অচিরাৎ হস্তিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্রৌপদী প্রভৃতি কৌরবপত্নীগণ শ্বশ্রূদ্বয় ও শ্বশুরের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে

১। নিরপরাধ। ২। জলপিণ্ডদানের অধিকারী—শেষ জলপিণ্ডদাতা বংশধর।

নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় উষ্ট্রের চীৎকারধ্বনি ও অশ্বের হ্রেষারবে আশ্রমমণ্ডল পরিপূরিত হইল এবং সারথিগণ "অশ্বযোজনা কর, অশ্বযোজনা কর" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় পত্নী এবং সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সবান্ধবে নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিলেন।

পুত্রদর্শনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

নারদাগমনপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন! বহুদিনের পর আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। আপনি কোন কোন দেশ দর্শন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতএব আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি বহুকালের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এরূপ বিবেচনা করিও না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থসমুদয় দর্শন করিয়া তপোবন হইতে আগমন করিতেছি।"

যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র-প্রশ্নে নারদের প্রত্যুত্তর

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! গঙ্গাতীরনিবাসী মহাত্মারা আমার নিকট আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর তপোনুষ্ঠানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি, জননী গান্ধারী ও কুন্তী এবং সূতপুত্র সঞ্জয় ইঁহারা সকলে কিরূপে কালহরণ করিতেছেন, আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। যদি আপনার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংবাদ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে যে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিহোত্র, পুরোহিত এবং গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গান্ধারী কেবল জলমাত্র পান করিয়া এবং কুন্তী এক মাসের পর এক দিন ও সঞ্জয় পাঁচ দিনের পর এক দিন মাত্র ভোজন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাজকেরাও বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

নারদ কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রাদির তনুত্যাগ কথন

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সঞ্জয় অন্ধরাজের এবং তোমার জননী কুন্তী গান্ধারীর চক্ষুঃস্বরূপ[১] হইয়া[২] তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অন্ধরাজ গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময় দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসংযোগে ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সমুদয় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। মৃগযূথ ও সর্প-সমুদয় সেই তীব্রদহনে[৩] দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় অন্ধরাজ

১—২। হস্তধারণপূর্ব্বক চালক হইয়া। ৩। তীব্র অগ্নিতে।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী অনাহারনিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া, কোনক্রমেই তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক সেই বিষম বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইল। তখন অন্ধরাজ সঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সূতনন্দন! তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর; আমরা এই অনলেই জীবন পরিত্যাগ করিয়া, পরম গতি লাভ করিব।'

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ। এই বৃথাগ্নি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে আপনার সদগতিলাভের সম্ভাবনা নাই; আর এই অনল হইতে আপনার পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন করুন।'

তখন অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহাত্মন! যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলে, কখনই আমাদিগের অসদ্গতি হইবে না। বিশেষতঃ জল, বায়ু বা অনলসহযোগে অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা তাপসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন কর।' এই বলিয়া কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া অনন্যমনে উপবেশন করিলেন। তখন সঞ্জয় তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আত্মসংযম করিতে কহিলেন। অন্ধরাজও সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত আত্মসংযম করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রিয়রোধনিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনেই সেই দাবানলে সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতিকষ্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গাকূলে মহর্ষিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃত্তান্ত নির্দ্দেশপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় আমি সেই তাপসগণের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তোমাদিগকে উহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে যাত্রা করিলাম। আগমনসময়ে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর কলেবর আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাপসেরা সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজের এবং কুন্তী ও গান্ধারীর পরলোকগমনের বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের সদ্গতিলাভে শঙ্কা করিয়া কিছুমাত্র শোক করেন নাই। আমি তাঁহাদের মুখেও উঁহাদের মৃত্যুবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়াছি। যখন সেই কৌরবনাথ, গান্ধারী ও কুন্তী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নহে।"

দেবর্ষি নারদ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাদির পরলোক-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, মহাত্মা পাণ্ডবগণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় অন্তঃপুরে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল, পুরবাসিগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির মাতাকে স্মরণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার "আমাকে ধিক্!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সেই পুরবাসী ও অন্যান্য লোকসমুদয়ের রোদনধ্বনি উপরত[১] হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাবেগ সংবরণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমরা জীবিত থাকিতেও যে তপোনুষ্ঠাননিরত মহাত্মা অন্ধরাজ অনাথের ন্যায় অরণ্যমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, ইহার[২] পর[৩] আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যখন প্রবল-প্রতাপশালী অন্ধরাজকেও দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম, পুরুষদিগের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। হায়! যে মহাত্মার মহাবলপরাক্রান্ত এক শত পুত্র ছিল, যিনি অযুতনাগতুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহাকেও এক্ষণে দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল! পূর্ব্বে পরমসুন্দরী রমণীগণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহাকে তালবৃন্ত[৪] বীজন[৫] করিত[৬], আজ তিনি দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে গৃধ্রগণ[৭] তাঁহাকে পুচ্ছ দ্বারা বীজিত করিতেছে[৮]। যিনি সূত ও মাগধগণের

১। নিবৃত্ত। ২—৩। ইহা হইতে। ৪—৬ তালপাতার পাখায় হাওয়া করিত। ৭—৮। শকুনগণ তাঁহাকে ল্যাজ দিয়া হাওয়া করিতেছে।

স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, আজ এই নরাধমের কার্য্যদোষে তাঁহাকে ধরাশয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

আমি পুত্রবিহীনা জননী গান্ধারীর নিমিত্ত অনুতাপ করি না। তিনি পতির অনুগামিনী হইয়া ভর্তৃলোক লাভ করিয়াছেন। কেবল যিনি পুত্রগণের এই সুসমৃদ্ধ রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইয়াছিলেন, সেই জননী কুন্তীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগের রাজ্য, বল, পরাক্রম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ধিক। আমরা জীবন্মৃত। হায়! কালের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম। দেখুন, মনস্বিনী কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের জননী হইয়াও রাজ্য-সম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অনাথার ন্যায় দাবানলে দগ্ধ হইলেন। আমি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অর্জ্জুন অগ্নিকে খাণ্ডবদাহন প্রদান করিয়া অনলের তুষ্টিসাধন করিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশনের তুল্য অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন আর কেহই নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবেশে অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিনি কিরূপে তাঁহার জননীকে দগ্ধ করিলেন?

হুতাশনকে ও অর্জ্জুনের সত্যপ্রতিজ্ঞতায় ধিক! অন্ধরাজ বৃথানলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হায়! সেই মহাবনে তপোনুষ্ঠানরত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রপূত পবিত্র অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বৃথানলে মৃত্যু হইল কেন? বোধ করি, যখন দাবানল আমার জননীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া 'হা ধর্ম্মরাজ! হা ভীমসেন! তোমরা শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর', বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। তিনি সমুদয় পুত্র অপেক্ষা সহদেবের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেও এক্ষণে তাঁহাকে অনল হইতে রক্ষা করিল না।"

ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুগান্তকালীন প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই ক্রন্দনকোলাহলে প্রাসাদসমুদয় প্রতিধ্বনিত ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

নারদের যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবগণ এইরূপে শোকাকুল হইলে, তপোধনগণের অগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বৃথানলে দগ্ধ হয়েন নাই। আমি গঙ্গাতীরনিবাসী মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, অন্ধরাজ গঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশকালে যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অনল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হওয়াতে উহাদ্বারা সমুদয় বন দগ্ধ হইয়া যায়। আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বীয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিহারপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করিও না। তোমার জননী কুন্তীও গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন কর।"

ধৃতরাষ্ট্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ ও রাজভক্তিপরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভাগীরথীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহনপূর্ব্বক যুযুৎসুকে অগ্রসর করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণক্রিয়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, সেই উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিজ্ঞ মানবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সুহৃদ্গণ! তোমরা গঙ্গাদ্বারের সন্নিহিত কাননে সমুপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে কর্ত্তব্য কার্য্য-সমুদয় সম্পাদন কর।" এই বলিয়া তিনি, আত্মীয়গণকে গঙ্গাদ্বারে প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং নগরের

বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে একাদশ দিন অতীত হইল। দ্বাদশ দিনে[১] ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে সুবর্ণ, রজত, গাভী ও মহামূল্য শয্যাসমুদয় এবং গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তীর নামোল্লেখপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বস্তুসমুদয় প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ শয্যা, খাদ্যদ্রব্য, মণি, রত্ন, যান, আচ্ছাদন ও সমলঙ্কৃত দাসী প্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ জননী কুন্তী ও গান্ধারীর উদ্দেশে তাঁহাদিগকে তৎসমুদয় প্রদান করিলেন।

অনন্তর দানক্রিয়া সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে যে সমুদয় লোক গঙ্গাধারে গমন করিয়াছিল, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থি-সমুদয় গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও নরপতির নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। এইরূপে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে সমরনিহত পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগের উদ্দেশে বিবিধ বস্তু দান করিয়া পঞ্চদশ বৎসর নগরে ও তিন বৎসর বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নারদাগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। ক্ষত্রিয়ের অশৌচ দ্বাদশ দিন। ব্রাহ্মণের যেমন দশ দিনে অশৌচান্ত হইয়া একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়েরও তদ্রূপ দ্বাদশ দিনে অশৌচান্ত হইয়া ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত। দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, ঐ দিনের রাত্রি পর্য্যন্ত অশৌচ থাকে। মূল বচনেও আছে—"দ্বাদশেঽহনি তেভ্যঃ স কৃতশৌচো নরাধিপঃ। দদৌ শ্রাদ্ধানি বিধিবদ্দক্ষিণাবন্তি পাণ্ডবঃ।" বচনে যে 'বিধিবৎ' বাক্য আছে, উহার অর্থ যথাবিধি। ঐ 'যথাবিধি' শব্দ দ্বারা শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে করা হইয়াছিল, ইহাই বুঝিতে হইবে। অনুবাদের 'পবিত্র হইয়া' কথায়ও দ্বাদশ দিনের অশৌচান্ত মানে পবিত্র হইয়া এইরূপই বুঝা যায়।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত

মৌসলপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

মৌসলপর্ব্বাধ্যায়—যুধিষ্ঠিরের বিবিধ অনিষ্টদর্শন

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ[১] বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদয় দর্শন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কর্করমিশ্রিত নির্ঘাত[২]বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ দক্ষিণাবর্ত্তমণ্ডল[৩] নির্ম্মাণপূর্ব্বক আকাশে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহানদীসমুদয় স্রোতোবিহীন ও দিক্‌সমুদয় নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইল। অঙ্গারসমাযুক্ত[৪] উল্কাসকল গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইল। উদয়কালে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধসমুদয়[৫] লক্ষিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিধিমণ্ডল শ্যাম, অরুণ ও ধূসর এই ত্রিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন সেই সমুদয় ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার দুর্লক্ষণ দর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগের আর পরিসীমা রহিল না।

যদুবংশধ্বংসশ্রবণে পাণ্ডবদিগের উদ্বেগ

কিয়দ্দিন পরে তিনি শুনিলেন, বৃষ্ণিবংশ মুসলপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। বলদেব ও বাসুদেব উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে বীরগণ! ব্রহ্মশাপে বৃষ্ণিবংশ ত একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি?"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। শার্ঙ্গপাণি[১] বাসুদেবের মৃত্যু সমুদ্রশোষের[২] ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা সকলেই শোকে একান্ত অভিভূত ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে মহারথ অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়েরা কি নিমিত্ত নিহত হইল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, বৃষ্ণিবংশমধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করেন।

ঋষিশাপে যদুবংশ-ধ্বংস-প্রসঙ্গ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাবীরগণ তৎকালে কাহার শাপে কালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক

১। যুধিষ্ঠির। ২। প্রচণ্ড—অতি ভয়ঙ্কর। ৩। দক্ষিণ দিকে ঘরিয়া মণ্ডলাকার গতি—ঐরূপ গতি অশুভ; বাম দিকে ঘুরিয়া বৃত্তমণ্ডল শুভ। ৪। জ্বলিত অঙ্গারযুক্ত। ৫। মস্তকবিহীন দেহসমূহ।

১। শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনুকধারী। ২। সাগর শুকাইবার।

কহিলেন, "হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন?"

সারণ প্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দুর্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। ঐ মুসলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই একবারে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিলে জরা নামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন।"

মুনিগণ কোপবশনেত্রে[১] সারণাদিকে[২] এই কথা কহিয়া হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে কহিলেন যে, 'মুনিগণ যাহা কহিয়াছেন, নিশ্চয় তাহা ঘটিবে।' এই কথা কহিয়া, তিনি সেই শাপনিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাম্ব বৃষ্ণ্যন্ধককুলনাশক[৩] এক ঘোরতর মুসল প্রসব করিলেন। ঐ মুসল প্রসূত হইবামাত্র নরপতি[৪] সন্নিধানে সমানীত হইল। তখন তিনি রাজপুরুষগণ দ্বারা সেই মুসল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ সময় আহুক, জনার্দ্দন, বলদেব ও বভ্রুর বাক্যানুসারে নগরমধ্যে এই ঘোষণা হইল যে, আজ অবধি নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে নগরবাসী লোকসমুদয় সেই শাসন শিরোধার্য্য করিয়া সুরা প্রস্তুতকরণে একবারে বিরত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যদুপুরে ধ্বংসসূচক উপদ্রব-উপস্থিতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ এইরূপে সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশির[১] বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন। ঐ পুরুষ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই তাঁহারা তাঁহার প্রতি অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোনরূপেই তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিতেন না।

অনন্তর দিনে দিনে সেই নগরমধ্যে যদুবংশের বিনাশসূচক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে অসংখ্য মূষিক ও ভগ্ন মৃৎপাত্রসমুদয় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে মূষিকেরা গৃহমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখচ্ছেদনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহস্বামিগণ দিবারাত্রি অজ্ঞাতবর শব্দে রোদন করিতে লাগিল। সারসেরা উলূকের[২] ন্যায় ও ছাগগণ শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কালপ্রেরিত রক্তপাদ পাণ্ডুবর্ণ কপোতগণ সতত যাদবদিগের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং গাভীর গর্ভে রাসভ[৩], অশ্বতরীর[৪] গর্ভে করভ[৫], কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুলীর[৬] গর্ভে মূষক[৭] সমুৎপন্ন হইতে লাগিল।

ঐ সময় কৃষ্ণ ও বলদেব ব্যতীত যদুবংশীয় আর সকলেই ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণের দ্বেষ এবং লজ্জাভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পত্নীগণ পতিসংসর্গ ও পতিগণ পত্নীসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যাজকবর্ত্তৃক প্রজ্বলিত হুতাশন নীল, লোহিত ও হরিদ্বর্ণ শিখা প্রকটিত করিয়া বামভাগে প্রদীপ্ত[৮] হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকে প্রতিদিন উদয় ও অস্তগমনসময়ে কবন্ধগণে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাকশালামধ্যে সুসংস্কৃত অন্নসমুদয় আহার করিবার সময়

১। ক্রোধরক্তনেত্রে ২। সারণ প্রভৃতি যাদবগণকে। ৩। বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের নাশক। ৪। উগ্রসেন।

১। মুণ্ডিতমস্তক। ২। পেচার ৩। গাধা ৪। খচ্চরের। ৫। করিশাবক। ৬। বেজীর। ৭। ইন্দুর। ৮। উদ্দীপ্ত।

তন্মধ্যে সহস্র সহস্র কীট লক্ষিত হইতে লাগিল। মহাত্মাদিগের জয় ও পুণ্যাহবাক্য কীর্ত্তন করিবার সময় অসংখ্য লোক সেই স্থান দিয়া ধাবমান হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। যাদবগণ সকলেই নক্ষত্রসমুদয়কে পরস্পর নিপীড়িত দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু[১] স্বীয় জন্মনক্ষত্র কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না[২], তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে পাঞ্চজন্য[৩] নিনাদিত হইলে চতুর্দ্দিকে রাসভগণ ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

ঐ সময় একদা ত্রয়োদশীতে[৪] অমাবস্যার[৫] সংযোগ হইলে মহাত্মা বাসুদেব উহা নিতান্ত দুর্লক্ষণ বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বীরগণ! ভারত-যুদ্ধকালে রাহু যেরূপ দিনে দিবাকরকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদিগের ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে।" তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এত দিনের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ষট্ত্রিংশ[৬] বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে গান্ধারী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সৈন্যসমুদয় ব্যূহিত[৭] হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্তদর্শনে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ঘটনা দর্শন করিতেছি।

মহাত্মা মধুসূদন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায় বৃষ্ণিগণকে প্রভাস-তীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃষ্ণিগণও বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

যাদব-নরনারীর দুর্লক্ষণ দুঃস্বপ্ন-দর্শন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! ঐ সময় প্রতিদিন রজনীযোগে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের দুঃস্বপ্ন-দর্শন হইতে লাগিল। কামিনীগণ নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যেন, এক শুভ্রদর্শনা[১] কৃষ্ণবর্ণা রমণী হাস্য করিতে করিতে তাহাদের মঙ্গলসূত্র[২] অপহরণপূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে এবং পুরুষগণ দেখিতে লাগিলেন যেন, ভয়ঙ্কর গৃধ্রগণ অগ্নিহোত্র-গৃহ ও বাসগৃহমধ্যে তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। এইরূপ দুঃস্বপ্নদর্শনে তাঁহাদের চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের অলঙ্কার[৩], ছত্র, ধ্বজ ও কবচসমুদয়[৪] অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বাসুদেবের অগ্নিদত্ত বজ্রতুল্য চক্র সকলের সমক্ষেই আকাশে গমন করিল। উঁহার অশ্বসমুদয় দারুকের সমক্ষেই আদিত্যবর্ণ রথ লইয়া সাগরের উপরিভাগ দিয়া প্রস্থান করিল এবং অপ্সরোগণ বলদেবের তালধ্বজ ও বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অপহরণ-পূর্ব্বক দিবারাত্রি যাদবগণকে তীর্থযাত্রা করিতে আদেশ করিতে লাগিল।

যাদবদিগের প্রভাসযাত্রা—মদ্যপানমত্ততা

এইরূপ দুর্নিমিত্তসমুদয় উপস্থিত হইলে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ সকলেই সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মদ্য-মাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের ও তাহাদের সৈন্যসমুদয়ের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক স্ত্রীগণের সহিত অনবরত পানভোজন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যোগবিদ্ অর্থতত্ত্ববিশারদ মহাত্মা উদ্ধব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে অবস্থিত অবগত হইয়া, তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কালবিপর্য্যয়নিবন্ধন তাঁহাকে নিবারণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাত্মা উদ্ধব বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া, যোগদ্বারা শূন্যমার্গ

১—২। মৃত্যু সন্নিহিত হইলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়, ইহা মানবের এক অসাধারণ অরিষ্ট লক্ষণ। ৩ শঙ্খ। ৪—৫। ত্রয়োদশী-চতুর্দ্দশী অমাবস্যা—এই তিথিত্রয়ের মিলনঘটিত ত্র্যহস্পর্শ অশুভ-সূচক। ৬। ছত্রিশ। ৭। ব্যূহ রচনা দ্বারা রক্ষিত।

১। শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ-দন্তবিশিষ্টা। ২। সধবার চিহ্ন—হস্তে-বদ্ধ রক্তবর্ণের ডোরকাদি। ৩—৪। জয়চিহ্নসূচক দ্রব্যাদি।

আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারথ যাদবগণ কালের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমাহৃত অন্নসমুদয় সুরামিশ্রিত করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে প্রভাসতীর্থ নট, নর্ত্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তুরীশব্দে[১] প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলদেব, সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্ম্মা বাসুদেবের সমক্ষেই সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সাত্যকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উপহাস ও অবমাননা করিয়া কহিলেন, "হার্দ্দিক্য! ক্ষত্রিয়মধ্যে কেহই এরূপ নির্দ্দয় নাই যে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যাদবগণ কখনই তাহা সহ্য করিবেন না।"

যাদবগণের পরস্পর কলহসূচনা

সাত্যকি এই কথা কহিলে মহারথ প্রদ্যুম্ন ও কৃতবর্ম্মাকে অবজ্ঞা করিয়া সাত্যকির বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বামহস্ত সঞ্চালন দ্বারা সাত্যকির ঐ বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শৈনেয়! মহারাজ ভূরিশ্রবা ছিন্নবাহু হইয়া সংগ্রামে প্রায়োপবেশন করিলে যখন তুমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছ, তখন তোমার তুল্য নৃশংস আর কেহই নাই।" কৃতবর্ম্মা এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার বাক্যশ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাত্যকি স্যমন্তকমণির অপহরণবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া, কৃতবর্ম্মা অক্রূর দ্বারা যেরূপ মহারাজ সত্রাজিতের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামা সাত্যকির মুখে সেই পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র কোপাবিষ্ট চিত্তে রোদন করিতে করিতে বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন। তখন সাত্যকি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সত্যভামাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আজ ঐ পাপপরায়ণ কৃতবর্ম্মাকে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর পথের পথিক করিব। পূর্ব্বে ঐ দুরাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সহায় করিয়া শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়াছিল। সেই পাপে আজ ইহার আয়ু ও যশঃ নিঃশেষিত হইয়াছে।"

১। আমোদক বাদ্যধ্বনিতে।

মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বাসুদেবের সমক্ষেই খড়্গ দ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক অন্যান্য বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সেই মদমত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ কালপ্রভাবে বিমোহিত হইয়া সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব কালের গতি বিবেচনা করিয়া তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া উচ্ছিষ্টপাত্র দ্বারা সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

যাদবগণের পরস্পর যুদ্ধ—ধ্বংস

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে, রুক্মিণীনন্দন মহারথ প্রদ্যুম্ন যুযুধানের পরিত্রাণার্থ সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া বাহ্বাস্ফোটন[১]পূর্ব্বক ভোজদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক অন্ধকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ভোজ ও অন্ধকদিগের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাহাদিগকে কোনক্রমে পরাজিত করিতে পারিলেন না। ঐ বীরদ্বয় কিয়ৎক্ষণমাত্র সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে বাসুদেবের সমক্ষেই সেই ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব স্বীয় পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে বিনষ্ট দেখিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে একমুষ্টি এরকা[২] গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব এরকা-মুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্র উহা মুসলরূপে পরিণত হইল। তখন তিনি তদ্দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অন্ধক, ভোজ, শৈনেয় ও বৃষ্ণিগণও কালবশতঃ পরস্পর সেই এরকাঘাতে বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া

১ বাহুতে করতলাঘাত সহকারে বীরত্ব প্রকাশ। ২। ঈষিকা—শর-তৃণ।

একটিমাত্র এরকা গ্রহণ করিলেও উহা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ স্থানের সমুদয় এরকাই ব্রহ্মশাপপ্রভাবে মুষলরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সময় বীরগণ কোপাবিষ্ট হইয়া যে সকল এরকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদয় মুসল ও বজ্রস্বরূপ হইয়া অভেদ্য পদার্থ ভেদ করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুকুর ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ মত্ত হইয়া অনলে নিপতিত পতঙ্গের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তথা হইতে পলায়ন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া মুসলীভূত[১] এরকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ ও গদের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে তত্রত্য সমুদয় বীরের প্রাণসংহার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বভ্রু ও দারুক মহামতি মধুসূদনের সমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সেই বীরসমুদয়কে নিহত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "জনার্দ্দন! এক্ষণে ত আপনি অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন। অনন্তর চলুন, আমরা তিনজনে মহাত্মা বলভদ্রের নিকট গমন করি।"

চতুর্থ অধ্যায়

অর্জ্জুননিকটে কৃষ্ণের যাদবধ্বংসসংবাদ প্রেরণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা বভ্রু ও দারুক এই কথা কহিলে মহামহি বাসুদেব তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অমিতপরাক্রম বলভদ্রের উদ্দেশে গমন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, ঐ মহাবীর অতিনির্জ্জন প্রদেশে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা হৃষীকেশ বলভদ্রকে তদবস্থ দেখিয়া দারুককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সারথে! তুমি সত্বর হস্তিনানগরে গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট যাদবদিগের বিনাশবৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন কর। তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দ্বারকায় আগমন করিবেন।" বাসুদেব এইরূপ আদেশ করিলে দারুক অবিলম্বে রথারোহণে কৌরবরাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

পুরনারীরক্ষার্থ কৃষ্ণের ব্যবস্থা

তখন মহাত্মা কেশব সমীপস্থ বভ্রুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্র! তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুর-কামিনীগণের রক্ষার্থ গমন কর। দস্যুগণ যেন ধনলোভে তাহাদিগের হিংসা না করে।"

মহাবীর বভ্রু ঐ সময় মদমত্ত ও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জনার্দ্দনের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিবামাত্র তিনি যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনি সেই ব্রহ্মশাপসম্ভূত মুসল এক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ বভ্রুকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় অগ্রজ বলভদ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মন্! আমি যে কাল পর্য্যন্ত কাহারও প্রতি স্ত্রীগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন না করি, সেই কাল পর্য্যন্ত আপনি এই স্থানে আমার প্রতীক্ষা করুন।"

এই কথা কহিয়া বাসুদেব অচিরাৎ নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় এখানে আগমন না করেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীদিগকে রক্ষা করুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব বনমধ্যে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব আমি এক্ষণে তাঁহার নিকট চলিলাম। পূর্ব্বে আমি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কৌরব ও অন্যান্য নরপতিগণের নিধন দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আবার আমাকে যদুবংশের নিধনও প্রত্যক্ষ করিতে হইল। আজ যাদবগণের বিরহে এই পুরী আমার চক্ষুর শল্যস্বরূপ বোধ হইতেছে। অতএব আমি অচিরাৎ বনগমন করিয়া বলদেবের সহিত তীব্রতর তপোনুষ্ঠান করি।"

বলদেবের অন্তর্ধান

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া, পিতার চরণবন্দনপূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

১। মুষলরূপ পরিণত।

তিনি বহির্গত হইবামাত্র অন্তঃপুরমধ্যে বালক ও বনিতাদিগের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন ধীমান বাসুদেব অবলাগণের রোদনশব্দ-শ্রবণে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে সীমন্তিনীগণ। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই নগরে আগমন করিতেছেন। তিনি তোমাদিগের দুঃখমোচন করিবেন। অতএব তোমরা আর রোদন করিও না।"

এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জ্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্রসংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর দিব্য নদীসমুদয়, জলাধিপতি বরুণ এবং কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ ও অম্বরীষ প্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইতে তাঁহার দেহ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভগবান্ বাসুদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেহত্যাগ করিলেন বিবেচনা করিয়া, চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই বিজন বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন করিলেন।

ব্যাধবাণে আহত কৃষ্ণের অন্তর্ধান

ঐ সময় পূর্ব্বে গান্ধারী তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন এবং তিনি উচ্ছিষ্ট পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্ব্বাসা যে সমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য-প্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গগমন-বিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহভঞ্জন, ত্রিলোকপালন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও মহাযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরা নামক ব্যাধ মৃগান্বেষণবাসনায় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকনপূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা দ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণবাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেকবাহুসম্পন্ন, পীতাম্বরধারী, যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন, তখন ভগবান নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সাধ্যগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন, মুনিগণ ঋগ্বেদপাঠ ও গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহার অভিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জ্জুনের আগমন—দ্বারকা দুর্দ্দশাদর্শনে বিলাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এ দিকে কৃষ্ণসারথি দারুক হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট যদুকুলের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে পাণ্ডবগণ উহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও ব্যাকুলিতচিত্ত হইলেন। তখন বাসুদেবের প্রিয়সখা মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দারুকের সহিত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরী অনাথা রমণীর ন্যায় নিতান্ত হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় বাসুদেবের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনকে দর্শন

করিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের যে ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পতিপুত্রবিহীনা রমণীগণের আর্ত্তনাদ-শ্রবণে অর্জ্জুনের নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি তৎকালে কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না।

যাদবগণের দুর্দ্দশাদর্শনে অর্জ্জুনের বিলাপ

ঐ সময় সেই বীরশূন্যা দ্বারকাপুরীকে বৈতরণী[১] নদীর[২] ন্যায় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে উহার জল, অশ্ব সমুদয়কে মৎস্য, রথসমুদয়কে উড়ুপ[৩], বাদিত্র[৪] ও রথনির্ঘোষকে তরঙ্গ, গৃহসোপানসমুদয়কে মহাহ্রদ, রত্নসমুদয়কে শৈবাল[৫], পথসমুদয়কে আবর্ত্ত[৬], চত্বর[৭]সমুদয়কে স্তিমিত[৮] হ্রদ[৯] এবং বলদেব ও বাসুদেবকে মহানক্র[১০] বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দ্বারকাপুরী ও বাসুদেবের বনিতাদিগকে হেমন্তকালীন[১১] নলিনীর[১২] ন্যায় নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট ও প্রভাশূন্য দর্শন করিয়া বাষ্পাকুলিত-লোচনে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন বাসুদেব-মহিষী সত্যভামা, রুক্মিণী ও অন্যান্য রমণীগণ অর্জ্জুনের নিকট বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহাকে ধরাতল হইতে উত্থাপনপূর্ব্বক কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যদুবংশ ধ্বংসে বাসুদেবের বিলাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন মনে মনে বাসুদেবের স্তব করিয়া স্ত্রীগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ধনঞ্জয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বাষ্পপূর্ণনয়নে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন।

মহাত্মা বসুদেব ভাগিনেয় অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিতান্ত দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও বান্ধবগণের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "ধনঞ্জয়! যাহারা অসংখ্য ভূপতি ও দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিল, আজ আমি তাহাদিগকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি! তুমি যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে প্রিয়শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতে এবং যাহারা বৃষ্ণিবংশের অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও বাসুদেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল, এক্ষণে তাহাদিগেরই দুর্নীতিনিবন্ধন এই যদুকুলের ক্ষয় হইয়াছে। অথবা উহাদের এ বিষয়ে দোষ কি? ব্রহ্মশাপই ইহার মূল কারণ।

পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ মহাবলপরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য, কাশীরাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও এই যদুকুল ক্ষয় হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমরা সকলেই যাঁহাকে সনাতন দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাক, তিনি এক্ষণে স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিলেন। বোধ হয়, গান্ধারী ও ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই।

তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইলে তিনিই তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় পরিজনদিগকে রক্ষা করিতে তাঁহার বাসনা হইল না। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, সখা ও ভ্রাতৃগণ সকলে নিহত হইলে, তিনি আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পিতঃ! আজ এই যদুকুল একেবারে নিঃশেষিত হইল। আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে আপনি তাহার নিকট এই কুলক্ষয়ের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিবেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট দূত প্রেরণ

১—২। মৃতগণের যমপুরে যাওয়ার পথমধ্যে প্রবহমানা নদী-বিশেষের। ৩। ভেলা। ৪। বাদ্য। ৫। শেওলা। ৬। জলঘূর্ণী। ৭। অঙ্গন—উঠান। ৮—৯। তরঙ্গহীন হ্রদ। ১০। বৃহৎ কুম্ভীর। ১১—১২। হেমন্ত ঋতুর পদ্ম—[illegible] প্রায় ম্লান পদ্ম। [illegible]।

করিয়াছি। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলে কখনই হস্তিনায় অবস্থান করিতে পারিবেন না। অর্জ্জুনের সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা এ স্থানে আগমন করিয়া যাহা কহিবেন, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহা দ্বারাই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন এবং এই বালক ও রমণীগণের রক্ষা হইবে। তিনি এই স্থান হইতে প্রতিগমন করিবামাত্র এই অসংখ্য প্রাচীর ও অট্টালিকাসম্পন্ন দ্বারকাপুরী সমুদ্র-জলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বলদেবের সহিত কোন পবিত্রস্থানে সমুপস্থিত হইয়া কাল-প্রতীক্ষায় অবস্থান করিব।'

অচিন্ত্যপরাক্রম মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া আমাকে বালকগণের সহিত এই স্থানে রাখিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া দিবারাত্রি বলদেব, বাসুদেব ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণপূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতেছি। আর আমার জীবনধারণ ও ভোজন করিতে প্রবৃত্তি নাই। এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকারলাভ হইল। অতএব তুমি অবিলম্বে বাসুদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এক্ষণে এই রাজ্য, স্ত্রী ও রত্নসমুদয় তোমারই অধিকৃত হইল; আমি অচিরাৎ তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব।"

সপ্তম অধ্যায়

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যাদব-নরনারী রক্ষা-ব্যবস্থা

মহাত্মা বসুদেব এই কথা কহিলে, শত্রুতাপন মহাবীর ধনঞ্জয় একান্ত বিমনায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতুল। আমি কোন-ক্রমেই এই কেশব ও অন্যান্য বীরগণপরিশূন্য রাজ-পুরীদর্শনে সমর্থ হইতেছি না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও আমি আমরা সকলেই এক আত্মা। এই যদুকুলক্ষয় শ্রবণ করিলে আমার ন্যায় তাঁহাদেরও যার পর নাই ক্লেশ হইবে। এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রস্থানসময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর এ স্থানে অধিকদিন অবস্থান করা আমার উচিত নহে। আমি অচিরাৎ বৃষ্ণিবংশীয় বালক ও বনিতাদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব।"

মহাবীর ধনঞ্জয় মাতুলকে এই কথা কহিয়া দারুককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দারুক। আমি বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি, অতএব তুমি সত্বর আমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া চল।" এই কথা কহিয়া তিনি দারুকের সহিত মহারথ যাদবগণের নিমিত্ত শোক করিতে করিতে তাঁহাদের সভায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় আসন পরিগ্রহ করিলে, অমাত্যগণ, প্রকৃতিমণ্ডল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই দীনচিত্ত মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। আমি অন্ধকদিগের পরিবারদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র ঐ নগরে রাজা হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে যান ও রত্নসমুদয় সুসজ্জিত কর। সপ্তম দিবসে সূর্য্যোদয়সময়ে আমাদিগকে এই নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে হইবে। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র সুসজ্জিত হও।"

বসুদেবের মৃত্যু—দেবকী প্রভৃতির সহমরণ

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাঁহারা সকলেই সত্বর সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের গৃহে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রবলপ্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ সমুত্থিত হইয়া সমুদয় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নরযানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

ভৃত্যগণ শ্বেতচ্ছত্র ও যাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকাযানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নামে বসুদেবের পত্নীচতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময়ে জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাহাকে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার দেবকী প্রভৃতি পত্নীচতুষ্টয় তাহাকে প্রজ্বলিত চিতায় আরোহিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ় হইলেন।

বসুদেব ও রামকৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

মহাত্মা অর্জ্জুন চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নীসমবেত বসুদেবের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্বলিত চিতানলের শব্দ সামবেত্তাদিগের বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য মানবগণের রোদনধ্বনিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি বজ্র প্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে বসুদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদিত হইলে, পরমধার্ম্মিক ধনঞ্জয় যে স্থানে বৃষ্ণিবংশীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুষল-নিহত বৃষ্ণিগণকে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া তাহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি জ্যেষ্ঠতানুসারে তাহাদিগের সকলের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অন্বেষণ দ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণপূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন।

যাদবনারীগণ সহ অর্জ্জুনের হস্তিনাযাত্রা

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে শাস্ত্রানুসারে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদয় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজ-সমুদয়ে আরোহণপূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও পৌত্র বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক-সমভিব্যাহারে দ্বারকানগরী হইতে বহির্গত হইলেন।

সমুদ্রের দ্বারকাপুরী গ্রাস

দ্বারকাবাসী লোকসমুদয় নগর হইতে নির্গত হইলে পর মহাত্মা অর্জ্জুন তাহাদের সহিত ঐ বিবিধ রত্নপরিপূর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশ অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দ্বারকাবাসী লোকসমুদয় সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া "দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা" এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সেই যদুবংশীয় কামিনীগণ ও অন্যান্য যোধগণ-সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে নদীতীর, রমণীয় কানন ও পর্ব্বতপ্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধসম্পন্ন পঞ্চনদদেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে দস্যুগণ, ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতাসমভিব্যাহারে গমন করিতেছেন। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব চল, আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্নসমুদয় অপহরণ করি।"

দস্যুগণ কর্ত্তৃক দ্বারকারমণী আক্রমণ

এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদশব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত

করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অনুচরগণের সহিত তাহাদের অভিমুখীন হইয়া সহাস্যবদনে তাহাদিগকে কহিলেন, "দস্যুগণ। যদি তোমাদিগের জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ প্রতিনিবৃত্ত হও, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই শরনিকর দ্বারা তোমাদিগকে নিহত করিব।" পাণ্ডুনন্দন এইরূপে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিলেও তাহারা তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দ্বারকাবাসী লোকদিগকে আক্রমণ করিল।

রমণীগণের উদ্ধারে অর্জ্জুনের অসামর্থ্য

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রোষভরে স্বীয় গাণ্ডীব-শরাসনে জ্যারোপণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎকালে ঐ কার্য্য তাঁহার নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি অতিকষ্টে সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া দিব্যাস্ত্রসমুদয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময় কোনক্রমে সেই অস্ত্রসমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। তখন তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যের হানি ও দিব্যাস্ত্র-সমুদয়ের অস্মরণনিবন্ধন নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণ সেই দস্যুগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না। দস্যুগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল, মহাবীর অর্জ্জুন যত্নপূর্ব্বক সেই দিক্ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দস্যুগণের সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলা-দিগকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া তূণীর হইতে শরসমুদয় নিষ্কাশনপূর্ব্বক দস্যুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অক্ষয় তূণীরের মধ্যস্থ বাণসমূহও ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। শরসমুদয় নিঃশেষ হইলে, পাণ্ডুনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরাকৃত[১] করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র, ভুজবীর্য্য ও তূণীরস্থ শরসমুদয়ের ক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাক স্মরণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

বজ্রের হস্তে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার অর্পণ

অনন্তর তিনি সেই হৃতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকিপুত্রকে সরস্বতী নগরে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময় অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজন-পূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থানবিভাগ[২] প্রদান করিয়া বজ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

আশ্রমাগত অর্জ্জুনের প্রতি ব্যাসের স্বাগত প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহাত্মা ধনঞ্জয় বেদব্যাসের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া "মহর্ষে! আমি অর্জ্জুন, আপনার নিকট আগমন করিয়াছি" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহর্ষি পাণ্ডুনন্দনকে অবলোকনপূর্ব্বক

১। নিবারণ। ২। স্থানবিভাগপূর্ব্বক

স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন-পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে একান্ত দুঃখিত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "বৎস! কেহ কি তোমার গাত্রে নখ[১], কেশ, বস্ত্রাঞ্চল বা কুম্ভমুখস্থিত সলিল[২] প্রক্ষেপ করিয়াছে? তুমি কি রজস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? যুদ্ধে কি কেহ তোমাকে পরাজয় করিয়াছে? আজ তোমাকে এমন শ্রীবিহীন দেখিতেছি কেন? তুমি ত কাহারও নিকট কখনও পরাজিত হও নাই। যাহা হউক, যদি প্রকাশ করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আজ তোমার এরূপ শ্রীভ্রংশ হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে কীর্ত্তন কর।"

অর্জ্জুনের যাদবধ্বংস সহ নিজ পরাজয় জ্ঞাপন

তখন অর্জ্জুন কহিলেন "ভগবন! সেই নবজলধরসদৃশ নীলকলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর ও বলদেব উভয়েই কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশে যে সকল মহাত্মারা সিংহতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন, ব্রহ্মশাপনিবন্ধন প্রভাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুসলীভূত এরকাপ্রহারপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালের কি আশ্চর্য্য গতি, যাঁহারা পূর্ব্বে অনায়াসে গদা, পরিঘ ও শক্তির প্রহার সহ্য করিতেন, এক্ষণে তাহারা সামান্য তৃণপ্রহারে নিহত হইলেন। এইরূপে সর্ব্বসমেত পাঁচ লক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আর আমি বারংবার সেই প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয়দিগের, বিশেষতঃ যশস্বী কৃষ্ণের বিনাশবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। মহাত্মা বাসুদেবের বিনাশ, সমুদ্রশোষ[৩], পর্ব্বত-সঞ্চালন[৪], আকাশপতন[৫] এবং অগ্নির শৈত্যপ্রভাবের[৬] ন্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে বাসুদেব ব্যতীত আর ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে আমার বাসনা নাই।

কৃষ্ণনাশে সাবশেষ বিষণ্ণ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যপ্রশ্ন।

হে তপোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অপেক্ষাও ক্লেশকর আর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে আমি সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদুবংশ ক্ষয় হইবার পর আমি দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক তথা হইতে যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া আগমন করিতেছিলাম। পঞ্চনদদেশে দস্যুগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার সংক্ষেই অরণ্যে কামিনীকে অপহরণ করিয়াছে। তৎকালে আমি গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। ঐ সময় আমার পূর্ব্বের ন্যায় বাহুবল রহিল না। আমি দিব্যাস্ত্রসমুদয় এককালে বিস্মৃত হইলাম। ক্ষণকালের মধ্যে আমার তূণীরস্থিত শরসমুদয় নিঃশেষিত হইল এবং যে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর পুরুষ আমার রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইয়া শত্রুসৈন্য-সমুদয়কে দগ্ধ করিতেন, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। এ মহাপুরুষ পূর্ব্বে অরাতিসৈন্যগণকে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ মহাত্মার অদর্শনে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি এবং আমার সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে কিছুতেই আমি শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। সেই বীরবর জনার্দ্দন ব্যতিরেকে আর ক্ষণকাল আমার জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অবধি আমার দিক্‌সকল শূন্যময় বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমি বীর্য্যবিহীন ও শূন্যহৃদয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। অতএব অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ—মহাপ্রস্থানে ব্যাসের উপদেশ।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথগণ ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হইয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ঐ বীরগণের নিধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মহাত্মা বাসুদেব উহা নিবারণে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে মহর্ষিশাপগুলো

১—২। নখ ও কেশসংস্পৃষ্ট জল, বস্ত্রাঞ্চলের জল এবং কলসীর মুখস্থিত জল শ্রী নষ্ট করে।—নখ ও কেশসংস্পৃষ্ট জলের দোষ সহজেই অনুমেয়। পরিহিত বস্ত্র শরীরের দোষ আকর্ষণ করে, সেই দুষ্ট জল অঞ্চল দিয়া ঝরিয়া পড়ে; এ জন্য বস্ত্রাঞ্চল জল দুষ্ট। কলসীতে জল ভরিবার সময় কোন দুষ্ট পদার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা ভাসিয়া উঠিয়া কলসীর মুখে গিয়া স্থান লয়। এই জন্য কুম্ভমুখস্থিত জল দুষ্ট। কলসী ভরার পর একটা ঝাঁকি দিয়া মুখের খানিকটা জল ফেলিয়া দেওয়ার রীতিও নারীমহলে দেখা যায়। ৩। সাগর শুকাইয়া যাওয়া। ৪। পর্ব্বতের নড়া-চড়া। ৫। আকাশ ভাঙিয়া পড়া। ৬। শীতল হওয়া।

কথা দূরে থাকুক, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব-সংসারকেও অন্যরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সেই পুরাতন মহর্ষি কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণ[1] করিবার নিমিত্তই বসুদেবের গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও তোমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন তোমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। এক্ষণে পৃথিবীর ভারাবতরণ করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।

তুমিও ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে গুরুতর দেবকার্য্য সংসাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছ; অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে প্রস্থান করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ। লোকের মঙ্গললাভের সময় সমুপস্থিত হইলেই সুবুদ্ধি, তেজ ও অনাগতদর্শন[2] প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে, আবার দুঃসময় হইলেই তৎসমুদয়ের ক্ষয় হইয়া যায়। ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ। কালপ্রভাবেই সমুদয় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর[1] হইয়াও অন্যের আজ্ঞাবহ হয়। এক্ষণে তোমার অস্ত্র-সমুদয়ের কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়াই উহারা যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে প্রতিগমন করিয়াছে। আবার যখন উহাদের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইবে, তখন উহারা পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে। এক্ষণে তোমাদিগের স্বর্গগমন সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ[2]।"

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা[3] গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

মৌষলপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। ভারহরণ। ২। ভবিষ্যদর্শন।

১। প্রভু। ২। মঙ্গলকর। ৩। অনুমতি।

মৌষলপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বাধ্যায়—পাণ্ডব কর্ত্তব্যনির্ণয়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ মুসলপ্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশ ও কৃষ্ণের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রস্থান করিবার মানসে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কালই প্রাণিগণের কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কালের অপরিহার্য্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির কর।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমিও অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে বাসনা করি।" তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া "আমরাও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক

এইরূপে সকলে প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণপূর্ব্বক সুভদ্রাকে কহিলেন, "ভদ্রে! তোমার এই পৌত্র অভিমন্যুতনয় কৌরবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আর আমি পূর্ব্বেই বাসুদেবের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করিয়াছি। অতঃপর এই অভিমন্যুতনয় হস্তিনায় অবস্থানপূর্ব্বক আমাদের রাজ্য এবং বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানপূর্ব্বক হতাবশিষ্ট যাদবগণকে প্রতিপালন করিবেন। তুমি এই বালকদ্বয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া উঁহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে।"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ধীমান্ বাসুদেব, মাতুল বসুদেব ও বলদেব প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বাসুদেবের উদ্দেশে মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয় ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সুস্বাদু দ্রব্যসকল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, পরিধেয় বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ ও দাসীসমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কুলগুরু কৃপাচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া পরীক্ষিৎকে তাঁহার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি যত্নসহকারে এই অভিমন্যুতনয়কে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইবেন।"

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের উদ্‌যোগ

অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রকৃতিমণ্ডলকে সমানীত করিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহারা একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।" প্রজাগণ এইরূপে বারংবার অনুনয় করিলেও কালতত্ত্বজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে

তাহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া, ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, দিব্য আভরণ-সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক বল্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও মনস্বিনী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় বেশধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাপ্রস্থান যাত্রা

অনন্তর পাণ্ডবগণ তৎকালোচিত যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক সলিলে[১] অনল নিক্ষেপ[২] করিয়া পত্নীর[৩] সহিত বনগমনার্থ বহির্গত হইলেন। কৌরব-কামিনীগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক কুক্কুর তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। পুরবাসী ও নগরবাসী লোকসমুদয় বহু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিল; কিন্তু "মহারাজ। প্রতিনিবৃত্ত হউন" এ কথা কাহারও মুখ হইতে বহির্গত হইল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা যুযুৎসুর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভুজগনন্দিনী[৪] উলুপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অবশিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে, তৎপশ্চাৎ মহাবীর ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন, তৎপশ্চাৎ যমজ নকুল ও সহদেব এবং তৎপশ্চাৎ যশস্বিনী দ্রৌপদী গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহির্গমনকালে যে কুক্কুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল, সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণের পৃথিবীপরিক্রমা—অর্জ্জুনের অস্ত্রত্যাগ

অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগরসমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত-সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এ কাল পর্য্যন্ত রত্নলোভনিবন্ধন গাণ্ডীব-ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডবগণ ঐ সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুনকে সেই শরাসন পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত পুরুষবিগ্রহ[১] পরিগ্রহ[২]পূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি; আমি পূর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পরাক্রমপ্রভাবে খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়াছিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট যে চক্র ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; অবতারভেদে পুনরায় ঐ চক্র তাঁহার হস্তগত হইবে। এক্ষণে অর্জ্জুনও গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করুন। এখন ঐ শরাসনে উঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে আমি উঁহার নিমিত্ত বরুণের নিকট হইতে ঐ শরাসন আহরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি উহা বরুণকে প্রত্যার্পণ করুন।"

হুতাশন এই কথা কহিলে, যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীবশরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অচিরাৎ সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন শরাসন ও তূণীর নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান্ হুতাশন সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, লবণ-সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া সমুদ্রজলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শনপূর্ব্বক পৃথিবী-প্রদাক্ষণবাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্রৌপদী প্রভৃতির পতন—প্রত্যেকতঃ হেতুনির্দ্দেশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে হিমালয়-গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময়

১—২। অগ্নি[illegible] নির্ব্বাপণ। ৩। দ্রৌপদীর। ৪। [illegible]।

১—২। পুরুষমূর্ত্তি—[illegible]।

সমুদ্র ও সুমেরু-পর্ব্বত তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রমনিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী ত' কখন কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত উনি ভূতলে নিপতিত হইলেন?"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজ উঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহদেব সেই স্থানে ধরাতলে পতিত হইল। মহাবীর ভীমসেন সহদেবকে নিপতিত দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব অহংকারবিহীন এবং আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল; তবে কি নিমিত্ত উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত। সেই পাপে আজ উহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সহদেবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনন্যমনে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং কুক্কুরের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা নকুল দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! নকুল পরম ধার্ম্মিক, অলৌকিক রূপসম্পন্ন ও আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়াও আজ কি পাপে ভূতলে নিপতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ধর্ম্মপরায়ণ নকুল ইহলোকে 'আমার তুল্য, রূপবান্ আর কেহই নাই এবং আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিত, এই নিমিত্ত আজ উঁহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল। তুমি আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়।"

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জ্জুন দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতননিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিমনায়মান হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে নাই, তবে এক্ষণে কি পাপে উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া 'আমি একদিনেই সমুদয় শত্রু সংহার করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু উহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাবীর বলদর্প-নিবন্ধন সমুদয় ধনুর্দ্ধরকে অবজ্ঞা করিত। এই নিমিত্ত উহাকে আজ ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।"

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভীম ও সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর বৃকোদর অচিরাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আজ কোন্ পাপে আমায় ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?"

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে; এই নিমিত্ত তোমাকে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ ভীমেরও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেবল সেই কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।/

তৃতীয় অধ্যায়

দ্রৌপদী প্রভৃতির স্বর্গারোহণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মনন্দন এইরূপে বিবেচনা করিয়া গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া, ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ। তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর।" তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া দেবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সুররাজ। সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উঁহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।"

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ। দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানুষদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠিরের আশ্রিতবাৎসল্যে কুক্কুরত্যাগে অনিচ্ছা

সুররাজ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবরাজ। এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।"

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। আজ তুমি অতুল সম্পদ, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে। অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ। অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত আমাকে এই পরম ভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

ইন্দ্র বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ। যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশ নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবেন্দ্র। ভক্তজনকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজ আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি[১], ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।"

ইন্দ্র কর্ত্তৃক কুক্কুরের দোষদর্শন

ইন্দ্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। কুক্কুরের যজ্ঞ, দান ও হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ নামক দেবগণ ঐ সমুদয় কার্য্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু; অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরম পবিত্র দেবলোকলাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ। ইহলোকে কাহারও মৃতব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি[২] বা বিগ্রহ[৩] করিবার ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি তাহাদের জীবন দান করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। উঁহারা জীবিত থাকিতে আমি উঁহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্ত

১। আশ্রয়হীন। ২। মিলন। ৩। কলহ।

জনকে পরিত্যাগ করা, শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ[১] ও মিত্রদ্রোহ[২] এই চারিটি কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।"

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরীক্ষান্তে সশরীরে স্বর্গারোহণ

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে স্মরণপূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ[৩] পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণপূর্ব্বক অক্ষয়লোক লাভ করিতে পারিবে।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষিসমুদয় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া, যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে আরোপিত করিয়া আপনারা দিব্য বিমানসমুদয়ে সমারূঢ় হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক তেজোদ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

স্বর্গারূঢ় যুধিষ্ঠীরের প্রতি নারদ-অভ্যর্থনা

তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা[৪] তপোধনাগ্রগণ্য[৫] দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "যে সমুদয় রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজ মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশঃ ও তেজোদ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদনপূর্ব্বক[১] সশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে[২] সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাপুরুষগণ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।"

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবাৎসল্য

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন তুমি এখনও মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভূত হইতেছ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে। এই স্বর্গভোগে সমুপস্থিত হইয়া মানুষভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

দেবরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সুররাজ! আমার প্রণয়িনী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১ ব্রাহ্মণের ধনাপহরণ ২ বন্ধুব্যক্তির হিংসা ৩। দেবরথ—স্বর্গে যাওয়ার রথ। ৪। লোকতত্ত্ব-অভিজ্ঞ। ৫। তপস্বিশ্রেষ্ঠ।

১। ঢাকিয়া—অতিক্রম করিয়া। ২। নৃপতিদিগকে।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত

স্বর্গারোহণপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুত-কর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য; আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব আমার পূর্ব্বপিতামহ পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্বর্গলাভ করিয়া কে কোন স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

দুর্য্যোধনসহ একত্র বাসে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনার পূর্ব্ব-পিতামহগণ স্বর্গলাভ করিবার পর যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন সাধ্য ও দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভামণ্ডলসম্পন্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ-পূর্ব্বক আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সুরগণ! যে লোভাক্রান্তচিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমরা পৃথিবী উৎসন্ন ও বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমাদিগকে বনমধ্যে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে দুরাত্মা সভামধ্যে গুরুজনসমক্ষে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ[1] করিয়াছে, সেই দুরাত্মার সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই, আর আমি উহার মুখদর্শন করিব না। এক্ষণে যে স্থলে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানেই গমন করিব।"

বিদ্বেষবুদ্ধিত্যাগে দেবর্ষি নারদের উপদেশ

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মনন্দন! অমন কথা কহিও না। স্বর্গে অবস্থান করিলে অন্যের সহিত বিরোধ থাকে না। দুর্য্যোধনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে সকল নরপতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা এবং দেবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের সৎকার করিয়া থাকেন। উনি সর্ব্বদা তোমাদিগকে হিংসা করিতেন বটে, কিন্তু ঐ মহাত্মা এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে মহাভয়ের সময় উপস্থিত হইলেও ভীত হয়েন নাই। উঁহার সেই পুণ্যবলে এই সম্পত্তিলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর তোমার দ্যূতপরাজয়, দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্লেশসমুদয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সুহৃদ্ভাবে সঙ্গত হও। এ স্বর্গভূমি, এ স্থলে বৈরভাব অবলম্বন করা উচিত নহে।"

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবর্ষে! যে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত মনুষ্য ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিগণের সহিত পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, যাহার বৈরনির্য্যাতনার্থ[2] আমরা কোপানলে

১। কেশ ও বস্ত্র আকর্ষণ। ২। শত্রু-নির্য্যাতনের জন্য।

দগ্ধ হইয়াছি, যদি সেই দুরাত্মার সনাতন বীরলোক-লাভ হইল, তাহা হইলে আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রবলপরাক্রম সত্যবাদী ভ্রাতৃগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? কুন্তীতনয় মহাবীর কর্ণের কোন লোকলাভ হইয়াছে? ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী, পাঞ্চালরাজ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ কোন লোকলাভ করিয়াছেন এবং অন্যান্য যে সমুদয় নরপতি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বীরের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের কর্ণাদি ভ্রাতৃদর্শন বাসনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় দেবর্ষি নারদকে এই কথা কহিয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সুরগণ। আমি ত এ স্থানে অমিতপরাক্রম রাধেয় এবং মহাবীর উত্তমৌজা ও যুধামন্যুকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা কোথায়? আর শার্দ্দূলতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত যে সকল নরপতি ও রাজপুত্রগণ আমার নিমিত্ত সমরানলে শরীর আহুতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহারাই কি এই স্বর্গলোকপরাজয়ে সমর্থ হয়েন নাই? যদি সেই মহারথগণ এই স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানেই অবস্থান করিব। আমি সেই সমুদয় মহাত্মা এবং জ্ঞাতি ও ভ্রাতৃগণ ব্যতীত এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না। জ্ঞাতিগণের উদকক্রিয়াসময়ে[১] 'বৎস। তুমি কর্ণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান কর,' মাতার এই বাক্যশ্রবণাবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বিশেষতঃ এই আমার এক মহাদুঃখের কারণ যে, আমি মাতার[২] তুল্য[৩] সেই অমিতপরাক্রম কর্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়াও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না। আমরা কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে ইন্দ্রও আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহাবীর যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমার মতানুসারে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর; এক্ষণে আমি সেই বৃকোদর, ইন্দ্রপ্রতিম মহাবীর অর্জ্জুন, যমসদৃশ যমজ নকুল ও সহদেব এবং ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীকে দর্শন করিতে বাসনা করি। আমি আপনাদিগকে সত্য কহিতেছি, আর আমার এ স্থানে অবস্থান করিবার বাসনা নাই। ভ্রাতৃবিহীন হওয়া স্বর্গে অবস্থান করিলে আমার কি সুখোদয় হইবে? যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, সেইখানেই[১] আমার স্বর্গ।"

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণদর্শন-প্রসঙ্গে নরকদর্শন

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস। যদি তোমার ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। আমরা সুরপতি ইন্দ্রের আদেশানুসারে তোমার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দূত। তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরকে উঁহার আত্মীয়গণের নিকট নীত করিয়া তাঁহাদের সহিত উঁহার সাক্ষাৎকার করাও।" দেবগণ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া এক অতি ভীষণ পথ দিয়া তাঁহাকে আত্মীয়গণের নিকট লইয়া চলিলেন। ঐ পথ অতি দুর্গম ও ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই সতত ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। উহা পাপাত্মাদিগের দুর্গন্ধ মাংসশোণিতের কর্দ্দম, দংশ, মশক, ভল্লুক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীটে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে। অয়োমুখ[২] কাক ও গৃধ্রগণ এবং সূচিমুখ[৩] পর্ব্বতাকার প্রেতগণ উহাতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ প্রেতগণের মধ্যে

১। তর্পণ করিবার কালে। ২—৩। মাতার চরণযুগল তুল্য।

১। সেই স্থানেই। ২। লৌহতুল্য তীক্ষ্মমুখ। ৩। সূচের মত মুখ।

কাহার কাহার কলেবর মেদ[1] ও রুধিরে লিপ্ত এবং কাহার কাহার বাহু, কাহার কাহার উরু, কাহার কাহার হস্ত, কাহার কাহার উদর ও কাহার কাহার চরণ ছিন্ন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শবদুর্গন্ধযুক্ত অতি ভয়ঙ্কর স্থানে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, উষ্ণোদক-পরিপূর্ণ নদী, নিশিত[2] ক্ষুরসমাকীর্ণ অসিপত্রবন[3], লৌহময় ফলকসমুদয় ও তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্ত শাল্মলিবৃক্ষ[4] ঐ স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে লৌহকলসপরিপূর্ণ তৈল ক্বাথিত[5] হইতেছে এবং পাপাত্মারা নিরন্তর বিষম যন্ত্রণাভোগ করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই নিতান্ত দুর্গম স্থান দর্শন করিয়া দেবদূতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মন! আর আমাদিগকে এরূপ পথে কত দূর গমন করিতে হইবে? ইহা কোন স্থান এবং আমার ভ্রাতৃগণই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন কর।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন! আগমনকালে দেবগণ আমাকে এই আদেশ দিয়াছেন যে, 'যুধিষ্ঠির যে স্থানে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইবেন, তুমি তথা হইতে উঁহাকে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে।' অতএব আপনি যদি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুন।" তখন দুঃখশোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানের দুর্গন্ধে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ করুণবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "হে ধর্ম্মনন্দন! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পুণ্য-সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমরা বহুকালের পর আপনাকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেছি; অতএব আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন। আপনার আগমনে আমাদিগের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে।"

পরম দয়ালু রাজা যুধিষ্ঠির সেই করুণবাক্য-শ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় বারংবার ঐরূপ বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে ঐ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তিনি কোনমতে তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই পরিদেবন[1]শীল ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "হে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ! তোমরা কে? আর কি নিমিত্তই বা এ স্থানে অবস্থান করিতেছ?"

নরকে পতিত ভীমাদি-দর্শনে যুধিষ্ঠিরের দুঃখ

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একবারে চতুর্দ্দিক হইতে 'আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্র' এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়! কি দৈববিড়ম্বনা! আমার ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, কর্ণ, দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে, উঁহাদিগকে এই পাপগন্ধযুক্ত ভীষণ স্থানে অবস্থান করিতে হইল? আমি ত ঐ পুণ্যাত্মাদিগের কোন দুষ্কৃত দেখিতে পাই না। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত পাপপরায়ণ হইয়াও অধর্ম্মনিরত অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও পরম পূজিত হইয়া এই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছে, আর আমার ভ্রাতৃগণই বা কি নিমিত্ত পরম ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ শাস্ত্রপারদর্শী ও ক্ষাত্রধর্ম্মনিরত হইয়াও ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়াছে, আমি ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি আমার নিদ্রিতাবস্থা না জাগরিতাবস্থা? আমার কি চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?'

রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুলিতচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দেবদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্র! তুমি যাঁহাদিগের দূত, তাঁহাদিগের নিকট অচিরাৎ গমন করিয়া নিবেদন কর যে, আমি এই স্থানেই অবস্থান

১। বসা—চর্ব্বী। ২। শাণিত। ৩। অস্ত্রের ন্যায় ধারাল পত্রযুক্ত বন। ৪। শিমূল গাছ। ৫। জ্বাল দেওয়া—অতি উষ্ণ।

১। শোক।

করিলাম। আমি আর তথায় গমন করিব না আমার দুঃখিত ভ্রাতৃগণ আমার আগমনে পরম আহ্লাদিত হইয়াছে।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়-সমুদয় ব্যক্ত করিলেন।

—

তৃতীয় অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের কারণ কথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি অল্পকাল সেই অপবিত্র স্থানে অবস্থান করিলে, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই তেজস্বীদিগের সমাগমে তত্রত্য তিমিররাশি একেবারে তিরোহিত হইল। বৈতরণী নদী, কূট-শাল্মলী, লৌহকুম্ভী নরক, উত্তপ্ত লৌহফলক ও পাপাত্মাদিগের যাতনাসমুদয় আর লক্ষিত হইল না; মহাত্মা যুধিষ্ঠির ইতিপূর্ব্বে যে সমুদয় বিকৃত শরীর দর্শন করিতেছিলেন, তৎসমুদয়ও এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পবিত্রগন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ সুশীতল বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের সহিত বসুগণ এবং সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, পরমর্ষি ও অন্যান্য দেবগণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবরাজ ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! সমুদয় দেবতা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। অতঃপর আর তোমাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর। তোমার পরম সিদ্ধি ও অক্ষয়লোকলাভ হইয়াছে। তোমার নরকদর্শন হইল বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। সকল রাজাকেই এক একবার নরক দর্শন করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাতে তাহাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরকভোগ করে, সে পশ্চাৎ স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করে, সে প্রথমে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্যসঞ্চয় ও অণুমাত্র পাপানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া তোমাকে প্রথমে নরক দর্শন করাইলাম।

অশ্বত্থামার মৃত্যুরূপ মিথ্যা কথনের শাস্তি

পূর্ব্বে তুমি ছলপূর্ব্বক গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অশ্বত্থামার বিনাশ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে ছলক্রমে নরক প্রদর্শন করান হইল এবং তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই পাপে ছলক্রমে নরকভোগ করিলেন। এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তোমার পক্ষীয় সমুদয় ভূপতিরই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর কর্ণও পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর; অনায়াসে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে। আদিত্যসদৃশ কর্ণের নিমিত্ত আর তোমার অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। তোমার মনস্তাপ দূর হউক। তুমি প্রথমে বহুতর কষ্টভোগ করিয়াছ। এক্ষণে শোকবিহীন হইয়া আমার সহিত পরমসুখে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা, দান ও অন্যান্য পুণ্যকার্য্যের ফলভোগ কর। আজ অবধি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে। অতঃপর তুমি রাজসূয়ৰ্জিত লোকসমুদয় ও তপস্যার মহাফল উপভোগে প্রবৃত্ত হও। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ ও ভরত অন্যান্য ভূপতি-সমুদয় অপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট লোকলাভ করিয়াছেন, তুমি সেই লোকে অবস্থিত হইয়া পরমসুখ ভোগ করিবে। ঐ দেখ, তোমার অনতিদূরে ত্রৈলোক্যপাবনী দেবনদী মন্দাকিনী বিরাজমান রহিয়াছেন, তুমি উঁহার পবিত্র জলে অবগাহন করিলেই তোমার শোকসন্তাপ ও বৈর প্রভৃতি মানুষভাবসমুদয় একেবারে তিরোহিত হইবে।"

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-পরীক্ষান্তে—মায়ানরক-নিবাস

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ধর্ম্ম স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি

তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও দমগুণ-দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। এই আমি তৃতীয়বার তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু এবারেও তোমাকে স্বভাব হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ব্বে তোমার দ্বৈতবনে অবস্থানসময়ে আমি অরণিকাষ্ঠ অপহরণ করিয়া মায়াবলে তোমার ভ্রাতৃগণকে সংহারপূর্ব্বক তোমার নিকটে যে সমুদয় প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি অনায়াসে তাহার উত্তর করিয়াছিলে। তৎপরে তোমার মহাপ্রস্থানসময়ে আমি কুক্কুররূপে তোমাকে পরীক্ষা করিয়াও তোমার বুদ্ধি বিচালিত করিতে পারি নাই; আর এক্ষণেও তুমি ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গভোগ করিবে না, ইহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এখন বুঝিলাম, তোমার তুল্য বিশুদ্ধস্বভাব আর কেহই নাই। অতঃপর তুমি স্বচ্ছন্দে স্বর্গসুখ অনুভব কর। তোমার ভ্রাতৃগণ নরকভোগের যোগ্যপাত্র নহে; তুমি উহাদিগকে যে নরকভোগ করিতে দেখিয়াছ, দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলে ঐ নরকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমুদয় রাজাকে অবশ্যই একবার নরক দর্শন করিতে হয়, এই নিমিত্তই মুহূর্ত্তকাল তোমাকে সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। মহাত্মা অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, কর্ণ ও রাজপুত্রী দ্রৌপদী ইহাদিগের সকলেরই স্বর্গলাভ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন করিয়া ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে অবগাহন কর।"

ভগবান ধর্ম্ম এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোক-পাবনী মন্দাকিনীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র জলে অবগাহন করিলেন। ঐ সলিলে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার মানুষদেহ তিরোহিত ও দিব্যমূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার অন্তর হইতে শোক ও বৈরভাব একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল; তখন তিনি ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঋষিদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে যে স্থলে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ক্রোধবিহীন হইয়া পরমসুখে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণদর্শন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ স্থানে ভগবান বাসুদেব ব্রাহ্মদেহ[১] ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। চক্র প্রভৃতি ঘোরতর দিব্যাস্ত্র-সমুদয় পুরুষ রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছে এবং মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সেই দেবপূজিত বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একদিকে শস্ত্রধরাগ্রগণ্য[২] মহাত্মা কর্ণ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় দিব্যমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আর একদিকে মূর্ত্তিমান পবনের পার্শ্বে দিব্যরূপধারী মহাত্মা ভীমসেন মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অন্যদিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট মহাত্মা নকুল ও সহদেব তেজঃপুঞ্জকলেবরে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অনতিদূরে উৎপলমালা-ধারিণী দ্রৌপদী স্বীয় রূপলাবণ্যে স্বর্গলোক আলোকময় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক দ্রৌপদী প্রভৃতির পরিচয় প্রদান

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ইন্দ্রকে তাঁহাদের ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি যে পুণ্য-গন্ধযুক্তা রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীকে দর্শন করিতেছ, ইনি অযোনিসম্ভূতা লক্ষ্মী। পূর্ব্বে ভগবান শূলপাণি তোমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ইঁহাকে সৃষ্টি করাতে ইনি মহারাজ দ্রুপদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পাঁচজন গন্ধর্ব্ব তোমাদিগের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ

১। ব্রহ্মময় বিগ্রহ। ২। অস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ।

করিয়াছিলেন। তুমি ঐ যে গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতেছ, উনি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র। ঐ দেখ, তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য্যপুত্র কর্ণ সূর্য্যের ন্যায় গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইঁহারই নাম রাধেয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ দেখ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় সাত্যকি প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ সাধ্য, দেবতা ও বিশ্বদেবগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত মহাত্মা অভিমন্যু ভগবান চন্দ্রের সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমার পিতা মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্রিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সতত আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূপাল ও যোধগণের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণে পরিবৃত হইয়া অনুপম স্বর্গসুখ অনুভব আর কেহ কেহ গুহ্যকদিগের গতি লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট লোকসমুদয়ে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কৌরবাদির স্ব স্ব কর্ম্মগত গতিসাফল্য

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, সত্যজিৎ, দুর্য্যোধনের পুত্রগণ, শকুনি, কর্ণের মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্রগণ, জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও অন্যান্য ভূপাল-সমুদয় কত কাল স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি ভোগাবসানে স্ব স্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন অথবা তাঁহাদের অন্য গতিলাভ হইয়াছিল? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তপঃপ্রভাবে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনি ঐ সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্মভোগের অবসানে সকলেই যে স্ব স্ব প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, এরূপ নহে। এক্ষণে অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার নিকট সংগ্রামনিহত বীরগণমধ্যে যাঁহার যেরূপ গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই দেবগুহ্য বিষয় আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের লোক লাভ, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে প্রবেশ, কৃতবর্ম্মা মরুদগণের মধ্যে প্রবেশ, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত কুবেরলোক লাভ মহাত্মা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ইন্দ্রলোক এবং মহারাজ বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিশঠ, অক্রূর, শাম্ব, ভানু, কম্প বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, শল, ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর ও শঙ্খ বিশ্বদেবগণের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বর্চ্চা অর্জ্জুনের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অভিমন্যু নামে বিখ্যাত হয়েন। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ঘোরতর সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিশেষে চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, শকুনি দ্বাপরের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অনলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষসগণের অংশে জন্মগ্রহণ করে। তাহারা শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। মহাত্মা বিদুর ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বলদেব অনন্তরূপী হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন। উনি সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মার আদেশানুসারে প্রতিনিয়ত পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। সনাতন নারায়ণের অংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সেই মহাত্মা বাসুদেব নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতীজলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন।

যুদ্ধমৃত কুরু-পাণ্ডব-সৈন্যগণের গতি

ভীষণ সংগ্রামে ঘটোৎকচ প্রভৃতি যে সমুদয় রাক্ষস ও যে সমুদয় মহাবীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেবলোক ও কেহ কেহ যক্ষলোক লাভ করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের অনুগত নিশাচরদিগের ইন্দ্রলোক, কুবেরলোক ও বরুণলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ হইয়াছে।

হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট কৌরব ও পাণ্ডবগণের চরিত্র আদ্যোপান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সর্পসত্রাবসানে[1] মহারাজ জনমেজয় ভগবান্ বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ ভারত-ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যার-পর-নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহার যাজকগণ[2] সেই যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য-সমুদয় সমাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি আস্তীক ভুজঙ্গমদিগের মুক্তিলাভ নিবন্ধন পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ প্রভৃত দক্ষিণা ও যথোচিত সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ জনমেজয় এইরূপে যজ্ঞ সমাপন ও ভারত শ্রবণ করিয়া পরিশেষে সেই তক্ষশিলা হইতে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ফলশ্রুতি—মহাভারতের মাহাত্ম্য

হে মহর্ষিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ব্যাসের আজ্ঞায় বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত পবিত্র ভারতোপাখ্যান সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ইহার তুল্য পবিত্র ইতিহাস আর কিছুই নাই। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সাঙ্খ্যযোগবেত্তা, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞানবিশারদ, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাত্মা পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি বিস্তার করিবার নিমিত্ত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে এই অপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যে ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে এই পবিত্র ইতিহাস অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই বেদব্যাস-প্রণীত ভারতোপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ইহার কিয়দংশমাত্র শ্রবণ করান, তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয় অন্নপান লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ দিবসে মন ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সায়ংসন্ধ্যাসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক ইহার অল্পাংশমাত্র পাঠ করিলে অনায়াসে দিনকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; আর তিনি রাত্রিযোগে স্ত্রীসংসর্গ নিবন্ধন যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে ইহার কিয়দংশমাত্র পাঠ করিলে তাঁহার সেই রাত্রিকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই পবিত্র ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও ইহাতে ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই মহাভারতের অর্থ-সমুদয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। এই মহাভারতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারি বর্গই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই। মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্মণ, রাজা ও গর্ভবতী স্ত্রীর এই জয়াখ্য পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গকামীদিগের স্বর্গ, জয়াকাঙ্ক্ষীদিগের জয় এবং গর্ভবতী রমণীদিগের পুত্র বা সৌভাগ্যবতী কন্যা লাভ হইয়া থাকে।

মহাভারত-শ্লোকসংখ্যা—প্রকাশ-পারম্পর্য্য

মোক্ষলাভার্থী সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা বেদব্যাস ধর্ম্ম-কামনায় ষষ্টি লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া এই মহাভারত-সংহিতা প্রস্তুত করেন। ঐ ষষ্টি লক্ষ শ্লোকের মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ লক্ষ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ লক্ষ ও যক্ষলোকে চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মনুষ্যলোকে উহার একলক্ষ মাত্র শ্লোক বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ দেবগণকে, অসিতদেবল পিতৃগণকে, মহাত্মা শুকদেব রাক্ষস ও যক্ষদিগকে এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন মনুষ্যদিগকে এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন. যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া এই ব্যাসোক্ত বেদসম্মিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করান, তিনি ইহলোকে সুখসম্ভোগ ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া চরমে পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবান বেদব্যাসের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহাভারতের কিয়দংশ মাত্র অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহারও পরম সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে

পূর্ব্বে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বীয় পুত্র শুকদেবকে এই ভারত-সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই মহাভারত মধ্যে কীর্ত্তিত আছে যে, "মনুষ্যগণ এই সংসারমধ্যে অসংখ্য মাতা, পিতা ও পুত্র-কলত্রের সহিত মিলিত ও তাহাদের বিয়োগে দুঃখিত হইয়া থাকে। এই সংসারে সহস্র সহস্র

১। সর্পযজ্ঞ সমাপনান্তে। ২। পুরোহিতগণ।

হর্ষের কারণ ও শত শত ভয়ের কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদয় প্রতিনিয়ত মূঢ় ব্যক্তিদিগকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; পণ্ডিতদিগের নিকট কখনই আগমন করিতে পারে না। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৃথা রোদন করিতেছি, কেহই আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তই অর্থ ও কামে লিপ্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কাম, ভয়, লোভ বা জীবনরক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম ও জীব নিত্য এবং সুখ দুঃখ ও জীবের উপাধি-শরীর অনিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।" যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্রচিত্তে মহাভারতের এই অংশটি পাঠ করেন তিনি নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সমুদ্র ও হিমাচলের ন্যায় এই মহাভারতও রত্ননিধি[১] বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি সমাহিতচিত্তে এই পবিত্র ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধিলাভ হয়। যে মহাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুট-বিনিঃসৃত[২] পাপনাশন পরম পবিত্র ভারতকথা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর পুষ্করজলে[৩] অভিষিক্ত হইবার আবশ্যক কি?

—

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাভারত শ্রবণ-বিধান—শ্রবণ-ফল

হে মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, ভারত-শ্রবণের ফল কি, উহা শ্রবণান্তে পারণ[৪]সময়ে কোন কোন দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য, কোন্ কোন্ পর্ব্ব সমাপন হইলে কি কি বস্তু প্রদান করা উচিত এবং উহার পাঠকই বা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তৎসমুদয়ই কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যেরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য এবং ভারতশ্রবণে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

মহাভারত মধ্যে ক্রীড়ার্থ[১] ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ দেবগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, লোকপাল, মহর্ষি গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ, গিরি, সাগর, নদী, গ্রহ, বৎসর, অয়ন ও ঋতুসমুদয় এবং মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগতের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ভারতপাঠসময়ে মনুষ্যগণ উঁহাদিগের নাম ও কার্য্যসমুদয় শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সংযত ও শুচি হইয়া আনুপূর্ব্বিক[২] এই ইতিহাস শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন, গাভী, কাংস্যময়[৩] দোহনপাত্র[৪], অলঙ্কৃতা কন্যা, বিবিধ যান, বিচিত্র হর্ম্ম্য[৫], ভূমি, বস্ত্র, সুবর্ণ, অশ্ব ও মত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন, শয্যা, শিবিকা[৬], অলঙ্কৃত রথ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমুদয় দান করা কর্ত্তব্য; অধিক কি কহিব, এই মহাভারত শ্রবণসময়ে ব্রাহ্মণগণকে আত্মদান, পত্নীদান ও পুত্রদান করিয়াও সন্তুষ্ট করা উচিত। ভারত-শ্রবণাভিলাষী ব্যক্তি হৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক এই সমুদয় বস্তু প্রদান করিলে ক্রমশঃ মহাভারতশ্রবণ সমাপন করিতে সমর্থ হয়েন।

এক্ষণে সত্য, সরলতা, দমগুণ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতক্রোধ ব্যক্তি যে উপায়ে এই ভারতশ্রবণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পবিত্রতা ও শিষ্টাচারসম্পন্ন, শুক্লাম্বর-পরিধায়ী[৭] জিতেন্দ্রিয়, সংস্কৃতশাস্ত্রপারদর্শী, ঈর্ষ্যা-পরিশূন্য, রূপবান্, দমগুণযুক্ত[৮], সত্যবাদী ও সম্মানার্হ[৯] ব্যক্তিকেই ভারতের পাঠকতাকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। পাঠক পরম সুখে সমাসীন[১০] হইয়া

১। রত্নের আকর—স্থূল রত্ন মণিমাণিক্যাদি থাকে সাগর ও পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে, আর মহাভারতে আছে জ্ঞানরত্ন, তাই মহাভারত জ্ঞানরত্নের আকর; রত্নকামনায় শ্রবণ করিলেও মহাভারতমাহাত্ম্যে তাঁহার ত' আনুষঙ্গিক লাভ হয়ই—বিশেষতঃ জ্ঞানরত্নই লাভ হয়। ২। অধরোষ্ঠ-বিনির্গত। ৩। পুষ্করতীর্থ জলে—পুষ্করহ্রদে। ৪। উপবাসের পরদিন পারণীয় ব্রাহ্মণ-ভোজনান্তে উপবাস-কর্ত্তার নিজের জলযোগকে শাস্ত্র 'পারণ' বা 'পারণা' বলিয়াছেন। এখানকার পারণ শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত নহে। পারণ শব্দের অর্থ যে তৃপ্তিজনক ব্যাপার, সে তৃপ্তি এ পারণেও আছে, তবে উপবাসান্তে জলযোগঘটিত নহে। এক একটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার পাঠসমাপ্তি যেদিন হয়, পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য সেই দিনের দেয় দানব্যাপারের নাম পারণ।

১। লীলা করিবার জন্য। ২। প্রসঙ্গাধীন পর পর। ৩—৪। গাই দোহার কাঁসার পাত্র। ৫। অট্টালিকা। ৬। পাল্কী। ৭। শুভ্রবস্ত্রপরিহিত। ৮। বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমী। ৯। সম্মানযোগ্য। ১০। আসনে উপবিষ্ট।

সমাহিতচিত্তে[১] অদ্রুত[২] অনতিবিলম্বিত[৩] ও স্পষ্টরূপে পাঠ করিবেন। পাঠকালে ত্রিষষ্টি[৪] বর্ণ উচ্চারণ ও কণ্ঠাদির[৫] অষ্ট[৬] স্থলের সাহায্যে বর্ণ-নিঃসরণ হওয়া আবশ্যক। পাঠক এই জয়াখ্য[৭] গ্রন্থপাঠের পূর্ব্বে নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিবেন। শ্রোতা এইরূপ নিয়মে অবস্থান-পূর্ব্বক পাঠকের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিলে মহাফললাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

পারণ দিন কর্ত্তব্য

যিনি প্রথম পারণসময়ে বিবিধরূপে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে দেবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করেন। যিনি দ্বিতীয় পারণ সমাপন করেন, তাঁহার অতিরাত্র-যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য গন্ধে বিভূষিত হইয়া রত্নময় দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। তৃতীয় পারণ করিতে পারিলে দ্বাদশাহ উপবাসের ফললাভ এবং অপরিমিতকাল দেবতার ন্যায় স্বর্গবাস হয়। চতুর্থ পারণ সমাপন করিতে পারিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি পঞ্চম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার বাজপেয়-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফললাভ হয় এবং তিনি অনায়াসে নবোদিত ভাস্কর সদৃশ প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্র-ভবনে অপরিমিতকাল অবস্থান করিতে পারেন। ষষ্ঠ পারণ সমাপন করিতে পারিলে পঞ্চম পারণের ফল অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং সপ্তম পারণ সমাপন করিতে পারিলে তদপেক্ষা তিন গুণ ফললাভ হয়। সপ্তম-পারণ-সমাপনকর্ত্তা কৈলাসশিখরসদৃশ, বৈদূর্য্যমণিবেদিকাযুক্ত, মণিমুক্তা-প্রবালখচিত, অপ্সরোগণসমাকীর্ণ, দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় অনায়াসে সমুদয় লোক পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি অষ্টম পারণ সমাপন করেন, তাহার রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি মনের ন্যায় বেগশালী, চন্দ্রকিরণসমবর্ণ-তুরঙ্গমযুক্ত, দিব্যাঙ্গনাসমাকীর্ণ, পূর্ণ-চন্দ্রসদৃশ, দিব্য বিমানে আরোহণ করেন ও অতি মনোহর মূর্ত্তি কামিনীগণের কমনীয় ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া পুনরায় তাহাদিগের নূপুরধ্বনি ও মেখলা[১]-শব্দশ্রবণে জাগরিত হয়েন। যিনি নবম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের ফললাভ হয় এবং তিনি কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যমণিময় বেদিকা ও সুবর্ণময় অতি উৎকৃষ্ট গবাক্ষ[২]যুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য গন্ধে বিভূষিত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন। যে ব্যক্তি দশম পারণ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন, তিনি কিঙ্কিণী[৩]জালজড়িত, ধ্বজপতাকাশোভিত, রত্নময় বেদি, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও প্রবালময় বলভী[৪]সংযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুবর্ণবিভূষিত অনলবর্ণ দিব্য মুকুট, দিব্য চন্দন ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত হইয়া পরমসুখে দিব্য লোকসমুদয়ে বিচরণ করেন এবং একবিংশতি সহস্র বৎসর গন্ধর্ব্বগণের সহিত ইন্দ্রালয়ে বাস করিয়া বহুদিন সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও শিবলোকে অবস্থানপূর্ব্বক পরিশেষে বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন।

আমার উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন যে, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এইরূপে ভারত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই এইরূপ ফললাভ হয়। পাঠকালে পাঠককে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ বাহন,

১। স্থিরচিত্তে। ২। ধীরে ধীরে ৩। অতিশয় বিলম্ব রহিত—পদ বিচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিবে; কিন্তু একটি পদ উচ্চারণের পর পরবর্ত্তী পদের উচ্চারণে অধিক বিলম্ব না হয়, এইরূপ ভাবে। ৪—৬ বর্ণের উচ্চারণস্থান ৮টি—হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। বর্ণ—শিবমতে প্রাকৃত ও সংস্কৃত উভয়ে মিলিয়া ৬৩টি। স্বরবর্ণ ২১টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ক হইতে হ পর্য্যন্ত ৩৩টি, এবং যমবর্ণ ২টি ও যুগ্মবর্ণ ২টি; এতদভিন্ন অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপাধ্মানীয় এবং প্লুত—এই পাঁচটি। তন্ত্রে পঞ্চাশটি বর্ণের পরিচয় "পঞ্চাশল্লিপিভিঃ"—ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা পাওয়া যায়। তাহাতে স্বরবর্ণ বলা হইয়াছে ১৪টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩, অতিরিক্ত লকার এবং অনুস্বার ও বিসর্গ। উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে শিবোক্ত অতিরিক্ত স্বর ৭টি ও যম-যুগ্ম বর্ণ ৪টি এইমাত্র প্রভেদ। শিবোক্ত অতিরিক্ত স্বর সাতটি, যথা—প্রণব ওঁ, দীর্ঘপ্রণব ঔঁ ও চন্দ্রবিন্দু ৩। অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দুস্থানীয় ৪; অনুস্বারের পর শ, ষ, স, হ থাকিলে এক প্রকার বর্ণের উৎপত্তি হয়, সাধারণতঃ উহার উচ্চারণ 'ঙ' এই আকারের হইয়া থাকে যমবর্ণ ড়, ঢ় ২; যুগ্মবর্ণ ক্ষ হ্ম ২। ৭। জয়াখ্যাত—মহাভারত রামায়ণাদি জয়গ্রন্থ নামে অভিহিত।

১, কাঞ্চী— [illegible] ২ [illegible] ৩ [illegible] ৪ ছাদ।

রথাদি যানসমুদয়, কটক[১], কুণ্ডল[২], ব্রহ্মসূত্র[৩], বিচিত্র বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোকলাভ হয়।

পর্ব্বানুষ্ঠান নির্ণয়

অতঃপর প্রত্যেক পর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের জাতি, দেশ, সত্য, মাহাত্ম্য ও ধর্ম্ম প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যে সমুদয় দ্রব্য প্রদান করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিশেষে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, সাংখ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য।

আদিপর্ব্বপাঠসময়ে শাস্ত্রানুসারে পাঠককে গন্ধ ও বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট মধু ও পায়স ভোজন করাইবে। আস্তীকপর্ব্ব-পাঠসময়ে ঘৃত, মধু ও ফলমূলযুক্ত পায়স এবং গুড়োদন[৪], অপূপ[৫] ও মোদক[৬] দ্বারা পাঠকের ভোজন সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সভাপর্ব্ব-পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। আরণ্যকপর্ব্ব-পাঠসময়ে ফলমূলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন এবং অরণীপর্ব্ব আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ণকুম্ভ[৭], ধান্য, ফল-মূল ও অন্ন প্রদান করা উচিত। বিরাটপর্ব্ব-পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্র; উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইলে, তাঁহাদিগকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া অভিলাষানুরূপ আহার; ভীষ্মপর্ব্ব-পাঠসময়ে উৎকৃষ্ট যান ও সুসংস্কৃত অন্ন; দ্রোণপর্ব্ব-পাঠসময়ে অতি উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য, শয্যা, শরাসন[৮] ও খড়্গ; কর্ণপর্ব্ব-পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য; শল্যপর্ব্ব-পাঠসময়ে গুড়োদন, মোদক, অপূপ ও বিবিধ অন্ন; গদাপর্ব্ব-পাঠসময়ে মুদ্গ[৯]মিশ্রিত অন্ন; ঐষিকপর্ব্ব-পাঠসময়ে ঘৃতান্ন[১০] এবং স্ত্রীপর্ব্ব-পাঠসময়ে বিবিধ রত্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। শান্তিপর্ব্ব-পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বগুণসমন্বিত হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। অশ্বমেধপর্ব্ব-পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিবে। আশ্রমবাসিকপর্ব্ব-পাঠসময়ে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। মৌসলপর্ব্ব-পাঠসময়ে চন্দনাদি ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব-পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করা উচিত। স্বর্গপর্ব্ব-পাঠসময়ে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে এবং হরিবংশ[১] সমাপন হইলে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক নিষ্ক[২]সংযুক্ত এক একটি গাভী ও দরিদ্রদিগকে অর্দ্ধনিষ্কসংযুক্ত এক একটি গাভী প্রদান করিবে। সমুদয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে সুন্দর অক্ষরযুক্ত একখণ্ড মহাভারত পাঠককে প্রদান করা এবং হরিবংশপর্ব্ব-সমাপনসময়ে তাঁহাকে পায়স ভোজন করান অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাঠকের লক্ষণ ও তদুদ্দেশ্যে দানাদি মাহাত্ম্য

শাস্ত্রকোবিদ[৩] ব্যক্তি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পাঠক দ্বারা সমুদয় মহাভারত-সংহিতা পাঠ করাইয়া ক্ষৌম বা শুক্লবস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক সংযতচিত্তে পবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া গন্ধমাল্য দ্বারা মহাভারত পুস্তকের অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকারসহকারে প্রভূত সুবর্ণ দক্ষিণা ও বিবিধ অন্নপানীয় প্রদান এবং নর, নারায়ণ ও অন্যান্য দেবগণের নাম কীর্ত্তন করিবেন। এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহার অতিরাত্র-যজ্ঞের ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই।

এই মহাভারতের এক এক পর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রোতার এক এক যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। পাঠক উৎকৃষ্ট স্বর-সংযোগসহকারে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দসমুদয় উচ্চারণ করিয়া মহাভারত পাঠ করিবেন। ভারতপাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া অলঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা পাঠককে পরিতুষ্ট করা শ্রোতার অবশ্য কর্ত্তব্য। পাঠকের তুষ্টিলাভ হইলে শ্রোতার উৎকৃষ্ট প্রীতিলাভ হয় এবং ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা ভারতপাঠাবসানে বিবিধ বস্তু প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিবেন।

এই আমি আপনার নিকট ভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিধি সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে

১। করভূষণ—বলয়। ২। কর্ণভূষণ—মাকড়ী। ৩। যজ্ঞসূত্র—পৈতা। ৪। চাউল-গুড়-যোগে প্রস্তুত নাড়ু—বিবাহাদি শুভকার্য্যেও গুড়োদন প্রস্তুত করা হয়। বিবাহাদি কার্য্যে প্রস্তুত ঐ প্রকার নাড়ুর নাম—আনন্দ নাড়ু। ৫। পিষ্টক—পীঠে। ৬। নারিকেল নাড়ু, খইএর মোয়া প্রভৃতি। ৭। জলপূর্ণ কুম্ভ। ৮। ধনুক-বাণ। ৯। মুগ। ১০। ঘৃতপক্ক অন্ন—নিরামিষ পোলাও।

১। হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বাতিরিক্ত পরিশিষ্টস্থানীয় পৃথক গ্রন্থ। ভারত পাঠান্তে উহা পাঠ্য। ২। স্বর্ণমুদ্রা—মোহর। ৩। শাস্ত্রজ্ঞ—শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

আপনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। যে ব্যক্তি শ্রেয়োলাভের বাসনা করেন, তাঁহার সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ ও শ্রবণান্তে পারণ[1] করা আবশ্যক। নিয়ত মহাভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তির গৃহে মহাভারত পুস্তক থাকে, জয় তাহার হস্তগত হয়, সন্দেহ নাই। ভারতের তুল্য পবিত্র ও পবিত্রতাজনক আর কিছুই নাই। ভারতমধ্যে বিবিধ পবিত্র কথা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেবগণ সর্ব্বদা ভারতের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতই পরমপদস্বরূপ। ভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারত হইতেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মহাভারত, ক্ষিতি, গো, সরস্বতী নদী, বাসুদেব ও ব্রাহ্মণগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। পরম পবিত্র বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই হরিনাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। যাহাতে বিষ্ণুকথা ও বেদবাক্য সন্নিবেশিত আছে এবং যাহা পরম পবিত্র, ধর্ম্মের আকর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করা পরমপদাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে তিমিররাশি[2] বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া ভারতকথা শ্রবণ করিলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অষ্টাদশপুরাণ-শ্রবণের ফললাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে হউক না কেন, বিষ্ণুভক্ত হইলেই বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারে। কামিনীগণ পুত্রলাভবাসনায় এই বিষ্ণুকথাত্মক মহাভারত শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি উন্নতিলাভের নিমিত্ত হরিকথা শ্রবণ করেন, পাঠককে যথাশক্তি সুবর্ণ, সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গযুক্তা[1] সবৎসা কপিলা[2] ধেনু[3], অলঙ্কার, কর্ণাভরণ ও ভূমি দক্ষিণা প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন অথবা অন্যকে উহা শ্রবণ করান, তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পুত্রকলত্রের নিষ্কৃতিলাভ হইয়া থাকে। এই পবিত্র ইতিহাসের পাঠকার্য্য সমাপ্ত হইলে দশসহস্র হোম করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট সমুদয় ভারতোপাখ্যান সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। যথাসম্ভব পারণ। ২। অন্ধকারসমূহ।

১। সোণা দিয়া মোড়া শিং[illegible] ২—৩। কামধেনু—যখনই দোহন করা যায়, তখনই যে গাই দুধ দেয়।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব সমাপ্ত

মহাভারত সম্পূর্ণ

